উদ্যোগপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা অনুবাদিত

ও পর্য্যালোচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৮৯।

মহাভারতীয় উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র।

উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

উদ্যোগপর্ব্ব।

সৈন্যোদ্যোগ প্রকরণ

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি কুরুপ্রবীরগণ বন্ধুবান্ধবগণ-সমভিব্যাহারে মহানন্দে অভিমন্যুর বিবাহ-কার্য্য সমাধান করিবার পর রজনীতে বিশ্রাম করিয়া পর দিন প্রত্যুষে প্রীতি-প্রফুল্লমানসে বিরাটের সভাভিমুখে গমন করিলেন। রাজবৃন্দগণ সকলেই মৎস্যপতির সেই সুসমৃদ্ধিশালিনী, উত্তমমণি-রত্নচয়-চিত্রিতা, যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্তাসনা, পুষ্পমাল্য-নিচয়ে উপশোভিতা, রুচির-সৌরভবতী মনোহারিণী সভায় সমাগত হইলে, অগ্রে নরেন্দ্র বিরাট ও দ্রুপদ আসন পরিগ্রহ করিলেন, পশ্চাৎ অন্যান্য মান্য ও বৃদ্ধ ভূপালগণ এবং বসুদেবের সহিত রাম ও জনার্দ্দন আপন আপন উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি ও রোহিণী-নন্দন বলদেব, ইহাঁরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সমীপে এবং কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির মৎস্যাধিপের সন্নিধানে অবস্থান করিলেন। তদ্ভিন্ন এক দিকে দ্রুপদের পুত্রগণ, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব, আর অন্য দিকে শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, বিরাটরাজের পুত্রগণ, অভিমন্যু এবং পিতৃতুল্য শৌর্য্য বীর্য্য ও রূপসম্পন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ নন্দন সুবর্ণচিত্রিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উজ্জ্বলবসনাভরণ-ভূষিত ঐ সমস্ত মহারথগণ তথায় উপবিষ্ট হইলে, সেই সমৃদ্ধিমতী রাজসভা নির্ম্মল-গ্রহরাজি-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভিতা হইল। অনন্তর দশ জন একত্র সমবেত হইলে যেরূপ সম্ভাষণ হইয়া থাকে, সভাস্থ পুরুষপ্রবীরগণ পরস্পর তাদৃশ বহু প্রকার সমালাপ করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণের প্রস্তাব প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিতে থাকিলেন। তখন বাসুদেব তাঁহাদিগের বাক্যাবসান-রূপ অবসর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনার্থে সেই সমবেত রাজসিংহদিগকে সবিশেষ নির্ব্বন্ধ-সহকারে অনুরোধ করত মহার্থযুক্ত ও মহাফলোপধায়ক বচনাবলি বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহারাও একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! সুবলরাজ-পুত্র শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় যে প্রকারে এই যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে, যে রূপ কাপট্য-দ্বারা ইহাঁর রাজ্য হরিয়া লয় এবং ইহাঁকে প্রবাসিত করিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার যে রূপ পণ নির্দ্ধারণ করে, সে সকলই আপনাদিগের বিদিত আছে। এই মহানুভাব পাণ্ডুপুত্রগণ যদিও নিজপরাক্রম-সহকারে পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ, তথাপি সত্য-নিষ্ঠতা-হেতুক সেই প্রতিজ্ঞাত উগ্রব্রত প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়া সত্যরথে আরোহণ-পূর্ব্বক কোন প্রকারে এই ত্রয়োদশ বর্ষ কাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। সুদুস্তর শেষ বৎসরে ইহাঁরা সকলের অপরিজ্ঞাত থাকিয়া বহু-

বিধ দুর্ব্বিষহ ক্লেশ-নিবহ সহ্য করত মেঘ-নির্ম্মুক্ত-মিহিরের ন্যায় সম্প্রতি যে রূপে আপনাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহাও আপনাদিগের অবিদিত নাই। আহা! এরূপ বাহুবল-সম্পন্ন মহীয়ান্ ব্যক্তিদিগকেও পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া কত কষ্টেই ঐ কাল-স্বরূপ এক বর্ষ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে! এরূপ অবস্থান্তে ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠিরের ও দুর্য্যোধনের যাহা হিতকর এবং কুরু পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই ধর্ম্মাবহ, ন্যায্য ও যশস্কর হয়, তাহা আপনারা চিন্তা করুন। এই ধর্ম্মরাজ অধর্ম্ম আচরণ-দ্বারা যদি দেবতাদিগের রাজ্যও প্রাপ্ত হইতে পারেন, তথাচ তাহাতে অভিলাষ করেন না; পরন্তু কোন এক সামান্য গ্রামের উপরেও ধর্ম্মার্থযুক্ত আধিপত্য লাভ করিতে ইচ্ছা রাখেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যে রূপে ইহাঁর পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছে এবং তাহাদিগের মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ইহাঁকে যাদৃশ অবিষহ্য কষ্ট পাইতে হইয়াছে তাহা সমস্ত নরাধিপেরাই জানেন। যুধিষ্ঠিরের কত দূর সৌজন্য দেখুন, দুর্য্যোধন ও তাহার ভ্রাতৃগণ স্বকীয় তেজ প্রকাশ-পূর্ব্বক সম্মুখ-সংগ্রামে ইহাঁকে পরাজিত করিয়াছে, এমন নহে, কেবল কপটতা-দ্বারাই যার পর নাই ক্লেশ দিয়াছে, তথাপি ইনি সুহৃদ্গণের সহিত তাহাদিগের কল্যাণই ইচ্ছা করিতেছেন। পুরুষ-প্রবীর পাণ্ডু-তনয়েরা নিজবাহুবল-সহকারে অশেষ ভূপালবৃন্দকে পরাভূত করত যে রাজ্য স্বয়ং সঞ্চিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করেন; পরন্তু ইহাঁদিগের সেই উগ্রস্বভাব অসদ্বৃত্ত শত্রুগণ কেবল রাজ্যহরণেই অভিলাষী নহে, ঐ অসদভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহাঁদিগের বাল্যকালাবধি বহুবিধ উপায়-দ্বারা জীবন হরণ করিতেও যে সচেষ্টিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই আপনাদিগের বিদিত আছে; অতএব তাহাদিগের সেই প্রবৃদ্ধ লোভ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাত্মতা এবং উভয় পক্ষের সম্বন্ধিত্ব, আলোচনা করিয়া আপনারা যুগপৎ ও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রণা করুন। সতত সত্যনিরত পাণ্ডু-নন্দনগণ যথা নিয়মে প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াও যদি অতঃপর সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রবঞ্চনাজালে আবদ্ধ হইবার উপক্রম দেখেন, তবে তাহাদিগের সকলকেই সমর-শয্যায় শয়ান করিবেন। তাহাদিগের পরাভববার্ত্তা শ্রবণে যদি আত্মীয় সুহৃদ্বর্গ সাহায্যার্থে সমাগত হইয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হয় এবং যুদ্ধ-দ্বারা ইহাঁদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে ইহাঁরা অগ্রে তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পশ্চাৎ তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। অপিচ আপনারা যদি এরূপ আশঙ্কা করেন যে, তাহারা বহুল বলে পরিবৃত হইলে ইহাঁরা অল্প হইয়া কিপ্রকারে তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবেন? তবে ইহাঁরাও স্বকীয় সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের বিনাশার্থে যত্ন করিবেন। পরন্তু দুর্য্যোধনের মত কি, কিরূপ অনুষ্ঠান করিতে তাহার যত্ন হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে না; প্রতিপক্ষের মত না জানিতে পারিলে, আপনারা কোন্ কর্ম্ম আরম্ভ করা উচিত বোধ করিবেন? অতএব আমার বিবেচনায় অগ্রে এখান হইতে কোন এক জন ধর্ম্মশীল, শুচি, সৎকুলজাত সাবধানী ও কার্য্যক্ষম পুরুষ দূত-স্বরূপে তাহাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাইবার উদ্দেশে গমন করুন।

হে রাজন্! জনার্দ্দনের এইরূপ পক্ষপাত-শূন্য, ধর্ম্মার্থযুক্ত ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদীয় অগ্রজাত বলদেব উহার অত্যন্ত প্রশংসা করত আপন মত ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণ-প্রস্তাবে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

বলদেব কহিলেন, হে মহীপালগণ! আপনারা গদাগ্রজ কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন; ইহা যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েরই হিতকর। বীর্য্যশালী কুন্তী-পুত্রেরা নিজ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ

দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিয়া অপরার্দ্ধ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন, এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র-কুমার সেই অর্দ্ধভাগ ইহাঁদিগকে প্রদান করিলে অস্মদাদি সুহৃদ্গণের সহিত সুখী হইয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিতে পারেন, এবং পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবেরাও রাজ্য লাভ করিয়া (প্রতিপক্ষগণ সম্যক্‌রূপে সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন করিলে) প্রশান্ত-ভাবে অবশ্যই সুখানুভব করেন। এরূপ হইলে কেবল কুরু পাণ্ডবদিগের বিরোধ শান্তি হয় এমন নহে, তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জেরও পরম উপকার দর্শে। অতএব ইহাঁদিগের পরস্পর বিবাদ শান্তির নিমিত্ত দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় জানিতে ও তাঁহার নিকটে যুধিষ্ঠিরের বক্তব্য বাক্য কহিতে কোন ব্যক্তি তথায় গমন করিলে আমার প্রীতি জন্মে। সেই ব্যক্তি কুরুসভায় উপস্থিত হইয়া যৎকালে কুরুপ্রবীর ভীষ্ম, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি, কর্ণ ও স্বধর্ম্মে অবস্থিত বলপ্রধান নীতিপ্রধান বহুদর্শী লোক-প্রবীর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ এবং যাবতীয় পৌরজন ও প্রাচীনবর্গ তথায় সমবেত হইবেন; সেই সময়ে সকলকেই সম্বোধন-পূর্ব্বক যাহাতে যুধিষ্ঠিরের প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, এরূপ নম্রতা-সূচক বাক্য বিন্যাস করুন। সম্প্রতি কোন অবস্থাতেই তাঁহাদিগের কোপোৎপাদন করা হইবে না; কেননা তাঁহারা বলাশ্রয় করিয়াই যুধিষ্ঠিরের অর্থজাত হস্তগত করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির প্রেমাস্পদ দ্যূতক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়া আপনিই আপনার রাজ্য হারিয়াছেন। দ্যূত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী না হওয়াতে সমস্ত সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও ইনি পাশকুশল শকুনিকে ক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন, এরূপ সহস্র সহস্র দুরোদরবেদী তথায় বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি সুবল-পুত্রকেই দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং তিনিও ইহাঁকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবনদক্ষ শকুনি ইহাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ক্রীড়ারম্ভ করিলে যখন দৈববশত সকল অক্ষই ইহার প্রতিকূলে পতিত হইতে লাগিল, তখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ইনি আপনা হইতেই তাঁহার নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে শকুনির কোন অপরাধ হইতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি দূত হইয়া তথায় গমন করিবেন, তাঁহাকে অবশ্যই প্রণত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে বহুতর সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিতে হইবে। এরূপ করিলে তিনি স্বার্থসাধন বিষয়ে সুযোধনের সম্মতিলাভ করিলেও করিতে পারেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুপ্রবীর বলদেব এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন এমন সময়ে শিনি-প্রবীর সাত্যকি তাঁহার বাক্য শেষ না হইতেই অমনি সহসা গাত্রোত্থান করিলেন এবং ক্রোধ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের নিন্দা করত এই কথা বলিতে লাগিলেন।

বলদেব-বাক্যে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

সাত্যকি কহিলেন, হে হলধর! যে পুরুষের যেরূপ মন তিনি তাদৃশ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তুমিও আপন অন্তঃকরণের অনুরূপ সম্ভাষণ করিতেছ। সংসারে কাপুরুষ ও শূর, উভয় প্রকার লোকই বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে যে ব্যক্তি নিজে যেরূপ হয় সে সেই পক্ষই অবলম্বন করে। যেমন এক বৃক্ষে কোন শাখা ফলবতী ও কোন শাখা অফলা হইয়া থাকে, সেইরূপ এক কুলে ক্লীব ও মহাবল উভয় প্রকার পুরুষই জন্মিতে পারে। হে মাধব! তুমি যে বাক্য ব্যক্ত করিলে তাহার প্রতি আমি অসূয়া করিতেছি না, কিন্তু যাঁহারা তোমার কথা শ্রবণ করিলেন তাঁহাদিগের প্রতিই আমার অসূয়া হইতেছে; কেননা সভ্যগণের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি সভামধ্যে অকুতোভয় হইয়া ধর্ম্মরাজের স্বল্পমাত্র দোষেরও উল্লেখ করিতে পারে? অক্ষকুশল শকুনি-প্রভৃতি যখন অক্ষক্রীড়ায়

অপারদর্শী ও আস্থাশূন্য মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান-পূর্ব্বক পরাজয় করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় কোথায়? যদি এই কুন্তী-তনয় নিজ-মন্দিরে ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন, আর সেই সময়ে তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া ইহাঁকে জয় করিতে পারিত, তবেই তাহাদিগের ধর্ম্মত জয় করা হইত; কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা যখন ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য নিরত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিকটে আহ্বান-পূর্ব্বক বঞ্চনা-দ্বারা জয় করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগের পরম শুভাস্পদ কি আছে? অপিচ এই যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় মহাপণ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে বনবাস হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় পিতামহের রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া কি জন্যে তাহাদিগের নিকটে প্রণিপাত স্বীকার করিবেন? যদি পরধন কামনা করিতেই ইহাঁর প্রবৃত্তি হয়, তথাপি তাদৃশ অত্যন্ত শত্রুর নিকটে কোন ক্রমেই যাচ্ঞা করা উচিত নহে। এই কুন্তীনন্দনেরা যথানিয়মে অজ্ঞাত বাস হইতে উত্তীর্ণ হইলেও তাহারা ইহাঁদিগের বিদিত হইবার বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে আর কি প্রকারে ধার্ম্মিক ও রাজ্যহরণে অনিচ্ছু বলিয়া স্বীকার করা যায়? মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ-কর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াও তাহারা যখন পাণ্ডবদিগের স্বকীয় পৈতৃক রাজ্য প্রদান করিতে সম্মত হইতেছে না, তখন আমিই সংগ্রামে বাহুবল-বিস্তার-পূর্ব্বক তাহাদিগকে শাণিত-শর-সমূহ-সহকারে অনুনীত করিয়া মহাত্মা কুন্তী-তনয়ের চরণতলে নিপাতিত করিব। তাহাতেও যদি তাহারা ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রণিপাত করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তবে অমাত্যগণের সহিত নিশ্চয়ই শমন সদনে গমন করিবে; কেননা পর্ব্বত সকল যেমন বজ্রের বেগ সহিতে পারে না, সেইরূপ তাহারা সমরোদ্যত পরিক্রুদ্ধ যুযুধানের বেগ কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। তাহাদিগের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তিই বা বিদ্যমান আছে যে যুদ্ধস্থলে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের, চক্রায়ুধ কৃষ্ণের, দুরাসদ ভীমসেনের কি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে? জীবিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ বীর পুরুষ যুগল-কৃতান্তমূর্ত্তি নকুল সহদেবের কি দ্রুপদ-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইতে সাহস করে? কোন্ ব্যক্তিই বা দ্রৌপদীর কীর্ত্তিবর্দ্ধন, সমপরিমাণ, পাণ্ডবগণ-সদৃশ অসীমবীর্য্যশালী, মদোৎকট পঞ্চ পাণ্ডব-তনয়ের, সমরে অমর-নিকরেরও দুঃসহ মহাধনুর্দ্ধর সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর এবং সাক্ষাৎ বজ্র ও কালানল-সদৃশ প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত গদ প্রদ্যুম্ন শাম্ব-প্রভৃতি মহামহা বীর সকলের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়? আমরা সকলেই সমবেত হইয়া শকুনি ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে বিনষ্ট করত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিব। এরূপ করিলে আমাদিগের কোন অধর্ম্মই হইবে না, কেননা আততায়িশত্রুনিপাতে কিছুমাত্র অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই; বরং শত্রু-সমীপে যাচ্ঞা করাই ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্মাবহ ও অযশস্কর হয়। অতএব যুধিষ্ঠিরের যাহা হৃদ্গত অভীষ্ট, তোমরা আলস্য পরিহার-পূর্ব্বক তাহাই পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হও; যাহাতে ইনি ধৃতরাষ্ট্রের পরিত্যক্ত নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন, তদ্বিষয়েই যত্ন কর। ফলত হয় যুধিষ্ঠির এক্ষণে রাজ্যলাভ করেন, না হয় বিপক্ষেরা মদীয় শস্ত্রধারায় ধরাশায়ী হয়, এই দুই কল্পের এক কল্প নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হইবে।

সাত্যকি-বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩॥

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সেইরূপই হইবে সন্দেহ নাই; কেননা সান্ত্ববাদ-দ্বারা দুর্য্যোধন কখনই রাজ্য প্রদান করিবে না। সুতপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রও তাহার মতানুবর্ত্তী হইবেন; ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য, ইহাঁরাও দীনতা-প্রযুক্ত সেই মতে মত দিবেন; আর কর্ণ ও শকুনিও মূর্খতা-বশত অবশ্যই তাহার মতানুসরণ

করিবে। পরন্তু আমার বুদ্ধিতে বলদেবের বাক্য যুক্তিযুক্ত হইতেছে; কেননা সুনীতি ইচ্ছুক পুরুষের অগ্রে ঐরূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্য্যোধনের নিকটে কোন ক্রমেই মৃদুবাক্য প্রয়োগ করা উচিত হয় না, যেহেতু আমার বিবেচনায় ঐ পাপবুদ্ধি কখন মৃদুতা-দ্বারা বশীকৃত হইবার যোগ্য নহে; গর্দ্দভের প্রতি মৃদুতা এবং গো-সকলের প্রতি তীক্ষ্নতা আচরণ করাই বিধেয়। যে ব্যক্তি পাপচিত্ত দুর্য্যোধন-সমীপে মৃদু-বাক্য ব্যবহার করে, পাপাত্মা দুর্য্যোধন সেই মৃদু-সম্ভাষণকারী ব্যক্তিকে নিস্তেজ ও অসমর্থ বলিয়াই নিশ্চয় করে। ফলত নির্ব্বোধ-লোকের প্রতি মৃদুতাচরণ করিলে, সে আপনাকে জিতার্থ বলিয়াই বোধ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা অগ্রে মৃদুতাচরণই করিব, এবং সংপ্রতি আমি যাহা বলিতেছি, ইহাতেও সকলে যত্ন কর। আমরা মিত্রগণের নিকটে দূত প্রেরণ করি; তাঁহারা আমাদিগের সাহায্যার্থে সৈন্য-সমুদ্যোগ করুন। হে বিভো! শীঘ্রগামী দূত-সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও কৈকেয়-প্রভৃতি অন্যান্য রাজগণ-সন্নিধানে সত্বর গমন করুক; কারণ দুর্য্যোধনও নিঃসন্দেহ সর্ব্বত্র দূত প্রেষণ করিবে, এবং সজ্জনগণেরও স্বভাব এই যে, অগ্রে যে পক্ষ তাঁহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাঁহারা সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব পূর্ব্বেই নরেন্দ্রগণ-সমীপে প্রার্থনা প্রেরণ করিতে সত্বর হও; কেননা আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আমাদিগকে সুমহৎ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে। হে রাজন্! শল্য ও তাঁহার অনুগত ভূপতিগণের নিকটে অবিলম্বে দূত প্রেরণ কর, এবং পূর্ব্বসাগরবাসী রাজা ভগদত্ত, অমিতৌজা, উগ্র, হার্দ্দিক্য, আহুক, দীর্ঘপ্রজ্ঞ, মল্ল ও রোচমান, ইহাঁদিগের নিকটেও দূত-প্রস্থাপনে ত্বরান্বিত হও। এতদ্ভিন্ন বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, পাপজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তুক, বাহ্লিক, মুঞ্জকেশ, চৈদ্যাধিপতি যুবরাজ, সুপার্শ্ব, সুবাহু, মহারথ পৌরব, শক, পহ্লব ও দরদরাজ্যের অধীশ্বরগণ, কাম্বোজ ঋষিক ও পশ্চিমস্থ অনূপদেশীয় ভূপালবর্গ, জয়ৎসেন, কাশ্য, দুর্দ্ধর্ষ ক্রাথপুত্র, পঞ্চনদ রাজ্য ও পর্ব্বতবাসী ভূপতি-সকল, জানকি, সুশর্ম্মা, মণিমান্ পৌতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রের অধিপতি, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, ওড্র, দণ্ডধার, বীর্য্যশালী বৃহৎসেন, অপরাজিত, নিষাদ, শ্রেণিমান্, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহৌজা, পরপুর-বিজয়ী বাহু, সপুত্র বীর্য্যসম্পন্ন রাজা সমুদ্রসেন, নরপতি সুরারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট, সমর্থ, সুবীর, মার্জ্জার, কন্যাক, মহাবীর সুচক্র, নিচক্র, তুমুল, ক্রথ, নীল, বীরধন্বা, বীর্য্যবান্ ভূমিপাল, দুর্জ্জয়, দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্বপালী, ভূরিতেজা, দেবক, পুত্রগণ-সহ একলব্য, করূষ-দেশীয় ভূপালগণ, বীর্য্যবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি, উদ্ভব, ক্ষেমক, বাটধান শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বীর্য্যশালী শাল্ব-পুত্র ও যুদ্ধ-দুর্ম্মদ কলিঙ্গাধিপতি কুমার, এই সমস্ত ভূপালবৃন্দকেও দূত প্রেরণ দ্বারা অগৌণে আনয়ন কর; এইরূপ অনুষ্ঠান করাই আমার অভিমত হইতেছে। হে রাজন্! আমার পুরোহিত এই ব্রাহ্মণকেও শীঘ্র ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে প্রেরণ কর এবং দুর্য্যোধনকে, ভীষ্মকে, ধৃতরাষ্ট্রকে ও রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে যে যে কথা বলিতে হইবে, তাহাও ইহাঁকে বলিয়া দাও।

দ্রুপদ-বাক্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, যিনি সোমবংশের ধুরন্ধর, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা তাঁহার উপযুক্তই বটে; ইহা অমিততেজস্বী পাণ্ডবরাজের অর্থ-সিদ্ধি করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। সুনীতি-পূর্ব্বক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে, আমাদিগের অগ্রে এইরূপ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা আচরণ করিতে উদ্যুক্ত হয়, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডব, উভয় পক্ষেই আমাদিগের সমান সম্বন্ধ; ইহাঁরা পরস্পর ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করুন, তদ্দ্বারা আমাদিগের

সম্বন্ধের অন্যথা হইতে পারে না; অতএব সন্ধি-বিগ্রহাদির পক্ষে এক্ষণে আমাদিগের কোন কথাই বক্তব্য নহে। আপনি যেমন বিবাহের উপলক্ষে এস্থানে আহূত হইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ আনীত হইয়াছি। সম্প্রতি বিবাহ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং আমরা হৃষ্টমনে স্বভবনে প্রস্থান করিব। আপনি সমস্ত মহীপালগণ-মধ্যে কি বয়ঃক্রমে কি শাস্ত্রজ্ঞানে উভয়থাই বৃদ্ধতম। আমরা সকলেই যে আপনকার শিষ্যতুল্য হইয়া থাকিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রও আপনাকে সর্ব্বদা বহুতর সম্মান করিয়া থাকেন; বিশেষত আপনি দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য উভয়েরই সখা। অতএব যে বাক্য পাণ্ডবদিগের অর্থকর হয়, তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত আপনিই এক্ষণে দূত প্রেরণ করুন। আপনি যে কথা বলিয়া পাঠাইবেন, তাহাই আমরা নিশ্চিত বলিয়া জ্ঞান করিব। কুরু-পুঙ্গব দুর্য্যোধন যদি ন্যায়পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক শান্তি সংস্থাপন করে, তাহা হইলে কুরু-পাণ্ডবগণের ভ্রাতৃ-সদ্ভাব সঞ্চিত হওয়ায় মহামারীর সৃষ্টি হয় না। কিন্তু তাহার বৈপরীত্যে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যদি মদ-গর্ব্বে বিমোহিত হইয়া একান্তই বিগ্রহার্থে আগ্রহান্বিত হয়, তবে আপনি অগ্রে অন্য সকল সুহৃদ্গণের নিকটে দূত পাঠাইয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। তাহার পর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় যখন ক্রোধের সাহায্য লইবেন, তখন মন্দমতি দুর্য্যোধন অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত অবশ্যই কৃতান্ত-কবলে নিপতিত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহীপতি বিরাট বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া স্বজন-বান্ধবগণের সহিত গৃহে প্রস্থাপন করিলেন। কৃষ্ণের দ্বারকা গমনের পর যুধিষ্ঠির-প্রভৃতি পাণ্ডবগণ বিরাটরাজের সহযোগে সংগ্রামোপযোগী সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন। মৎস্যপতি, পাঞ্চালেশ্বর ও তাঁহাদিগের বান্ধবগণ আপন আপন মিত্র-ভূপতিবর্গের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। কুরু-সিংহ পাণ্ডবগণের, বিরাটের ও দ্রুপদরাজের বচনানুসারে সেই সমাহূত মহাবল-সম্পন্ন মহীপালেরাও সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইতে থাকিলেন।

পাণ্ডুপুত্রদিগের সেই সুমহৎ বল সমাগত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরাও স্বকীয় মিত্র-ভূপতিগণকে সমানীত করিলেন। মহারাজ! তৎকালে কুরু-পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ সেই অসংখ্য মহীপাল সকলের সমাগমোদ্যোগে সমগ্র মহীমণ্ডল সমাকুল হইয়া উঠিল। অবিরল বলসম্বাধে সঙ্কুলা হওয়ায় ধরিত্রীকে যেন চতুরঙ্গ-সেনাময়ী বোধ হইতে লাগিল। সেই বীর-নিকরের সৈন্যগণ যেন গিরি-কানন-সম্বলিতা বসুধা-দেবীকে পরিচালন করতই সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাগত হইতে থাকিল।

এদিকে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরের মতানুবর্ত্তী হইয়া জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ আপন পুরোহিতকে কুরুগণ-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পুরোহিত-যানে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

পুরোহিতের প্রস্থান-সময়ে দ্রুপদরাজ তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অখিল ভূতকদম্বের মধ্যে প্রাণিগণই শ্রেষ্ঠ; আবার প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে মানব, মানবগণের মধ্যে দ্বিজাতি, দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞগণের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে কর্ম্ম-কর্ত্তা এবং কর্ম্মকর্ত্তৃদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ হয়েন। আমার বিবেচনায় আপনি সমুদয় কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রধান। আপনি কুল, বয়ঃক্রম ও বিদ্যা, সর্ব্বাংশেই বিশিষ্ট এবং বুদ্ধিমত্তা বিষয়েও শুক্র ও বৃহস্পতির সদৃশ। ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠিরের যেরূপ স্বভাব ও চরিত্র, সকলই আপনকার বিদিত আছে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞাতসারেই পাণ্ডবেরা শত্রুগণ-কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে বিদুর তাঁহাকে বারংবার

অনুনয় করিলেও তিনি কেবল পুত্রেরই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন। শকুনি স্বয়ং অক্ষকুশল হইয়া অক্ষ-ক্রীড়ায় অনিপুণ অথচ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত শুদ্ধ-চিত্ত কুন্তীতনয়কে বুদ্ধিপূর্ব্বকই ক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিল। যখন তাদৃশ প্রবঞ্চনা-দ্বারা তাহারা ধর্ম্মরাজের রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন কোন অবস্থাতেই তাহা আপনা হইতে ইহাঁকে প্রত্যর্পণ করিবে না। অতএব আপনি ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে ধর্ম্মানুগত বাক্যের প্রসঙ্গ করত তৎপক্ষীয় যোধগণের চিত্তাবর্ত্তন করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন। বিদুরও আপনকার সেই বাক্যের সিদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিবেন। যাহাতে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির মধ্যে ভেদ উপস্থিত হয়, তিনি তদ্বিষয়েই সচেষ্ট হইবেন। অমাত্য-সকল পরস্পর বিভিন্ন এবং যোধগণ বিমুখ হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় একযোগ করাই বিপক্ষদিগের কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। ইত্যবসরে পাণ্ডবেরা একাগ্রচিত্ত হইয়া অনায়াসে সৈন্যসমাবেশ ও সামরিক দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয় করিতে পারিবেন। বিপক্ষদিগের আত্মীয়গণ ভেদ প্রাপ্ত হইলে এবং আপনি তথায় কিছুকাল বিলম্ব করিয়া থাকিলে তাহারা এরূপ সেনা-কর্ম্ম-সম্পাদনে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। অপিচ আপনি তথায় গমন করিলে এই একটি মুখ্য প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা যে, সঙ্গতিক্রমে অন্ধরাজ ভবদুক্ত ধর্ম্মান্বিত বাক্য প্রতিপালন করিলেও করিতে পারেন। অতএব আপনি স্বভাবত যেরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ, তাহাদিগের নিকটে সেইরূপ ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করতই কৃপালুগণ-সন্নিধানে পাণ্ডবদিগের অশেষ ক্লেশ-সমূহের পরিকীর্ত্তন এবং বৃদ্ধগণ-সমীপে পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরা-প্রচলিত কুল-ধর্ম্মের বর্ণন করিয়া তাঁহাদিগের যে চিত্তভেদ করিতে সমর্থ হইবেন, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাতে আবার দূতকর্ম্মে নিযুক্ত ও বৃদ্ধ, সুতরাং তাহাদিগের নিকটে আপনকার কোন ভয় করিবারও বিষয় নাই। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া যুধিষ্ঠিরের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্তে এই পুষ্যনক্ষত্রযুক্ত জয় নামক শুভ-মুহূর্ত্তে কুরুগণ-সমীপে যাত্রা করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা দ্রুপদরাজের এইরূপ আদেশে সেই সদাচার-সম্পন্ন পুরোহিত হস্তিনা নগরে প্রস্থান করিলেন।

পুরোহিতের প্রতি দ্রুপদ-বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবেরা দ্রুপদরাজের পুরোহিতকে হস্তিনা নগরে প্রেরণ করিয়া মিত্র-নৃপতিগণ-সমীপে স্থানে স্থানে দূত পাঠাইলেন। কুরুবংশাবতংস পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় অন্য সকল স্থানে দূত পাঠাইয়া স্বয়ং দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এদিকে বৃষ্ণি, অন্ধক ও শত শত ভোজ-গণের সহিত মধুকুলোদ্ভব কৃষ্ণ ও বলদেবের দ্বারকায় গমন করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন আপন প্রেরিত গুপ্তচর-দ্বারা পাণ্ডবদিগের বিচেষ্টিত সমস্ত কার্য্যজাত অবগত হইলেন। তিনি মৎস্যরাজধানী হইতে কৃষ্ণের প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র সমীরণ-তুল্য-বেগশালী সদশ্বচয়-যোজিত রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক অনতিবহুল বলে পরিবৃত হইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে দিবস দুর্য্যোধন রমণীয় আনর্ত্ত-নগরে প্রবেশ করিলেন, পাণ্ডনন্দন ধনঞ্জয়ও সেই দিনে শীঘ্র তথায় উপনীত হইলেন। পুরুষব্যাঘ্র উক্ত কুরুনন্দন-দ্বয় দ্বারকায় গমন করিয়া বাসুদেব-মন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছেন। তখন উভয়েই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করত তদীয় শয়ন-সন্নিধানে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন অগ্রে শয়নাগারে প্রবেশিয়া কৃষ্ণের মস্তকের উপধান-সমীপে একখানি উত্তম আসনে বসিলেন, পশ্চাৎ মহামনা কিরীটী তথায় উপস্থিত হইয়া অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক কে-

শবের চরণ-প্রান্তে বিনীতভাবে উপবিষ্ট রহিলেন।

বৃষ্ণিকুল-নন্দন মধুসূদন কৃষ্ণ নিদ্রাবসানে নয়ন-দ্বয় উন্মীলন-পূর্ব্বক অগ্রে অর্জ্জুনকে পশ্চাৎ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইয়া উভয়কেই স্বাগত-প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহারা পূজা করিলে উভয়কেই যথাবৎ প্রতিপূজা করত আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ হাস্য করত কহিলেন, হে মধু-প্রবর মধুসূদন! আমাদিগের এই উপস্থিত সংগ্রামে আপনি আমারে সাহায্য প্রদান করুন। যদিচ অর্জ্জুন ও আমি, উভয়েরই সহিত আপনকার সখা ও সম্বন্ধ সমান, তথাপি আমিই অগ্রে আসিয়াছি বলিয়া আমার সহায়তা করাই আপনকার উচিত হইতেছে; কেননা পূর্ব্বাচারানুযায়ী সজ্জনগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে জনার্দ্দন! লোক মধ্যে এক্ষণে আপনিই সজ্জনগণের শ্রেষ্ঠতম ও সতত সম্মত; অতএব সজ্জনের চরিত্র পালন করা আপনকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ কহিলেন, রাজন্ সুযোধন! আপনি যে পূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়কে আমি অগ্রে দর্শন করিয়াছি; অতএব আপনার অগ্রে আগমন এবং আমার অগ্রে অর্জ্জুন-দর্শন, এই উভয় কারণ বশত আমি উভয়েরই সাহায্য করিব। পরন্তু লোক-প্রসিদ্ধ এই একটি প্রবাদ আছে, যে, বালকের প্রার্থনীয় বস্তু অগ্রে প্রদান করিতে হয়; অতএব আপনকার অপেক্ষা ন্যূনবয়স্ক পার্থের প্রার্থনাই অগ্রে পূর্ণ করা উচিত হইতেছে। অহে পার্থ! মদীয়-আকার-সদৃশ গোপজাতীয় নারায়ণ নামে বিখ্যাত আমার যে অর্ব্বুদ-সংখ্যক মহৎ সৈন্য আছে, তাহারা সকলেই প্রসিদ্ধ সংগ্রাম-যোধী; সমরে দুরাধর্ষ সেই সমস্ত সৈনিকগণ তোমাদিগের এক পক্ষে থাকিবে, আর আমি নিরস্ত্র ও যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিয়া অন্য পক্ষ অবলম্বন করিব ইহাই আমার অভিপ্রেত হইতেছে; অতএব এই উভয়ের মধ্যে যাহা তোমার অধিক মনোনীত হয় তুমি তাহাই প্রার্থনা কর; কারণ ধর্ম্মত তোমার কামনাই অগ্রে পূর্ণ করা বিধেয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত, জন্মাদি-বিবর্জ্জিত, ইচ্ছানুসারে মানবকুলে উৎপন্ন, সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডল ও অখিল দেব দানবগণেরও শ্রেষ্ঠতম, অমিত্রনাশন নারায়ণ কেশবকেই প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু দুর্য্যোধন তখন সেই সমস্ত নারায়ণী সেনা কামনা করিলেন। হে ভারত! তিনি অর্ব্বুদ-সংখ্যক সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া এবং তদ্দ্বারা কৃষ্ণকে অপহৃত জ্ঞান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ভীষণ-বলান্বিত মহীপাল দুর্য্যোধন সেই সৈন্য-সমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক রোহিণী-নন্দন মহাবল বলদেব-সন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহার নিকটে আপন আগমনের সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

অনন্তর শূরনন্দন বলদেব ধৃতরাষ্ট্র-তনয়কে এই কথা বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি ইতি পূর্ব্বে বিরাট-নন্দিনীর বিবাহ-সমাজে যে যে কথা বলিয়াছিলাম, বোধ হয়, তৎসমুদয় তোমার বিদিত হইয়া থাকিবে। হে কুরু-নন্দন! আমি তোমার নিমিত্তে কেশবকে নির্ব্বন্ধ-সহকারে "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের সমান সম্বন্ধ" এ কথা বারংবার বলিয়াছিলাম, কিন্তু মদুক্ত সেই বাক্যটি তিনি সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিলেন না। কি করি, আমি কৃষ্ণ ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারি না; সুতরাং তদীয় মুখাবেক্ষায়, না পার্থ না দুর্য্যোধন কাহারও সহায়তা করিব না, ইহাই স্থির করিয়াছি। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল-নৃপ-পূজিত ভারতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার সহায়ের আর অসদ্ভাব কি! অতএব যাও, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হলধরের এই বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র-তনয় রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে আলিঙ্গন

করিয়া এবং কৃষ্ণকে অপহৃত ও ধনঞ্জয়কে পরাজিত স্থির করিয়া কৃতবর্ম্মার নিকটে উপনীত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা তাঁহাকে এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিলেন। কুরুনন্দন দুর্য্যোধন সেই ভয়ঙ্কর সৈন্য-নিকরে পরিবৃত হইয়া সুহৃদ্বর্গের হর্ষবর্দ্ধন করত হৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পীতাম্বর-ধারী জনার্দ্দন কৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের গমনান্তে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসিলেন, অহে পার্থ! আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম, তথাপি কি বিবেচনায় তুমি আমাকে বরণ করিলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! আপনি তাহা-দিগের সকলকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহা-তে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; আপনি কেন? আমিই একাকী তাহাদিগের সংহার করণে সমর্থ; পরন্তু লোক মধ্যে আপনি কীর্ত্তিমান্ হইয়াছেন, সুতরাং আপনকার সেই যশোরাশি অবশ্যই আপন-কার অনুগামী হইবে। আমিও যশোলাভের অভি-লাষী, এই নিমিত্তই আপনাকে বরণ করিলাম। চিরকাল অবধি আমার এই একটি অভিলাষ আছে যে, আপনি আমার সারথ্য কর্ম্ম করিবেন; এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া আমার সেই মানসটি পূর্ণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! তুমি যে আমার সহিত এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে; তোমার সেই অভীষ্ট সম্পন্ন হউক—আমি অবশ্যই তোমার সারথি হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার ও দা-শার্হ-বংশীয় অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পুন-রায় যুধিষ্ঠির-সমীপে আগমন করিলেন।

কৃষ্ণসারথ্য-স্বীকারে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ওদিকে মদ্র-দেশাধিপতি শল্যরাজ, দূতগণের মুখে সংবাদ প্রাপ্তে বহুল-সৈন্য-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া মহারথ পুত্রগণ-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের নিকটে যাত্রা করি-লেন। তাঁহার সৈন্যের সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, প্রস্থান কালে প্রায় সার্দ্ধ-যোজন-পরিমিত ভূভাগ লইয়া শিবির-সন্নিবেশ হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই নরর্ষভ অক্ষৌহিণীপতি ও মহাবীর্য্য-পরাক্রম-শালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষেরাও সকলেই প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় ও অসীম শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের গাত্রাবরণ, বসন, আভরণ, মাল্য, রথ, বাহন, ধ্বজ, কার্ম্মুক-প্রভৃতি সকলই বি-চিত্র। স্বদেশীয় বেশ-ভূষায় বিভূষিত সেই সহস্র সহস্র সেনানীগণ যখন আপন আপন সৈনিক-সকল পরিচালন করিতে থাকিলেন, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন যাবতীয় ভূতবর্গ প্রপীড়িত এবং বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে মদ্রাধিরাজ মন্দ মন্দ সঞ্চারে স্থানে স্থানে যোধদিগকে বিশ্রাম করাইতে করাইতে পাণ্ডবদিগের বাসস্থানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

হে ভারত! অনন্তর দুর্য্যোধন, মহতী-সেনাসহ মহারথ শল্যরাজের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশে দ্রুতবেগে গমন করিলেন, এবং রমণীয় প্রদেশ-সমূহে রত্ন-নিচয়ে বিচিত্রিত সুসজ্জিত সভা-সমস্ত নির্ম্মাণ করাইলেন। বহুতর শিল্পদক্ষ কিঙ্করগণ তাঁহার আদেশক্রমে তথায় অনেকবিধ কৌতুকাবহ দ্রব্য-জাত, মাংসাদি উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য পেয়, সুরুচির গন্ধ-মাল্য এবং চিত্তপ্রফুল্লকর বিবিধাকার কূপ, বাপী ও জলগৃহ-সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল। মদ্রপতি স্থানে স্থানে বিনির্ম্মিত সেই সকল সভামন্দিরে উপনীত হইতে থাকিলে, দুর্য্যোধনের সচিবেরা তাঁহাকে দেব-বৎ পূজা করিতে লাগিল। যৎকালে শল্য, সাক্ষাৎ স্বর্গপুরীর ন্যায় একটি অতিরমণীয় সভায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তত্রত্য বহুতর অলৌকিক সুখসাধন পদার্থপুঞ্জে উপসেবিত হওয়ায় আপনাকে

ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করত মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্ষত্রিয়-প্রবর সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে ভৃত্যবর্গকে জিজ্ঞাসিলেন, যুধিষ্ঠিরের নিয়োজিত কোন্ কোন্ ব্যক্তি এই সমস্ত সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে? সেই সকল সভাকার-দিগকে অবিলম্বে আমার নিকটে আনয়ন কর; আমার বিবেচনায় তাহারা পুরস্কার পাইবার যোগ্য হইতেছে; অতএব কুন্তীপুত্রের প্রীত্যর্থে আমি তাহাদিগকে প্রসাদ দান করিব।

কিঙ্করগণ তাঁহার এই কথায় বিস্মিত হইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে তৎসমুদায় নিবেদন করিল। দুর্য্যোধন সে স্থানে গোপনে অবস্থিত ছিলেন, এক্ষণে মাতুল শল্যরাজকে সম্যক্ হর্ষান্বিত ও জীবিতপ্রদানেও সমুৎসুক দেখিয়া আত্ম-প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মদ্রাধিরাজ তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া এবং ঐ সমস্ত সভানির্ম্মাণ-বিষয়ে তাঁহারই প্রযত্ন জানিয়া প্রীতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমার নিকটে তোমার যে কিছু অভীষ্ট থাকে, প্রার্থনা করিয়া লও।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কল্যাণপ্রদ! আপনকার এই বাক্য যেন সত্য হয়; আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আপনি আমার সমুদায় সৈন্যের অধিনায়ক হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এইরূপ প্রার্থনায় শল্য উত্তর করিলেন, "তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; অপর কি করিতে হইবে?" ইহাতে গান্ধারী-তনয় পুনঃপুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার মনস্কাম পূর্ণ করা হইল।"

শল্য কহিলেন, হে নরেন্দ্র দুর্য্যোধন! সম্প্রতি তুমি নিজপুরে গমন কর, আমি অরিন্দম যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব; তাঁহাকে দেখিয়া শীঘ্রই তোমার নিকটে প্রত্যাগত হইব। হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দনের সহিত অবশ্যই একবার দেখা করিতে হইবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি পাণ্ডবের সহিত সন্দর্শন করিয়া সত্বর আগমন করুন; আমরা সকলেই আপনকার অধীন হইয়া রহিলাম, অতএব সম্প্রতি আমাদিগকে যে বরটি প্রদান করিলেন, তাহার যেন স্মরণ থাকে।

শল্য কহিলেন, "হে নরাধিপ! আমি শীঘ্রই আসিব; তোমার কল্যাণ হউক, তুমি এক্ষণে স্বীয় ভবনে গমন কর"। অনন্তর শল্য ও দুর্য্যোধন পরস্পর আলিঙ্গন-পুরঃসর উভয়েই উভয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। দুর্য্যোধন শল্যের অনুমতি লইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শল্যও দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠিত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মটি কুন্তীনন্দন-গণকে বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকটে প্রস্থিত হইলেন। সেই শত্রুকুলমর্দ্দনকারী মহাবাহু মদ্ররাজ শল্য উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া সেনা-সন্নিবেশস্থানে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমুদয় পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণমাত্র তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও গো যথাবিধি প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি কুশলপ্রশ্ন-পুরঃসর পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া হর্ষাবিষ্ট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নিজ ভাগিনেয় নকুল সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইবার পর যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন, হে কুরুনন্দন রাজশার্দ্দূল! তোমার সমস্ত মঙ্গল ত? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! ভাগ্যক্রমে তুমি অরণ্য-বাস হইতে বিমুক্তি পাইয়াছ! হে রাজেন্দ্র! ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত দ্বাদশ বর্ষ কাল বিজন-কাননে এবং এক বৎসর অপরিজ্ঞাত-দেশে বাস করত তোমাকে কি ঘোরতর দুষ্কর কর্ম্মই করিতে হইয়াছে! কলত রাজ্যবিচ্যুত ব্যক্তির আর সুখ কোথায়? তাহার সকলই দুঃখ। হে পরন্তপ ভারত! এক্ষণে দুর্য্যোধন-কৃত সেই দুঃসহ মহাদুঃখের অবসানে তুমি শত্রুকুল বিনাশ করিয়া অবশ্যই সুখের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। হে নরাধিপ মহারাজ! লোকতত্ত্ব তোমার

কিছুই অবিদিত নাই, সুতরাং লোভ-জনিত কোন প্রকার দুষ্কর্ম্মও তোমাতে স্থান পায় না। হে তাত যুধিষ্ঠির! তুমি স্বাভাবিক দান, তপস্যা ও সত্যনিষ্ঠায় নিশ্চল থাকিয়া পুরাতন রাজর্ষিগণের অবলম্বিত বিশুদ্ধমার্গে অগ্রসর হইতেই অভিলাষ কর। হে ভরতোত্তম! ক্ষমা, অহিংসা, দম, সত্য ও অদ্ভুত-লোক তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে রাজন্! হে পরন্তপ! তুমি মৃদু, বদান্য, ব্রহ্মণ্য, দাতা ও ধর্ম্ম-পরায়ণ; লোকের সাক্ষি-স্বরূপ অশেষবিধ ধর্ম্ম এবং এই সমুদয় জগন্মণ্ডল তোমার বিদিত আছে। হে প্রভাব-সম্পন্ন ভরতর্ষভ রাজেন্দ্র! তুমি অতীব ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; ভাগ্যক্রমে তুমি এই অপার ক্লেশ-পারাবারের পার প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং ভাগ্য-ক্রমেই আমি তোমাকে সহচরগণের সহিত এই দুস্তর বিপদ্‌সাগর হইতে নিস্তীর্ণ দেখিলাম!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ভরতর্ষভ! অনন্তর মদ্রপতি, পথিমধ্যে দুর্য্যোধনের সহিত তাঁহার যেরূপে সমাগম হয়, দুর্য্যোধন তাঁহার যে প্রকার শুশ্রূষা করেন এবং তন্নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে যেরূপ বর দেন, সকলই যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে বর্ণন করিলেন। তাহাতে যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! আপনি যে দুর্য্যোধনের প্রতি তুষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার নিকটে বাক্যদ্বারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহা আপনকার সৎকর্ম্ম করাই হইয়াছে; কিন্তু হে বীর্য্য-সম্পন্ন মহীপতে! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি আমারও একটি উপকার করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। হে মাতুল! আপনকার অকর্ত্তব্য হইলেও আমার সুখাবেক্ষায় ইহা অবশ্যই আপনাকে সম্পন্ন করিতে হইবে। সে উপকার কি, বিজ্ঞাপন করিতেছি শ্রবণ করুন। হে মহারাজ! সংসার-মধ্যে আপনি সমর-বিষয়ে সাক্ষাৎ বাসুদেবের তুল্য; সুতরাং যৎকালে কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন আপনিই কর্ণের সারথ্যকর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজসত্তম! যদি আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের ইচ্ছা করেন, তবে সেই সময়ে আপনি অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং বাক্য-কৌশল-সহকারে সূতপুত্রের তেজের হানি করিয়া, যাহাতে আমাদিগের জয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইবেন। হে মাতুল! এ কর্ম্মটি অকর্ত্তব্য হইলেও আপনাকে করিতে হইবে।

শল্য কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! সংগ্রামে দুরাত্মা সূতপুত্রের তেজঃক্ষয় নিমিত্ত তুমি আমাকে যে অনুরোধ করিতেছ, তাহার প্রত্যুত্তর শ্রবণ কর। যুদ্ধকালে আমি নিশ্চয়ই তাহার সারথি হইব, যে-হেতু সে চিরকাল আমাকে বাসুদেবের তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব হে কুরুশার্দ্দূল! যৎকালে তাহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন যে প্রকারে সে হৃতদর্প ও নষ্টতেজা হইয়া সমরে অনায়াসে অর্জ্জুনের বধ্য হইতে পারে, আমি সেইরূপ প্রতি-কূল ও অহিত-বাক্যাবলি অবশ্যই বিন্যাস করিতে থাকিব। হে বৎস! আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমাকে যে কর্ম্ম করিতে তুমি অনুরোধ করিলে ইহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিব। এতদ্ভিন্ন তোমার আরও কোন প্রিয়কর্ম্ম-সাধনে যদি সমর্থ হই, তবে তাহার অনুষ্ঠানেও ত্রুটি করিব না। হে মহা-দ্যুতে! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীর সহিত যে দুঃখ অনুভব করিয়াছ, সূতপুত্র কর্ণের কর্কশ-বাক্য শ্রবণে যে মনঃপীড়া পাইয়াছ, এবং দময়ন্তীর ন্যায় পাঞ্চালীর জটাসুর ও কীচক হইতে যে সমস্ত দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ও অশুভ-প্রাপ্তি হইয়াছে, সে সকলই সুখোদর্ক, অর্থাৎ উত্তরকাল-সুখাবহ হইবে। অতএব হে বীর! সে নিমিত্ত তোমার অনুশোক করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিধাতার নির্ব্বন্ধই সর্ব্বোপরি বল-বান্। হে জগতীপতে! বিধিবশত মহাত্মা লোক-দিগকেও অশেষবিধ দুঃখ পাইতে হয়; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও দুঃখভাগী হইয়াছেন। হে ভারত! শুনিয়াছি, মহাত্মা দেবরাজ পুরন্দর

ভার্য্যার সহিত সুমহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শল্য-বাক্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত কিরূপে পরম ঘোর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে।

শল্য কহিলেন, হে ভারত! দেবরাজ ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত যেরূপে দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি শ্রবণ কর। প্রজাপতি ত্বষ্টা মহাতপস্বী ও দেবশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের বিদ্রোহার্থে ত্রিমস্তকধারী একটি অদ্ভুত পুত্রের উৎপত্তি করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ-নামা ঐ মহাতেজা ত্রিশিরা ইন্দ্রত্ব-পদলাভের অভিলাষী হইয়া, চন্দ্র সূর্য্য ও অনল-সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর বদন-ত্রয় মধ্যে একটির দ্বারা বেদাধ্যয়ন, আর একটির দ্বারা সুরাপান ও অন্যটির দ্বারা যেন সমস্ত দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিবার নিমিত্তই সর্ব্বত্র অবলোকন করিতে করিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে অরিন্দম! তিনি স্বয়ং যেমন মৃদু ও দান্ত এবং তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অতিশয় আগ্রহান্বিত ছিলেন, তাঁহার তপস্যাও সেইরূপ কঠোর ও সুদুশ্চর হইয়াছিল। দেবরাজ শতক্রতু অমিত-তেজস্বী বিশ্বরূপের ঐ তপোবীর্য্য ও সত্যাভিসন্ধি সন্দর্শনে, 'পাছে ইনি ইন্দ্র হন' এই আশঙ্কায় বিষাদযুক্ত হইলেন। "ত্রিশিরা তপস্যার বিবর্দ্ধমান হইলে সমস্ত ভুবন রাজ্য আত্মসাৎ করিলেও করিতে পারেন; অতএব কি প্রকারে তিনি ভোগ-সুখে আসক্ত হয়েন, এবং তাদৃশী মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান আর না করেন" ইত্যাকার বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত অপ্সরা-গণকে আজ্ঞা প্রদান করত কহিলেন, হে বরাঙ্গনা-গণ! তোমরা সকলেই অসীম সৌন্দর্য্য-শোভিতা, শৃঙ্গার-বেশা, সুশ্রোণী, মনোহর হারনিকরে বিভূষিতা ও অনুপম হাবভাব-সম্পন্না; অতএব ত্বষ্টৃ-পুত্র তপোনিষ্ঠ ত্রিশিরা যাহাতে বিষয়ভোগে অতিমাত্র আসক্ত হন, সকলে মিলিতা হইয়া তাহার চেষ্টা কর; অবিলম্বে গমন করিয়া বহুতর অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি-দ্বারা শীঘ্রই তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে যত্নবতী হও। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শঙ্কাপনোদন কর। হে অবলাগণ! আমি আপনিই আপনাকে অস্বস্থ জ্ঞান করিতেছি; অতএব তোমরা অবিলম্বে আমার এই মহাঘোরতর ভয়ের শান্তিবিধান কর।

ইন্দ্রের এইরূপ আদেশে অমর-বারাঙ্গনাগণ উত্তর করিল, হে বলনিসূদন শচীপতে! যাহাতে বিশ্বরূপ হইতে আপনকার ভয় না হয়, তাঁহাকে সেইরূপ প্রলোভিত করিতে আমরা অবশ্যই যত্নবতী হইব। হে দেব! যদিও সেই তপোনিধি লোচনদ্বয়-সহকারে অখিল দিঙ্মণ্ডল দগ্ধপ্রায় করত তপস্যার আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি আমরা এই সকলে মিলিতা হইয়া তাঁহার প্রলোভন নিমিত্ত চলিলাম, এবং তাঁহাকে বশীভূত করিতে ও তদ্দ্বারা আপনকার ভয় ভঞ্জন করিতেও সাধ্যপক্ষে ক্রটি করিব না।

শল্য কহিলেন, সেই বরাঙ্গনাগণ ইন্দ্রের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিশিরার নিকটে গমন করিল। তথায় উপনীতা হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তাহারা মনোহর নৃত্য ও হাবভাবাদি বহুবিধ অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন করাইতে লাগিল; পরন্তু মহাতপা ত্রিশিরা ইন্দ্রিয়চয়-সংযম-পূর্ব্বক সম্পূর্ণ সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থিত ছিলেন, সুতরাং তাহাদিগের ঐরূপ প্রলোভন দর্শন করত কিছুমাত্র প্রহৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরাগণ ত্বষ্টৃতনয়কে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত পরম যত্ন করিয়া সকলেই শক্র-সমীপে প্রত্যাগমন করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিবেদন করিল, প্রভো! আমরা সেই দুদ্ধর্ষ বিশ্বরূপকে কোন প্রকারেই ধৈর্য্য-বিচ্যুত করিতে পারিলাম না, অতএব হে মহাভাগ! অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

মহামতি বাসব, অপ্সরাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান-সহকারে বিদায় করিয়া, সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের বধোপায়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বীর্য্যশালী প্রতাপবান্ ধীমান্ দেবরাজ মৌনভাবে চিন্তা করত 'ত্রিশিরাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য' ইহা স্থিরনিশ্চয় করিলেন, এবং ভাবিলেন 'তাহার উপরে অদ্য বজ্র পাত করি, তাহা হইলে সে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; দুর্ব্বল শত্রুও প্রবৃদ্ধ হইলে বলিষ্ঠ ব্যক্তির তাহাকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে! এইরূপ শাস্ত্র-নিশ্চয় পর্য্যালোচন-পূর্ব্বক বিশ্বরূপের বিনাশ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া অমররাজ মহাক্রোধভরে তাঁহার মস্তকোপরি সাক্ষাৎ বৈশ্বানর-সদৃশ অতি ভয়ঙ্কর ঘোররূপ বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর ত্রিশিরা, ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্র-দ্বারা দৃঢ়তর আহত হইয়া, বিচ্ছিন্ন শৈল-শিখরের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। পুরন্দর, বজ্রাহত ত্রিশিরাকে যদিও ভূতলশায়ী ভূ-ধরের ন্যায় দৃষ্টি করিলেন, তথাপি তাঁহার তেজঃ-পুঞ্জ-দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় কোন ক্রমেই আর স্বস্তি লাভ করিতে পারিলেন না; কেননা সেই প্রদীপ্ততেজা বিশ্বরূপ নিহত হইয়াও যেন জীবিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন; তাঁহার অদ্ভুত মস্তকত্রয় পূর্ব্ববৎ করালদর্শন ও অপরিম্লানই রহিল। মহারাজ! তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র-রূপ সন্দর্শনে অতীব ভীত হইয়া সুরপতি নানা প্রকার চিন্তা করত দণ্ডায়-মান রহিয়াছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধার কুঠার স্কন্ধে লইয়া, যে স্থানে ত্রিশিরার দেহ নিপ-তিত ছিল, সেই অরণ্য মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। শঙ্কাকুল শচীপতি ঐ তক্ষাকে তথায় আগত দেখিয়া সত্বর-বচনে কহিলেন, অহে সূত্রধার! আমার একটি কথা রক্ষা কর; এই যে মহাকায় ব্যক্তি ভূতলে নিপতিত রহিয়াছে, তুমি অবিলম্বে ইহার মস্তক সকল ছেদন করিয়া ফেল।

সূত্রধার কহিল, এ ব্যক্তির স্কন্ধদেশ অতিশয় দৃঢ় ও স্থূল, সুতরাং উহা ছেদন করিতে হইলে আমার কুঠারখানি ভগ্ন হইয়া যাইবে; বিশেষত সাধুজন-বিগর্হিত এরূপ নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার সে ভয় করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি শীঘ্রই আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর; আমার প্রসাদে তোমার ঐ অস্ত্র বজ্রতুল্য হইবে।

তক্ষা কহিল, কে আপনি এই ঘোরতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব যথার্থ করিয়া অগ্রে তাহা আমারে বলুন।

ইন্দ্র কহিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। অহে তক্ষন্! আমার পরিচয় পাইলে ত? এখন আর বিচার না করিয়া সত্বর আমার বাক্য প্রতিপালন কর।

সূত্রধার কহিল, হে শক্র! এরূপ ক্রূরকর্ম্ম করিতে আপনকার কি লজ্জা বোধ হয় না? এই ঋষিতনয়-কে বধ করিলে যে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে, তাহাতে কি আপনকার ভয় নাই?

শক্র কহিলেন, আমি অগ্রে ইহাকে বিনষ্ট করিয়া পাপশুদ্ধি-নিমিত্তে পশ্চাৎ সুদুশ্চর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব। এই মহাবীর্য্য ত্রিশিরা আমার পরম শত্রু; একারণ আমি ইহাকে বজ্রাঘাত-দ্বারা নিহত করিয়াছি; তথাপি এ পর্য্যন্ত আমার উদ্বেগের শান্তি হয় নাই; সুতরাং কি প্রকারে আর ব্রহ্মহত্যার ভয় করি? অহে সূত্রধার! তুমি শীঘ্র ইহার মস্তক সমস্ত ছিন্ন কর, আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিব। মানবগণ যজ্ঞকালে যে পশু বধ করিবে, তাহার উত্ত-মাঙ্গ তোমাকেই ভাগ-স্বরূপে অর্পণ করিবে। হে তক্ষন্! আমি তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ করিলাম, এক্ষণে তুমি সত্বর আমার ঐ প্রিয়কর্ম্মটি সম্পন্ন কর।

শল্য কহিলেন, মহেন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সূত্রধার তখন কুঠার-দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিল। তৎকালে সেই ছিন্নমস্তক সমস্ত হইতে চা-তক, তিত্তির ও চটকাদি বিহঙ্গ-সকল যূথে যূথে বি-

নির্গত হইতে লাগিল। হে রাজন্ পাণ্ডব! ত্বষ্টৃনন্দন যে মুখে বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেছিলেন, তাহা হইতে চাতক, যে মুখে অখিল দিঙ্মণ্ডল পান করার ন্যায় সর্ব্বত্র করাল কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাহা হইতে তিত্তির এবং যে মুখে সুরাপান করিতেছিলেন, তাহা হইতে চটক ও শ্যেন-সমস্ত বিনিঃসৃত হইতে থাকিল। ত্রিশিরার মস্তক-সকল এইরূপে ছিন্ন হইলে, দেবরাজ বিগতজ্বর ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন এবং তক্ষাও নিজালয়ে প্রস্থিত হইল।

সুরারিহন্তা শতক্রতু ঐ শক্রকে বিনষ্ট করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্রহস্তে নিজ তনয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া এই কথা বলিলেন, দুরাত্মা ইন্দ্র যেমন তপস্যা-নিরত নিয়ত ক্ষমাশীল, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয় মদীয় পুত্রকে নিরপরাধে নিহত করিয়াছে, তেমনি তাহার সংহারের নিমিত্ত আমি বৃত্র-নামক অন্য এক পুত্র উৎপন্ন করিতেছি; লোক-সকল অদ্য আমার বীর্য্য ও সুমহৎ তপোবল অবলোকন করুক এবং ব্রহ্মহত্যাকারী সেই পাপাত্মা দেবেন্দ্রও ইহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুক। অনন্তর তপোনিষ্ঠ সুমহাযশা ত্বষ্টা ক্রোধভরে আচমন-পূর্ব্বক অনলে আহুতি প্রদান করত ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরের উৎপত্তি করিলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন, হে ইন্দ্রশত্রো! তুমি মদীয় তপস্যা-প্রভাবে বর্দ্ধমান হও!

সেই সূর্য্য ও বৈশ্বানর-সদৃশ বৃত্রাসুর দেবলোককে স্তব্ধীভূত করত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং প্রলয়কালীন প্রভাকরের ন্যায় সমুদিত হইয়া কহিল, আমাকে কি করিতে হইবে? অনন্তর সে "ইন্দ্রকে নিহত কর," এইরূপ আদিষ্ট হইয়া স্বর্গধামে গমন করিল। হে কুরুসত্তম! তৎপরেই পরস্পর সংক্রুদ্ধ বৃত্র ও বাসবের চিরকাল-ব্যাপী ঘোরতর মহাসমরের আরম্ভ হইল। অনন্তর মহাবীর বৃত্রাসুর রোষ-পরবশ হইয়া অমররাজ শতক্রতু শক্রকে গ্রহণ-পূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল। ইন্দ্র বৃত্রগ্রাসে নিপতিত হইলে প্রধান প্রধান দেবগণ মহাসন্ত্রস্ত হইলেন, এবং আপনাদিগের বিচিত্রপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বৃত্রনাশিনী জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বৃত্রাসুর জৃম্ভণ-পরায়ণ হইলে, বলসূদন আখণ্ডল আপন অঙ্গ-সকল সঙ্কুচিত করত তাহার সেই বিবৃত আস্য-বিবর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহারাজ! ঐ জৃম্ভিকা তদবধি জীবের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া থাকিল। এদিকে অমরগণ ইন্দ্রকে বৃত্রমুখ হইতে বিনিঃসৃত দেখিয়া সকলেই হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট বৃত্রবাসবের পুনর্ব্বার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুর, ত্বষ্টার তেজোবলে যখন সমরে ক্রমশ সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন বিচক্ষণ সুরপতি সমরব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দেবতারা ত্বষ্টৃতেজে সহজেই বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার শচীপতির নিবর্ত্তনে অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন এবং অনন্তর কর্ত্তব্য কি, তাহার চিন্তা করত সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া মুনিগণ-সন্নিধানে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদিগের পরামর্শানুসারে মন্দর-শিখরে উপবেশন-পূর্ব্বক তাঁহারা শঙ্কাপরীত চিত্তে বৃত্রাসুরের বিনাশ কামনা করত মনে মনে অবিনাশী বিষ্ণুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বৃত্রবাসবযুদ্ধে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবগণ! বৃত্রের প্রকাণ্ড কলেবরে এই অখণ্ড জগন্মণ্ডলের সমগ্রভাগই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিঘাতে সমর্থ হইতে পারে, এমন কোন বস্তুই আর দৃষ্ট হয় না। বরং পূর্ব্বে আমি উহাকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছি। কিপ্রকারে তোমাদিগের কল্যাণ-সাধন করিব, কিছুই স্থির

করিতে পারিতেছি না; কেননা আমার বিবেচনায় বৃত্রাসুর একবারেই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, সে এতাদৃশ মহাকায়, যুদ্ধে বিক্রমশালী ও তেজস্বী হইয়াছে যে, সুরাসুরনর-নিকর-সম্বলিত অখিল ভুবনমণ্ডলকে কবলিত করিলেও করিতে পারে। অতএব হে ত্রিদশগণ! সম্প্রতি যেরূপ কার্য্য-নিশ্চয় অবধারিত করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। চল আমরা সকলে মিলিত হইয়া বিষ্ণু-সদনে গমন করি; তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিলে অবশ্যই ঐ দুরাত্মার বধোপায় জানিতে পারা যাইবে।

বৃত্রভয়-পীড়িত অমরগণ, ইন্দ্রের এই প্রস্তাবে ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে গমন করত সকল-দেবাধিপতি সর্ব্ব-শরণ্য মহাবল বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া, সকলেই নিবেদন করিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি অমরগণের হিতসাধনার্থে চরণত্রয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন, অমৃত হরিয়াছিলেন, সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্যদলের দলন করিয়াছিলেন, এবং মহাদৈত্য বলিকে বন্ধন করত পুরন্দরকে ত্রৈলোক্য-রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিষ্ণো! আপনি অখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, দেবদেব, মহাদেব, সর্ব্বলোক-নমস্কৃত ও সর্ব্বব্যাপী। হে অসুর-নিসূদন! সম্প্রতি বৃত্রাসুরের সুবৃহৎ কলেবরে এই অখিল ভুবনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব হে অমরোত্তম! আপনি বাসবসহ ত্রিদশগণের গতি-স্বরূপ হউন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! তোমাদিগের অনুত্তম হিতসাধন করা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য; অতএব যাহাতে সেই বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইবে, তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সে বিশ্বরূপ ধারণ-পূর্ব্বক যে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে, তোমরা গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া প্রথমত সান্ত্ববাদ প্রয়োগ দ্বারা তাহার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিতে চেষ্টা পাও; পশ্চাৎ অনায়াসেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে।

হে অমরবৃন্দ! মদীয় প্রভাবে ইন্দ্রের নিঃসন্দেহ জয়-লাভ হইবে। আমি অদৃশ্যরূপে উহাঁর আয়ুধোত্তম বজ্র মধ্যে প্রবেশ করিব। অতএব হে সুরোত্তমগণ! তোমরা ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া অবিলম্বে গমন-পূর্ব্বক ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রাসুরের সন্ধি কর।

শল্য কহিলেন, বিষ্ণুর এইরূপ আদেশে ত্রিদশগণ ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত একত্র হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রে করত গমন করিলেন। শক্র-সহচর ঐ সমস্ত মহানুভবগণ সকলেই বৃত্র-সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সে সাক্ষাৎ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত হইয়া অখিল দিঙ্মণ্ডল প্রতপ্ত করত যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতেছে। অনন্তর ঋষিগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রিয়-বচনে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্জ্জয়! তোমার তেজঃপুঞ্জে এই সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, অথচ তুমি বিপুল-বিক্রান্ত বাসবকে পরাজয় করিতে পারিতেছ না। যুদ্ধ করিতে করিতে তোমাদিগের বহুকাল অতীত হইয়াছে; বিশেষত দেব অসুর মানব-প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ নিষ্পীড়িত হইতেছে; অতএব হে বৃত্র! এক্ষণে শক্রের সহিত তোমার নিত্য সখিত্ব হউক; ইহাতে তুমি অসীম সুখ ও চিরস্থায়ী ইন্দ্রলোক-সমস্ত প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর সেই সুমহাবল বৃত্রাসুর ঋষিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে সকলকেই তখন প্রণাম করত কহিল, হে মহাভাগ মহর্ষিগণ ও গন্ধর্ব্ব-সকল! আপনারা যে কথা বলিলেন, সে সকলই শুনিলাম; হে অনঘগণ! এক্ষণে আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে শ্রবণ করুন। হে দেবগণ! আপনারা আমাকে শক্রের সহিত সন্ধি করিতে কহিতেছেন, কিন্তু কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে? সন্ধি করিতে হইলে অগ্রে পরস্পরের মিত্রতা অপেক্ষা করে; পরন্তু আমরা উভয়েই তেজীয়ান্; সমান তেজস্বী দুই জনের মধ্যে কি রূপে সখ্য হইবে?

ঋষিগণ কহিলেন, অন্তত একবার-মাত্রও সৎসঙ্গ লাভের ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু তাহাতে পরম মঙ্গলই হইবে। সৎপুরুষের সহিত প্রণয় কখন নিস্ফলে অতিক্রান্ত হইতে পারে না; অতএব সাধুসঙ্গলাভের অভিলাষ করা লোক-মাত্রেরই উচিত। সৎপুরুষ-দিগের প্রণয় নিত্যকাল-স্থায়ী ও বদ্ধমূল; বিশেষত, অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ব্যক্তি যথার্থ অর্থকর বিষয়েরই উপদেশ দিয়া থাকেন। ফলত সাধুপুরুষের সহিত সমাগম মহাফলোপধায়ক সন্দেহ নাই; অতএব সৎপুরুষের বিনাশেচ্ছা করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ বিধেয় নহে। এই ইন্দ্র সাধুদিগের সম্মত, মহাত্মগণের আশ্রয় স্থান, সত্যবাদী, অদীনাত্মা ও ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া সুবিনিশ্চিত হইয়াছেন, এই নিমিত্তই ইহাঁর সহিত তোমার চিরসন্ধি হওয়া আমাদিগের প্রার্থনীয় হইতেছে। অতএব হে বৃত্র! কোন ক্রমে অন্যথা বুদ্ধি না করিয়া আমাদিগের এই বাক্যেই বিশ্বাস স্থাপন কর।

শল্য কহিলেন, মহাদ্যুতি বৃত্রাসুর, মহর্ষিগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিল, "হে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন তপোনিষ্ঠ দেব মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই আমার মাননীয়; পরন্তু আমি যে কথা বলি, যদি অগ্রে তাহার বিধান করেন, তাহা হইলে আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহা নিঃসন্দেহ প্রতিপালন করিব। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! আমার প্রার্থনা এই যে, কি শুষ্ক কি আর্দ্র বস্তু, কি প্রস্তর কি কাষ্ঠ, কি অস্ত্র কি শস্ত্র, এ সকলের মধ্যে কোন দ্রব্য-দ্বারাই আমি, কি দিবসে কি রাত্রিকালে, অমরগণ-সহকৃত পুরন্দরের বধ্য না হই। আপনারা আমাকে এই বর প্রদান করিলে, শক্রের সহিত নিত্য সন্ধি করণে আমার অভিরুচি হয়।" হে ভরতর্ষভ! বৃত্রের ঐরূপ প্রার্থনায় ঋষিগণ 'তাহাই হইবে' তাহাকে এই কথা বলিলেন। এই প্রকারে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে বৃত্র সাতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইল, এবং শক্রও হর্ষ-সমন্বিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সাবধান রহিলেন। তিনি, কি উপায়ে বৃত্রকে বিনষ্ট করিবেন, সেই চিন্তাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া, তাহার ছিদ্রান্বেষণ করত সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠাকুল থাকিলেন। একদা সন্ধ্যা সময়ে পিশাচাদি ক্রূরচরগণের ভ্রমণোপযোগী ভয়ঙ্কর-মূহূর্ত্তে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মহাসুর বৃত্র তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তখন ঐ মহাকায় অসুরের প্রতি ঋষিগণের বরদান বিবরণ স্মরণ করিয়া তিনি এইরূপ চিন্তা করিলেন, "সম্প্রতি করাল সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; ইহা দিবসও নহে রাত্রিও নহে; অতএব এই সময়েই আমার এই সর্ব্বাপহারী পরম শত্রু বৃত্রকে বধ করা আবশ্যক হইতেছে; যদি এ সময়ে এই মহাবল-সম্পন্ন প্রকাণ্ডদেহ মহাসুরকে কোন প্রকার প্রতারণা-দ্বারা নিহত করিতে না পারি, তবে আর কস্মিন্‌কালেও আমার মঙ্গল হইবে না।"

পুরন্দর, মনে মনে উক্ত প্রকার চিন্তা করিয়া, বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন এবং সাগর-মধ্যে ধবলশৈল-সদৃশ ফেনরাশি অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "এই বস্তু শুষ্কও নহে আর্দ্রও নহে, এবং ইহাকে কোন প্রকার শস্ত্রও বলা যাইতে পারে না; অতএব এই ফেন-পুঞ্জই বৃত্রের উপরে নিক্ষিপ্ত করি, তাহা হইলে এ ক্ষণকাল-মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।" অনন্তর তিনি আর বিলম্ব না করিয়া বজ্রের সহিত সেই ফেণরাশি বৃত্রের গাত্রে নিক্ষেপণ করিলেন। তখন বিষ্ণু ঐ ফেন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৃত্রকে বিনষ্ট করাইলেন।

বৃত্র নিহত হইলে পর দিক্‌-সকল তিমিরাবরণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল; শুভময় সমীরণ সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিতে লাগিল এবং প্রজা মাত্রেই হর্ষ-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে থাকিল। অনন্তর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ ও ঋষিগণ বহুবিধ প্রশংসা-বচনে ইন্দ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ বাসব শত্রু-সংহারে হৃষ্টচিত্ত ও সর্ব্বভূতের নমস্কৃত হইয়া সকলকেই সান্ত্বনা করত দেবগণ-সমভিব্যাহারে ত্রিলোকীশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন।

সুরলোক-ভয়ঙ্কর মহাবীর্য্য বৃত্রাসুর নিহত হইলে, দেবরাজ সন্ধি-ভঞ্জন-নিবন্ধন মিথ্যাচরণ ও পূর্ব্ব-কৃত ত্রিশিরার বধ-জনিত ব্রহ্মহত্যা, উভয়-দ্বারাই অভিভূত হওয়ায় অতিমাত্র দুর্ম্মনায়মান হইলেন। স্বকীয় পাপভরে অভিভূত, সুতরাং সংজ্ঞা-শূন্য ও বিচেতন হইয়া তিনি লোকবসতির শেষ-সীমা আশ্রয় করত সলিল-মধ্যে, বিচেষ্টমান সর্পের ন্যায়, এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন যে, কেহই আর তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। এইরূপে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া দেবেন্দ্র অনুদ্দিষ্ট হইলে, সমস্ত ভূমিমণ্ডল শুষ্ক-কানন ও বৃক্ষহীন হইয়া বিধ্বস্তপ্রায় হইল; নদী-সকলের স্রোত অবরুদ্ধ ও সরোবর-নিকরের জল-সকল শুষ্ক হইয়া গেল; যাবতীয় প্রাণিবর্গ অনাবৃষ্টি-নিমিত্তক অতিশয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইল; অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও মহর্ষিগণেরাও অতিমাত্র ত্রাসযুক্ত হইলেন। ফলত রাজ-বিবর্জ্জিত হওয়ায় সমুদায় জগৎই বহুবিধ উপদ্রবে অভিভূত হইতে লাগিল। অনন্তর স্বর্গধামে অমররাজ-বিরহিত দেব ও দেবর্ষিগণ, "এক্ষণে কে আমাদিগের রাজা হইবেন" এইরূপ চিন্তায় সকলেই মহাভীত হইয়া উঠিলেন, অথচ দেবগণের মধ্যে কেহই রাজত্ব গ্রহণে মন করিলেন না।

বৃত্রাসুর-বধে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

শল্য কহিলেন, অনন্তর ঋষি ও ত্রিদশেশ্বর দেবগণ পরস্পর একবাক্য হইয়া বলিলেন, "এই শ্রীমান্ নহুষরাজ তেজস্বী, যশস্বী এবং চিরকাল ধার্ম্মিক; অতএব ইহাঁকেই দেবরাজ্যে অভিষিক্ত কর"। এইরূপ স্থির করিয়া সকলেই নহুষের নিকটে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পার্থিব! তুমি আমাদিগের রাজা হও"। হে রাজন্! তখন সেই নহুষরাজ আপন হিত ইচ্ছা করত দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, সকলকেই কহিলেন, হে মহাত্মগণ! আমি দুর্ব্বল, আপনাদিগের পরিপালন করি, এমন সাধ্য আমার কি আছে? রাজা হওয়া বলিষ্ঠের কার্য্য; ইন্দ্র নিত্য বলশালী ছিলেন, সুতরাং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য তাঁহারই শোভাকর ছিল।

অনন্তর দেব ও ঋষিবৃন্দ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাদিগের তপোবলযুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য প্রতিপালন কর। অধীশ্বর-বিরহে আমরা যে সকলেই পরস্পর ভীত হইয়াছি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; অতএব সম্প্রতি তুমিই এই অমরাবতীর রাজত্বে অভিষিক্ত হও। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও ভূত-প্রভৃতি যে কোন প্রাণী তোমার নেত্রগোচর হইবে, তুমি দৃষ্টি মাত্রেই সকলের তেজ আকর্ষণ করত বলবান্ হইতে পারিবে। অতএব সর্ব্বদা ধর্ম্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সর্ব্বলোকের অধীশ্বর হও এবং ত্রিদশালয়ে অবস্থানপূর্ব্বক দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণের পরিপালন কর।

হে রাজেন্দ্র! তাঁহাদিগের এইরূপ প্রার্থনায় নহুষ স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তখন ধর্ম্মকে পুরঃসর করত সর্ব্বলোকের অধিপতি হইলেন। তিনি স্বভাবত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, কিন্তু উক্ত প্রকার বর ও স্বর্গের রাজত্ব লাভ করিয়া পরিশেষে কামাত্মা, অর্থাৎ বিষয়-ভোগে আসক্ত হইয়া উঠিলেন। সেই দেবরাজ নহুষ দেবগণের সমুদায় উদ্যান, আনন্দবর্দ্ধন উপবন সমস্ত, কৈলাস-শিখর, হিমালয়-পৃষ্ঠ, মন্দর-শৈল, শ্বেতপর্ব্বত, সহ্যগিরি, মহেন্দ্রাদ্রি, মলয়াচল, সমুদ্র ও সরিৎ-প্রভৃতি যাবতীয় রমণীয় প্রদেশে অপ্সরাগণ ও দেবকন্যা-নিকরে পরিবৃত হইয়া শ্রবণ-মনোহর বহুতর দিব্য সমালাপ, সর্ব্বপ্রকার দিব্য বাদিত্র ও মধুর-স্বর-সংযুক্ত সঙ্গীত শ্রবণ করত নানাপ্রকার বিহার করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ববর্গ, অপ্সরাগণ ও মূর্ত্তিমন্ত ঋতু-সকল সেই রাজেন্দ্রকে সর্ব্বদা উপাসনা করিতে থাকিলেন। সুখস্পর্শ সুরুচির সুরভি সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহন করিতে লাগিল।

রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব-লাভে দুর্বৃত্ততা-পরতন্ত্র হইয়া এইরূপ ক্রীড়া-কৌতুকে কাল হরণ করেন, একদা

বাসবের প্রেয়সী মহিষী শচীদেবী তাঁহার নয়ন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নহুষ দুরভিসন্ধি-পরবশ হইয়া সভাসদ্‌বর্গকে কহিলেন, " আমি এক্ষণে অমরগণের অধীশ্বর ও সকল লোকের নিয়ন্তা হইয়াছি, তবে ইন্দ্রের ভামিনী শচীদেবী অধুনা কি নিমিত্তে আমাকে ভজনা না করেন? আমার আজ্ঞাক্রমে তিনি অবিলম্বেই অদ্য মদীয় নিবেশনে আগমন করুন"। নহুষের এই কথা শুনিয়া শচী অতীব দুর্ম্মনায়মানা হইলেন এবং বৃহস্পতির নিকটে গিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনকার শরণাগতা হইলাম, আপনি নহুষের হস্ত হইতে আমারে পরিত্রাণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, দেবরাজের প্রিয়তমা ও অত্যন্ত সুখভাগিনী বলিয়া থাকেন, এবং পূর্ব্বেও আমাকে অবৈধব্যযুক্তা একপত্নী পতিব্রতা বলিয়াছিলেন; অতএব সেই বাক্যটি অদ্য সত্য করুন! হে প্রভাবসম্পন্ন ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আপনি পূর্ব্বে আর কখনই মিথ্যা বাক্য কহেন নাই, অতএব আমার প্রতি যেরূপ উক্তি করিয়াছেন ইহা অবশ্যই সত্য হইবেক।

ভয়মোহিতা ইন্দ্রাণীর এইরূপ কাতরবাণী শ্রবণে বৃহস্পতি তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমাকে যে কথা বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য হইবে; তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে শীঘ্রই এস্থানে সমাগত দেখিবে; আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই; যাহাতে শক্রের সহিত তোমার শীঘ্র সমাগম হয়, আমি অবশ্যই তাহার সম্বিধান করিব।

এদিকে নহুষরাজ যখন শুনিলেন, ইন্দ্রাণী অঙ্গিরানন্দন বৃহস্পতির শরণাপন্না হইয়াছেন; তখন তাঁহার অতিশয় ক্রোধোদয় হইল।

শচীবৃহস্পতি-সংবাদে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১॥

শল্য কহিলেন, দেবতা ও প্রধান প্রধান ঋষিগণ দেবরাজ নহুষকে ক্রোধাবিষ্ট ও ঘোরমূর্ত্তি দেখিয়া কহিলেন, হে সুরপতে! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন! হে বিভো! আপনকার রোষাবেশ সন্দর্শনে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি কিন্নর, কি পন্নগ, জগৎস্থ সমস্ত লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়াছে; অতএব হে সাধো! এই অনর্থকর ক্রোধাবেগ পরিহার করুন! দেখুন, ভবাদৃশ পুরুষেরা কস্মিন্ কালেও ঈদৃশ রোষপরবশ হয়েন না। হে সুরেশ্বর! যাঁহার নিমিত্ত আপনকার ক্রোধসঞ্চার হইয়াছে, তিনি পরকীয়া মহিলা; অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনি পরদার-হরণরূপ পাপ হইতে চিত্ত নিবর্ত্তন করুন! আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া যেমন সর্ব্বলোকের প্রভু হইয়াছেন, সেইরূপ যথা-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন।

কামবিমোহিত সুরাধিপতি নহুষরাজ ঋষিগণ-পুরস্কৃত অমর-নিকরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, প্রত্যুত ইন্দ্রের দোষোল্লেখ করত তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, পূর্ব্বে ইন্দ্র যখন যশস্বিনী ঋষিপত্নী অহল্যার ভর্ত্তা জীবিত থাকিতেও তাঁহার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন, তখন তোমরা তাঁহাকে নিবারণ কর নাই কেন? এতদ্ভিন্ন তিনি যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার ও কাপট্য প্রয়োগপূর্ব্বক আরও কতপ্রকার নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে তোমরা তাঁহাকে নিবারণ কর নাই কেন? হে দেবগণ! এক্ষণে শচী আমাকে ভজনা করুন, যেহেতু ইহাই তাঁহার পক্ষে পরম হিতকর; বিশেষত এরূপ হইলে তোমাদিগেরও চিরমঙ্গল হইবে।

দেবগণ কহিলেন, হে স্বর্গেশ্বর সুরপতে! আপনকার যাহা ইচ্ছা আমরা তাহাই করিতেছি; ইন্দ্রাণীকে অবিলম্বেই আপনকার নিকটে আনিয়া দিব; আপনি প্রীত হইয়া এই ক্রোধ পরিত্যাগ করুন।

শল্য কহিলেন, হে ভারত! অমরগণ তাঁহাকে তখন এই কথা বলিয়া ইন্দ্রাণীকে ঐ অশুভ সংবাদ

বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে বৃহস্পতি-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবর্ষি-সত্তম বিপ্রেন্দ্র! শক্রভামিনী শচীদেবী যে শরণাগতা হইয়া আপনকার আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, এবং আপনিও যে তাঁহাকে অভয়প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন, সে সকলই আমাদিগের বিদিত আছে; অতএব হে মহাত্মাতে! সংপ্রতি আমরা এই দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ, সকলেই মিলিত হইয়া আপনাকে অনুনয় করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্রাণীকে নহুষ-হস্তে সমর্পণ করুন। দেখুন মহাদ্যুতি দেবরাজ নহুষ, ইন্দ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; অতএব এই বরারোহা বরবর্ণিনী অসঙ্কোচে তাঁহারে পতিত্বে বরণ করুন।

দেবগণের এই বাক্যে শচী অতিমাত্র কাতরা হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে গদ্গদ-স্বরে রোদন করিতে করিতে বৃহস্পতিকে কহিলেন, হে দেবর্ষি-সত্তম! নহুষকে পতি করিতে আমার ইচ্ছা হয় না; হে ব্রহ্মন্! আমি আপনকার শরণ লইয়াছি, সংপ্রতি এই মহৎ ভয় হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, ইন্দ্রাণি! আমার এইরূপ নিশ্চয় আছে যে, শরণাগত ব্যক্তিকে আমি পরিত্যাগ করি না; অতএব হে অনিন্দিতে! ধর্ম্মজ্ঞা ও সত্যশীলা তোমাকে কোন ক্রমে পরিত্যাগ করিব না। আমি ব্রাহ্মণ, বিশেষত শ্রুতধর্ম্মা ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া এবং ধর্ম্মের অনুশাসন জানিয়া শুনিয়া কি বলিয়া অকার্য্য করণে প্রবৃত্ত হইব?—অহে সুরোত্তমগণ! তোমরা প্রস্থান কর, আমি কদাপি এ কর্ম্ম করিতে পারিব না। এই বিষয়ে পূর্ব্বে ব্রহ্মা যেরূপ অভিপ্রায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। "যে ব্যক্তি ভয়াকুল শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, তাহার ক্ষেত্রমধ্যে অঙ্কুরকালে বীজ-সকল অঙ্কুরিত হয় না এবং বর্ষা সময়েও বারিবর্ষণ হয় না; সে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ ইচ্ছা করিলে কেহই তাহার রক্ষক হয় না; তাহার যে কোন অর্থ লব্ধ হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; স্বর্গলোকে উপনীত হইলেও তাহাকে বিচেতন ও নষ্টচেষ্ট হইয়া তথা হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়; দেবতারা তাহার হব্য গ্রহণ করেন না; তাহার সন্তান সন্ততি সকল অকালে কালকবলে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং পিতৃলোকেরাও সর্ব্বদা বিবাসিত হইতে থাকেন। যে দুরাচার পামর, শঙ্কাপরীত প্রপন্ন ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, দেবতারা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাহার উপরে বজ্রাঘাত করেন"। হে দেবগণ! ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য আমার যথাবৎ বিদিত আছে; সুতরাং আমি ইন্দ্রের প্রিয়-মহিষী এই লোক-বিখ্যাতা শচী দেবীকে কোন ক্রমেই বিসর্জ্জন করিব না; অতএব হে সুরেশ্বরগণ! যাহাতে ইঁহার হিতসাধন হইতে পারে এবং আমারও হিত হয়, তোমরা তাহারই সম্বিধান কর; তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব, আমি শচীকে কদাচ সমর্পণ করিব না।

শল্য কহিলেন, আঙ্গিরস-প্রবর অমর-গুরুর এইরূপ দৃঢ়সংকল্প শ্রবণানন্তর দেবগণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৃহস্পতে! সম্প্রতি কিরূপে সুনীতি-পূর্ব্বক কার্য্য করা হইতে পারে, আপনিই তাহার মন্ত্রণা করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, এই এক পরামর্শ আছে; কল্যাণী ইন্দ্রভামিনী নহুষ-সন্নিধানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবসর প্রার্থনা করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। হে সুরগণ! কালে বহুপ্রকার বিঘ্ন আছে; অতএব নহুষ বরদান-সম্পর্কে যদিও বলবান্ ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি কালই তাহাকে কালপ্রাপ্ত করাইবে।

শল্য কহিলেন, বৃহস্পতি এইরূপ সম্ভাষণ করিলে পর অমরগণ তখন প্রীত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি সকল স্বর্গবাসিগণের হিতকর যথার্থ সৎপরামর্শই বলিলেন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আসুন, সকলে মিলিত হইয়া শচীকে প্রসাদিতা করি"। অনন্তর সমস্ত দেবগণ বৃহস্পতিকে অগ্রবর্ত্তী করত সর্ব্বলোকের কল্যাণ কামনায় অব্যগ্রভাবে ইন্দ্রাণীকে

কহিলেন, হে দেবি! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগন্মণ্ডল আপনাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; আপনি একপত্নী ও সত্যশীলা, অতএব নিঃসংশয়ে নহুষ-সমীপে গমন করুন। সেই পাপকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি-সহকারে আপনাকে কামনা করিলে অচিরেই বিনাশ দশায় উপনীত হইবে এবং শক্রও পুনরায় সুরৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণে ইন্দ্রাণী কার্য্যসিদ্ধি-নিমিত্ত তাহাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া লজ্জানম্রমুখে ভীষণ-দর্শন নহুষ-সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং সেই দুষ্টাত্মাও তাঁহাকে যুবতী ও অতুল্য-রূপলাবণ্য-বতী অবলোকন করিয়া পরম হৃষ্টচিত্ত ও কাম-মোহিত হইয়া পড়িল।

নহুষ-সমীপে ইন্দ্রাণীর গমনে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

শল্য কহিলেন, অনন্তর দেবরাজ নহুষ শচীকে দর্শন করিয়া বলিলেন, "হে শুচিস্মিতে! সম্প্রতি আমিই এই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছি; অতএব হে বরারোহে! হে বরবর্ণিনি! তুমি আমাকে পতি-জ্ঞানে ভজনা কর"। পতিব্রতা ইন্দ্রাণী নহুষের এই দুষ্ট বাক্য শ্রবণে ভয়ব্যাকুলা হইয়া প্রবল-বায়ু-বিচলিতা কদলীর ন্যায় কম্পিত-কলেবরা হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ঘোরদর্শন দেবরাজকে কহিলেন, হে সুরেশ্বর! আমি আপনকার নিকটে কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবসর লাভের প্রার্থনা করি; হে প্রভো! শক্র কি দশা প্রাপ্ত হইলেন, কোথায় বা গমন করিলেন, তাহা এ-পর্য্যন্ত বিদিত হয় নাই; অতএব অগ্রে তাহা জানা আবশ্যক হইতেছে, পশ্চাৎ যদি একান্তই তাঁহার সন্ধান না পাওয়া যায়, তবে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই আপনাকে ভজিব।

ইন্দ্রাণীর এই কথায় নহুষ অতিশয় প্রীতিযুক্ত হইয়া কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি আমাকে যেরূপ বলিতেছ, তাহাই হউক; পরন্তু ইন্দ্রের সন্ধান জানিয়াই আমার নিকটে আসিবে, এই যে সত্য করিলে, এটি যেন তোমার স্মরণ থাকে।

শুভাঙ্গী যশস্বিনী ইন্দ্রাণী এইরূপে নহুষ সমীপে বিদায় পাইয়া তথা হইতে পুনরায় বৃহস্পতি-নিকেতনে গমন করিলেন এবং দেবরাজকে যে কথা বলিয়া আইলেন, তাহা দেবগণ-সন্নিধানে অবিকল বর্ণন করিলেন। তখন গুরুপ্রমুখ অমরগণ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণে একাগ্রচিত্ত হইয়া শক্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! পরিশেষে তাঁহারা উৎকলিকাকুল মানসে অখিল-প্রভবিষ্ণু দেব দেব বিষ্ণু-সন্নিধানে গমন করিয়া সুন্দর বচনাবলি বিন্যাস করত কহিলেন, "হে দেবেশ! সুরগণেশ্বর পুরন্দর ব্রহ্মহত্যায় অভিভূত হইয়া অজ্ঞাত বাস করিতেছেন; সুতরাং সম্প্রতি আপনকার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদিগের অন্যগতি নাই, যেহেতু আপনি জগতের প্রভু স্বরূপে সর্ব্বাগ্রে জন্মপরিগ্রহ করিয়া সর্ব্বভূতের রক্ষানিমিত্ত বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সুরগণাগ্রগণ্য! আপনকার বীর্য্যপ্রভাবে বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে বাসব ব্রহ্মহত্যায় সংবৃত হইয়া রহিয়াছেন, অতএব কি উপায়ে তাঁহার মুক্তি হইতে পারে তাহা নির্দ্দেশ করুন।

দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, বজ্রধারী পুরন্দর যজ্ঞের অনুষ্ঠান-দ্বারা আমাকে অর্চ্চনা করুন, তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পাপ-বিমুক্ত করিয়া দিব। পুণ্যসাধন অশ্বমেধ-দ্বারা আমার আরাধনা করিয়া পাকশাসন পুনর্ব্বার দেবেন্দ্রত্ব লাভ করত অকুতোভয় হইবেন এবং দুর্ম্মতি নহুষও স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম-দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে দেবগণ! তোমরা সতত অবহিত থাকিয়া তাহার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করত আর কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক।

বিষ্ণুর এই অমৃতোপম, শুভ ও সত্য বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া অমরগণ গুরু ও অন্যান্য দেবর্ষিগণ

সমভিব্যাহারে, যেস্থানে পুরন্দর ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই খানে গিয়া উপনীত হইলেন। হে রাজন্! তথায় মহাত্মা মহেন্দ্রের বিশুদ্ধি-নিমিত্তে ব্রহ্মহত্যা-বিমোচক সুমহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদিত হইল। হে যুধিষ্ঠির! সুরেশ্বর বাসব ব্রহ্মহত্যাকে আত্ম-দেহ হইতে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী, স্ত্রী ও অন্যান্য ভূতবর্গ-মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিয়া পাপ-নির্ম্মুক্ত ও সুস্থচিত্ত হইলেন। এইরূপে আত্মবান্ হইয়া দেবরাজ শচী-পতি পুনর্ব্বার স্বাধীনতা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু নহুষকে স্বস্থান হইতে অবিচলিত, বরদান প্রভাবে সুদুঃসহ ও সর্ব্বভূতের তেজঃসংহারক দৃষ্টি করিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইলেন, এবং কালান্তর প্রতীক্ষা করত সর্ব্বভূতের অদৃশ্য থাকিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পুরন্দর পুনর্ব্বার অদৃশ্য হইলে শচীদেবীর সন্তাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি সুদুঃখিতা ও সাতিশয় শোক-সমন্বিতা হইয়া 'হা শক্র!' এইরূপ আর্ত্তনাদ-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "যদি কখন আমি দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, যদি অগ্নিতে কখন আহুতি দিয়া থাকি, শুশ্রূষা-দ্বারা যদি গুরুজনগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি, যদি সত্য আমাতে নিয়ত বিদ্যমান থাকে, তবে যেন আমি কস্মিন্ কালেও ব্যভিচারিণী না হই; আমার এক-ভর্তৃত্ব যেন চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকে। অদ্য উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছে; অতএব আমি দেব-সম্বন্ধিনী এই পবিত্রা রাত্রিদেবীর উপাসনা করিব, ইহাঁর আরাধনায় আমার মনোরথ সিদ্ধ হউক।" এইরূপ বিলাপ ও কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিয়া, ইন্দ্রাণী সংযমবতী হইয়া নিশাদেবীর উপাসনা করিলেন, এবং সতীত্ব-হেতুক সত্যনিষ্ঠার উপরে নির্ভর করিয়া, উপশ্রুতি অর্থাৎ সন্দেহ-নির্ণায়িকা দেবী দৈববাণীকে আহ্বান করত কহিলেন, হে দেবি! যে স্থানে দেবরাজ গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, আমাকে সেই প্রদেশটি প্রদর্শন করুন;—'সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেবতাদিগের স্তব করিলে, দেবতারা অবশ্যই বর প্রদান করেন' এই সত্য বাক্যটি সত্য করুন!

শচীর উপশ্রুতি প্রার্থনায় ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

শল্য কহিলেন, অনন্তর উপশ্রুতি, মূর্ত্তিমতী হইয়া সেই পতিব্রতা শচী-দেবীর সন্নিধানে আবির্ভূতা হইলেন। তখন ইন্দ্রাণী, সেই অনুপম-রূপলাবণ্যবতী যুবতী উপশ্রুতি-দেবীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে বরাননে! আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি কে, বলুন। উপশ্রুতি উত্তর করিলেন, হে দেবি! আমার নাম উপশ্রুতি; ত্বদীয় সত্যপ্রভাবে আমি কেবল নিকটে উপনীতা হইয়াছি এমন নহে, তোমার দর্শনপথেও আবির্ভূতা হইয়াছি। হে ভাবিনি! তুমি পতিব্রতা ও সংযম-নিয়মে নিত্য নিরতা; অতএব বৃত্র-নিসূদন বাসবদেবকে আমি অবশ্যই তোমার নেত্রগোচর করাইব। হে দেবি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অবিলম্বে আমার অনুগামিনী হইয়া আইস, শীঘ্রই সুরেশ্বরের সন্দর্শন পাইবে।

অনন্তর উপশ্রুতি প্রস্থিতা হইলে ইন্দ্রাণীও তাঁহার পশ্চাদ্গামিনী হইয়া চলিলেন। হে ভারত! তিনি দেবারণ্য ও বহুল শৈল-সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহুযোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্র প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ মহীরুহ ও লতানিকরে পরিকীর্ণ এক সুবিস্তীর্ণ মহাদ্বীপের সন্নিধানে আগমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, দীর্ঘ ও প্রস্থ উভয়দিকেই শতযোজন-পরিমিত একটি পরম সুন্দর মনোহর সরোবর রহিয়াছে; তাহাতে বহুতর জলচর বিহঙ্গগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে; পঞ্চবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সহস্র দিব্য কমল-সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে এবং মধুকরেরা গুন্ গুন্ শব্দে গান

করিতে করিতে তৎসমুদায়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই-তেছে। সরসীর মধ্যভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহতী, সমুন্নত নাল ও শ্বেতবর্ণ প্রশস্ত কুসুমে উপশোভিতা যে একটি পরম মনোহারিণী নলিনী ছিল, শচী উপশ্রু-তির সহিত তাহার নালভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, শক্র তথায় সূক্ষ্মরূপ ধারণ-পূর্ব্বক বিসতন্তু-মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রভু সুরপতিকে সেইরূপ সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত দে-খিয়া শচী ও উপশ্রুতি উভয়েই সূক্ষ্ম-রূপধারিণী হইলেন এবং ইন্দ্রাণী সুরেশ্বরের পূর্ব্বানুষ্ঠিত সুপ্র-সিদ্ধ মহৎ কর্ম্ম-সকলের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। শচী-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুরন্দর তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি নিমিত্তে আমার সমীপবর্ত্তিনী হইলে এবং আমি যে এস্থানে অবস্থিতি করিতেছি, তাহাই বা কিরূপে জানিতে পারিলে?

ইন্দ্রের এইরূপ জিজ্ঞাসায় শচী, নহুষের অনুষ্ঠিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিলেন, হে শতক্রতো! সেই ক্রূরতম দুষ্টাত্মা, ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভে বীর্য্য-সমন্বিত ও দর্পাবিষ্ট হইয়া, আমাকে তাহার ভজনা করিতে আদেশ করিয়াছে এবং সে নিমিত্তে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াও দিয়াছে; অতএব হে বিভো! যদি সেই সময়ের মধ্যেই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ না করেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাকে বশবর্ত্তিনী করিবে। হে মহাবাহো শক্র! আমি এই কার্য্যের নিমিত্তেই আপনকার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আপনি সেই পাপ-সংকল্প ঘোর-দর্শন নহুষের বি-নাশ-সাধন করুন। হে বিভো! অধুনা এরূপ সম্বৃত থাকিবার সময় নহে; পূর্ব্বে যে প্রকার সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যদানবদলের দলন করিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশিত করুন এবং স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অমর-রাজ্য শাসন করুন।

ইন্দ্রাণীর ইন্দ্রস্তবে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥

শল্য কহিলেন, শচীর উক্তরূপ অনুনয় বাক্য শ্রব-ণে ভগবান্ পুরন্দর পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, হে ভাবিনি! অধুনা বিক্রম প্রকাশের অবসর নহে। ঋষিগণের হব্য কব্য প্রভাবে সম্বর্দ্ধিত হওয়ায় নহুষ আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইয়াছে; হে দেবি! আমি এ বিষয়ে একটি সুনীতি বিধান করি-তেছি; তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। হে কল্যাণি! এ কর্ম্মটি তোমাকে অতি গোপনভাবে সম্পন্ন করি-তে হইবে; ইহা কুত্রাপি কাহারও নিকটে ব্যক্ত করা হইবে না। হে তনুমধ্যমে! তুমি নির্জ্জনে নহুষ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বল, "হে জগৎপতে! তুমি ঋষিগণ-বাহ্য দিব্য যানে আ-রোহণ করিয়া আমার নিকটে আইস, তাহা হইলেই আমি প্রীতা হইয়া তোমার বশবর্ত্তিনী হইব"।

দেবরাজের এইরূপ উপদেশ-বাক্যে কমল-নয়না ইন্দ্রাণী 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া নহুষ-সমীপে গমন করিলেন। তখন নহুষ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সস্মিত-বদনে কহিলেন, হে বরারোহে! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে। হে শুচিস্মিতে! এই কিঙ্কর উপস্থিত আছে, কি করিতে হইবে, আজ্ঞা কর। হে কল্যাণি মনস্বিনি! আমি নিতান্তই তো-মার অনুগত ভক্ত; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আ-মাকে ভজনা কর। হে সুমধ্যমে কল্যাণি! তোমার কি অভিলাষ আছে ব্যক্ত কর, আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব। হে সুশ্রোণি! আমার নিকটে তো-মার কিছুমাত্র লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই; তুমি নিঃসংশয়-চিত্তে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপন কর। হে দেবি! আমি সত্য-দ্বারা শপথ করিতেছি, তো-মার আদেশ প্রতিপালন করিব।

ইন্দ্রাণী কহিলেন, হে জগৎপতে সুররাজ! আপনি আমাকে যে অবসর কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি; সে সময় উত্তীর্ণ হইলে, আপনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন। হে দে-বেন্দ্র! সম্প্রতি আমার অন্তঃকরণে যে একটি কার্য্যের

উদয় হইয়াছে তাহা অবধারণ করুন। হে রাজন্! আমার এই প্রিয়-কার্য্যটি আপনি যদি সম্পন্ন করেন, তবেই প্রার্থনা করিব। ফলত আমার এই প্রণয়-সংযুক্ত প্রার্থনা-বাক্যটি রক্ষা করিলেই আমি আপনকার বশগামিনী হই। হে সুরাধিপ! আমার অভিলাষ এই যে, কি বিষ্ণু কি রুদ্র, কি অসুরগণ কি রাক্ষসগণ, কেহই কোন কালে যাহাতে আরোহণ করেন নাই, আপনি এরূপ এক অপূর্ব্ব বাহনে গমনাগমন করেন। হে বিভো! পূর্ব্বে ইন্দ্রের ত অশ্ব, হস্তী, রথ-প্রভৃতি বহুতর বাহন ছিল, এক্ষণে মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া আপনাকে শিবিকাদ্বারা বহন করিতে থাকুন। হে রাজন্! আপনকার এইরূপ অনুষ্ঠানেই আমার স্পৃহা হইতেছে; কেননা সুর কি অসুরগণ মধ্যে কাহারও সহিত তুল্য হওয়া আপনকার উচিত হইতেছে না। দেখুন, আপনি দর্শন-মাত্রেই স্বকীয় বীর্য্যবলে সকলের তেজ আকর্ষণ করিতেছেন; কোন বীর্য্যবান্ ব্যক্তিই আপনকার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারে না।

শল্য কহিলেন, শচীর এই বাক্য শ্রবণে সুররাজ নহুষ তখন অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সেই অনিন্দিতা ইন্দ্রাণীকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।

নহুষ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি যেরূপ বাহনের কথা উল্লেখ করিলে ইহা যথার্থই অপূর্ব্ব বটে। হে দেবি! ইহাতে আমারও দৃঢ়তর স্পৃহা হইতেছে। হে বরাননে! আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলাম; যেহেতু মুনিগণকে বাহন করা অল্পবীর্য্যের কর্ম্ম নহে; যেব্যক্তি এরূপ করিতে পারে সে অবশ্যই অমিত-বলশালী সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমিও তাদৃশ বলবান্; আমি ঘোরতর তপোধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল লোকেরই প্রভু হইয়াছি। আমি ক্রুদ্ধ হইলে জগতের বিলয়দশা উপস্থিত হয়। সকলই আমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শুচিস্মিতে! আমি ক্রোধ করিলে, দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহোরগ রাক্ষস-প্রভৃতি সর্ব্বলোকে একত্র মিলিত হইলেও আমার নিকটে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। আমি একবারমাত্র যাহাকে নেত্রগোচর করি, তাহারই তেজ হরিয়া লই। অতএব হে দেবি! আমি নিঃসন্দেহ তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। সপ্তর্ষি ও সমস্ত ব্রহ্মর্ষিগণ আমাকে বহন করিবেন। হে বরবর্ণিনি! তুমি আমাদিগের মহিমা ও সমৃদ্ধি অবলোকন কর।

শল্য কহিলেন, সেই অতুল্য-বলোপেত, মদ-বলবিমোহিত, অব্রহ্মণ্য, স্বেচ্ছাচারী, দুষ্টাত্মা নহুষ বরাননা শচীদেবীকে উক্তরূপ সম্ভাষণান্তে বিদায় করিয়া নিয়মস্থিত ঋষিগণকে বিমানে যোজন-পূর্ব্বক আপনাকে বহন করাইতে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে ইন্দ্রাণী তাহার নিকটে বিদায় লাভ করিয়া বৃহস্পতি-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! নহুষ আমাকে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহার অল্পমাত্র অবশেষ আছে; অতএব এই ভক্তজনের প্রতি দয়া করিয়া আপনি শীঘ্র শীঘ্র শক্রের অন্বেষণ করুন।

শচীর এইরূপ অনুনয় বাক্যে সম্মত হইয়া বৃহস্পতি কহিলেন, হাঁ, অবশ্যই ইহা করিব; হে দেবি! দুষ্টচিত্ত নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। হে শুভে! সেই নরাধম গতপ্রায় হইয়াছে; আর অধিক বিলম্ব নাই, অচিরেই শমন সদনে প্রস্থান করিবে। সে একে অধর্ম্মজ্ঞ, তাহাতে আবার মহর্ষিগণকে বাহন করায় একবারে পাপভারে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং কোন প্রকারেই তাহার আর নিস্তার নাই। সেই দুর্ম্মতির বিনাশের নিমিত্ত আমি একটা যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিব এবং উহার দ্বারা শক্রকেও প্রাপ্ত হইব; অতএব তোমার কল্যাণ হউক, তুমি ভয় করিও না।

হে রাজন্! অনন্তর মহাতেজা বৃহস্পতি, পুরন্দরের প্রাপ্তিকামনায় হুতাশন প্রজ্বালন-পূর্ব্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিলেন, এবং হবনান্তে অগ্নিকে কহিলেন, আপনি শক্রের অন্বেষণ করুন। তাহাতে

ভগবান্ হুতাশন মুর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং অদ্ভুত রমণীবেশ ধারণ করিয়া সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। তিনি মনের ন্যায় দ্রুতগামী হইয়া, দিক্, বিদিক্, পর্ব্বত, কানন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ, সমুদায় স্থানে বিচরণ করিয়া পরিশেষে নিমেষ মাত্রেই পুনর্ব্বার বৃহস্পতি-সমীপে উপনীত হইলেন।

অগ্নি কহিলেন, হে বৃহস্পতে! আমি সংসার মধ্যে কুত্রাপি দেবরাজের অনুসন্ধান পাইলাম না; জলে প্রবেশ করিতে আমার কখনই উৎসাহ হয় না, সুতরাং তাহাই কেবল অন্বেষণ করিতে অবশিষ্ট আছে। হে ব্রহ্মন্! জলমধ্যে গমন করা আমার সাধ্যাতীত; অতএব এতদ্ভিন্ন আপনকার অন্য কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন।

ইহা শুনিয়া দেবগুরু তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আপনি নিঃসংশয়ে সলিল-মধ্যে প্রবেশ করুন।

অগ্নি কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! আমি আপনকার শরণাপন্ন হইলাম; আপনকার মঙ্গল হউক, আমি জলে প্রবেশ করিতে পারিব না, করিলে নিঃসন্দেহ আমার বিনাশ হইবে। দেখুন, জল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের, এবং প্রস্তর হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় উৎপত্তি স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিবৃহস্পতি-সংবাদে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অগ্নে! আপনি হব্যবাহ, সুতরাং সমস্ত দেবগণের মুখ-স্বরূপ হইয়াছেন। আপনি সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরে গূঢ়ভাবে সঞ্চরণ করেন। হে হুতাশন! পণ্ডিতেরা কখন এক, কখন বা ত্রিবিধ বলিয়া আপনকার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন। আপনি পরিত্যাগ করিলে, এই সমস্ত সংসারের সদ্যই সংহার দশা উপস্থিত হয়। আপনকার আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকলত্রের সহিত স্বীয় স্বীয় সুকৃতি-লব্ধ চিরন্তন স্থানে গমন করিয়া থাকেন। হে বহ্নে! আপনি হব্যবাহ এবং আপনিই পরম হব্য। বিপ্রেরা সত্রাদি পরম যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান-দ্বারা কেবল আপনাকেই অর্চ্চনা করেন। হে হব্যবাহ! আপনি এই ত্রিলোকের সৃষ্টি করেন, আবার কালপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড মুর্ত্তিধারণ করিয়া আপনিই সকলের সংহার করেন। অখিল ভুবন মণ্ডলের উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিতেরা আপনাকেই জলদ ও বিদ্যুৎ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আপনকার দেহ হইতে প্রদীপ্ত শিখাবলি বিনির্গত হইয়া সমস্ত ভূতবর্গকে দহন করে। যাবতীয় বারিরাশি আপনাতেই নিহিত রহিয়াছে। কেবল বারিরাশিই কেন? সমস্ত জগতই আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে পাবক! এই ত্রিলোকী মধ্যে কিছুই আপনকার অবিদিত নাই। দেখুন জগতের সকল পদার্থই আপন আপন কারণকে ভজনা করিয়া থাকে; অতএব আপনি কিছুমাত্র শঙ্কা না করিয়া বারি-মধ্যে প্রবেশ করুন; আমি সনাতন ব্রাহ্ম মন্ত্র সমূহ সহকারে আপনাকে সম্বর্দ্ধিত করিব।

কবিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ হব্যবাহ, অমর গুরুর এইরূপ স্তুতি বাক্যে প্রীতিমান্ হইয়া কহিলেন, হে বৃহস্পতে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, পুরন্দরকে অবশ্যই আপনকার দৃষ্টিগোচর করিয়া দিব।

শল্য কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর অগ্নিদেব সাগরাদি পল্বল পর্য্যন্ত যাবতীয় জলাশয়ে প্রবেশ করিতে করিতে, যে সরোবরে পুরন্দর নিলীন ছিলেন, ক্রমে সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কমল সকল অন্বেষণ করত দেখিলেন, দেবরাজ বিসতন্তু-মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার সন্ধান পাইবামাত্র হুতাশন তথা হইতে শীঘ্র বৃহস্পতি সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, সুরেশ্বর

সূক্ষ্ম-কলের ধারণ করিয়া মৃণালতন্তু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। অনন্তর অমরগুরু দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ-সমভিব্যাহারে শচীনাথের সন্নিহিত হইয়া পুরাকালীন সুমহৎ কর্ম্ম-সকলের আখ্যান-দ্বারা তাঁহাকে এইরূপে স্তব করিতে লাগিলেন। "হে শক্র! তুমি পূর্ব্বে নমুচি, শম্বর ও বল, এই ঘোর-বিক্রম নিদারুণ মহাসুরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছ, এক্ষণেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশিষ্ট শত্রু-সকলের নিধন সাধন কর। হে শতক্রতো! নিজমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর; এই দেখ, সমুদায় দেবর্ষি-সম্প্রদায় ঘোরতর দায়গ্রস্ত হইয়া সহায় প্রার্থনায় তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছেন। হে বিভো! হে মহেন্দ্র! তুমি দানবগণকে নিহত করিয়া সর্ব্বলোকের পরিত্রাণ করিয়াছ। হে জগৎপতে দেবরাজ! পূর্ব্বে তুমি বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত জলীয় ফেন-মাত্র অবলম্বন করিয়া বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছ। হে শক্র! যাবতীয় ভূতবর্গ-মধ্যে তুমিই প্রধান শরণ্য ও পূজনীয়; এই বিশ্বসংসারে তোমার তুল্য হইতে পারে, এমন প্রাণীই অপ্রসিদ্ধ। হে শক্র! তুমিই সর্ব্বভূতের ভার ধারণ করিয়া রহিয়াছ এবং তুমিই দেবগণের মাহাত্ম্য বিধান করিয়াছ! অতএব হে মহেন্দ্র! সংপ্রতি তুমি স্বীয় বল প্রাপ্ত হইয়া সেই সুরগণ ও সমুদয় প্রাণিবর্গকে রক্ষা কর!"

দেবর্ষিগণ এইরূপ স্তব করিলে, ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, এবং স্বাভাবিক কলেবর ও বল প্রাপ্ত হইয়া, সমীপবর্ত্তী গুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, ত্বষ্টৃতনয় মহাসুর ত্রিশিরা ও লোক-বিলোপসমুদ্যত মহাকায় বৃত্র, উভয়েই ত নিহত হইয়াছে, তবে আর এক্ষণে আপনাদিগের কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে?

বৃহস্পতি কহিলেন, সম্প্রতি মনুষ্য-জাতীয় নহুষ নরপতি দেবর্ষিগণের তেজঃপ্রভাবে দেবরাজ্যের অধিপতি হইয়া আমাদিগকে সাতিশয় পীড়া দিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বৃহস্পতে! নহুষ মানুষ হইয়াও সুদুর্লভ দেব-রাজ্য কিরূপে প্রাপ্ত হইল? সে এমন কি তপস্যা করিয়াছে, এমন বীর্য্যই বা তাহার কি আছে যে, অমরগণের অধিপতি হইতে পারে?

বৃহস্পতি কহিলেন, হে সুরপতে! তুমি সেই সুমহৎ ইন্দ্রত্ব পদ পরিত্যাগ করিলে, দেবতারা ভীত হইয়া কেহই তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন না। হে শক্র! তৎকালে তাঁহারা প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ ও ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া নহুষ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমাদিগের আধিপত্য গ্রহণ করত ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্তা হও। তাহাতে নহুষ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিল, আপনাদিগের রাজা হইতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য নাই; অতএব আপনারা তপোবল-সহকারে আমারে পরাক্রমে বর্দ্ধিত করুন। এইরূপ কথিত হইয়া দেবগণ তাহার বৃদ্ধিসাধন করিলে, রাজা নহুষ ঘোরতর বীর্য্যান্বিত হইল এবং ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া ঈদৃশ দুরাত্মা ও লোক-নিষ্পীড়ক হইয়া উঠিল যে, মহর্ষিগণকেও বাহন করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। হে সুরেন্দ্র! নহুষ দৃষ্টিবিষস্বরূপ হইয়াছে; সে যাহাকে দেখে তাহারই তেজ হরিয়া লয়; অতএব তুমি কদাচিৎ তাহারে দৃষ্টিগোচর করিও না। দেবতারা ভয়ার্ত্ত হইয়া নহুষকে অবলোকন করেন না; সকলেই গূঢ়রূপে বিচরণ করিতেছেন।

শল্য কহিলেন, আঙ্গিরস-বংশচূড়ামণি বৃহস্পতি এইরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় লোকপাল কুবের, সূর্য্যপুত্র যম, পুরাণ দেব সোম ও জলাধিপতি বরুণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মহেন্দ্রের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে শক্র! ভাগ্যক্রমে আপনি পরম শত্রু

১২

ভাগ্যক্রমেই আমরা আপনাকে অক্ষত ও কুশলী দৃষ্টি করিলাম।

তখন অমরনাথ প্রীতমনা হইয়া ঐ সকল লোক-পালের সহিত যথাবৎ আলিঙ্গন ও প্রতিসম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নহুষের বুদ্ধিভেদ-সাধনার্থে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, “ হে লোকপালগণ! নহুষ দেবতাদিগের রাজা হইয়া অতিশয় ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; অতএব তাহার সংহারার্থে তোমাদিগকে আমার সাহায্য করিতে হইবে।” এই কথায় তাঁহারা উত্তর করিলেন, হে দেবেন্দ্র! নহুষের রূপ অতিভয়ঙ্কর; একবারমাত্র তাহার নেত্রগোচর হইলে আর নিস্তার নাই, সে দৃষ্টি-বিষ হইয়াছে; সুতরাং তাহার নিকটে যাইতেই আমাদিগের ভয় হয়; তবে যদি আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভূতি-স্বরূপ কিঞ্চিৎ,কিঞ্চিৎ ভাগ পাওয়া উচিত হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, আমি সকলেরই ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি,—বরুণ! তুমি জলাধিপতি হও; এবং যম ও কুবেরও আমার সহিত এক এক রাজকার্য্যে অভিষিক্ত হউন; অদ্য আমরা সকল দেবতায় মিলিত হইয়া সেই ঘোর-দর্শন পরম শত্রু নহুষের পরাজয় সাধন করিব।

অনন্তর অগ্নিও ইন্দ্রকে কহিলেন, সুরেশ্বর! আমাকে ভাগ প্রদান করুন, আমিও আপনকার সহায়তা করিব। তাহাতে শক্র তাঁহারে কহিলেন, বহ্নে! মহাযজ্ঞ-স্থলে, ‘ইন্দ্রাগ্নি-সম্বন্ধীয়’ বলিয়া তোমারও একটি স্বতন্ত্র ভাগ নির্দ্দিষ্ট হইবে।

শল্য কহিলেন, পাকশাসন ভগবান্ মহেন্দ্র এইরূপ বরপ্রদ হইয়া কাহাকে কোন্ অধিকার দিবেন, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পরিশেষে কুবেরকে যাবতীয় যক্ষগণের ও ধন-সকলের, যমকে পিতৃলোকের এবং বরুণকে সলিলের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

ইন্দ্র-বরুণাদি-সংবাদে ষোড়শ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

শল্য কহিলেন, ধীমান্ দেবরাজ, লোকপাল ও অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া নহুষের বিনাশোপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ঘোরতর তপস্বী ভগবান্ অগস্ত্য মুনি তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেবেন্দ্রকে বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুরন্দর! ভাগ্যক্রমে আপনি বিশ্বরূপ ও বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন এবং ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা নহুষও দেবরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে বলসূদন! আপনাকে শত্রুগণ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

ইন্দ্র কহিলেন, মহর্ষে! আপনকার শুভাগমন হউক; আপনকার দর্শন পাইয়া আমি অতীব প্রীত হইলাম; সম্প্রতি পাদ্য আচমনীয় গো ও অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করুন।

শল্য কহিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনিসত্তম অগস্ত্য এইরূপে পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, দেবরাজ প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্ দ্বিজসত্তম! আমার অভিলাষ এই যে, পাপনিশ্চয় দুরাশয় নহুষ কিরূপে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইল, সেই বৃত্তান্তটি আপনি বর্ণন করেন

অগস্ত্য কহিলেন, হে শক্র! বল-দর্পিত, দুরাত্মবান্, দুরাচার রাজা নহুষ যেরূপে স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই প্রিয় বাক্যটি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ দেবরাজ বাসব! মহাভাগ দেবর্ষি ও পবিত্রাত্মা ব্রহ্মর্ষিগণ সেই পাপকারী নহুষকে বহন করত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া তাহাকে একটি সংশয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যজ্ঞীয় গোবধ বিষয়ে বেদোক্ত যে সমস্ত মন্ত্র আছে, আপনকার মতে তৎসমুদায় প্রমাণ কি না? তাহাতে মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন নহুষ তাঁহাদিগকে কহিল, না; সে সকল মন্ত্র প্রমাণ নহে।

ঋষিগণ কহিলেন, তুমি নিরবচ্ছিন্ন অধর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইয়াছ, সুতরাং ধর্ম্মকে আর গ্রাহ্য করিবে কেন?

তোমার মতে যাহা অপ্রমাণ বলিয়া স্থির হইতেছে, আমাদিগের নিকটে তাহাই যথার্থ প্রমাণ, যেহেতু প্রাচীন মহর্ষিগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত করিয়া গিয়াছেন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে বাসব! সেই অধর্ম্ম-পীড়িত নহুষ ঐ বিষয় লইয়া মুনিদিগের সহিত বাদবিতণ্ডা করিতে করিতে পরিশেষে পাদ-দ্বারা আমার মস্তক স্পর্শ করিল। হে শচীপতে! ঐ পাপকর্ম্ম-দ্বারা সে একবারে নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িল। অনন্তর তাহাকে সহসা উদ্বিগ্ন ও ভয়ব্যাকুল দেখিয়া আমি এই কথা বলিলাম, "রে মূঢ়! তুই যে প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রচারিত এবং ব্রহ্মর্ষিগণের অনুষ্ঠিত দোষ-লেশ-পরিশূন্য বেদবিহিত ধর্ম্মের প্রতি দোষারোপ করিতেছিস্, সাক্ষাৎ ব্রহ্মকল্প দুরাসদ ঋষিদিগকে যে বাহন করিয়া গমনাগমন করিস্ এবং পাদদ্বারা আমার উত্তমাঙ্গ যে স্পর্শ করিলি, এই ঘোরতর দুষ্কর্ম্মের ফলে তুই ক্ষীণপুণ্য প্রভাশূন্য ও স্বর্গবিচ্যুত হইয়া অবিলম্বে ভূতলশায়ী হ। রে পাপাত্মন্! পৃথিবীতে তুই বিষমতর বিষধর মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক দশ সহস্র বর্ষ বিচরণ করিয়া কালপূর্ণ হইলে পুনরায় স্বর্গ লাভ করিবি"।

হে অরিন্দম! এইরূপে সেই দুষ্টাত্মা দেবরাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। হে শক্র! নিদারুণ ব্রাহ্মণ-কণ্টক নিহত হওয়ায় আমাদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইল। হে শচীপতে! সম্প্রতি আপনি ত্রিপিষ্টপে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু ও মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পুনরায় লোক সকলের প্রতিপালন করুন।

শল্য কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেব, মহর্ষি, পিতৃলোক, যক্ষ, পন্নগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, দেবকন্যা, অপ্সরা, সরোবর, সরিৎ, শৈল ও জলধিগণ সকলেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সুরেন্দ্র সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে শত্রুহন্! ভাগ্যক্রমে আপনি পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। ধীমান্ অগস্ত্য দৈবোপহত দুরাচার পাপাত্মা নহুষকে যে স্বর্গ হইতে অপনীত করত মহীতলে সর্পরূপ-ধারী করিয়া রাখিলেন, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

নহুষভ্রংশে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

শল্য কহিলেন, অনন্তর বৃত্রনিসূদন প্রভু দেবরাজ শতক্রতু, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মাতঙ্গরাজ ঐরাবতে আরোহণ-পূর্ব্বক মহাতেজা অগ্নি, মহর্ষি বৃহস্পতি, যম, বরুণ, ধনেশ্বর কুবের ও অপরাপর অমর-নিকর সমভিব্যাহারে ত্রিভুবন রাজ্যে প্রস্থিত হইলেন এবং মহেন্দ্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তাহা পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ ভগবান্ অঙ্গিরা ইন্দ্র সভায় সমাগত হইলেন এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র-সকলের অনুকীর্ত্তন-দ্বারা দেবেন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন। ভগবান্ পুরন্দর তাহাতে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সেই অথর্ব্ববেদী অঙ্গিরাকে তখন এই বর প্রদান করিলেন যে, আপনি অথর্ব্ববেদের কীর্ত্তন করিলেন, এজন্যে এই বেদে অথর্ব্বাঙ্গিরস-নামা ঋষি হইবেন এবং আপনি যজ্ঞেরও ভাগ পাইবেন। মহারাজ! দেবরাজ ভগবান্ শতক্রতু তৎকালে এইরূপ সম্মান-সহকারে অথর্ব্বাঙ্গিরসকে বিদায় করিলেন এবং সমুদায় দেব ও তপোধন ঋষিগণকে যথাযোগ্য পূজা করিয়া পরমানন্দে যথা ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! মহেন্দ্র শত্রুগণের বধাকাঙ্ক্ষায় অজ্ঞাত-বাস-পরায়ণ হইয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপ দুঃখ পাইয়াছিলেন। অতএব হে ভারত! তুমি যে দ্রৌপদী ও মহাত্মা ভ্রাতৃগণের সহিত মহারণ্যে বিচরণ করত ক্লেশ পাইয়াছিলে, সে নিমিত্ত আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই। হে কৌরবনন্দন! বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া শক্র যেমন পুনরায় সুরা-

ধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও শক্র-নিপাত-দ্বারা স্বকীয় রাজ্য লাভ করিবে। হে বীর্য্য-প্রভাব-সম্পন্ন শক্রসূদন! ব্রহ্মদ্বেষ্টা দুরাচার পাপাত্মা নহুষ অগস্ত্য-শাপে অভিহত হইয়া যেমন চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তদ্রূপ কর্ণ দুর্য্যোধনাদি তোমার দুরাত্মা শক্ররাও অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহার পর তুমি সহোদরগণ ও দ্রৌপদীর সহিত এই সসাগরা ধরা রাজ্যের সম্ভোগ করিবে। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! যে কোন মহীপতি সংগ্রামে বিজয়াকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার সৈন্য-সন্নিবেশ সময়ে শক্র-বিজয়-নামক এই বেদ-প্রমাণ-সিদ্ধ উপাখ্যানটি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য; সেই নিমিত্তেই আমি তোমাকে এই বিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম। মহাত্মা দেবগণের স্তব করিলে তাঁহারা অবশ্যই কল্যাণ-বর্দ্ধন করেন। হে যুধিষ্ঠির! অধুনা দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে মহাত্মা ক্ষত্রিয়-গণের এই মহান্ বিধ্বংস আগত প্রায়। যে মানব সংযত চিত্তে এই ইন্দ্রবিজয়াখ্যান পাঠ করেন, তিনি নিষ্পাপ ও স্বর্গ-বিজয়ী হইয়া ইহকালে ও পরকালে আনন্দ সম্ভোগ করেন। তাঁহার শক্র হইতেও ভয় হয় না এবং অপুত্র হইবারও সম্ভাবনা থাকে না। অধিক কি! কোন প্রকার আপদই তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না; তিনি দীর্ঘ পরমায়ু এবং সর্ব্বত্রই বিজয় লাভ করেন, কদাপি পরাজিত হয়েন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! ধার্ম্মিক-প্রবর মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্য-কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাকে বিধিবৎ পূজা করিলেন এবং তদীয় বাক্য শ্রবণান্তে এই কথা বলিলেন, আপনি কর্ণের সারথ্য কর্ম্ম করিবেন সন্দেহ নাই; অতএব তৎকালে অর্জ্জুনের প্রশংসা-দ্বারা আপনাকে কর্ণের তেজঃক্ষয় সাধনে যত্ন করিতে হইবে।

শল্য কহিলেন, তুমি যে কথা বলিতেছ, ইহা অবশ্য প্রতিপালন করিব; এতদ্ভিন্ন তোমার আরও যে কোন প্রিয়কার্য্য করিতে পারিব, তাহার অনুষ্ঠানেও ক্রুটি করিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অরিন্দম! অনন্তর মদ্রাধিপতি শ্রীমান্ শল্য কুন্তীপুত্রদিগের নিকটে বিদায় লইয়া তখন সসৈন্যে দুর্য্যোধন-সন্নিধানে গমন করিলেন।

শল্য-গমনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর যদুবংশীয় বীর্য্য-সম্পন্ন মহারথ যুযুধান বিশাল চতুরঙ্গ-বলে সমন্বিত হইয়া সাহায্য প্রদানার্থে যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন। নানাদেশ-সমাগত তদীয় যোধগণ সকলেই মহাবল-পরাক্রান্ত ও বীরাগ্রগণ্য। তাহারা বহুতর প্রহরণ জাত ধারণ করত তাঁহার সৈন্য-মধ্যে অসীম শোভা বিস্তার করিয়াছিল। তৈল-মার্জ্জিত ও চাকচক্যময় পরশু, ভিন্দিপাল, শক্তি, তোমর, মুদ্গার, পরিঘ, যষ্টি, প্রাস, করবাল, খড়্গ, কার্ম্মুক, কিরীট ও বহুতর শরনিকর-সহকারে সেই সমগ্র অনীকিনীই একটি রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল। সৌদামিনী-সমন্বিত হইলে জলদাবলির যে রূপ শোভা হয়, শস্ত্র-সকলের কিরণরাজি-দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় সেই মেঘপ্রভ সৈন্যেরও অবিকল তদ্রূপ শোভা হইয়াছিল। হে রাজন্! কোন ক্ষুদ্রনদী যেমন সাগর-মধ্যে নিলীন হইয়া যায়, যুধিষ্ঠিরের সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া যুযুধানের সেই অক্ষৌহিণী সেনাও সেইরূপ অন্তর্হিতা হইল। যুযুধানের সমাগমান্তে শিশুপাল-পুত্র বলশালী চেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতুও এক অক্ষৌহিণী অনীকিনী লইয়া অমিত-তেজস্বী পাণ্ডব-গণ-সমীপে উপনীত হইলেন। জরাসন্ধ-তনয় মহাবল-সম্পন্ন মগধরাজ জয়ৎসেনও সেইরূপ এক অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে ধর্ম্মরাজ-নিকটে আগমন করিলেন। পাণ্ড্যরাজও সমুদ্র-সন্নিহিত অনুপদেশ-বাসী বহুবিধ সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। মহারাজ! সেই

বল-নিচয়ের সমাগমে ধর্ম্ম-তনয়ের সুসজ্জিত সমগ্র সৈন্যদল অতীব দর্শনীয় ও বলবৎ হইয়া উঠিল। পাঞ্চালেশ্বর দ্রুপদরাজ নিজ-সমভিব্যাহারে যে মহতী সেনা আনয়ন করিলেন, তাহাও নানাদেশ-সমাগত অশেষ শূরবীর পুরুষ ও তাঁহার মহারথ পুত্রগণ দ্বারা শোভিতা হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজের আগমনের পর বাহিনীপতি মৎস্যাধিরাজ বিরাটও পর্ব্বতবাসী মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ভূপতিরাও নিজ নিজ সৈন্য লইয়া নানা স্থান হইতে আগমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বিবিধ-ধ্বজ-সমাকুলা সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেতা হইল এবং সকলেই কুরুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিল।

এদিকে মহীপাল ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী সেনা প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের হর্ষবর্দ্ধন করিলেন। সুবর্ণবর্ণ চীন ও কিরাতগণে পরিবৃত হইয়া তদীয় দুরাধর্ষ সৈন্য যেন কর্ণিকার বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে কুরুনন্দন! শৌর্য্য-সম্পন্ন ভূরিশ্রবা ও শল্যরাজ এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া একে একে দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। হৃদিক-নন্দন কৃতবর্ম্মাও ভোজ, অন্ধক ও কুকুররাজগণের সহিত মিলিয়া এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে তাঁহার সাহায্যার্থে সমাগত হইলেন। ক্রীড়াসক্ত মত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারা বনের যেমন শোভা হয়, বনমালা-ধারী সেই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্র-সমূহে পরিবৃত হওয়ায় সুযোধনের সৈন্যও তদ্রূপ সুশোভিত হইল। সিন্ধু-সৌবীরাদি-প্রদেশবাসী জয়দ্রথ-প্রভৃতি অন্যান্য ভূপালেরাও বহুল বলসঞ্চারে অচল-সকলকেও যেন বিচলিত করত আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্যসংখ্যা সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণী। হে রাজেন্দ্র! প্রবল পবন দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে বহুরূপধারী বারিবাহের যেরূপ শোভা হয়, ঐ বহুবিধ সমবেত সৈন্যও তৎকালে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে কৌরব্য! কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণও শক ও যবনগণের সহিত সমবেত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সুযোধনের সন্নিহিত হইলেন। তাঁহার সৈন্য-সমবায় শলভ-পুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল, পরন্তু দুর্য্যোধনের বলসঙ্ঘ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অস্পষ্ট হইয়া গেল। মাহিষ্মতী-বাসী মহীপাল নীলধ্বজ, দক্ষিণাপথবাসী নীলবর্ণ আয়ুধধারী মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং অবন্তীর নরপতি-দ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দ মহাবলে পরিবৃত হইয়া এক এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধন-সমীপে সমাগত হইলেন। কেকয় রাজ্যের নরেন্দ্রেরাও পঞ্চ সহোদরে একত্র হইয়া এক অক্ষৌহিণী বাহিনী সহ আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার হর্ষ সম্পাদন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহাত্মা ভূমিপালগণেরও সমুদায়ে তিন অক্ষৌহিণী সেনা নানা দেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইল। এইরূপে দুর্য্যোধনের নানা ধ্বজ-সমাকুলা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা হইল। সকলেই পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া রহিল। হে রাজন্! হস্তিনা নগরে সেই সুমহান্ সৈন্য সমবায়ের সমাবেশ হওয়া দূরে থাকুক, যে সকল নরপতি স্ববল-প্রধান, অর্থাৎ পরবল-সাহায্য-নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূপাল-বর্গেরও স্থান হইল না। হে ভারত! তাহাতে পঞ্চনদরাজ্য, সমস্ত কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, সম্পূর্ণ মরুভূমি, অহিচ্ছত্র, কালকূটী, গঙ্গাকূল, বরণা, বাটধান ও যমুনা-তীরস্থ ভূধর, প্রভৃত ধনধান্য-সমন্বিত এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ একবারে কৌরব-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাঞ্চালেশ্বর যাঁহাকে দূত-স্বরূপে কুরুগণ-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পুরোহিত তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ঐ সমবেত সৈন্য উক্ত প্রকারে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

পুরোহিত সৈন্য-দর্শনে সৈন্যোদ্যোগ প্রকরণ ও
ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯॥

সঞ্জয়যান প্রকরণ

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রুপদরাজের সেই পুরোহিত কুরুসভায় উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। প্রথমত তিনি সমস্ত কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পরে সমুদয় সেনানীগণ-মধ্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মগণ! সনাতন রাজধর্ম্ম আপনাদিগের সকলেরই বিদিত আছে; তথাপি বাক্যের প্রসঙ্গ নিমিত্ত আমি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সম্ভাষণ করিব। দেখুন, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই এক-জনের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত; সুতরাং পৈতৃক ধন-সম্পত্তিতে উভয়েরই যে তুল্যাধিকার, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। পরন্ত যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, তাঁহারা পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইলেন, পাণ্ডুপুত্রেরা পৈতৃক ধন না পাইলেন কেন? এরূপ অবস্থায় ইহাই বলা যুক্তি যুক্ত হয় যে, দুর্য্যোধন স্বয়ং হস্তগত করাতেই তাঁহারা পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হন নাই। তাহার বৃত্তান্ত সকলই আপনারা জানেন। এই দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত কতবার কত প্রকার উপায় দ্বারাই তাঁহাদিগের প্রাণ সংহারের চেষ্টা করিয়াছিলেন! পরন্ত পরমায়ুর শেষ থাকায় তাঁহাদিগকে কোন রূপেই শমন-সদনে উপনীত করিতে পারেন নাই। অপিচ সেই মহাত্মারা স্বকীয় বাহুবলে রাজ্যবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষুদ্রাশয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সুবল-তনয়ের সহিত মিলিয়া কাপট্য-প্রয়োগ দ্বারা তাহাও অপহরণ করিয়াছেন। দুর্য্যোধন শঠতা-সহকারে পাণ্ডবদিগকে যে রূপ নিদারুণ কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহারা অবাধে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই মহাত্মা বীরগণ দ্বাদশবৎসর মহারণ্যে বাস করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাতবাসে এক বর্ষকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহারা সভাতে সহধর্ম্মিণীর সহিত যাদৃশ দুর্বিষহ ক্লেশ-নিবহ সহ্য করিয়াছিলেন, অরণ্যেতেও সেইরূপ বহুবিধ সুদারুণ ক্লেশ-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বিরাট নগরে, জন্মান্তর] গতের ন্যায়, গোপনভাবে থাকিয়া, মহাপাতকীর ন্যায়, যার পর নাই দুঃখ পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌজন্যের কথা আর কি কহিব, সেই কুরুপুঙ্গবেরা কৌরবগণের পূর্ব্বাচরিত তাদৃশ দুষ্কৃত সমস্তও পশ্চাৎ করিয়া এক্ষণে তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতেই অভিলাষী হইতেছেন। অতএব হে সুহৃদ্বর্গ! পাণ্ডবদিগের চরিত্র এবং দুর্য্যোধনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া আপনারা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়কে সন্ধি করণার্থে অনুনীত করুন। বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের সহিত বিগ্রহ করিতে কদাচ ইচ্ছুক নহেন; লোকের অবিনাশে স্বকীয় রাজ্যপদ প্রাপ্ত হন ইহাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা। পরন্ত দুর্য্যোধনের সে রূপ ইচ্ছা নহে; ইনি কেবল বিগ্রহ বিষয়েই যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু যে কারণ অবলম্বন করিয়া সমরে সমুৎসুক হইতেছেন তাহাও মন্তব্য হইতে পারে না, কেননা ইহাঁর অপেক্ষা তাঁহারা সমধিক বলশালী। ইহাঁর যেমন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীতা হইয়াছে, ধর্ম্ম-তনয়েরও সেইরূপ সপ্ত অক্ষৌহিণী অনীকিনী সমবেতা হইয়াছে এবং তাহারাও কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত থাকিয়া তাঁহার অনুশাসন প্রতীক্ষা করিতেছে। তদ্ভিন্ন, সাত্যকি ভীমসেন ধনঞ্জয় নকুল সহদেব প্রভৃতি মহামহা পুরুষ-প্রবীরগণ, সহস্র অক্ষৌহিণীর প্রতিরূপ হইয়া রহিয়াছেন। অপরাপর বীরবর্গেরই বা প্রয়োজন কি? দুর্য্যোধনের এই একাদশ অক্ষৌহিণী এক দিকে, আর বহুরূপধারী মহাবাহু ধনঞ্জয় অন্য দিকে, ইহা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। একাকী কিরীটীই ইহাঁর সমুদয় সৈন্যাপেক্ষা যেমন অতিরিক্ত, অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাদ্যুতি বাসুদেবও সেইরূপ। অতএব সৈন্যের বাহুল্য, সব্যসাচীর পরাক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা বোধগম্য করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আর যুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হে ধর্ম্মপালগণ!

আপনারা বিরোধ-বাসনা পরিহার-পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রদাতব্য বিষয় প্রদান করুন; আপনাদিগের এই উপযুক্ত সময় যেন কোন ক্রমে অতিক্রান্ত না হয়।

পুরোহিত-বাক্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২০॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পুরোহিতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজ্ঞাবৃদ্ধ মহাদ্যুতি ভীষ্ম তাঁহাকে যথা-যোগ্য সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, "কুরুনন্দন পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদরে দামোদরের সহিত যে কুশলী আছেন, সহায় সম্পন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্মে নিশ্চল রহিয়াছেন এবং বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা না করিয়া সন্ধি করণে অভিলাষী হইতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয়। অপিচ আপনি যে কথা বলিলেন, এ সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনকার বাক্য অতিশয় তীক্ষ্ণ বোধ হইল; বোধ হয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই আপনি, এরূপ উগ্রভাব প্রকাশ করিলেন। পাণ্ডবেরা, আবাসে কি অরণ্যে, উভয়ত্রই যে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছেন এবং অধুনা পৈতৃক সমস্ত ঐশ্বর্য্যও যে ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আর সংশয় কি? মহারথ পার্থও যে অসাধারণ অস্ত্রকোবিদ ও বলবান্ হইয়াছেন, তাহাতেও কোন সংশয় হইতে পারে না। সংগ্রামে কোন্ ব্যক্তি ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সহনে সমর্থ হইতে পারে? অন্যান্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ বজ্রধারীও পারেন কি না সন্দেহ। আমার বিবেচনায়, অর্জ্জুন একাকীই ত্রৈলোক্যের পরাভব-সাধনে সমর্থ।"

ভীষ্ম এইকথা বলিতে না বলিতে, কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধৃষ্টতা-সহকারে তাঁহার বাক্যের তিরস্কার করত দুর্য্যোধনের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক পুরোহিতকে কহিতে লাগিলেন, অহে বিপ্র! তুমি যে কথার প্রসঙ্গ করিলে, লোক-মধ্যে কোন প্রাণীরই তাহা অবিদিত নাই; সুতরাং পুনরুক্ত বাক্যের পুনঃপুন আলোড়ন করিবার আর প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তিনিও পণিত নিয়মানুসারে অরণ্যগামী হইয়াছিলেন। পরন্তু সেই প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্ রূপে প্রতিপালন না করিয়াই যুধিষ্ঠির মৎস্য ও পাঞ্চাল-দিগের বল অবলম্বন-পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। যাহা হউক, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া দুর্য্যোধন রাজ্যের চতুর্থাংশও অর্পণ করিতে পারেন না; ধর্ম্মতঃ প্রদান করিতে হইলে ইনি শত্রুকেও সমগ্র বসুন্ধরা সমর্পণ করিতে পারেন। অতএব পাণ্ডবেরা যদি পুনর্ব্বার পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তবে যথা-প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় অরণ্যবাসী হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট সময় যথাবৎ প্রতিপালন করুন, তাহার পরে দুর্য্যোধনের অঙ্কদেশে অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে পারিবেন। মূর্খতা হেতুক কেবল অধর্ম্মবুদ্ধি না করিয়া ধর্ম্মানুগত এইরূপ ব্যবহার করাই তাঁহা-দিগের শ্রেয়ঃকল্প। অথবা যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধ করিতেই অভিলাষী হন, তবে এই কুরুশ্রেষ্ঠ মহামহা বীরবর্গের সন্নিহিত হইয়া অবশ্যই আমার বাক্য স্মরণ করিবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, অহে রাধেয়! কেবল কথায় কি হইবে? একাকী অর্জ্জুন যখন ছয় জন মহারথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কর্ম্মটি একবার স্মরণ করিয়া দেখ। তোমাকে অধিক আর কি কহিব, সম্প্রতি এই ব্রাহ্মণ যে কথা বলিতেছেন তাহা যদি আমরা না করি, তবে পার্থশরে সমর-শায়ী হইয়া অবশ্যই পাংশু ভক্ষণ করিব সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের সমর্চ্চন ও প্রসাদন এবং কর্ণের যথোচিত তিরস্কার করিয়া পাঞ্চাল-পুরোহিতকে এই কথা বলিলেন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমাদিগের হিতকর বাক্যই ব্যক্ত

করিয়াছেন ; কেবল আমাদিগের কেন, ইহা পাণ্ডবগণের ও সমস্ত জগতেরও হিত-বিধায়ী। পরন্তু আমি সবিশেষ চিন্তা করিয়া সঞ্জয়কে পৃথা-পুত্রদিগের নিকটে প্রেরণ করিব ; অতএব আপনি আর বিলম্ব না করিয়া অদ্যই পাণ্ডবগণ-সমীপে প্রতিগমন করুন।

কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে এই রূপ কহিয়া যথাযোগ্য সৎকার-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, পরে সঞ্জয়কে সভামধ্যে আহ্বান করিয়া বক্তব্য কথা বলিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের সঞ্জয়াহ্বানে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! শুনিলাম পাণ্ডুপুত্রেরা উপপ্লব্য নগরে সমাগত হইয়াছেন ; অতএব তুমি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের সংবাদ জান এবং অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সভাজন কয় যে, হে অনঘ! ভাগ্যক্রমে তুমি জনপদে উপস্থিত হইয়াছ। হে সঞ্জয়! তুমি আমার বাক্যে তাঁহাদের সকলকেই এই কথা বল, "হে বৎসগণ! তোমরা ক্লেশ সহনের অযোগ্য হইয়াও তাদৃশ কষ্টসাধ্য বনবাসে বাস করিয়া সম্প্রতি কুশলী আছ ত ?" পাণ্ডবদিগের কত দুর সৌজন্য দেখ, তাঁহারা কপটতা-সহকারে পরাজিত হইয়াও আমাদিগের উপকারী হইয়াছেন ; অতএব শীঘ্রই আমাদিগের সহিত তাঁহাদের সন্ধি স্থাপিত হইবে। হে সঞ্জয়! আমি কস্মিন্ কালেও পাণ্ডবদিগের কোন প্রকার মিথ্যা ব্যবহার দৃষ্টি করি নাই। তাঁহারা নিজ বীর্য্যবলে উপার্জ্জিত সমস্ত রাজ্যলক্ষ্মীই আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি নিত্য কাল অন্বেষণ-পরায়ণ হইয়াও পৃথাপুত্রদিগের এমন কোন দোষ দেখিতে পাই নাই, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি। তাঁহারা ধর্ম্মার্থের উদ্দেশেই চিরকাল সর্ব্বকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, কামপরতন্ত্র হইয়া সুখ বা অন্য কোন প্রেমাস্পদ বস্তুর অনুরোধ করেন না। প্রজ্ঞা ও ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা শীত গ্রীষ্ম, ক্ষুৎপিপাসা, নিদ্রা তন্দ্রী, ক্রোধ হর্ষ ও অনবধানতার অভিভব করিয়া কেবল ধর্ম্মার্থ-সাধনেই নিয়ত যত্নশীল হন। উপযুক্ত সময়ে মিত্রদিগকে ধন প্রদান করিতে তাঁহাদিগের কখনই ক্রটি হয় নাই ; যে ব্যক্তি যে রূপ সম্মান ও অর্থ প্রাপণের যোগ্য পাত্র, পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেই রূপই প্রদান করিয়া থাকেন ; সুতরাং দীর্ঘকাল প্রবাস হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কাহারও মিত্রভাবের জীর্ণতা বা খর্ব্বতা হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিদ্বেষী হয়, এই কুরুপক্ষীয় মধ্যে কেবল বিষমতর পাপবুদ্ধি মন্দমতি দুর্য্যোধন ও ক্ষুদ্রতর কর্ণ ব্যতীত এমন ব্যক্তিই অপ্রসিদ্ধ। ইহারা সেই সুখপ্রিয়-বিরহিত মহাত্মগণের দ্বেষ করিয়া কেবল তদীয় তেজেরই সম্বর্দ্ধন করিতেছে। দুর্য্যোধনের বীর্য্য কেবল উদ্যম মাত্র ; বিশেষত এ সুখে বিবর্দ্ধমান হইতেছে, সুতরাং বিদ্বেষ দ্বারা পাণ্ডবদিগের তেজোবর্দ্ধন করা কি উত্তম কর্ম্ম বিবেচনা করিতেছে ? অপিচ এই নির্ব্বোধ, পাণ্ডবেরা জীবদ্দশায় থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যাংশ অপহরণ করা যে অনায়াস-সাধ্য মনে করে, তাহাও কি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতেছে ? ফলত অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণ যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইতেছেন, তাঁহারে, যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই, নিজাংশ প্রদান করা শ্রেয়স্কর। অন্য সকলেরই বা প্রয়োজন কি ? গাণ্ডীবকোদণ্ড হস্তে রথস্থ হইলে একাকী সব্যসাচীই সমগ্র বসুন্ধরার দণ্ডনায়ক হইতে পারেন। ত্রিলোকীর অধিপতি অদ্বিতীয়-জয়শীল মহাত্মা কেশবও সেইরূপ দুরাধর্ষ। যিনি, পতঙ্গ-সমূহের ন্যায় শীঘ্রগামী, মেঘনিস্বন, শরনিকর বর্ষণ করিতে থাকিলে, একাকী সর্ব্বলোক-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েন, কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মানব তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে পারে ? যে গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী ধনঞ্জয় এক রথে সমস্ত উত্তর দিক্ ও

উত্তর কুরুদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের অর্থ জাত আহরণ করিয়াছিলেন; দ্রাবিড়দিগকে পরাভূত করিয়া আপন সেনানুবর্ত্তী করিয়াছিলেন এবং খাণ্ডবপ্রস্থে ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবগণকে পরাস্ত করত হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন ও তদ্দ্বারা পাণ্ডবদিগের যশোমান সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয়? অপিচ এক্ষণকার কালে ভীমের তুল্য গদাধারী বা গজারোহী আর কেহই নাই; রথ-সংগ্রামেও বৃকোদর অর্জ্জুন অপেক্ষা ন্যূন নহেন; অধিকন্তু তিনি বাহুবলে দশ সহস্র মত্তবারণের বীর্য্যবাহী; অতএব দারুণ-বৈরানল-সন্তপ্ত তাদৃশ মহাবলশালী, নিত্যক্রোধী, সুশিক্ষা-সম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ক্রুদ্ধ হইলে অস্মৎপক্ষীয় সমস্ত প্রাণীকেই নিঃসন্দেহ নিহত করিতে পারেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দর আইলেও তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না। সদাশয়, বলশালী, শীঘ্রহস্ত, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত মাদ্রী-পুত্রেরাও দুই সহোদরে বিহগকুল-দলনকারী শ্যেনযুগলের ন্যায় নিঃশেষে শত্রুনিপাত না করিয়া নিরস্ত হইবার নহেন। আমাদিগের এই দলবল-সকল সর্ব্বাংশেই পরিপূর্ণ হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, উক্ত বীরবর্গের সম্মুখীন হইলে ইহারা অচিরেই সংহার-শয্যায় শয়ন করিবে। আমাদিগের ন্যায় পাণ্ডবদিগেরও সৈন্য-সংগ্রহের অপ্রতুল নাই। দেখ, অদ্বিতীয় তেজস্বী পাঞ্চালরাজ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শুনিয়াছি, সোমকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়া পাণ্ডবদিগের কার্য্যসিদ্ধি নিমিত্ত আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। অতুল্য-প্রভাব বৃষ্ণিসিংহ যাঁহার সৈন্যগণের অগ্রণী হইয়াছেন, সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম সহনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে? আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা যাঁহার আবাসে অজ্ঞাত বাস করত বিস্তর উপকার সাধন করিয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধাবস্থ মৎস্যাধিপতি বিরাটরাজও তাঁহাদের কার্য্যোদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সপুত্রে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক অনুরক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়গণ যে মহাধনুর্দ্ধারী পঞ্চ ভ্রাতাকে কেকয়রাজ্য হইতে অবরুদ্ধ, অর্থাৎ বহির্নিঃসারিত করিয়াছিল, সেই অমিত-বলশালী রাজপুত্রেরা কৈকেয়দিগের নিকট হইতে স্বরাজ্যোদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা করত পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষ থাকিয়াও এক্ষণে পাণ্ডবদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধার্থী রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণ সমানীত হইয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সম্যক্‌রূপে অভিনিবিষ্ট আছেন। শুনিতে পাই, তাঁহারা সকলেই শূর, বীর ও মাননীয়; কেবল ধর্ম্মরাজের প্রতি প্রীতি-ও-ভক্তিযুক্ত হইয়াই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। শৈলাশ্রিত, দুর্গনিবাসী ও সমাজস্থ সৎকুলজাত বৃদ্ধ যোধগণ এবং নানাবিধ-আয়ুধধারী বীর্য্যশালী ম্লেচ্ছবল, সকলেই সমাগত হইয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমরে পুরন্দর-সদৃশ, অপ্রতিম-তেজোবীর্য্য-সম্পন্ন, লোক-প্রবীর, মহাত্মা পাণ্ড্য-ভূপতিও সংগ্রাম-দক্ষ বহুতর বীরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থে সমাগত হইয়াছেন। শুনিতে পাই যিনি দ্রোণ, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃপ ও ভীষ্মের নিকট হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন; লোকে যাঁহাকে কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নের একমাত্র তুল্যবল বলিয়া বর্ণন করে, সেই মহাপ্রভাব সাত্যকিও পাণ্ডবার্থে প্রাণপণ করিয়াছেন। চেদি ও করূষক মহীপালেরাও সর্ব্বোদ্যোগ-সহকারে সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ সকল ভূপতিগণ যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে চেদীশ্বরকে সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপ-প্রদ ও শোভা-নিচয়ে উদ্ভাসমান নিরীক্ষণ করিয়া, এবং পৃথিবী-মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠতম ও সমরে দুরাধর্ষ বিবেচনা করিয়া, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়গণের সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ ভঙ্গ করত

সহসা অসীম পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্যক্ রূপে মর্দ্দন করিয়াছিলেন। করূষরাজ-প্রভৃতি সমুদয় নরেন্দ্রগণ যাঁহার মানবর্দ্ধন করিতেন, সেই শিশুপালকে কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রেই ছিন্ন করিয়া পাণ্ডবদিগের যশ ও সম্মানের সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তৎকালে অন্যান্য ভূপালেরা সেই কেশব কৃষ্ণকে সুগ্রীব-যোজিত-রথারূঢ় দর্শনে অসহ্য বোধ করিয়া চেদিপতিকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিংহের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃগযূথের ন্যায় দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু যিনি ঐ প্রতিকূলবর্ত্তী বাসুদেবকে দ্বৈরথ-সমরে পরাস্ত করিবার আশংসায় বল-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতিকূলে উত্থিত হইতে পারিতেন সেই শিশুপালই কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আহত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া, বাতমথিত কর্ণিকারের ন্যায়, ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! বিশ্বাসভাজন জনগণ আমারে পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত কেশবের যে রূপ পরাক্রম প্রকাশের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছে তাহাতে সেই জয়শীল বাসুদেবের কর্ম্মসকল স্মরণ করত আমি আর কিছুমাত্র স্বস্তি লাভ করিতে পারি না। সেই বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদের অগ্রণী হন, তাঁহাদিগকে কোন শত্রুই কখন সহ্য করিতে পারে না। হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে সমবেত হইবেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সহিত যদি সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়, তবেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে, নচেৎ দৈত্যদল-দলনকারী ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা সমস্ত কৌরবগণকেই নিঃসন্দেহ নির্দ্দহন করিবেন। হে সঞ্জয়! আমি ধনঞ্জয়কে শক্র-সদৃশ এবং বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু বলিয়াই জ্ঞান করি। ধর্ম্মরুচি, শালীনতানিষেবী বলশালী, মনস্বী, কুন্তীপুত্র অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি যদি রোষপরবশ হন, তবে অস্মৎপক্ষীয় প্রাণিমাত্রকেই কি দহন করিতে পারেন না? হে সূতপুত্র! আমি ক্রোধ প্রদীপ্ত ধর্ম্মরাজের মন্যু হইতে প্রতিনিয়তই যাদৃশ ভয়াকুল রহিয়াছি, অর্জ্জুন, বাসুদেব, ভীম অথবা নকুল সহদেব হইতে তাদৃশ ভীত হইতেছি না। মহাতপা যুধিষ্ঠির নিয়তই ব্রহ্মচর্য্যে যুক্ত রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই মানসিক সঙ্কল্প অবশ্যই সিদ্ধ হইতে পারে। হে সঞ্জয়! আমি সম্যক্ বিবেচনা-পূর্ব্বক, তাঁহার ক্রোধোদয় হওয়া বিলক্ষণ সম্ভবপর বোধ করিতেছি, এই নিমিত্তই এক্ষণে সাতিশয় ভীত হইতেছি; অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া রথারোহণে পাঞ্চালরাজের সেনা-সন্নিবেশ স্থানে সত্বর গমন কর, যুধিষ্ঠিরকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রীতি-সংযুক্ত বাক্য দ্বারা পুনঃপুন সম্ভাষণ কর এবং বীর্য্যশালীশ্রেষ্ঠ মহাভাগ কৃষ্ণের সহিত সঙ্গত হইয়া আমার বাক্যে অনাময় জিজ্ঞাসান্তে এই কথা বল, 'ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়াছেন। হে সূত! বাসুদেব যে কোন কথা বলেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপালন করেন; কৃষ্ণ তাঁহাদিগের পরমাত্মীয়, প্রিয়তম, বিদ্বান্ ও তদীয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে নিত্য নিযুক্ত; অতএব তিনি যদি সন্ধি করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করেন তবে কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। হে সঞ্জয়! তোমারে আর অধিক কি বলিয়া দিব, তুমি অগ্রে আমার বচনে পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, জনার্দ্দন, যুযুধান, বিরাট ও সমানীত সমুদয় সৃঞ্জয়গণকেই অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে; পশ্চাৎ, যে যে বাক্য তৎকালের উপযুক্ত ও ভারতগণের হিতকর বোধ হইবে, যাহাতে তাঁহাদিগের ক্রোধবর্দ্ধন না করে এবং যাহা যুদ্ধের হেতু হইয়া না উঠে, সমস্ত রাজগণ-মধ্যে সেই সেই বাক্যেরই সম্ভাষণ করিবে।

ধৃতরাষ্ট্র-সন্দেশে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সঞ্জয় অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবগণের সন্দর্শনার্থে উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করিলেন। তথায়

উপনীত হইয়া তিনি ধর্ম্মতনয় যুধিষ্ঠির-সমীপে সমাগমন ও যথাবৎ অভিবাদন-পূর্ব্বক পশ্চাদুক্ত রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

গবল্গণ-নন্দন সূতপুত্র সঞ্জয় প্রীতি প্রফুল্ল-চিত্তে অজাতশত্রুকে এই কথা বলিলেন, হে রাজন্! আমি ভাগ্যক্রমে আপনাকে সুস্থকায়, সহায়-সম্পন্ন ও সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সদৃশ দৃষ্টি করিলাম। বৃদ্ধ রাজা অম্বিকা-নন্দন মনীষী ধৃতরাষ্ট্র আমার দ্বারা আপনাকে অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে ভারত! পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও মাদ্রী-তনয় নকুল সহদেব কুশলে আছেন ত? আপনি কল্যাণকামী হইয়া যাঁহাতে সর্ব্ব প্রকার অভীষ্ট কামনার আশংসা করেন, সেই সত্যব্রত-পরায়ণা মনস্বিনী বীরপত্নী দ্রুপদরাজ-পুত্রী কৃষ্ণা ত পুত্রগণের সহিত কুশলিনী আছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গবল্গণ-তনয় সঞ্জয়! তোমার শোভন আগমন হইয়াছে; তোমারে অবলোকন করিয়া আমরা প্রীত হইলাম। হে বিদ্বন্! তোমার অনাময় প্রশ্ন স্বীকার করিয়া কহিতেছি, আমি সহোদর ও পুত্রকলত্রের সহিত কুশলী আছি। হে সূত সঞ্জয়! আমি বহুদিনের পর অদ্য কুরুবৃদ্ধ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কুশলবার্ত্তা শুনিয়া এবং তোমাকে দেখিয়া প্রীতিবশত এইরূপ মনে করিতেছি, যেন নরেন্দ্রকেই সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিলাম। হে তাত! আমাদিগের পিতামহ সেই বৃদ্ধ সর্ব্ব ধর্ম্মোপপন্ন মহাপ্রাজ্ঞ মনস্বী কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম কুশলী আছেন ত? পূর্ব্বে আমাদিগের প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ ছিল, তাহার ত কিছু অন্যথা হয় নাই? হে সূতপুত্র! বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলী আছেন ত? প্রতীপ-নন্দন বিদ্যাবান্ মহারাজ বাহ্লিকেরও ত সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল? সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, সত্যসন্ধ শল, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য, এই সমস্ত মহারথেরাও ত অরোগী আছেন? হে সঞ্জয়! ভূমণ্ডল-মধ্যে যাঁহারা প্রধান ধনুর্দ্ধর বলিয়া পরিগণিত, তাঁহারা সকলেই কুরুদিগের প্রতি স্পৃহা, অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে তাঁহাদের মঙ্গলবাঞ্ছা করেন ত? দর্শনীয়-মূর্ত্তি মহাধনুর্দ্ধারী শীলবান্ অশ্বত্থামা যাঁহাদিগের রাষ্ট্র মধ্যে বাস করিতেছেন, সেই কৌরবগণের মধ্যে ঐ মহাপ্রাজ্ঞ, সকল-শাস্ত্রজ্ঞান-বিমলীকৃত, পৃথিবীতে ধনুর্দ্ধারিগণের প্রধানতম বীরপুরুষেরা সমুচিত সম্মান লাভ করিতেছেন ত? তাঁহারা সকলেই ত সুস্থকায় আছেন? হে তাত! বৈশ্যাগর্ব্ভজাত মহাপ্রাজ্ঞ রাজপুত্র যুযুৎসু কুশলে আছেন ত? মন্দমতি সুযোধন যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই অমাত্য কর্ণেরও ত সমস্ত মঙ্গল? হে সূত! ভারতগণের বৃদ্ধা জননী, ভগিনী, বধূ, পাচিকা ও দাসপত্নীপ্রভৃতি নারীগণ এবং পুত্র, দৌহিত্র, ভাগিনেয়প্রভৃতি বালক সকলেও ত স্বচ্ছন্দে আছে? হে তাত! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ বৃত্তি প্রদান করেন ত? হে সঞ্জয়! দ্বিজাতিগণের প্রতি আমাদিগের যেরূপ দাতব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, দুর্য্যোধন তাহার উচ্ছেদ-করণে প্রবৃত্ত হন নাই ত? ব্রাহ্মণদিগের কোন প্রকার অতিক্রম হইলে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের সহিত তাহা উপেক্ষা করেন ত? সামান্য-দোষ ধরিয়া সাক্ষাৎ স্বর্গপথভূতা তাঁহাদিগের নিত্যবৃত্তির প্রতি ত উপেক্ষা করেন না? প্রজাপতি বিধাতা এই জীবলোকে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রকাশ-নিমিত্ত ব্রাহ্মণরূপ অনুত্তম বিশুদ্ধ জ্যোতিঃপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব মন্দমতি কৌরবেরা যদি তাঁহাদিগের বৃত্তি-প্রতিঘাতরূপ দোষ সংযমন না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে।

হে সঞ্জয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তদীয়পুত্রগণ অমাত্যবর্গের কৃতাকৃত ব্যবহার সকল অবগত হইতে ইচ্ছা করেন ত? সুহৃদ্রূপ-ধারী বাস্তবিক শত্রু সকল ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া ভেদোৎপাদন-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে না ত? হে তাত! সেই কৌরবেরা সকলেই পাণ্ডবদিগের কোন পাপের কথা জল্প-

না করিতেছে না ত? বীর্য্যবান্ দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপ, আমাদিগের ত পাপ-প্রসঙ্গ করিতেছেন না? সকল কৌরবেরাই সমবেত হইয়া সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্য-দানার্থ অনুরোধ করিতেছেন ত? দস্যু-সমূহের সমবায় দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা যোধনায়ক ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিতেছেন ত? হে তাত! অনবরত টঙ্কার-বিকম্পিত ধনুর্গুণ-দ্বারা মৌর্ব্বীর ভুজাগ্র হইতে প্রেরিত, গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত, মেঘনির্ঘোষের ন্যায় নিস্বন-বিশিষ্ট, প্রচণ্ডশর-সমূহও স্মরণ করেন ত? হে সঞ্জয়! যাঁহার শোভনপুঙ্খযুক্ত একষষ্টি সুশাণিত তীক্ষ্ণধারশর সম্মত হস্তক্ষেপ, অর্থাৎ একপ্রযত্নে ক্ষেপণীয়, সেই অর্জ্জুনের তুল্য বা অধিক হইতে পারে, এই পৃথিবীমধ্যে এমন যোদ্ধাই দেখিতে পাই না। যে মহাতেজস্বী গদাপাণি ভীমসেন নলবন-বিহারী মদমত্ত মহাগজের ন্যায় সমরে শত্রু-সমূহকে কম্পিত করত ইতস্তত সঞ্চরণ করেন, ইহাঁকেও তাঁহারা স্মরণ করেন ত? যিনি বাম ও দক্ষিণ উভয়-পার্শ্বেই অস্ত্ররাশি বিসর্জ্জন করত সমাগত কলিঙ্গদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেই এই মহাবল মাদ্রীপুত্র সহদেবকেও স্মরণ করেন ত? হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতেই যিনি শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং সমস্ত পশ্চিমদিক্ আমার অধীন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নকুলকেও ত স্মরণ করেন? দুষ্টমন্ত্রণার পরবশ হইয়া দ্বৈতবনে ঘোষযাত্রায় সমাগত হইলে, সেই মন্দবুদ্ধি দুরাশয়গণের যে দারুণ পরাভব হইয়াছিল; — যাহাতে ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও ত কখন স্মৃতিপথে উদিত হয়? তৎকালে আমি পশ্চাতে থাকিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং ভীমসেন ও নকুলসহদেবও রক্ষা করিয়াছিলেন; অর্জ্জুন গাণ্ডীবহস্তে শত্রুদিগকে সুদূরে অপাস্ত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিলেন, তাহাও মনে হয় ত? হে সঞ্জয়! যখন সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়াও আমরা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে কেবল সৎকর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে কিছুই করিতে পারা যায় না।

যুধিষ্ঠির-প্রশ্নে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! আপনি আমারে যে রূপ কহিলেন, তাহা সেইরূপই বটে, এবং কৌরবগণ ও কর্ণাদির বিষয়ে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহাও আপনার উপযুক্ত। হে তাত পার্থ! আপনি কুরুশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত মনস্বিগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা সকলেই আময়-শূন্য আছেন। হে পাণ্ডুনন্দন! দুর্য্যোধনের নিকটে সাধু-চরিত বৃদ্ধগণও আছেন এবং অনেকানেক পাপাত্মারাও তাঁহার আত্মীয়রূপে অবস্থান করিতেছে। দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণের বৃত্তি সকল লোপ করিবেন কি, রিপুদিগকেও দান করিতে পারেন। আপনারা কস্মিন্ কালেও কৌরবদিগের বিদ্রোহাচরণ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আপনাদিগের যে হিংস্রধর্ম্ম, অর্থাৎ ক্রূরতা আছে ইহা কোন ক্রমেই শ্রদ্ধেয় নহে। ঈদৃশ সাধুচরিত্র আপনাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিলে ধৃতরাষ্ট্রই পুত্রগণের সহিত মিত্রদ্রোহী ও অসাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন; কিন্তু হে অজাতশত্রো! বৃদ্ধরাজ স্বয়ং সেরূপ আচরণেও অনুজ্ঞা প্রদান করেন না, এবং পুত্রের অসদাচরণে ভাবী ভাবনাতেও অতিমাত্র তাপান্বিত হন, এই নিমিত্তেই শোকাকুল হইতেছেন; যেহেতু মিত্রদ্রোহ যে সর্ব্ব প্রকার পাতক অপেক্ষা গুরুতর, তাহা ব্রাহ্মণদিগের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতেছেন। হে নরেন্দ্র! সমস্ত কৌরবেরাই আপনাকে ও যোধনায়ক জিষ্ণুকে সংগ্রামস্থলে স্মরণ করিতেছেন। দুন্দুভি ও শঙ্খসকলের ঘোর নাদ বিস্ফারিত হইবামাত্র ভীমসেন গদাপাণি হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহারা স্মরণ করিতেছেন। অপিচ সমরে দুরাধর্ষ মহারথ নকুল সহ-

দেব রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদিকে প্রধাবন করত অজস্র শরবর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণকে যে অভিবৃষ্ট করেন, ইহাও তাঁহাদের স্মরণ হইতেছে। হে রাজন্ পাণ্ডব! আপনি সর্ব্বধর্ম্মে উপপন্ন হইয়াও যখন তাদৃশ সুদারুণ ক্লেশ-নিবহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন পুরুষের অনাগত ভাবী অবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হয়, এরূপ সিদ্ধান্তে আমি কোন ক্রমেই সম্মত হইতে পারি না। হে অজাতশত্রো! এক্ষণে আপনিই প্রজ্ঞাবলে এতৎসমুদায়ের ও এতদতিরিক্ত অন্যান্য বিষয় সমূহের সামঞ্জস্য করুন। মহেন্দ্রকল্প পাণ্ডুপুত্রেরা যে কামার্থে কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না তাহা আমি নিশ্চয়ই জানি, এই নিমিত্তই আপনাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছি। হে অজাতশত্রো! আপনিই প্রজ্ঞা দ্বারা এতদ্বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়া, যাহাতে কুরু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং সমবেত অন্যান্য নরেন্দ্র সকল সর্ব্বথা শর্ম্মলাভ করিতে পারেন, তাহা করুন। হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আপনকার জ্যেষ্ঠ তাত ধৃতরাষ্ট্র, অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া রাত্রিকালে আমারে যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা যথাবৎ বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

সঞ্জয়-বাক্যে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সূতপুত্র সঞ্জয়! এই পাণ্ডব-সকল, সৃঞ্জয়গণ, জনার্দ্দন, যুযুধান ও বিরাট-প্রভৃতি উপস্থিত আছেন; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তোমারে যেরূপ সন্দেশ বাক্যের অনুশাসন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, যুযুধান, চেকিতান, বিরাট, পাঞ্চালেশ্বর ও ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সকলকেই আমন্ত্রণ করিতেছি, সম্প্রতি কৌরব-কুলের কল্যাণ কামনায় যে বাক্যের প্রসঙ্গ করিব, আপনারা অভিনিবেশ-পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র শান্তি স্থাপনে অভিলাষী হইয়া সত্বর রথসজ্জা-পূর্ব্বক আমাকে আপনাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে সহোদর, পুত্র ও স্বজনগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের তাহাতে অভিরুচি হউক;—পাণ্ডবদিগের শান্তি হউক! হে ভীষণ-সৈন্যবিশিষ্ট পার্থগণ! আপনারা সর্ব্ব ধর্ম্মেই উপপন্ন, জ্ঞান মার্দ্দব সত্য ও সারল্য-সমন্বিত, সৎকুলে সম্ভূত, সর্ব্বথা অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাশীল এবং কর্ম্ম-সকলের বিশেষজ্ঞ; অতএব জ্ঞাতি-বধাদি রূপ হীন-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আপনাদিগের উপযুক্ত হয় না; কেন না নীচকর্ম্মে লিপ্ত না হওয়াই আপনাদিগের স্বভাব। আপনাদিগের অণুমাত্র দোষ-লেশও, শুভ্রবস্ত্রে অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। যেস্থলে সংপূর্ণ সর্ব্বনাশ এবং উত্তরকালে পাপ ও বিনাশকারী নরক-সঞ্চয় দৃষ্ট হয়, বিশেষত যাহাতে জয় পরাজয় উভয়ই সমান, সে রূপ কর্ম্মে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি কখন হস্তক্ষেপ করেন? হে পাণ্ডবগণ! যাঁহারা জ্ঞাতিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য এবং তাঁহারাই যথার্থ পুত্র, সুহৃদ্ ও বান্ধব; অতএব কৌরবেরা যদি নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিয়ত বৈভবই হইবে; পরন্তু হে পার্থগণ! জ্ঞাতিকার্য্য-পরায়ণ আপনারা যদি সমুদয় কৌরবদিগকে শত্রু নির্ণয় করিয়া নিগ্রহ-পূর্ব্বক তাহাদিগের অনুশাসন করেন, তবে জ্ঞাতিবধ দ্বারা জীবিত থাকিলেও আপনাদিগের তাদৃশ জীবিত মৃত্যুর সহিত তুল্য হইবে, সন্দেহ নাই। ফলত যুদ্ধ করিলে উভয় পক্ষেরই যে ক্ষয় হইবে তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে; কেন না কেশব, চেকিতান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি-প্রভৃতি মহামহা বীরগণ সহায় হইলে, কোন্ ব্যক্তি আপনাদিগকে পরাজিত করিতে উৎসাহী হইবে? মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অমরগণ-সহকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও সেরূপ আশা করিতে পারেন না। অপিচ দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, কর্ণ ও অন্যান্য ভূমিপাল-

সকলে রক্ষা করিলে কৌরবদিগকেই বা কোন্ ব্যক্তি পরাস্ত করিবার আশংসা করিবে ? হে রাজন্ ! স্বয়ং অক্ষীয়মাণ থাকিয়া কোন্ মানব মহারাজ দুর্য্যোধনের সেই মহতী সেনার সংহার-সাধনে সমর্থ হইবে ? সুতরাং জয় ও পরাজয় উভয় পক্ষেই আমি কিছুমাত্র মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখি না। মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পাণ্ডবেরাই বা, দুষ্কুল-সম্ভূত নীচলোকের ন্যায়, ধর্ম্মার্থ-বিবর্জ্জিত জঘন্য-কর্ম্মে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? অতএব আমি প্রণতভাবে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতি বৃদ্ধ-রাজ দ্রুপদের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া যাহাতে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের কল্যাণ-সংস্থান হয় তাহা করুন। কেশব কি ধনঞ্জয় আমার এই প্রার্থনা বাক্য রক্ষা করিবেন না এ কথা আমি কোন ক্রমেই মনে করিতে পারি না ; কেন না অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক, যাচ্ঞা করিলে, ইহাঁরা প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন। হে বিদ্বন্ ! আমি সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশেই আপনা-দিগকে এ কথা বলিতেছি ; আপনাদিগের সর্ব্বতো-ভাবে শান্তি হয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ইহাই অভিমত।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সঞ্জয় ! তুমি যুদ্ধেচ্ছা-সূচক আমার এমন কোন্ বাক্য শ্রবণ করিলে যে যুদ্ধ হইতে ভয় পাইতেছ ? হে তাত সূতপুত্র ! সমরা-পেক্ষা সন্ধিই সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ; সুতরাং সন্ধি লাভ করিতে পারিলে কোন্ অবোধ ব্যক্তি কখন যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হয় ? হে সঞ্জয় ! মনুষ্য মনে মনে যে কোন সঙ্কল্প করে, যদি বিনা কর্ম্মেই তাহা সিদ্ধ হয়, তবে আর কর্ম্ম করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইবে কেন ? অতএব বিনা যুদ্ধে লঘুতম বস্তুও যে বহুমত হয় ইহা আমার বিদিত আছে। বিনা কারণে কোন্ মনুষ্য যুদ্ধকে কখন ইষ্টসাধন জ্ঞান করিবেক ? কোন্ দেব-শপ্ত পুরুষ যুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া থাকে ? হে সঞ্জয় ! পাণ্ডবেরা সুখাভিলাষী হইলে, যাহা ধর্ম্ম হইতে অহীন অথচ লোকের পথ্য হয়, এইরূপ কর্ম্মই করিয়া থাকেন। যাঁহারা কেবল ধর্ম্মাবহ সুখেরই আশংসা করেন, যুদ্ধাদি কষ্ট-সাধ্য কর্ম্ম তাঁহাদিগের যথার্থই দুঃখের নিমিত্ত হয় ; কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধ ইন্দ্রিয়-গণের প্রীতিপরবশ হইয়া দুঃখ-নাশ ও সুখলাভের বাসনা করে, তাহার দুঃখেরই বা পরিসীমা কি ? প্রবলতর বিষয়-চিন্তা নিয়তই তাহার শরীর দগ্ধ করিতে থাকে। তাহাতে আসক্ত হওয়াতেই সে পদে পদে দুঃখকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। কাষ্ঠসংযোগে নিয়ত প্রজ্বালিত হইলে পাবকের তেজ যেমন ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অভি-লষিত অর্থ-লাভ দ্বারা ইন্দ্রিয়-সুখৈষী পুরুষের বিষয়-তৃষ্ণাও সেই রূপ অধিকতর বেগে বৃদ্ধি পায় ; আহুতি প্রদানে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কিছুতেই আর তাহার তৃপ্তি হয় না। দেখ, আমাদিগের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কত প্রকার সুমহৎ ঐশ্বর্য্যেরই উপভোগ না হইয়াছে। তিনি অপ্রধান হইয়া কখন বিগ্রহ-সকলের ঈশ্বর হন নাই এবং অনুত্তম গীত-বাদ্য শ্রবণ, মাল্য গন্ধ অনুলেপনাদি সেবন, উত্তম উত্তম বসন পরিধান-প্রভৃতি ভোগ-সুখের আস্বাদনও কখন অপ্রধানভাবে করেন নাই, তথাপি সেই ভোগোপচয়ের নিমিত্তে কৌরবদিগকে প্রেরণ করেন কেন ? হে সঞ্জয় ! বিষয়-স্পৃহা বিষয়ে অবোধ ব্যক্তির এইরূপ সঙ্কল্পেই হইয়া থাকে যাহা তদীয় দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাকে প্রতিনিয়তই দুঃখিত করে। রাজা স্বয়ং বিষমস্থ, অর্থাৎ রাগ লোভাদিতে আসক্ত থাকিয়া অপর সকলেতে যে তন্নিবারণের সমর্থতা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা সাধু নহে ; কেন-না তিনি আপনার চরিত্র যেরূপ দেখিতেছেন, অপর সকলেরও সেইরূপ বিবেচনা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। শীতকালে অগ্নি-সেবনকারী ব্যক্তি গ্রীষ্মাগমে সেই সন্নিহিত শুভকর পাবকের পরিহার বাসনায় শুষ্ক-

তৃণ-ভূয়িষ্ঠ গভীর গহন-মধ্যে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বায়ু-যোগে তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া যেমন অনু-শোক-পরায়ণ হয়, সেইরূপ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমা-দিগকে পরিত্যাগ এবং দুর্ব্বুদ্ধি, ক্রূরতা-নিরত, দুষ্ট-মন্ত্রিনিচয়ে পরিবৃত, মন্দমতি বিমূঢ় পুত্রকে গ্রহণ করত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও এক্ষণে কি নিমিত্ত বিলাপ করিতেছেন? ফলত সুযোধন ও পুত্র-প্রিয়কামী অন্ধরাজ নিরতিশয় বিশ্বাস-ভাজন বিদুরকে অবিশ্বস্তের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদীয় বাক্য অবহেলন-পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়াও কেবল অধর্ম্মমার্গে প্রবেশ করিতেছেন। আহা! যিনি মে-ধাবী, কৌরবগণের হিতৈষী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, বাগ্মী ও অদ্বিতীয় শীলবান্, এতাদৃশ মহাত্মা বিদুর-কেও রাজা ধৃতরাষ্ট্র কেবল পুত্রপ্রীতি ও কৌরব-বর্গের অনুরোধ-পরবশ হইয়া স্মরণ করেন নাই। হে সঞ্জয়! তিনি মান্যলোকের মান-বিলোপী, স্বয়ং মানকামী, ঈর্ষী, ক্রোধী, অর্থ-ধর্ম্মের অতিবর্ত্তী, দুর্ভাষী, দৈন্যভাজন-জনগণানুগামী, কামাত্মা, দুরা-শয়গণ-কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত, অশিক্ষণীয়, শুভবর্জ্জিত, দীর্ঘ-কোপী, মিত্রদ্রোহী দুর্য্যোধনের প্রিয়ৈষী হওয়ায় দেখিয়া শুনিয়াই ধর্ম্ম-কাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। পাশক্রীড়া-সময়ে বিদুর শুক্রাচার্য্য-সম্বন্ধিনী নীতি বাণীর উক্তি করিয়া যখন ধৃতরাষ্ট্র হইতে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন নাই, তখনই আমার প্রতীতি হইয়াছিল, কুরুবংশের ধ্বংস আগতপ্রায়। হে সূত! কৌরবেরা যখন বিদুরের বুদ্ধির অনুবর্ত্তন করে নাই, তখনই তাহাদিগের সমুদয় কৃচ্ছ্রের সমাগম হই-য়াছে। তাহারা যে কাল পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্ঞানু-সারে চলিয়াছিল, তাবৎ পর্য্যন্তই তাহাদিগের রাষ্ট্র-বৃদ্ধি হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! সেই অর্থলোভী ধৃত-রাষ্ট্র-তনয়ের কতদূর মোহ দেখ, এক্ষণে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ তাহার মন্ত্রী হইয়াছে। অতএব আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচন করিয়া, কি প্রকারে কুরু সৃঞ্জয়গণের যে কল্যাণ লাভ হইতে পারে, তাহা কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। ধৃতরাষ্ট্র যখন দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রব্রাজিত করত অস্মদাদি শত্রুগণ হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য্য সঙ্কলন-পূর্ব্বক যথার্থ ধৃতরাষ্ট্র হইয়াছেন এবং পুত্রের সহিত একবাক্য হইয়া ভূমণ্ডলে সপত্ন-বিরহিত মহাসাম্রাজ্য বিস্তা-রের আশংসা করিতেছেন, তখন তাঁহার নিকটে যে সম্পূর্ণ সন্ধিলাভ করা যাইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর বোধ হয় না। অস্মৎ সম্বন্ধীয় যে কিছু অর্থ সম্পত্তি আছে, তাহা তিনি স্বকীয় সম্পত্তি বলিয়াই মনে করিতেছেন, সুতরাং অকপট সন্ধিবন্ধনে তাঁ-হার আর প্রবৃত্তি হইবে কেন? একাকী কর্ণই তাঁ-হার বিজয়-সাধনে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাঁহার নি-শ্চয় প্রতীতি হইয়াছে; কিন্তু এই এক কথা জিজ্ঞা-সা করি, কর্ণ যে, সংগ্রামে অস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে পরাস্ত করা অনায়াস-সাধ্য মনে করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? পূর্ব্বেও ত বহুবার মহত্তর সমর-পারাবার উপস্থিত হইয়াছিল; তৎ-কালে তিনি তৎসমুদায়ের দ্বীপ-স্বরূপ হইয়া পরি-শ্রান্ত কৌরবদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে পারেন নাই কেন? অর্জ্জুনের অপেক্ষা অধিক হইতে পারে, এই ধরাধামে এমন ধনুর্দ্ধারীই যে অপ্রসিদ্ধ, তাহা সেই কর্ণও জানেন, সুযোধনও জানেন; দ্রোণও জানেন, ভীষ্মও জানেন এবং তথায় অন্যান্য যে সমস্ত কৌরবগণ আছেন, তাঁহারাও জানেন। অরি-ন্দম ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতে অস্মদীয় রাজ্যপদ যে প্রকারে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে, তাহাও কাহারো অবিদিত নাই। যাবতীয় কুরুগণ ও সম-বেত ভূমিপালবর্গ, সকলেই তাহা বিশেষরূপে জা-নেন। এক্ষণে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, নব-বিতস্তি-প্রমাণ-আয়ুধধারী ধনুর্ব্বিদ্যাপা-রদর্শী সেই কিরীটীর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তদুপা-র্জ্জিত—পাণ্ডবদিগের সত্ত্বাস্পদীভূত রাজ্য ধন হরণ করা সাধ্য বলিয়া মনে মনে স্থিরনিশ্চয় করিতে-ছেন। ফলত যে পর্য্যন্ত সমরাঙ্গনে গাণ্ডীবের বিস্ফা-

রিত নিনাদ শ্রবণ গোচর না করিতেছে, সেই পর্য্যন্তই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা জীবিত রহিয়াছে; যে কাল পর্য্যন্ত বৃকোদরের ক্রোধ-পূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন না করিতেছেন, তাবৎ পর্য্যন্তই সুযোধন অর্থসিদ্ধির সম্ভাবনা করিতেছেন। হে তাত সঞ্জয়! সমর-সহিষ্ণু বীর্য্যবান্ বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব জীবিত থাকিতে সাক্ষাৎ সুরাধিপতিও আমাদিগের ঐশ্বর্য্যহরণে উৎসাহী হইতে পারেন না। অতএব হে সূত! বৃদ্ধরাজ পুত্রের সহিত যদি ইহা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আর সমরে পাণ্ডব-কোপানলে দগ্ধ হইয়া কৌরবদিগকে বিনষ্ট হইতে হয় না। হে সঞ্জয়! আমাদিগের যে দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই; এক্ষণে তোমার অনুরোধ মান্য করত আমি তদ্বিষয়ে ক্ষমা করিতেছি। পূর্ব্বে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের যেরূপ ভাব ছিল,—দুর্য্যোধনের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার হইত, এক্ষণেও সেইরূপ থাকুক; তোমার বাক্যানুসারে আমি শান্তিমার্গেই প্রস্থিত হইব। ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যাদৃশ রাজ্য ছিল সেইরূপই হউক; ভরতশ্রেষ্ঠ সুযোধন আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করুন।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

—৹◎৹—

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন-যুধিষ্ঠির! আপনি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেম, লোক মধ্যে তাহা নিয়ত ধর্ম্মানুগত বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং প্রত্যক্ষও দৃষ্ট হইতেছে; অতএব স্বীয় জীবনের ভূয়সী কীর্ত্তি অথচ অনিত্যতা পর্য্যালোচনা করত কৌরবদিগকে বিনাশ প্রাপ্ত করিবেন না। হে অজাতশত্রো! যদি যুদ্ধ ব্যতিরেকে কৌরবেরা আপনকার অংশ প্রদানে অসম্মত হন, তবে, আমার বিবেচনায়, যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য লাভ করা অপেক্ষা অন্ধক বৃষ্ণি-রাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাও শ্রেয়। দেখুন, মনুষ্যের জীবিত কাল সহজেই অল্প, তাহাতে আবার বিঘ্নভূয়িষ্ঠ, দুঃখনিকরে নিত্য জড়িত ও চঞ্চল; বিশেষত তাহাতে যুদ্ধাদি ভয়ঙ্কর কর্ম্ম দ্বারা যে যশোলাভের চেষ্টা করা যায়, তাহাও আয়াসের অনুরূপ হয় না; অতএব তাদৃশ জঘন্য পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হওয়াই আপনকার কর্ত্তব্য। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মের বিঘ্নাকর এই যে সমস্ত অভিলাষ মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ প্রসক্ত হয়, মতিমান্ মানব পূর্ব্বেই তৎসমুদায়ের প্রতিঘাত করিতে পারিলে লোক মধ্যে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। হে পার্থ! সংসারে অর্থতৃষ্ণাই নিবন্ধনী, অর্থাৎ আবদ্ধ করিবার রজ্জু-স্বরূপা হইয়াছে; তাহাতে যাহারা আসক্ত হয়, তাহাদের পদে পদে ধর্ম্মের বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। কামনার মণ্ডল যত বিস্তৃত হয় ততই অর্থাগমের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং মনুষ্যও সেই পরিমাণে ধর্ম্মচ্যুত হইতে থাকে। অতএব অযুক্ত অর্থানুরোধ ত্যাগ করিয়া যিনি সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই প্রবুদ্ধ বলা যাইতে পারে। হে তাত! ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মকেই সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া উদ্ভাসমান ভাস্করের ন্যায় মহা প্রতাপে বিরাজ করিতে থাকেন; আর ধর্ম্মহীন পাপবুদ্ধি নরাধম সমগ্র মহীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়াও বিষাদকূপে নিয়ত নিমগ্ন হইয়া রহে। যিনি পরলোকের প্রতি আস্থান্বিত হইয়া বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান, যজ্ঞ যাজন ও ব্রাহ্মণগণকে বিত্ত প্রদান করিয়াছেন, তিনি অনন্ত কালের নিমিত্তে আত্মাকে অশেষ সুখের অধিকারে সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি যোগাভ্যাসের, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপযোগী কর্ম্ম না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ প্রিয়েরই অতিমাত্র সেবন-পরায়ণ হয়, সে অর্থনাশে সুখ-বিবর্জ্জিত অথচ প্রবল কামবেগে প্রচোদিত হইয়া কেবল নিরতিশয় দুঃখ শয্যাতেই শয়ন করিয়া থাকে। এইরূপে যে অবোধ মনুষ্য অর্থচর্য্যায় প্রসক্ত হইয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অধর্ম্মকেই

আলিঙ্গন করে এবং পরলোকের প্রতি বিশ্বাস-শূন্য হয়, সেই মন্দমতি মূঢ়াত্মা দেহ ত্যাগান্তে পরলোকগামী হইয়া বিষমতর সন্তাপ-নিকরে নিরন্তর তাপিত হইতে থাকে; যেহেতু পরলোকে, কি পুণ্য কি পাপ কোন কর্ম্মেরই একবারে বিপ্রণাশ হইবার সম্ভাবনা নাই; কর্ত্তার পাপ পুণ্য অগ্রে তথায় গমন করে পশ্চাৎ কর্ত্তা তাহার অনুগামী হয়। মাসিকাদি শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে যেমন ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধাপূত সুন্দর-গন্ধরসোপপন্ন অন্ন প্রদান করা যায়, উত্তম-দক্ষিণাবিশিষ্ট রাজসূয়াদি যজ্ঞেতে আপনকারও সেই রূপ ন্যায়ানুগত কর্ম্মই সুবিখ্যাত রহিয়াছে। হে পার্থ! মনুষ্যের যে কোন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তাহা ইহলোকেই সম্পন্ন করিতে হয়, পরলোকে গমন করিয়া আর কিছুই করিতে হয় না; সজ্জনগণ পরলোক-সমুচিত যে সমস্ত সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতে আপনকার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। পরলোকে প্রস্থিত হইলে মনুষ্য জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা এবং মনের সমুদয় অপ্রিয় পরিহার করে; কেবল ইন্দ্রিয় বর্গের প্রীতি সম্পাদন ব্যতীত তথায় আর কোন কর্ম্মই কর্ত্তব্য থাকে না। হে নরেন্দ্র! কর্ম্মের ফল এই রূপ হইয়া থাকে; অতএব আপনি হৃদয়ের প্রীতিভাজন অচিরস্থায়ী বিষয়ের অনুরোধে ক্রোধ-হর্ষ-জনিত দ্বেষ-কামের বশম্বদ হইয়া চিরকালের নিমিত্তে উভয় লোক বিসর্জ্জন করিবেন না; কর্ম্ম-সকলের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অধুনা সত্য, দম, আর্জ্জব ও আনৃশংস্য ধর্ম্মে অনর্থক জলাঞ্জলি দিবেন না; অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আবার জ্ঞাতিবধরূপ পাপ কর্ম্মের শাস্তি করিবেন না! হে ধর্ম্মনিত্য পৃথানন্দন পাণ্ডব-গণ! আপনারা যদি এই রূপ দ্বেষভাবে চিরকাল সেই পাপ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর বহু বর্ষকাল বন মধ্যে দুঃখাতিশয়ে বাস করিতেন কেন? হে যুধিষ্ঠির! পূর্ব্বে যে সৈন্য আপনার আত্মাধীন ছিল তাহা পরিত্যাগ না করিয়া তৎকালে আপনি যদি বন প্রস্থান না করিতেন, তাহা হইলেও আপনার নিত্য-বশীভূত এই সমস্ত সচিবগণ, জনার্দ্দন, বীর্য্যশালী যুযুধান, সম্প্রহার-কোবিদ বীর্য্যসম্পন্ন পুত্রগণের সহিত সুবর্ণ-রথারোহী মৎস্যরাজ বিরাট এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে আপনি পরাজিত করিয়াছিলেন সেই সমস্ত ভূপালগণ আপনকার পক্ষই অবলম্বন করিতেন; সুতরাং আপনি মহাসহায়-সম্পন্ন, বলস্থ, প্রতাপশালী এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইয়া রঙ্গ-মধ্যে প্রধান প্রধান অরাতি-নিকরের সংহার সাধন করত ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন; এক্ষণে শত্রুর বলবর্দ্ধন ও আপন সহায়কর্ষণ করিয়া এবং বহু বর্ষ কাল অরণ্যবাসী থাকিয়া এই হীনাবস্থায় যুদ্ধাভিলাষী হইতেছেন কেন? হে পাণ্ডব! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কি অপ্রাজ্ঞ, কি ধর্ম্মজ্ঞ, উভয় প্রকার লোকেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে এবং প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ, কি অধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তি কামনা নিরোধ হেতুক যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারে যথার্থ বটে; কিন্তু হে পার্থ! আপনকার বুদ্ধি কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্তা হয় না; ক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া আপনি কস্মিন্ কালেও কোন প্রকার পাপাচরণ করেন নাই; তবে কি কারণে অধুনা এতাদৃশ প্রজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইতেছেন বলুন! মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাব-সিদ্ধ ক্রোধ এক প্রকার শিরঃপীড়াকর, যশো-ধর্ম্ম-বিলোপী ও পাপফলোপধায়ক তীব্রতর বিষ-স্বরূপ; সে বিষ সজ্জনগণেরই পেয়; অসাধু লোকেরা তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই রোষ-বিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন। দেখুন, ইচ্ছা করিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই পাপানুবন্ধী ক্রোধের প্রার্থনা করিয়া থাকে? হে পার্থ! আপনার পক্ষে ক্ষমাই গরীয়সী ভোগ তৃষ্ণা নহে; যে উপভোগের নিমিত্তে শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, শল্য, ভূরিশ্রবা,

বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ ও দুর্য্যোধন-প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিহত হইবেন, তাহা কদাচ আপনকার শ্রেয়স্কর নহে। এই সমস্ত স্বজনগণের নিধন সাধন করিয়া আপনি যে সুখ লাভ করিতে পারিবেন, তাহা কিরূপ হইবে বলুন দেখি? এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করিয়াও কি জরা মৃত্যু পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? কখনই নহে। অতএব হে রাজন্! এইরূপ প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখ বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হউন। যদি অমাত্য বর্গের অভিলাষ হেতুক এই অযুক্তকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উপরেই ইহার ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অপসৃত হউন; চিরকাল স্বর্গ মার্গের অনুবর্ত্তী থাকিয়া, এখন তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন না।

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন হে সঞ্জয়! তুমি যাহা বলিতেছ, সে কথা যথার্থ বটে; ধর্ম্মই যে সর্ব্ব কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই; কিন্তু আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তাহা বিশেষ রূপে জানিয়া তুমি আমাকে নিন্দা কর। যে মনুষ্যেতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ-সমস্ত ধারণ করে এবং সম্পূর্ণ ধর্ম্মও অধর্ম্ম-রূপে দৃশ্যমান হন অথবা স্বকীয় যথার্থ স্বরূপে প্রকাশ পান, বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা জ্ঞাননেত্র সহকারে তাঁহারে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন। হে সঞ্জয়! নিত্যকালবর্ত্তী প্রকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আপদ্ কালেও এইরূপ লক্ষণ ভজনা করিয়া থাকে; যাহার আদ্য লক্ষণ, অর্থাৎ অধর্ম্মের ধর্ম্মরূপ ধারণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই আপদ্ধর্ম্মকেই তাহার প্রমাণ বলিয়া জান। হে সঞ্জয়! প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুযায়িনী জীবিকা, বিলুপ্তা হইলে মনুষ্য শ্রীভ্রষ্ট ও বিপন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং তৎকালে যে কোন উপায় দ্বারা তাহার কার্য্য নিষ্পত্তি হয়, সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ নিরাপদ থাকিয়াও আপদ্ধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্ম করে, অথবা যে ব্যক্তি আপন্ন হইয়াও সম্পদ্ধর্ম্মের অনুসারী হয়, তাহারা অবশ্যই নিন্দনীয় হইয়া থাকে। বিধাতা যখন স্বধর্ম্মের অবিলোপাকাঙ্ক্ষী বৈদিক ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিগণের আপদ্ কালীন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, তখন আপদ্‌কালে বিধর্ম্মাবলম্বন বিধিসিদ্ধ হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! আপদ্‌বর্জ্জিত কর্ম্মস্থ ব্যক্তিদিগকে যদি বিকর্ম্মস্থ হইতে দেখ, তবে তাহাদিগকেই নিন্দা কর; নতুবা যাহারা বিপন্ন হইয়া তৎকাল-বিহিত কোন প্রকার অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা তোমার উচিত নহে। দেখ, মনীষা-সম্পন্ন সজ্জন গণের সত্ত্ববিচ্ছেদ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধনের নিমিত্তে নিত্যকালই তাঁহাদিগের জীবিকা বিহিতা হইয়া থাকে; পরন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া যাহারা সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্ব্বক বেদবিহিত যজ্ঞদানাদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকে, তাহাদিগের হইতে সকল বৃত্তিরই উচ্ছেদ হয় সন্দেহ নাই। আমাদিগের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ এবং যাঁহারা প্রজ্ঞানমাত্র প্রতীক্ষায় কর্ম্ম না করিতেন তাঁহারাও মৎপ্রদর্শিত ধর্ম্মমার্গেই আবহমান কাল বিচরণ করিয়া আসিয়াছেন; আমিও আস্তিক, সুতরাং তদ্ভিন্ন অন্য পথ স্বীকার করিতে পারি না। হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে মানবগণের এবং স্বর্গে অমরগণের যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি, অথবা দেবগণের উপরেও যে প্রাজাপত্য অধিকার, কি ত্রিদিব, কি ব্রহ্মলোক, অধর্ম্মদ্বারা আমি কিছুই কামনা করি না। তথাপি যদি নিতান্তই আমার অধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বোধ কর, তবে, যিনি অসামান্য বিজ্ঞানপ্রভাবে বহুবিধ মহাবল রাজন্যগণকেও অনুশাসন করেন, সেই সর্ব্বধর্ম্মের নিয়ন্তা, কার্য্যকুশল, নীতিমান্, ব্রাহ্মণ-গণের উপাসিতা, মনীষী কৃষ্ণ এই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহাঁকেই এবিষয়ের মধ্যস্থ কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমি স্বধর্ম্ম পরিহার করি, কি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেই অনিন্দনীয় হই, মহাত্মা

কেশবই তাহা ব্যক্ত করুন, কেন না বাসুদেব কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিতকামী। এই শিনি-বংশধর সাত্যকি, এই চেদি, অন্ধক, বার্ষ্ণেয়, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয় গণ সকলেই বাসুদেবের বুদ্ধির উপাসনা করিয়া শত্রুগণ দলন পূর্ব্বক সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হইয়াই বৃষ্ণি, অন্ধক ও উগ্রসেন প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী হইয়াছেন এবং মহাবল-সম্পন্ন, মনস্বী ও সত্যপরায়ণ যাবতীয় যাদবগণ অনুত্তম ভোগ সুখ অনুভব করিতেছেন। কাশীবাসী বভ্রুও এই মহাপ্রভাব কৃষ্ণকে ভ্রাতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়া মহতী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গ্রীষ্মাবসানে মেঘ যেমন প্রজাদিগের সুখোদ্দেশে অজস্র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেব ঐ বভ্রুকে ভূরি ভূরি কাম্য বস্তু প্রদান করিতেছেন। হে তাত! কেশব ঈদৃশ মহীয়ান্ পুরুষ; অতএব তুমি ইহাঁরে কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ বলিয়া অবধারণ কর। কৃষ্ণ আমাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র, সেই রূপ সাধু বলিয়াও অভিমত; সুতরাং আমি কেশবের কথা অতিক্রম করিতে পারি না।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥

বাসুদেব কহিলেন, হে সূত সঞ্জয়! আমি এই পাণ্ডবদিগের যেমন অবিনাশ, কল্যাণ ও প্রিয় ইচ্ছা করি, সেইরূপ বহুপুত্রশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও সমৃদ্ধি আশংসা করি। হে সঞ্জয়! 'তোমরা সমর-প্রবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক শান্তি মার্গ অবলম্বন কর' এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কোন কথা বলাই আমার অভিপ্রেত নহে; যেহেতু ইহা ধৃতরাষ্ট্রেরও প্রীতিকর শুনিতেছি এবং পাণ্ডবদিগেরও ইহা সম্যক্ প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি। কিন্তু হে সঞ্জয়! রাজ্যের নিমিত্তে শান্তি হওয়া যে নিতান্ত সুদুষ্কর, তাহা যুধিষ্ঠির সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত যাহাতে নিরতিশয় লুব্ধ রহিয়াছেন তদ্বিষয়ে ইহাঁদিগের ঘোরতর কলহ ঘটিবার আর অসম্ভাবনা কি? হে সঞ্জয়! তুমি আমা হইতে কি যুধিষ্ঠির হইতে কখন ধর্ম্মের ব্যতিক্রম দৃষ্টি কর নাই, তবে কি নিমিত্তে এক্ষণে ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা করিতেছ? ইনি স্বকর্ম্ম সাধনার্থে উৎসাহী হইতেছেন এবং প্রসিদ্ধি ও শাস্ত্র অনুসারে পূর্ব্বের ন্যায় কুটুম্ব ভরণের অভিলাষ করিতেছেন এই নিমিত্তই কি ধর্ম্মচ্যুত হইবেন? এই নিমিত্তই কি তুমি ইহাঁকে সর্ব্বত্যাগী হইতে পরামর্শ দিতেছ? ফলত ধর্ম্মের বিধি যথাবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণ দিগের নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কর্ম্ম দ্বারা পরলোকে সিদ্ধি লাভ হয়; আবার অন্য কোন কোন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বিজ্ঞান দ্বারা সিদ্ধি হয়; কিন্তু বিজ্ঞানবান্ হইয়াও ভক্ষ্য ভোজ্যের ভোগ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই যে তৃপ্ত হইতে পারেন না, তাহা ব্রাহ্মণগণের বিদিত আছে। যে সকল বিদ্যা ইহলোকে কর্ম্ম-সাধিকা হয় তাহাদিগেরই ফল আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার ফল নাই। কর্ম্মের ফল যে প্রত্যক্ষ, তাহাতে আর কেহই আপত্তি করিতে পারে না; দেখ, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জল পান করিলেই তাহার পিপাসার শান্তি হয়। ফলত শাস্ত্রে কর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইয়াই জ্ঞানের বিধি বিহিত হইয়াছে; অতএব হে সঞ্জয়! সেই সিদ্ধি-বিষয়ে কর্ম্মের সাধনতা বিদ্যমান আছে; তাহাতে যে ব্যক্তি কর্ম্মের প্রতি অনাদর করিয়া শুদ্ধ বিজ্ঞান মাত্রেরই প্রশংসা করেন, তাঁহার কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র প্রকাশ পায়; কেননা তিনি স্বমত-রক্ষার্থে যে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহা বলবৎ হইতে পারে না। দেখ, পরলোকে যে সমস্ত দেবগণ বিরাজ করিতেছেন, কেবল কর্ম্ম দ্বারাই তাঁহারা তাদৃশ উচ্চ-পদলাভের অধিকারী হইয়াছেন; কর্ম্ম দ্বারাই ইহলোকে বায়ু বহন করিতেছেন; ভুবনোদ্ভাসী ভানুমান্ কর্ম্ম দ্বারাই দিন-যামিনীর বিধান

করত নিরালস্য হইয়া নিত্যকাল প্রকাশমান হইতেছেন; অমৃতাকর চন্দ্রমাও অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্ম-যোগে মাস পক্ষ ও নক্ষত্র যোগ প্রাপ্ত হইতেছেন; সমিদ্ধমান হুতাশন প্রজা-পুঞ্জের উদ্দেশে কর্ম্ম নিষ্পাদন করত অবিশ্রান্ত প্রজ্বলিত হইতেছেন; বিশ্বম্ভরা ধরাদেবী আলস্য-শূন্যা হইয়া অতিমাত্র বল-সহকারে এই সুদুর্ব্বহ মহাভার বহন করিতেছেন; নদী সকল সর্ব্বভূতের তৃপ্তি সম্পাদন করত দ্রুতবেগে প্রতিক্ষণ বারি বহন করিতেছে; এবং মেঘবাহন দেবরাজ নিরালস্য হইয়া প্রচণ্ড ঘনঘোষ দ্বারা অন্তরীক্ষ ও দিগ্বিদিক্ সমস্ত নিনাদিত করত অজস্র বর্ষণ করিতেছেন। দেবগণ-মধ্যে প্রাধান্য ইচ্ছা করিয়াই ইন্দ্র মানসিক সুখ পরিহার পূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই পুণ্য কর্ম্ম ফলে তাহা প্রাপ্তও হইয়াছেন। সর্ব্বথা অপ্রমত্ত হইয়া সত্য ও ধর্ম্মের প্রতিপালন এবং দম, তিতিক্ষা, সমতা ও প্রিয়কার্য্য, এই সকলের যথাবৎ উপসেবন করাতেই মঘবান্ সর্ব্ব-প্রধান অমর রাজ্য লাভ করিয়াছেন। সংশিতাত্মা দেবগুরু বৃহস্পতিও সুখ-বিসর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়-নিরোধ পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই যাবতীয় ত্রিদশগণের অসামান্য গৌরব-ভাজন হইয়াছেন। হে সূত! কেবল কর্ম্ম দ্বারা এই নক্ষত্র-পুঞ্জ, রুদ্র-বৃন্দ, আদিত্য-নিচয়, বিশ্বদেব-বর্গ, বাসব, যমরাজ, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরোগণ, সকলেই পরলোকে বিরাজ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত ঋষিগণ তথায় অতুল্যপ্রভায় উদ্ভাসমান হইতেছেন, তাঁহারাও কেবল ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান প্রভাবেই সেই রূপ হইয়াছেন। অতএব হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি সর্ব্বলোকের এইরূপ ধর্ম্ম তত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও— জ্ঞানিগণ মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ হইয়াও তুমি কৌরবগণের হিতার্থে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম-সংকোচ করিতে প্রয়াস পাইতেছ কেন? এই যুধিষ্ঠিরের বেদ সম্দায়ে ও অশ্বমেধ রাজসূয়াদি কর্ম্মকাণ্ডে নিত্য সংযোগ রহিয়াছে এবং হস্তী অশ্ব রথাদি যানারোহণ, বর্ম্ম-পরিধান, ধনুর্দ্ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র পরিচালনেও পুষ্কল সম্বন্ধ আছে, ইহা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর; তথাপি সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহ-নিমিত্তে পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের বধ ভিন্ন যদি অন্য কোন উপায় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভীমসেনকে কথঞ্চিৎ অহিংসা রূপ আর্য্যবৃত্তির বশম্বদ করিয়া ইহাঁদিগের ধর্ম্ম রক্ষার অনুকূল পুণ্য কর্ম্মই করা হয়। নতুবা পিতৃ পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষ গণের আচরিত শৌর্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাঁরা যথাশক্তি স্বীয় কর্ম্ম প্রতিপালন করত দৈব-ক্রমে যদি কৃতান্ত-কবলে নিক্ষিপ্ত হন, তবে কাপুরুষোচিত ব্যবহার করা অপেক্ষা তাদৃশ নিধনও ইহাঁদিগের প্রশস্ত হইতে পারে।

হে সঞ্জয়! তুমি যদি নিতান্তই শান্তিকে গরীয়সী মনে কর, তবে যুদ্ধে রাজন্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, কি অযুদ্ধ পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠান আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বল, তোমার সেই বাক্যটিই আমি শ্রবণ করি। প্রথমত চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিভাগ ও স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম পর্য্যালোচন কর, পশ্চাৎ পাণ্ডবদিগের স্বকর্ম্ম কি, তাহাও নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ, তাহার পর প্রশংসা কি নিন্দা, তোমার যাহা অভিপ্রেত হয় তাহাই কর।

ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজ্য-যাজন, প্রধান প্রধান তীর্থ দর্শন, সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে প্রতিগ্রহ, এই সকল কর্ম্ম করিবেন। ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন, যজন, দান, সকল-বেদাধ্যয়ন, দারপরিগ্রহ ও বহুল পুণ্য সঞ্চয় করত গৃহাশ্রমে বাস করিবেন; এইরূপ করিলেই তিনি ধর্ম্মাত্মা বলিয়া পরিগণিত হন এবং পবিত্র ধর্ম্মের অধ্যয়ন করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। বৈশ্য পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন ও অপ্রমত্ত ভাবে তাহার সংরক্ষণ, অধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গণের প্রিয়কার্য্য

সম্পাদন করত ধর্ম্মশীল ও পুণ্যকারী হইয়া গৃহাশ্রয়ী হইবেন। শূদ্র, সম্পত্তির নিমিত্তে নিরালস্য ও নিত্য-উদ্যমশীল হইয়া, দ্বিজাতিগণের বন্দন ও পরিচর্য্যা কার্য্যেই নিযোজিত হইবেক, বেদাধ্যয়ন কি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেক না, কেন না পুরাতন শূদ্র-ধর্ম্মানুসারে উক্ত উভয় ব্যাপারই তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। রাজা এই সমস্ত বর্ণের লোকদিগকেই সাবধানে পালন করত আপন আপন কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত করিবেন, অধর্ম্মানুগত কামনা-সকলের অনুরোধে কদাপি স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাগণের প্রতি অসমবৃত্তি হইবেন না। যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকেন, তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি 'প্রজাগণ-মধ্যে কোন অসাধু ব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাসক্ত হয় কি না' ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্তে অনুশাসন করিবেন। ক্রূরমতি পাপাত্মা মনুষ্য বিধি-বৈগুণ্য-প্রযুক্ত বলাশ্রয় করিয়া যখন পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্তেই রাজন্যগণ-মধ্যে এই যুদ্ধ-ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যুদ্ধের নিমিত্তেই বর্ম্ম, শস্ত্র ও ধনুকের উৎপত্তি হইয়াছে। সুরেশ্বর পুরন্দর দস্যুসংহারার্থে সমরের ও তৎসাধনভূত বর্ম্ম, শস্ত্র ও শরাসনের সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধ-দ্বারা কেবল পুণ্যই লব্ধ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! অধর্ম্মজ্ঞ কৌরবেরা ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া কপট-দ্যূতক্রীড়ায় সেই তীব্ররূপ দস্যু-দোষের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র রাজা দুর্য্যোধন তাহাতে বিনা কারণে পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মানুগত পৈতৃক-রাজ্য অপহরণ করত পুরাতন রাজধর্ম্ম অবলোকনে অন্ধ হইতেছেন এবং অপরাপর কৌরবেরাও সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেছে। হে সঞ্জয়! চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি অদৃষ্টচর হইয়া পরধন হরণ করে, অথবা যে দুরাত্মা প্রকাশ্য-রূপেই বল-পূর্ব্বক তাহা লুণ্ঠিত করিয়া লয়, তাদৃশ উভয় প্রকার দস্যুই যে নিন্দনীয় তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, দুর্য্যোধনে সেই দস্যুবৃত্তির কি কিছু অন্যথা-ভাব আছে? তিনি লোভ-পরতন্ত্র ও ক্রোধবশানুগামী হইয়া আপন ইচ্ছানুসারে ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন। যাহা হউক, পাণ্ডবদিগের যে ন্যায্য অংশ তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহ প্রাপ্য হইয়াছে; সুতরাং আমাদিগের শত্রুরা তাহা গ্রহণ করিবে কেন? এই অবশ্য-প্রাপ্য অংশের নিমিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে যদি কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, তাহাও শ্লাঘ্য; পররাজ্য অপেক্ষা ইহাঁদিগের আপন পৈতৃক-রাজ্য যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? হে সঞ্জয়! মন্দমতি যে সমস্ত মূঢ় নরপতি মৃত্যুর বশতাপন্ন হইয়া দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি কৌরবদিগকে এই সকল পুরাতন ধর্ম্মের কথা বলিও। কৌরবদিগের ব্যবহার দেখ, পাণ্ডবগণের প্রেয়সী মহিষী শীলবৃত্ত-শালিনী যশস্বিনী যাজ্ঞসেনী স্ত্রী-ধর্ম্মিণী হইয়া অন্তঃপুরে নিরুদ্ধা থাকিলেও যখন সভায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন ভীষ্ম-প্রভৃতি কৌরবগণ তাঁহারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের এ কর্ম্মও অতিশয় পাপময়। তৎকালে আবালবৃদ্ধ সমস্ত কৌরবেরাই মিলিত হইয়া যদি তাঁহার সভাগমন নিবারণ করিত, তাহা হইলে ধৃতরাষ্ট্রেরও আমার প্রিয়কার্য্য করা হইত এবং তাঁহার পুত্রগণেরও সুকৃত হইত। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, দুঃশাসন ক্রমের বৈপরীত্যে কৃষ্ণারে সভা-মধ্যে শ্বশুরগণ-সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিল! তথায় নীতা হইয়া তিনি যখন সকরুণ-নয়নে সকলের মুখাবেক্ষা করিয়া থাকিলেন, তখন একমাত্র বিদুর ব্যতীত আর কাহারও সহায়তা পাইলেন না। সভা-সমবেত রাজন্যগণ দীনতা-প্রযুক্তই তদ্বিষয়ে কিছু প্রত্যুত্তর করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষত্তাই একাকী ধর্ম্মবুদ্ধি-সহকারে ধর্ম্মানুগত অর্থ-যুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করত সেই অল্পবুদ্ধি দুঃশাসন-

কে প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! তুমি সভাস্থলে এই ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ না করিয়া এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? সভামধ্যে উপনীতা হইয়া কৃষ্ণাই সেই সুদুষ্কর পরিশুদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা, সাগর-প্রবাহ হইতে নৌকার ন্যায়, আপনাকে ও পাণ্ডবদিগকে ঘোরতর কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি শ্বশুরগণসন্নিধানে সভাস্থিতা হইলে সূতপুত্র কর্ণ তাঁহারে বলিয়াছিল "দ্রৌপদি! তোমার আর অন্য গতি নাই, এখন দাসী হইয়া দুর্য্যোধন-সদনে অবস্থান কর। হে ভাবিনি! তোমার স্বামিগণ পরাজিত হওয়ায় এক্ষণে আর তোমার স্বামী নহেন, সুতরাং তুমি অন্য কোন পতি মনোনীত করিয়া লও।" কর্ণের সেই তীব্র-তেজোযুক্ত মর্ম্মঘাতী সুদারুণ বাক্যময় বাণ, যাহা অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্থিভেদ করত প্রোথিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেইরূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বন-প্রস্থানসময়ে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণচর্ম্ম-পরিধানের উপক্রম করিলে দুঃশাসন ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া বহুতর কটুকাটব্যের উক্তি করত বলিয়াছিল "ইহারা সকলে নিষ্ফল তিলের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া দীর্ঘকালের নিমিত্ত নরকালয়ে চলিল।" অপিচ দ্যূতক্রীড়া-সময়ে গান্ধাররাজ শকুনি ধূর্ত্ততা-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিল, "নকুলও যখন পরাজিত হইল তখন আর তোমার কি আছে, এখন কৃষ্ণাকেই পণ রাখিয়া ক্রীড়া কর।" হে সঞ্জয়! দ্যূতকালে এইরূপ যে সমস্ত বিগর্হিত বাক্য উক্ত হইয়াছিল, সকলই তোমার বিদিত আছে; পরন্তু এই বিপদ্যুক্ত কার্য্যের সমাধান নিমিত্ত আমি স্বয়ং তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। যদি পাণ্ডবগণের কার্য্য-হানি না করিয়া কৌরবদিগের শান্তি সংস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমারও মহাফল-জনক পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন। কুরুগণ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে তাঁহারা যদি আমার যথাযোগ্য পূজা করেন এবং হিংসা-পরিবর্জ্জিত অর্থযুক্ত ধর্ম্মানুগত পণ্ডিতোচিত নীতি-বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা যদি সম্যক্‌রূপ আস্থা-সহকারে তাহা পর্য্যালোচন করেন, তবেই মঙ্গল, নতুবা ইহার অন্যথা হইলে, মহারথী ধনঞ্জয় ও সমর-সন্নদ্ধ ভীমসেন তাঁহাদিগকে যে পরাসিক্ত, অর্থাৎ যুদ্ধ-যজ্ঞে প্রোক্ষিত করিবেন তাহা তুমি ধ্রুব জ্ঞান করিয়া রাখ; আপন পাপকর্ম্ম দ্বারা তাঁহারা আপনারাই দগ্ধ হইতে থাকিবেন। পাণ্ডবেরা পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দুর্য্যোধন তাঁহাদিগকে যে সমস্ত তীব্রতর কটুবাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, ভীমসেন অপ্রমত্ত হইয়া গদা ধারণ করত যথাকালে তাঁহারে নিশ্চয়ই তৎসমুদায় স্মরণ করাইবেন।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন একটী মন্যুময়, অর্থাৎ ক্রোধ দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া-প্রভৃতি নিকৃষ্ট-বৃত্তিময় মহাবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন; কর্ণ ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ; শকুনি শাখা; দুঃশাসন সমৃদ্ধিযুক্ত পুষ্প ও ফল; এবং অমনীষী অর্থাৎ মনোনিগ্রহে অসমর্থ রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। আর যুধিষ্ঠির একটি ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; অর্জ্জুন এই বৃক্ষের স্কন্ধ; ভীমসেন শাখা; নকুল সহদেব সমৃদ্ধ পুষ্প ফল; এবং আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ ইহার মূল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত একটি বন-স্বরূপ আর পাণ্ডুপুত্রেরা তাহাতে ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন। ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিও না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। বনভ্রষ্ট হইলে ব্যাঘ্র নিহত হয় এবং ব্যাঘ্রশূন্য হইলে বনও ছিন্ন হয়; অতএব ব্যাঘ্র বন রক্ষা করিবেক এবং বনও ব্যাঘ্রকে পালন করিবেক। হে সঞ্জয়! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা লতা-স্বরূপ, আর পাণ্ডবগণ বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; মহাবৃক্ষকে আশ্রয় না করিলে লতা কখনই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই অরিন্দম পৃথা-পুত্রেরা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত রহিয়াছেন, এক্ষণে

নরাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের যেরূপ কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন। হে বিদ্বন্! ধর্ম্মচারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ সমৃদ্ধ যুদ্ধশীল হইয়াও যে শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত আছেন, ইহা কৌরবগণ-সমীপে তুমি যথাবৎ বর্ণন কর।

কৃষ্ণবাক্যে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র-প্রবর যুধিষ্ঠির! আপনকার কল্যাণ হউক, আপনকার নিকটে বিদায় লইয়া সম্প্রতি আমি প্রস্থিত হইলাম। হে পাণ্ডব! আমার মনের আবেগ বশত বাক্য দ্বারা কোন অনিষ্ট প্রসঙ্গের উচ্চারণ করা হয় নাই ত? আমি জনার্দ্দন, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও চেকিতান, সকলকেই আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছি; হে নরপালগণ! আপনাদিগের সর্ব্বথা সুখ ও মঙ্গল লাভ হউক, আপনারা আমাকে সৌম্য-নয়নে নিরীক্ষণ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অনুজ্ঞাত হইলে, যথাসুখে গমন কর; হে বিদ্বন্! তুমি কদাপি আমাদিগের অপ্রিয় বিষয় স্মরণ কর না; কৌরবেরা ও আমরা সকলেই তোমাকে শুদ্ধাত্মা ও মধ্যস্থ সভাসদ বলিয়া জানি। হে সঞ্জয়! তুমি বিশ্বাসী দূত, আমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, হিতবক্তা, শীলবান্ ও দীর্ঘ-দর্শী। তুমি মতিভ্রমেও কখন বিমুগ্ধ হও না এবং কেহ দুর্ব্বাক্য বলিলেও ক্রোধ কর না। হে সূত! আমরা বিলক্ষণ জানি, তোমার আস্য হইতে মর্ম্মঘাতী, রুক্ষ, অশ্রবণীয় ও নিরর্থক কটুবাক্য কদাপি নির্গত হয় না; তুমি ধর্ম্মসম্মত, অর্থযুক্ত ও অহিংস্র বাক্যই বলিয়া থাক। পূর্ব্বে তুমি বহুবার আমাদিগের দৃষ্টচর হইয়াছ, বিশেষত তুমি অর্জ্জুনের প্রাণ-তুল্য সখা, অতএব তুমিই আমাদিগের প্রিয়তম দূত;—অথবা বিদুর যদি দ্বিতীয় দূত হইয়া এখানে আইসেন, তবে তিনিও তোমার ন্যায় প্রিয়তম দূত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। হে সঞ্জয়! সম্প্রতি তুমি এখান হইতে শীঘ্র গমন করিয়া উপাসনা-যোগ্য তত্রত্য ব্রাহ্মণগণকে আমার বাক্যে উপাসনা কর; বিশুদ্ধ-বীর্য্য, সৎকুল-সম্ভূত, সদাচার-সম্পন্ন, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপপন্ন, বেদাধ্যায়ী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ভিক্ষু, বনবাসে নিত্য-সমুৎসুক ও তপস্বী বৃদ্ধ-বৃন্দকে অভিবাদন কর এবং অন্যান্য লোকদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সূত! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের যিনি পুরোহিত এবং যে সকল আচার্য্য ও ঋত্বিক্‌গণ আছেন, যথাযোগ্য কুশল প্রশ্ন-সহকারে তাঁহাদিগের সকলের সঙ্গেই সঙ্গত হও। হে তাত! মনস্বী ও শীল-বল-সম্পন্ন যে সমস্ত বৃদ্ধবর্গ বেদাধ্যয়ন-বিরহিত হইয়াও যথা-শক্তি ধর্ম্মাংশের আচরণ করত অবস্থান করেন এবং আমাদিগের অভ্যুদয় আশংসা ও অনুস্মরণ করেন, তাঁহাদিগকে অগ্রে আমার কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা কর। অপিচ যাহারা ব্যবহারাজীবী এবং যাহারা প্রজা-পালন-যোগ্য স্থানাধিকারী হইয়া রাষ্ট্রমধ্যে বসতি করিতেছে, তাহাদিগকেও ঐরূপ অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর। হে সঞ্জয়! যিনি বেদাধ্যয়ন-কামনায় ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং অস্ত্রকে পুনর্ব্বার চতুষ্পাদ, অর্থাৎ মন্ত্র উপচার প্রয়োগ ও সংহার-রূপ সম্পূর্ণ মাত্রায় অবস্থাপিত করিয়াছেন, সেই নয়ানুগামী, বচনে-স্থিত, সুপ্রসন্ন, অভীষ্ট দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন কর। যিনি পিতার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য-সম্পন্ন ও অধীত-বিদ্য হইয়া অস্ত্রকে পুনরায় চতুষ্পাদ করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্ব-পুত্রতুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামাকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সঞ্জয়! আত্মজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ মহারথ কৃপাচার্য্যের বাস-ভবনে গমন করিয়া তুমি পুনঃপুন আমার নাম কীর্ত্তন করত হস্ত-দ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শ কর। যাঁহাতে শৌর্য্য, দয়া, তপস্যা, প্রজ্ঞা, শীল, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্ত্ব ও সহিষ্ণুতা নিত্য প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে, সেই কুরুসত্তম ভীষ্মদেবের চরণ-যুগল গ্রহণ করিয়া আমার কথা বিজ্ঞাপন কর। হে সঞ্জয়! যিনি কুরুবংশের প্রণেতা বহুল-শাস্ত্রজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী ও মনীষী; সেই প্রজ্ঞাচক্ষু

বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন-পূর্ব্বক আমার স্বাস্থ্য সংবাদ কহ। হে তাত! এই অখণ্ড ভূমণ্ডলকে যে প্রশাসিত করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সেই মন্দমতি মূর্খ শঠ ও পাপশীল দুর্য্যোধনকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। তাহার ন্যায় চিরদুশ্চরিত্র তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মন্দবুদ্ধি, মহাধনুর্দ্ধারী, কুরুগণ-মধ্যে শূরতম দুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। হে সঞ্জয়! ভারতগণের নিত্য-শান্তি-কামনা ভিন্ন যাঁহার অন্য অভিলাষ নাই, সেই মনীষা-সম্পন্ন সাধুশীল বাহ্লিকরাজকে তুমি অভিবাদন করিবে। যিনি বহুতর শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত ও বিজ্ঞানবান্, কোন মতেই নিষ্ঠুর নহেন, প্রত্যুত স্নেহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদাই অমর্ষ সহ্য করিয়া থাকেন, আমার অভিমত সেই সোমদত্তকে পূজা করিবে। তাঁহার পুত্র ভূরিশ্রবা, যিনি কুরুগণমধ্যে পূজ্যতম, আমাদিগের ভ্রাতৃতুল্য ও সখা, মহাধনুর্দ্ধারী, উত্তম রথী এবং অমাত্যগণের সহিত উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারও কুশল জিজ্ঞাসা কর। হে সূত! কুরুগণ-মধ্যে আর আর যে সকল প্রধান পুরুষ আছেন, এবং যে সমস্ত যুবকগণ আমাদিগের পুত্র, পৌত্র অথবা ভ্রাতা, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে যেরূপ বলা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই বলিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা কর। অপিচ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্তে দুর্য্যোধন, বশাতি শাল্বক কেকয় অম্বষ্ঠ আবন্ত্য ত্রিগর্ত্ত প্রাচ্য উদীচ্য দাক্ষিণাত্য প্রতীচ্য পার্ব্বতীয়-প্রভৃতি যে কোন অনৃশংস, সুশীল ও সদাচার-সম্পন্ন প্রধান প্রধান শূরবীর রাজন্যগণকে সমানয়ন করিয়াছে, তাঁহাদিগের সকলকেই কুশল জিজ্ঞাসা কর। গজারোহী অশ্বারোহ, রথী ও পদাতিগণের মধ্যে মাননীয় প্রধান প্রধান সেনানিচয়, সৈন্যাধ্যক্ষ-সকল, অর্থে নিযুক্ত অমাত্যগণ, দৌবারিকবর্গ, যাহারা প্রত্যহ আয় ব্যয় গণনা করে এবং যাঁহারা গুরুতর কার্য্য চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, সকলকেই আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা কর।

হে তাত! যুদ্ধ-বিষয়ে যাঁহার কদাচ অভিরুচি নাই, সেই শ্রেষ্ঠ কবি, অর্থ-বিষয়ে অমূঢ়, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপপন্ন, মহাপ্রাজ্ঞ, বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুকে কুশল জিজ্ঞাসা কর। যিনি মায়াময়ী দ্যূত-ক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, ক্রীড়াসময়ে যাঁহার প্রযোজিত গূঢ় ছল-সকল কোন ব্যক্তিই প্রকাশ করিতে পারে না এবং দ্যূত-যুদ্ধে কোন যোদ্ধাই যাঁহারে পরাস্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই অক্ষপ্রিয়, উত্তম ক্রীড়াকারী চিত্রসেনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। হে সূত! পর্ব্বত-প্রধান-দেশবাসী গান্ধাররাজ শকুনি, যিনি মায়া-প্রয়োগে অদ্বিতীয় অক্ষদেবী, দুর্য্যোধনের মানবর্দ্ধনকারী সেই মিথ্যাবুদ্ধি প্রবঞ্চকেরও কুশল জিজ্ঞাসা কর। যে বীর পুরুষ দুরাধর্ষ পাণ্ডবদিগকে একরথে পরাজিত করিতে উৎসাহী হন, যিনি মোহশীল ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের মোহ উৎপাদনে অদ্বিতীয়, সেই কর্ণেরও কুশল জিজ্ঞাসা কর। যিনিই একাকী আমাদিগের ভক্ত, গুরু, ভর্ত্তা, পিতা, মাতা, সুহৃদ্ ও মন্ত্রী, সেই দীর্ঘদর্শী অগাধবুদ্ধি বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা কর!

হে সঞ্জয়! তথায় গুণশালিনী যে সমস্ত বৃদ্ধা বনিতা আছেন, তাঁহারা আমাদিগের মাতা বলিয়া পরিজ্ঞাতা হয়েন; তুমি একত্র সমবেত সেই সমুদয় প্রাচীন মহিলাগণের সহিত মিলিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বল, "আপনাদিগের পুত্র পৌত্র সকল ভাল আছেন ত? জীবিকা নির্ব্বাহের ত কোন ব্যতিক্রম হয় নাই? তাহা অনিষ্ঠুর-ভাবে ও স্বচ্ছন্দ-রূপে চলিতেছে ত?" হে সঞ্জয়! প্রথমত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ, 'অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির সপুত্রে ভাল আছেন' এই কথা কহ। হে তাত! যাহাদিগকে আমাদের ভার্য্যাপর্য্যায়ে পরিগণিতা বলিয়া জান, তাহাদের সকলকেই এই বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা কর, "তোমরা সুরক্ষিতা, অপ্রমত্তা, অনিন্দনীয়া ও যশস্বিনী থাকিয়া গৃহে বাস করিতেছ ত? হে কল্যাণীগণ! তোমাদের শ্বশুরগণের প্রতি তোমরা অনিষ্ঠুর-রূপ শুভ-ব্যবহার করিতেছ ত? তোমাদিগের

স্বামিগণও যাহাতে অনুকূল হয়েন, তোমরা আপনাদিগের সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন কর।” হে সঞ্জয়! তত্রত্য যে সমস্ত অঙ্গনাগণকে আমাদিগের স্নুষা বলিয়া জান, যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগতা, গুণোপপন্না ও সন্তানবতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটেও গমন করিয়া বল যে, যুধিষ্ঠির প্রসন্ন-চিত্তে তোমাদিগকে কুশল সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! কন্যাগণের ভবনে গমন করিয়া আমার বাক্যে তাহাদিগকে অনাময় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক আলিঙ্গন কর, পরে এই কথা বল, “তোমাদিগের স্বামিগণ কল্যাণযুক্ত ও অনুকূল হউন এবং তোমরাও তাঁহাদিগের অনুকূলা হও।” হে তাত! যাহাদিগের দর্শন ও বাক্য উভয়ই লঘু, সেই অলঙ্কৃতা, সুবেশা, সৌরভবতী, অবীভৎসা অর্থাৎ মনোজ্ঞরূপ-ধারিণী, সুখিনী, ও ভোগবতী বারবিলাসিনীদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিও। হে সঞ্জয়! কুরুদিগের যে সকল দাসীপুত্র, দাস ও কুব্জ খঞ্জ-প্রভৃতি বহুতর আশ্রিতব্যক্তি আছে, তাহাদিগের সকলকেই অগ্রে আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া পাশ্চাৎ অনাময় জিজ্ঞাসা কর। দয়াশীল ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গহীন, দীন ও বামন-প্রভৃতি যে সমস্ত নিরুপায় লোকদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহাদিগের পুরাতন বৃত্তির কিছু অন্যথা হয় নাই ত? দুর্য্যোধন তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অন্নপান প্রদান করেন ত? তথায় অন্ধ বৃদ্ধ ও যাচক-প্রভৃতি যে সকল বহু সংখ্যক লোক আছে, তাহাদিগকে তুমি আমার কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বল, ‘তোমরা কুৎসিত জীবনোপায়-নিমিত্ত যে দুঃখ পাইতেছ তাহাতে ভয় করিও না, পরলোকে নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছ সেই জন্যই কষ্ট পাইতেছ, আমি শত্রুগণের নিগ্রহ-পূর্ব্বক যখন সুহৃদ্বর্গকে অনুগৃহীত করিব তখন তোমাদিগকে অন্নবস্ত্র-দ্বারা ভরণপোষণ করিব।’ হে সঞ্জয়! ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশে আমার বার্ষিকাদি বৃত্তি প্রদান করা আছে; যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা কি পরে থাকিবে না! আমি সেই ব্রাহ্মণগণকে সেই রূপ বৃত্তিযুক্তই দেখিতেছি; আমার তাদৃশী সিদ্ধিই তুমি সেই নরপতি দুর্য্যোধনকে শ্রবণ করাইবে। হে তাত! যে সকল অনাথ দুর্ব্বল লোক চিরকাল কেবল শরীর পোষণেই যত্নপরায়ণ হইতেছে, সেই মূঢ় কৃপণদিগকেও তুমি আমার বাক্যে সর্ব্বথা কুশল জিজ্ঞাসা করিও। অপিচ যাহারা নানাদিগ্‌দেশ হইতে আগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদিগকে এবং সমুদায় মান্য-লোকদিগকে দর্শন-পূর্ব্বক কুশল ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদিক্‌ হইতে আগত ও অভ্যাগত যে সমস্ত রাজা ও দূতগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেও প্রথমত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পশ্চাৎ আমার কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিবে।

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধন যাদৃশ যোধগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, পৃথিবীতে তাদৃশ যোদ্ধৃকুল আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; কিন্তু ধর্ম্ম নিত্যকাল স্থায়ী; আমার পক্ষে সেই ধর্ম্মই শত্রু-সংহার-নিমিত্ত মহাবল-সম্পন্ন সহায় আছেন। হে সূত! তুমি দুর্য্যোধনকে আমার এই কথাটি শ্রবণ করাইও যে “হে ভারতমুখ্য! তোমার হৃদয়স্থিত যে দুরভিলাষ তোমার অন্তরাত্মাকে নিরন্তর ক্লেশ দিতেছে, আমি সেই অভিলাষকেই কুরুকুলের বিষম শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করি; ঈদৃশ দুরভিলাষের কোন যুক্তিই নাই, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। হে বীর! তুমি কদাচ এরূপ মনে করিও না যে, যাহাতে তোমার প্রিয় হইবে, আমরা তাহারই বিধান করিব; তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি, হয় আমার ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রদান কর, না হয় যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও।”

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, বালকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, অবলই হউক অথবা সবলই হউক, বিধাতা সকলকেই

বশবর্ত্তী করেন। সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বর অবোধ ব্যক্তিকেও পাণ্ডিত্য প্রদান করেন এবং পণ্ডিতকেও দুর্ব্বুদ্ধি দিয়া থাকেন; উৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই তিনি সকলকে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রদান করেন। তথাপি দুর্য্যোধন আমাদিগের বল জিজ্ঞাসু হইলে তুমি এইরূপ যথার্থ কথাই বলিবে যে, তদীয় সৈন্যগণ পরস্পর কর্ত্তব্য কার্য্যের মন্ত্রণা করিয়া অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত রহিয়াছে। হে গবল্গণ-তনয় সঞ্জয়! তুমি কুরুমণ্ডলে গমন করিয়া প্রথমত মহাবল ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা কর, পশ্চাৎ তিনি কুরুগণে পরিবৃত হইয়া আসন গ্রহণ করিলে, এই কথা বল যে, ' হে রাজন্! আপনকার বীর্য্যপ্রভাবেই পাণ্ডবেরা সুখে জীবিত রহিয়াছে। হে অরিন্দম! তাহারা বালক হইয়াও কেবল আপনকার প্রসাদে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; অতএব অগ্রে তাহাদিগকে রাজ্যপদে স্থাপিত করিয়া এক্ষণে বিনষ্ট হইবার উপক্রমে উপেক্ষা করিবেন না; দেখুন, এই সমুদয় পৃথিবী-রাজ্য এক ব্যক্তির কখন পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না; অতএব হে তাত! আমরা একত্র মিলিত হইয়াই পরম সুখে জীবন যাপন করিব; পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া অনর্থক শত্রুদিগের বশবর্ত্তী হইবেন না।'

হে সঞ্জয়! আমার নাম কীর্ত্তন করত ভারতগণের পিতামহ শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিবে, ' হে পিতামহ! আপনি নিমগ্ন-প্রায় শান্তনু-বংশের উদ্ধার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনকার পৌত্রেরা যাহাতে পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া জীবিত থাকে, স্বমত প্রকাশ দ্বারা সেই কার্য্যটি সমাধান করুন!'

কুরুগণের মন্ত্রধারী বিদুরকেও ঐরূপ কহিবে যে, ' হে সৌম্য! আপনি যুধিষ্ঠিরের হিতকামী হইয়া, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সর্ব্বদা সেই প্রকার সম্ভাষণ করিবেন।'

অনন্তর কুরুগণ-মধ্যে সমাসীন অমর্ষণ রাজ-নন্দন দুর্য্যোধনকে পুনঃপুন অনুনয় করিয়া বলিবে, ' তুমি যে সভামধ্যগতা অসহায়া নিরপরাধা কৃষ্ণারে উপেক্ষা করিয়াছিলে, কেবল কুরুকুলের সংহার করিতে না হয়, এই মনে করিয়াই আমরা সেই দুঃখ সহ্য করিয়াছি। অপিচ নিরতিশয় বলবন্ত হইয়াও পাণ্ডবেরা পূর্ব্বাপর যে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, তৎসমুদায়, যাবতীয় কৌরবগণেরই বিদিত আছে। হে সৌম্য! তুমি যে অজিন পরিধান করাইয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে, আমরা তাহাও সহ্য করিয়াছি, এবং তোমার অনুমতিক্রমে দুঃশাসন কুন্তীরে অতিক্রম করিয়া দ্রৌপদীর যে কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষা করিয়াছি; কুরুবংশের ধ্বংস না হয় মনে করিয়া আমাদিগকে সকলই সহিতে হইয়াছে; অতএব হে পরন্তপ! এক্ষণে যাহাতে স্বকীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হই তাহাই কর;—লোভ-প্রবৃদ্ধা বুদ্ধিকে পরদ্রব্য হইতে নিবর্ত্তিত কর! হে নরর্ষভ! এরূপ করিলে শান্তি স্থাপন ও পরস্পর প্রীতিবর্দ্ধন হইবে। হে রাজন্! আমরা সন্ধিবন্ধনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি; অতএব যদ্যপি আমাদিগের সম্পূর্ণ অংশ প্রদান করিতে অসম্মত হও, অন্তত রাজ্যের কিয়দংশও প্রদান কর! কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও আর কোন একখানি গ্রাম, এই পাঁচখানি গ্রাম দিলেই সমুদয় বিবাদের শেষ হইয়া যায়; অতএব হে সুযোধন! পঞ্চভ্রাতাকে এই পঞ্চ গ্রাম মাত্র প্রদান কর! হে মহাপ্রাজ্ঞ! জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদিগের শান্তি স্থাপন হউক; ভ্রাতা ভ্রাতার অনুবর্ত্তন করুন; পিতা পুত্রের সহিত মিলন করুন; এবং পাঞ্চালগণ সহাস্য-বদনে কৌরবদিগের সহিত মিলিত হউন! হে ভরতর্ষভ! কুরু-পাঞ্চালদিগকে অক্ষত দেখি, ইহাই আমার কামনা; অতএব হে তাত! আইস সকলে সুমনা হইয়া শান্তি-সংস্থাপন করি!'

হে সঞ্জয়! আমি শান্তি স্থাপন ও যুদ্ধ করণ, উভয় পক্ষেই সমর্থ; ধর্ম্মার্জ্জনে যেরূপ উদ্যুক্ত, অর্থোপা-

র্জ্জনেও সেইরূপ প্রস্তুত আছি; আমি মৃদুভাব ধারণেও সম্মত আছি এবং কঠোরতা প্রকাশেও প্রস্তুত রহিয়াছি।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত শাসন সম্পাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাক্রমে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই তথায় উপনীত হইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক অন্তঃপুর-সমীপে আসিয়া দৌবারিককে কহিলেন, "দৌবারিক! তুমি ধৃতরাষ্ট্রকে বল, 'পাণ্ডবগণের নিকট হইতে সঞ্জয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।' শীঘ্র যাও আর বিলম্ব করিও না। হে দ্বাঃস্থ! যদি তিনি জাগরিত থাকেন তবেই তুমি বলিবে; আমি মহারাজের বিদিত হইয়া প্রবেশ করি; যেহেতু আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিবেদন করিতে আছে"। সঞ্জয়ের এই কথা শুনিয়া দৌবারিক নরপতিকে নমস্কার-পূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনকার দর্শনেচ্ছায় সঞ্জয় আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত; তিনি পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে দূত হইয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে কি করিবেন আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়কে বল আমি সুখী ও অরোগী আছি; তাঁহারে প্রবেশ করাও, তাঁহার শোভন আগমন হউক। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কখনই অকল্য, অর্থাৎ অনবসরপ্রদ নহি; যখন ইচ্ছা হয়, তিনি তখনি আমার নিকটে আসিতে পারেন, অতএব অনিয়তকাল-দ্রষ্টব্য হইয়াও তিনি কি নিমিত্ত আমার দ্বারদেশে নিরুদ্ধ রহিয়াছেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সূতপুত্র সঞ্জয় বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে প্রাজ্ঞ শূর ও আর্য্যগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত বিশাল রাজভবনে প্রবেশিয়া, সিংহাসন-সমাসীন মহীপালের সন্নিহিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে আগত হইয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে নরেশ্বর! পাণ্ডুনন্দন মনস্বী যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কেবল আপনাকে কেন, তিনি প্রীত হইয়া আপনকার পুত্রগণকেও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি, পুত্র পৌত্র সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর্গ এবং যে সমস্ত লোক আপনকার উপজীবী, সকলেরই সহিত সুখী আছেন কি না তিনি পুনঃপুন আমারে এই প্রশ্ন করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে সুখে অভিনন্দিত করিয়া তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই কৌরব-রাজ যুধিষ্ঠির সহোদর, পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত?

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির অমাত্য-প্রভৃতিগণের সহিত কুশলী আছেন; অগ্রে আপনকার যেরূপ মন হইয়াছিল, তিনি তাহাও লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। মহারাজ! তাঁহার সচ্চরিত্রের কথা কি কহিব, যাহাতে বিশুদ্ধ-ধর্ম্মার্থের সঞ্চয় হয়, তাহাই তাঁহার কামনা; তিনি মনস্বী, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী ও শীলবান্; অহিংসা ও দয়াই তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম; ধনসঞ্চয় অপেক্ষা তিনি ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন; তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মার্থ-বিহীন সুখপ্রিয়ের কদাপি অনুরোধ করে না। হে রাজন্! সূত্র-গ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা যেমন সূত্রধার-কর্ত্তৃক পরিচালিতা হইয়া হস্তপাদাদি সঞ্চালন করে, সেইরূপ দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই মনুষ্য ইহলোকে ব্যাপার-বিশিষ্ট হয়; যুধিষ্ঠিরের এই নিয়ম দেখিয়া আমি পৌরুষ কর্ম্ম অপেক্ষা দৈব-কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি এবং আপনকার এই উত্তর কালে অশুভ-ময়, অবর্ণনীয় ঘোরতর কর্ম্ম-দোষ দেখিয়া ইহাও মনে করিতেছি যে, ঈশ্বর যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা করেন, সেই পর্য্যন্তই মনুষ্য অতিমাত্র প্রশংসা-ভাজন হইয়া থাকে। সর্প যেমন ধারণের অযোগ্য জীর্ণ কঞ্চুক

পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ ধীরবর অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির পাপ পরিহার-পূর্ব্বক আপনকার উপরে নিক্ষিপ্ত করিয়া অকৃত্রিম উদারচরিত্রেই বিরাজমান হইতেছেন। হে রাজন্! আপনি আপনার কর্ম্ম একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন! ইহা ধর্ম্মার্থ-সম্বলিত আর্য্যাবৃত্ত হইতে বিবর্জ্জিত! হে রাজন্! ঈদৃশ দুষ্টকর্ম্ম-দ্বারা আপনি ইহলোকেও নিন্দাভাজন হইয়াছেন এবং পরলোকেও নিরয়ভাগী হইবেন। পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যে, পাণ্ডবদিগকে বঞ্চিত করত সংশয়াস্পদ রাজ্যপদ একাকী ভোগ করিবার আশংসা করিতেছেন, আপনকার এই সুমহান্ অধর্ম্ম শব্দটি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছে; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এ কর্ম্ম কোন প্রকারেই আপনকার উপযুক্ত নহে। যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, দুষ্কুলজাত, নৃশংস, দীর্ঘবৈর, যুদ্ধবিদ্যায় অধীর, হীনবীর্য্য ও অশিষ্ট হয়, সে অবশ্যই আপদের আশ্রয় হইয়া থাকে; কিন্তু যে মতিমান্ মানব সৎকুল-সম্ভূত, বলবান্, যশস্বী, বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সুখজীবী ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিভাগ করিয়া ধারণ করিতে পারেন, তাঁহারে আর তাদৃশ ভাগ্যের অধীন হইতে হয় না; তিনি আপদের হস্ত হইতে সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকেন। স্বয়ং বুদ্ধিজীবী, অনুত্তম মন্ত্রি-ধারী, আপদ্ কালে যথান্যায়ে ধর্ম্মার্থের প্রয়োগ-কারী, সর্ব্বপ্রকার সুমন্ত্রণা-সম্পন্ন উক্তরূপ অমূঢ় ব্যক্তি কি প্রকারে নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে পারেন? কিন্তু মন্ত্রণাভিজ্ঞ এই যে মহাপুরুষেরা একত্র সমবেত হইয়া আপনকার কর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, সর্ব্বথা নিষ্ঠুর কর্ম্ম করাই ইহাঁদিগের স্থিরনিশ্চয়; ইহাঁদিগের নিয়মানুসারেই কুরুক্ষয় উৎপন্ন হইল। যুধিষ্ঠির যদি আপনকার উপরে পাপ বিসর্জ্জন করিয়া পাপের প্রতিক্রিয়া-নিমিত্ত পাপ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে কৌরবেরা কোন্‌কালে কালগ্রাসে পতিত হইত, অথচ আপনকার এই নিন্দাও লোকমধ্যে প্রচারিত হইত। অর্জ্জুন স্বর্গদর্শনার্থে গমন করিয়া ইন্দ্রাদি-লোকপালগণকে যে অতিক্রম করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরদিগেরই অনুগ্রহ ভিন্ন তাহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? যদি তিনি দেবগণের তাদৃশ সম্মত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিকটে অন্যের পুরুষকার যে কোন কার্য্যকারক নহে, তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই।

কর্ম্মনিবন্ধন এই সমস্ত গুণ ও বর্ত্তমান অনিত্য সুখদুঃখাদি ভাবাভাব পর্য্যালোচন করিয়াও কর্ত্তব্য জ্ঞানের পার প্রাপ্ত না হইয়া আপনি যে কালকবলের বলীভূত হইতেছেন, একমাত্র কাল ব্যতিরেকে তাহাতে আর কোন কারণই আমার উপলব্ধ হয় না। দেখুন, জীবের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা, এই কয়েকটি জ্ঞানের আয়তন-স্বরূপ হইয়াছে; তৃষ্ণা ক্ষয়ের, অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বিষয়ভোগের অবসানে তৎসমুদায় আপনা হইতেই চরিতার্থ হইয়া থাকে; সুতরাং জীব ব্যথাশূন্য ও দুঃখহীন হইয়া সে সকলকে প্রকৃষ্টরূপে পরিচালিত করিতে পারে; পরন্তু পুরুষের কর্ম্ম যে চিরকাল যথা-রীতিক্রমে সুপ্রযুক্ত থাকিতে পারে আমার এরূপ প্রতীতি হয় না; কেননা মাতা পিতার কর্ম্মফলে সন্তান উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া বিধিবৎ ভোজন-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে; তৎকালে প্রিয়াপ্রিয়, সুখদুঃখ নিন্দা প্রশংসা-প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমস্ত তাহারে নিশ্চয়ই আশ্রয় করে; তাহার অপরাধ দেখিলে লোকে নিন্দা করে, আবার তাহাকে সচ্চরিত্র হইতে দেখিলে প্রশংসা করিয়া থাকে; অতএব হে রাজন্! আপনিও ভারতগণের বিরোধের হেতু হওয়ায় কর্ম্মদোষে আমার নিন্দাভাজন হইতেছেন; এই বিরোধ প্রজাকুলের নিঃসন্দেহ অন্তকর হইবে; যদিও সমস্ত প্রজাবর্গের না হয় তথাপি, হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাশি দহন করে, সেইরূপ আপনকার অপরাধ-নিবন্ধন এই কর্ম্মটি অন্তত কুরুবংশের ধ্বংসবিধান করিবেক। হে নরেন্দ্র! সর্ব্বলোকমধ্যে একাকী আপনিই কামচারী কুপুত্রের বশীভূত হইয়াছেন; আপনকার ন্যায় কোন ব্যক্তিই আর কোন কালে এরূপ হয় নাই; পুত্রের বশবর্ত্তী

ও শ্লাঘাপর হইয়া আপনি যে পাশক্রীড়া-সময়ে শান্তি অবলম্বন করেন নাই, এক্ষণে তাহার বিপাক দর্শন করুন। হে কৌরবেন্দ্র! আপনি অনাপ্তগণের সংগ্রহ ও আপ্তবর্গের নিগ্রহ হেতু ভূসম্পত্তির বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বলত্ব প্রযুক্ত এই অনন্তা-মেদিনীকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবেন না। হে নৃসিংহ! আমি রথবেগে বিক্ষোভিত হওয়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব অনুমতি প্রাপ্ত হইলে এক্ষণে শয়নে গমন করি; কল্য প্রাতঃকালে কৌরবেরা সভায় সমবেত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি অনুজ্ঞাত হইলে; আবাসে গমন করিয়া সুখে শয়ন কর; প্রাতঃকালেই কৌরবেরা সভায় সমবেত হইয়া অজাতশত্রুর যথাবৎ সন্দেশ বাক্য শ্রবণ করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়-সংবাদে সঞ্জয়যান প্রকরণ ও দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

প্রজাগর প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র দৌবারিককে আজ্ঞা করিলেন, আমি বিদুরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, অবিলম্বে তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন কর।

দ্বারী অন্ধরাজ-কর্তৃক দুত-স্বরূপে প্রেরিত হইয়া বিদুরকে কহিল, "মহাপ্রাজ্ঞ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন"। এইরূপ উক্ত হইয়া বিদুর রাজ-সদনে গমন-পূর্ব্বক দ্বাঃস্থকে কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আমার আগমনের সংবাদ দাও।

ইহা শুনিয়া দ্বারপাল ভূপালকে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনকার আজ্ঞাক্রমে বিদুর সমাগত হইয়া আপনকার পাদদ্বয় দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছেন, এক্ষণে কি করিবেন আমারে আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রবেশ করাও; এই বিদুরের দর্শনে আমি কখনই অসমর্থ বা অসুস্থ নহি।

নরপতির অনুমতিক্রমে দ্বারী বিদুরকে কহিল, হে মহামতে! ধীমন্মহারাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করুন; কেননা মহারাজ আমাকে বলিলেন, আপনকার দর্শনে তিনি কোন সময়েই অসমর্থ নহেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র সদনে প্রবেশিয়া চিন্তানিমগ্ন নরপতিকে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি বিদুর, আপনকার আজ্ঞানুসারে সমাগত হইলাম; যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে আজ্ঞা করুন, আমি এই উপস্থিত আছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বিদুর! সঞ্জয় আসিয়াছেন, আমারে ভর্ৎসনা করিয়া এই গমন করিলেন; কল্য সভামধ্যে তিনি যুধিষ্ঠিরের সন্দেশ বাক্য কহিবেন। কুরুবীর যুধিষ্ঠির কি বলিয়া দিয়াছেন, অদ্য যে তাহা জানিতে পারিলাম না, তাহাতেই আমার গাত্র দাহ হইতেছে এবং তাহাতেই আমায় এইরূপ বিনিদ্র করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে তাত! এই নিদ্রাশূন্য দহ্যমান ব্যক্তির পক্ষে যদি কিছু শ্রেয় দেখিতে পাও, বল; যেহেতু তুমিই আমাদিগের ধর্ম্মার্থ-নির্দ্দেশে সুনিপুণ। যে অবধি সঞ্জয় পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে আসিয়াছেন, সেই অবধি আমার মনের আর যথাবৎ শান্তি হইতেছে না; কল্য তিনি কি বলিবেন, এই চিন্তাই অদ্য বলবতী হওয়ায় আমার সকল ইন্দ্রিয়ই অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বিদুর কহিলেন, বলবৎ-কর্তৃক অভিযুক্ত সাধন হীন দুর্ব্বল ব্যক্তি, হৃত-সর্ব্বস্ব, কামী ও চৌর, এই সকল লোককে প্রজাগর আশ্রয় করিয়া থাকে; হে নরেন্দ্র! আপনি এই সমস্ত মহাদোষের মধ্যে কোন দোষে লিপ্ত হন নাই ত? পরধনে লোভ করিয়া পরিতাপান্বিত হইতেছেন না ত?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি তোমার ধর্ম্মানুগত নিরতিশয় কল্যাণ-সাধন অনুত্তম বাক্য শ্রবণ করি

তে ইচ্ছা করিতেছি, যেহেতু এই রাজর্ষি-বংশে তুমিই একমাত্র প্রাজ্ঞগণের সম্মত।

বিদুর কহিলেন, প্রশংসনীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, নিন্দিত কর্ম্মের সেবা না করেন এবং অনাস্তিক ও শ্রদ্ধালু হয়েন, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ। হে ধৃতরাষ্ট্র! এইরূপ লক্ষণ-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্য রাজ্যের অধিপতি হইবার উপযুক্ত পাত্র; পরন্তু আপনি ইহার বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত, বিশেষত অন্ধত্ব-প্রযুক্ত রাজ্যাংশ লাভের অযোগ্য হইয়াও আজ্ঞাধীন সেই যুধিষ্ঠিরকে প্রবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রজ্ঞা-দ্বারা ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ এবং প্রতিভা-দ্বারা ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আপনকার গৌরব সমালোচন করিয়া, স্বাভাবিক অনিষ্ঠুরতা দয়া ধর্ম্ম ও সত্যবল হেতু বহুক্লেশ সহ্য করিতেছেন। হে নরেন্দ্র! আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের হস্তে ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়া কি বলিয়া মঙ্গল-কামনা করিতেছেন? আত্মজ্ঞানের সমুদ্যোগ, তিতিক্ষা ও ধর্ম্মে নিত্য অভিরতি, এই সকলের সাহচর্য্যে যে পুরুষ অর্থ-দ্বারা অপকর্ষিত না হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অবিনয় ও আত্মাভিমান যাঁহারে অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যাঁহার ভাবী কর্ম্ম, মন্ত্রণা বা মন্ত্রিত বিষয় অপর লোকে জানিতে না পারে, কেবল অনুষ্ঠিত হইলেই জানিতে পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। শীত, উষ্ণ, ভয়, আসক্তি, সমৃদ্ধি কি অসমৃদ্ধি, কিছুতেই যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাত করিতে না পারে, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। যাঁহার বহু-বিষয়-ব্যাপিনী বুদ্ধি ধর্ম্ম ও অর্থের অনুবর্ত্তন করে; যিনি ঐহিক কাম হইতে উভয়-লোক-শুভাবহ অর্থ প্রার্থনা করেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। মার্জ্জিত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করেন এবং শক্তি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কোন বস্তুকেই তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না। শীঘ্রই বুঝিতে পারেন অথচ বহুক্ষণ শ্রবণ করেন; বিশিষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া কেবল কাম-প্রযুক্ত অর্থের অনুবর্ত্তী না হন এবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া পরের কার্য্যে বাক্যব্যয় না করেন, ইহাই পণ্ডিতের প্রথম লক্ষণ। বিশুদ্ধ-বুদ্ধি পণ্ডিতগণ অপ্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ করেন না, বিনষ্ট বিষয়ের নিমিত্ত শোক করিতে ইচ্ছা করেন না এবং আপদ্-কালেও বিমুগ্ধ হন না। যিনি নিশ্চয় করিয়া কর্ম্মের আরম্ভ করেন এবং আরম্ভ করিয়া মধ্যে স্থগিত না হন, যাঁহার সময় কখন নিরর্থক ব্যয়িত হয় না, যিনি বশ্যাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পণ্ডিতেরা শিষ্টসমুচিত মহৎকর্ম্মে অনুরক্ত হন এবং ঐশ্বর্য্যপ্রদ কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের পক্ষে যাহা হিতজনক বোধ হয়, কদাচ তাহার প্রতি দোষারোপ করেন না। যিনি আপনার সম্মানে হর্ষযুক্ত ও অবমানে পরিতপ্ত না হইয়া গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অক্ষোভ্য ও অবিচলিত থাকেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলাযায়। যে মানব সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্ব কর্ম্মের যোগজ্ঞ ও মনুষ্যগণের উপায়াভিজ্ঞ হয়েন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলাযায়। যিনি প্রবৃত্তবাক্ হয়েন, অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার সময়ে যাঁহার বাক্য কুণ্ঠিত না হয়, যিনি লোক-সম্বন্ধীয় বহুতর বিচিত্র কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন, বিতর্ক ও প্রতিভা-বিশিষ্ট হয়েন এবং শীঘ্র শীঘ্র গ্রন্থের অর্থ বলিতে পারেন, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলাযায়। শাস্ত্র যাঁহার বুদ্ধির অনুগামী হয় এবং যাঁহার বুদ্ধিও শাস্ত্রের অনুগামিনী হইয়া থাকে, যিনি মহানুভব আর্য্যগণের মর্য্যাদাভঙ্গ না করেন, তিনিই পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর, যেব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান-শূন্য অথচ আপনাকে পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব্বিত হয়, দরিদ্র অথচ উদারচিত্ত হইতে চায় এবং অপকর্ম্ম-দ্বারা অর্থলাভের ইচ্ছা করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ় বলিয়া থাকেন। যেব্যক্তি আপনার অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরার্থের

অনুষ্ঠান করিতে যায় এবং মিত্রের প্রয়োজনে মিথ্যাচরণ করে তাহাকেই মূঢ় বলাযায়। যেব্যক্তি কামনার অযোগ্য-বিষয়ের কামনা করে, বাস্তবিক কাম্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং বল-সম্পন্ন লোকের দ্বেষ করে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। যে নর শত্রুকে মিত্রজ্ঞান করে, মিত্রের প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করে এবং সর্ব্বদা দোষাশ্রিত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। হে ভরতর্ষভ! যেব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত প্রচারিত করে, সকল বিষয়েই সংশয়যুক্ত হয়, আর অল্পকালসাধ্য ব্যাপারে বহু সময় ব্যয় করে, সেই মূঢ়। যে মানব পিতৃলোকদিগকে শ্রাদ্ধ প্রদান ও দেবগণের আরাধনা না করে এবং সুহৃদয় মিত্রলাভে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন। যে নরাধম বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও বহু সম্ভাষণ করে এবং অবিশ্বস্ত লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, সেই মূঢ়চেতা। যেব্যক্তি স্বয়ং কোন দোষে লিপ্ত থাকিয়াও অন্যের প্রতি সেই দোষ আরোপ করিয়া নিন্দা করে এবং কিছুমাত্র ক্ষমতাশালী না হইয়াও ক্রোধ প্রকাশ করে, তাহার পর মূঢ় আর দুইটি নাই। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থবিবর্জ্জিত স্বকীয় বল না জানিয়া বিনা কর্ম্মে অলভ্য বস্তু লাভের ইচ্ছা করে, তাহাকেই মূঢ় বলা যায়। হে রাজন্! যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, ধন-বিদ্যা-বিহীন দরিদ্রের উপাসনা করে এবং ক্ষুদ্রাশয় কৃপণের ভজনা করিয়া থাকে, তাহাকেই পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলেন।

যে মানব প্রভূত অর্থ, বিদ্যা বা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও উদ্ধত ও গর্ব্বিত হইয়া না বেড়ান, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। সম্পত্তিশালী হইয়া যে ব্যক্তি পোষ্য-বর্গকে বিভাগ করিয়া না দিয়া একাকী উত্তম অশন ও শোভন বসন পরিধান করে, তাহার অপেক্ষা অধিক নৃশংস আর কে হইতে পারে?

একজন পাপকর্ম্ম করে, অনেকে তাহার ফলভোগী হয়; কিন্তু যাহারা ভোগ করে তাহারা নিষ্কৃতি পায়, যে করে তাহাকেই দোষে লিপ্ত হইতে হয়।

ধনুর্দ্ধারী ব্যক্তি বাণ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা একজন নিহত হইতে পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু বুদ্ধিমান্-ব্যক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা রাজাসমেত রাজ্যের উচ্ছেদ হইয়া যায়।

হে রাজন্! একমাত্র বুদ্ধি-দ্বারা কার্য্য ও অকার্য্য, এই দুইটি সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়া, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই উপায়চতুষ্টয়-দ্বারা শত্রু, মিত্র ও উদাসীন, এই তিনকে বশীভূত করুন; এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি জয় করিয়া, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল, এই ছয়টি বিশেষরূপে জানিয়া, আর স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য কঠোর দণ্ড ও অর্থদূষণ, এই সাতটি পরিত্যাগ করিয়া সুখী হউন।

বিষরস একজনকে বিনষ্ট করে এবং শস্ত্র-দ্বারাও একজন নিহত হয়, কিন্তু মন্ত্রের যে বিপ্লব, অর্থাৎ ইতস্ততঃ প্রচার, তাহা রাষ্ট্র ও প্রজাসমেত রাজাকে উচ্ছিন্ন করে।

একাকী কোন সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করিবেক না; একাকী অর্থচিন্তা করিবেক না; পথিমধ্যে একাকী গমন করিবেক না; এবং বহুজন নিদ্রিত থাকিলে তন্মধ্যে একাকী জাগরিত থাকিবেক না।

হে রাজন্! আপনি যাঁহারে বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, পারাবারের তরণীর ন্যায় স্বর্গের সোপানভূত সেই সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ম একমাত্র, দ্বিতীয় রহিত।

ক্ষমাবান্ মানব ক্ষমা প্রদর্শন করিলে লোকে তাঁহারে যে অশক্ত মনে করে, ক্ষমাশীলব্যক্তিদিগের এই একমাত্র দোষ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন অন্য দোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু তাঁহার সে দোষও মন্তব্য নহে; কেননা ক্ষমাই পরম বল। ক্ষমাহীন ব্যক্তি অপরলোককে এবং আপনাকেও অশেষ দোষে নিযোজিত করে।

একমাত্র ধর্ম্মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ; একমাত্র ক্ষমাই উত্তমা শান্তি; একমাত্র বিদ্যাই পরমা তৃপ্তি; একমাত্র অহিংসাই সর্ব্বসুখের আকর।

সর্প যেমন গর্ত্তস্থিত মূষিকাদি গ্রাস করে, সেইরূপ অযোদ্ধা রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, এই দুইজনকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখে, অর্থাৎ তাদৃশ ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণের কিছুমাত্র খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

কাহাকেও কোন কটুবাক্য না বলা এবং অসৎ-লোকের সমাদর না করা, এই দুইটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা মনুষ্য ইহলোকে বিরাজিত ও স্পৃহণীয় হয়েন।

হে পুরুষব্যাঘ্র! প্রার্থিতের প্রার্থনাকারিণী স্ত্রী, আর প্রশংসিতের প্রশংসাকারী পুরুষ, এই দুই লোকশ্রেণী বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল পরের প্রত্যয়েই কার্য্য করিয়া থাকে।

নির্দ্ধন হইয়া যেব্যক্তি ভোগসুখের কামনা করে, এবং যেব্যক্তি ক্ষমতা-হীন হইয়া ক্রোধ করে, এই দুই মনুষ্য স্বকীয় শরীর শোষণকারী সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ।

গৃহস্থ অথচ নিষ্কর্ম্মা, আর কার্য্যবান্ অথচ ভিক্ষুক, এই দুই মনুষ্য বিপরীত-কর্ম্ম-হেতুক কদাপি শোভা প্রাপ্ত হয় না।

হে রাজন্! ক্ষমতাপন্ন হইয়াও ক্ষমাযুক্ত, আর দরিদ্র হইয়াও দানশীল, এইদুই পুরুষ স্বর্গের উপরিস্থলে অবস্থান করেন।

অপাত্রে দান, আর সৎপাত্রে অপ্রদান, ন্যায়ার্জ্জিত অর্থের এই দুইটি ব্যতিক্রম জানিবেন।

ধনী হইয়া প্রদান না করে, আর দরিদ্র হইয়া তপস্বী, অর্থাৎ দীনভাবাপন্ন না হয়, এই দুই ব্যক্তিকে গলদেশে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বন্ধন-পূর্ব্বক সলিলে নিক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য।

পরিব্রাজক হইয়া যোগযুক্ত, আর সংগ্রামে অভিমুখ হইয়া নিহত, লোকমধ্যে এই দুইপুরুষ সূর্য্যমণ্ডলভেদী হয়েন, অর্থাৎ ইহাঁরা স্বর্গোপরি কোন অনির্দ্দেশ্য লোকের উপযুক্ত হইয়া থাকেন।

হে ভরতর্ষভ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, মনুষ্যদিগের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ, এই তিন প্রকার ন্যায় শ্রুত হয়।

উত্তম, অধম ও মধ্যম, এই তিন প্রকার মনুষ্য হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আপন আপন উপযুক্ত ঐরূপ তিন প্রকার কর্ম্মেই নিযোজিত করিবেক।

হে রাজন্! ভার্য্যা, দাস ও পুত্র, এই তিন জনই ধনের অনধিকারী; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে ইহাদিগের স্বামিরই অধিকার থাকে।

পরধন হরণ, পরস্ত্রী গমন ও সুহৃদ্বর্জ্জন এই তিন দোষ মহাভয়ঙ্কর।

কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন রিপু নরকের তিন প্রকার দ্বার; ইহারা আত্মাকে নষ্ট করিতে পারে; অতএব এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেক।

যেব্যক্তি ভক্ত হইয়াছে, যে ভজনা করিতেছে এবং যেব্যক্তি "আমি তোমার হইলাম" এই কথা বলে, এই তিন প্রকার শরণাগত লোকদিগকে বিষমেও পরিত্যাগ করিবেক না, অর্থাৎ স্বয়ং বিপদ্গ্রস্ত হইলেও তাহাদিগকে রক্ষা করিবেক।

বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রজন্ম, এই তিনটি এক-দিকে, আর শত্রুকৃত ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়া এক দিকে, এই উভয় পক্ষই তুল্যানুতুল্য।

মহাবল-সম্পন্ন ভূপতি চারিটি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন; সেই চারিটি কি, যিনি পণ্ডিত হন, তিনিই জানেন; অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ও স্তাবক, এই চারিজনের সহিত রাজা কদাপি মন্ত্রণা করিবেন না।

হে তাত! গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিত শ্রীসম্পন্ন আপনকার গৃহে জ্ঞানবৃদ্ধ বা বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অনপত্যা ভগিনী, এই চারি জন নিত্যকাল বসতি করুন।

হে মহারাজ! অমরনাথ জিজ্ঞাসা করাতে বৃহ-

স্পতি তাঁহার নিকটে সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া যে চারিটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন; তৎসমুদায় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবতাদিগের সংকল্প, ধীসম্পন্ন মানবগণের অনুভব, কৃতবিদ্য লোকদিগের বিনয়, আর পাপকর্ম্মশীল দুরাত্মা লোকদিগের বিনাশ, এই চারিটিই সদ্য সদ্য ফলিয়া থাকে।

অগ্নিহোত্র, মৌনব্রত, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি কর্ম্ম যদি বেদ-প্রমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হয় তবেই অভয়প্রদ হইয়া থাকে, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

হে ভরতর্ষভ! মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বপ্রযত্নে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু, এই পঞ্চাগ্নির পরিচর্য্যা করে। দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, ভিক্ষুগণ ও অতিথিগণ, এই পাঁচটি গণের নিয়ত পূজা করিলেই লোকে অখণ্ড যশোলাভে সমর্থ হয়।

হে রাজন্! আপনি যেখানে যেখানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী, এই পাঁচটি নিয়তই আপনকার অনুগামী হইবে।

পঞ্চেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট মনুষ্যের যদি কোন একটি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চর্ম্মপাত্রের ছিদ্র হইতে জলের ন্যায়, তাহার সমস্ত বুদ্ধি শুদ্ধি বিগলিত হইয়া পড়ে।

ঐশ্বর্য্যকামী পুরুষের নিদ্রা, জড়তা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘ-সূত্রতা, এই ছয়টি দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বুদ্ধিমান্ মনুষ্য, সমুদ্রে ভগ্ন তরণীর ন্যায়, প্রবচন-শূন্য আচার্য্য, অধ্যয়ন-শূন্য পুরোহিত, রক্ষণাসমর্থ ভূপতি, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামাভিলাষী গোপ আর বনাভিলাষী নাপিত, এই ছয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবেক।

সত্য, দান, পরিশ্রম, অনসূয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য্য, এই ছয়টি গুণ পরিত্যাগ করা কদাপি মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে।

গো, সেবা, কৃষি, ভার্য্যা, বিদ্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, এই ছয়টি মুহূর্ত্তকাল অবেক্ষিত না হইলেই বিনষ্ট হয়।

শিক্ষিত শিষ্য, কৃতবিবাহ, বিগতকাম, কৃতার্থ, দুস্তর পারাবার হইতে উত্তীর্ণ, আর রোগমুক্ত, এই ছয় ব্যক্তি যথাক্রমে আচার্য্য, মাতা, কামিনী, প্রয়োজন, নৌকা ও চিকিৎসক, পূর্ব্বোপকারী এই ছয় ব্যক্তির প্রতি প্রায়ই অবজ্ঞা করে; অর্থাৎ শিষ্য শিক্ষিত হইলে আচার্য্যের প্রতি তাহার আর পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা থাকে না; ভার্য্যার বশম্বদ হইলে মাতার প্রতি অনাদর হয়; কামবৃত্তি-রহিত হইলে পুরুষ রমণীর প্রতি আস্থাহীন হয়; যে কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়, কার্য্যের উদ্ধার হইলে সে প্রয়োজনে আর প্রয়োজন থাকে না; পারাবারের পার প্রাপ্ত হইলে নৌকার প্রতি আর আদর থাকে না এবং রোগনাশ হইলে চিকিৎসকের প্রতিও আস্থা থাকে না।

হে রাজন্! আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সাধুলোকের সহিত ব্যবহার, স্বাধীন জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ।

ঈর্ষাকারী, ঘৃণাযুক্ত, অসন্তুষ্ট, ক্রোধন, নিত্যশঙ্কান্বিত ও পরভাগ্যোপজীবী, এই ছয়ব্যক্তি চিরদুঃখিত।

হে রাজন্! নিয়ত অর্থাগম, অরোগিতা, প্রীতিকারিণী ও প্রিয়বাদিনী পত্নী, বশম্বদ পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা, এই ছয়টি জীবলোকের সুখ।

যে ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠ কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান, এই ছয়টি রিপুর উপরে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হিংসাদি পাপকর্ম্মে কদাপি লিপ্ত হয়েন না; সুতরাং তাঁহার আর অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা কি?

চৌর, চিকিৎসক, প্রমদা, যাজক, রাজা ও পণ্ডিত, এই ছয় ব্যক্তির, অসাবধান, রোগগ্রস্ত, কামনাকারী, যজমান, বিবাদ-বিশিষ্ট ও মূর্খ, যথাক্রমে এই ছয়

ব্যক্তির উপরেই জীবনোপায় নির্ভর করে, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের অন্য কোন উপজীব্য উপলব্ধ হয় না।

স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, পান, কটুবাক্য নিরতিশয় কঠোর-দণ্ড ও অর্থ দূষণ, ব্যসনের মূলীভূত এই সাতটি দোষ পরিত্যাগ করা রাজার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য; কেননা রাজ্যপদে বদ্ধমূল হইলেও নরাধিপেরা এই সকল দোষে লিপ্ত হইয়া প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকেন।

বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের পশ্চাদুক্ত এই আটটি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমে সে ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করে, পশ্চাৎ তাঁহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, বল-পূর্ব্বক ব্রহ্মস্ব অপহরণ করে, ব্রহ্মহত্যায় অভিলাষী হয়, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা-প্রসঙ্গে প্রীতি প্রকাশ করে, তাঁহাদের প্রশংসায় কদাপি হৃষ্ট হয় না, কৃত্যকালে তাঁহাদিগকে স্মরণ করে না এবং যাচিত হইলে, প্রার্থনা পূরণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাঁহাদিগের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ মানব এই কয়েকটি দোষ হৃদয়ঙ্গম করিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

হে ভারত! মিত্রগণের সহিত সমাগম, প্রভূত ধনাগম, পুত্রের সহিত আলিঙ্গন, মৈথুনে রেতঃস্খলন, সময়ে প্রিয়-সমালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিপ্রেত বিষয়ের লাভ ও জনসমাজে প্রশংসা, এই আটটি বস্তু হর্ষের নবনীত, অর্থাৎ সারস্বরূপে বিদ্যমান দৃষ্ট হয়; অপিচ ঐ কয়েকটিই সুন্দর সুখসাধন।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিত্ব, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়।

আমাদিগের এই যে দেহরূপ গেহ, ইহার চক্ষুঃ কর্ণ-প্রভৃতি নয়টি দ্বার, বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মারূপ তিনটি স্তম্ভ, আর ক্ষিতি অপ তেজঃ-প্রভৃতি পাঁচটি সাক্ষী রহিয়াছে; জীবাত্মা ইহাতে অধিষ্ঠিত আছেন; যে বিদ্বান্ ব্যক্তি এই গৃহের তত্ত্ব জানিতে পারেন, তিনি পরম পণ্ডিত।

হে ধৃতরাষ্ট্র! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী, এই দশ জনের ধর্ম্মজ্ঞান থাকে না; অতএব পণ্ডিতব্যক্তি এই সকলেতে প্রসক্ত হইবেন না। পূর্ব্বে অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদ পুত্রের নিমিত্ত সুধন্বা ব্রাহ্মণের নিকটে পরস্পর যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই এবিষয়ের উদাহরণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

যে রাজা কাম ক্রোধ পরিত্যাগ করেন, সৎপাত্রে ধনদান করেন এবং বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গুণাগুণের তারতম্য-বেদী, শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ও ক্ষিপ্রকারী হয়েন, তাঁহাকেই সকল লোকে প্রমাণ-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে।

যিনি মনুষ্যদিগকে বিশ্বাস করাইতে জানেন, দোষ সপ্রমাণ হইলেই অপরাধী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধান করেন এবং অপরাধানুসারে দণ্ডের পরিমাণ ও বিষয়-বিশেষে ক্ষমাপ্রদর্শন অবধারণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরেন্দ্রই সম্পূর্ণ রাজলক্ষ্মীর আশ্রয় হয়েন।

কোন সুদুর্ব্বল রিপুকেও যিনি অবজ্ঞা না করেন, প্রত্যুত ছিদ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধি-পূর্ব্বক তাহার সেবা করেন এবং যিনি বলস্থব্যক্তিদিগের সহিত বিগ্রহে প্রবৃত্ত না হইয়া যথাকালে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই ধীর। রাজকুল-ধুরন্ধর যে মহাত্মা মহীপতি আপদে পতিত হইয়াও কখন ব্যথিত ও বিমুগ্ধ না হন, প্রত্যুত সাবধান হইয়া তাহার প্রতিকারের উদ্যোগ করেন এবং সময়ে দুঃখ সহিতে পারেন, তাঁহার শত্রু সকল পরাজিত হইয়াই রহিয়াছে। যিনি গৃহ হইতে অনর্থক প্রবাস গমন, পাপাত্মগণের সহিত সমাগম ও পরদার হরণ না করেন এবং দম্ভ, চৌর্য্য, খলতা ও মদ্যপান, এই সমস্ত পাপকর্ম্মের সেবনে পরাঙ্মুখ থাকেন, তিনি সর্ব্বদাই সুখী। যিনি দম্ভ হেতুক ত্রিবর্গ, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ-কামের আরম্ভ না করেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া যথার্থ কথা কহেন, অল্প-বিষয়ের নিমিত্তে বিবাদের স্পৃহা না

করেন, কেহ সমুচিত পূজা না করিলে কুপিত না হয়েন, কাহারো গুণে দোষারোপ না করেন, সকলকেই দয়া করেন, স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া কাহারো সহিত বিরোধ না করেন, অন্যের বাক্য অতিক্রম করিয়া আপনি কোন কথা না বলেন এবং কেহ বিবাদ করিলে তাহা সহ্য করেন, তাদৃশ সুবোধ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই প্রশংসা লাভ করিয়া থাকেন। যিনি কদাপি উদ্ধতবেশ না করেন, স্বকীয় পৌরুষ প্রকাশ সহকারে অন্যের নিন্দা না করেন এবং গর্ব্ববিমোহিত হইয়া কাহাকেও কোন কটুবাক্য না কহেন, তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হন। যিনি প্রশান্ত শত্রুভাবের পুনরুদ্দীপন না করেন, দর্পারূঢ় না হন অথচ নিতান্ত নিস্তেজের ন্যায় ব্যবহার না করেন, এবং আপনাকে দুস্থ জানাইয়া কোন অকার্য্য করণে প্রবৃত্ত না হন, সদাশয় পণ্ডিতেরা তাঁহারে সাতিশয় সাধুশীল বলিয়া উল্লেখ করেন। যিনি আপনার সুখে অতিমাত্র হর্ষপ্রকাশ না করেন, পরের দুঃখে প্রহৃষ্ট না হন এবং দান করিয়া পশ্চাত্তাপ না করেন, তাঁহাকেই সৎপুরুষ ও সাধুশীল বলা যায়। যিনি দেশাচার, ভাষাভেদ ও জাতিধর্ম্ম-সমস্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি উৎকৃষ্টাপকৃষ্টের মর্ম্মজ্ঞ হয়েন। তিনি যেখানে সেখানে গমন করুন, সর্ব্বত্রই বহুজনের উপরে আধিপত্য করিতে পারেন। যে বুদ্ধিমান্ মানব দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকর্ম্ম, রাজবিদ্বেষ, খলতা, বহুলোকের সহিত শত্রুতা এবং মত্ত উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের সহিত বাদবিতণ্ডা পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রধান। যিনি দম, শৌচ, দৈবকর্ম্ম, মাঙ্গলিককর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও লোকসিদ্ধ বহুবিধ প্রবাদ সমস্তকে নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, দেবতারা তাঁহার অভ্যুদয়-সাধন করিয়া থাকেন। যিনি তুল্যলোক ভিন্ন হীন লোকের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ না করেন, সমানলোকের সহিত সখ্য, ব্যবহার ও সমালাপ করেন এবং আপনার অপেক্ষা অধিকতর গুণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অগ্রে স্থাপন করেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই বিচক্ষণ মনুষ্যের সমস্ত নীতিই সুনীতা হয়। যিনি আশ্রিত লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি পরিমিত ভোজন করেন, বহুল কর্ম্ম করিয়া অল্প নিদ্রা যান এবং প্রার্থিত হইয়া শত্রুদিগকেও ধন দান করেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কদাচ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। মন্ত্রিত-বিষয় গুপ্ত ও সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হওয়াতে অন্য লোকে যাঁহার চিকীর্ষিত কোন কর্ম্মই অপকারের নিমিত্তে অনুষ্ঠিত হইতে না জানে, তাঁহার কোন সামান্য অর্থও ব্যর্থ হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তি-সাধনে নিবিষ্ট, সত্যনিষ্ঠ, মৃদু, দানশীল ও বিশুদ্ধভাব হয়েন, তিনি সুজাতীয় বিমল মহামণির ন্যায় জ্ঞাতিমধ্যে অতীব বিখ্যাত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি আপনার দুষ্কর্ম্ম অপরে জানিতে না পারিলেও আপনিই আপনার নিকটে অতিশয় লজ্জিত হন, তিনি সকল লোকের উপরে গৌরব ধারণ করেন; তাঁহার তেজের আর পরিসীমা থাকে না; সুমনা ও সমাহিত হইয়া তিনি স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশমান হয়েন।

হে অম্বিকানন্দন! ব্রহ্মশাপদগ্ধ পাণ্ডুরাজের পঞ্চ ইন্দ্র-তুল্য পঞ্চ পুত্র বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তাহাদিগের বাল্যকালে আপনিই তাহাদিগকে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন; তাহারাও এক্ষণে আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; অতএব হে তাত! তাহাদিগের যথোচিত রাজ্য প্রদান করিয়া আপনি পুত্রগণের সহিত সুখী ও হৃষ্টচিত্ত হউন। হে নরেন্দ্র! এরূপ হইলে, কি দেব, কি মনুষ্য, কেহই আপনকার দোষাশঙ্কা করিবেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ কথনে
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! এই জাগ্রদবস্থায় দহ্যমান ব্যক্তির যেরূপ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর,

তাহা বল; যেহেতু তুমিই একমাত্র আমাদিগের ধর্ম্মার্থ নির্দ্দেশে সুনিপুণ। হে বিদুর! তুমি প্রজ্ঞাপূর্ব্বক সমুদয় বিষয় আমারে যথাবৎ প্রশাসন কর। হে মহাসত্ত্ব! যাহা যুধিষ্ঠিরের হিতকর এবং কৌরবগণের শ্রেয়স্কর বলিয়া তোমার বোধ হয়, তাহাই ব্যক্ত কর। ভাবী অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া আমি কেবল পূর্ব্বতন অপরাধই দেখিতেছি, এই নিমিত্তই ব্যাকুলিত-চিত্তে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি যুধিষ্ঠিরের যাহা যথার্থ অভিপ্রেত, তৎসমুদায় অবিকল বর্ণন কর।

বিদুর কহিলেন, যাঁহার পরাভব ইচ্ছা না করা যায়, তাঁহার শুভ হউক বা অশুভ হউক, দ্বেষ্য হউক, বা প্রিয় হউক, জিজ্ঞাসিত না হইলেও তাহা যথার্থ রূপে ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; অতএব হে রাজন্! আমি কুরুগণের কল্যাণ কামনা করত আপনাকে ধর্ম্মানুগত ও শ্রেয়স্কর বাক্যই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে ভারত! যে সকল কর্ম্ম অসদুপায়ে অনুষ্ঠিত হইয়া সিদ্ধ হইতে পারে, মিথ্যা-সম্বলিত তাদৃশ কপট কর্ম্মে আপনি কদাচ মন করিবেন না। সেইরূপ যুক্তি-বিহিত ও সমুচিত উপায় যুক্ত হইয়াও যে কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়, মেধাবী ব্যক্তি তাহাতেও মনকে গ্লানিযুক্ত করিবেন না। সকল কর্ম্মেরই অনুবন্ধ, অর্থাৎ অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে; অতএব সেই অনুবন্ধ গুলি অগ্রে পর্য্যালোচন করিয়া দেখিবেক; সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়াই আরম্ভ করিবেক, বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেক না। কর্ম্মের অনুবন্ধ ও পরিণাম এবং আপনার উদ্যম পর্য্যালোচন করিয়া ধীর ব্যক্তি, হয় তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, না হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। যে রাজা দুর্গাদি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, কোষ, দণ্ড ও জনপদ বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নিশ্চয় করিবার উপায় না জানেন, তিনি রাজ্যপদে অধিক কাল অবস্থিত হইতে পারেন না। যিনি ঐ সমস্ত বিষয়ের যথোক্ত প্রমাণ সমস্ত বিলক্ষণরূপে আলোচনা করেন এবং ধর্ম্মার্থের পরিজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হন, তিনিই রাজ্য রক্ষা করিয়া চলেন। রাজ্য লাভ হইয়াছে বলিয়াই স্বেচ্ছামতে অযুক্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে; কেন না বৃদ্ধাবস্থা যেমন উত্তম রূপকেও বিরূপ করিয়া দেয়, সেইরূপ অবিনয় মহতী রাজলক্ষ্মীকেও বিনষ্ট করে। মৎস্য লোভে পড়িয়া উত্তম আমিষে আচ্ছাদিত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে, কিন্তু পরে যে বন্ধন হইবে তাহা আর ভাবিয়া দেখে না; অতএব যে কোন গ্রসনীয় বস্তু গ্রাস করিতে পারা যায়, গ্রস্ত হইয়া যাহার পরিপাক হয়, এবং পরিণামে যাহা হিতকর হইতে পারে, কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তির তাহাই গ্রাস করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বৃক্ষের অপক্ক ফল সকল চয়ন করে, সে তৎ সমুদায় হইতে প্রকৃত রস পায় না, অধিকন্তু তাহার বীজও বিনষ্ট হইয়া যায়; পরন্তু যে বিচক্ষণ মানব যথাকালে পরিণত সুপক্ক ফল গ্রহণ করেন, তিনি ফল হইতেও রস লাভ করেন এবং বীজ হইতেও পুনরায় ফল প্রাপ্ত হন। মধুকর যেমন পুষ্প সকল রক্ষা করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেইরূপ অহিংসা দ্বারা রাজা প্রজাবর্গ হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন। উদ্যানে মালাকারের ন্যায় প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই পুষ্প চয়ন করিবেন, কিন্তু অঙ্গার কারকের ন্যায় কোন বৃক্ষেরই একবারে মূলোচ্ছেদ করিবেন না। এ কর্ম্ম করিলে আমার কি ফল হইতে পারে, না করিলেই বা কি হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়াই পুরুষ কর্ম্ম করিবেন, অথবা করিবেন না। যাহাতে পুরুষকার প্রকাশ করিলেও নিরর্থক হয়, তাদৃশ কতক গুলি কর্ম্ম নিত্যই অনারভ্য, অর্থাৎ কখনই সে সকলের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে। কামিনীরা যেমন ক্লীব পতি মনোনীত করে না, তদ্রূপ যে রাজার প্রসাদও নিষ্ফল এবং কোপও অকিঞ্চিৎকর, তাঁহাকে স্বামী করিতে প্রজাগণ কদাপি ইচ্ছা করে না। প্রজ্ঞাবান্ মনুষ্য, লঘু উপায় সাধ্য অথচ

মহাফল জনক এরূপ কতক গুলি কর্ম্ম শীঘ্রই আরম্ভ করেন, বিলম্ব করিয়া তাদৃশ কর্ম্মের ব্যাঘাত করেন না। যে রাজা প্রীতিপূর্ণ সতৃষ্ণ নয়নে সরলভাবে প্রজাসকলকে অবলোকন করেন, তিনি নিঃশব্দে সিংহাসনে আসীন থাকিলেও প্রজারা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। বাক্যরূপ-সুন্দর-পুষ্প-যুক্ত অথচ অফল হইবেক, অর্থরূপ-ফলশালী অথচ দুরারোহ হইবেক, যোগ্যকাল উপস্থিত না হওয়ায় অপক্ক অথচ পক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক; এই রূপ হইলে নরপতি-বৃক্ষের আর কদাপি শীর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যিনি নয়ন, মন, বাক্য ও কর্ম্ম, এই চারি প্রকারে প্রজা বর্গকে প্রীতিযুক্ত করেন, প্রজারা অবশ্যই তাঁহার প্রতি প্রীত হয়। ব্যাধ হইতে মৃগযূথের ন্যায়, প্রাণিগণ যাঁহা হইতে ত্রাস-যুক্ত হয়, তিনি সসাগরা ধরিত্রীর আধিপত্য লাভ করিয়াও পরিহীন হন। বায়ু যেমন জলদাবলিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ দুর্নয়বর্ত্তী ভূপতি পিতৃ-পিতামহাদি-সমাগত অথবা স্বকীয় তেজোলব্ধ রাজ্য-কে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। যিনি সাধুগণের চির-সমাচরিত ধর্ম্ম আচরণ করেন, বসুপূর্ণা বসুন্ধরা নিয়তই তাঁহার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করত বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন; আর ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে রাজা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার হস্তে পড়িয়া পৃথিবী, অনলে নিক্ষিপ্ত চর্ম্মের ন্যায়, কেবল সঙ্কুচিতা হন। পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দনে যাদৃশ যত্ন করিতে হয়, স্বরাষ্ট্র-পরিপালন-বিষয়েও তাদৃশ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-দ্বারা রাজ্যলাভ করিবেক এবং ধর্ম্ম-দ্বারাই পরিপালন করিবেক; ধর্ম্মমূলক ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনা হইতে তাহা আর পরিত্যাগ করিতে হয় না এবং তাহাও অধিকারীকে পরিত্যাগ করে না।

প্রলাপকারী উন্মত্ত ও জল্পনাকারী বালক হই-তেও উপদেশ সঙ্কলন করিবেক; প্রস্তর-নিকুর হই-তে কাঞ্চনের ন্যায়, সকল বস্তু হইতেই সারগ্রহণ করিবেক। শিলাহারী যেমন শিল, অর্থাৎ ক্ষেত্র হইতে শস্য লইয়া গেলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই শস্যকণা-সকল আহরণ করে, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি সকলের নিকট হইতেই সাধুব্যবহার, সুভাষিত ও সুকৃত সঞ্চয় করিয়া সন্তোষে অবস্থিত হইবেন।

গো-সকল গন্ধ-দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদ-দ্বারা, রাজারা গুপ্তচর-দ্বারা এবং ইতর লোকেরা চক্ষুর্দ্বারা দর্শন করে।

হে রাজন্! যে গবী দুর্দ্দুহা হয়, অর্থাৎ দোহন-সময়ে বিস্তর উৎপাত করে, সে বিস্তর ক্লেশ পায়, যে সুদুহা হয়, তাহারে আর কেহ যন্ত্রণা দেয় না।

যাহা তপ্ত না হইয়াই প্রণত হয়, তাহাকে আর কেহ সন্তাপিত করে না; যে কাষ্ঠ আপনা হইতেই নত হয়, তাহাকে যত্ন-সহকারে নামিত করিবার প্রয়োজন কি? এই উপমা-দ্বারা ধীর ব্যক্তি বলবা-নের নিকটে প্রণত হইবেন; যিনি বলবানের নিকটে নত হন, তিনি বলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্রকেই প্রণাম করেন।

পশুদিগের বান্ধব জলধর, ভূপতিগণের বান্ধব মন্ত্রী, কামিনী-কুলের বান্ধব পতি, আর ব্রাহ্মণ-সক-লের বান্ধব বেদ।

সত্য-দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষিত হন, যোগ, অর্থাৎ নিয়ত আলোচনা দ্বারা বিদ্যা রক্ষিতা হন, অঙ্গ মার্জ্জন-দ্বারা রূপ রক্ষা করা যায় এবং সদাচার-দ্বারা কুল রক্ষা পায়। অপিচ, পরিমাণ-দ্বারা ধান্য, ব্যায়াম শিক্ষা-দ্বারা অশ্বগণ, সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ-দ্বারা গো-ধনগণ, আর কুৎসিত পরিচ্ছদ-দ্বারা অঙ্গনাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে।

আমার বিবেচনায়, আচারহীন পুরুষের কুল কখন ভদ্রতার কারণ হইতে পারে না; কেননা রজকাদি নীচবংশ-জাত ব্যক্তিদিগেরও যদি সদাচার থাকে, তবে তাহাই বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। যে ব্যক্তি পরের ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীর্য্য, কুল, বংশ, সুখ, সৌভাগ্য ও পুরস্কার দর্শনে ঈর্ষাযুক্ত হয়, তাহার ব্যাধির আর অন্ত নাই; সে চিরকালই পীড়া পাইতে থাকে।

অকার্য্য করণ, কার্য্যের বিবর্জ্জন ও ফলসিদ্ধির পূর্ব্বকালে মন্ত্রভেদ, এই কয়েকটি বিষয় হইতে যে ব্যক্তি ভীত হন, তিনি যে বস্তু-দ্বারা মত্ত হইতে পারেন, তাহা যেন কদাপি পান না করেন। বিদ্যা-মদ, ধন-মদ ও কৌলিন্য-মদ, গর্ব্বিত লোকদিগের এই তিন প্রকার মদ প্রসিদ্ধ আছে; পরন্তু সাধুগণের পক্ষে ইহারা মদ না হইয়া দম হইয়া থাকে, অর্থাৎ অজ্ঞান লোকেরা ধনাদি-দ্বারা মত্ত হয়, আর সজ্জন-গণ তদ্দ্বারা বিনয়াদি অধিকতর গুণ-সম্পন্ন হয়েন।

সাধুগণ কোন কার্য্যোপলক্ষে কখন অসাধু লোক-দিগের অর্চ্চনা করিলে, ঐ অসজ্জনেরা সর্ব্বত্র অসাধু বলিয়া বিখ্যাত থাকিলেও সাধুগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হওয়ায় আপনাদিগকে সাধু বলিয়া মনে করে। ফলতঃ সাধুরাই সাধুদিগের, জিতাত্মা মানবগণের এবং অসাধুবর্গের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন, অসাধু লোকেরা কখন সাধুদিগের অবলম্ব হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হয়, সে সভা জয় করে, যাহার গোধন থাকে, তাহার মিষ্ট দ্রব্য ভোজনের লালাসা পরাজিতা হয়, যানবান্ লোকের নিকটে পথও পরাজয় স্বীকার করে, কিন্তু শীলবান্ মানব সকলকেই জয় করিয়া থাকেন। শীলতাই পুরুষের প্রধান গুণ। যাহার শীল নষ্ট হয়, তাহার জীবন, ধন কি বন্ধুগণ, কিছুতেই প্রয়ো-জন নাই।

হে ভরতর্ষভ! সমৃদ্ধিশালী লোকদিগের মাংস-প্রধান, মধ্যবিত্তগণের দুগ্ধপ্রধান, আর দরিদ্রবর্গের তৈলপ্রধান ভোজন হইয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্রেরা সর্ব্বদা ধনিগণ অপেক্ষাও সুমিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করে; কেননা ক্ষুধা সকল বস্তুরই সুস্বাদ জন্মিয়া দেয়, আঢ্য-গণের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। হে রাজন্! শ্রী-সম্পন্ন লোকদিগের প্রায়ই অধিক ভোজন শক্তি থাকে না; কিন্তু দরিদ্রদিগের জঠরানলে কাষ্ঠসকলও জীর্ণ হইয়া যায়।

অধম লোকদিগের জীবিকার হানি হইতে এবং মধ্যম লোকদিগের মরণ হইতে ভয় হইয়া থাকে; কিন্তু উত্তম-প্রকৃতি মনুজগণের অবমান হইতেই অতিশয় ভয় হয়।

ঐশ্বর্য্য হইতে যে মদের উৎপত্তি হয়, তাহা পান-মদ, বিদ্যা-মদ, কুল-মদ-প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার মদ অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর; কেননা যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হয়, একবার পতিত না হইলে তাহার আর কিছুতেই চেতনা হয় না। গ্রহগণ যেমন স্বীয় স্বীয় কিরণরাজি দ্বারা তারকপুঞ্জকে তাপিত করে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত মানবেরা শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়-সমূহে আসক্ত হইয়া অনিবা-রিত ইন্দ্রিয়চয়-দ্বারা এই সমস্ত ভুবনমণ্ডলকে সন্তা-পিত করে। যে ব্যক্তি আত্মার আকর্ষণকারী স্বভাব-সিদ্ধ পঞ্চবর্গ অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চ বায়ু, চারি অন্তঃকরণ ও প্রকৃতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তাহার আপদ্-সমস্ত শুক্লপক্ষীয় শশ-ধরের ন্যায় পদে পদেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে রাজা অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যবর্গকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন এবং অমাত্য জয় না করিয়া অমিত্র জয়ে অভিলাষী হন, তাঁহারে অবশ্যই অবশ হইয়া পরিহীন হইতে হয়। অতএব প্রথমে আত্মা-কেই দ্বেষ্যরূপে যোজনা করিবেক, অর্থাৎ শত্রুজ্ঞান করিয়া অগ্রে তাহারই জয়-সাধনে যত্নবান্ হইবেক; পশ্চাৎ অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে নিঃসন্দেহ কৃতকার্য্য হইতে পারি-বেক। রাজলক্ষ্মী বশ্যেন্দ্রিয়, জিতাত্মা, বিরুদ্ধাচারী-দিগের প্রতি দণ্ডধারী, সমীক্ষ্যকারী নরেন্দ্রকে অত্যন্ত ভজনা করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! পুরুষের শরীর রথ-স্বরূপ, আত্মা সারথি-স্বরূপ, আর ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব-স্বরূপ হইয়াছে; ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত ও সুনিপুণ রথীর ন্যায় উক্ত অশ্ব-সকলকে সমুচিত শাসন-সহকারে সংস্বভাবে আনয়ন-পূর্ব্বক পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অবশীভূত ও অদান্ত অশ্ব-সকল যেন পথি-

মধ্যে অনিপুণ সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অশাসিত ইন্দ্রিয়বর্গও পুরুষের নিধন-সাধনে সমর্থ হইতে পারে। যে দুর্ব্বোধ মনুষ্য অপরাজিত ইন্দ্রিয়-গণের বশবর্ত্তী হইয়া অর্থ হইতে অনর্থ ও অনর্থ হইতে অর্থ লাভের প্রত্যাশা করে, সে সুদারুণ দুঃখ-কেই যথার্থ সুখ বলিয়া বিবেচনা করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-নিচয়ের বশানুগামী হয়, সে শ্রী, প্রাণ, ধন ও পরিবার হইতে শীঘ্রই পরিহীন হইয়া পড়ে। যে মূঢ়, ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর না হইয়া প্রভূত অর্থ সম্পত্তির ঈশ্বর হয়, সে ইন্দ্রিয়-গণের অনৈশ্বর্য্য-হেতুক সমুদায় ঐশ্বর্য্য হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়া যায়, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। অতএব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অগ্রে আপ-নিই আপনার অনুসন্ধান করিবেক; যেহেতু আপ-নিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু; যিনি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই তাঁহার বন্ধু হইয়াছেন।

হে রাজন্! ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জাল-মধ্যে আচ্ছাদিত মহামীন-যুগলের ন্যায়, কাম আর যে ক্রোধ, ইহারা স্বীয় আবরক প্রজ্ঞান-রূপ জালকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

যে মানব ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহলোকে বিষয়-সমস্ত লাভ করেন, তিনি ধন ধান্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ হইয়া সতত পরম সুখে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন।

যে ব্যক্তি মতি-বিকার-সম্ভূত আন্তরিক পঞ্চ শত্রু-কে জয় না করিয়া বাহ্য শত্রু-সকলকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে শত্রু জয় করিবে কি, শত্রুরাই তাহা-কে অভিভূত করিয়া ফেলে। রাজ্যমোহে ইন্দ্রিয়-বর্গের উপর প্রভুত্ব না থাকায় স্বকীয় দুষ্কর্ম্ম-সমূহ-দ্বারা বধ্যমান হয়, এরূপ অনেকানেক দুরাত্মা রাজা দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্কের সহিত মিশ্রিত থাকায় আর্দ্র কাষ্ঠও যেমন দগ্ধ হয়, সেইরূপ পাপকারী-দিগকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদিগের সংসর্গে থাকিলে, নিষ্পাপ মনুষ্যেরাও তুল্য-রূপ দণ্ডার্হ হয়েন; অতএব পাপীদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিবেক না। যে ব্যক্তি পঞ্চ বিষয়াসক্ত সতত উৎ-পথগামী অন্তরস্থিত পঞ্চ শত্রুকে মোহ-প্রযুক্ত নি-গৃহীত না করে, সে অবশ্যই আপদের গ্রাসে পতিত হয়। দুরাত্মা মনুষ্যদিগের কস্মিন্ কালেও অনসূয়া, সরলতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও ক্লেশ-রাহিত্য হয় না। হে ভারত! আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্মে নিত্য অভিরতি, গুপ্ত কথা ও দান, এই কয়েকটি বিষয় অধম লোকদিগের অন্তঃকরণে কদাচ স্থান পায় না। মূর্খেরা নিন্দা ও তিরস্কার-দ্বারা পণ্ডিতগণের হিংসা করিয়া কেবল আপনারাই পাপের ভাগী হয়; পণ্ডিতেরা ক্ষমা করিয়া তাহা হইতে বিমুক্ত হয়েন। যেমন অসাধুদিগের বল কে-বল হিংসা, ভূপালদিগের বল দণ্ডবিধি, নারীদিগের বল পতিশুশ্রূষা, সেইরূপ গুণশালী পুরুষগণের ক্ষমাই পরম বল।

মহারাজ! বাক্যের সংযম করা অতীব সুদুষ্কর; অর্থযুক্ত অথচ বিচিত্র হয়, এরূপ বহু কথার প্রসঙ্গ করিতে কেহই সমর্থ হয় না। সুভাষিতা বাণী বিবিধ কল্যাণ উৎপাদন করে; কিন্তু দুর্ভাষিতা হইলে তাহাই আবার অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। বাণ-দ্বারা বিদ্ধ অথবা কুঠার-দ্বারা ছিন্ন হইলে বনও পুনরায় অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বাক্য-দ্বারা হৃদয় ক্ষত হইলে তাহার আর অঙ্কুর হইবার সম্ভাবনা থাকে না; দুর্ব্বাক্য অতীব ভয়ঙ্কর বিকার। কর্ণী নালীক নারাচ-প্রভৃতি অস্ত্র-সকল শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু বাক্য-রূপ শল্যকে কিছুতেই উৎপাটিত করিতে পারা যায় না, কেননা তাহা হৃদয়ে একবারে বদ্ধমূল হইয়া বসে। বাক্য-বাণ-সকল বদন হইতে বহির্গত হয়; তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আহত হয়, সে দিবা নিশি শোক করিতে থাকে। উক্ত রূপ শর-সমস্ত শত্রুর মর্ম্মস্থান ভিন্ন অন্যত্র পতিত হয় না; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি শত্রুবর্গের প্রতি তৎসমুদায় প্রয়োগ

করিবেন না। দেবতারা যে পুরুষকে পরাভব প্রদান করেন, অগ্রে তাহার বুদ্ধিকে অপকৃষ্ট করিয়া ফেলেন; সুতরাং সে, যাহাতে অনিষ্ট হয়, সেই সকল অপকর্ম্মই দেখিতে পায়। বুদ্ধি কলুষিতা ও বিনাশ উপস্থিত হইলে নীতির ন্যায় প্রতীয়মানা দুর্নীতি আর কখনই হৃদয় হইতে অপসৃতা হয় না। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ-হেতুক আপনকার পুত্রগণেরও সেই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহা জানিতেছেন না। হে রাজেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র! রাজলক্ষণ-সম্পন্ন, আপনকার আজ্ঞাবহ ও প্রধান দায়াদ যে যুধিষ্ঠির ত্রিভুবন রাজ্যেরও প্রভু হইতে পারেন, তেজ ও প্রজ্ঞাযুক্ত, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ যে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ, দয়া আনৃশংস্য ও আপনকার প্রতি গৌরব-হেতুক অশেষ ক্লেশ-নিবহ সহ্য করিতেছেন, সেই মহাত্মাই আপনকার পুত্র-সকলকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হউন।

বিদুর-বাক্যে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাবুদ্ধে! তুমি অতিবিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ; শুনিয়া আমার আর তৃপ্তি হইতেছে না; অতএব পুনরায় এইরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্যের প্রসঙ্গ কর।

বিদুর কহিলেন, বিভো! সর্ব্ব তীর্থে স্নান আর সর্ব্বভূতে সারল্য, এই উভয় বিষয়, হয় পরস্পর তুল্য হইতে পারে, না হয় সারল্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; অতএব আপনি পুত্রগণের প্রতি সতত সরল ব্যবহার করুন; তাহাতে ইহলোকে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি লাভ করিয়া মরণান্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইবেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! লোকে যে কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের পুণ্যকীর্ত্তি প্রকীর্ত্তিতা হয়, তিনি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে কেশিনীর নিমিত্তে সুধন্বার সহিত বিরোচনের যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই এ বিষয়ের উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হয়।

হে রাজন্! কেশিনী-নাম্নী অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না কন্যা বিশিষ্ট পতি কামনায় স্বয়ম্বরে উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন। যখন স্বয়ম্বরের কাল উপস্থিত হইল, তখন দিতি-নন্দন বিরোচন তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছু হইয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন। তাহাতে কেশিনী ঐ দৈত্যেন্দ্রকে কহিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ, না দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ? যদি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ হন, তবে সুধন্বা পর্য্যঙ্কে আরোহণ না করেন কেন?

বিরোচন কহিলেন, হে কেশিনি! প্রজাপতির বংশ-সম্ভূত আমরাই সত্তম ও শ্রেষ্ঠ; যাবতীয় লোক-সমস্ত আমাদিগেরই অধিকৃত; আমাদিগের নিকটে দেবতারাই বা কে আর ব্রাহ্মণেরাই বা কে?

কেশিনী কহিলেন, হে বিরোচন! আমরা এই সভামণ্ডপেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব; কল্য প্রাতঃকালে সুধন্বা আসিবেন, সেই সময়ে আমি যেন তোমাদিগকে সমাগত, অর্থাৎ একাসনে উপবিষ্ট ও পরস্পর সম্ভাষমাণ দেখিতে পাই।

বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে! হে ভীরু! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব, প্রাতঃকালে তুমি আমাকে ও সুধন্বাকে একত্র সমাগত দেখিবে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজসত্তম! অনন্তর রজনী বিগতা ও সূর্য্যমণ্ডল উদিত হইলে, সুধন্বা সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে বিভো! যেখানে বিরোচন কেশিনীর সহিত অবস্থিত ছিলেন, সুধন্বা সেই খানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! কেশিনী বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক তাঁহারে আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।

'আমার সহিত একাসনে উপবেশন কর' বিরোচনের এইরূপ প্রার্থনায় সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ-তনয়! তোমার যে এই সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট আসন, ইহা আমিই পাইতে পারি, নতুবা তুল্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত সমানাসনে বসিতে পারি না।

বিরোচন উত্তর করিলেন, সুধন্বন্! চর্ম্ম, কাষ্ঠ, তৃণ বা কুশ-নির্ম্মিত আসনই তোমার উপযুক্ত; তুমি আমার সহিত সমান আসনে বসিবার যোগ্য নহ।

সুধন্বা কহিলেন, পিতা পুত্র, অথবা সমবয়স্ক ও সমান অভিজ্ঞ দুই জন ব্রাহ্মণ, দুই জন ক্ষত্রিয়, দুই জন বৈশ্য কি দুই জন শূদ্র একাসনে আসীন হইতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্য কেহ পরস্পর একত্র বসিতে পারে না। আমি সমাসীন হইলে তোমার পিতা অবশ্যই নিম্নদেশে বসিয়া আমার উপাসনা করিতেন; তুমি বালক, গৃহে বসিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছ, সুতরাং কিছুই জান না।

বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন্! হিরণ্য, গো অথবা অশ্ব, অসুরকুল-মধ্যে আমাদিগের যে কোন ধন আছে, আমি তাহা পণ রাখিতেছি; চল, যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে, 'আমাদের দুইজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

সুধন্বা কহিলেন, বিরোচন! সুবর্ণ, গো অথবা অশ্ব, কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই; তৎসমুদায় যেরূপ আছে, সেই রূপই থাকুক; পরন্তু আমরা প্রাণের পণ করিয়া অভিজ্ঞগণ-সমীপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

বিরোচন কহিলেন, প্রাণের পণ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? আমি দেবগণের নিকটে উপস্থিত হইব না; মনুষ্যদিগের নিকটে ত কখনই যাইব না।

সুধন্বা কহিলেন, যখন প্রাণের পণ করা হইল, তখন আমরা তোমার পিতার নিকটেই গমন করিব; কেননা সেই ধর্ম্মাত্মা প্রহ্লাদ, পুত্রের নিমিত্তেও মিথ্যা বলিতে পারিবেন না।

বিদুর কহিলেন, এইরূপ পণ করিয়া বিরোচন ও সুধন্বা উভয়েই ক্রুদ্ধ হইয়া, যেখানে প্রহ্লাদ ছিলেন, সেই খানে গমন করিলেন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, যাহারা পরস্পর কখনই সহচর হইতে পারে নাই; সেই এই যুবক-দ্বয় এক-পথবর্ত্তী ক্রুদ্ধ আশীবিষ-যুগলের ন্যায় এই স্থানে সমাগত দৃষ্ট হইতেছে।—বিরোচন! তোমরা পূর্ব্বে কখন একত্র বিচরণ কর নাই, এখন কি নিমিত্ত এইরূপ এক সঙ্গে বেড়াইতেছ? সুধন্বার সহিত তোমার সখ্য হইয়াছে না কি?

বিরোচন কহিলেন, সুধন্বার সহিত আমার সখ্য নহে; আমরা প্রাণের পণ করিয়াছি; অতএব হে প্রহ্লাদ! আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি তাহা মিথ্যা বলিবেন না।

প্রহ্লাদ কহিলেন, ভৃত্যেরা সুধন্বার নিমিত্তে উদক ও মধুপর্ক আনয়ন করুক।—হে ব্রহ্মন্! আপনি সর্ব্বথা পূজনীয়; আপনকার নিমিত্তে শ্বেতবর্ণ মাংসল গবী প্রস্তুত রহিয়াছে।

সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! উদক বা মধুপর্ক আমারে পথি-মধ্যেই অর্পিত হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর দাও। ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ কি বিরোচন শ্রেষ্ঠ?

প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার এই একমাত্র পুত্র, এবং আপনিও এস্থানে সাক্ষাৎ অবস্থিত রহিয়াছেন; অতএব আপনাদিগের বিবাদ-স্থলে মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে?

সুধন্বা কহিলেন, গো কিম্বা অন্য কোন প্রিয় ধন তোমার ঔরস পুত্রকে প্রদান কর; কিন্তু হে মতিমন্! আমাদের দুই জনের যখন পরস্পর বিবাদ হইতেছে, তখন আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর তোমারে যথার্থ করিয়া বলিতে হইবে।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুধন্বন্! আপনাকে আমি এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি; কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দুষ্কর বিবেচনা হইলে, যে ব্যক্তি সত্য কি মিথ্যা কিছুই না বলে, সেই দুর্ব্বিবক্তা পুরুষের কোথায় বাস হয়।

সুধন্বা কহিলেন, অধিবিন্না অর্থাৎ পতির অন্য দারপরিগ্রহ জন্য খেদান্বিতা রমণী যে রজনী বাস করে, ক্রীড়ায় পরাজিত অক্ষদেবী যে যামিনী যাপন

করে এবং ভার-বহনে অভিতপ্তাঙ্গ ব্যক্তি যে রাত্রি অতিবাহন করে, দুর্ব্বিবক্তা পুরুষেরও সেই নিশায় বাস হয়; অর্থাৎ অধিবিন্না কামিনী-প্রভৃতির ন্যায় তাহাকে নিরতিশয় ক্লেশ পাইতে হয়। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য বলে, সে নগর-প্রবেশে প্রতিরুদ্ধ হইয়া বহির্দ্বারে ক্ষুধায় পীড়িত হইতে থাকে এবং শত্রু-সমূহের সহিত সাক্ষাৎ করে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া পঞ্চ পুরুষ বিনষ্ট করে; গোধন নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া দশ পুরুষ নিহত করে; অশ্ব নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া শত পুরুষের সংহার করে; পুরুষের নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া সহস্র পুরুষের নিধন-হেতু হয়; সুবর্ণার্থে মিথ্যা বলিয়া জাত ও অজাত পুরুষ-বর্গের হত্যাকারী হয় এবং ভূমির নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া সর্ব্বনাশ করে; অতএব ভূমির নিমিত্ত কদাপি মিথ্যা বলিও না।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিরোচন! আমা অপেক্ষা অঙ্গিরা শ্রেষ্ঠ, তোমা হইতে সুধন্বা শ্রেষ্ঠ এবং তোমার জননী অপেক্ষাও ইহাঁর জননী গরীয়সী; অতএব তুমি ইহাঁর নিকটে পরাজিত হইয়াছ; এক্ষণে এই সুধন্বা তোমার প্রাণের ঈশ্বর হইলেন।—হে সুধন্বন্! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার পুত্র বিরোচনকে প্রত্যর্পণ করুন।

সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! তুমি যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিলে, কাম-প্রযুক্ত মিথ্যা কহিলে না, সেই হেতু আমি তোমার দুর্ল্লভ পুত্রকে পুনঃ প্রদান করিতেছি। তোমার পুত্র বিরোচন আমা-কর্ত্তৃক এই প্রদত্ত হইল, কিন্তু কুমারী কেশিনীর সন্নিধানে ইহারে আমার পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিতে হইবে।

বিদুর কহিলেন, অতএব হে রাজেন্দ্র! পুত্রের নিমিত্ত সত্য না বলিয়া ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলা আপনকার উচিত নহে; মিথ্যা বলিয়া আপনি পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অনর্থক নাশ প্রাপ্ত হইবেন না। দেবতারা কিছু পশুপালকের ন্যায় যষ্টি ধারণ করিয়া কাহাকেও রক্ষা করেন না; যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বুদ্ধিযোগে সংবিভক্ত করেন, অর্থাৎ দৈবানুগ্রহে সে সকল কার্য্যই বুদ্ধি-পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ যে পরিমাণে কল্যাণে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণেই সকল অর্থ সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই। বেদ-সমস্ত ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতি-সকলও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন।

মদ্যপান, কলহ, অনেকের সহিত শত্রুতা, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ, জ্ঞাতিভেদ, রাজার দ্বেষাস্পদ বিষয়, স্ত্রীপুরুষের বিবাদ ও দোষাশ্রিত পথ, এই কয়েকটি বর্জ্জনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সমুদ্র-সঞ্চারী বণিক্, তস্কর, পাশক্রীড়ক, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র ও নাট্যজীবী, এই সাত ব্যক্তিকে সাক্ষ্যে প্রমাণ করিবেক না।

অগ্নিহোত্র, মৌন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এই চারিটি সংকল্পিত কাল পরিমাণানুসারে যথাবৎ অনুষ্ঠিত হইলেই অভয়প্রদ হয়, অন্যথা মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

গৃহদাহী, বিষদায়ী, কুণ্ডাশী, (ভগভক্ষক বা জার-জান্ন-ভোজী) সোমলতা-বিক্রয়ী, পর্ব্বকারী, (অর্থ-লোভে অপর্ব্বকালেও অমাবস্যাদি ক্রিয়া প্রবর্ত্তক) সূচী, (গ্রহনক্ষত্র বা পরদোষ-সূচক) মিত্রদ্রোহী, পরদারহারী, ভ্রূণহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, মদ্যপায়ী, অতি পরুষভাষী, অতি ধৃষ্ট বা অশুচি, নাস্তিক, বেদনিন্দক, অভিচারার্থে যজ্ঞকারী, ব্রাত্য, (গর্ভাধানাদি দশ-সংস্কার-বিহীন) ধনবান্ হইয়াও অতিশয় কৃপণ, আর "রক্ষা কর" এইরূপ প্রার্থিত হইয়াও যে, হিংসা করে, এই সমস্ত দ্বিজাতি ব্রহ্মঘাতীর সমান।

অগ্নি-দ্বারা সুবর্ণের, চরিত্র-দ্বারা ভদ্রের, ব্যবহার-দ্বারা সাধুর, ভয়াগমে শূরের, অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে ধীরের এবং কষ্টতর আপদ্ কালে শত্রু মিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে।

জরা রূপ হরণ করে; আশা ধৈর্য্যলোপ করে; মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়; অসূয়া ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত জন্মায়; ক্রোধ শ্রীভ্রষ্ট করে; অসাধুসেবা শীল নষ্ট করে; কাম লজ্জা-বিলোপী হয়; অভিমান সকলই লোপ করিয়া দেয়।

মঙ্গল কর্ম্ম হইতে শ্রীর উৎপত্তি হয়, প্রাগল্ভ্য (প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব) হইতে সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি হয়, ক্ষিপ্রকারিতা হইতে মূল সংস্থান হয় এবং সংযম (মিত-ব্যয়িতা বা কাম-ক্রোধাদি নিরোধ) হইতে নিশ্চল প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিত-ভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণ-সকলকে বল-পূর্ব্বক আ-শ্রয় করে। রাজা যদি কোন মনুষ্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজ-সমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত হয়।

হে নৃপ! মনুষ্যলোকে পশ্চাদুক্ত এই আটটি গুণ স্বর্গলোকের নিদর্শন স্বরূপ; তন্মধ্যে চারিটি গুণ সাধুলোকদিগের অনুগামী হয়, এবং সাধুরা অপর চারিটির অনুসরণ করিয়া থাকেন। সাধুগণ যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা, এই চারিটি গুণের নিয়ত অনুগামী হন; আর দম, সত্য, সারল্য ও আনৃশংস্য, এই চারিটি গুণ সাধুদিগের অনুগত হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, সত্য, ক্ষমা, করুণা ও অলোভ, ধর্ম্মের এই আট প্রকার পথ উক্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে পূর্ব্বের চারিটি দম্ভের নিমিত্তেও সেবিত হয়, শে-ষোক্ত চতুষ্টয় কেবল মহাত্মা লোকেতেই থাকে।

যে স্থলে বৃদ্ধগণ না থাকেন, সে সভাই নয়; যাঁ-হারা ধর্ম্ম বলিতে না পারেন, তাঁহারা বৃদ্ধই নন; যাহাতে সত্য নাই, তাহা ধর্ম্মই নহে; যাহা কাপট্য-যুক্ত তাহা সত্যই নহে।

সত্য, রূপ, শ্রুত, বিদ্যা, কৌলীন্য, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও আশ্চর্য্য-ভাষিত্ব, এই দশটি স্বর্গীয়।

প্রসিদ্ধ পাপাত্মা ব্যক্তি পাপ করত কেবল পাপময় ফলই লাভ করে, আর পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যানুষ্ঠান করত অনন্ত পুণ্য-সম্ভোগ করেন; অতএব প্রশংসিত-ব্রতনিষ্ঠ পুরুষ কদাপি পাপ করিবেন না। পাপ পুনঃপুন ক্রিয়মাণ হইলে বুদ্ধি নাশ করে; নষ্টবুদ্ধি মানব নিয়ত পাপ কর্ম্মেরই আরম্ভ করিয়া থাকে। পুণ্য পুনঃপুন অনুষ্ঠিত হইলে প্রজ্ঞা বর্দ্ধন করে; প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্য কেবল অনবরত পুণ্য কর্ম্মে-রই আরম্ভ করেন। পুণ্যকীর্ত্তি পুরুষ পুণ্যের অনু-ষ্ঠান করত পুণ্যস্থানে গমন করিয়া থাকেন; অতএব মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া পুণ্যেরই সেবা করিবেক।

যে ব্যক্তি অসূয়াকারী, মর্ম্মচ্ছেদী, পরুষভাষী, বৈরকারী ও শঠ হয়, সে পাপাচরণ করত অচিরে মহাকষ্ট পায়। অসূয়া-শূন্য কৃতবুদ্ধি পুরুষ সর্ব্বদা শোভনকর্ম্ম-সমুদায়ের আচরণ করত কোন কালেও বিষমতর কষ্টভোগ করেন না; তিনি সর্ব্বত্রই শোভ-মান হইয়া থাকেন। যিনি প্রাজ্ঞগণ হইতে প্রজ্ঞা সংগ্রহ করেন, তিনিই পণ্ডিত; কেননা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে বর্দ্ধিত হইতে পারেন।

দিবসেই সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা রাত্রিকালে সুখে বাস করিতে পারিবেক; আট মাসেই সেই কর্ম্ম করিবেক, যাহাতে বর্ষাকালে সুখে বাস করিতে পারিবেক; পূর্ব্ব বয়সেই সেই কর্ম্ম করিবেক, যা-হাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে বাস করিতে পারিবেক এবং যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পরলোকে সুখে বাস করিতে পারিবেক।

পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্নের, গত-যৌবনা ভার্য্যার, সংগ্রাম-বিজিত শূরের এবং তত্ত্বজ্ঞান-পারগামী তপ-স্বীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। অধর্ম্ম-লব্ধ ধন-দ্বারা যে ছিদ্র আবৃত করা যায়, তাহা ত অসংবৃতই থাকে, তদতিরিক্ত অন্য ছিদ্রও প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অর্থাৎ অধর্ম্ম-লব্ধ ধন দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতেই থাকে।

গুরু প্রশান্তচিত্ত মানবগণের শাসনকর্ত্তা এবং

রাজা দুরাত্মাদিগের শাস্তা হইয়া থাকেন; পরন্তু যাহারা গোপনে পাপকর্ম্ম করে, সূর্য্য-নন্দন শমনই তাহাদের শাসনকারী হন। ঋষিগণের, নদী-নিবহের, কুল-সকলের, মহাত্মবর্গের ও স্ত্রীজাতীয় দুশ্চরিত্রের প্রভাব বোধগম্য হইবার নহে।

হে রাজন্! দ্বিজাতিগণের পূজায় অবিরত, দাতা, জ্ঞাতিগণের প্রতি সরল-ব্যবহারী, শীল-ভাজন ক্ষত্রিয় চিরকাল মহীপালন করেন।

শূর, কৃতবিদ্য ও পালনাভিজ্ঞ, এই তিন পুরুষ সুবর্ণ-পুষ্পা পৃথিবীলতার পুষ্প চয়ন করেন।

হে ভারত! বুদ্ধি-দ্বারা যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; বাহু-দ্বারা যাহা কৃত হয়, তাহা মধ্যম; জঙ্ঘা-দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহা নিকৃষ্ট; আর ভার-বহন কর্ম্ম তদপেক্ষাও অপকৃষ্ট। আপনি মূঢ়মতি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের উপরে ঐশ্বর্য্য সংস্থাপন করিয়া কি বলিয়া মঙ্গল কামনা করিতেছেন?

হে ভরতর্ষভ! সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা আপনকার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব আপনিও তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করুন।

বিদুর-হিত-বাক্যে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

বিদুর কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, অত্রি-কুমার ও সাধ্যগণের যে সংবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই উক্ত বিষয়ের উদাহরণ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সাধ্য-নামক দেবগণ পরিব্রাজক-রূপে বিচরণকারী সংশিতব্রত মহাপ্রাজ্ঞ মহর্ষি আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহর্ষে! আমরা এই সাধ্যনামক দেবগণ আপনাকে দেখিয়া, আপনি কে, অনুমান করিতে পারিতেছি না; আমাদিগের বিবেচনায় আপনি বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা পণ্ডিত হইবেন, অতএব আমাদিগের নিকটে পণ্ডিত-সমুচিত কোন উদার বাক্যের প্রসঙ্গ করুন।

পরিব্রাজক কহিলেন, হে অমরগণ! ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া আমার সম্যক্ রূপে শ্রুত হইয়াছে যে, ধৃতি, শান্তি ও সত্যধর্ম্মের অনুবৃত্তি-দ্বারা হৃদয়ের অহঙ্কারাদি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি অপনীত করিয়া আত্ম-তুলনায় প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিবেক। কেহ নিন্দা বা তিরস্কার করিলে তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিবেক না, কেননা সহনশীল ব্যক্তির মনোবেদনাই ঐ আক্রোশকারীকে দহন করে এবং তাহার সুকৃত হরণ করিয়া লয়।

আক্রোশী, পরাবমানী, মিত্রদ্রোহী, নীচোপসেবী, অভিমানী ও হীন-চরিত্র হইবেক না। পীড়াকর কঠোর বাক্য সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবেক। রূক্ষ ও রূঢ় বাক্য মনুষ্যের মর্ম্ম, অস্থি, হৃদয় ও প্রাণ দহন করিতে থাকে; অতএব ধর্ম্ম-নিরত ব্যক্তি অকল্যাণী তীব্রতর কর্কশবাণী একবারেই পরিত্যাগ করিবেন। উগ্র ও পরুষভাষী যে নরাধম বাক্যরূপ কণ্টক নিচয় দ্বারা মানবগণের মর্ম্মভেদ করে; সে নিয়তই মুখনিবদ্ধা অলক্ষ্মী বহন করিতে থাকে; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাকে মনুষ্যকুলের নিরতিশয় অলক্ষ্মীহেতু বলিয়া জানিবেন। পণ্ডিত পুরুষ যদি অপরের অনল ও তপন-তুল্য প্রদীপ্ত তাদৃশ সুতীক্ষ্ণ বাক্য-বাণ নিকরে নিরতিশয় বিদ্ধ হয়েন, তবে তদ্দ্বারা অতিমাত্র দহ্যমান হইলেও তাঁহার ইহাই মনে করা কর্ত্তব্য যে, এই মর্ম্মঘাতী ব্যক্তি আমার সুকৃতি বিধান করিতেছে।

যে মনুষ্য সাধু কি অসাধু, তপস্বী কি তস্কর, যাদৃশ লোক সকলের উপাসনা করে, সে রঙ্গবশবর্ত্তী বসনের ন্যায় অবশ্যই তাহাদিগের বশতাপন্ন হয়।

কেহ অত্যুক্তি করিলে যিনি স্বয়ং তাহার প্রত্যুক্তি না করেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলান; যিনি আহত হইয়া স্বয়ং প্রতিঘাত না করেন এবং অন্য দ্বারাও না করান, অপিচ যিনি আঘাতকারী ব্যক্তির অণুমাত্র অনিষ্ট

ইচ্ছা না করেন সেই সুধীর পুরুষের সমাগমে দেবতারাও স্পৃহয়ালু হয়েন।

প্রথমত, কোন কথার প্রসঙ্গ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়; দ্বিতীয়ত, যদি কথা কহিতে হয় তবে, সত্য কথা কহাই বিধেয়; তৃতীয়ত, প্রিয় বাক্য বলা কর্ত্তব্য; চতুর্থত, ধর্ম্মানুগত বাক্যই বক্তব্য।

পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস করে, যাদৃশ লোকের উপাসনা করে, এবং যাদৃশ হইতে ইচ্ছা করে, তাদৃশই হইয়া থাকে। যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, তাঁহা তাহা হইতেই বিমুক্ত হয়; সর্ব্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে আর অণুমাত্র দুঃখও অনুভব করে না। ঐ পুরুষ কাহাকেও জয় করিতে ইচ্ছা করে না এবং অন্য-কর্ত্তৃক পরাজিতও হয় না; কাহারো বৈরকারী হয় না এবং কাহাকে প্রতিঘাতও করে না; নিন্দা কি প্রশংসা উভয়থাই সমভাবে থাকে; শোকও করে না, হৃষ্টও হয় না। যিনি সকলেরই অভ্যুদয় ইচ্ছা করেন, কাহারও অকল্যাণে মন করেন না এবং সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হয়েন, তিনিই উত্তম পুরুষ; যিনি অনর্থক সান্ত্বনা না করেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রদান করেন অথচ পরচ্ছিদ্রের অনুসন্ধান রাখেন, তিনি মধ্যম; আর অধম পুরুষের লক্ষণ এই যে, তাহাকে কিছুতেই শাসন করা যায় না; সে সর্ব্বদাই উৎপাতগ্রস্ত ও কলঙ্কিত হয়, মন্যুর বশম্বদতা হইতে কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হয় না এবং দৌরাত্ম্য ও কৃতঘ্নতা-প্রযুক্ত কাহারও মিত্র হইতে পারে না। যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ লোকদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার কল্যাণ সঙ্কলনে আস্থা না করে, অথচ আপনার প্রতিও শঙ্কান্বিত হয় এবং মিত্রবর্গকে দুর করিয়া দেয়, সেই অধম পুরুষ। যে মানব আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করে, সে উত্তম পুরুষদিগেরই সেবা করিবেক, এবং সময়ক্রমে মধ্যম লোক-সকলেরও উপাসনা করিতে পারিবেক, কিন্তু অধমের সেবা কদাচ করিবেক না। অধম পুরুষ নিয়ত উদ্যম-প্রযুক্ত বল, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার-সহকারে অর্থ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু কস্মিন্ কালেও সম্যক্‌রূপ প্রশংসা লাভ করিতে পারে না এবং মহাকুলের চরিত্রও প্রাপ্ত হয় না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! দেবতারা এবং ধর্ম্মার্থে সুনিশ্চল ও বহুল-শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মানবেরা মহাকুলের প্রতি স্পৃহা করিয়া থাকেন; অতএব তোমাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, মহাকুল-সকল কিরূপ?

বিদুর কহিলেন, যাহাতে তপস্যা, দম, বেদ, জ্ঞান, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ বিবাহ ও সতত অন্ন দান, এই সাতটি গুণ সম্যক্‌রূপে আচরিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মহাকুল। যাঁহাদিগের চরিত্র স্খলিত না হয়, এবং পিত্রাদি পূর্ব্ব পুরুষ যাঁহাদিগের দোষ দর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা বিশুদ্ধ জীবিকা-সহকারে ধর্ম্মাচরণ করেন এবং সত্যাবলম্বী হইয়া কুলের বিশিষ্ট-কীর্ত্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগেরই মহাকুল। যজ্ঞের অননুষ্ঠান, অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন ও ধর্ম্মের অতিক্রম-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। দেব-দ্রব্য বিনাশ, ব্রহ্মস্ব হরণ ও ব্রাহ্মণের অতিক্রম-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। হে ভারত! ব্রাহ্মণগণের প্রতি অবজ্ঞা ও নিন্দা দ্বারা এবং ন্যস্ত ধনের অপহরণ-দ্বারা প্রশস্ত কুল-সকলও দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়। সদ্ব্যবহার-বিহীন কুল-সমস্ত ধন, জন ও গবাদি পশুযূথে পরিপূর্ণ হইলেও কুল-সংখ্যা প্রাপ্ত হয় না; পরন্তু সদ্বৃত্তে অবিহীন কুল-সকল অল্প ধনশালী হইলেও কুল বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রচুর যশোরাশি আকর্ষণ করে। অতএব চরিত্রকেই যত্ন-পূর্ব্বক সংরক্ষণ করিবেক; ধনের ত আগম অপগম হইয়াই থাকে, সুতরাং ধনাংশে কোন ব্যক্তি ক্ষীণ হইলেও তাহাকে বাস্তবিক ক্ষীণ বলা যায় না, কিন্তু যে ব্যক্তি চরিত্রে হত হয়, সেই যথার্থ হত হইয়া থাকে। যে সমস্ত কুল সদ্বৃত্তবিহীন, তৎসমুদায় গো, অশ্ব ও অন্যান্য পশুযূথে সমাকীর্ণ এবং সুসমৃদ্ধিশালিনী কৃষি-বিশিষ্ট

হইলেও কোন ক্রমে উন্নত হইতে পারে না।

আমাদিগের কুলে কেহ যেন বৈরকারী, রাজার অমাত্য, পরধনাপহারী, মিত্রদ্রোহী, প্রতারণাপরায়ণ, মিথ্যাব্যবহারী এবং পিতৃ, দেব ও অতিথিগণের পূর্ব্বে ভোজনকারী না হয়। আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের হিংসা বা দ্বেষকারী হইবেক, অথবা কৃষিকর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেক, সে আমাদিগের সংসর্গ প্রাপ্ত হইবেক না।

সাধুগণের গৃহে তৃণ, ভূমি, জল ও সুনৃত-বাক্য, এই চারিটির কখনই উচ্ছেদ হয় না। হে রাজন্! হে মহাপ্রাজ্ঞ! পুণ্যকর্ম্ম-শালী ধার্ম্মিকেরা অতিথিগণের সৎকারার্থে প্রবৃত্ত এই কয়েকটি বস্তু পরম শ্রদ্ধা-সহকারে উপনীত করেন।

হে নৃপতে! ক্ষুদ্র হইয়াও শকট যে ভার-বহনে শক্ত হয়, অন্য মহীরুহ-সমূহ তাহা বহন করিতে পারে না; সেইরূপ সদ্বৃত্ত-সম্পন্ন মহাকুলীনেরা যাদৃশ ভার-সহ হইয়া থাকেন, ইতর মনুষ্যেরা কদাচ সেরূপ হইতে পারে না।

যাহার কোপ হইতে ভয় পাইতে হয়, সে মিত্র নহে; অথবা শঙ্কিত হইয়া যাহার উপচর্য্যা করিতে হয়, তাহাকেও মিত্র বলা যায় না; যে মিত্রের প্রতি পিতার ন্যায় আশ্বাস করা যায়, সেই মিত্র, তদ্ভিন্ন অন্য লোকদিগের সহিত কেবল মিত্রতা-সম্বন্ধ হয় মাত্র। সম্বন্ধ বা উপকারাদি কোন প্রকার বন্ধনে সম্বন্ধ না হইয়াও যে কোন ব্যক্তি মিত্রভাবে ব্যবহার করেন, তিনিই বন্ধু, তিনিই মিত্র, তিনিই গতি, তিনিই পরায়ণ অর্থাৎ পরম বিশ্বাস-ভাজন। পণ্ডিত-সেবায় পরাঙ্মুখ চলচিত্ত স্থূলবুদ্ধি পুরুষের মিত্র সংগ্রহ করা নিয়তই অনিশ্চিত। হংসগণ যেমন শুষ্ক সরোবর পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বশানুগামী অনাত্মবান্ চপল-চিত্ত মনুষ্যকে অর্থ-সকল অতিক্রম করে। চঞ্চল জলদের ন্যায় অসাধু লোকদিগের স্বভাবই এই যে, তাহারা অকস্মাৎ কুপিত হয় এবং বিনা কারণেই প্রসন্ন হইয়া থাকে।

যাহারা মিত্রগণ-সমীপে সৎকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদের উপকার সম্পাদন না করে, তাদৃশ কৃতঘ্ন নরাধমেরা মৃত হইলেও মাংসভোজী জন্তুগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না।

ধন থাকুক বা নাই থাকুক, মিত্রগণের অর্চ্চনা অবশ্যই করিবেক; অর্চ্চনা না করিলে তাঁহাদিগের সারবত্তার বা অসারতার পরিচয় পায় না।

সন্তাপে রূপ নষ্ট হয়; সন্তাপে বল ক্ষীণ হয়; সন্তাপে জ্ঞানভ্রষ্ট হয়; সন্তাপে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। যে নিমিত্ত শোক করা যায়, শোক-দ্বারা তাহাও পাওয়া যায় না, শরীরকেও সন্তপ্ত করা হয়, এবং তাহাতে শত্রুরাও হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব আপনি শোকে কদাচ মন করিবেন না। দেখুন, মনুষ্য পুনঃপুন মৃত ও জাত হয়, পুনঃ পুন হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুন যাচ্ঞা করে ও যাচিত হয়, এবং পুনঃপুন শোক করে ও শোচিত হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ, শুভাশুভ, লাভালাভ ও জীবন মরণ সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে স্পর্শ করে; অতএব ধীর ব্যক্তি তাহাতে হৃষ্টও হইবেন না, শোকও করিবেন না।

মনুষ্যের শ্রোত্রাদি এই ছয়টি ইন্দ্রিয় নিত্যই চঞ্চল; তাহাদিগের মধ্যে যেটি যে যে বিষয়ে বর্দ্ধিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতেই, ছিদ্রকুম্ভ হইতে জল নির্গমনের ন্যায়, তাহার বুদ্ধি নিয়ত বিগলিত হইতে থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দাহ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলে, অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত-প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমি কপট-ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি; সুতরাং তিনি যুদ্ধ-দ্বারা আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের নিঃশেষে বিনাশ করিবেন। এইরূপ ভাবনায় আমার পক্ষে সকলই নিয়ত উদ্বেগ-পূর্ণ বোধ হইতেছে;—আমার মন নিত্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছে; অতএব হে মহামতে! যে পদ উদ্বেগ-শূন্য তাহাই আমারে বল!

বিদুর কহিলেন, হে কল্যাণিন্! বিদ্যা ও তপস্যা ভিন্ন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ভিন্ন এবং সম্যক্ প্রকারে লোভ ত্যাগ ভিন্ন আর কিছুতেই আপনকার শান্তি দেখিতেছি না। লোকে বুদ্ধি-দ্বারা ভয়াপনোদন করে, তপস্যা-দ্বারা মহৎ বস্তু লাভ করে এবং গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা জ্ঞান ও যোগ-দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হয়। মোক্ষ-পথাবলম্বী মানবগণ দানজন্য পুণ্য কি বেদোক্ত পুণ্য আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াই সংসারে বিচরণ করেন। সুন্দর অধ্যয়নের, সুন্দর যুদ্ধের, সুকৃত কর্ম্মের এবং সুতপ্ত তপস্যার সুখ পরিণামে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! ভেদপ্রাপ্ত মনুষ্যেরা সুন্দর আস্তরণ-যুক্ত সুখকর শয্যা প্রাপ্ত হইয়াও কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না, রমণী-নিকরেও রতি লাভ করিতে পারে না এবং সূত মাগধ বন্দীগণ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াও সুখ পায় না। ভেদগ্রস্ত মানবগণ কস্মিন্ কালেও ধর্ম্মাচরণে সমর্থ হয় না, সুখ লাভ করিতে পারে না, গৌরব প্রাপ্ত হয় না এবং শান্তি লাভেও স্পৃহা করিতে পারে না। হিতকর বাক্যে তাহাদিগের রুচি হয় না এবং অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের রক্ষা করাও তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। হে মনুজেন্দ্র! ভেদ প্রাপ্ত লোকদিগের বিনাশ ভিন্ন আর অন্য গতি নাই। যেমন গোধনে ক্ষীরাদি সম্পত্তি হওয়া সম্ভব, ব্রাহ্মণে তপস্যা সম্ভবনীয়া, এবং নারীগণে চাপল্য সম্ভবপর, সেইরূপ জ্ঞাতি হইতেও ভয় সম্ভাব্য। সমপরিমাণ, বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আয়ত তন্তু-সকলও বহুত্ব-প্রযুক্ত তন্তুবায়ের বেমাঘাতাদি যে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, ইহাই সাধু জ্ঞাতিদিগের উপমা। হে ভরতর্ষভ ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ দগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয় এবং সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যাহারা গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও জ্ঞাতিগণের উপরে শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহারা বৃন্ত হইতে পক্ক-ফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হয়। একাকী সঞ্জাত কোন বৃক্ষ সুবৃহৎ বল-শালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও, সমীরণ বল-পূর্ব্বক ক্ষণ কালের মধ্যেই তাহাকে স্কন্ধের সহিত বিমর্দ্দিত করিতে পারে; কিন্তু যে সমস্ত মহীরুহ অনেকে একত্র-সমবেত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, তৎসমুদায় পরস্পর আশ্রিত হওয়ায় অতি বেগশালী বায়ু সকলকেও সহ্য করিয়া থাকে। অতএব পবন যেমন একজাত মহীজের সহজেই নিধন-সাধন করে, সেইরূপ একাকী কোন মনুষ্য অশেষ গুণ-নিকরে সমন্বিত হইলেও শত্রুরা তাহার পরাভব অনায়াস-সাধ্য বিবেচনা করে। সরোবরে পঙ্কজ-পুঞ্জের ন্যায় জ্ঞাতিগণ পরস্পর সম্মেলন ও পরস্পর আশ্রয় দান-দ্বারাই সম্বর্দ্ধিত হয়। গো, ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি, শিশু, নারী, শরণাগত ও যাহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায়, ইহারা সকলেই অবধ্য।

হে রাজন্! সধনতা ভিন্ন মনুষ্যের কোন গুণই শোভা পায় না; পরন্তু আতুর না হইলেই আপনকার মঙ্গল হইতে পারে, যেহেতু রোগীরা মৃতের তুল্য। মহারাজ! অব্যাধি-জনিত স্বভাব সিদ্ধ দ্বেষ এক প্রকার শিরঃপীড়াকর, পাপ-ফলোপধায়ক মহা-কটু নিরতিশয় ক্লেশ-দায়ক তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ বিষ-স্বরূপ; সে বিষ সজ্জনগণেরই পেয়, অসাধুলোকেরা কখনই তাহা পান করিতে পারে না; অতএব আপনি সেই দ্বেষ-বিষ পান করিয়া প্রশান্ত হউন। রোগাতুর মনুষ্যগণ ধনাদি ফল-সকলের প্রতি আদর-পরায়ণ হয় না এবং বিষয়-সমূহেও রতি লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রতিনিয়তই দুঃখিত;— না অর্থসম্ভোগ না সুখ, কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

হে রাজন্! পূর্ব্বে দ্রৌপদীরে দ্যূতে পরাজিতা দেখিয়া আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'পণ্ডিতেরা অক্ষক্রীড়ায় প্রতারণা পরিহার করেন, অতএব আপনি দুর্য্যোধনকে নিবারণ করুন;' কিন্তু আপনি আমার সে বাক্য গ্রাহ্য করেন নাই। মার্দ্দব যে বলের বিরোধী হয়, তাহা বলই নহে; বল ও

মার্দ্দব এই বিমিশ্রিত সূক্ষ্ম ধর্ম্মেরই ভজনা করা কর্ত্তব্য; নিরবচ্ছিন্ন ক্রূরতা অবলম্বন করিলে অবিলম্বেই রাজলক্ষ্মীর বিধ্বংস হয়; যে রাজশ্রী মৃদুতা ও উগ্রতা উভয়কেই আশ্রয় করে, তাহাই পুত্র পৌত্র পরম্পরায় সঞ্চরণ করে। অতএব হে রাজন্! আপনকার পুত্রেরা পাণ্ডবদিগের প্রতিপালন করুন এবং পাণ্ডু-তনয়েরাও আপনকার নন্দনগণের সংরক্ষণ করুন; এইরূপে সমশত্রুমিত্র হওয়ায় কৌরব ও পাণ্ডবগণ মহাসমৃদ্ধ হইয়া পরমসুখে জীবন যাপন করুন। হে আজমীঢ়! এক্ষণে আপনিই কৌরবদিগের মেধি, অর্থাৎ প্রধান আশ্রয়-স্থান হইয়াছেন; এই কুরুকুল আপনকারই অধীন রহিয়াছে; অতএব হে তাত! স্বকীয় যশঃস্তম্ভ রক্ষা করত বনবাস-প্রতপ্ত বালক পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন। হে কুরু-প্রবর নরদেব! আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। শত্রুরা যেন আপনকার ছিদ্র প্রার্থনা না করে। হে নরেন্দ্র! পাণ্ডু-তনয়েরা সকলেই সত্যে অবস্থিত আছেন, এক্ষণে আপনি দুর্য্যোধনকে সেই সত্যপথে স্থাপিত করুন।

বিদুর-হিতবাক্যে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

বিদুর কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ, রাজেন্দ্র! আপনকার কল্যাণোদ্দেশে আমি আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। স্বয়ম্ভু-নন্দন মনু পশ্চাদুক্ত এই সপ্তদশ প্রকার মনুষ্যকে মুষ্টি-দ্বারা আকাশে আঘাতকারী, অপরিণমনীয় শত্রুধনুর নমনকারী এবং গ্রহণাযোগ্য সূর্য্য-কিরণের গ্রহণকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হে নরেন্দ্র! যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, যে রোষপরবশ হয়, যে শত্রুকে অতিমাত্র ভজনা করে, যে কামিনীদিগকে রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, যে অযাচ্য লোকের নিকটে যাচ্ঞা করে, যে আত্মশ্লাঘা করে, সদ্বংশে জন্মিয়া যে ব্যক্তি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, বলহীন হইয়া যে ব্যক্তি বলশালীর সহিত নিত্য-বৈরিতাচরণ করে, যে অশ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিকে কোন কথা বলে, যে অকাম্য বস্তুর কামনা করে, শ্বশুর হইয়া যে বধূর প্রতি অন্যের পরিহাসে অনুমোদন করে, বধূর দ্বারা বীত-ভয় হইয়া যে মানব মান-কামী হয়, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে স্ত্রীকে অতিশয় নিন্দা করে, যে লাভ করিয়াও "স্মরণ নাই" এই কথা বলে, পূর্ব্বে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থিত হইলে যে শ্লাঘা করে, এবং যে অসত্যের সত্যত্ব প্রতিপাদনে যত্ন করে, এই সপ্তদশ পুরুষকে পাশহস্ত যম-কিঙ্করেরা নরকে লইয়া যায়।

যে মানুষ যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতিও ঐ ব্যক্তি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কপটাচারী হয়, তাহার সহিত কপট-ব্যবহার করা এবং যিনি সদাচারী হন, তাঁহার সহিত সদাচরণ করাই বিধেয়।

জরা রূপ হরণ করে, আশা ধৈর্য্য লোপ করে, মৃত্যু প্রাণ হরিয়া লয়, অসূয়া ধর্ম্মাচরণের ব্যাঘাত জন্মায়, কাম লজ্জাভ্রষ্ট করে, অসাধুসেবা চরিত্র নষ্ট করে, ক্রোধ শ্রীবিলোপী হয়, কিন্তু অভিমান সকলই লোপ করিয়া দেয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যখন সকল বেদ-মধ্যেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কি নিমিত্ত লোকে সমস্ত আয়ুঃ প্রাপ্ত না হয়?

বিদুর কহিলেন, হে নরাধিপ! অভিমান, অতিবাদ, অত্যাগ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ, এই ছয়টি সুতীক্ষ্ণ অসি-স্বরূপ হইয়া দেহিনিবহের আয়ুশ্ছেদন করে; ইহারাই মানবগণের নিধন-সাধন হয়, মৃত্যু নহে; অতএব ইহাই বিবেচনা করিয়া আপনি কল্যাণ লাভ করুন।

হে ভারত! যেব্যক্তি বিশ্বস্তলোকের দার হরণ করে, যে গুরুপত্নীগামী হয়, দ্বিজ হইয়া যে শূদ্রাণী-পতি ও মদ্যপায়ী হয়, যে ব্রাহ্মণগণের আদেশকারক, প্রেষক বা বৃত্তিহন্তারক হয়, আর যে শরণাগত ব্যক্তিকে

বধ করে, ইহারা সকলেই ব্রহ্মঘাতীর সমান। শ্রুতি আছে যে, ইহাদিগের সহিত সংসর্গ হইলেও প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতগণের বাক্য গ্রহণ-কারী, নীতিজ্ঞ, বদান্য, শেষান্নভোজী, অবিহিংসক, অনর্থকর কার্য্যে অনিপুণ, কৃতজ্ঞ, সত্য, মৃদু ও বিদ্বান্ পুরুষ সর্গে গমন করেন। হে রাজন্! প্রিয়বাদী মনুষ্য-সকল সততই সুলভ; কিন্তু অপ্রিয় অথচ পথ্য বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। যে ভৃত্য ভর্ত্তার প্রিয় অপ্রিয় পরিহার করিয়া শুদ্ধ ধর্ম্মমাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক অপ্রিয় পথ্য বাক্য-সকলের উল্লেখ করে, তাহার দ্বারাই রাজা যথার্থ সহায়-সম্পন্ন হয়েন।

কুল রক্ষার নিমিত্তে তত্রত্য কোন এক পুরুষকে পরিত্যাগ করিবেক; গ্রাম রক্ষার নিমিত্তে কুল ত্যাগ করিবেক; জনপদ রক্ষার নিমিত্তে গ্রামও পরিত্যাগ করিবেক; আত্ম-রক্ষার্থে পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবেক। আপদুদ্ধারের নিমিত্তে ধন রক্ষা করিবেক; ধনসমূহ-দ্বারাও দারা রক্ষা করিবেক; পরন্তু ধন ও দারা উভয়-দ্বারাই আত্মাকে সতত রক্ষা করিবেক। এই যে দ্যূতক্রীড়া, ইহা পূর্ব্বকল্পে মানবগণের বৈরকর দৃষ্ট হইয়াছে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিহাসের নিমিত্তেও দ্যূতসেবা করিবেন না। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি দ্যূতকালেও বলিয়াছিলাম 'ইহা যুক্তিযুক্ত নহে;' কিন্তু হে বৈচিত্রবীর্য্য! পীড়িতের পথ্য ঔষধের ন্যায়, আপনকার সেই বাক্যে রুচি হয় নাই। হে নরেন্দ্র! আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্ররূপ কাকগণ-কর্ত্তৃক বিচিত্র বর্হযুক্ত পাণ্ডব ময়ূরদিগকে পরাজিত করাইতে উৎসুক হইতেছেন,—সিংহসকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শৃগালদিগকে রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু কালপ্রাপ্তে অবশ্যই শোক-পরায়ণ হইবেন।

হে তাত! যিনি হিত-কার্য্যে নিরত প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি সর্ব্বদা কোপ প্রকাশ না করেন, ভৃত্যেরা তাদৃশ ভর্ত্তার প্রতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং আপদ্কালেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

ভৃত্যবর্গের বৃত্তি-নিরোধ-দ্বারা অপূর্ব্ব রাজ্যধন সংগ্রহের অভিলাষ করিবেক না, কেন না বঞ্চিত ও ভোগবিহীন হইলে স্নেহান্বিত অমাত্যেরাও বিরুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পরিত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমস্ত, আয়, ব্যয় ও অনুরূপ বৃত্তি নিরূপিত করিয়া পশ্চাৎ উপযুক্ত সহায়-সমগ্র সংগ্রহ করিবেক; যেহেতু দুষ্কর কার্য্য-সকলও সহায়-বলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যিনি ভর্ত্তার অভিপ্রায় জানিয়া নিরালস্য হইয়া সমস্ত কার্য্য করেন এবং হিতবক্তা, অনুরক্ত, মহানুভব ও শক্তিজ্ঞ হয়েন, তাঁহারে আত্মার ন্যায় অনুকম্পা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু যেব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া কথা গ্রাহ্য না করে এবং নিযোজিত হইয়া যে অস্বীকার করে, তাদৃশ প্রজ্ঞাভিমানী ও প্রতিকূলবাদী ভৃত্যকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করা বিধেয়। পণ্ডিতেরা ভৃত্যকে দর্প-রহিত, পুরুষকার-যুক্ত, সত্বরকর্ম্মকারী, সদয়, পরিচ্ছন্ন, অন্য-কর্ত্তৃক অহার্য্য, রোগশূন্য কুলে উৎপন্ন ও উদার-বাক্য, এই অষ্ট প্রকার গুণ সম্পন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

বিশ্বাস-প্রযুক্ত অসময়ে পরের গৃহে বিজ্ঞাপন করিয়াও কখন গমন করিবেক না; রাত্রিকালে প্রাঙ্গনে লুক্কায়িত থাকিবেক না এবং রাজকমনীয়া কামিনীরে কদাচ প্রার্থনা করিবেক না।

মন্ত্রণাসিদ্ধ বিষয়ের অপলাপ করিবেক না; পরন্তু যে ব্যক্তি অনেকের সহিত মন্ত্রণা করে এবং কুসংসর্গে থাকে, তাহার নিকটে কোন কারণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ছল করিয়া মন্ত্রণা প্রদানে বিরত হইবেক, 'তোমারে বিশ্বাস করি না' এ কথা কদাচ বলিবেক না।

করুণাবান্, রাজা, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, বালপুত্রা বিধবা, সেনাজীবী ও হৃতসম্পত্তি, ইহারা ঋণাদানাদি ব্যবহারে বর্জ্জনীয়।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা, এই আটটি

গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। হে তাত! একটি গুণ এই মহাফলোপধায়ক গুণ-সকলকে বল-পূর্ব্বক আশ্রয় করে। রাজা যদি কোন মনুষ্যের প্রতি সংকার প্রদর্শন করেন, তবে এই রাজসমাদর রূপ গুণটিই উক্ত সমুদায় গুণ ধারণ করে।

স্নানশীল-ব্যক্তিকে বল, রূপ, স্বরশুদ্ধি, বর্ণবিশুদ্ধি, স্পর্শ, গন্ধ, বিশুদ্ধতা, শ্রী, সুকুমারতা ও বরারোহা কামিনীগণ, এই দশটি গুণ ভজনা করে; আর পরি-মিতাহারী পুরুষ ছয় গুণের ভাজন হইয়া থাকে; তাহার আরোগ্য, আয়ুঃ, বল ও সুখ হয়, সন্তান-সন্ততি গুলি দোষশূন্য ও বলিষ্ঠ হয় এবং তাহাকে কেহ ঔদরিক বলিয়া নিন্দা করে না।

অকর্ম্মশীল, বহুভোজী, লোকবিদ্বেষ-ভাজন, বহু-তর ছলনাকারী, নৃশংস, দেশকাল-পরিজ্ঞানে অন-ভিজ্ঞ ও অনিষ্টবেশকারী, এই সকল লোককে গৃহে বাস করাইবেক না।

কৃপণ, আক্রোশকারী, অশাস্ত্রজ্ঞ, বনবাসী, ধূর্ত্ত, অমান্যমানী, নিষ্ঠুর-বাদী, দৃঢ়-বৈর ও কৃতঘ্ন, ইহা-দিগকে অত্যন্ত পীড়িত হইলেও কখন যাচ্ঞা করি-বেক না।

আততায়ী, অতিশয় প্রমাদী, নিত্য-মিথ্যাসক্ত, অদৃঢ়-ভক্তি, স্নেহশূন্য ও বহুমানী, এই ছয় নরাধম-দিগকে সেবা করিবেক না।

অর্থ সকল সহায়নিবন্ধন এবং সহায়-সকলও অর্থ-নিবন্ধন; পরস্পর অনুবন্ধী এই দুই বিষয় পরস্প-রের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না।

উৎপাদন-পূর্ব্বক পুত্র সকলকে অঋণী করিয়া, তাহাদিগের কোন জীবিকা বিধান করিয়া এবং কুমারীগণকে উপযুক্ত স্থানে সংপ্রদান করিয়া পরি-শেষে অরণ্যবাসী হইয়া মুনি হইতে ইচ্ছা করিবেক।

প্রভুর কর্ত্তব্য এই যে, যাহা সর্ব্বভূতের হিতকর এবং আপনারও সুখাবহ হয় তাহাই করেন, যেহেতু ইহাই তাঁহার ধর্ম্মার্থ সিদ্ধির মুল।

যাঁহার বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ত্ব, উদ্যম ও ব্যবসায় আছে, তাঁহার আর জীবিকার অভাব নিমিত্ত ভয় হইবে কেন?

পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রামে আপনি কতপ্রকার দোষ দেখুন, যাহাতে ইন্দ্র-সহ দেবতারাও ব্যথিত হইতে পারেন; একে ত পুত্রগণের সহিত শত্রুতা তাহাতে নিত্য উদ্বেগে বাস, যশঃপ্রণাশ ও শত্রু-গণের হর্ষ। হে ইন্দ্র-সদৃশ! ভীষ্মের, আপনকার, দ্রোণাচার্য্যের এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের কোপ প্রবৃদ্ধ হইলে, আকাশে বক্রভাবে পতিত ধূমকেতুর ন্যায়, এই সমস্ত লোকের ধ্বংসোৎপাদন করিতে পারে। আপনকার শত পুত্র, কর্ণ ও পঞ্চ পাণ্ডব, ইহাঁরা সাগরাম্বরা অখিল বিশ্বম্ভরার অনুশাসন করিতে সমর্থ। হে রাজন্! আপনকার পুত্রেরা বন-স্বরূপ আর পাণ্ডু-তনয়েরা ব্যাঘ্র-স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব ব্যাঘ্রযুক্ত বনকে ছেদন করিবেন না এবং ব্যাঘ্রেরাও যেন বন হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। ব্যাঘ্রগণ ব্যতীত বন থাকিতে পারে না এবং বন ব্যতিরেকেও ব্যা-ঘ্রেরা থাকিতে পারে না; কেননা, ব্যাঘ্রগণ-কর্ত্তৃক বন রক্ষিত হয় এবং বন ব্যাঘ্রদিগকে রক্ষা করে।

পাপচিত্ত মনুষ্যেরা অন্যের দোষ জানিতে যে-রূপ ইচ্ছা করে, শুভময় গুণ-সমস্ত জানিবার নিমিত্ত সেরূপ ইচ্ছুক হয় না।

অর্থে পরমা সিদ্ধি ইচ্ছা করত অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেক; যেহেতু স্বর্গলোক হইতে অমৃতের ন্যায়, ধর্ম্ম হইতে অর্থ কখন অপগত হয় না। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত এবং কল্যাণে নিবেশিত হইয়াছে, তিনি এই অখিল সংসারের তত্ত্বজ্ঞ হই-য়াছেন;—প্রকৃতি আর যে বিকৃতি তাহা তিনিই জানিয়াছেন। যিনি যথাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে মিলিত ধর্ম্মার্থ-কামের অধিকারী হন। হে রাজন্! যিনি ক্রোধ ও হর্ষের সমুত্থিত বেগকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করেন এবং যিনি আপদ্‌কালে বিমুগ্ধ না হন তিনিই লক্ষ্মীর ভাজন।

পুরুষের পঞ্চ প্রকার বল নিত্যকাল প্রসিদ্ধ; আপনকার মঙ্গল হউক, আপনি তৎসমুদায় আমার নিকটে শ্রবণ করুন। মহারাজ! যাহা বাহুবল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাকে কনিষ্ঠ বল বলে; মিত্রলাভকে দ্বিতীয় বল বলা যায়; পণ্ডিতেরা ধনলাভকে তৃতীয় বল বলেন; মনুষ্যের পিতৃপিতামহ-সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক যে বল, অভিজাত-নামক সেই বল চতুর্থ বল বলিয়া স্মৃত হয়। হে ভারত! যে বল সকল বলের শ্রেষ্ঠ, যাহার দ্বারা উক্ত সমুদায় বল সংগৃহীত হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাবল বলে।

যে ব্যক্তি মনুষ্যের মহান্ অপকার করিতে সমর্থ হয়, তাহার সহিত বৈর-বন্ধন করিয়া "দূরস্থ আছি" এ মনে করিয়া আশ্বাস-যুক্ত হইবেক না। কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব স্ত্রী, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু, শত্রু, ভোগ ও আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন?

বুদ্ধি-বাণে অভিহত প্রাণীর চিকিৎসকও নাই ঔষধও নাই; তাহার পক্ষে হোমমন্ত্র, মঙ্গল কর্ম্ম, অথর্ব্ব মন্ত্র, কি পারদাদি অগদ, কিছুই সুসিদ্ধ হয় না।

হে ভারত! সর্প, অগ্নি, সিংহ ও কুলপুত্র, ইহাদিগকে অবজ্ঞা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু ইহারা সকলেই অতিতেজস্বী। লোকে মহান্ তেজঃপদার্থ অগ্নি কাষ্ঠ-মধ্যে লুক্কায়িত থাকে; যে পর্য্যন্ত অন্য-কর্ত্তৃক দীপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আর সে কাষ্ঠকে ভক্ষণ করে না; কিন্তু যখন নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক কাষ্ঠ হইতে দীপিত হয়, তখন সেই অগ্নিই তেজঃদ্বারা সেই কাষ্ঠ ও অন্য বনকে শীঘ্র নির্দহন করে। অনল-তুল্য-তেজস্বী ক্ষমাশীল কুলীনেরাও অবিকল এইরূপ; তাঁহারা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ না করিয়া কাষ্ঠ-মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন, কিন্তু উত্তেজিত হইলেই স্বাভাবিক প্রভাব-পুঞ্জ প্রকটিত করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি লতা-স্বরূপ, আর পাণ্ডু-তনয়েরা বৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছেন; মহাবৃক্ষকে আশ্রয় না করিলে, লতা আর কখন বর্দ্ধিত হইতে পারে না। হে অম্বিকা-নন্দন! আপনি পুত্রগণের সহিত একটি বন-স্বরূপ, আর পাণ্ডবেরা তাহাতে সিংহ-স্বরূপ হইয়াছেন; অতএব হে তাত! সিংহ-বিহীন হইলে বন যে বিনষ্ট হয় এবং বন ব্যতিরেকেও সিংহেরা যে বিনষ্ট হইতে পারে, ইহা আপনি নিশ্চয় বোধগম্য করুন।

বিদুর-হিতবাক্যে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ৩৭॥

বিদুর কহিলেন, বৃদ্ধ আইলে যুবকের প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করে, পরে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন-দ্বারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোক গৃহে সমাগত হইলে, যুবক গৃহস্থব্যক্তি সসম্ভ্রমে মহাব্যাকুলিত হয়, পশ্চাৎ তাঁহার সমুচিত সৎকারাদি করিয়া স্বস্তিলাভ করে। ধীর পুরুষ অভ্যাগত সাধু ব্যক্তিকে অগ্রে আসন প্রদান করিয়া জলানয়ন-পূর্ব্বক পাদ-প্রক্ষালন করাইয়া কুশল জিজ্ঞাসানন্তর আপন অবস্থা বিজ্ঞাপন করিবেক; পশ্চাৎ সম্যক্‌রূপ অবেক্ষণ-পূর্ব্বক অন্ন প্রদান করিবেক। পণ্ডিতেরা বলেন, মন্ত্রাভিজ্ঞ পুরুষ যাহার গৃহে লোভ ভয় বা কার্পণ্য-হেতুক গো, মধুপর্ক ও জল গ্রহণ না করেন, তাহার জীবন বৃথা; অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া যে ব্যক্তি লোভাদি পরতন্ত্র হইয়া অভ্যাগত মান্য লোককে যথাযোগ্য অতিথি-সৎকার প্রদান না করে, সে নিতান্ত পাষণ্ড।

চিকিৎসক, শল্য-নির্ম্মাণ-কারী, নিয়ম-ভ্রষ্ট, চৌর, ক্রূর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণহত্যাকারী, সেনাজীবী ও বেদবিক্রায়ক অতিথি, জলদানের যোগ্য না হইলেও অতিশয় প্রিয়, অর্থাৎ জামাতা-প্রভৃতির ন্যায় পূজনীয়।

লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফলমুল, শাক, রঞ্জিত বস্ত্র, সর্ব্ব প্রকার গন্ধদ্রব্য ও গুড়, এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণের অবিক্রেয়।

যাঁহার নিকটে লোষ্ট প্রস্তর কি কাঞ্চন সকলই

সমান, যিনি রোষ-শূন্য, শোক-রহিত, বিগত-সন্ধি-বিগ্রহ ও নিন্দা প্রশংসায় বিরত হইয়া উদাসীনের ন্যায় প্রিয়াপ্রিয় পরিহার করত বিচরণ করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার মূল ইঙ্গুদ শাক-প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ-দ্বারা যাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, যাঁহার আত্মা সুন্দররূপে সংযত হইয়াছে, যাঁহারে অগ্নি-কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, যিনি বনে বাস করিয়াও অতিথিগণের প্রতি অপ্রমত্ত থাকেন, তাদৃশ পুণ্যকারী ব্যক্তিই তাপস-ধুরন্ধর।

বুদ্ধিশালী লোকের অপকার করিয়া "দূরস্থ আছি" এরূপ ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবেক না; কেননা বুদ্ধিমানের বাহুযুগল সুদীর্ঘ; তিনি হিংসিত হইয়া, হিংসকেরা দূরে থাকিলেও তদ্দ্বারা তাহাদিগকে হিংসা করেন।

বিশ্বাসানর্হ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেক না এবং বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকেও অতিশয় বিশ্বাস করিবেক না; কেননা বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইয়া, যে বিষয়ে বিশ্বাস করা যায়, তাহার মূল-সকল পর্য্যন্তও ছেদন করিতে পারে।

ঈর্ষা-শূন্য হইবেক, স্ত্রীকে যত্ন-পূর্ব্বক রক্ষা করিবেক, সকলকে সংবিভাগ করিয়া দিবেক, সকলের প্রিয়বাদী হইবেক এবং ভার্য্যার নিকটে পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টভাষী হইবেক, কিন্তু তাহাদিগের বশবর্ত্তী হইবেক না। পণ্ডিতেরা পূজাযোগ্যা, পবিত্রা, গৃহের শোভা-স্বরূপা, মহাভাগা পত্নীদিগকে গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

পিতাকে অন্তঃপুর, মাতাকে পাকশালা, আর আত্মতুল্য কোন লোককে গো-রক্ষণের ভার দিবেক, ভৃত্যবর্গ-দ্বারা বাণিজ্য-কার্য্য ও পুত্রগণ-দ্বারা দ্বিজ-সেবা করাইবেক এবং আপনিই কৃষিকর্ম্মে গমন করিবেক।

জল হইতে অনলের, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং প্রস্তর হইতে লোহের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহাদিগের তেজ অন্য সকল স্থানেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় যোনিতে লয় প্রাপ্ত হয়।

পাবকসম-তেজস্বী, সচ্চরিত্র ক্ষমাশীল কুলীনেরা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন না করিয়া কাষ্ঠ-মধ্যে অগ্নির ন্যায় নিয়ত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন।

কি বহিশ্চর কি অন্তরঙ্গ কেহই যাঁহার মন্ত্রণা জানিতে না পারে, সর্ব্বত্রদর্শী সেই মহীপতি চিরকাল ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ করেন।

ধর্ম্মার্থ-কামোদ্দেশে যে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, তৎসমুদায় অগ্রে প্রকাশ করিবেক না; কৃত হইলেই দেখাইবেক; এরূপ করিলে আর মন্ত্রভেদ হয় না। গিরিপৃষ্ঠে বা বিজন-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া অথবা তৃণ-মাত্র ব্যবধান-শূন্য অরণ্য-মধ্যে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রণা করা বিধেয়। হে ভারত! যে ব্যক্তি সুহৃদ্ না হয়, কিংবা সুহৃদ্ হইয়াও যদি অপণ্ডিত হয়, অথবা পণ্ডিত ও সুহৃদ্ হইয়াও যদি আত্মবশ না হয়, তবে তাদৃশ মনুষ্য উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা জানিবার যোগ্য নহে। মহীপাল পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও আপনার অমাত্য করিবেন না; কেননা অমাত্য-বর্গের উপরেই অর্থলিপ্সা ও মন্ত্ররক্ষণ নির্ভর করে। যাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বিষয়ে যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলেই পারিষদেরা জানিতে পারে, সেই রাজাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা। মন্ত্রিত বিষয় গুপ্ত থাকায় তাদৃশ নরপতির নিঃসন্দেহ সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মোহ-প্রযুক্ত যে ব্যক্তি অপ্রশস্ত কার্য্য-সমস্তের অনুষ্ঠান করে, সে সেই সেই কার্য্যের বিপরিণামে জীবিত হইতেও পরিভ্রষ্ট হয়। প্রশস্তকর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান সুখাবহ হয়; আর তৎসমুদায়ের অননুষ্ঠানই পশ্চাত্তাপের হেতু হইয়া থাকে। যেমন বেদাধ্যয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ-যোগ্য হয় না, তদ্রূপ যাহার যাড়্গুণ্য অর্থাৎ রাজ্য রক্ষণের উপযোগী সন্ধি-বিগ্রহাদি ছয় উপায় শ্রুত না হইয়াছে, সে মন্ত্র শ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না।

হে রাজন্! স্থিতি বৃদ্ধি ও হ্রাসের অভিজ্ঞ, যাড়্গুণ্য-বেদী, সমাদৃত-চরিত্র মহীপালের পৃথিবী স্বাধীনা হয়।

যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ বৃথা না হয়, যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমস্ত স্বয়ং পর্য্যালোচন করেন এবং আপন প্রত্যয়ের অধীনে কোষ রক্ষা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বসুন্ধরা নিশ্চয়ই বসুপ্রদায়িনী হয়।

কেবল নাম ও ছত্রমাত্র-দ্বারাই মহীপতি তুষ্ট হইবেন; অর্থ-সমস্ত ভৃত্যদিগকে সম্বিভাগ করিয়া দিবেন, একাকীই সর্ব্বহারী হইবেন না।

যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে জানেন, ভর্ত্তা স্ত্রীকে জানেন, নৃপতি অমাত্যকে জানেন, সেইরূপ রাজাই রাজাকে জানেন।

শত্রু বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়া বশায়ত্ত হইলে তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হীন-বল হইয়া বধার্হ-শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবেক. কিন্তু বল প্রাপ্ত হইলেই বধ করিবেক; কেননা নিহত না করিলে তাহা হইতে অচিরেই ভয় উৎপন্ন হয়।

দেবতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বালক ও আতুর, এই সকলের প্রতি প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বদা ক্রোধের সংযম করিবেক।

প্রজ্ঞাবান্ মানব মূঢ়জন-সেবিত অনর্থক কলহ পরিত্যাগ করিবেন; তদ্দ্বারা তিনি লোক-মধ্যেও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন এবং অনর্থেও যুক্ত হন না।

কামিনীগণ যেমন ক্লীব পতিকে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যাঁহার প্রসাদ নিষ্ফল এবং ক্রোধও নিরর্থক, তাদৃশ ব্যক্তিকে প্রজারা স্বামী করিতে অভিলাষ করে না।

বুদ্ধিও ধনলাভের নিমিত্ত নহে এবং আলস্যও অসমৃদ্ধির কারণ নহে; লোক-পর্য্যায়-বৃত্তান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিই জানেন, ইতরে তাহা জানিতে পারে না; অর্থাৎ দৈব ও প্রাক্তন কর্ম্মকেই পণ্ডিতেরা লোকের শুভাশুভ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

হে ভারত! মূঢ়লোকে বিদ্যাবৃদ্ধ, শীল-বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, বুদ্ধি-বৃদ্ধ, ধন-বৃদ্ধ ও কৌলীন্যবৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে নিত্যই অবমাননা করে। হীন-চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়াকারী, অধার্ম্মিক, দুষ্টভাষী ও ক্রোধন ব্যক্তিকে শীঘ্রই অনর্থ আশ্রয় করিয়া থাকে।

অবঞ্চন, মর্য্যাদার অনুল্লঙ্ঘন ও সম্যক্ প্রণিহিত অর্থাৎ হিতকর বাক্য-সমস্ত প্রাণিবর্গকে বশীভূত করে।

অবঞ্চক, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, মতিমান্ ও সরল মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে ধনহীন হইলেও পরিবারণ লাভ করেন অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বরণীয় হন।

ধৈর্য্য, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, অনিষ্ঠুর-বাক্য ও মিত্রগণের অনভিদ্রোহ, এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্দীপক।

হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি অসংবিভাগী অর্থাৎ ভৃত্যবর্গে বণ্টন না করিয়া স্বয়ং সর্ব্বহারী, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ হয়, লোক-মধ্যে তাদৃশ নরাধমকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি স্বয়ং সদোষ হইয়া কোন নির্দ্দোষ অন্তরঙ্গ লোককে কোপিত করে, সে সসর্প-গৃহবাসীর ন্যায় রাত্রিকালে সুখে শয়ন করিতে পারে না।

হে ভারত! যাহারা দূষিত হইলে যোগক্ষেমের দোষোৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে দেবতাদিগের ন্যায় সর্ব্বদা প্রসাদিত করিবেক।

যে সকল অর্থ স্ত্রী, প্রমত্ত, পতিত ও অনার্য্য-লোকের হস্তগত হইয়াছে, সে সকলই সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অর্থাৎ তাদৃশ অর্থের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

হে রাজন্! স্ত্রীলোক, ধূর্ত্ত অথবা বালক যাহাদিগের শাসনকারী হয়, তাহারা অবশ হইয়া, নদীতে প্রস্তর-নির্ম্মিত উড়ুপের ন্যায়, নিমগ্ন হয়।

হে ভারত! যাঁহারা বিশেষ অর্থাৎ অবান্তর প্রয়োজনে সমুৎসুক না হইয়া মুখ্যপ্রয়োজন সাধনে উদ্যুক্ত হন, তাঁহাদিগকেই আমি পণ্ডিত বলিয়া মানি; কেননা বিশেষ সমস্ত প্রসঙ্গক্রমেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বঞ্চক, নর্ত্তক অথবা কুলটা কামিনীরা যাঁহাকে

প্রশংসা করে, সে মানব আর জীবিত থাকে না; অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই প্রতারণা-জালে আবদ্ধ হইতে হয়।

হে ভারত! আপনি সেই পরম ধনুর্দ্ধারী অমিত-তেজস্বী পাণ্ডবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্য্যোধনের উপরে মহৎ ঐশ্বর্য্য বিন্যস্ত করিয়াছেন, কিন্তু লোক-ত্রয় হইতে বলির ন্যায়, সেই ঐশ্বর্য্যমদ-বিমোহিত ক্ষুদ্রাশয়কে অচিরেই তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট দেখিবেন।

বিদুর-বাক্যে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ঐশ্বর্য্য বা অনৈশ্বর্য্য বিষয়ে এই পুরুষ সূত্র-গ্রথিতা কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকার ন্যায় ক্ষমতাহীন; বিধাতা ইহাকে ভাগ্যের বশবর্ত্তী করিয়াছেন; অতএব তুমি বল আমি শ্রবণে তৎপর আছি।

বিদুর কহিলেন, হে ভারত! অপ্রাপ্ত কালে বাক্যের প্রসঙ্গ করিলে বৃহস্পতিও মূর্খতাপবাদ ও অবমান প্রাপ্ত হন। কেহ দান-দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্য-দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ বা মন্ত্র ও ঔষধ-দ্বারা প্রিয় হইয়া থাকে; কিন্তু যে স্বভাবতঃ প্রিয়, সে প্রিয়ই থাকে। দ্বেষ্য ব্যক্তি কখন সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় না; যেহেতু প্রিয়পাত্রে যাবতীয় শুভকার্য্য এবং দ্বেষ-ভাজনে পাপকর্ম্ম-সমস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্! দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রেই আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি এই একটি পুত্রকে ত্যাগ করুন; ইহার পরিত্যাগে শত পুত্রের বৃদ্ধি আর অপরিত্যাগে শত পুত্রের ধ্বংস হইবে।' যে বৃদ্ধি ক্ষয়-জনিকা হয়, তাদৃশী বৃদ্ধির প্রতি আদর করা কর্ত্তব্য নহে; পরন্তু যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, সেই ক্ষয়ের প্রতিও বহুমান করা বিধেয়। মহারাজ! যে ক্ষয় বৃদ্ধি আনয়ন করে, তাহা ক্ষয় নয়; কিন্তু যাহা লাভ করিয়া বহুবিনাশের হেতু হয়, তাহাকেই ক্ষয় বলা যায়।

কেহ কেহ গুণ-দ্বারা কেহ কেহ বা ধন-দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া থাকে; হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি গুণহীন ধন-সমৃদ্ধদিগকে পরিত্যাগ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তুমি সকলই প্রাজ্ঞজন-সম্মত, উত্তরকাল-হিতকর বাক্য বলিতেছ; পরন্তু পুত্রকে ত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না; তুমি ইহা নিশ্চয় জান, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়।

বিদুর কহিলেন, নিরতিশয় গুণ-সম্পন্ন বিনয়ান্বিত ব্যক্তি ভূতবর্গের স্বল্প মাত্র উপমর্দ্দও কখন উপেক্ষা করেন না। পরাপবাদে নিরত সতত উত্থানশীল মনুষ্যেরা পরের দুঃখোদয়ে ও পরস্পর বিরোধ-বিষয়েই যত্ন-পরায়ণ হয়।

যাহাদিগের দর্শনে দোষ, সহবাসে সুমহৎ ভয়, অর্থগ্রহণে মহান্ দোষ এবং প্রদানেও মহৎ ভয় হইয়া থাকে; যাহারা ভেদনশীল, কামী, নির্লজ্জ ও শঠ, তাহারাই পাপাত্মা বলিয়া বিখ্যাত এবং সহবাসে পরিগর্হিত। যে সকল মনুষ্য এতদ্ভিন্ন অন্যান্য মহা-দোষ-সমূহে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। নীচলোকে যে প্রীতি, ফল-নিষ্পত্তি ও সৌহার্দ্দ-নিবন্ধন সুখ, তাহা সৌহার্দ্দ নিবর্ত্তিত হইলেই প্রনষ্ট হইয়া যায়; তখন সে পূর্ব্ব সুহৃদের অপবাদ ও বিনাশ সাধন নিমিত্ত যত্ন করিতে আরম্ভ করে, এবং নিজের অল্প মাত্র অপকার কৃত হইলে মোহ-প্রযুক্ত শান্তি অবলম্বন করিতে পারে না। অতএব বিদ্বান্ মানব বুদ্ধি-সহকারে বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দূর হইতেই তাদৃশ নৃশংস অকৃতজ্ঞ নীচলোক-দিগের সহিত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিবেন।

যিনি দরিদ্র, দীন ও আতুর জ্ঞাতিকে অনুগ্রহ করেন, তিনি পুত্র ও পশুবর্গ-দ্বারা বৃদ্ধি এবং অনন্ত কল্যাণ লাভ করেন।

যাঁহারা আত্মার শুভ ইচ্ছা করেন, জ্ঞাতিগণকে বর্দ্ধিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য; অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি সর্ব্বতোভাবে কুলবর্দ্ধন করুন; জ্ঞাতিবর্গের সৎকার করিলে পরম কল্যাণযুক্ত হইবেন।

হে ভরতর্ষভ! জ্ঞাতিগণ গুণহীন হইলেও সম্যক্ প্রকারে রক্ষণীয়; আপনকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী গুণশালী পাণ্ডবদিগের কথা আর কি আছে? অতএব হে বিশাম্পতে! সেই কুরুবীর পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে প্রভো! তাঁহাদিগের জীবিকা নিমিত্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দান করুন। হে নরাধিপ! এরূপ করিলে আপনি লোক-মধ্যে যশোলাভ করিবেন। হে তাত! আপনি বৃদ্ধ; অতএব পুত্রদিগের রক্ষা করা আপনকার কর্ত্তব্য এবং আমারও হিত-বাক্য বলা উচিত; আমাকে আপনকার হিতৈষী বলিয়াই জানিবেন। হে ভরতর্ষভ! ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির জ্ঞাতিগণের সহিত বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে; যাবতীয় সুখ-সমস্ত জ্ঞাতিদিগের সহিত সম্ভোগ করাই বিধেয়। জ্ঞাতিবর্গের সহিত একত্র ভোজন, পরস্পর সমালাপ ও সম্প্রীতি করাই কর্ত্তব্য; বিরোধ করা কদাচ বিধেয় নহে। সংসারে জ্ঞাতিরাই উদ্ধার করে এবং জ্ঞাতিরাই নিমগ্ন করিয়া দেয়; যাঁহারা সচ্চরিত্র হন, তাঁহারাই উদ্ধার করেন, আর যাহারা দুর্ব্বৃত্ত হয়, তাহারাই নিমগ্ন করে। অতএব হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র! পাণ্ডবদিগের প্রতি সচ্চরিত্র হউন; তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবৃত হইলে আপনি শত্রুগণের অধর্ষণীয় হইবেন।

মৃগ যেমন বিষ-লিপ্ত-শরধারী অর্থাৎ বিনাশ-হেতু ব্যাধকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রীসম্পন্ন জ্ঞাতিকে প্রাপ্ত হইয়া কোন জ্ঞাতি অবসন্ন হয়, সে ঐ অবসন্ন জ্ঞাতির পাপভাগী হইয়া থাকে। হে নরশ্রেষ্ঠ! হয় পাণ্ডবদিগকে না হয় পুত্রদিগকে নিহত শুনিয়া আপনকার অবশ্যই পশ্চাত্তাপ হইবে; অতএব এক্ষণে তাহা চিন্তা করুন। যখন জীবনের স্থিরতা নাই, তখন অগ্রেই সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক, যদ্দ্বারা, খট্টায় সমারূঢ় থাকিয়া, পরিতাপ করিতে না হয়। শুক্রাচার্য্য ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ কখন অপরাধ করে না এমন নহে; কিন্তু শেষের কর্ত্তব্যজ্ঞান বুদ্ধিমান্ লোকেতেই বর্ত্তে; অর্থাৎ শুক্রাচার্য্য যেমন কুবেরের ধন-হরণাপরাধে রুদ্র-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর তাঁহার কুক্ষি-মধ্যে অবস্থিত ছিলেন, পরে রুদ্রাণীকে স্তুতি-দ্বারা পরিতুষ্টা করিয়া তাঁহার সাহায্যে মুক্তি পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি অন্যায় দ্যূত-দ্বারা পাণ্ডবদিগের রাজ্য-হরণে অনুমোদন করিয়া সংপ্রতি যাহাতে সকল দিক্ রক্ষা হয় তাহা করুন। হে নরেশ্বর! আপনি কুলের মধ্যে প্রবীণ; অতএব দুর্য্যোধন পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের প্রতি যে কিছু পাপাচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনিই তাহার অপনয়ন করুন। হে নরশ্রেষ্ঠ! তাঁহাদিগকে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠাপন-পূর্ব্বক বীতপাপ হইয়া আপনি মনীষিগণের পূজনীয় হইবেন। যিনি পণ্ডিতগণের সুভাষিত সমস্ত ফলানুসারে পরিচিন্তন করিয়া কার্য্যে অধ্যবসায় করেন, তিনি চিরকাল যশে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুনিপুণ মানবেরাও জ্ঞানের সম্যক্ উপযোগিতা প্রাপ্ত হইতে পারেন না; কেননা যাহার উপলব্ধি হইতে পারে, তাহাও অবিদিত থাকে এবং বিদিত বস্তুও অননুষ্ঠিত রহে। যে বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-ফলোপধায়ক কর্ম্মের আরম্ভ না করেন, তিনি বর্দ্ধিত হন; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের অনুবর্ত্তী হয়, সেই দুর্মেধা মনুষ্য অগাধপঙ্কযুক্ত বিষমতর আপদ্‌সাগরে নিপাতিত হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ মানব মন্ত্রভেদের পশ্চাদুক্ত এই ছয়টি দ্বার লক্ষ করিবেন এবং অবিচ্ছেদে অর্থ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার কামনা থাকিলে নিত্যই এই কয়েকটি রক্ষা করিবেন। মত্ততা, নিদ্রা, শত্রুনিয়োজিত গুপ্তচরাদির অভিজ্ঞান, আত্ম-সম্ভূত আকারভঙ্গীবিশেষ, দুষ্ট অমাত্যে বিশ্বাস ও অকুশল দূত, এই সকল হইতে মন্ত্রভেদ হইয়া থাকে। ধর্ম্মার্থ-কামের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত যে মহীপতি মন্ত্রভেদের এই সমস্ত দ্বার অবগত হইয়া সর্ব্বদা তৎসমুদায় সংবৃত রাখেন, তিনি শত্রুগণের মস্তকে অধিষ্ঠান করেন।

বিশেষ রূপে শাস্ত্র না জানিয়া অথবা প্রবীণগণের সেবা না করিয়া বৃহস্পতি-তুল্য লোকেরাও ধর্ম্মার্থ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হন না।

সমুদ্রে পতিত বস্তু নষ্ট হয়; অশ্রবণকারীর নিকটে বাক্য নষ্ট হয়; অযত্নশীল মূঢ়জনে শাস্ত্র নষ্ট হয়; আর অনগ্নিক হুত অর্থাৎ ভস্মে আহুতি নষ্ট হয়।

মেধাবী ব্যক্তি যুক্তি-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধি-দ্বারা বারংবার যোগ্যতা নিশ্চয় করিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া ও বিশেষরূপে জানিয়া প্রাজ্ঞগণের সহিত মিত্রতা করিবেন।

বিনয় অকীর্ত্তি নষ্ট করে; পরাক্রম অনর্থের অপনয়ন করে; ক্ষমা নিত্যই ক্রোধ নাশ করে; আর আচার অলক্ষণ লোপ করিয়া দেয়।

হে রাজন্! যানবাহনাদি পরিচ্ছদ, জন্মস্থান, গৃহ, পরিচর্য্যা, ভোজন ও আচ্ছাদন-দ্বারা কুলের পরীক্ষা হয়।

কাম্যবস্তু উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরও তাহাতে প্রতিবাদ অর্থাৎ ভোগের অনিচ্ছা হয় না; যে ব্যক্তি কামানুরক্ত তাহার কথা আর কি আছে?

রাজসেবী, বিদ্যাবান্, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রশালী ও সুভাষী সুহৃদ্‌কে পরিপালন করিবেক।

দুষ্কুল-জাতই হউন বা কুলীনই হউন, যিনি মর্য্যাদায় উল্লঙ্ঘন না করেন এবং ধর্ম্মাপেক্ষী, মৃদু-স্বভাব ও লজ্জাশীল হন, তিনি শত শত কুলীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যাঁহাদের চিত্তের সহিত চিত্ত, শান্তভাবের সহিত শান্তভাব এবং প্রজ্ঞার সহিত প্রজ্ঞা মিলিতা হয়, তাঁহাদের দুইজনের মিত্রতা আর কখনই জীর্ণা হয় না।

মেধাবী পুরুষ, দুর্ব্বুদ্ধি ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে তৃণ-চ্ছন্ন কূপের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন; কেননা তাদৃশ মনুষ্যেতে যে মিত্রতা, তাহা শীঘ্রই প্রনষ্ট হইয়া থাকে।

পণ্ডিত ব্যক্তি গর্ব্বিত, মূর্খ, উগ্র-স্বভাব অবিমৃষ্যকারী ও ধর্ম্মচ্যুত মনুষ্যদিগের সহিত মিত্রতা করিবেন না।

কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সত্য, উদারচিত্ত, দৃঢ়ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদায় অবস্থিত ও আপদ্‌কালে অপরিত্যাগী, এইরূপ মিত্রই প্রার্থনীয়।

ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিচালন মৃত্যু হইতে অবশিষ্ট, অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়-নিকরে ইন্দ্রিয় সকলের নিয়োগ না করা, আর নির্জ্জীব থাকা উভয়ই তুল্য; কিন্তু সাতিশয় আসক্তি বশত তৎসমুদায়ের অতিরিক্ত পরিচালন করিলে দেবতারাও উৎসাদিত হন।

সমুদয় প্রাণিবর্গের প্রতি মৃদুতা, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৃতি ও মিত্রগণের মাননা, এই কয়েকটিকে পণ্ডিতেরা আয়ুষ্কর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সুনিশ্চল সংকল্প অবলম্বন করিয়া যিনি দুর্নীতি-দূষিত অর্থকে সুনীতি-দ্বারা প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারই অকাপুরুষব্রত, অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষই পুরুষকারব্রতে যথার্থব্রতী।

যে মানব উত্তরকালে প্রতিকারজ্ঞ, বর্ত্তমানে দৃঢ়-নিশ্চয় এবং অতীতে কার্য্য-শেষ-পরিজ্ঞানে সমর্থ হন, তাঁহাকে অর্থ-সকল কখন পরিত্যাগ করে না।

কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা পুনঃপুন যাহার অনুবর্ত্তন করে, তাহাই মনুষ্যকে অপহরণ করিয়া থাকে; অতএব যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক।

মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সহায়-সম্পত্তি, শাস্ত্র-জ্ঞান, উদ্যম, সরলতা ও সাধুগণের পুনঃপুন দর্শন, এই সকলই ঐশ্বর্য্য-সাধন করে।

অনির্ব্বেদ অর্থাৎ স্বাবমাননা-পূর্ব্বক বিরক্ত না হইয়া কার্য্যে আসক্তি করাই শ্রী, লাভ ও মঙ্গলের মূল; অনির্ব্বিণ্ন পুরুষ মহান্ ও অনন্ত সুখ-সম্ভোগী হয়েন।

হে তাত! প্রভাবশালী পুরুষের সর্ব্বত্র সতত ক্ষমা করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রীযুক্ত ও পথ্যতম আর কিছুই নাই। অশক্ত মনুষ্য, সকলের প্রতিই ক্ষমা

করিবেক; শক্তিমান্ মানব ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বী হইবেন; অপিচ যাঁহার অর্থ ও অনর্থ উভয়ই তুল্য, তাঁহার পক্ষে ক্ষমা নিত্যই শ্রেয়স্করী।

যে সুখের সেবনে নিয়ত প্রবৃত্ত হইলেও পুরুষ ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়, তাহা যথেষ্টরূপে সেবা করিবেক; মূঢ়ব্রতাচরণ অর্থাৎ ভোজনাদি বিষয়েই একান্ত আসক্তি করিবেক না।

দুঃখার্ত্ত, অতিশয় ধীর, নাস্তিক, অলস, অজিতেন্দ্রিয় ও উৎসাহ-শূন্য মনুষ্য-সকলেতে লক্ষ্মী বসতি করেন না।

মৃদুতা-প্রযুক্ত লজ্জান্বিত সারল্যযুক্ত মনুষ্যকে কুবুদ্ধি লোকেরা অশক্ত মনে করিয়া ধর্ষণ করে।

লক্ষ্মী অতিশয় উদার-স্বভাব, অতিরিক্ত দাতা, অতিমাত্র শৌর্য্যশালী, অতিশয় ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানী মনুষ্যের নিকটে ভয়-প্রযুক্ত গমন করেন না। এই লক্ষ্মী অতিশয় গুণ-বিশিষ্ট লোকেতেও অবস্থিতি করেন না এবং অত্যন্ত নির্গুণেও প্রতিষ্ঠিতা হন না; পরন্ত উন্মত্তা গবীর ন্যায় অন্ধা অর্থাৎ যোগ্যত্বাযোগ্যত্ব-বিবেক-বিহীনা হইয়া কোন অনির্দ্দিষ্ট পুরুষেতেই অবস্থান করেন।

বেদ-সকলের ফল অগ্নিহোত্র, শাস্ত্রজ্ঞানের ফল শীলতা ও সচ্চরিত্র, পত্নীদিগের ফল রতি ও পুত্র, আর ধনের ফল দান ও সম্ভোগ।

যে ব্যক্তি অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ-দ্বারা ঔর্দ্ধদেহিক অর্থাৎ পরকালের কর্ম্ম করে, সে পরলোক-প্রাপ্ত হইয়া তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না; কেননা যে অর্থ-দ্বারা তাহা নিষ্পাদিত হয়, তাহার আগমোপায় অতিনিকৃষ্ট।

সত্ত্ব-সম্পন্ন মানবগণের কি দুর্গম পথ, কি গহন কানন, কি বিষমতর আপদ্, কি সম্ভ্রম, কি উৎথাপিত শস্ত্র, কিছুতেই ভয় হয় না।

উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৃতি, স্মৃতি ও সম্যক্ বিবেচনা-পূর্ব্বক আরম্ভ, এই কয়েকটিকে আপনি ঐশ্বর্য্যের মূল বলিয়া জানিবেন।

তাপসদিগের বল তপস্যা; বেদজ্ঞগণের বল বেদ; অসাধুলোক-সকলের বল হিংসা; আর গুণশালীদিগের বল ক্ষমা।

জল, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ, এই আটটি অব্রতঘ্ন; অর্থাৎ জলাদি উক্ত ছয় দ্রব্য এবং ব্রাহ্মণের অনুরোধে বা গুরুর আজ্ঞাক্রমে কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রতীদিগের নিয়মভঙ্গ হয় না।

যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা অন্যেতে সংযোজিত করিবেক না, ইহাই সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম; এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্মও ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হয়।

অক্রোধ-দ্বারা ক্রোধ জয় করিবেক; সাধুতা-দ্বারা অসাধুকে জয় করিবেক; দান-দ্বারা কৃপণকে জয় করিবেক; এবং সত্য-দ্বারা মিথ্যা জয় করিবেক।

লম্পট, অলস, ভীরু, কোপন, পুরুষমানী, তস্কর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক, এই সকল লোকে বিশ্বাস করিবেক না।

অভিবাদনশীল ও নিয়ত বৃদ্ধ-সেবী পুরুষের কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল, এই চারিটি সম্যক্-রূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অতিশয় ক্লেশ, ধর্ম্মের অতিক্রম অথবা শত্রুর নিকটে প্রণিপাত-দ্বারা যে সকল অর্থ লব্ধ হয়, তৎসমুদায়ে আপনি মন করিবেন না।

বিদ্যাহীন পুরুষ, সন্ততি-শূন্য মৈথুন, আহারবিহীন প্রজা ও অরাজক রাষ্ট্র, এই চারিটিই শোচনীয়।

দেহীদিগের জরা পথশ্রম; পর্ব্বত-সকলের জরা জল-পাত; নারীগণের জরা অসম্ভোগ; এবং মনের জরা বাক্যরূপ শল্য।

বেদের মল অনভ্যাস; ব্রাহ্মণের মল অনিয়ম; পৃথিবীর মল বাহ্লীক দেশ; পুরুষের মল মিথ্যা; সতীর মল কৌতূহল; স্ত্রীদিগের মল প্রবাস; সুবর্ণের মল রৌপ্য; রৌপ্যের মল রঙ্গ; রঙ্গের মল সীসক; আর সীসকের মল মল।

শয়ন-দ্বারা নিদ্রাকে, উপভোগ-দ্বারা স্ত্রীকে, কাষ্ঠ-

দ্বারা অগ্নিকে এবং পান-দ্বারা সুরাকে জয় করিবেক না।

যিনি দান-দ্বারা মিত্রকে জয় করিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিয়াছেন এবং অন্ন-পান-দ্বারা পত্নীগণকে জয় করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন সার্থক।

সহস্রপতিরাও জীবিত থাকে এবং শতাধিকারীরাও জীবিকা নির্ব্বাহ করে; অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি অতিবাসনা পরিত্যাগ করুন; কোন ক্রমে জীবন ধারণ করা না যায়, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভবে না। পৃথিবীতে যে কিছু ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী-সমস্ত আছে, তৎসমুদায় এক জনের কখন পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না, ইহা বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিমুগ্ধ হন না। হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, যদি নিজ পুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি আপনকার সমতা-বুদ্ধি থাকে, তবে তাহাদিগের সকলের প্রতি সমান আচরণ করুন।

বিদুর-বাক্যে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

বিদুর কহিলেন, যিনি সাধুগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অভিমান-শূন্য হৃদয়ে যথাশক্তি অর্থ সম্পাদন করেন, সেই সাধু পুরুষকে শীঘ্রই যশঃকদম্ব আশ্রয় করে, কেননা সাধুরা প্রসন্ন হইলে সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন।

যিনি নিন্দিত হইবার পূর্ব্বেই অধর্ম্মযুক্ত বিপুল অর্থও পরিত্যাগ করেন, তিনি, জীর্ণকঞ্চুক-পরিত্যাগী সর্পের ন্যায়, দুঃখ-সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করেন।

মিথ্যায় সম্যক্ উৎকর্ষ, রাজার প্রতি কাপট্য, আর গুরুজনের নিকট অলীক-নির্ব্বন্ধ অর্থাৎ মিথ্যাচরণের প্রকাশোদ্যম, এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান।

অসূয়া, হঠাৎ মৃত্যু ও অতিবাদ, এই তিনটি লক্ষ্মীর বধ-সাধন; আর শ্রবণে অনিচ্ছা, ত্বরা ও শ্লাঘা, এই তিনটি বিদ্যার শত্রু। আলস্য, মত্ততানিবন্ধন মোহ, চপলতা, গোষ্ঠি অর্থাৎ দুষ্ক্রিয়া-নিমিত্ত অনেকের একত্র সমাবেশ, ঔদ্ধত্য, অভিমানিত্ব ও লুব্ধত্ব, এই সাতটি বিদ্যার্থীদিগের দোষ। সুখাভিলাষীর বিদ্যা কোথায়? বিদ্যাকাঙ্ক্ষীর সুখ নাই। সুখার্থী হইলে বিদ্যা ত্যাগ করিবেক, বিদ্যার্থী হইলে সুখ ত্যাগ করিবেক।

অগ্নি কাষ্ঠ-দ্বারা তৃপ্ত হয় না; মহাসমুদ্র নদীনিবহ-দ্বারা তৃপ্ত হয় না; যম সর্ব্বপ্রাণী-দ্বারাও পরিতৃপ্ত হন না; এবং বামলোচনা ললনাগণ পুরুষ-সমূহ-দ্বারাও তৃপ্তি লাভ করেন না।

হে রাজন্! আশা ধৈর্য্য নাশ করে; কৃতান্ত সমৃদ্ধি নাশ করেন; ক্রোধ শ্রী-বিলোপী হয়; কৃপণতা যশ অপনীত করে; অপালন পশুগণকে নষ্ট করে; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমুদায় রাষ্ট্র বিনষ্ট করেন।

ছাগ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, আকর্ষ, পক্ষী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন বয়স্য, এই সকল নিয়তই আপনকার গৃহে অবস্থান করুক।

হে ভারত! মনু বলিয়াছেন, দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথিগণের পূজা নিমিত্ত ছাগ, বৃষ, চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্র, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, শালগ্রাম ও গোরোচনা, এই সকল দ্রব্য গৃহে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু এ সমস্তই মঙ্গল-সাধন।

হে তাত! আপনাকে এই আর একটি মহাফলোপধায়ক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্য পদও বলিতেছি; কাম, ভয় বা লোভ-হেতুক, এমন কি, জীবনের নিমিত্তেও কখন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক না। ধর্ম্মই নিত্য, সুখ-দুঃখ অনিত্য; জীব নিত্য বটে, কিন্তু ইহার হেতু অনিত্য; অতএব অনিত্য ত্যাগ করিয়া আপনি নিত্য বস্তুতেই প্রতিষ্ঠিত হউন এবং তদ্দ্বারা সন্তোষ লাভ করুন; যেহেতু সন্তোষই পরম লাভ। দেখুন, মহারল-সম্পন্ন মহানুভব নরেন্দ্র-সকল ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা শাসন করিয়া বিপুল ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য-সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক কৃতান্তের বশানুগামী হইয়া-

ছেন। হে রাজন্! মনুষ্যেরা বহু দুঃখে প্রতিপালিত মৃত পুত্রকে স্বগৃহ হইতে উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক শ্মশানে লইয়া যায় এবং মুক্তকেশ হইয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাহারে কাষ্ঠের ন্যায় চিতা-মধ্যে নিংক্ষিপ্ত করে। অপর লোকে মৃত মনুষ্যের ধন ভোগ করে এবং বিহঙ্গগণ ও অগ্নি তাহার মেদ-মাংসাদি শরীর-ধাতু-সমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলে; কেবল দুইটি বস্তু পরলোকে তাহার সহচর হয়;—পুণ্য ও পাপ, ইহারাই তাহারে বেষ্টন করিয়া থাকে; হে তাত! পক্ষিগণ যেমন ফলপুষ্প-শূন্য বৃক্ষসকলকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও পুত্রেরা মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিবর্ত্তিত হয়। পুরুষ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইলে কেবল স্বকৃত কর্ম্মই তাহার অনুগামী হইয়া থাকে; অতএব যত্নসহকারে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসঞ্চয় করাই জীবের কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এই লোকের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে ঘোরতর মহান্ অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা ইন্দ্রিয়বর্গের মহামোহ-জনক; অতএব সাবধান হউন, যেন কোন ক্রমে তাহার আয়ত্ত না হন। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি যথাবৎ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি জীবলোকে পরম যশ প্রাপ্ত হইবেন এবং কি ইহলোকে কি পরলোকে, কুত্রাপি আপনকার ভয় থাকিবেক না।

হে ভারত! আত্মা একটি নদী-স্বরূপ; পুণ্য তাহার তীর্থ, সত্য জল, ধৈর্য্য কুল এবং দয়া তরঙ্গ-স্বরূপ হইয়াছে; সেই নদীতে স্নান করিয়া পুণ্যকর্ম্মা পুরুষ পবিত্র হন; যেহেতু আত্মাই পবিত্র, জল কেবল জল-মাত্র। আপনি দেহকে কাম-ক্রোধাদি-রূপ-কুম্ভীর-বিশিষ্টা পঞ্চেন্দ্রিয়-রূপ-জল-যুক্তা নদী-স্বরূপ জানিয়া, ধৃতিকে নৌকা-স্বরূপ করিয়া জন্ম-রূপ-দুর্গ-সমস্ত সন্তরণ করুন।

যিনি প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ স্ববন্ধুকে পূজা ও প্রসাদন-পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কদাপি মুগ্ধ হন না।

ধৈর্য্য-দ্বারা শিশ্নোদর রক্ষা করিবেক; চক্ষুর্দ্বারা হস্ত পাদ রক্ষা করিবেক; মনোদ্বারা চক্ষু কর্ণ রক্ষা করিবেক; এবং কর্ম্ম-দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবেক।

ব্রাহ্মণ নিত্য উদক-ক্রিয়াকারী, নিত্য যজ্ঞোপবীতধারী, নিত্য স্বাধ্যায়ী, পতিতান্ন-ত্যাগী, সত্যবাদী এবং গুরুর উদ্দেশে কর্ম্মকারী হইলে ব্রহ্মলোক হইতে পরিচ্যুত হন না। ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন, অগ্নি-সংস্তরণ, যজ্ঞ-যজন, প্রজা-পালন ও গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থে শস্ত্র সঞ্চালন-পূর্ব্বক অন্তরাত্মাকে পবিত্র করিয়া সংগ্রামে হত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। বৈশ্য অধ্যয়ন করিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে যথাকালে ধন সংবিভাগ করিয়া, অগ্নিত্রয়-সংস্কৃত পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করিয়া মরণোত্তর স্বর্গলোকে দিব্য সুখ-সমস্ত সম্ভোগ করেন। শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সকলকে যথান্যায়ে পূজা করত সন্তুষ্ট করিয়া, বিগতপাপ হইয়া দেহ-ত্যাগান্তে স্বর্গসুখ ভোগ করে। আপনকার নিকটে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্ম বর্ণিত হইল; কিন্তু কিহেতু হইল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজধর্ম্মে নিয়োজিত করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সৌম্য! তুমি আমাকে নিত্য কাল যেরূপ অনুশাসন করিয়া থাক, তাহা যথার্থই বটে এবং আমারও তাদৃশই মন হয়; কিন্তু আমি পাণ্ডবদিগের প্রতি সর্ব্বদা সেইরূপ মতি করিলেও দুর্য্যোধনের নিকটস্থ হইলে পুনরায় আমার বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। ফলত কোন প্রাণীই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে না; আমি দৈবকেই ধ্রুব জ্ঞান করি, পুরুষকার কোন কার্য্যকারক নহে।

বিদুর-বাক্যে চত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! যদি তোমার বা-

ক্যের কিছু অবশেষ থাকে, বল, আমার শুনিতে অভিলাষ হইতেছে, যেহেতু তুমি বিচিত্র বচনাবলির সম্ভাষণ করিতেছ।

বিদুর কহিলেন, হে ভরত-নন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! সকল বুদ্ধিজীবিশ্রেষ্ঠ কৌমার-ব্রহ্মচারী পুরাতন সনাতন সনৎসুজাত, যিনি "মৃত্যু নাই" এইরূপ ব্যাখ্যান করিয়াছেন, তিনিই আপনকার হৃদয়গত গুহ্য ও প্রকাশ্য সমুদয় সংশয় অপনীত করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সনাতন সনৎসুজাত আমারে যে কথা বলিবেন, তুমি কি তাহা জান না? হে বিদুর! যদি তোমার বুদ্ধির অবশেষ থাকে, তবে তুমিই তাহা বর্ণন কর।

বিদুর কহিলেন, আমি শূদ্রযোনিতে জন্মিয়াছি, অতএব এতদতিরিক্ত আর কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না; পরন্তু কুমার সনৎসুজাতের যে বুদ্ধি, তাহাই আমি চিরন্তনী বলিয়া জ্ঞান করি। ব্রহ্মযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনি অতিগুহ্য বাক্যসমস্তও ব্যক্ত করেন, তিনি তদ্দ্বারা দেবগণের নিন্দনীয় হয়েন না; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে এ কথা বলিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই দেহ-দ্বারা ইহলোকেই সেই পুরাণ সনাতনের সহিত কিরূপে সমাগম হইতে পারে, বল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! তখন বিদুর সেই তীব্রব্রত মহর্ষিকে চিন্তা করিলেন এবং তিনিও তাঁহার সেই চিন্তা জানিতে পারিয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন। বিদুর বিধি-বিহিত কর্ম্ম-দ্বারা তাঁহারে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং তিনি সুখাসীন ও বিশ্রান্ত হইলে এই কথা বলিলেন, ভগবন্! ধৃতরাষ্ট্রের মনোমধ্যে কোন একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ছেদন করিতে আমার সাধ্য নাই, অতএব আপনিই ইহাঁরে বলুন। যাহা শ্রবণ করিয়া এই মনুষ্যেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার দুঃখ অতিক্রম করিতে পারেন এবং যাহাতে লাভ, অলাভ, প্রিয়, দ্বেষ্য, জরা, মৃত্যু, ভয়, অমর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, মত্ততা, ঐশ্বর্য্য, অরতি, আলস্য, কাম, ক্রোধ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি ইহাঁরে বাধিত করিতে সমর্থ না হয়, তাহাই কীর্ত্তন করুন।

বিদুর-বাক্যে প্রজাগর প্রকরণ ও একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

সনৎসুজাত প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাত্মা মনীষী মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র সেই সকলধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ সনৎসুজাতকে সম্যক্-রূপে পূজা করিয়া পরমা বুদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অবগত হইতে অভিলাষ করত একান্তে তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, হে সনৎসুজাত! শুনিতে পাই, আপনি বলেন, "মৃত্যু নাই," কিন্তু দেবাসুরেরা মৃত্যু না হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করিয়াছিলেন, অতএব মৃত্যু নাই এবং আছে, এই দুই পক্ষের মধ্যে কোন্‌টি সত্য?

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! কর্ম্ম-দ্বারা মৃত্যু হয় না, অর্থাৎ মৃত্যু আছে, কর্ম্ম-বলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, আর স্বভাবত মৃত্যু নাই, এই যে দুই পক্ষ জিজ্ঞাসা করিলে, তদ্বিষয়ে যাহাতে তোমার সংশয় না হয়, তাহাই আমি ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে ক্ষত্রিয়! জীবের অবস্থাভেদে এই দুইটিই সত্য জানিবে। মোহাধীন মৃত্যু হয়, ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত; অতএব আমি প্রমাদ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-শূন্যতাকেই মৃত্যু আর অপ্রমাদকে অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত্যু-হেতু বলিয়া থাকি। প্রমাদ-প্রযুক্তই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুর বশায়ত্ত হইয়াছে এবং অপ্রমাদ-প্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন। ফলত মৃত্যু কিছু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তু-সকলকে ভক্ষণ করে না, কেননা তাহার রূপই উপলব্ধ হইতে পারে না।

কেহ কেহ উক্ত প্রমাদ-রূপ মৃত্যু-ভিন্ন যমকে মৃত্যু বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু তাহা আত্মার অবসাদ-

দশাতেই কল্পিত হইয়াছে; যেহেতু ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান করিলে আর মৃত্যুর অধিকার থাকে না। সেই কল্পিত মৃত্যু দেব শিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে শিব এবং অশিবকর্ম্মকারীদিগের পক্ষে অশিব হইয়া পিতৃলোকে রাজ্য শাসন করিতেছেন। ইহাঁরই আদেশে মনুষ্যগণের ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভ-রূপ মৃত্যু উৎপন্ন হইতেছে; লোকে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কুপথে ভ্রমণ করিতেছে, কেহই আর আত্মযোগ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেছে না। তাহারা মোহ-প্রযুক্ত ঐ ক্রোধাদি-রূপ মৃত্যুর বশীভূত হইয়া দেহ-ত্যাগান্তে সেই যম-লোকে বারংবার নরকে নিপতিত হয়; তৎকালে ক্রীড়াকর ইন্দ্রিয়-সকলও তাহাদিগের সহগামী হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই অজ্ঞান মরণ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মফলানুরক্ত মানবেরা কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তি-সময়ে দেহ-ত্যাগ-পূর্ব্বক ভোগ-সাধন স্বর্গাদি-স্থলে গমন করে, সুতরাং মৃত্যুকে আর উত্তীর্ণ হইতে পারে না। দেহাভিমানী জীব, ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-সাধন যম-নিয়মাদি যোগ প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল ভোগ-যোগ অর্থাৎ ভোগলাভের বাসনাতেই ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ্‌যোনি-সমুদায়ে প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষের মিথ্যা-বিষয়াসঙ্গে স্বাভাবিকী যে প্রবৃত্তি, তাহাই ইহার ইন্দ্রিয়বর্গের মহামোহ-জনক; সঙ্কল্পকৃত মিথ্যা-বিষয়-যোগ-দ্বারা অন্তরাত্মা নিয়ত অভিহত হওয়ায় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে অনুস্মরণ-পূর্ব্বক কেবল বিষয়-সকলেরই উপাসনা করে। বিষয়-চিন্তাই প্রথমে লোক-সকলকে নিহত করিয়া ফেলে, পরে কাম ও ক্রোধ ক্রমে ক্রমে তাহার অনুগামী হয়। বিষয়-চিন্তা, কাম ও ক্রোধ, এই তিনে সমবেত হইয়া অবোধ মনুষ্য-দিগকে শীঘ্রই মৃত্যু-সন্নিধানে লইয়া যায়; পরন্তু জিত-চিত্ত নিষ্কাম পুরুষেরা যোগাভ্যাস-রূপ ধর্ম্মের সাহায্যে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পান। ধৈর্য্য-সম্পন্ন যোগী পুরুষ উৎপতিত-বাসনাপুঞ্জ-দ্বারা প্রতিবোধিত না হইয়া আত্মানুধ্যান করত তুচ্ছ জ্ঞানেই তৎসমুদায় নিহত করিবেন। যে বিদ্বান্ মানব এইরূপে কাম-সমস্ত বিনিহত করেন, অজ্ঞান আর যমের ন্যায় হইয়া তাঁহারে ভক্ষণ করে না। পুরুষ কামানুসারী হইলে কামের সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হয়; পরন্তু কামনা-সকল পরিত্যাগ করিতে পারিলে, দুঃখ-রূপ যে কিছু রজোগুণ থাকে, সকলই দূর করিয়া দেয়। কামই প্রাণিবর্গের অজ্ঞান ও নরক-রূপে দৃষ্ট হইতেছে; যেহেতু ইহাতে বিষয়-বিবেক-শূন্য হইয়া তাহারা অজ্ঞানের কার্য্য করত দুঃখ পাইতেছে। মদমত্ত মনুষ্যেরা পথে যাইতে যাইতে যেমন গর্ত্তযুক্ত প্রদেশে ধাবমান হয়, সেইরূপ কামাসক্ত লোকেরা সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া আপাত-সুখপ্রদ ভার্য্যাদি বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইতেছে। কাম-দ্বারা যাঁহার চিত্ত অভিভূত হয় না, সেই অমূঢ়-বৃত্তি পুরুষের নিকটে মৃত্যু কি করিবে? তাঁহার পক্ষে মৃত্যু তৃণ-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়; অতএব হে ক্ষত্রিয়! কামের আয়ু অর্থাৎ হেতুভূত মূল অজ্ঞান অপনোদন করিতে হইলে, কোনপ্রকার কামনারই গণনা বা অনুস্মরণ করিবেক না। ক্রোধ-লোভ-সম্বলিত ও মোহবান্ অর্থাৎ অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মজ্ঞান-বিশিষ্ট এই যে জীবাত্মা তোমার শরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইনিই মৃত্যু; এইরূপে মৃত্যুর উৎপত্তি হয় জানিয়া মনুষ্য জ্ঞানে নিষ্ঠা করত মৃত্যু হইতে আর ভয় পায় না; কেননা মৃত্যুর গোচর প্রাপ্ত হইয়া দেহ যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের গোচর হইলে মৃত্যু স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, উপাসনা-বিশিষ্ট অশ্বমেধাদি যজ্ঞ-দ্বারা দ্বিজাতিগণের যে সমস্ত পুণ্যতম সনাতন লোক-প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে, বেদ-সকল তৎসমুদায়ের পরার্থত্ব অর্থাৎ মোক্ষ-প্রাপ্তি-হেতুত্ব নির্ব্বাচন করেন; অতএব ইহা জানিয়া মনুষ্য কর্ম্মকে আশ্রয় না করিবেন কেন? অর্থাৎ কর্ম্ম-দ্বারা মুক্তি হইলে জ্ঞানের আর প্রয়োজন কি?

লাষ পূর্ণ করিয়া দেন, সংসার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি সেই দেবগণকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ অশ্বমেধাদি যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হন, তিনিও ব্রহ্মনিষ্ঠের সমান নহেন ; যেহেতু তদ্বিষয়ে তিনি স্বয়ং প্রযত্ন করেন। ক্রিয়া সাধ্যত্ব-প্রযুক্ত তাঁহার যজ্ঞাদির ফল অনিত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি হওয়ায় তৎপরিজ্ঞান-ফলভূত মোক্ষও নিত্য, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের তুল্য হইতে পারে না। অপ্রযতমান অর্থাৎ আরম্ভ-শূন্য হওয়াতে যাঁহাকে দেবতারা মান্য করেন, তিনিই যথার্থ মানিত, নতুবা যজ্ঞাদি কর্ত্তা বলিয়া যিনি মানিত হন, তিনি দেবতাদিগের কেবল পশুমাত্র, বাস্তবিক মান্য হইতে পারেন না ; অতএব অন্য-কর্ত্তৃক মান্যমান হইলেও আপনাকে মান্যজ্ঞান করিবেক না এবং অবমানেও পীড়িত হইবেক না। মানিত ব্যক্তি এইরূপ মনে করিবেন যে, নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় লোকে নিয়তই স্বভাব-বৃত্তি,' অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব সে তাহাই করিয়া থাকে ; বিদ্বান্ পুরুষেরাই মান্য লোকের সম্মান করিয়া থাকেন ; নতুবা যাহারা অধর্ম্ম-নিপুণ এবং লোক-মধ্যে ছলনায় বিশারদ, সেই মান্যাবমানী মূঢ় লোকেরা মানভাজন মানবকে কদাচ মান্য করিবে না। মান ও মৌন, অর্থাৎ অভিমান ও মুনিধর্ম্ম-যোগচর্য্যা, উভয়ই একত্র বাস করিতে পারে না ; ইহলোক মানের, আর পরলোক মৌনের, ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের সম্মত। হে ক্ষত্রিয়! ইহলোকে ধন অভিজন ও ঐশ্বর্য্যাদি-রূপা লক্ষ্মী মানরূপ সুখের আবাস-স্থান বটেন, কিন্তু তিনি পরলোকের প্রতিবন্ধক-ভূতা ; যেহেতু ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-যোগ্যা বেদময়ী লক্ষ্মী প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির দুর্ল্লভা ; অপ্রাজ্ঞ লোকেরা কদাচ বেদ-রহস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা সেই ব্রাহ্মসুখের বহুপ্রকার সাধন নির্দ্ধারণ করেন। তৎসমুদায় সম্যক্‌রূপে রক্ষা করা অতি কঠিন ব্যাপার। তন্মধ্যে সত্য, সারল্য, লোক-লজ্জা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শৌচ ও শাস্ত্রজ্ঞান, এই ছয়টি মান ও মোহের প্রতিরোধক হইয়াছে।

সনৎসুজাত বাক্যে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদ্বন্! আপনি যে মৌনের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহার প্রয়োজন কি ? অপিচ বাক্য-মনের সংযম-রূপ লোক-প্রসিদ্ধ মৌন, আর শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন-রূপ বেদোক্ত মৌন, এই দুই প্রকার মৌনের মধ্যে কোন্‌টি আপনকার অভিপ্রেত? মৌনের লক্ষণই বা কি ? মৌন-দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি মৌন অর্থাৎ পরম-নির্ব্বিকল্পপদ প্রাপ্ত হয়েন কি না এবং কিপ্রকারেই বা তাঁহারা মৌনাচরণ করেন? হে মুনে! এই কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! যেহেতু এই পরমাত্মাতে মন ও বেদ-সমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারেন না, এই নিমিত্তই ইহাঁর নাম মৌন ; যাঁহাতে প্রণব-রূপ বেদশব্দ এবং 'ইনি' অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপ লৌকিক শব্দ স্বভাবত উত্থিত হইয়াছে, তিনি তন্ময়ত্ব রূপেই প্রকাশমান হয়েন ; অর্থাৎ যে পদ বাক্যমনের অগোচর, তাহা প্রাপ্ত হওয়াই মৌনের প্রয়োজন ; বাগাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নিগ্রহই মৌন ; বাগাদি সংযম-ক্রমে বাহ্য ও আন্তরিক প্রপঞ্চ দ্বয়ের ভান না হওয়াই মৌনের লক্ষণ ; ঐরূপ অভান-দ্বারা বাঙ্মনসাতীত পরম পদ প্রাপ্য হয় ; এবং গুরূপদিষ্ট যুক্তিক্রমে প্রণবময়ত্ব-রূপে পরব্রহ্মের ভাবনা-দ্বারাই মৌনাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যদি বেদশব্দময়ত্ব-রূপে পরম-পদ প্রকাশ এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বপাপের বিধ্বংস হয়, তবে মৌন-হীন ব্যক্তিদ্বয়ও ঋগাদি বেদাভ্যাস-দ্বারা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে ব্যক্তি ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ সমস্ত জানেন, তিনি পাপ-

কর্ম্ম-সমুদায়ের অনুষ্ঠান করত পাপ-দ্বারা লিপ্ত হন কি না ?

সনৎসুজাত কহিলেন, ঐ অবিচক্ষণ অর্থাৎ বাক্য-মনের নিগ্রহে অসমর্থ ব্যক্তিকে পাপকর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিতে, না সাম, না ঋক্, না যজুঃ, কেহই পারেন না; হে রাজন্! আমি তোমাকে মিথ্যা বলিতেছি না। বেদ-সকল ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না; পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ বেদ-সমস্তও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ সে সময়ে তাহার বেদের আর স্ফূর্ত্তি থাকে না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন. যদি শমদমাদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে বেদ-সমস্ত অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে না পারেন, তবে ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য-সূচক নিত্যকাল প্রসিদ্ধ, "ঋক্, যজুঃ ও সাম-দ্বারা পূত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন" "যাবতীয় দেবতা আছেন, সকলেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে অধিষ্ঠান করেন" এই প্রলাপ-বাক্য-সকল কোথা হইতে হইল ?

সনৎসুজাত কহিলেন, হে মহানুভাব! এই বেদ-শাস্ত্রাদি প্রপঞ্চ যাঁহার প্রলপিত, স্বভাবত নির্ব্বিকার হইলেও নাম-রূপাদি বিশেষ সম্বন্ধে বিকার প্রাপ্ত, সেই পরমাত্মারই স্বরূপে এই জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। বেদ-সকল অধ্যারোপ-প্রসঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপত্বে নির্দ্দেশ করিয়া ইহাই সম্যক্‌রূপে ব্যক্ত করিতেছেন এবং অপবাদ-প্রসঙ্গে বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও উদাহরণ করিতেছেন; অতএব যাঁহা হইতে আবির্ভূত হওয়াতে বেদের সম্মান হইয়াছে, বেদোক্ত মার্গের অননুষ্ঠান-দ্বারা সেই পরমাত্মাকে যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, তাহার বেদাধ্যয়নও নিষ্ফল হয়। সেই ব্রহ্মলাভ নিমিত্তই এই তপস্যা ও যাগাদি উক্ত হইয়াছে; এতদুভয়-দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন এবং পুণ্য-দ্বারা পাপ-ধ্বংস করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবিদী-পিতাত্মা হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি হওয়ায় তাঁহার নিকটে আত্মতত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হয়। বিদ্বান্ পুরুষ জ্ঞান-দ্বারাই পরম পুরুষার্থ আত্মলাভ করেন, অন্যথা আত্মভিন্ন বস্তুতে আত্মবুদ্ধি বশত বিষয়-সুখাভিলাষী হইয়া ইহলোকে অনুষ্ঠিত পুণ্য-পাপ-সমস্ত পরিগ্রহ-পূর্ব্বক পরলোকে তৎসমুদায়ের ফলভোগ করেন এবং পরিশেষে পুনর্ব্বার ইহলোকেই উপাগত হন। বেদাধ্যয়নমাত্রনিরত জ্ঞানহীন মানবেরা ইহলোকে যে তপস্যা করেন, তাহার ফল পরলোকে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শমদমাদি-অবশ্য-কর্ত্তব্য তপোনিষ্ঠ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের এই লোক সমস্তই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! একমাত্র তপস্যা কি প্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হয় তাহা ব্যক্ত করুন, যদ্দ্বারা আমরা সেই দ্বৈবিধ্য বোধগম্য করিতে পারি।

সনৎসুজাত কহিলেন, নিষ্কল্মষ অর্থাৎ কাম ও অশ্রদ্ধাদি-রহিত যে তপস্যা, কৈবল্য-সাধনহেতুক তাহাকে 'কেবল' শব্দে উক্ত করা যায় এবং শ্রদ্ধাদি-যুক্ত হইলেও যদি সকাম হয়, তবে ইহাকেই সমৃদ্ধ বলা যায়; কিন্তু কেবল দম্ভের নিমিত্ত যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাদৃশ তপস্যাকে আর সমৃদ্ধ বলা যায় না, তাহাকে ঋদ্ধ বলা যাইতে পারে। হে ক্ষত্রিয়! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এ সকলই তপস্যা-মূলক; বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেবল তপস্যা-দ্বারাই পরম অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! নিষ্কল্মষ তপস্যা শ্রবণ করা হইল, কিন্তু তপস্যার কল্মষ কি তাহা ব্যক্ত করুন, যদ্দ্বারা সাবধান হইয়া আমি গুহ্য সনাতন ব্রহ্মকে জানিতে পারি।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ক্রোধাদি দ্বাদশ প্রকার দোষ এবং বিকত্থনাদি ত্রয়োদশ প্রকার নৃশংস বর্গই তপস্যার কল্মষ; তাহার গুণ বলিয়া দ্বিজাতিগণের যে সমস্ত বিদিত হইয়াছে, তৎসমুদায়

পিতৃগণের অর্থাৎ বংশকর্ত্তা মন্বাদির শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। ক্রোধ, (ইচ্ছা-প্রতিঘাতে আক্রোশ তাড়নাদি হেতু মনস্তাপ) কাম, (স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ) লোভ, (ধনব্যয়-ভীরুতা) মোহ, (কৃত্যাকৃত্য-বিবেক-রাহিত্য) বিধিৎসা, (উত্তরোত্তর লাভেও তৃষ্ণার অনিবৃত্তি) অকৃপা, (নির্দ্দয়তা) অভ্যসূয়া, (পরগুণে দোষ-দর্শন) মান, (আপনাতে পূজ্যবুদ্ধি) শোক, (ইষ্টার্থনাশে চিত্ত-বৈকল্য) স্পৃহা, (ভোগ্যবর্গে সমধিক আদর) ঈর্ষা, (পরের উৎকর্ষ-দর্শনে সহ্য না করা) ও জুগুপ্সা, (পরনিন্দা বা বীভৎসতা) মনুষ্যের এই দ্বাদশটি দোষ মনুষ্যমাত্রেরই নিত্য বর্জ্জনীয়। হে মনুজর্ষভ! ব্যাধ যেমন মৃগ-সকলের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ উক্ত দোষ-সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যগণের ছিদ্রলাভার্থী হইয়া তাহাদিগকে পর্য্যুপাসনা করে। বিকত্থন, (পরগুণের অপলাপ-পূর্ব্বক স্বগুণোৎকর্ষ-কথনশীল) স্পৃহয়ালু, (অতিযত্ন-পূর্ব্বক পর-মহিলাদি-সম্ভোগেচ্ছু) মনস্বী, (গর্ব্বাধিক্য-প্রযুক্ত পরাবমানে তৎপর) কোপধারী, (কারণ ব্যতিরেকেও সর্ব্বদা ক্রোধন অথবা যে ব্যক্তি চিরকাল কোপ ধারণ করিয়া থাকে) চপল, (মিত্রতাদি বিষয়ে অস্থির) ও অরক্ষণ, (শক্তি থাকিতেও স্বীকৃত বনিতাদির অপালনকারী) এই ছয় প্রকার পাপাত্মা মনুষ্য সুদুর্গে অর্থাৎ ঐহিক বা পারত্রিক শঙ্কটে ভীত না হইয়া এই সমস্ত পাপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অপিচ সম্ভোগ-সম্বিদ্বিষম, (স্ত্রীসঙ্গাদি-বিষয়ে পুরুষার্থ বুদ্ধি হওয়ায় দুর্ব্ব্যবস্থিত) অতিমানী, (অত্যন্ত দর্প-বিশিষ্ট) দত্তানুতাপী, (দান করিয়া পশ্চাত্তাপকারী) কৃপণ, (প্রাণান্তেও অর্থ-ব্যয়ে অসহিষ্ণু) বলীয়ান্, (অতিশয় বল-পূর্ব্বক ব্যবহারকারী) বর্গপ্রশংসী, (পরাভিভবের প্রশংসাকারী অর্থাৎ পরদুঃখে সুখী) ও বনিতার প্রতি দ্বেষকারী, (পরিণীতা পত্নীর প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক পরকামিনী-সঙ্গে আসক্ত) এই সপ্ত অপর নৃশংস বর্গ।

ধর্ম্ম, (বর্ণাশ্রম নিয়ত সন্ধ্যা উপাসনাদি) সত্য, (হিংসা ব্যতিরেকে যথার্থ সম্ভাষণ) দম, (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ) তপস্যা, (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি) অমাৎসর্য্য, (পরগুণে অসহিষ্ণু না হওয়া) হ্রী, (লজ্জা) তিতিক্ষা, (ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রুদ্ধ না হওয়া) অনসূয়া, (পরগুণে দোষাবিষ্কার না করা) যজ্ঞ, দান, ধৃতি, (অত্যন্ত আপদ্‌কালেও ব্রতাদির অপরিত্যাগ) ও শ্রুত, (অর্থগ্রহ সহিত বেদাধ্যয়ন) এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশটির প্রভু হইতে পারেন, সেই সকল-গুণ-সম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ সমগ্র-বসুন্ধরা-শাসনে সমর্থ হয়েন। যে ব্যক্তি এই গুণ-সকলের মধ্যে তিন, দুই বা একটিরও অধিকারী হয়েন, তাঁহারে ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃত অর্থাৎ মুক্তির আধার হইয়াছে; মনীষী ব্রাহ্মণেরা তৎসমুদায়কে সত্য-মুখ বলিয়া বর্ণন করেন, অর্থাৎ সত্যপ্রধান হইলেই এ সমস্ত ফলোপধায়ক হয়।

দম অষ্টাদশ গুণ-বিশিষ্ট। কৃত ও অকৃত কর্ম্মে প্রতিকূলতা অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মে অশ্রদ্ধা এবং উপবাস ব্রতাদি কর্ম্মে ভোজন-লালসা, মিথ্যা, অভ্যসূয়া, কাম, অর্থ, (ধনার্জ্জনার্থে অতিযত্ন) স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পৈশুন্য, (পর-দোষ বর্ণনে তৎপরতা) মাৎসর্য্য, বিহিংসা, পরিতাপ, অরতি, (সৎক্রিয়ায় অনভিলাষ) অপস্মার, (কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিস্মরণ) অতিবাদ, (পরগ্লানি) ও আত্মাতে সম্ভাবনা, (মহত্ত্ববুদ্ধি) এই সমস্ত দোষে যে ব্যক্তি পরিবর্জ্জিত তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা দান্ত বলিয়া থাকেন। দম যেমন অষ্টাদশ গুণ-বিশিষ্ট সেইরূপ দমের বিপর্য্যয় মদেরও অষ্টাদশ দোষ; অপিচ ত্যাগ ছয় প্রকার হয়; এই সকলের বিপর্য্যয় ছয় দোষ; সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মদ-দোষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ছয় প্রকার ত্যাগ অতীব প্রশস্ত; তন্মধ্যে তৃতীয়টি অত্যন্ত দুষ্কর হয়; তদ্দ্বারা লোকে নিশ্চয়ই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়, কেননা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে দ্বৈত জয় করা হয়।

হে রাজেন্দ্র! ষড়্‌বিধ শ্রেষ্ঠ ত্যাগের বিবরণ এই, প্রথমত শ্রীলাভ করিয়া হৃষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ ধন বিদ্যাদি ঐশ্বর্য্য লাভে গর্ব্ব-ত্যাগ। দ্বিতীয়ত নিত্য বৈরাগ্য-যোগ-হেতুক ইষ্টাপূর্ত্তের অর্থাৎ যজ্ঞ ও বাপী তড়াগাদি-প্রতিষ্ঠা-রূপ কর্ম্ম-কাণ্ডের পরিত্যাগ। পূর্ব্বে যে তৃতীয় ত্যাগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কামত্যাগ;—পণ্ডিতেরা পুরুষকে যে গুণের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাই তৃতীয় গুণ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। বৈরাগ্য-প্রযুক্ত বনিতাদি ভোগ্যবস্তু-সমুদায়ের পরিত্যাগ-দ্বারা যে কামত্যাগ হয়, তাহাকেই যথার্থ কামত্যাগ বলা যায়, নতুবা কাম-পূর্ব্বক যথেষ্ট উপভোগ করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলে, কি বহুতর ধন লাভ করিলে অথবা কাম্যবস্তুর নিমিত্ত ঐ সমস্ত ধন ব্যয় করিলে কাম ত্যাগ হয় না। অপিচ যে ব্যক্তি সর্ব্ব-গুণযুক্ত ও ধনবান্ হয়, তাহারও কর্ম্ম-সকল অসিদ্ধ হইলে দুঃখ করা এবং তদ্দ্বারা আপনাকে গ্লানিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। চতুর্থত কীর্ত্তিনাশাদি অপ্রিয় ঘটনা উপস্থিত হইলেও কোন ক্রমে ব্যথা প্রাপ্ত না হওয়া। পঞ্চমত অভীষ্ট বন্ধু বান্ধব ও পুত্র কলত্রাদির নিকটেও যাচ্ঞা না করা। ষষ্ঠত যোগ্য যাচককে প্রদান করায় শুভ হয়।

এই সমস্ত ত্যাগ-দ্বারা অপ্রমাদী হইবেক। সেই অপ্রমাদও অষ্টগুণ-বিশিষ্ট। সত্য, ধ্যান, (আত্মানু-সন্ধান) সমাধান, (পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয়-বিধ সমাধি) চোদ্য, (তর্ক) বৈরাগ্য, অস্তেয়, (চৌর্য্য-রাহিত্য) ব্রহ্মচর্য্য, (স্ত্রীসঙ্গ-রাহিত্য) ও অসংগ্রহ, (পরিগ্রহ-শূন্যতা) এই আটটি অপ্রমাদের গুণ।

হে ভারত! মদের এইরূপ দোষ-সমস্ত উক্ত হইয়াছে; সেই সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিবেক। অপিচ ত্যাগ ও অপ্রমাদও কথিত হইল। ঐ অপ্রমাদের যেমন অষ্টগুণ অভিমত, সেইরূপ প্রমাদেরও অষ্ট প্রকার দোষ। সেই দোষ-সমস্তও পরিবর্জ্জন করিবেক। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও অতীত অনাগত দুঃখ-সমূহ হইতে ঐ অষ্ট প্রকার প্রমাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব তৎসমুদায় হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখী হইবেক। হে রাজেন্দ্র! সত্যাত্মা হও! সত্যেতেই লোক-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা উল্লিখিত দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদকে সত্যপ্রধান বলিয়া বর্ণন করেন, যেহেতু সত্যেই অমৃত সঞ্চিত আছে। বিধাতৃকৃত ধর্ম্ম এই যে, দোষ নিবৃত্তি হইলেই ইহলোকে তপোব্রতাচরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; অতএব সাধুদিগের সত্যই ব্রত। উক্ত দোষ-সমস্ত হইতে বিমুক্ত ও গুণ-সমূহে সমন্বিত হইলেই কৈবল্য-সাধন অত্যর্থ-সমৃদ্ধ তপশ্চরণ হয়। হে রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই এই পাপহর, জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিমোচক, পবিত্র প্রসঙ্গ সংক্ষেপে তোমার নিকটে ব্যক্ত করিলাম।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ইতিহাসাদি আখ্যান ও ঋগাদি চতুর্ব্বেদে ভূমানন্দ পরমাত্মাকে জন অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ বলিয়া উল্লেখ করেন; আবার অন্য কতকগুলি শাখী চতুর্ব্বেদী, (বেদ্য-চতুষ্টয় প্রতিপাদক) কতকগুলি ত্রিবেদী, (বেদ্যত্রয় প্রতিপাদক) কতকগুলি দ্বিবেদী, (বেদ্য-দ্বয় প্রতিপাদক) কতকগুলি একবেদী (এক বেদ্য প্রতিপাদক) এবং কতকগুলি অনৃচ (ব্রহ্মাদ্বৈত প্রতিপাদক) আছেন; তন্মধ্যে যাঁহাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া জানিতে পারি সেই ব্যক্তি কে?

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মই এক মাত্র বেদ্য ও সত্য; সেই সত্যের অজ্ঞান-হেতুক বহু-সংখ্য বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য সকল কল্পিত হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্ম-লাভ অতিশয় দুর্ঘট। সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছে, এমন লোক অতি বিরল। সেই অদ্বয়ানন্দ বেদ্য পুরুষকে না জানিয়াই লোকে আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করে এবং বাহ্যসুখ-লোভে দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সত্যভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের সংকল্পও সেইরূপ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যাহারা পরমানন্দ হইতে পরিচ্যুত

হয়, তাহাদিগের ক্ষুদ্রানন্দ বিষয়ে স্বভাবতই অভিলাষ জন্মে; সুতরাং তাহারা "স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ করিবেক" ইত্যাদি বেদ বাক্যের প্রামাণ্য-নিশ্চয়-হেতুক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। কাহারো মানস-দ্বারা, কাহারো বাক্য-দ্বারা, কাহারো বা কর্ম্ম-দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ দেবতা-ধ্যানাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন-জপাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; পরন্তু সত্য-সংকল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সংকল্প অর্থাৎ কল্পনীয় ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা হন। আত্ম-জ্ঞানাভাবে সংকল্পের সাফল্য না হইলে মস্তক-মুণ্ডন বাক্য-সংযমনাদি দীক্ষিত ব্রতের আচরণ করিবেক; পরন্তু 'দীক্ষিত' শব্দটি দীক্ষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কর্ম্ম-দ্বারা যে সংস্কার নিষ্পন্ন হয়, তাহা অবশ্যই বিনাশী; অতএব সাধুদিগের পক্ষে অকৃত্রিমত্ব ও অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত 'সত্য' অর্থাৎ ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, তপস্যা পরোক্ষ হইয়া থাকে; অর্থাৎ শোকমোহাদি-নিবৃত্তি-রূপ জ্ঞান-ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়, আর কায়িক, বাচিক বা মানসিক তপস্যা পরলোকে ফল প্রদান করে; সুতরাং যিনি বিস্তর অধ্যয়ন করেন, তাঁহারে বহুপাঠী ব্রাহ্মণ-মাত্র বলিয়াই জানিবেক। অতএব হে ক্ষত্রিয়! 'কেবল অধ্যয়ন-দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়' এরূপ মনে করিও না; যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হন, তাঁহাকেই তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ মহামুনি অথর্ব্বা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ-সন্নিধানে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই 'ছন্দঃ' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যেহেতু উহারা পাপকর্ম্ম হইতে পুরুষকে ছাদিত অর্থাৎ রক্ষিত করে; অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী না হইয়া কেবল কর্ম্ম প্রার্থনায় উপনিষদের সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাও ছন্দোবিৎ নহেন; যেহেতু তাঁহারা বেদবেদ্য পুরুষের যথার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। হে মনুজ-প্রবর! বেদ-সমস্ত সেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য-সম্বন্ধেই উপযোগী হন, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান ও ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান, এই উভয় প্রকার জ্ঞান-দ্বারাই ব্রহ্ম প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকেন; তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান যেমন মধ্যে অনুষ্ঠানান্তর অপেক্ষা করে, ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান সে রূপ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। অতএব কেবল কর্ম্মমাত্র-জ্ঞান-দ্বারা কেহ বেদজ্ঞ হইতে পারেন না, সত্য-জ্ঞান-দ্বারাই যথার্থ বেদজ্ঞ হন। অনেকানেক মহানুভব লোক সেই বেদজ্ঞগণ-সমীপে উপগত হইয়া বেদ-বেদ্য পরব্রহ্মকে নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রাজন্! বেদ-সকলের নিগূঢ় মর্ম্মজ্ঞ কেহই নাই, তবে চিত্ত-শুদ্ধির আতিশয্য প্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তি তাহা বোধগম্য করিতে পারেন: যিনি রহস্য-প্রতিপাদক বেদ-সমস্ত জানিয়াছেন, তিনি আবার বেদ্য জানিতে পারেন নাই, অর্থাৎ সবিকল্পক হওয়াতে তাঁহার নিকট, সকল মনোবৃত্তির প্রলয়-কালে প্রকাশমান নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্ম প্রতিভাত হন নাই; পরন্তু যিনি সত্যে অর্থাৎ সকল বৃত্তিবাধের অবধিভূত প্রত্যক্ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়াছেন, তিনিই নির্ব্বিকল্পক সুখ জানিয়াছেন। অহঙ্কারাদি অচেতন বেদ্যবর্গের মধ্যে কেহই বেদিতা নাই, সুতরাং বেদ্য অন্তঃকরণ দ্বারা কেহ বেদবোধ্য আত্মাকে জানিতে পারেন নাই এবং অনাত্মাকেও জানিতে পারেন নাই; যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি অনাত্মাকেও জানিয়াছেন; পরন্তু যিনি কেবল অনাত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। অপিচ যে চিদাত্মা বেদ অর্থাৎ প্রমাণ সমস্ত জানিয়াছেন, তিনিই প্রমেয়কেও জানিয়াছেন, কিন্তু সেই প্রমাণের প্রমাণকে, না বেদ, না বেদজ্ঞ অর্থাৎ প্রমাণ কি প্রমাতা, কেহই জানিতে পারেন নাই; তথাপি যে সকল ব্রাহ্মণেরা পাঠ, অর্থ ও অনুষ্ঠানক্রমে বেদজ্ঞ হয়েন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি-দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হওয়াতে তাঁহারাই বেদিতা

আত্মাকে বেদ বাক্যানুসারে লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা বোধগম্য করেন। পণ্ডিতেরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, যেমন প্রতিপদ্ তিথিতে চন্দ্রকলার জ্ঞাপন-বিষয়ে বৃক্ষশাখাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তদ্রূপ পরমাত্মার সেই পরম পুরুষার্থ যথার্থ তত্ত্ব বিজ্ঞাপন-বিষয়ে বেদ-সকল নির্দ্দিষ্ট হন। নিদিধ্যাসনের পরিপাক হেতু অপরোক্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করায় যিনি স্বয়ং সংশয়-শূন্য হইয়া যথার্থ ব্যাখ্যান-দ্বারা অপরের সমুদয় সংশয় অপনীত করেন, সেই ব্যাখ্যাতা (উপক্রম উপসংহারাদি ষড়বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গ অনুসারে বাক্যার্থ-বর্ণনে সুনিপুণ) ও বিচক্ষণ (যুক্তি-সহকারে শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের অনুচিন্তনে সমর্থ) ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ (বেদজ্ঞ) বলিয়া স্বীকার করি। কি পূর্ব্ব পশ্চিম, কি উত্তর দক্ষিণ, কি উর্দ্ধ অধঃ, কি তির্য্যক্, কি অদিক্, কুত্রাপি কোন প্রকারে পরমাত্মার অন্বেষণ স্থান প্রাপ্ত হইবেক না। আত্মত্বরূপে প্রতীয়মান বাস্তবিক অনাত্মভূত অন্নময়াদি পঞ্চ কোষ-মধ্যে কোনক্রমে তাঁহার অন্বেষণ করিবেক। ধ্যানপরায়ণ তপস্বী বেদে আত্মার অন্বেষণ না করিয়া আলোচন-বিশিষ্ট ধ্যান-যোগেই সেই প্রভুকে সন্দর্শন করেন। রাগাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইয়া উপাসনা করিবেক; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবেক না। হে রাজন্! তুমি এইরূপ শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার-পরিশূন্য হইয়া হৃদয়াকাশে সেই বেদ-পরিকীর্ত্তিত বাক্যমনের অগোচর পরব্রহ্মের সন্নিহিত হও। কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিলেই কেহ মুনি হয় না এবং বনবাস-মাত্র-দ্বারাও মুনি হইতে পারে না; যিনি প্রত্যগাত্মার লক্ষণ (জগজ্জন্মাদি-হেতুত্ব ও সচ্চিদানন্দকত্ব) অবগত হইয়াছেন, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ মুনি বলা যায়, অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও যোগীদিগের অপেক্ষা জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ হন। সর্ব্বজ্ঞতা-প্রযুক্ত সর্ব্ব বিষয়ের ব্যাকরণ অর্থাৎ প্রকটন করাতে জ্ঞানী পুরুষ বৈয়াকরণ বলিয়া উক্ত হন। সেই ব্যাকরণ, মূল কারণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াই হয়; যেহেতু ব্রহ্মই সমুদয় বিষয় ব্যাকৃত করেন। সকল লোকের প্রত্যক্ষদর্শী মনুষ্য সর্ব্বদর্শী হয়েন;—ব্রহ্মবিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণ সত্যে অবস্থান করতই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন। হে ক্ষত্রিয়! এইরূপ সাধন-বিশিষ্ট পুরুষ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাদি ও বেদ-সমুদায়েতে সোপানারোহণের ন্যায় আনুপূর্ব্বীক্রমে অধিরূঢ় হইয়া ব্রহ্ম সন্দর্শন করেন; ইহা আমি বুদ্ধিযোগে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম।

সনৎসুজাত-বাক্যে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! আপনি যাহা কীর্ত্তন করিলেন, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টা, বিশ্বপ্রকাশিকা ও ব্রহ্মপ্রাপিকা এই যে উপনিষদ্বাণী অবগত আছেন, বিষয়-সম্পর্ক পরিবর্জ্জিতা সেই সুদুর্ল্লভা কথা বর্ণন করুন। হে কুমার! আমার এই প্রার্থনা বাক্যে অবধান করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, তুমি অতিনির্ব্বন্ধ-সহকারে যাহা আমারে জিজ্ঞাসা করত অতিমাত্র হর্ষাবিষ্ট হইতেছ, সেই ব্রহ্ম ঈদৃশ ত্বরান্বিত ব্যক্তির লভ্য হয়েন না; ‘ আমি ব্রহ্ম ’ এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে সংকল্পাত্মক মন বিলীন হইলে যে একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়,—যাহাতে সমুদয় বৃত্তির নিরোধ হইয়া কেবল চিন্তনীয় ব্রহ্মমাত্র চিন্তার বিষয় থাকেন,—তাহাই ব্রহ্ম-প্রাপিকা বিদ্যা; সেই বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ গুরুকুল-বাস-দ্বারা লভ্য হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “ নিত্যসিদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মবৎ আরম্ভের যোগ্যা নহে, সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা প্রকাশীকৃতা হইয়া কার্য্যকালে আত্মাতেই অবস্থান করে ” এই যে কথা আপনি বলিতেছেন, এরূপ হইলে ব্রাহ্মণের যোগ্য অমৃতত্ব কি প্রকারে লব্ধ হইতে পারে? অর্থাৎ লব্ধবস্তুর লাভার্থে যত্নের

অপেক্ষা না থাকায় ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান নিরর্থক না হয় কেন?

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্ম যদিও নিত্য প্রত্যক্ষ, তথাপি বুদ্ধি-নামক-উপাধি-সম্বন্ধ-জনিত কলুষতা-প্রযুক্ত প্রকাশিত না হওয়ায় অব্যক্ত হয়েন, সুতরাং যে বিদ্যা তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, তাহা নিত্যসিদ্ধা হইলেও তাহার সাধনার্থে অবশ্যই যত্নের অপেক্ষা থাকে; অতএব যাহা শ্রেষ্ঠতম গুরু-পরম্পরাতে নিত্যসিদ্ধা, তাঁহাদের বুদ্ধিযোগে ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা যাহা প্রকাশিতা হয় এবং যাহা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এই মর্ত্যলোক পরিত্যাগ করেন, আমি সেই সনাতনী অব্যক্ত (ব্রহ্ম) বিদ্যা কীর্ত্তন করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা সহজে যে বিদ্যা জানিতে পারা যায়, তাহার সাধনভূত সেই ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার হয়, ইহা আমারে বলুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা সাধনার্থে যাঁহারা আচার্য্যের সদনে প্রবেশ-পূর্ব্বক অকপট সেবা-দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তাঁহারা ইহলোকেই শাস্ত্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম হয়েন এবং দেহ-ত্যাগান্তে ব্রহ্মের সহিত একতা-রূপ পরম যোগ লাভ করেন। ব্রহ্মপদ-লাভের উদ্দেশে যাঁহারা ইহলোকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সমস্ত সহ্য করত বিষয় কামনা সকল জয় করেন, সেই সত্ত্বগুণ-ভাজন মানবগণ, মুঞ্জ হইতে ইষীকার ন্যায়, দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া থাকেন। হে ভারত! পিতা ও মাতা, ইহাঁরা কেবল শরীর উৎপাদন করিয়া দেন, পরে আচার্য্যের উপদেশক্রমে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি-রূপ যে জন্মান্তর হয়, মোক্ষের হেতু হওয়ায় তাহাই পবিত্র, অজর ও অমর। যিনি বাক্য-দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদন এবং তৎফলভূত মোক্ষ প্রদান করত ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলকে সত্য-দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে আবৃত করেন অর্থাৎ দ্বৈত-জনিত ভয় নিবারণ-দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া থাকেন, সেই আচার্য্যকেই পিতা ও মাতা বলিয়া মানিবেক; তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করত কোনক্রমে তাঁহার প্রতি দ্রোহাচরণ করিবেক না। শিষ্য গুরুকে নিত্য অভিবাদন করিবেক এবং শুচি ও সাবধান হইয়া স্বাধ্যায় ইচ্ছা করিবেক; কদাচ অভিমান বা রোষ ধারণ করিবেক না, ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। যিনি শুচি হইয়া শিষ্যবৃত্তিক্রমে অর্থাৎ গুরুর উপরে জীবিকা নির্ভর না করিয়া স্বয়ং সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতই বিদ্যা লাভ করেন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতান্বিত সেই শিষ্যের ঐরূপ অনুষ্ঠানকেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ বলা যায়। কর্ম্ম, মন ও বাক্য-দ্বারা, এমন কি, ধন ও প্রাণ-দ্বারাও আচার্য্যের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবেক; ইহাকে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলে। গুরুর প্রতি যে রূপ সমঞ্জসীভূত ব্যবহার করিবে, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্রের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবেক; ইহাকেও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলা যায়। বিদ্যা-দানাদি-দ্বারা আচার্য্য-কৃত স্বকীয় উপকার বিশেষ-রূপে জানিয়া এবং দুঃখ নিবৃত্তি ও আনন্দ-প্রাপ্তি-রূপ তাহার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিষ্য গুরুর প্রতি প্রীতচিত্তে "ইনি আমারে সর্ব্বথা বর্দ্ধিত করিয়াছেন" এইরূপ যে মনে করেন, তাহাই ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। প্রজ্ঞাবান্ শিষ্য, আচার্য্যের বিদ্যাদান-রূপ ঋণ দক্ষিণা প্রদান-দ্বারা পরিশোধ না করিয়া, আশ্রমান্তরে অবস্থিতি করিবেন না এবং "আমি এই অর্থ প্রদান করিতেছি" ইহা বাক্য-দ্বারা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, মনেও চিন্তা করিবেন না; অপিচ দক্ষিণা-লাভে আচার্য্য যাহাতে সন্তোষ-সূচক কোন কথা বলেন এরূপ চেষ্টাও করিবেন না; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ। শিষ্য, ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজনভূত ব্রহ্মবিদ্যার একপাদ, কাল অর্থাৎ বুদ্ধি-পরিপাক-সহকারে লাভ করেন, আচার্য্যের উপদেশ-দ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হন, উৎসাহ-যোগ অর্থাৎ বুদ্ধি-বৈভব-দ্বারা এক পাদ লাভ করেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত বিচার-দ্বারা এক পাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, ধর্ম্মাদি দ্বাদশ,

আসন প্রাণ-জয়াদি অন্যান্য অঙ্গ ও বল অর্থাৎ যোগে নিত্য উদ্যম যাহার-স্বরূপ হইয়াছে, সেই ব্রহ্মচর্য্য আচার্য্যের উপদেশে বেদার্থ-যোগ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ব্রহ্মের প্রাপ্তি-দ্বারা সিদ্ধ হয়। শিষ্য উক্ত প্রকারে গুরুদক্ষিণা প্রদানার্থে প্রবৃত্ত হইয়া যে ধন উপার্জ্জন করিতে পারিবেন, তাহা আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। আচার্য্য সেই বহুগুণান্বিতা উপজীবিকা এইরূপে প্রাপ্ত হন। গুরুর ন্যায় গুরু-পুত্রের প্রতিও শিষ্যের এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

শিষ্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করত সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হন এবং বহুল পুত্র ও সুখ্যাতি লাভ করেন; অপিচ দিগ্‌দিগন্তর-বাসী জনগণ তাঁহারে জল বর্ষণের ন্যায় ধন দান করে এবং অনেকানেক শিষ্যেরাও ব্রহ্মচর্য্যার্থে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করেন। এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা দেবগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মনীষা-সম্পন্ন মহাভাগ ঋষিরাও ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। ইহার দ্বারাই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের রূপ হইয়াছে এবং সূর্য্যও এই ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারা প্রতি দিন গগনমণ্ডলে সমুদিত হইতেছেন। যাঁহারা চিন্তিতবস্তু-প্রদ চিন্তামণি-নামক পারদ-গুটিকা-বিশেষ প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের ঐ প্রার্থিত-বিষয়ের প্রাপ্তি হইলে যাদৃশ ভাব হইয়া থাকে, উক্ত দেবাদি সকলেও ঐ রূপে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ সংকল্পানুসারে চিন্তিতবস্তু প্রদানের অধিকার লাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! যিনি তপস্যার অনুষ্ঠান করত উক্ত প্রকার চতুষ্পাদ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং তদ্দ্বারা দেহ পবিত্র করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষ ঐরূপ অনুষ্ঠান-দ্বারা যাবজ্জীবন রাগ-দ্বেষাদি-পরিশূন্য থাকেন অথবা যুক্তি-পূর্ব্বক বেদান্ত অর্থ-সকলের অনুধ্যান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভে সমর্থ হন এবং চরমে মৃত্যুকে জয় করেন। হে ক্ষত্রিয়! ব্রহ্মবিদ্যা-বিহীন মানবগণ বিশুদ্ধ কর্ম্ম-দ্বারা অনিত্য লোক-সমস্ত জয় করিয়া থাকেন; পরন্তু বিদ্যাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান-দ্বারা বিশ্বাত্মা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন; জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি লাভের আর কোন পথই বিদ্যমান নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যে বিদ্বান্ পুরুষ হৃদয়ে ব্রহ্মের সৎ রূপ সন্দর্শন করেন, তাঁহার নিকটে উহা শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, কজ্জল ও ধূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হয়; অতএব সেই সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরব্রহ্ম কিরূপ রূপ-বিশিষ্ট, তাহা আমারে বলুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, ধূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে কিন্তু তাহা না পৃথিবীতে, না অন্তরীক্ষে, না সমুদ্রের জলে, কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। কি তারকাপুঞ্জ, কি বিদ্যুদাবলী, কি মেঘমালা, কি বায়ুচক্র, কোন স্থানে ব্রহ্মের রূপ আশ্রিত দেখা যায় না। তাহা না দেবতা-সমূহে, না চন্দ্রমণ্ডলে, না সূর্য্যমণ্ডলে, না ঋক্‌বেদে, না যজুর্ব্বেদে, না অথর্ব্ববেদে, না সুবিমল সামবেদে, না রথন্তরে, না বার্হদ্রথে, না মহাব্রত যজ্ঞে, কুত্রাপি দৃষ্ট হইবার নহে; যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য, তাঁহার নাম রূপের প্রসক্তিই নাই। তাঁহারে কোন ক্রমে অতিক্রম করা যায় না; তিনি অজ্ঞান-রূপ উপাধির অতীত। প্রলয় কালে সর্ব্ব-সংহারী কালও তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। তাঁহার রূপ অতি দুর্লক্ষ্য; উহা ক্ষুরধারার ন্যায় সূক্ষ্মতম, অথচ পর্ব্বতাদি মহত্তর বস্তু-সকলের অপেক্ষাও মহৎ। ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান ও নির্ব্বিকার। তিনিই দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই যশ, অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বময়, বৃহৎ ও রমণীয়। যেমন সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল জন্মে এবং ঘট মৃত্তিকায় লীন হয়, সেইরূপ তাঁহা হইতে সমস্ত প্রাণিবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাতেই প্রলীন হইয়া যায়। তিনি অনাময় (দ্বৈতরোগ-বিবর্জ্জিত) উদ্যত (জগদাকারে উদ্গত) ও মহৎ যশঃ স্বরূপ (পরমব্যাপক) পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, তাঁহার বিকার কেবল বাক্য-মাত্রে, স্বরূপে নহে। তাঁহাতেই এই সমুদয়

জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহারে জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন।

সনৎসুজাত-বাক্যে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

সনৎসুজাত কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! শোক, ক্রোধ, লোভ, (স্পৃহা) কাম, মোহ, (প্রজ্ঞার অভাব) পরাসুতা, (নিদ্রা-পরতা) ঈর্ষ্যা, অভিমান, বিধিৎসা, কৃপা, (স্নেহ) অসূয়া ও জুগুপ্সা, মনুষ্যের প্রাণ-বিনাশী এই দ্বাদশটি মহাদোষ। এই সকলের মধ্যে প্রত্যেকেই মনুষ্যদিগকে আশ্রয় করিবার নিমিত্তে তাহাদিগের পর্য্যুপাসনা করে। মনুষ্য ঐ সমস্ত দোষে আবিষ্ট ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া পাপকর্ম্মের আরম্ভে প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহয়ালু, উগ্র, (নির্দ্দয়) পরুষ, (রুক্ষ-বাক্য) বদান্য, (বহুভাষী) মনে মনে কোপধারী ও বিকত্থন, এই ছয় নৃশংসধর্ম্মা মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করে না, প্রত্যুত শ্রেষ্ঠ লোকের অবমাননা করিয়া থাকে। সম্ভোগ-সম্বিদ্বিষম, (স্ত্রী-সঙ্গাদি বিষয়ে পুরুষার্থ বুদ্ধি হওয়ায় দুর্ব্ব্যবস্থিত) অতিমানী, দান করিয়া আত্মশ্লাঘা-কারী, কৃপণ, দুর্ব্বল, (বল-দ্বারা পরের অনিষ্টকারী) বহুপ্রশংসী, (আত্মস্তুতি-পরায়ণ) ও সর্ব্বদা বনিতা-বিদ্বেষী, এই সাতজন পাপশীল মনুষ্যও নৃশংস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা, এই দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের মহাব্রত। যিনি এই দ্বাদশটি হইতে পরিচ্যুত না হন, তিনি এই সমগ্র বসুন্ধরা শাসন করিতে পারেন। যে ব্যক্তি এই সকলের মধ্যে তিন, দুই বা একটিরও অধিকারী হয়েন, তাঁহার স্বকীয় কোন বস্তুই নাই, ইহা জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ধর্ম্মাদির মধ্যে একটির প্রতিও যাঁহার পক্ষপাত হয়, তিনি তদর্থে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেন। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ, এই তিনটি অমৃতের অধিষ্ঠান; মনীষা-সম্পন্ন ব্রহ্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-গণেরই এ সকলেতে অধিকার হয়।

সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, পরের দোষ কীর্ত্তন করা ব্রাহ্মণের প্রশস্ত নহে; যাহারা এরূপ করে, তাহাদিগের নরকই অধিষ্ঠান হয়। পূর্ব্বে 'মদ অষ্টাদশ দোষযুক্ত' এইরূপ উল্লিখিত হই-য়াছে, কিন্তু সেই দোষগুলি প্রকৃষ্ট রূপে কীর্ত্তিত হয় নাই; অতএব এক্ষণে তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। লোক-দ্বেষ্য, (পরদার-হরণাদি) প্রাতিকূল্য, (ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিঘ্নাচরণ) অভ্যসূয়া, (গুণিগণের প্রতি দোষারোপ) মিথ্যা কথা, কাম, ক্রোধ, পারতন্ত্র্য, (মদ্যাদির বশীভূত হওয়া) পরি-বাদ, পৈশুন, (রাজ-দ্বারাদি-স্থলে পরদোষ-সূচন) অর্থহানি, (নট নর্ত্তক বেশ্যাদিতে অথবা রাজ-দণ্ডে বিনিয়োগ-দ্বারা ধনক্ষয়) বিবাদ, (শত্রুতা) মাৎসর্য্য, প্রাণি-পীড়ন, ঈর্ষা, মোহ, (দর্পের হেতুভূত হর্ষ) অতিবাদ, (মর্য্যাদার অতিক্রম-পূর্ব্বক বাক্যপ্রয়োগ) সংজ্ঞানাশ, (কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-রাহিত্য) ও অভ্য-সূয়িতা, (অনবরত পর-দ্রোহশীলতা) মদের এই অষ্টাদশ দোষ; অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ তাহা-তে মত্ত হইবেন না, কেন না মত্ত হওয়া সততই বিগর্হিত।

সৌহৃদ্যে ছয়টি গুণ জানিতে হইবে। সুহৃদের প্রিয় ঘটনায় সুহৃদেরা হৃষ্ট হন এবং অপ্রিয় ঘট-নায় ব্যথিত হইয়া থাকেন। তৃতীয়ত, যিনি আপ-নার অত্যন্ত হিতকর বস্তু যাচমান ব্যক্তিকে দান করেন, যাচ্ঞা করিবার অযোগ্য বস্তুও সেই সুহৃদের নিঃসন্দেহ দেয় হয়। অন্তঃকরণের ভাব যাঁহার শুদ্ধ, তিনি প্রার্থিত হইয়া অতিমাত্র প্রেমাস্পদ ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কলত্র পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারেন। চতুর্থত, সুহৃদ্ব্যক্তি কোন লোককে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও 'আমি ইহার উপকার করিয়াছি' ভাবিয়া তাহার গৃহে বাস করেন না। পঞ্চমত, তিনি মিত্রাদির উপরে নির্ভর না করিয়া আপনার উপার্জ্জিত দ্রব্যই

ভোগ করেন। ষষ্ঠত, মিত্রের হিতার্থে তিনি স্বীয় মঙ্গলের হানি করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। যে ধনশালী গৃহস্থ উক্ত রীতিক্রমে গুণবান্, দানশীল ও সাত্ত্বিক হন, তাদৃশ পুরুষ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিবর্ত্তিত করেন। স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিবর্ত্তন-রূপ এই তপশ্চরণ সমৃদ্ধ হইলেও জ্ঞান-যোগ-ব্যতিরেকে কেবল ঊর্দ্ধগতিপ্রদ হয় মাত্র, জ্ঞানের ন্যায় ইহলোকেই কৃতকার্য্য করিতে পারে না। যাঁহারা তীব্রতর বৈরাগ্যের অভাবে ধৈর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের "ব্রহ্মলোকে দিব্য সুখ-সমস্ত সম্ভোগ করিব" এইরূপ সংকল্প-দ্বারাই উক্ত প্রকার তপশ্চরণ সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে যজ্ঞ-সকল প্রবর্দ্ধিত হয়, সেই সত্য সংকল্পের অনুরোধ-বশতই কাহারো মানস-দ্বারা, কাহারো বাক্য-দ্বারা, কাহারো বা কর্ম্ম-দ্বারা যজ্ঞ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ কেহ কেহ ধ্যানাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ অধ্যয়ন জপাদি-রূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ বা প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। রাজা যেমন ভৃত্যের উপরে আধিপত্য করেন, সেইরূপ সংকল্পশূন্য চিদাত্মা সগুণ-ব্রহ্মবেদী সত্য-সংকল্প পুরুষের অধিষ্ঠাতা হন। অপিচ আমার আরও কিঞ্চিৎ মত শ্রবণ কর। সংকল্প-বিহীন ঈশ্বর নির্গুণ-ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণের সংকল্পে বিশেষ রূপে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ সগুণোপাসক অপেক্ষা নির্গুণবেদী ব্রাহ্মণেতে সত্য-সংকল্পত্বাদি অতিশয় আবির্ভূত হয়।

ব্রহ্ম-প্রাপ্তির নিদানভূত এই যোগ-শাস্ত্র শিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবেক। পণ্ডিতেরা বলেন, এতদ্ভিন্ন অন্য সকল শাস্ত্র কেবল বাক্যের বিকার মাত্র। এই যোগশাস্ত্রে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকলই যোগীর অধীন রহিয়াছে; যাঁহারা তাহা জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। হে রাজন্! কর্ম্ম সুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তদ্দ্বারা সত্য জয় করিতে অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না। হে নরেন্দ্র! অবিদ্বান্ পুরুষ হোমই করুক বা যজ্ঞই করুক, তদ্দ্বারা কদাচ মুক্তি পায় না এবং অন্তকালেও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। রাগাদি-বাহ্যেন্দ্রিয়-ব্যাপার-রহিত হইয়া একাকী উপাসনা করিবেক; এমন কি, মনে মনেও কোন চেষ্টা করিবেক না। অপিচ প্রশংসা ও নিন্দাতে প্রীতি ও রোষ পরিত্যাগ করিবেক। হে ক্ষত্রিয়! যোগী পুরুষ সোপানারোহণের ন্যায় আরোপ, ব্যামিশ্র ও অপবাদ-ক্রমে পূর্ব্বোক্ত বেদ অর্থাৎ দৃষ্টিভেদ সমুদায়ে অবস্থান করত ইহলোকেই ব্রহ্মকে দর্শন করেন এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হন। হে বিদ্বন্! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্যা যে শ্রেয়সী, ইহা আমি তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম।

সনৎসুজাত-বাক্যে পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫॥

সনৎসুজাত কহিলেন, বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও সংহারের বীজ-স্বরূপ, সর্ব্ব-চেষ্টা-প্রবর্ত্তক, আনন্দরূপ, বৃত্তিরূপ উপাধি-শূন্য, বিজ্ঞানময়, সূর্য্যাদিরূপে প্রকাশমান, মহদ্যশো-নামক সেই যে ব্রহ্ম, তাঁহাকেই ইন্দ্রিয়গণ উপাসনা করিতেছে এবং সেই মূল কারণ হইতেই সূর্য্য (জগৎ-প্রসব-ধর্ম্মা মায়া-রূপ উপাধি-যুক্ত ঈশ্বর) বিরাজমান হইতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ-দ্বারাই সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন অখণ্ডৈকরস পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম অব্যাকৃত নিত্যবস্তু হইয়াও শুক্র অর্থাৎ আনন্দ-রূপ চৈতন্য-প্রতিবিম্বকে প্রাপ্ত হইয়া জগজ্জন্মাদি কার্য্যে সমর্থ হন এবং তদ্দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ভীষণ বস্তু-সকলেরও ভয়প্রদ সেই স্বয়ং-জ্যোতিঃ শুক্র, সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থ-সকলের মধ্যে থাকিয়া, সমুদয় প্রকাশিত করিতেছেন।

যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

পৃথিবী-প্রভৃতি পঞ্চভূত সলিলের ন্যায় একরস ব্রহ্মেতে অবস্থিত আছে ; চৈতন্য-রূপে দ্যোতমান জীব ও ঈশ্বর সেই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন পাঞ্চভৌতিক দেহকে হৃদয়াকাশে আশ্রয় করিয়া আছেন। সুষুপ্তি কালে জীব এবং প্রলয় কালে ঈশ্বরও তন্দ্রা-যুক্ত হন, কিন্তু পরমাত্মা অতন্দ্রিত। সেই মায়াচ্ছাদন-পরিশূন্য, সূর্য্যেরও সূর্য্য অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সচ্চিদ্রূপ নিত্যপ্রকাশ ও সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত পরমাত্মা ঐ জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী ও স্বর্গকে ধারণ করিতেছেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

শুক্র জীব ও ঈশ্বরকে এবং পৃথিবী স্বর্গ-দিঙ্মণ্ডল-প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। তাঁহা হইতে দিক্ ও নদী-সমস্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহা হইতেই মহাসমুদ্র-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

স্বয়ং অধ্রুব অর্থাৎ বিনাশশীল হইলেও যাহার কর্ম্মের বিনাশ হয় না, সেই শরীর-রূপ রথের প্রাক্তন কর্ম্ম-রূপ চক্রে অবস্থান করত ইন্দ্রিয়-রূপ অশ্বগণ প্রজ্ঞাবান্ জীবকে হৃদয়াকাশে সেই দিব্য (অশনায়াদির অতীত অলৌকিক) ও অজর (সর্ব্ব বিকার-বিবর্জ্জিত) পরমাত্মার সন্নিধানে লইয়া যায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বশীকৃত হইলে প্রজ্ঞাবান্ জীব তদ্দ্বারা পরমাত্মতা প্রাপ্ত হন, অন্যথা, শরীর নষ্ট হইলেও তৎকৃত কর্ম্মের ধ্বংস না হওয়ায় তৎক্ষণমাত্র তাঁহারে শরীরান্তরে নিবদ্ধ হইতে হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

ইহাঁর রূপ সাদৃশ্যে থাকে না, অর্থাৎ ইনি অনুপমাস্বরূপ ; কোন ব্যক্তিই চক্ষুর্দ্বারা ইহাঁরে দেখিতে পায় না। যাঁহারা মনীষা, (মনের নিগ্রহ) সূক্ষ্ম মন ও হৃদয়-দ্বারা ইহাঁরে জানেন, তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

শুক্র-নামক অধিষ্ঠানে ভাসমানা অবিদ্যা-নাম্নী তরঙ্গিণী মহাভয়ঙ্করী। উহা চিত্তাদি, স্মরণাদি, শ্রোত্রাদি, শ্রবণাদি, বাগাদি, বচনাদি, শব্দাদি, বিষয়াদি, প্রাণাদি, শ্বসনাদি, সংস্কার ও সুকৃতাদি, এই দ্বাদশ প্রকার সমুদায় দ্বারা সতত প্রবাহবতী এবং চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক, তত্তদ্বিষয়-প্রদর্শন-দ্বারা অশেষ সংস্কার-পরম্পরার বিস্তারকারী সূর্য্যাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক সংরক্ষিতা। জীবগণ সেই অবিদ্যা-তটিনীকে পান অর্থাৎ তৎকৃত অভীষ্ট পুত্র-পশ্বাদি-দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত তাহার মধু অর্থাৎ উক্ত পুত্র পশ্বাদি মধুর ফলের প্রতীক্ষায় ইহাতে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছেন। জীবগণ যে অধিষ্ঠানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

ইতস্তত ভ্রমণশীল জীব-রূপ ভ্রমর সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া, অর্দ্ধমাস অর্থাৎ চন্দ্র যাহাতে ভোগ্য হন, সেই কর্ম্মফল-রূপ মধু পান করেন, অর্থাৎ পারলৌকিক ফল-ভোগানন্তর ঐহিক-ফলভোগ-বাসনায় পরলোকে সোম-রূপ অর্দ্ধ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অপরার্দ্ধ-দ্বারা পুনর্ব্বার ইহলোকে অবতীর্ণ হন। সেই জীবই অন্তর্যামী-রূপে সর্ব্বভূতে অবস্থান করেন এবং তিনিই যজ্ঞের কল্পনা করিয়াছেন ; অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জীবাত্মাই বৈদিক-মার্গের প্রবর্ত্তক। যিনি যজ্ঞ-কল্পনা করিয়াছেন, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

পক্ষহীন (উৎক্রমণ-হেতু প্রাণ-রূপ উপাধি-শূন্য) চিদাত্মা-রূপ বিহঙ্গগণ আপাত-রমণীয় স্ত্রীপুত্রাদি-রূপ পত্র-যুক্ত অবিদ্যা-রূপ বিনশ্বর বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তথায় পক্ষযুক্ত (প্রাণাদি উপাধি লাভে উৎক্রমণ-যোগ্য) হইয়া বাসনানুসারে নানা দিকে অর্থাৎ বহুতর যোনিতে পতিত হন। যিনি প্রাণাদি উপাধি সম্বন্ধে জীবত্ব প্রাপ্ত হন, যোগীরা সেই

সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

প্রাণাদি উপাধি-রূপ দর্পণ-সকল চিৎপ্রতিবিম্বভূত জীব-সমুদায়কে চিদাকাশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়। উক্ত প্রাণাদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মেতে তৎসমুদায়ের অধ্যাস হইলে যখন সম্যক্ পর্য্যালোচন-সহকারে ব্রহ্ম হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করা যায়, তখন জীবেশ্বর-ভেদ-হেতু উপাধির অসম্ভাব-প্রযুক্ত একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

তাঁহা হইতে বায়ু-প্রভৃতি ভূতবর্গ উৎপাদিত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। তাঁহা হইতে অগ্নি, সোম ও প্রাণ, অর্থাৎ ভোক্তা, ভোজ্য ও দেহেন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দৃশ্যমান সমস্ত ভূত-প্রপঞ্চ তাঁহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে জানিবেক; আমরা তাঁহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ নহি। যোগীরা সেই বাক্যের অগোচর সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর, মনেতে প্রাণ বায়ুর, বুদ্ধিতে মনের এবং পরমাত্মাতে বুদ্ধির উপসংহার হইয়া থাকে। যাঁহাতে বুদ্ধির লয় হয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

হংস যেমন কোন কোন সময়ে এক পাদ প্রকাশিত করে না, সেইরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়াখ্য পাদ-চতুষ্টয়-বিশিষ্ট হংস (পরমাত্মা) অগাধ সংসার-সাগরের ঊর্দ্ধে পাদ-ত্রয়-দ্বারা বিচরণ করত অবশিষ্ট তুরীয়াখ্য শিব অদ্বৈত পাদ প্রকাশিত করেন না। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ-নামক ঊর্দ্ধতন পাদ-ত্রয়ের পরিচালনার্থে ব্যাপ্ত সেই তুরীয়পাদকে যাঁহারা অবলোকন করেন, তাঁহাদের আর মৃত্যু বা মৃত্যুর অভাব হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই অজ্ঞানকৃত মৃত্যু অমৃত্যুর বিধ্বংস হইয়া পড়ে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র (অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়-পুণ্ডরীকে প্রতিষ্ঠিত) পূর্ণ অন্তরাত্মা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয়াত্মক লিঙ্গ-শরীর সংযোগে নিত্য কাল ইহলোক-পরলোক ও জাগ্রৎ-স্বপ্ন প্রাপ্ত হইতেছেন। সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা, স্তবনীয়, উপাধি-সহযোগে সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, মূল কারণ পরমাত্মা প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে প্রকাশমান থাকিলেও মূঢ়েরা তাঁহারে দেখিতে পায় না। মানব-মণ্ডলী-মধ্যে কেহ কেহ শমদমাদি সাধন-বিহীন, কেহ কেহ বা সাধন-সম্পন্ন আছেন, পরন্তু ব্রহ্মকে সকলের পক্ষেই সমান অর্থাৎ নির্ব্বিকার দেখা যায়। কি মুক্ত, কি বদ্ধ, উভয়ের নিকটেই ইনি সমান; তন্মধ্যে যাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মরসের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ এক অবস্থায় যে দুঃখ থাকে, অবস্থান্তরে তাহা দৃষ্ট না হওয়ায় ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, দুঃখ উপাধিরই ধর্ম্ম, তবে, যেমন জবা পুষ্পের রক্তিমাবর্ণ স্ফটিকে সংক্রামিত হইলে স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখা যায়, সেইরূপ ভ্রান্তি-বশত উপাধি-বিশিষ্টেতে দুঃখের উপলব্ধি হইয়া থাকে, অতএব সর্ব্বতোভাবে উপাধি-পরিত্যাগ হওয়ায় যাঁহাদের মুক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের আর দুঃখের সংস্পর্শ থাকে না, সুতরাং তাঁহারা অবশ্যই নিরতিশয় আনন্দ-ভাজন হইয়াছেন। যিনি সর্ব্বভূতে এইরূপ সমান, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যা (ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণ-বৃত্তি এবং 'আমিই এই সমস্ত বিশ্ব-প্রপঞ্চ' এইরূপ সর্ব্বাত্মাকারা বৃত্তি) দ্বারা উভয় লোক (আত্মলোক ও অনাত্ম-লোক) প্রকাশিত করিয়া সঞ্চরণ করেন। তৎকালে তাঁহার অহুত অগ্নিহোত্রও হুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানে সমুদয় কর্ম্মফলই অন্তর্ভূত হয়। অতএব ব্রাহ্মী বাণী তোমার যেন নীচত্ব সম্পাদন না করেন, অর্থাৎ তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া 'আমি মহান্' এই কথা বলিবারই যোগ্য হও, 'আমি দাস'

এ কথা যেন চিরকাল বলিতে না হয়। ব্রহ্মের নামই 'প্রজ্ঞান;' যাঁহারা ধীর অর্থাৎ ধ্যান-সম্পন্ন হন, তাঁহারাই ইহা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার নাম প্রজ্ঞান, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

সেই বাক্য মনের অগোচর, জগদুৎপত্তি-প্রভৃতির মূল কারণ, নির্ব্বিকার, যোগৈকগম্য পরমাত্মা এই-রূপ হয়েন। তিনি ভোক্তা জীবকে আপনাতে সংহৃত অর্থাৎ বিলীন করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই পরমারাধ্য পূর্ণ পরমাত্মাকে জানেন, ইহলোকে তাঁহার অর্থ (মোক্ষ) ব্যাহত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম-ফলের ন্যায় জ্ঞানফল অনিত্য নহে। যাঁহাকে জা-নিতে পারিলে পুরুষার্থের হানি হয় না, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মাকে সন্দর্শন করেন।

যাহা সহস্র সহস্র পক্ষ বিস্তার-পূর্ব্বক দূরে গমন করে, তাহা মনের ন্যায় বেগ-বিশিষ্ট হইলেও শরীর-মধ্যে মধ্যস্থ পরমেশ্বরে সমাগত হয়, অর্থাৎ যোগীদিগের হৃদয়াকাশে অতিদূরস্থ অর্থও সর্ব্বদা দৃষ্টচর হইয়া থাকে। যাঁহাতে দূরস্থ বস্তুও সন্নিহিত থাকে, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

ইহাঁর রূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলের গোচর নহে; বিশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষেরা বিশুদ্ধ চিত্ত-দ্বারাই ইহাঁরে দর্শন করিয়া থাকেন। যৎকালে পুরুষ জগতের মিত্র ও মনোনিগ্রহে সমর্থ হন এবং পুত্রাদির বি-নাশ হইলেও শোক না করেন, তৎকালেই তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে জানিতে হইবে। যাঁহারা এই-রূপ চিত্তশুদ্ধি জানিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তাঁহারা অমৃত, অর্থাৎ ব্রহ্ম হন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

সর্পেরা যেমন গর্ত্তাদি-মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ কুলাচারী মনুষ্যেরা স্বকীয় গুরুপরম্পরার উপদেশ এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্র-দ্বারা মদ্য মাংস পরস্ত্রীসেবনাদি পাপ-সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। আপাত-রমণীয় সেই সকল মনুষ্যের নিকটে বিমূঢ় লোকেরা প্রকৃষ্ট-রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; যেহেতু সেই বঞ্চকেরা প্রকাশে শিষ্টাচারের অতিক্রম না করিয়া উহা-দিগকে ভয়ের নিমিত্তে মোহিত করে, অর্থাৎ নরক-গ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদিগকে মদ্যমাংস-সেবনাদি অশুচি ব্রতের উপদেশ-দ্বারা প্রতারিত করিতে থাকে। অতএব সম্যক্ পরীক্ষিত লোক-দিগের সঙ্গেই সহবাস করা কর্ত্তব্য। যাঁহাকে লাভ করিবার উদ্দেশে সাধুসঙ্গ বিধেয়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

জীবন্মুক্তদিগের এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে যে, দেহেন্দ্রিয়াদি সমুদয় অসৎ (অনিত্য) সুতরাং তা-হারা আমাকে কস্মিন্ কালেও অসৎকৃত অর্থাৎ সুখ দুঃখ জরামরণাদি ধর্ম্মযুক্ত করিতে পারে না। আ-মার জন্ম-মরণ-প্রবাহ-রূপ মৃত্যু-নামক বন্ধই যখন নাই, তখন দেহ বিয়োগ-রূপ মৃত্যুও নাই এবং জন্ম-লাভ-রূপ অমৃত্যুও নাই। অপিচ যিনি সত্য ও সমান, অর্থাৎ কস্মিন্ কালেও যাঁহার বাধা নাই এবং যিনি সর্ব্ব কালে ও সর্ব্ব দেশে একরূপ, সেই ব্রহ্ম ঘটাদি-রূপ সত্য ও রজ্জুসর্পাদি-রূপ মিথ্যা উভয়েরই নিগ্রহ-স্থান হওয়াতে সমুদয় জগৎই যখন তাঁহার অধীন রহিয়াছে, তখন আমার মোক্ষই বা কোথা হইতে হইবে? আমিই একাকী কার্য্য ও কারণ উভয়েরই উৎপত্তি-প্রলয়-স্থান। যোগীরা সেই অহংরূপী সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দ-র্শন করেন।

এই ব্রহ্মজ্ঞ-রূপ ব্রহ্ম সাধু-কর্ম্ম-দ্বারাও উৎকৃষ্ট হন না এবং অসাধু-কর্ম্ম-দ্বারাও অপকৃষ্ট হন না। দেহা-ভিমানী মানুষগণ-মধ্যেই শুভাশুভ কর্ম্মফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষে নহে; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞ-রূপ ব্রহ্ম কৈবল্যের সমান, অর্থাৎ কৈবল্যে পুণ্য পাপের স্পর্শ না থাকা যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষেতেও সেইরূপ। অতএব এই প্রকারে যোগ-

যুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবেক। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

অতিবাদ অর্থাৎ নিন্দা-বাক্য-সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয়কে তাপিত করে না, এবং 'আমি অধ্যয়ন করি নাই, আমি অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করি নাই' এইরূপ চিন্তাতেও ইহাঁর মনস্তাপ হয় না। ব্রহ্ম-বিদ্যা ইহাঁরে শীঘ্রই সেই প্রজ্ঞা অর্পণ করেন, যাহা ধ্যান-সম্পন্ন পুরুষেরাই লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রভাবে শোক-মোহ-নিবৃত্তি ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইলে যাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্ পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করেন।

এই প্রকারে যিনি গুরূপদেশান্তে ধ্যান-যোগে আত্মাকে সর্ব্বভূতে সাক্ষাৎ করেন, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-কর্ম্মে আসক্ত অন্য অন্য মানবগণ থাকিতে তাঁহাকে কি আর শোক করিতে হয়? সর্ব্ব দিকে জলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ জলাশয়ে অল্পমাত্র জল-দ্বারাই তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেমন স্নানপানাদি নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ সমুদায় বেদ-মধ্যে আত্মজ্ঞানের উপযোগী সারভাগ মাত্র গুরু-বাক্যানুসারে গ্রহণ করিলেই ধ্যানপরায়ণ আত্মজিজ্ঞাসু পুরুষের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র মহাত্মা পুরুষ দর্শনের বিষয় নহেন। তিনি জন্মাদি-বিহীন হইলেও দিবা-রাত্র অতন্দ্রিত হইয়া বিচরণ করিতেছেন। আত্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহাকেই আত্মা জানিয়া কৃতকৃত্য-তা-প্রযুক্ত কর্ম্ম-সকল হইতে উপরত হন, সুতরাং উপাধি-জনিত কলুষতা পরিত্যাগ-হেতু নির্ম্মল হইয়া থাকেন। আমিই মাতা পিতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছি এবং আমিই আবার পুত্র হইতেছি। যাহা অতীত হইয়াছে ও পরে হইবে এবং যাহা বিদ্যমান রহি-য়াছে সে সকলেরই আত্মা আমি। হে ভারত! আমি বৃদ্ধ পিতামহ, পিতা ও পুত্র; তোমরা আ-মারই আত্মাতে অবস্থান করিতেছ, অথচ তোমরা আমার নহ এবং আমিও তোমাদের নহি। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান এবং আত্মাই আমার জন্মজননের হেতু। আমি বিশ্বকার্য্যে ওত প্রোত অর্থাৎ বস্ত্রে সূত্র সকলের ন্যায় বক্র ও ঊর্দ্ধভাবে অনুস্যূত রহি-য়াছি। আমি অজর-প্রতিষ্ঠ—আমার অধিষ্ঠানের ভ্রংশ নাই। আমি জন্মাদি-বিহীন হইলেও দিবা-রাত্র নিরালস্য হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছি। আ-মাকে বিশেষ-রূপে বোধগম্য করিয়া অর্থাৎ সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বকর্ত্তা জানিয়াই পরিণামদর্শী আত্ম-জিজ্ঞাসু পুরুষ প্রসন্ন থাকেন। সূক্ষ্ম অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, (দুর্লক্ষ্য) সুমনা, (অতী-তাদি সর্ব্বপ্রকাশক মায়া-নামক শোভন দিব্য লোচন-বিশিষ্ট) প্রত্যগাত্মা সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী-রূপে জাগ-রূক রহিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞেরা জরায়ুজাদি সর্ব্বভূতের সেই পিতাকে সর্ব্ব-শরীরে হৃদয়-পুণ্ডরীকে অবস্থিত জানেন।

সনৎসুজাত-বাক্যে সনৎসুজাত প্রকরণ
ও ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

যানসন্ধি প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন বিদুর ও সনৎ-সুজাতের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সেই রাত্রি অতীতা হইল। রজনী প্রভাতা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সমস্ত রাজগণ সঞ্জয়ের দর্শনেচ্ছায় হর্ষাবিষ্ট হইয়া সভায় প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থ-যুক্ত বাক্যা-বলি শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি সকলেই সেই সুধাবদাতা, স্বর্ণ-মণ্ডিত-চত্বরা, চন্দন-বারি-পরিষিক্তা, সুবিস্তৃত রমণীয়-আস্তরণ-যুক্ত রত্নময় কাঞ্চনময় দন্তময় ও দারুময় আসন-নিকরে পরিকীর্ণা, চন্দ্রপ্রভা, সুরুচিরা, সুবিস্তীর্ণা রাজ-সভায় গমন করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তথায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, মহারথ যুযুৎসু

ও অন্যান্য শূরবীর সকলে মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করত প্রবিষ্ট হইলেন এবং দুঃশাসন, চিত্র-সেন, সুবল-পুত্র শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক ও বিবিংশতি, ইহাঁরা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অগ্রে করিয়া পুরন্দর-পারিষদ অমর-বৃন্দের ন্যায় সেই সভায় প্রবেশ করিলেন। মহারাজ! পরিঘ-সম-ভুজ-বিশিষ্ট সেই সমস্ত শূরগণ প্রবেশ করিলে সেই চিত্তহারিণী রাজ-সভা সিংহ-নিচয়-পরিবৃতা গিরি-গুহার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেই সূর্য্য-সম-দীপ্তিশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহাতেজস্বী রাজন্য-সকলে সভায় প্রবেশিয়া বিচিত্র আসন-সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

হে ভারত! সেই সমগ্র রাজবর্গ আসনস্থ হইলে দৌবারিক আসিয়া "সূত-পুত্র সঞ্জয় উপস্থিত" এই কথা নিবেদন করত কহিল, "যে রথ পাণ্ডব-দিগের নিকটে গিয়াছিল, তাহা এই আসিতেছে; আমাদিগের দূত বহন-কুশল অশ্ব-সকলের সাহায্যে শীঘ্রই আগত হইয়াছেন।" অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় সত্বর সমীপস্থ হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মহাত্ম-মহীপাল-নিচয়ে পরিপূর্ণা সভা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কৌরবগণ! আপনারা অব-গত হউন, আমি পাণ্ডবদিগের নিকটে গমনানন্তর এই আগত হইলাম। পাণ্ডবেরা যথা-বয়ঃক্রমানু-সারে সমস্ত কৌরবদিগকে প্রতিনন্দিত করিলেন; —বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্য-বর্গকে বয়স্যের ন্যায় সম্ভাষণ এবং যুবক-সকলকে বয়ঃক্রমানুরূপ প্রতি-পূজা করিয়া সাদর সমালাপ করিলেন। হে পার্থিব-বর্গ! পূর্ব্বে আমি ধৃতরাষ্ট্রের অনুশাসনক্রমে পাণ্ডব-গণ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যেরূপ বলি-য়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন।

। সঞ্জয় প্রত্যাগমনে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তোমাকে রাজগণ-মধ্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি, দুরাত্মগণের জীবিতচ্ছেদী অসীম-সত্ত্ব-সম্পন্ন যোধ নায়ক মহাত্মা ধনঞ্জয় কি বলিয়াছেন বল।

সঞ্জয় কহিলেন, ভাবিসংগ্রামকামী মহাত্মা ধন-ঞ্জয় অর্জ্জুন কেশবের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি-ক্রমে যে কথা বলিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করুন। ভুজবীর্য্য-বিজ্ঞানবান্ ত্রাস-শূন্য বীরাগ্রগণ্য কিরীটী, বাসুদেবের সন্নিধানে আমাকে বলিলেন, "হে সূত! তুমি যাবতীয় কুরুগণের মধ্যে, আর আমার সহিত যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ ইচ্ছা করে, সেই মন্দবুদ্ধি অতিমাত্র মূঢ়মতি, কালপক্ক, দুর্ভাষী, দুরা-ত্মা, সূতপুত্রের সমক্ষে এবং পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত রাজগণ সমানীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও সাক্ষাতে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে আমার এই কথা বলিও;—যাহাতে তিনি অমাত্য-গণের সহিত মদুক্ত সমগ্র বাক্য শুনিতে পান তাহা করিও।"

মহারাজ! দেবগণ যেমন বজ্রধারী দেবরাজের বাক্য শ্রবণে ইচ্ছা করেন, বোধ হয়, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণও কিরীটীর উক্ত সেই সম্যক্ অর্থ-যুক্ত বাক্য সেইরূপ আদর-পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। গা-ণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ভাবী সমরে সমুৎসুক হইয়া রক্তোৎ-পল-তুল্য লোহিত-নয়নে এই কথা বলিলেন, "দু-র্য্যোধন যদি অজমীঢ়-বংশোদ্ভব রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য ত্যাগ না করেন, তবে নিশ্চয়ই ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-গণের অনুপভুক্ত পূর্ব্বকৃত কোন পাপকর্ম্ম আছে। অস্ত্রধারী ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসু-দেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত এবং যিনি অপকার চিন্তা-মাত্রে পৃথিবী ও স্বর্গকেও নির্দ্দহন করিতে পারেন, সেই ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠিরের সহিত যাহাদিগের যুদ্ধ ইচ্ছা, তাহাদের পাপের কর্ম্ম বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? দুর্য্যোধন যদি এই সকলের সহিত যুদ্ধ-কামনা করেন, তবে

পাণ্ডবদিগের সমুদয় অর্থই সিদ্ধ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের অর্থসিদ্ধি নিমিত্তে তুমি আর সন্ধির প্রস্তাব করিও না; যদি ইচ্ছা হয়, তবে যুদ্ধই প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠির প্রব্রাজিত হইয়া বন-মধ্যে যে নিরন্তর দুঃখ-শয্যায় বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধন পরাসু অর্থাৎ মৃত হইয়া সেই নিরতিশয়-দুঃখদায়িনী অনর্থকরী অন্তিম-শয্যা প্রাপ্ত হউক। অন্যায়-ব্যবহারী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যে সকল লোকের উপরে আধিপত্য করিয়াছিল, এক্ষণে উহার মৃত্যু হইলে তুমি লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য, ধর্ম্ম-রক্ষা ও বলে উপপন্ন যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাহাদিগকে অনুরক্ত কর। আমাদিগের এই বিনয়ী, সারল্য-সম্পন্ন, তপোদম-বিশিষ্ট, ধর্ম্ম-রক্ষক, বলশালী ও সত্যবাদী, নরপতি যুধিষ্ঠির বহুবিধ কপটবাদ ও অতিমাত্র ক্লেশ পাইয়াও সহ্য করিতেছেন। বিশুদ্ধাত্মা জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যখন উদ্ধত-চিত্ত হইয়া কুরুগণের প্রতি বহু বর্ষ-পর্য্যন্ত সংযত মহাঘোর রোষ বিসর্জ্জন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। নিদাঘ কালে প্রজ্বলিত সমিদ্ধ হুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ-রাশি দহন করে, সেইরূপ যুধিষ্ঠির ক্রোধ-প্রদীপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনের সেনাকে দগ্ধ করিবেন দেখিয়া অবশ্যই তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে।

"যখন রথস্থ, গদা-হস্ত, অমর্ষণ, ভীষণ-বেগবিশিষ্ট ভীমসেনকে ক্রোধ-বিষ বমন করিতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। সেই অভিমানী যখন সেনাগ্রগামী, বর্ম্মধারী, স্বকীয় অসাধারণ লক্ষণ-যুক্ত অর্থাৎ গদাপাণি, পরবীরঘাতী বৃকোদরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সৈন্যসংহার করিতে দেখিবে, তখনই এই বাক্যের স্মরণ করিবে। যখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত, গিরিশৃঙ্গ-সদৃশ, ভিন্নকুম্ভ কুঞ্জর-পুঞ্জকে যেন কুম্ভ-সমূহদ্বারা রক্ত বমন করিতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। গদাপাণি ভীম-রূপী ভীমসেন যখন গোগণ-মধ্যে মহাসিংহের ন্যায় প্রবেশ-পূর্ব্বক সন্নিহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে নিহত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। মহাভয়েও নির্ভীক, সুশিক্ষিতাস্ত্র, সমরে শত্রুবল-বিমর্দ্দী এই মহাবীর এক রথে অপ্রতিম রথ-সমূহ ও পদাতি-বৃন্দকে গদা-দ্বারা নিহত এবং হস্তিগণকে শিক্য-সদৃশ পাশ-দ্বারা বল-পূর্ব্বক নিগৃহীত করত যখন পরশু-দ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় দুর্য্যোধনের সমস্ত সৈন্যকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই সে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন অনল-দ্বারা তৃণ-গৃহ-সমাকীর্ণ গ্রামের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে দগ্ধ হইতে দেখিবে এবং হতপ্রবীর, বিমুখ, ভয়াকুল, পরাঙ্মুখ প্রায়ই অপ্রগল্ভ-যোধ-পূর্ণ স্বকীয় বিপুল বল-নিচয়কে বজ্রাগ্নি-দগ্ধ পক্ব শস্যের ন্যায় ভীমসেনের শস্ত্র-জ্বালায় পরাহত দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ-পরায়ণ হইবে।

"রথিশ্রেষ্ঠ বিচিত্র-যোধী নকুল যখন দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ তূণীর হইতে শত শত শর বর্ষণ করত রথীদিগকে একত্র নিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। চির-সুখোচিত হইয়াও নকুল বন-মধ্যে দীর্ঘকাল যে দুঃখ-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করত যখন ক্রোধ-পরীত আশীবিষের ন্যায় ক্রোধ-বিষ বমন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"হে সঞ্জয়! ত্যক্তাত্মা অর্থাৎ জীবিত-ত্যাগেও সমুৎসুক পার্থিবগণ ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে সমাদিষ্ট হইয়া শোভন রথ-নিকর-দ্বারা সৈন্য প্রতি ধাবিত হইবেন দেখিয়া, দুর্য্যোধন অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিবে।

"শিশু হইয়াও কার্য্যে অশিশু, কৃতাস্ত্র, শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ দ্রৌপদী-তনয়কে যখন প্রাণ প্রতি যত্ন ত্যাগ করিয়া কৌরবদিগের অভি-

মুখে প্রধাবিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"যখন আততায়ী অর্থাৎ বধার্থে উদ্যত সহদেব অনুদ্ধত-গতি, নিঃশব্দ-চক্র, সুবর্ণ-তারক-পুঞ্জ-খচিত, সুদান্ত-হয়-নিচয়-যোজিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া শরনিকর-সহকারে রাজগণের মস্তক-সমস্ত ভূতলে বিন্যস্ত করিবেন;—মহাভয়ঙ্কর সমর-ব্যাপার সমারব্ধ হইলে যখন সেই রথস্থ কৃতাস্ত্র বীরবরকে বামে ও দক্ষিণে বিবর্ত্তমান এবং সর্ব্ব দিকে সম্পতিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। লজ্জাশীল, সুদক্ষ, সত্যবাদী, মহাবল-শালী, সর্ব্বধর্ম্মে উপপন্ন, ক্ষিপ্রকারী, বেগবান্ সহদেব তুমুল সংগ্রামে যখন গান্ধার-পুত্র শকুনিকে আক্রমণ করত সৈনিকদিগকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্যশালী, কৃতাস্ত্র, রথযুদ্ধ-কোবিদ দ্রৌপদী-পুত্রগণকে যখন মহাবিষ আশীবিষ-সকলের ন্যায় আগত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"কৃষ্ণ-তুল্য কৃতাস্ত্র পরবীর-ঘাতী অভিমন্যু যখন শর-সমূহ-দ্বারা মেঘের ন্যায় শত্রু-সকলকে অভিবৃষ্ট করত বিমর্দ্দিত করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। বালক হইয়াও অবালক অর্থাৎ প্রৌঢ়ের ন্যায় বীর্য্যশালী, ইন্দ্রপ্রতিম, কৃতাস্ত্র সুভদ্রা-নন্দনকে যখন কৃতান্তের ন্যায় শত্রু-সৈন্যোপরি আপতিত হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"সিংহসমান-বীর্য্য, শীঘ্রহস্ত, যুদ্ধ-বিশারদ প্রভদ্রক-নামক যুবকগণ যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা বৃদ্ধ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদকে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য লইয়া সমরে অভিমুখীন হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। কৃতাস্ত্র দ্রুপদরাজ যখন রথারোহণ-পূর্ব্বক রোষাবেশে অনায়াস-সাধ্য পুষ্পচয়নের ন্যায় যুবাদিগের মস্তক-সমস্ত চয়ন করিতে উদ্যত হইয়া সংগ্রামে চাপমুক্ত শর-সমূহ-দ্বারা তৎসমুদায় ছেদন করিতে থাকিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"পরবীর-ঘাতী বিরাটরাজ যখন মদীয় অবসর কালে অনিষ্ঠুরাকৃতি মৎস্য-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত শত্রু-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"মৎস্যপতি বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিষ্ঠুরাকৃতি উদার-মূর্ত্তি রথিশ্রেষ্ঠ উত্তরকে যখন সংগ্রাম-সম্মুখে পাণ্ডবগণের কার্য্যার্থে বর্ম্মধারী দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"আমি এই অসংশয়িত সত্য-বাক্য বলিতেছি, কৌরবগণ-মধ্যে প্রকৃষ্ট বীর সাধুতম শান্তনু-তনয় সমরে শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক নিহত হইলে আমাদিগের শত্রুরা আর কখনই জীবিত থাকিতে পারিবে না। সেনাপতি শিখণ্ডী যখন সুরক্ষিত রথোপরি আরূঢ় হইয়া রথিগণকে নিপাতিত এবং দিব্য অশ্বগণ-দ্বারা রথ-সমূহকে বিমর্দ্দিত করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"ধীমান্ দ্রোণাচার্য্য যাঁহারে গুহ্য অস্ত্রের কথা বলিয়াছেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন সৃঞ্জয়গণের সৈন্য-মধ্যে সম্মুখে বিরাজমান দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। শত্রু-সহন-সমর্থ সেই অসীম-প্রভাব-সম্পন্ন সেনাপতি যখন শর-নিকর-দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিমর্দ্দিত করত দ্রোণের অভিমুখে গমন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে।

"হ্রীমান্, মনীষী, বলবান্, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, সোমকশ্রেষ্ঠ বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকি যাঁহার সৈন্যের

অগ্রণী হয়েন, তাঁহারে কোন শত্রুই কখন সহিতে পারে না। যদি তুমি এ কথা বল যে, লোক-মধ্যে রথারূঢ় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধে সহায়-রূপে বরণ করিও না, তাহা হইলে আমরা শিনির পৌত্র নির্ভীক কৃতাস্ত্র মহাবল-সম্পন্ন একমাত্র সাত্যকিকেই বরণ করি। এই পরমাস্ত্র-বেত্তা, শত্রুকুল-বিমর্দ্দনকারী, মহারথ সাত্যকি যুদ্ধে অদ্বিতীয়, কৃতাস্ত্র ও ভয়-শূন্য। ইহাঁর বক্ষস্থল বিস্তীর্ণ, বাহু-যুগল সুদীর্ঘ এবং শরাসনের পরিমাণ চারি হস্ত। শিনি-বংশাধিপতি শত্রুহন্তা সাত্যকি যখন আমার আদেশে শর-সমূহ-দ্বারা মেঘের ন্যায় অরাতি-সকলকে প্রবৃষ্ট করত প্রধান প্রধান যোধগণকে আচ্ছাদিত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। সেই সুদৃঢ়-শরাসন-ধারী, দীর্ঘবাহু, মহাত্মা সাত্যকি যখন যুদ্ধের নিমিত্তে অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, তখন সিংহের গন্ধ পাইয়া গো-সকলের ন্যায়, শত্রুরা সমরের অগ্রে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করে। দীর্ঘবাহু, দৃঢ়ধন্বা, অস্ত্রে কৃতী, সুদক্ষ, ক্ষিপ্রহস্ত সেই মহাত্মা গিরি-সমস্তও ভেদ করিতে পারেন এবং সকল-লোক-সংহারেও সমর্থ হন। রণ স্থলে তিনি গগণ-মণ্ডলস্থ সূর্য্যের ন্যায় বিরাজমান হইতে থাকেন। অস্ত্র-প্রয়োগ বিষয়ে বৃষ্ণিসিংহ সাত্যকির সুবিহিত ও দুরধিগম বহুতর আশ্চর্য্য শিক্ষা আছে। অস্ত্রের যে যে প্রকার প্রয়োগকে পণ্ডিতেরা প্রশস্ত বলিয়া থাকেন, সাত্যকি সে সকল গুণেই উপপন্ন। যুদ্ধস্থলে যৎকালে মধুবংশীয় সাত্যকির শ্বেতবর্ণ হয়-চতুষ্টয়-যুক্ত সুবর্ণময় রথ নিরীক্ষণ করিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি দুর্য্যোধন অনুতাপান্বিত হইবে।

"আমারও এই কাঞ্চনমণি-নিকরে উদ্ভাসিত, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, ভয়ঙ্কর, কপিধ্বজ রথখানিকে যখন কেশব-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত দেখিবে, তখনই সেই অকৃতাত্মা মন্দমতি অনুতাপান্বিত হইবে। মহাসংগ্রামে আমি গাণ্ডীব সঞ্চালন করিতে থাকিলে, উহার জ্যাতল-নিষ্পেষ-জনিত বজ্র-নিষ্পেষ-সদৃশ ঘোরতর মহাশব্দ যখন শ্রবণ করিবে এবং স্বকীয় সৈন্যগণকে বাণ-বর্ষণাচ্ছন্ন রণ-সম্মুখে গো-সকলের ন্যায় প্রভগ্ন হইতে দেখিবে, তখনই সেই দুঃসহায়-সম্পন্ন, দুর্ম্মতি, মন্দবুদ্ধি, মূঢ় দুর্য্যোধন যুদ্ধ-বিষয়ে অনুতাপ করিবে। যখন জলদাবলি-সমুদ্গত ভীষণ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ-পুঞ্জের ন্যায় গাণ্ডীবের জ্যামুখ-বিনির্গত, সুতীক্ষ্ণাগ্র, ঘোররূপ, সমরে সহস্র সহস্র শত্রুঘাতী, অস্থিচ্ছেদী, মর্ম্মভেদী, সুপুঙ্খ-যুক্ত অসংখ্য শরসমূহ সমাপতিত হইয়া বর্ম্মাচ্ছাদিত বহুল-গজাশ্ব-কুল গ্রাস করিতেছে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। শত্রু-নির্ম্মুক্ত বাণ-সকলকে যখন মদীয় বিবিধ শর-সমূহ-দ্বারা সংহৃত হইয়া প্রতীপগামী হইতে অথবা বক্রভাবে বিদ্ধ হইয়া ছিদ্যমান হইতে দেখিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ফল চয়ন করে, সেইরূপ মদ্বাহু-বিমুক্ত বিপাঠাস্ত্র-সকল যখন যুবকবৃন্দের উত্তমাঙ্গ-সমস্ত রাশীকৃত করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। রঙ্গ-মধ্যে যখন প্রধান প্রধান রথী গজারোহী ও অশ্বাবারদিগকে মদীয় শর-নিকর-দ্বারা নিহত ও নিপাতিত হইতে দেখিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবে। যখন সহোদরদিগকে শত্রুর অস্ত্রপথে পতিত না হইতে হইতেই সমর-ব্যাপার পরিহার করত ইতস্তত পলায়মান দেখিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধবিষয়ে অনুতাপ করিবে। বিস্তৃতানন কৃতান্তের ন্যায় আমি যখন শরাসন বিস্তার-পূর্ব্বক অবিচ্ছিন্নধারায় প্রজ্বলিত বাণ-সমস্ত বর্ষণ করত পদাতি ও রথারোহী অরাতিদিগকে দূরে বিক্ষিপ্ত করিব, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি তাপান্বিত হইবে। স্বকীয় সৈন্যগণকে যখন সর্ব্বদিকে প্রধাবিত মদীয় রথ-দ্বারা ধূলি-সমাকীর্ণ এবং গাণ্ডীব-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও সম্মূর্চ্ছিত হইতে দেখিবে, তখনই সেই মন্দবুদ্ধি পশ্চাত্তাপ করি-

বে। দুর্য্যোধন যখন সমস্ত সৈন্যকে ভয়-পলায়িত, ছিন্নগাত্র, বিচেতন, পিপাসিত, শ্রান্ত-বাহন ও ভয়াকুল দৃষ্টি করিবে;—যখন দেখিবে, বীর্য্যশালী প্রধান প্রধান নরেন্দ্র, অশ্ব ও হস্তী সকল হত হইয়াছে, অবশিষ্ট সকলেই আর্ত্তনাদ করিতেছে, কতকগুলি হত হইয়াছে, কতক বা হইতেছে এবং প্রজাপতির অর্দ্ধ-নিষ্পাদিত অবয়ব নির্ম্মাণের ন্যায় কেশ অস্থি ও কপাল-সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে; তখনই সেই মন্দচেতা তাপ-পরায়ণ হইবে। যখন শৈব্য-সুগ্রীবাদি অশ্বগণকে এবং রথোপরি বাসুদেবকে ও আমাকে দেখিতে পাইবে, আর গাণ্ডীব, দিব্য-শঙ্খ পাঞ্চজন্য, অক্ষয়-তূণীর-যুগল ও দেবদত্তশঙ্খ সন্দর্শন করিবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুদ্ধ বিষয়ে অনুতাপ করিবে। যেন যুগান্তে অন্য যুগ প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়া আমি সমবেত দস্যু-সমূহকে উদ্বর্ত্তিত অর্থাৎ পরাঙ্মুখ করত যখন অগ্নির ন্যায় কৌরবগণকে দহন করিতে থাকিব, তখনই দুর্য্যোধন সপুত্রে তাপান্বিত হইবে। ক্রোধবশবর্ত্তী ক্ষুদ্রচেতা মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ভ্রাতৃবর্গ, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইলে দর্প-শূন্য, বিহত-চিত্ত ও কম্পিত-দেহ হইয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিবে।

"কোন দিন পূর্ব্বাহ্নে আমার সন্ধ্যাবন্দনাদি উদক ক্রিয়া ও জপাবসানে একজন ব্রাহ্মণ আমারে এই রুচিকর বাক্য বলিলেন, 'সব্যসাচিন্! তোমাকে অতিশয় দুষ্কর কর্ম্ম করিতে হইবে,—শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তৎকালে হয় হরিবাহন পুরন্দর বজ্র-হস্ত হইয়া সমরে শত্রুকুল সংহার করত তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করুন, না হয় বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ সুগ্রীব-যুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া পশ্চাতে রক্ষা করুন।' ব্রাহ্মণের সেই কথায় আমি বজ্রধারী মহেন্দ্রকে অনাদর করিয়া এই যুদ্ধে বাসুদেবকেই সহায় রূপে বরণ করিয়াছি;—সেই কৃষ্ণকে আমি দস্যু-বধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। বোধ হয়, দেবতারা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মনে মনেও যে পুরুষের জয়াভিনন্দন করেন, ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার শত্রু হইলেও তিনি সকলকে অতিক্রম করিতে পারেন; মানুষগণ-মধ্যে তাঁহার আর চিন্তার বিষয় কি? যে ব্যক্তি অত্যন্ত শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাতেজস্বী বাসুদেব কৃষ্ণকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে বাহু-দ্বারা অপ্রমেয়-জলনিধি মহাসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হয়। যে নির্ব্বোধ করতল সহকারে অত্যুচ্চ কৈলাস পর্ব্বতকে ভেদ করিতে ইচ্ছা করে, সে পর্ব্বতের কিছুই করিতে পারে না, কেবল তাহারই নখসহ হস্ত বিশীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার গর্ব্বে মহাত্মা প্রদ্যুম্নের জন্ম হয় সেই যশঃ-প্রদীপ্তা রুক্মিণীকে যিনি এক রথে সমরে ভোজ-বংশীয় রাজন্যগণের উৎসাদন-পূর্ব্বক বলাৎকারে ভার্য্যা রূপে বহন করিয়াছিলেন, সেই বাসুদেবকে যুদ্ধে জয় করিতে যে ইচ্ছা করে, সে প্রজ্বলিত হুতাশনকেও হস্ত-দ্বারা নির্ব্বাপণ করিতে পারে, চন্দ্র সূর্য্যেরও প্রভা রোধ করিতে পারে এবং বল-পূর্ব্বক দেবগণের অমৃত হরিতেও সমর্থ হয়। দেবতাদিগের ভূষণ স্বরূপ এই বাসুদেব বল-সহকারে গান্ধারদিগকে সম্যক্ রূপে প্রমথিত এবং নগ্নজিৎ নরপতির সমগ্র পুত্রবর্গকে পরাজিত করিয়া গভীর গর্জ্জনকারী আবদ্ধ সুদর্শন রাজাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি বক্ষস্তটের আঘাত-দ্বারা পাণ্ড্য-রাজকে নিহত এবং দন্তকুর সমরে কলিঙ্গদিগকে মর্দ্দিত করিয়াছিলেন। ইহাঁ-কর্ত্তৃক দগ্ধা হইয়া বারাণসী নগরী বহুবর্ষ পর্য্যন্ত রাজ-শূন্যা ছিল। একলব্য-নামক সেই প্রসিদ্ধ নিষাদ-রাজ, যাহাকে ইনি যুদ্ধে অন্যের অজেয় বোধ করিতেন, সে শৈলোপরি বেগে অভিহত জম্ভাসুরের ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক হত হইয়া মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। অপিচ ইনি বল-দেবের সহিত মিলিত হইয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের সভা-মধ্যগত সুদুষ্ট উগ্রসেন-তনয়কে নিপাতিত

করিয়াছিলেন এবং তাহাকে মারিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য দিয়াছিলেন। ইনি মায়া-প্রভাবে ভয়-শূন্য আকাশ-স্থিত শাল্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সৌভ-দ্বারে কর-যুগল-দ্বারা শতঘ্নী শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব কোন্ মরণ-ধর্ম্ম-শীল ব্যক্তি ইহাঁর পরাক্রম সহ্য করিতে পারে?

"অসুরদিগের প্রাগ্জ্যোতিষ-নামে এক অতি-ভয়ঙ্কর, অসহনীয় দুর্গম নগর ছিল; তথায় ভূমি-পুত্র মহাবল নরকাসুর অদিতির শোভন মণিকুণ্ডল-যুগল হরণ করিয়া সেই স্থানে রাখিয়াছিল। মৃত্যু-ভয়-শূন্য দেবতারাও ইন্দ্র-সহ সমাগত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন নাই; পরে কেশবের সেই প্রসিদ্ধ বিক্রম, বল ও অপ্রতিহত অস্ত্র দেখিয়া এবং দস্যু সংহার করা ইহাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম জানিয়া ইহাঁকেই তাঁহারা দস্যু-বধার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধি-সমূহে ঐশ্বর্য্যবান্ বাসুদেবও সেই দুষ্কর কর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই মহাবীর নির্ম্মোচন নগরে ছয় সহস্র প্রাণী নিহত করিয়া,—মুরাসুর ও অসংখ্য রাক্ষস-পুঞ্জকে নিপাতিত করিয়া মুরের নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার ভয়ঙ্কর পাশ-সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক আপনাকে মোচিত করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেই সেই মহাবল নরকাসুরের সহিত এই অতিবলশালী বিষ্ণুর সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে সে বায়ুমথিত কর্ণিকারের ন্যায় কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছিল। অপ্রতিম-প্রভাব-সম্পন্ন বিদ্যাবান্ কৃষ্ণ এইরূপে ভূমি-পুত্র নরক ও মুরাসুরকে নিপাতিত করিয়া মণি-কুণ্ডল-দ্বয় আহরণ করত শ্রী ও যশঃ-পুঞ্জে পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। তখন দেবতারা সমরে ইহাঁর সেই ভীষণ কর্ম্ম দেখিয়া ইহাঁরে 'যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমার পরিশ্রম হইবেক না; আকাশে কি জল-মধ্যে সর্ব্বত্রই তোমার গতি হইবেক এবং শস্ত্র-সমস্ত তোমার গাত্র-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেক না' এইরূপ বর দিয়াছিলেন; তাহাতে কৃষ্ণও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ অপ্রমেয়, গুণ-সম্পত্তি-সমৃদ্ধ, অনন্তবীর্য্য, অসহনীয়, মহাবল বাসুদেব বিষ্ণুকে দুর্য্যোধন জয় করিতে আশংসা করিতেছে; যেহেতু সেই দুরাত্মা সর্ব্বদাই ইহাঁরে আবদ্ধ করিতে যত্ন পাইতেছে; পরন্তু ইনি আমাদিগের মুখাবেক্ষায় তাহাও সহ্য করিতেছেন। দুর্য্যোধন আমার ও কৃষ্ণের মধ্যে সহসা কলহ উৎপাদন প্রার্থনা করিতেছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃষ্ণের আত্মীয়তা বা স্নেহ অপহরণ করা যে অসাধ্য ব্যাপার, তাহা কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে গমন করিয়াই জানিতে পারিবে।

"আমি রাজ্য-লাভে সমুৎসুক হইয়া শান্তনুতনয় ভীষ্ম, সপুত্র দ্রোণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃপাচার্য্যকে নমস্কার-পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। যে পাপবুদ্ধি, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইবে আমার বিবেচনায় তাহার নিধন হওয়া ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত, অর্থাৎ যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে। সেই নৃশংসেরা কেবল কপট পাশ-ক্রীড়ায় আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত জয় করিয়াছিল। আমরা রাজ-পুত্র হইয়াও সেই দীর্ঘকাল মহাকষ্টে অরণ্যে বাস করিয়াছিলাম এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতেও বাধ্য হইয়াছিলাম; সুতরাং পাণ্ডবেরা জীবিত থাকিতে তাঁহাদিগের রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আর কি প্রকারে আনন্দ লাভ করিতে পারে? আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যদি ইন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণকে সহায় করিয়াও আমাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বোধ করিতে হইবে যে, ধর্ম্মাপেক্ষা অধর্ম্মাচরণই শ্রেষ্ঠ এবং জগতে কোন সৎকর্ম্মই বিদ্যমান নাই। দুর্য্যোধন যদি এই জীবাত্মাকে কর্ম্ম-বদ্ধ এবং আমাদিগকে আপন অপেক্ষা বিশিষ্ট বোধ না করে, তবে বাসুদেবের সাহায্যে আমি নিশ্চয়ই তাহাকে স্বজনগণের সহিত নিহত করিবার আশংসা করি। হে নরেন্দ্র! দুর্য্যোধনের অস্মদীয় রাজ্য-হরণ-রূপ পাপ-কর্ম্ম যদি নিষ্ফল না হয় এবং আমাদিগের

গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে তদীয় মোচনাদি পুণ্য কর্ম্মও যদি বৃথা না যায়, তবে এই উভয় পক্ষ পর্য্যালোচন করিয়া দেখিলে দুর্য্যোধনের পরাজয়ই নিঃসন্দেহ সাধু। হে কৌরবগণ! আমি যে কথা বলিতেছি, ইহা তোমাদিগের প্রত্যক্ষই হইবে;—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আর জীবিত থাকিবে না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে কৌরবেরা জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধে তাহাদিগের কিছুমাত্র অবশেষ থাকিবে না। আমি কর্ণের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিহত করিয়া কুরুগণের সমগ্র রাজ্য জয় করিয়া লইব; অতএব তোমাদের যে কিছু কর্ত্তব্য থাকে, তাহা এই সময়ে কর;—আপন আপন অভিলষিত কলত্র-প্রভৃতি সম্ভোগ করিয়া লও। আগত ও অনাগত বহু প্রকার দৈবযুক্ত রহস্য, কুরুসৈন্যগণের মহান্ বিধ্বংস এবং পাণ্ডবদিগের বিজয়বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিতে পারেন, এরূপ বহুল শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, শীলবন্ত, কুলীন, সম্বৎসর-বেদী, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ বিজ্ঞানে সুনিপুণ, নক্ষত্র-যোগের নিশ্চয়জ্ঞ, দিব্য প্রশ্ন-কোবিদ, (অনাগত অর্থের বিজ্ঞাপক) শৈবাগম প্রসিদ্ধ সর্ব্বতো ভদ্রাদি চক্র-সকলের অনুসন্ধানকারী অর্থাৎ কোন্ নক্ষত্র কোন্ গ্রহ-দ্বারা বিদ্ধ হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ের বিচারক, শুভাশুভ মুহূর্ত্ত-বেদী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ যদিও বিদ্যমান না থাকেন, তথাপি প্রত্যক্ষদর্শী বৃষ্ণিসিংহ জনার্দ্দনও তাদৃশ লক্ষণ-সমস্ত নিঃসন্দেহ সন্দর্শন করিতেছেন, যাহাতে আমাদিগের অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির শত্রুগণের নিগ্রহ নিমিত্ত আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতে পারেন। অপিচ আমিও স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া সেই ভাবী বৃত্তান্ত অবিকল দর্শন করিতেছি। আমার যোগ-প্রভাববতী পৌরাণিকী দৃষ্টির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। আমি নিশ্চয়ই জানিতেছি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা আর জীবিত থাকিবে না। আমার এই গাণ্ডীব-কোদণ্ড স্পৃষ্ট না হইয়াও বিস্ফারিত হইতেছে, আহত না হইয়াও ধনুর্গুণ কম্পিত হইতেছে এবং বাণ-সকল তূণ-মুখ হইতে মুহুর্মুহু বিনির্গত হইয়া গমনে উদ্যত হইতেছে। স্বকীয় জীর্ণ-কঞ্চুক ত্যাগ করিয়া ভুজঙ্গ যেমন নির্গত হয়, সেইরূপ আমার এই খড়্গ খানি প্রসন্ন হইয়া কোষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে এবং ধ্বজের উপরেও 'হে কিরীটিন্! কবে তোমার রথ-যোজিত হইবে' এইরূপ ভয়ঙ্কর উগ্র বাক্য-সকল উক্ত হইতেছে। রাত্রিকালে শিবা-সকল ঘোররব করিতেছে এবং অন্তরীক্ষ হইতে রাক্ষস-সমূহ নিপতিত হইতেছে। আমার শ্বেতাশ্ব-যুক্ত রথ দেখিয়া মৃগ, শৃগাল, ময়ূর, কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণ-পক্ষ পক্ষি-সকল পশ্চাৎ পতিত হইতেছে; যেহেতু আমিই একাকী শর-নিকর বর্ষণ করত যাবতীয় যোধগণকে শমন সদনে লইয়া যাইতে পারি। নিদাঘে গহন-বন-দহনকারী সমিদ্ধ হুতাশনের ন্যায় আমি লোক-সংহারে স্থির-নিশ্চয় হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্রমার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক অতিবেগশালী মহাস্ত্র স্থূণাকর্ণ, পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্র এবং ইন্দ্র আমাকে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সকলই বিসর্জ্জন করত প্রজা-কুলের আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখিব না। হে সঞ্জয়! তুমি তাহাদিগকে বলিও যে এইরূপ করিয়াই আমি শান্তি লাভ করিব, যেহেতু ইহাই আমার প্রধান ও স্থির অভিপ্রায়। হে সূত! দুর্য্যোধনের কত দূর মোহ দেখ, যাহাদিগকে ইন্দ্র-প্রভৃতি সমবেত দেবগণের সাহায্য লাভ করিয়াও কেহ সমরে পরাস্ত করিতে পারে না, তাহাদিগের সহিত বল-পূর্ব্বক কলহ করা সে শ্রেয় বোধ করিতেছে! যাহা হউক সম্প্রতি শান্তনু-নন্দন বৃদ্ধ ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর, ইহাঁরা সকলে যে কথা বলিতেছেন, তাহাই হউক;—সমস্ত কৌরবেরা আয়ুষ্মন্ত হউক।

যানসন্ধি প্রকরণে সঞ্জয়-বাক্যে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর শান্তনু-তনয় ভীষ্ম সেই সমবেত সমস্ত রাজগণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে একদা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র-সহ দেবগণ, অগ্নি-সহ বসুগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, আকাশস্থ সপ্তর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু ও শোভন অপ্সরোগণ, এই সমস্ত স্বর্গবাসীরাও তথায় গমন করিয়া সেই লোক-বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বর পিতামহকে নমস্কার-পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ ঋষি অসীম তেজঃপুঞ্জ-সহকারে যেন তাঁহাদিগের মন ও তেজ গ্রহণ করত সকলকেই অতিক্রম করিয়া প্রস্থিত হইলেন। তাহাতে বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিলেন, হে পিতামহ! আপনাকে উপাসনা করেন না, এই দুই ব্যক্তি কে? ইহাঁদের বৃত্তান্ত আমাদিগকে বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, পৃথিবী ও স্বর্গের উদ্ভাসনকারী, দেদীপ্যমান, বিরাজমান, মহাসত্ত্ব, মহাপরাক্রম, মহাবল-সম্পন্ন যে দুই ঋষি সকলকে ব্যাপিয়া অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই এই নর নারায়ণ। স্বকীয় তপস্যা-দ্বারা তেজস্বী হইয়া ইহাঁরা মনুষ্য-লোক হইতে ব্রহ্মলোকে সমাস্থিত হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! ইহাঁরা কর্ম্ম-দ্বারা লোকের নিশ্চয়ই আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছেন; মহাপ্রাজ্ঞ এই দুই পরন্তপ বস্তুত অভেদ হইলেও দেব-গন্ধর্ব্বগণ-পূজিত হইয়া অসুর-কুল বিনাশার্থে দ্বিধাভূত হইয়াছেন।

ব্রহ্মার সেই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বৃহস্পতি-প্রভৃতি দেবগণের সহিত, যে স্থানে নর নারায়ণ তপস্যা করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন এবং তৎকালে দেবাসুরের যুদ্ধে মহাভয় উৎপন্ন হওয়ায় ঐ দুই মহাত্মার নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। হে ভরত-সত্তম! তখন তাঁহারা "কি প্রার্থনা আছে বল" এই কথা বলিলে ইন্দ্র কহিলেন, আপনারা আমার সাহায্য করুন। অনন্তর তাঁহারা শক্রকে "তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ তাহা করিব," এই কথা কহিলেন এবং শক্রও তাঁহাদিগের সহিত দৈত্য দানবগণকে জয় করিলেন। পরন্তপ নরদেব সমরে পৌলোম ও কালকঞ্জ-প্রভৃতি ইন্দ্রের শত শত সহস্র সহস্র শত্রু-সমূহ সংহার করিয়াছিলেন। যুদ্ধ কালে জম্ভাসুর এই অর্জ্জুনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ইনি ভ্রাম্যমাণ রথোপরি অবস্থান করত ভল্ল-দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। ইনি সমুদ্র-পারে সমরে ষষ্টি সহস্র নিবাতকবচদিগকে জয় করিয়া হিরণ্যপুরের উৎপীড়ক হইয়াছিলেন। এই পরপুর-বিজয়ী মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্র-সহ দেবগণকেও পরাজিত করিয়া হুতাশনের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেইরূপ নারায়ণও অন্যান্য ভূরি ভূরি দৈত্যদানবদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সেই এই পুরুষ-যুগলকে একত্র মিলিত দেখ। শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বদেব নরনারায়ণ দেবেরাই বীরবর মহারথ বাসুদেব ও অর্জ্জুন রূপে সমবেত হইয়াছেন। মনুষ্যলোকে ইন্দ্র-সহ সুরাসুরেরাও ইহাঁদিগকে জয় করিতে পারেন না। কৃষ্ণই সেই নারায়ণ এবং অর্জ্জুনই নরদেব বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। এক আত্মাই দ্বিধাকৃত হইয়া নরনারায়ণ রূপ ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁরা শৌর্য্য কর্ম্ম-দ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক-সমস্ত ব্যাপ্ত করেন এবং যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে সেই সেই স্থানে পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই হেতু বেদবিৎ নারদ বৃষ্ণি-দিগের নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করত কহিয়াছেন যে, যুদ্ধই ইহাঁদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তাত দুর্য্যোধন! যখন সনাতন মহাত্মা কৃষ্ণার্জ্জুনকে এক রথে অবস্থিত দেখিবে,—যখন কেশবকে শঙ্খ, চক্র ও গদা হস্তে লইতে এবং ভীমধন্বা অর্জ্জুনকে অস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ করিতে দৃষ্টি করিবে,—তখনই আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে; যদি না কর, তবে কৌরবগণের নিশ্চয়ই এই বিনাশ উপস্থিত। হে তাত! ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে তোমার বুদ্ধি

পরিভ্রষ্টা হইয়াছে; তুমি যদি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে অসংখ্য স্বজনগণকে নিহত শ্রবণ করিবে। সমস্ত কৌরবেরা তোমারই মতানুবর্ত্তী হইতেছেন, পরন্তু তুমি পরশুরামের শাপগ্রস্ত হীনজাতি সূত-পুত্র কর্ণ, সুবল-নন্দন শকুনি এবং নিজ সহোদর ক্ষুদ্রাশয় পাপমতি দুঃশাসন, এই তিনজনের মতকেই শ্রেয় বোধ করিতেছ।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি আমাকে যে কথা বলিলেন, ইহা আপনকার বক্তব্য নহে; কেননা আমি স্বধর্ম্ম হইতে অপগত না হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মে অবস্থিত আছি; বিশেষত আমাতে এমন কোন দুশ্চরিত্র নাই, যাহাতে আপনি আমাকে নিন্দা করিতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কস্মিন্ কালেও আমার কিছুমাত্র পাপ জানেন নাই; আমি দুর্য্যোধনের কখন কোন অনিষ্টাচরণ করি নাই, বরং এই ইষ্টসাধনই করিব যে, রণস্থ সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিয়া দিব। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত বিরোধ হইয়াছে, সজ্জনেরা তাহাদিগের সহিত আর কি প্রকারে সন্ধি করিতে পারেন? রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্ব-প্রকার প্রিয় সাধন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য এবং দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করাও বিধেয়, যেহেতু তিনিই রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভাষণপূর্ব্বক পুনরায় এই কথা বলিলেন, কর্ণ "পাণ্ডবদিগকে বধ করিব" বলিয়া নিত্যই শ্লাঘা করে, কিন্তু এ মহাত্মা পাণ্ডবগণের ষোড়শাংসের সম্পূর্ণ এক অংশও নহে। তোমার দুরাত্মা পুত্রদিগের যে মহান্ অনর্থ আগত হইতেছে, সে কেবল এই দুর্ম্মতি সূত-পুত্রেরই কর্ম্ম জানিবে। তোমার পুত্র মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন কেবল ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বীরবর অরিন্দম দেব-পুত্রদিগকে অবমানিত করিয়াছে। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বে একৈকে যে সুদুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছে, কর্ণ তাদৃশ কোন্ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে? বিরাট নগরে ধনঞ্জয় বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যখন ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া তখন এ কি করিয়াছিল? ধনঞ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে প্রধর্ষণানন্তর যখন বল-পূর্ব্বক সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি এ প্রবাসে গিয়াছিল? সে স্থলে কি উপস্থিত ছিল না? ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বেরা তোমার পুত্রকে যখন হরণ করিয়াছিল, তখন এই সূতপুত্র কোথায় ছিল যে এক্ষণে বৃষভের ন্যায় এরূপ আস্ফালন করিতেছে? সে স্থলেও যে, মহাত্মা ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল সহদেব সমাগত হইয়া সেই গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! এই শ্লাঘাকারী ধর্ম্মার্থ-বিলোপী কর্ণের এইরূপ বহুতর মিথ্যা বাক্যই সর্ব্বদা উক্ত হইয়া থাকে, অতএব ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি মঙ্গল চেষ্টা কর।

ভীষ্মের বাক্য শুনিয়া মহামনা ভরদ্বাজ-নন্দন রাজগণ মধ্যে পূজা করত ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, হে নরেন্দ্র! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যে কথা বলিতেছেন, তাহাই করুন; অর্থলিপ্সুদিগের ইচ্ছানুরূপ বাক্য রক্ষা করা আপনকার উচিত নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলন করাই আমি শ্রেয়স্কর বোধ করি। সঞ্জয় অর্জ্জুনের উক্ত যে বাক্য নিবেদন করিলেন, সে সকলই আমি স্বীকার করিয়া লইতেছি; ধনঞ্জয় তাহা নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিবেন, কেননা ত্রিলোক মধ্যে তৎসদৃশ ধনুর্দ্ধর আর বিদ্যমান নাই।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ও ভীষ্মের সেই অর্থযুক্ত বাক্যে অনাদর করিয়া সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ভীষ্ম দ্রোণের প্রতি সম্যক্ উত্তর প্রদান করিলেন না, তখনই সমুদয় কৌরবেরা জীবনে নিরাশ হইল।

ভীষ্মাদির উপদেশ-কথনে ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৯॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতি নিমিত্তে এস্থলে বহুল সৈন্য সমাগত হইয়াছে শুনিয়া সেই ধর্ম্ম-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির কি বলিলেন? ভাবী যুদ্ধের উদ্দেশে তিনিই বা কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন? ভ্রাতা ও পুত্রগণ মধ্যে কে বা আজ্ঞালাভার্থী হইয়া তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছে? মন্দমতি মৎপুত্রগণ-কর্ত্তৃক প্রতারণা ও অবমাননা-দ্বারা কোপিত সেই ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মচারী যুধিষ্ঠিরকে "শান্তি অবলম্বন করুন" এই কথা বলিয়া কে বা যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিতেছে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডব-সহ পাঞ্চালেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনিও সকলকে অনুশাসন করিতেছেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের রথ-সমূহ পৃথগ্‌ভূত হইয়া যুদ্ধে আগত কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দিত করিতেছে। উদয়োন্মুখ প্রভাকরের প্রতি নভোমণ্ডলের ন্যায় পাঞ্চালগণ সমুদিত তেজোরাশি-সদৃশ প্রদীপ্ত-তেজা কুন্তী-তনয়ের প্রতি অভিনন্দন করিতেছেন। পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণ-মধ্যে গোপাল ও মেষপাল পর্য্যন্ত সকলেই আনন্দিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনন্দিত করিতেছে। ব্রাহ্মণ-দুহিতা, ক্ষত্রিয়-কুমারী ও বৈশ্য-কন্যারাও ক্রীড়া করিতে করিতে, যুদ্ধার্থে সন্নদ্ধ পার্থকে দেখিবার নিমিত্ত সমাগতা হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য সোমকগণের যে যে সৈন্যের সহিত আমাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছে, তাহা বর্ণন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় কুরুসভা-মধ্যে সেই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া মনে মনে যেন কিছু চিন্তা করত বারংবার উৎকট দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দৈবক্রমে অকস্মাৎ মূর্চ্ছান্বিত হইলেন। তখন বিদুর সভা-মধ্যে কুরুগণ-সমীপে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! সঞ্জয় এই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; বুদ্ধিহীন ও চেতন-রহিত হওয়ায় কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় মহারথ কুন্তী-পুত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই পুরুষ-ব্যাঘ্রেরাই ইহাঁর চিত্তকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় আশ্বাসিত হইয়া চেতন লাভ-পূর্ব্বক সভা-মধ্যে কুরুগণ-সন্নিধানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি মহারথ পাণ্ডবদিগকে মৎস্যরাজ-ভবনে নিরুদ্ধ-রূপে আবাস-হেতু কৃশকায় দৃষ্টি করিয়াছি। মহারাজ! পাণ্ডবেরা যাঁহাদিগের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। তাঁহারা বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ নিশ্চয় করিয়াছেন। যে ধর্ম্মাত্মা না রোষ, না ভয়, না লোভ, না অর্থ, না হেতুবাদ, কোন কারণেই কখন সত্য পরিত্যাগ করেন না; ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ যে মহাত্মা ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ রহিয়াছেন; সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যাঁহার বাহুবলে তুল্য হইতে পারে, পৃথিবী-মধ্যে এমন কেহই বিদ্যমান নাই; যে ধনুর্দ্ধারী, সমস্ত মহীপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন; যিনি কাশি, অঙ্গ, মগধ ও কলিঙ্গ-দেশীয়দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন; সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যাঁহার বীর্য্য-প্রভাবে যুধিষ্ঠিরাদি চারিজন প্রধান মানব জতুগৃহ হইতে সহসা ভূ-পৃষ্ঠে নিঃসারিত হইয়াছিলেন; যে কুন্তী-পুত্র বৃকোদর মনুষ্য-খাদক হিড়িম্ব রাক্ষস হইতে তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়াছিলেন; সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করেন, তখন যে কুন্তী-পুত্র বৃকোদর তাঁহার আশ্রয় হইয়াছিলেন; এবং যিনি বারণাবত নগরে সমবেত দগ্ধপ্রায় পাণ্ডব-সকলকে মুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহারা

সেই ভীমসেনের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর প্রীতি-সম্পাদনে যত্নবান্ হইয়া যিনি বিষমতর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন-শিখরে প্রবেশ-পূর্ব্বক ক্রোধবশ-নামক রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন; যাঁহার ভুজযুগলে দশ সহস্র মাতঙ্গের তুল্য বীর্য্যসার সমর্পিত হইয়াছে; সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যে বীর পূর্ব্বে হুতাশনের তুষ্টি নিমিত্ত কৃষ্ণকে সহায় করিয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত পুরন্দরকে জয় করিয়াছিলেন; যিনি সাক্ষাৎ শূলপাণি দেবদেব উমাপতি মহাদেবকে যুদ্ধ-দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; যে ধনুর্দ্ধারী, সমগ্র লোকপালবর্গকে বশীভূত করিয়াছিলেন; সেই ধনঞ্জয়ের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগকে সংগ্রামে অভিযুক্ত করিয়াছেন। যিনি ম্লেচ্ছগণ-পরিবৃত পশ্চিম দিক্‌কে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন, সেই বিচিত্র-যোধী নকুল তথায় যোদ্ধা-রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সেই অতিধনুর্দ্ধারী বীরবর সুদৃশ্য মাদ্রী-পুত্রের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি কাশী অঙ্গ মগধ ও কলিঙ্গ-বাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই সহদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। হে রাজন্! পৃথিবী-মধ্যে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন, এই চারিজন মনুষ্য-মাত্র যাঁহার বীর্য্যের সদৃশ, মাদ্রীর আনন্দ-বর্দ্ধন সেই নরবীর কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের সহিত আপনাদিগের মহাবিধ্বংস-কর সমর-ব্যাপার হইবে। হে ভরতর্ষভ! যিনি পূর্ব্বে কাশীরাজের কন্যা থাকিয়া মরণান্তেও ভীষ্মের বধ ইচ্ছা করত ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, পরে পাঞ্চালরাজের কন্যা-রূপে জন্মিয়া দৈবক্রমে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি স্ত্রীপুরুষের গুণাগুণ সমস্ত জানেন; যুদ্ধদুর্ম্মদ যে পাঞ্চাল-নন্দন কলিঙ্গদিগকে যুদ্ধার্থে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পাণ্ডবেরা সেই কৃতাস্ত্র শিখণ্ডির সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। ভীষ্মের নিধনেচ্ছায় বনস্থ যক্ষ যাঁহাকে পুরুষ করিয়াছিলেন, সেই মহাধনুর্দ্ধারী উগ্রমূর্ত্তি শিখণ্ডির সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। কেকয়-দেশীয় রাজ-পুত্র মহাধনুর্দ্ধারী ও বর্ম্ম-সন্নদ্ধ যে শূরবীর পঞ্চ সহোদর আছেন, তাঁহাদের সঙ্গেও পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু, শীঘ্রাস্ত্র, ধৈর্য্যশালী ও সত্যবিক্রম; সেই বৃষ্ণিবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ হইবে। অজ্ঞাতবাসকালে যিনি মহাত্মা পাণ্ডবগণের রক্ষক হইয়াছিলেন, সেই বিরাটের সহিত আপনাদিগের সমরে সমাগম হইবে। কাশীপতি যে মহারথ রাজা বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তিনিও পাণ্ডবদিগের যোদ্ধা হইয়াছেন;—পাণ্ডবেরা সেই কাশীরাজের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। শিশু হইয়াও সমরে দুর্জ্জয়, আশীবিষ-সদৃশ ভীষণ-মূর্ত্তি, মহাত্মা দ্রৌপদী-পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি বীর্য্যে কৃষ্ণ-সদৃশ এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যুধিষ্ঠির-তুল্য, সেই অভিমন্যুর সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। বীর্য্যে অপ্রতিম, মহারথ, মহাযশা, শিশুপাল-পুত্র যে ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইলে সংগ্রামে দুঃসহনীয় হয়েন; যিনি অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন; সেই চেদিরাজের সহিত পাণ্ডবেরা আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। দেবগণের পক্ষে বাসবের ন্যায়, যিনি পাণ্ডবদিগের আশ্রয় হইয়াছেন, পাণ্ডবেরা সেই বাসুদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও করবর্ষের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধ-যোগ অবধারণ করিয়াছেন। জরাসন্ধ-পুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন, যুদ্ধে অপ্রতিরথ এই দুই বীরেরা পাণ্ডব-কার্য্যার্থে ব্যবস্থিত

হইয়াছেন। বহুল-বল-সমূহে পরিবৃত মহাতেজা দ্রুপদরাজও পাণ্ডবার্থে আত্ম-সমর্পণ-পূর্ব্বক সমরে সমুৎসুক হইয়া ব্যবস্থিত আছেন। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব ও উত্তর-দেশীয় অন্যান্য অসংখ্য মহীপালগণকেও আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরাজ সংগ্রামার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৫০॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিলে, ইহাঁরা সকলেই মহোৎসাহ-সম্পন্ন; পরন্তু তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এক দিকে, আর ভীম একাকী এক দিকে, তুল্যানুতুল্য। হে তাত! ব্যাঘ্র হইতে মহারুরুর ন্যায়, অমর্ষণ ক্রোধ-পরীত ভীমসেন হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইয়া থাকে। সিংহ হইতে অপর পশু যেমন ভয় পায়, সেইরূপ বৃকোদর হইতে ভীত হইয়া আমি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সমস্ত রাত্রি জাগরণ করি। সেই বাসব-সম তেজস্বী মহাবাহুর সমকক্ষ হইয়া সমরে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারে, এই সৈন্য-মধ্যে আমি এরূপ এক জনকেও দেখিতে পাই না। সেই অমর্ষণ, দৃঢ়-বৈর, পরিহাসেও হাস্য-শূন্য, উদ্ধত-স্বভাব, বক্রদর্শী, মহারব, মহাবেগ, মহোৎসাহ, মহাবাহু, মহাবল, কুন্তী-পুত্র কুরুশ্রেষ্ঠ মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর রণক্ষেত্রে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদা ধারণ করত যুদ্ধ-দ্বারা, উৎকট-নির্ব্বন্ধ-গ্রস্ত মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণের অন্তকারী হইবে! আমি মনে মনে সমুত্থিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণ-যুক্তা কাঞ্চন-ভূষণা লৌহময়ী ভীষণ গদা সন্দর্শন করিতেছি! সম্পূর্ণ যৌবনাবস্থার বলপ্রাপ্ত সিংহ যেমন মৃগযূথ-মধ্যে বিচরণ করে, মদীয় সৈন্য-গণ-মধ্যে ভীমও সেইরূপ বিচরণ করিবে! সেই বহুভোজী, প্রতিকূল ও সতত অসমীক্ষ্যকারী বৃকোদর একাকী আমার সমস্ত পুত্রগণের উপরে বাল্য-কালেও ক্রূর-বিক্রম প্রকাশ করিত! বাল্যকালেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সে যে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনাদি মদীয় পুত্রদিগকে বিমর্দ্দিত করিত, তাহা স্মরণ করিলে অদ্যাপি আমার হৃদয় কম্পিত হয়! আমার পুত্রেরা সর্ব্বদাই তাহার বীর্য্য-প্রভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হইত; সুতরাং সেই ভীমপরাক্রম ভীমসেনই গৃহ-বিচ্ছেদের হেতু হইয়াছে! আমি যেন সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছি, ভীম ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া সমরে মনুষ্য, হস্তী ও অশ্ব সৈন্য-সকলকে গ্রাস করিতেছে! হে সঞ্জয়! অস্ত্রে দ্রোণার্জ্জুন-সদৃশ, বেগে বায়ু-তুল্য এবং ক্রোধে মহেশ্বর-সম সমর-ভীষণ অমর্ষণ শূর-বীর ভীমসেনকে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে নিহত করিতে পারে বল! সেই রিপুঘাতী মনস্বী তৎকালেই আমার পুত্র-সকলকে যে নিহত করে নাই, ইহাই আমি পরম লাভ বোধ করি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভীম-বল যক্ষ ও রাক্ষস-সকল বধ করিয়াছে, মানুষে কি প্রকারে সমরে তদীয় বেগ সহ্য করিতে পারিবে? হে সঞ্জয়! সে বাল্যকালেও কখন আমার বশীভূত হয় নাই, এক্ষণে আমার কুপুত্রগণ হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া আর কিরূপে বশবর্ত্তী হইবে! সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত কোপন-স্বভাব; যদিও ভগ্ন হয় তথাপি সন্নত হইবার নহে। যে বৃকোদর অমর্ষ-প্রযুক্ত বক্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং যাহার ভ্রূ-মধ্যভাগ সতত সঙ্কুচিত থাকে, সে আর কি-প্রকারে শান্তি অবলম্বন করিতে পারে? ভীমের যে প্রকার রূপ ও বীর্য্য তাহা আমি পূর্ব্বে তাহার বাল্যকালেই ব্যাস-মুখে যথার্থ ও সুনিশ্চিত-রূপে শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর অতিশয় শৌর্য্যশালী, অপ্রতিম-বল-সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, প্রমাণে অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রাদেশ-মাত্র অধিক, বেগে অশ্ব-সকলের এবং বলে কুঞ্জরগণের অতিক্রমকারী, অব্যক্ত-স্বরে জল্পনাকারী ও মধুবর্ণ-তুল্য নয়ন-বিশিষ্ট। সেই উগ্রমূর্ত্তি ক্রূর-পরাক্রম ভীমসেন সমরে ক্রোধপূর্ণ হইয়া লৌহময় দণ্ড-সহকারে রথ হস্তী,

অশ্ব ও নরগণকে নিহত করিবে সন্দেহ নাই। হে তাত! পূর্ব্বে আমি প্রতিকূলাচরণ করত সেই অমর্ষী নিত্য-ক্রোধী, প্রহারিশ্রেষ্ঠ ভীমকে অবমানিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার পুত্রেরা তাহার সেই কাঞ্চন-ভূষণা, লৌহময়ী, স্থূলা, সুপার্শ্ব-যুক্তা, শতনাশিনী, শত-নির্হাদ-সম-শব্দকারিণী ভয়ঙ্করী গদা নিঃক্ষিপ্তা হইলে কিপ্রকারে তাহা সহ্য করিতে পারিবে! হে তাত! মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ অপার, অপ্লব, অগাধ, শরবেগ-বেগিত, ভীমসেন-রূপ দুর্গম সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছে! আমি বারংবার চীৎকার করিলেও পণ্ডিতমানী অবোধেরা তাহা শ্রবণ করে না! ইহারা কেবল মধুই দেখিতেছে, নিকটে যে বিষম প্রপাত রহিয়াছে, তাহা আর বোধগম্য করিতেছে না! যাহারা সেই নররূপী কৃতান্তের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবে, তাহারা সিংহ-নিহত মৃগযূথের ন্যায়, অবশ্যই বিধাতা-কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ নিধন প্রাপ্ত হইবে! হে তাত! শিক্য-স্থাপিতা, চারিহস্ত-পরিমিতা, ষট্ কোণ-সমন্বিতা অপরিমিত-তেজো-যুক্তা, দুঃখ-জনক স্পর্শান্বিতা গদা নিক্ষিপ্তা হইলে, আমার পুত্রেরা তাহা কিরূপে সহ্য করিতে পারিবে! বৃকোদর যখন চতুর্দ্দিকে গদা সঞ্চালন করিতে করিতে হস্তিগণের মস্তক সমস্ত ভেদ করিবে; সৃক্কণী-দ্বয় লেহন, মুহুর্মুহু বাষ্প পরিত্যাগ ও ভৈরব রব বিস্তার করিতে করিতে গজগণ উদ্দেশে ধাবিত হইবে; প্রতিকূলে আপতিত প্রমত্ত কুঞ্জর-পুঞ্জের প্রতি প্রতিগর্জ্জন করিবে এবং রথমার্গে অবগাহন-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া নিহত করিতে থাকিবে, তখন প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার নিকট হইতে কোন মনুষ্য কি আর নিষ্কৃতি পাইবে? সেই মহাবাহু মদীয় সৈন্যগণকে ভগ্ন করত পথ করিয়া গদা হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে যুগান্ত প্রদর্শন করিবে! হে সঞ্জয়! পুষ্পিত-বৃক্ষ-সমূহ ভগ্নকারী মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, বৃকোদর সংগ্রামে আমার পুত্রগণের সেনা-মধ্যে প্রবেশ করিবে; রথ-সকলকে রথি-শূন্য, সারথি-বিহীন, অশ্ব-রহিত ও ধ্বজ-বিচ্যুত করিবে এবং রথী ও গজারোহীদিগকে সম্যক্-রূপে পীড়িত করিতে থাকিবে; এইরূপে গঙ্গাবেগ যেমন অনুপ-দেশস্থ তীরবর্ত্তী বহুবিধ বৃক্ষ-সকল ভগ্ন করে, তাহার ন্যায় আমার পুত্রগণের সেনা-সমস্ত ভগ্ন করিয়া ফেলিবে! যে বীরবর পূর্ব্বে বাসুদেবকে সহায় করিয়া মহাবীর্য্য-সম্পন্ন রাজা জরাসন্ধের অন্তঃপুরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছিল, সেই ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য রাজবর্গ অবশ্যই দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করিবে!

হে সঞ্জয়! মগধাধিপতি বলিশ্রেষ্ঠ ধীমান্ জরাসন্ধ এই সমগ্রা ধরা-দেবীকে বশে আনিয়া নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ভীষ্মের প্রতাপে কৌরবগণ এবং নীতি-দ্বারা অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার যে বশগামী হয় নাই, সে কেবল দৈবমাত্র। মহাবাহু বৃকোদর তাদৃশ মহাবীর-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক কোন প্রকার আয়ুধ গ্রহণ না করিয়াই কেবল বাহুবল-মাত্র-সহকারে তাঁহারে বিনষ্ট করিয়াছিল; তাহা অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? হে সঞ্জয়! সমর সময়ে সে, বিষ-বিসর্জ্জনকারী আশীবিষের ন্যায়, চিরসন্নিরুদ্ধ তেজঃপুঞ্জ মদীয় পুত্রগণের উপরে অবশ্যই পরিত্যাগ করিবে! দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন বজ্র-দ্বারা দানব-দল দলন করেন, ভীমসেনও সেই-রূপ গদা হস্তে লইয়া আমার পুত্রদিগকে প্রধর্ষিত করিবে! অসহনীয়, অনিবার্য্য, উৎকট-বেগশালী, অতিপরাক্রান্ত, লোহিত-নয়ন বৃকোদরকে আমি যেন আপতিত হইতে দেখিতেছি! বৃকোদর গদা-বিহীন, শরাসন-শূন্য, রথ ও বর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া কেবল বাহু-যুগল-দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও কোন্ বলশালী পুরুষ তাহার অগ্রে অবস্থিত হইতে পারে? ভীষ্ম, দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র এই বিপ্র কৃপাচার্য্য ইহাঁরাও আমার ন্যায়, সেই ধীসম্পন্ন ভীমসেনের বীর্য্যবল অবগত আছেন। এই নরবরগণ যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়া-

কে আর্য্যব্রত বলিয়া জানেন, সুতরাং তদ্বিধানেই অভিলাষী হইয়া মদীয় সৈন্যাগ্রে অবস্থিত হইবেন।

হে সঞ্জয়! দৈব সর্ব্বত্রই সমধিক-বলশালী, বিশেষত পুরুষের পক্ষে; কেননা আমি পাণ্ডবদিগের নিশ্চয় জয় হইবে দেখিতেছি, তথাপি আমার পুত্রদিগকে নিবারণ করিতেছি না। ভীষ্ম-প্রভৃতি এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরগণ ইন্দ্র-প্রকটিত পুরাতন মার্গ অর্থাৎ সমর-ব্যাপার আশ্রয় করিয়া পার্থিবোচিত যশোরক্ষা করত তুমুল সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। হে তাত! ইহাঁদিগের নিকটে আমার পুত্রেরা যেরূপ, পাণ্ডবেরাও অবিকল সেইরূপ; ইহারা সকলেই ভীষ্মের পৌত্র এবং দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য; তবে এই বৃদ্ধ-ত্রয় আমাদিগের নিকট হইতে যে কিছু অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্বাভাবিক উদারতা-প্রযুক্ত যুদ্ধ-দ্বারা অবশ্যই তাহার নিষ্ক্রয়-বিধান করিবেন; যেহেতু পণ্ডিতেরা বলেন যে, ক্ষত্র-ধর্ম্মলাভার্থী শস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সংগ্রামে নিহত হওয়াই সর্ব্বোত্তম। অতএব হে সঞ্জয়! যাঁহারা যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদিগের সকলের নিমিত্তই আমি শোক করিতেছি! হা! বিদুর অগ্রে মুক্তকণ্ঠে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সেই ভয় এই আগত হইল! হে তাত! জ্ঞান দুঃখের বিনাশ-হেতু হয়, ইহা আমার বিবেচনা-সিদ্ধ নহে; কারণ এই আগতপ্রায় অতিবলশালী দুঃখ জ্ঞানেরও বিঘাতক হইতেছে। লোক-বৃত্তান্তদর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিরাও যখন সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখিত হয়েন, তখন কলত্র, পুত্র, পৌত্র, রাজ্য ও বন্ধুগণ-প্রভৃতি নানা বিষয়ে সহস্র প্রকারে আসক্ত থাকিয়া আমি যে দুঃখে অভিভূত হইব, তাহা আর বিচিত্র কি? এই যে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতেছে, ইহাতে কি আমার শ্রেয় আছে? আমি সম্যক্-রূপে অনুধ্যান করিয়া কেবল উত্তরকালে কৌরবদিগের বিনাশই দর্শন করিতেছি! দ্যূতক্রীড়াই কুরুগণের এই মহাবিপদের মূল বলিয়া প্রতীত হইতেছে! ঐশ্বর্য্যকামী মন্দমতি দুর্য্যোধন কেবল লোভ-প্রযুক্তই এই পাপকর্ম্ম করিয়াছিল। আমার বোধ হইতেছে, ইহা দ্রুতগামী কালের পর্য্যায় ধর্ম্ম; এই কালের চক্রে আমি নেমির ন্যায় আসক্ত রহিয়াছি, সুতরাং ইহা হইতে আমার পলাইবার সাধ্য নাই! হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি কোথায় যাই! কি করি! কিপ্রকারেই বা কার্য্য করি! এই মন্দমতি কৌরবেরা কালের বশগামী হইয়া অচিরেই বিনষ্ট হইবে! হে তাত! আমার শত পুত্র যখন নিহত হইবে, তখন আমি অবশ হইয়া কিরূপে স্ত্রীগণের রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিব! হা! কি প্রকারে আমার মরণ হয়! নিদাঘে সমীরণ-সমুত্তেজিত সমিদ্ধ হুতাশন যেমন শুষ্কতৃণরাশি দহন করে, গদাপাণি ভীমসেন অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া মদীয় নন্দনগণকে সেইরূপে নিহত করিবে!

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥৫১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যাঁহার মিথ্যা-বাক্য কদাচ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, সেই যুধিষ্ঠিরের ত্রিভুবন রাজ্যও সম্ভবিতে পারে। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না, যে রথ-দ্বারা সংগ্রামে সেই গাণ্ডীবধন্বার প্রতিপক্ষে গমন করিতে পারে। অর্জ্জুন যখন গাণ্ডীব ধারণ-পূর্ব্বক কর্ণিনালীক-প্রভৃতি হৃদয়চ্ছেদী সায়ক-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবে, তখন কেহই তাহার তুল্যবল হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে পারিবে না। কৃতাস্ত্র, বলিশ্রেষ্ঠ, সমরে অপরাজিত বীর্য্য-সম্পন্ন নরর্ষভ দ্রোণ ও কর্ণ যদি তাহার প্রতিকূলে গমন করেন, তাহা হইলে লোকমধ্যে বিজয় বিষয়ে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত আমার বিজয় হইবে না; কেননা কর্ণ অতিশয় কৃপালু ও অনবধান-যুক্ত এবং আচার্য্যও বৃদ্ধ ও উভয় পক্ষের গুরু; ওদিকে পার্থ বি-

লক্ষণ সমর্থ, বলবান্, দৃঢ়ধন্বা ও ক্লম-রহিত। ইহাঁরা সকলেই শূর ও অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; সুতরাং ইহাঁদিগের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম এবং সকলেরই অপরাজয় হইতে পারে। ইহাঁরা অমরগণের ঐশ্বর্য্যও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি বিজয় ত্যাগ করিতে পারেন না; অতএব দ্রোণ কর্ণের, অথবা অর্জ্জুনের বধ হইলেই যুদ্ধের শান্তি হওয়া সম্ভব; কিন্তু অর্জ্জুনের হন্তা বা জেতা কেহই বিদ্যমান নাই। যে ব্যক্তি মন্দমতি মৎপুত্রগণের প্রতি সম্যক্ উদ্যম-সহকারে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, এক্ষণে কি প্রকারে তাহার ক্রোধ-শান্তি হইবে? অন্যান্য অনেক লোকেও অস্ত্রবিদ্যা জানে, জয় করে ও জিত হইয়া থাকে; পরন্তু অর্জ্জুনেরই একান্ত বিজয় শ্রুত হওয়া যায়। হে সূত! ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, পার্থ খাণ্ডব বনে অগ্নিকে তর্পিত করিয়াছিল এবং তদুপলক্ষে সমস্ত সুরগণকেও জয় করিয়াছিল। অধিক কি, আমরা কুত্রাপি তাহার পরাজয় শুনিতে পাই না। হে তাত! সমান শীলতা ও চরিত্র-সম্পন্ন হৃষীকেশ যাহার যুদ্ধে সারথি হইবেন, ইন্দ্রের বিজয়ের ন্যায় তাহার নিশ্চয়ই জয় হইবে। শুনিতে পাই কৃষ্ণ রথোপরি সারথি, অর্জ্জুন রথী এবং গুণ-যোজিত গাণ্ডীব শরাসন, এই তিন তেজঃ পদার্থ একত্র সমবেত হইয়াছে। আমাদিগের তাদৃশ শরাসনও নাই যোদ্ধাও নাই এবং সারথিও নাই, পরন্তু দুর্য্যোধনের বশানুগামী মন্দবুদ্ধি হতভাগ্যেরা তাহা জানিতেছে না! হে সঞ্জয়! মস্তকে নিপতিত হইলে প্রদীপ্ত অশনিও শেষ রাখে, কিন্তু অর্জ্জুন-নির্ম্মুক্ত শর-সমস্ত কিছুমাত্র শেষ রাখে না! আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, ধনঞ্জয় বাণ-বিসর্জ্জন করত সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে ও বহুল-শর-বর্ষণ-সহকারে দেহ হইতে মস্তক-সমস্ত উচ্ছেদন করিতেছে; গাণ্ডীবোত্থিত বাণ-ময় তেজঃপুঞ্জ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়া সংগ্রামে আমার পুত্রগণের বাহিনী দহন করিতেছে; এবং সব্যসাচীর রথ-নির্ঘোষ-ভয়ে ভীতা ও ব্যাকুলিতা হইয়া ভারতী-সেনা সর্ব্বদিকে পলায়মানা হইতেছে! ফলত, যেমন প্রচণ্ড শিখা-যুক্ত অনিল-সমিদ্ধ মহানল সর্ব্বতঃ সঞ্চরণ করত শুষ্ক তৃণ দহন করে, অর্জ্জুনের অস্ত্রাগ্নিও মদীয় সৈন্যগণকে সেইরূপ দহন করিবে! হে তাত! আততায়ী কিরীটী যখন সেই অসংখ্য নিশিত বাণ-সমূহ উদ্বমন করত বিধাতৃ-প্রেরিত সর্ব্বহর অন্তকের ন্যায় অসহনীয় হইয়া উঠিবে;—যখন শুনিব কৌরবগণের ভবনে, রণাগ্রে ও তাহাদিগের চতুস্পার্শ্বে নিরন্তর বহুপ্রকার দুর্নিমিত্ত ঘটনা হইতেছে; তখনই ভারতদিগকে মহান্ বিধ্বংস আশ্রয় করিবে!

ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পরাক্রান্ত পাণ্ডব-সকল যেরূপ জিগীষু, তাহাদিগের পুরঃসর সহযোগীরাও সেইরূপ আত্ম-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক বিজয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে। হে বৎস! শত্রুপক্ষীয় পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, মাগধ-প্রভৃতি পরাক্রান্ত মহীপালগণের কথা তুমিই যে এই বর্ণন করিলে। ইচ্ছা করিলে যিনি ইন্দ্র-সহ এই অখিল লোকচয়কে বশীভূত করিতে পারেন, সেই জিতেন্দ্রিয়, সকল-লোকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের জয়-সাধনে স্থিরনিশ্চয় রহিয়াছেন। যিনি অর্জ্জুনের নিকটে অচির-কাল-মধ্যেই সমস্ত বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শিনি-বংশধর সাত্যকি বীজের ন্যায় শর বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন। পাঞ্চাল-নন্দন ক্রূরকর্ম্মা পরমাস্ত্রবেত্তা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও মদীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। হে তাত! যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও অর্জ্জুনের বিক্রম হইতে এবং ভীম ও নকুল সহদেব হইতেও আমার অতিশয় ভয় হইতেছে। হে সঞ্জয়! সেই মনুষ্যেন্দ্রগণ যখন অন্তরীক্ষে অমানুষ শরজাল বিস্তার করিবে, আমার সৈন্যেরা তখন কোন ক্রমেই তাহা উত্তীর্ণ

হইতে পারিবে না, এই নিমিত্তই আমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির দর্শনীয়, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্, ব্রহ্ম-তেজোযুক্ত, মেধাবী, সুকৃত-বুদ্ধি, ধর্ম্মাত্মা, মিত্র অমাত্য ও যুদ্ধোদ্যোগী পুরুষগণে সুসম্পন্ন, মহারথ মহাবীর সহোদর ও শ্বশুরবর্গে উপপন্ন, ধৈর্য্যশালী, বিনয়ান্বিত, অনিষ্ঠুর, বদান্য, লজ্জাশীল, সত্যপরাক্রম, বহুল-শাস্ত্রজ্ঞ, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী ও জিতেন্দ্রিয়; সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, প্রজ্জ্বলিত সমিদ্ধ পাবক-সদৃশ পাণ্ডবাগ্নি-মধ্যে কোন্ চেতন-শূন্য মুমূর্ষু মন্দমতি, পতঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে? দাহ্যবস্তু প্রাপ্ত হইলে অল্প অগ্নিও যেমন প্রবল হইয়া উঠে, সেইরূপ তপস্যায় কৃশ হইলেও উন্নত-প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠিরকে আমি কপট-ব্যবহারে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, সুতরাং তিনি যুদ্ধ-দ্বারা আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণের নিঃশেষে বিনাশ করিবেন। হে কৌরবগণ! তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই আমি শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করি; এক্ষণে তোমরাও তাহা সম্যক্-রূপে বোধগম্য কর। যুদ্ধে সমস্ত কুলেরই নিশ্চয় বিনাশ হইবে। অতএব যদি যুদ্ধ না করা তোমাদিগের ইষ্ট হয়, তাহা হইলে আমরা শান্তির নিমিত্ত যত্ন করি; ইহাই আমার বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এবং ইহাতেই আমার মনের শান্তি হইতে পারে। আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে দেখিলে যুধিষ্ঠির কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, কেন না তিনি যখন অধর্ম্ম-দ্বারা কলহ উৎপাদন বিষয়ে আমাকেই হেতু নির্দ্দেশ করিয়া নিন্দা করেন, তখন প্রার্থিত হইলে কদাচ কলহে প্রবৃত্ত হইবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে, যুদ্ধ হইলে গাণ্ডীব-দ্বারা ক্ষত্রিয়-কুলের যে বিনাশ হইবে, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে; পরন্তু নিত্য-কাল ধীর-স্বভাব থাকিয়া, বিশেষত সব্যসাচীর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আপনি যে পুত্রগণের বশগামী হইতেছেন, ইহাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে ভরতর্ষভ! আপনি প্রথম হইতে পাণ্ডবদিগকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন; অতএব চিরকাল অপরাধ করিয়া এক্ষণে আপনকার বিলাপের সময় নহে। মহারাজ! যিনি জ্যেষ্ঠ তাত, শ্রেষ্ঠ-সুহৃদ্ এবং সম্যক্ সাবধান-চিত্ত, তাঁহার হিত বিধান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অনিষ্টকারী ব্যক্তিকে কখন গুরু বলা যায় না। দ্যূতকালে আপনি পাণ্ডবদিগকে পরাজিত শুনিয়া "এই জিত হইল, এই লব্ধ হইল" বলিয়া বালকের ন্যায় হাস্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বহুতর কটু বাক্য-দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, পুত্রেরা সমস্ত রাজ্য জয় করিল, কিন্তু অচিরেই যে বিনিপাত হইবে, তাহা আর দেখিতে পান নাই। মহারাজ! জাঙ্গল-সম্বলিত কুরুরাজ্য আপনকার পৈতৃক রাজ্য; তদ্ভিন্ন আপনি বীরগণ-কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত অখিল বসুধা-রাজ্যও প্রাপ্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ বাহুবীর্য্য-সহকারে পৃথিবী উপার্জ্জন করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি মনে করেন, "আমি স্বয়ং ইহা লাভ করিয়াছি।" হে রাজসত্তম! পাণ্ডবেরা দ্যূতে পরাজিত এবং বনগমনে উদ্যত হইলে আপনি যে বালকের ন্যায় পুনঃপুন হাস্য করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তেই অর্জ্জুন, আপনকার পুত্রেরা গন্ধর্ব্বরাজের কবলে পতিত হইয়া অপার বিপদ্ সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইলে, তাঁহাদিগকে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুন নিশিত শর-সমূহ বর্ষণ করিলে, মাংসযোনি মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাগর-সকলও শুষ্ক হইয়া যায়। মহারাজ! বাণ-নিক্ষেপকারীদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠ, শরাসন-সমুদায়ের মধ্যে গাণ্ডীব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোক-মধ্যে কেশব শ্রেষ্ঠ, চক্র-সমস্ত-মধ্যে সুদর্শন শ্রেষ্ঠ এবং ধ্বজ-সকলের মধ্যে বিরাজমান বানর-

ধ্বজ শ্রেষ্ঠ ; সেই ধ্বজধারি-প্রধান শ্বেতাশ্ব-যুক্ত কপি-ধ্বজ রথখানি এই কয়েকটিকে বহন করত সমরে কালচক্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া আমাদিগকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবে। হে ভরতর্ষভ! ভীমার্জ্জুন যাঁহার যোদ্ধা, সম্প্রতি তাঁহারই এই সমগ্রা পৃথিবী এবং সেই রাজাই সর্ব্বপ্রধান রাজা। হে রাজন্! আপনকার বাহিনী ভীম-কর্ত্তৃক হত-প্রায় হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধন-প্রভৃতি কৌরবেরা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। হে বিভো! আপনকার পুত্রগণ ও অনুগামী ভূপাল-সকল ভীমার্জ্জুন ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ বিজয় লাভ করিতে পারিবেন না। মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব ও শূরসেনেরা এক্ষণে আপনাকে অর্চ্চনা করিতেছেন না, বরং সকলেই অবজ্ঞা করিতেছেন ; কেন না তাঁহারা সেই ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের বীর্য্যজ্ঞ হইয়া সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি-হেতুক আপনকার পুত্রগণের সহিত সর্ব্বদাই বিরোধ-চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজ! সর্ব্বথা-বধানর্হ ধর্ম্মযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে ব্যক্তি অপকর্ম্ম-দ্বারা ক্লেশ দিয়াছে এবং এক্ষণেও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে, আপনকার পুত্র সেই পাপ পুরুষ দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত সর্ব্বোপায়-দ্বারা শাসিত করাই কর্ত্তব্য, তাহার নিমিত্ত শোক করা আপনকার উচিত নহে। পাশক্রীড়া সময়েও আমি এবং ধীমান্ বিদুর উভয়েই আপনাকে এ কথা বলিয়াছিলাম। হে রাজেন্দ্র! আপনি অক্ষমের ন্যায় পাণ্ডবদিগের প্রতি এই যে বিলাপ করিতেছেন, এ সকলই নিরর্থক।

সঞ্জয়-বাক্যে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, মহারাজ! আপনি ভয় করিবেন না এবং আমাদিগের নিমিত্তেও শোক করিবেন না ; হে প্রভো! আমরা সমরে শত্রু জয় করিতে বিলক্ষণ সমর্থ। হে ভরতর্ষভ! যৎকালে মধুসূদন, পররাষ্ট্র-বিমর্দ্দী সুমহৎ বলচক্রে পরিবৃত হইয়া, বনে প্রব্রাজিত পাণ্ডবগণ সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন এবং কেকয়, ধৃষ্টকেতু, দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অন্যান্য অসংখ্য অনুযায়ী রাজবর্গ তাহাদিগের অনুগত হইয়াছিল;—যখন কৃষ্ণপ্রমুখ সেই সমস্ত মহারথগণ ইন্দ্রপ্রস্থ-সমীপে সমাগত ও একত্র মিলিত হইয়া যাবতীয় কুরুগণের সহিত আপনাকে নিন্দা করিয়াছিল এবং কৃষ্ণসার-মৃগ-চর্ম্মধারী সমাসীন যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করত স্বজনগণ-সম্বলিত আপনকার সমুচ্ছেদ-বিধানে অভিলাষী হইয়া তাহাকে "পুনরায় রাজ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য" এইরূপ প্রবৃত্তি দিয়াছিল;—তখন সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি জ্ঞাতিক্ষয়-ভয়ে ভীত হইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বলিয়াছিলাম "হে মহাত্মগণ! আমার বোধ হয়, পাণ্ডবেরা অস্মৎকৃত নিয়মে অবস্থিত হইবে না ; কেন না বাসুদেব আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ ইচ্ছা করিতেছেন। আমার বিবেচনায় কেবল বিদুর-ব্যতিরেকে আপনারা সকলেই বধ্য হইবেন। কুরুসত্তম ধর্ম্মজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রও, বোধ হয়, বধার্হ হইবেন না। জনার্দ্দন আমাদিগের সম্পূর্ণ সমুচ্ছেদ করিয়া এই অদ্বিতীয় কুরুরাজ্য যুধিষ্ঠিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি প্রণতি স্বীকার করিব, পলায়ন-পরায়ণ হইব, না প্রাণের প্রতি আস্থা ত্যাগ করিয়া শত্রুদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব? প্রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে, যেহেতু সকল পার্থিবেরাই যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী ; বিশেষত রাষ্ট্রীয় সমস্ত লোক আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে; মিত্রগণ কুপিত হইয়াছেন এবং অখিল রাজন্যগণ ও স্বজনবর্গ আমাদিগকে সর্ব্বথা ধিক্কার প্রদান করিতেছেন। এ অবস্থায় অবনতি স্বীকার করিলে দোষ নাই, কেন না সন্ধি করা আমাদিগের চিরকাল প্রসিদ্ধ

আছে; পরন্তু যুদ্ধই আমার অভিপ্রেত, সুতরাং আমার পিতা প্রজ্ঞানেত্র জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্র যে আমার নিমিত্ত কষ্টতর অনন্ত ক্লেশ পাইবেন, সেই জন্যই আমি শোক করিতেছি।—হে নরোত্তম! আপনকার অপর পুত্রেরাও যে আমার প্রীতি-নিমিত্ত শত্রুদিগের অবরোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আপনকার বিদিত আছে।—সেই মহারথ পাণ্ডবেরা সম্প্রতি অমাত্যগণ-সহ ধৃতরাষ্ট্রের কুলোচ্ছেদ-দ্বারা বৈর-নির্যাতন করিবে"।

হে ভারত! অনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ ও অশ্বত্থামা আমাকে মহতী চিন্তায় আবিষ্ট ও বিকলেন্দ্রিয় দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "হে পরন্তপ! যদি শত্রুরা আমাদিগের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করে, তাহাতে ভয় করিও না। যুদ্ধে সমাস্থিত হইলে শত্রুগণ আমাদিগকে কদাচ পরাজিত করিতে পারিবেক না। আমরা প্রত্যেকে সকল ভূপালবর্গকে জয় করিতে সমর্থ। তাহারা আসুক, আমরা নিশিত শরনিকর-দ্বারা সকলেরই দর্প চূর্ণ করিব। হে ভারত! পূর্ব্বে কুরুসত্তম ভীষ্ম পিতার মরণে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক রথে একাকীই অখিল পার্থিবকুলকে জয় করিয়াছিলেন এবং অসীম রোষভরে তাহাদিগের অনেককেই সংহার দশায় উপনীত করিয়াছিলেন; অনন্তর তাহারা ভয়-প্রযুক্ত এই দেবব্রতের শরণাপন্ন হইয়াছিল। সেই এই ভীষ্ম আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিতে অবশ্যই সুসমর্থ হইবেন; অতএব হে ভরতর্ষভ! তোমার ভয় দুর হউক।" এই অমিত-তেজস্বী মহারথগণের তৎকালে এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে। হে রাজন্! সমগ্রা বসুন্ধরা পূর্ব্বে শত্রুগণের বশবর্ত্তিনী ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর আমাদিগকে সমরে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। হে ভরতর্ষভ! শত্রুভূত পাণ্ডবেরা অধুনা সহায়-শূন্য ও বীর্য্যহীন হইয়াছে এবং পৃথিবীও এক্ষণে আমাতেই প্রতিষ্ঠিতা আছে। হে পরন্তপ! আমি যে সমস্ত পার্থিবগণকে সমানীত করিয়াছি, তাঁহারা কি সুখ, কি দুঃখ, সর্ব্বাবস্থাতেই এক-বাক্য। আপনি নিশ্চয় জানুন, আমার নিমিত্ত সেই সকল ভূপালেরাই অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন এবং সমুদ্রেও নিমগ্ন হইতে পারেন। আপনাকে পরের শ্লাঘায় ভীত হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিতে এবং দুঃখিত হইতে দেখিয়া ইহাঁরা উন্মত্ত বোধে উপহাস করিতেছেন। হে কুরুসত্তম! এই সকল রাজগণ-মধ্যে প্রত্যেকে পাণ্ডবদিগের প্রতিরোধে সমর্থ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনাকে সকলেই বড় বলিয়া মনে করে; অতএব আপনকার এই আগত ভয় অপগত হউক। আমার সমগ্র সৈন্যকে জয় করিতে বাসবও সমর্থ হন না; এমন কি, হননে উদ্যত হইলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার নিকটেও ইহা অক্ষয় হয়।

হে বিভো! যুধিষ্ঠির মদীয় সৈন্য ও প্রভাব হইতে ভীত হইয়াই নগরের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র যাচ্ঞা করিয়াছে। হে ভারত! আপনি যে বৃকোদরকে সমর্থ মনে করিতেছেন সে বৃথা; আমার সমগ্র প্রভাব আপনি অবগত নহেন, এই নিমিত্তই এরূপ মনে করিতেছেন। গদাযুদ্ধে পৃথিবী-মধ্যে কোন ব্যক্তিই আমার সমান নাই; তদ্বিষয়ে কেহ আমাকে কখন অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। আমি সমাহিত-চিত্ত হইয়া গুরু-গৃহে বহু দুঃখে বাস করত যুদ্ধ-বিদ্যার পারগামী হইয়াছি; অতএব কি ভীম, কি অন্য কেহ, কোন ব্যক্তি হইতেও কখন আমার ভয় নাই। আমি যখন শিষ্য-ভাবে বলদেবের উপাসনা করিয়াছিলাম, তৎকালে তাঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছিল যে, 'গদা-যুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই।' ফলত আমি যুদ্ধে হলধর-সদৃশ, এবং বলেও পৃথিবী-মধ্যে আমার অধিক কেহ নাই। ভীম যুদ্ধে আমার গদা-প্রহার কখনই সহ্য করিতে পারে না। হে নরপতে! আমি কুপিত হইয়া ভীমকে যদি একবার আঘাত করি, তবে সেই ঘোর-

তর প্রহারই তাহাকে অবিলম্বে অন্তক-নিলয়ে লইয়া যাইতে পারে। হে রাজন্! আমার ভয়ের কথা দূরে থাকুক, বৃকোদরকে গদা-হস্তে দেখিবার নিমিত্ত আমি ইচ্ছাই করিয়া থাকি, যেহেতু ইহাই আমার সুচির-প্রার্থিত নিত্য-মনোরথ। সমরে আমি গদাঘাত করিলে, বৃকোদর অবশ্যই বিশীর্ণ-গাত্র ও জীবন-হীন হইয়া ভূতলে পতিত হইবে। আমার গদা-প্রহারে একবার অভিহত হইলে পর্ব্বময় হিমালয় গিরিও সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। 'গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য কেহই নাই' ইহা যে নিশ্চয় তাহা সেই ভীমও বিশেষ রূপে জানে এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও অবগত আছে। অতএব হে রাজন্! আপনকার বৃকোদর ভয় অপগত হউক; মহাসমরে আমি অবশ্যই তাহাকে নিহত করিব; আপনি বিমনা হইবেন না। হে ভরতর্ষভ! সে আমা-কর্ত্তৃক হত হইলে, তুল্য-রূপ অথবা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক রথিগণ অর্জ্জুনকে শরজালে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিবেন। মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ইহাঁদিগের এক এক জন সমস্ত পাণ্ডবগণকে নিহত করিতে পারেন; সকলে মিলিত হইলে ক্ষণকাল-মধ্যেই তাহাদিগকে শমন-সদনে লইয়া যাইবেন। সমগ্র পার্থিব-সৈন্য একাকী ধনঞ্জয়কে কি নিমিত্ত জয় করিতে পারিবেক না, ইহার কোন হেতুই বিদ্যমান নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের শর-সমূহ-দ্বারা শত শতবার পরিব্যাপ্ত ও অবশ হইয়া পার্থ অবশ্যই যমালয়ে গমন করিবে।

হে ভারত! গঙ্গা-নন্দন পিতামহ, শান্তনু হইতেও অধিক, ব্রহ্মর্ষি-সদৃশ এবং দেবগণেরও সুদুঃসহ হইয়া জন্মিয়াছেন। কোন ব্যক্তিই ভীষ্মের নিহন্তা নাই; কেন না ইহাঁর পিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাঁরে বর দিয়াছিলেন যে "ইচ্ছা না করিলে তোমার মৃত্যু হইবে না"। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যও মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে দ্রোণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পরমাস্ত্র-বেত্তা অশ্বত্থামা এই দ্রোণ হইতে জন্মিয়াছেন এবং এই আচার্য্য-মুখ্য শ্রীমান্ কৃপও মহর্ষি গৌতম হইতে শরস্তম্বে উৎপন্ন হইয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ আছে যে, কেহই ইহাঁদিগকে বধ করিতে পারে না। মহারাজ! অশ্বত্থামার পিতা, মাতা ও মাতুল, এই তিন জন অযোনিজাত; সেই শৌর্য্যশালী অশ্বত্থামাও আমার পক্ষ রহিয়াছেন। এই মহারথগণ সকলেই দেবতুল্য; সংগ্রামে ইহাঁরা শক্রেরও পীড়া উৎপাদন করিতে পারেন। হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন ইহাঁদিগের এক এক জনের প্রতিও অবলোকন করিতে পারে না; সকলে মিলিত হইলে ইহাঁরা অবশ্যই ধনঞ্জয়কে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই। হে নরব্যাঘ্র! আমার বিবেচনায় কর্ণও ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সদৃশ। পরশুরাম স্বয়ং ইহাঁকে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি আমার সমান। অপিচ ইহাঁর স্বভাব-জাত মনোহর কুণ্ডল যুগল ছিল; মহেন্দ্র শচীর নিমিত্তে অতিশয় ভীষণা অমোঘা শক্তির বিনিময়ে ইহাঁর নিকট হইতে তাহা যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। অতএব তাদৃশ শক্তি দ্বারা রক্ষিত এই শক্রতাপন বীরবর হইতে অর্জ্জুন কিরূপে জীবিত থাকিবেক? হে রাজন্! করতল-বিন্যস্ত ফলের ন্যায় নিশ্চয়ই আমার বিজয়-লাভ হইবে এবং শক্রদিগেরও ভূমণ্ডলে নিঃসন্দেহ সম্পূণ পরাজয় হইবে।

হে ভারত! এই ভীষ্ম এক দিনে দশ সহস্র সৈন্য নিহত করেন এবং মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যও তাঁহার সদৃশ। সংশপ্তক ক্ষত্রিয়গণ "হয় আমরা অর্জ্জুনকে মারিব, না হয় অর্জ্জুন আমাদিগকে মারিবে" এইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ আছেন। অপিচ অর্জ্জুনবধে কৃতনিশ্চয় অন্যান্য পার্থিবেরাও তাহাকে অসমর্থ বোধ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণ হইতে অকস্মাৎ ব্যথা পাইতেছেন কেন? হে পরন্তপ! ভীমসেন নিহত হইলে শক্রগণ-মধ্যে আর কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে? যদি জানেন তবে তাহা আমারে

বলুন। হে রাজন্! তাহারা পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি, এই যে সাতজন যোদ্ধা, ইহাই শত্রুদিগের শ্রেষ্ঠবল বলিয়া অভিমত; কিন্তু আমাদিগের প্রধান বল ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি শল্য, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, জয়দ্রথ এবং আপনকার পুত্র দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্ম্মুখ, শ্রুতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ, এই সমস্ত বিশিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষ। মহারাজ! আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছি, আর শত্রুদিগের সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সমানীত হইয়াছে; অতএব আমা অপেক্ষা তাহারা ন্যূন-সংখ্য হইলেও কিরূপে আমার পরাজয় হইবে স্থির করিতেছেন?

হে রাজন্! বৃহস্পতি বলেন, শত্রু-সৈন্য আপন সৈন্যের তৃতীয়াংশে হীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা বিধেয়। আমারও এই সেনা শত্রুগণ অপেক্ষা তৃতীয়াংশে অধিক। অপিচ আমি শত্রুদিগের সৈন্যকে বিস্তর গুণহীন দেখিতেছি এবং আমারও বহুগুণে গুণোদয় দৃষ্টি করিতেছি; অতএব হে ভারত! মদীয় বলের আধিক্য এবং পাণ্ডবদিগের অল্পতা ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়াও মোহ প্রাপ্ত হওয়া আপনকার উচিত নহে।

পরপুর-বিজয়ী দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া প্রতিপক্ষের সমুদায় চেষ্টা পরিজ্ঞানান্তে ইতিকর্ত্তব্যতা বিধানেচ্ছু হইয়া সঞ্জয়কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-বাক্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৫॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির সপ্ত অক্ষৌহিণী লাভ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় রাজগণ সহ কিরূপ ইচ্ছা করিতেছে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যুধিষ্ঠির যুদ্ধ-লাভার্থী হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত আছেন; ভীম ও অর্জ্জুন, ইহাঁরাও উভয়ে আহ্লাদিত রহিয়াছেন এবং নকুল সহদেবও কিছুমাত্র ভয় করিতেছেন না। কুন্তীনন্দন বীভৎসু অস্ত্রপ্রয়োজক মন্ত্র পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া সমস্ত দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত দিব্য রথ সংযোজিত করিয়াছিলেন। মহারাজ! বর্ম্মধারী ধনঞ্জয়কে যেন বিদ্যুদ্যুক্ত জলধরের ন্যায় দৃষ্টি করিলাম। তিনি সর্ব্বতোভাবে চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে আমাকে এই কথা বলিলেন, "সঞ্জয়! আমরা যে কৌরবদিগকে জয় করিব, তাহার এই পূর্ব্ব লক্ষণ দেখ।" ফলত অর্জ্জুন আমাকে যে কথা বলিলেন, আমিও তাহাই বোধ করিতেছি।

দুর্য্যোধন কহিলেন, তুমি দ্যূত-পরাজিত পাণ্ডবদিগকে অভিনন্দিত করতই প্রশংসা করিতেছ; সে যাহা হউক, সংপ্রতি অর্জ্জুনের রথে কিরূপ অশ্ব এবং কি প্রকার ধ্বজ তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিশাম্পতে! ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্র ও প্রজাপতির সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের রথে অতি বিচিত্র-রূপে রূপ-সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়াছেন। দেবমায়া-সহকারে তাঁহারা তদীয় ধ্বজোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ মহামূল্য দিব্য মূর্ত্তিসকল কল্পিত করিয়াছেন। অপিচ ভীমসেনের অনুরোধে পবন-নন্দন হনূমান্ তাহাতে আত্ম-প্রতিমূর্ত্তি আরোপিত করিবেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই ধ্বজেতে এরূপ মায়া বিধান করিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্ব দিকে বক্র ও ঊর্দ্ধভাবে এক যোজন স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে, তথাপি তরু-নিকরে সংবৃত হইলেও তাহার গতিরোধ হয় না। নভোমণ্ডলে নানা বর্ণযুক্ত শত্রুধনু যেরূপ প্রকাশ পায় এবং সে যে কি পদার্থ তাহা যেমন জানিতে পারি না, বিশ্বকর্ম্মাও সেই ধ্বজকে তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহার বহু প্রকার রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অগ্নিযুক্ত ধূম যেমন তেজোময় বহুবিধ বিচিত্র রূপ বর্ণ ধারণ করত আকাশ রোধ করিয়া উত্থিত হয়, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সেই ধ্বজও তদ্রূপ উচ্ছ্রিত হইয়াছে; তাহার ভার কি নিরোধ

কিছুই হইবে না। হে নরেন্দ্র! সেই কপিধ্বজ রথে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের প্রদত্ত শ্বেতবর্ণ বাতবেগী শত-সংখ্যক উত্তম দিব্য অশ্ব-যোজিত আছে। পূর্ব্বে এই বর প্রদত্ত হইয়াছে যে, বারংবার নিহত হইলেও তৎসমুদায়ের সংখ্যা নিত্যকাল পরিপূর্ণ থাকিবে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথেও অর্জ্জুনের অশ্ব-তুল্য বীর্য্য-শালী গজদন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বৃহদাকার ঘোটক-সমস্ত যুক্ত আছে। ভীমসেনের রথে বায়ু-তুল্য বেগ-শালী সপ্তর্ষি-সদৃশ-তেজো-বিশিষ্ট হয়-নিচয় রহিয়াছে। কৃষ্ণগাত্র, তিত্তিরি বিহঙ্গের ন্যায় চিত্রিত-পৃষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট বাহনগণ সহদেবকে বহন করিতেছে। তাঁহার ভ্রাতা অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহারে তৎসমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। বীরবর অর্জ্জুনের স্বীয় অশ্বগণ অপেক্ষাও ঐ সকল অশ্ব উৎকৃষ্ট। বায়ু-তুল্য বল ও বেগ-বিশিষ্ট মহেন্দ্রদত্ত হরিদ্বর্ণ উত্তম তুরঙ্গমগণ, বৃত্রশত্রু বাসরের ন্যায়, নকুল বীরকে বহিতেছে এবং তত্তুল্য বয়স্ ও বিক্রমশালী, মহাবেগ-যুক্ত, বৃহৎকায়, বিচিত্র-রূপ, দেবদত্ত সদশ্ব সকল অভিমন্যু প্রভৃতি কুমারগণকে বহন করিতেছে।

সঞ্জয়-বাক্যে ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত প্রীতি-পরবশ হইয়া দুর্য্যোধনের বাহিনী সহ যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে কে কে সমাগত হইয়াছে দেখিলে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে এবং চেকিতান ও যুযুধান সাত্যকিকে তথায় উপস্থিত দেখিলাম। এই শেষোক্ত পুরুষমানী সুবিখ্যাত মহারথেরা উভয়েই এক এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যজিৎ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দশ তনয়ে পরিবৃত এবং শিখণ্ডি-কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের মান বর্দ্ধন করত সমস্ত সৈন্যগণের দেহ আচ্ছাদিত করিয়া এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন। পৃথিবীপাল বিরাটরাজ বীর্য্যশালী সূর্য্যদত্ত ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি ভ্রাতৃ ও তনয়গণের সহিত এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও উত্তর নামক পুত্র-দ্বয় সমভিব্যাহারে পার্থকে আশ্রয় করিয়াছেন। জরাসন্ধ-পুত্র মগধাধিপতি সহদেব ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, ইহাঁরা পৃথক্ পৃথক্ এক এক অক্ষৌহিণী লইয়া সমাগত হইয়াছেন। রক্তধ্বজ কেকয় রাজকুমারেরা পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী পরিবৃত হইয়া পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা পাণ্ডবার্থে দুর্য্যোধনের সৈন্যসহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এতাবৎ-সংখ্যক দৃষ্টি করিলাম। যিনি মানুষ দেব গন্ধর্ব্ব ও অসুর সম্বন্ধীয় ব্যূহরচনা জানেন, সেই মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন তথায় সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন।

হে রাজন্! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, শিখণ্ডির ভাগরূপে কল্পিত হইয়াছেন; বিরাট রাজা মৎস্যদেশীয় যোধগণের সহিত সেই শিখণ্ডির পার্ষ্ণিরক্ষক হইবেন। মদ্রাধিপতি বলশালী শল্যরাজ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবের ভাগে পতিত হইবেন; তদ্বিষয়ে কেহ কেহ বলিলেন যে, আমাদিগের মতে উক্ত বীর-দ্বয় পরস্পর সদৃশ নহেন। শত সহোদর ও পুত্রগণের সহিত দুর্য্যোধন এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশীয় রাজন্যগণ ভীমসেনের ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অর্জ্জুনের ভাগে ভাস্কর-তনয় কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এই কয়েক জন পতিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা পৃথিবী-মধ্যে অসামান্য শূরমানী এবং দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া পরিগণিত, তাঁহাদিগকেও অর্জ্জুন নিজ ভাগরূপে কল্পিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধারী কেকয়-রাজপুত্রেরা পঞ্চ সহোদর কৈকেয়দিগকেই সমরে ভাগরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিবেন। কেবল কৈকেয়েরা নহে, মালব ও শাল্বকগণ এবং ত্রিগর্ত্ত-দিগের প্রধান সেই প্রসিদ্ধ সংশপ্তক দ্বয়, ইহাঁরাও

তাঁহাদিগেরই ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রদিগকে এবং বৃহদ্বল রাজাকে নিজভাগে স্থির করিয়াছেন। হে ভারত! সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রুপদতনয়েরা দ্রোণের অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ সংগ্রাম অর্থাৎ যুগ্ম-যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন এবং সাত্যকিও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার সহিত ঐরূপ সমরাভিলাষী হইতেছেন। সমরে ঘোরতর আরাবকারী শূরবীর মাদ্রীনন্দন সহদেব, আপনকার শ্যালক সুবলতনয় শকুনিকে নিজভাগে কল্পিত করিয়াছেন, এবং ঐ ধূর্ত্তের পুত্র উলূককে ও সারস্বতদিগকে নকুল বীর নিজভাগ রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণ সংগ্রামে প্রত্যুদ্গমন করিবেন, পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগেরও নিজ নিজ নামানুসারে ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সৈন্য সমস্ত যথা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে পুত্রগণ সহিত আপনকার যে রূপ কর্ত্তব্য হয় তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই দুর্দ্যূতদেবী মূঢ় পুত্রেরা আর জীবিত রহিল না! রণমধ্যে বলশালী ভীমের সহিত যাহাদিগের যুদ্ধ হইবে তাহারা আর কিরূপে জীবনের প্রত্যাশা করিতে পারে? পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজগণ কালধর্ম্ম অর্থাৎ মৃত্যু-কর্ত্তৃক পশুবৎ অভিষিক্ত হইয়া, পাবকে পতঙ্গ সঙ্ঘের ন্যায়, গাণ্ডিবাগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিবে। কৃতবৈর মহাত্মা পাণ্ডবগণ সংগ্রামে মদীয় বাহিনীকে যে প্রভগ্ন করিয়া দিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় মনে করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডব-যুদ্ধে প্রভগ্না সেই সেনার অনুগামী হইবে? পাণ্ডবেরা সকলেই অতিরথ, শূর, কীর্ত্তিমন্ত, প্রতাপী, তেজে সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য এবং সমর-বিজয়ী। হে সঞ্জয়! যাঁহাদিগের যুধিষ্ঠির নায়ক, মধুসূদন রক্ষক এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্রদেব, উত্তর, বভ্রু, কাশী চেদি মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশীয় সমস্ত সৃঞ্জয়গণ ও প্রভদ্রকগণ যোদ্ধা; ইচ্ছা না করিলে ইন্দ্রও যাঁহাদিগের নিকট হইতে এই পৃথিবী হরণ করিতে পারেন না; যাঁহারা পর্ব্বতপুঞ্জ ভেদ করিতেও সমর্থ; সেই অলৌকিক প্রতাপশালী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, রণধীর বীরদিগের সহিত আমার এই দুষ্ট পুত্র যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছে! আমি বহুতর বিলাপ করিলেও তাহা শুনিতেছে না!

দুর্য্যোধন কহিলেন, আমরা উভয় পক্ষই একজাতীয় এবং উভয় পক্ষই ভূমিগোচর; তবে আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবদিগের জয়-সম্ভাবনা করিতেছেন? হে তাত! পাণ্ডবেরা কি, অমরগণ-সহকৃত সাক্ষাৎ শচীপতিও এই অমিত-তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধারী ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামাকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না। অস্ত্রধারী, শূর ও মহাপ্রাণ যাবতীয় মহীপালেরাই আমার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগকে প্রতিবাধিত করিতে সমর্থ। পাণ্ডবেরা মদীয় সৈন্যগণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই পারিবে না। সপুত্র পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সম্পূর্ণ পরাক্রান্ত, সন্দেহ নাই। হে তাত! যে সকল পার্থিবগণ আমার প্রিয়করণে সমুৎসুক আছেন, ইহাঁরা, তন্তুদ্বারা হরিণ-শাবকদিগের ন্যায়, পাণ্ডবদিগকে শরজালে আবদ্ধ করিবেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ আমাদিগের সুবিপুল রথবংশ ও শর-সমূহ-দ্বারা তাড়িত হইয়া অবশ্যই পলায়ন-পরায়ণ হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ করিতেছে; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে এ কখনই সমর্থ নহে। সেই যশস্বী, ধর্ম্মজ্ঞ, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ও তদীয় পুত্রগণের যেরূপ বলবত্তা, তাহা ভীষ্মই জানেন; যেহেতু ইনি সেই মহাত্মগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নিস্পৃহ হইয়াছেন। কিন্তু হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায়

আমার নিকটে তাঁহাদিগের বিচেষ্টিত বর্ণন কর। কোন্ ব্যক্তি সেই প্রভাপ্রদীপ্ত, তেজঃপুঞ্জ, মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডবদিগকে ঘৃত-দ্বারা হুতাশনের ন্যায় অধিকতর উদ্দীপিত করিতেছে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে এই বলিয়া সন্দীপিত করিতেছেন, "হে ভরতসত্তমগণ! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, যুদ্ধ হইতে কদাচ ভয় পাইও না! তথায় দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যে কোন পার্থিবেরা ক্রোধপরীত হইয়া শস্ত্র-সঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে সমাগত হইবে, অনুচরগণের সহিত তাহাদিগের সকলকেই আমি একাকী, তিমি যেমন জল হইতে মৎস্যজাত গ্রহণ করে, সেইরূপ করিয়া গ্রহণ করিব। অপিচ উপকূল যেমন সাগরকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে, আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সুযোধনকেও সেইরূপ রোধ করিব"। ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ উক্তি করিলে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! পাণ্ডবসহ পাঞ্চালেরা তোমারই ধৈর্য্য ও বীর্য্যের উপরে অধিরোহণ করিয়া আছে; অতএব তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর! আমি তোমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে বিশেষ-রূপে অবস্থিত এবং একাকীই কৌরবগণ-বিনিগ্রহে বিলক্ষণ সমর্থ বলিয়া জানি। হে পরন্তপ! কৌরবেরা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া সম্মুখে উপগত হইলে তুমি যেরূপ বিধান করিবে, তাহা অবশ্যই আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প হইবে। নীতিজ্ঞগণের মত এই যে, যে শূর পুরুষ পৌরুষ প্রদর্শন করত সংগ্রাম হইতে অপগত, ভগ্ন অথবা শরণেচ্ছুদিগের অগ্রে অবস্থান করেন, তাঁহাকে সহস্র-দ্বারা ক্রয় করিবেক। হে নরর্ষভ! তুমি শূরও বট, বীরও বট এবং বিক্রান্তও বট; অতএব সমরে ভয়ার্ত্তদিগের পরিত্রাণকারী হইবে, সন্দেহ নাই।

কুন্তীনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাকে ভয়লেশ-পরিশূন্য এই বাক্য বলিলেন, "হে সূত! তুমি অবিলম্বে শীঘ্র গমন কর, এবং দুর্য্যোধনের সংগ্রামে দীক্ষিত যাবতীয় জানপদগণকে,— বাহ্লিক ও প্রতীপবংশধর অল্পায়ু কুরুগণকে, তথা কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুর্য্যোধন ও ভীষ্মকে এই কথা বল, যে দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় তোমাদিগকে বধ না করেন এ নিমিত্ত সাধু উপায় দ্বারাই যুধিষ্ঠিরকে বশীভূত করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজের রাজ্য প্রদান নিমিত্ত এই লোকপ্রবীর পাণ্ডব সমীপে শীঘ্র যাচ্ঞা কর। সত্যবিক্রম সব্যসাচী তৃতীয় পাণ্ডব যেরূপ যোদ্ধা, পৃথিবী-মধ্যে তাদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই; যেহেতু দেবগণ এই গাণ্ডীব-ধন্বার দিব্য রথ রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং মনুষ্য-কর্ত্তৃক তাহা পরাজিত হইবার বিষয় নহে; অতএব তোমরা যুদ্ধে চিত্তাকর্ষণ করিও না।"

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আমি বিলাপ করিতেছি তথাপি কি আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া এই মন্দবুদ্ধি মূঢ়েরা, কুমার কাল হইতেই ব্রহ্মচারী, ক্ষত্রিয় তেজোযুক্ত যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিবে?—হে ভরতসত্তম দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও! হে অরিন্দম! পণ্ডিতেরা কোন অবস্থাতেই যুদ্ধের প্রশংসা করেন না। অমাত্যগণের সহিত তোমার জীবিকানির্ব্বাহার্থে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশই যথেষ্ট; অতএব হে পরন্তপ! পাণ্ডবদিগের যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ইচ্ছা কর, ইহা সমস্ত কৌরবেরাই ধর্ম্মযুক্ত বোধ করেন। হে পুত্র! তুমি আপনার এই বাহিনীর প্রতিই সম্যক্ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ; ইহা তোমার বিনাশের হেতু হইয়াছে, কিন্তু তুমি মোহ প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। দেখ, না আমি, না

বাহ্লিক, না ভীষ্ম, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না সোমদত্ত, না শল, না কৃপ, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র, না জয়, না ভূরিশ্রবা, কেহই যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন না। হে তাত! শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে কৌরবেরা যাঁহাদিগের উপরে নির্ভর করিবে, তাঁহারা যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইতেছেন না, কিন্তু তুমি তাহাতে স্পৃহা করিতেছ! তুমি স্বয়ং ইচ্ছানুসারে করিতেছ এমনও নহে; কর্ণ, পাপাত্মা দুঃশাসন ও সুবল-পুত্র শকুনি, ইহারাই তোমাকে প্রবৃত্ত করিতেছে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, না আপনি, না দ্রোণ, না অশ্বত্থামা, না সঞ্জয়, না ভীষ্ম, না কাম্বোজ, না কৃপ, না বাহ্লিক, না সত্যব্রত, না পুরুমিত্র, না ভূরিশ্রবা, না আপনকার অন্য কোন সম্পর্কীয় লোক, কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়া আমি যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিতেছি। হে তাত! কেবল আমি ও কর্ণ, এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠই যুধিষ্ঠিরকে পশু করিয়া রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইব। আমার রথ তাহাতে বেদী হইবে; কবচ সভা হইবে; খড়্গ ও গদা স্রুব ও স্রুক্‌ হইবে; বাহন-চতুষ্টয় চাতুর্হোত্র হইবে; শর-সকল কুশের কার্য্য করিবে এবং যশই ঘৃত-স্বরূপ হইবে। হে নৃপতে! এইরূপে আমরা স্বয়ং আত্ম-রূপ যজ্ঞ-দ্বারা সমরে যমরাজের যজন করিয়া বিজয়লাভান্তে হতামিত্র ও শ্রীসমন্বিত হইয়া সমাগত হইব। হে তাত! আমি, কর্ণ ও আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিনজনেই সমরে সমস্ত পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব। হয় আমি পাণ্ডবদিগকে মারিয়া ধরা শাসন করিব, না হয়, আমাকে বধ করিয়া পাণ্ডু-পুত্রেরা এই অখিল ভূমণ্ডলের ভোক্তা হইবে। হে অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন অবনীনাথ! আমার রাজ্য, ধন, জীবন, সকলই পরিত্যক্ত হউক, তথাপি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত কখনই একত্র বাস করিতে পারিব না। হে গুরো! সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ-দ্বারা যাহা বিধ্য হইতে পারে, আমাদিগের তাবৎ-পরিমিত ভূমিও পাণ্ডবদিগকে অর্পিত হইবে না।

দুর্য্যোধনের এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র ভূপতিদিগকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ভূপালগণ! আমি দুর্য্যোধনকে ত পরিত্যাগ করিলাম, এক্ষণে তোমাদিগের নিমিত্ত শোক করিতেছি, যেহেতু তোমরা শমন-সদনে গমনোন্মুখ এই মন্দমতির অনুগমন করিবে। মৃগযূথ-মধ্যে ব্যাঘ্র সকলের ন্যায়, প্রহারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা, সমরে সমবেত তোমাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিকগণকে নিশ্চয়ই নিহত করিবে। আমার বোধ হইতেছে যেন দীর্ঘবাহু সাত্যকি, করতল-গৃহীতা বিমর্দ্দিতা কামিনীর ন্যায় ভারতীসেনাকে স্ববশে আনয়ন ও প্রধর্ষণ করত প্রতিকূলে বিক্ষিপ্তা করিতেছেন। ফলত, মধুবংশধর সাত্যকি, যুধিষ্ঠিরের সম্পূর্ণ বলকে অধিকতর পরিপূর্ণ করিয়া, বীজের ন্যায় শর-সমূহ বপন করত সমরে অবস্থান করিবেন। ভীমসেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত সৈন্যগণের প্রমুখে অবস্থিত থাকিবে, এবং সৈনিকেরা তাহাকে দুর্গের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সকলেই অকুতোভয়ে আশ্রয় করিবে। যখন তোমরা ভীম-বিনিপাতিত, বিশীর্ণ-দন্ত, ভিন্ন-কুম্ভ, শোণিতাক্ত, বিশীর্ণ-গিরিনিকর-সদৃশ কুঞ্জরপুঞ্জকে দৃষ্টি করিবে, তখনই ভীমসেনের বিমর্দ্দনে ভীত হইয়া আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে। রথ-গজ-পত্তিশূন্য সৈন্যগণকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক যখন অগ্নিপথের ন্যায় নিঃশেষে দগ্ধ হইতে দেখিবে, তখনই তোমরা আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে। তোমরা যদি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি না কর, তাহা হইলে তোমাদিগের মহাভয় আগত হইবে; ভীমের গদাঘাতে নিহত হইয়াই তোমরা শান্তি লাভ করিবে। কুরুগণের এই বৃহৎ বল-নিচয়কে যখন ছিন্ন মহাবনের ন্যায় ভীমসেন-কর্ত্তৃক পাতিত দেখিবে, তখনই তোমরা আমার এই বাক্য স্মরণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পৃথিবীপতিদিগকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যে কথা বলিয়াছেন, তাহা আমারে বল ; তোমার বাক্য শ্রবণে আমি ইচ্ছা করিতেছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে যেরূপ দেখিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। সেই বীরদ্বয় যাহা বলিয়া দিয়াছেন, তাহাও আপনাকে বলিব। সেই নরদেব-যুগলের নিকটে কথাপ্রসঙ্গ করিবার নিমিত্ত আমি সাবধান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নম্রবদনে পদাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মহারাজ! যেখানে কৃষ্ণার্জ্জুন এবং ভামিনী দ্রৌপদী ও সত্যভামা থাকেন, সে স্থানে অভিমন্যু অথবা নকুল সহদেবও গমন করিতে পারেন না। তথায় ঐ অরিন্দমেরা উভয়েই মাধ্বী-সুরাপানে মত্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, স্রগ্বী, উত্তম বস্ত্রধারী ও দিব্যালঙ্কার-ভূষিত হইয়া বহুরত্ন-বিচিত্রিত, বিবিধ আস্তরণাকীর্ণ, কাঞ্চন-ময় মহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। দেখিলাম, অর্জ্জুনের ক্রোড়ে কেশবের এবং দ্রৌপদী ও সত্যভামার ক্রোড়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের পাদদ্বয় রহিয়াছে। পার্থ পাদ-দ্বারা আমারে কাঞ্চন-পাদপীঠ প্রদান করিলেন ; কিন্তু আমি হস্ত-দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া ভূমিতেই উপবিষ্ট হইলাম। পার্থ পাদপীঠ হইতে যখন পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলাম তাহা অতীব শুভলক্ষণাক্রান্ত। তাহার তলদেশে উর্দ্ধরেখা রহিয়াছে। মহারাজ! শ্যামবর্ণ, বৃহদাকার, তরুণ-বয়স্ক, শালস্কন্ধের ন্যায় উন্নত কৃষ্ণার্জ্জুনকে একাসনে আসীন দেখিয়া আমি মহাভয়াবিষ্ট হইলাম। তাঁহারা যে ইন্দ্র ও বিষ্ণু-সদৃশ, মন্দাত্মা দুর্য্যোধন, ভীষ্ম দ্রোণের সংশ্রয় এবং কর্ণের শ্লাঘা-হেতু তাহা বোধগম্য করিতেছেন না। তাদৃশ নরদেব-দ্বয় যাঁহার নিদেশবর্ত্তী, সেই ধর্ম্মরাজের মানসিক সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হইবে তাহা তখনই আমার নিশ্চয় হইয়াছে। আমি অন্ন পান ও বস্ত্রাভরণ-দ্বারা সৎকৃত হইয়া এবং মধুর সম্ভাষণাদি অন্যান্য সৎক্রিয়া লাভ করিয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক আপনকার সন্দেশ বাক্য নিবেদন করিলাম। তখন অর্জ্জুন ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কিত হস্ত-দ্বারা কেশবের শুভলক্ষণ-যুক্ত চরণ আনমন করত বাক্য-প্রয়োগ নিমিত্ত তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, ইন্দ্র-বীর্য্যোপম, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণও ইন্দ্রকেতুর ন্যায় উত্থিত হইয়া উপবেশন-পূর্ব্বক আমাকে কথনযোগ্যা, আহ্লাদকরী, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ত্রাস-বিধায়িনী, মৃদুপূর্ব্বা, সুদারুণ বাণী-দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। পশ্চাৎ আমি বচনযোগ্য কেশবের সেই উপদেশাক্ষর-সমন্বিত, ইষ্টার্থযুক্ত, হৃদয়শোষণ বাক্য শ্রবণ করিলাম।

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি আমাদিগের বচনানুসারে জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন আর কনিষ্ঠদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করণানন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের শ্রুতিগোচরে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিও যে, তোমাদিগের মহাভয় আগত হইল। তোমরা এই সময়ে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করত বিবিধ যজ্ঞ-দ্বারা যজন কর ; পুত্র-দারাদির সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া লও ; সৎপাত্রে অর্থ প্রদান কর ; কামজাত পুত্র প্রাপ্ত হও এবং প্রিয়বর্গের প্রিয়াচরণ কর ; যেহেতু রাজা র বিজয়-বিষয়ে ত্বরান্বিত হইতেছেন। আমি দূরস্থ থাকায় কৃষ্ণা যে করুণ-স্বরে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিয়া আমারে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই প্রবৃদ্ধ ঋণ আমার হৃদয় হইতে অপনীত হইতেছে না। তেজোময় দুরাধর্ষ গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন, মৎসহকৃত সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদিগের শত্রুতা

হইয়াছে। কালপরীত না হইলে কোন্ ব্যক্তি মদ্দ্বিতীয় পার্থকে যুদ্ধে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ পুরন্দরও পারেন না। যে মানব অর্জ্জুনকে সমরে জয় করিতে পারে, সে বাহুযুগল-সহকারে ধরাকে উদ্বহন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রজাপুঞ্জ দহন করিতে পারে এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকেও পাতিত করিতে সমর্থ হয়। ফলত, আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, মনুষ্য ও পন্নগগণ-মধ্যে এমন ব্যক্তিই দেখিতে পাই না যে, সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে পারে। বিরাটনগরে একের ও বহু-সংখ্য যোধগণের মধ্যে সেই যে মহান্ অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন।—বিরাট-নগরে তোমরা একাকী ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে যে পলায়ন করিয়াছিলে, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন। বল, বীর্য্য, তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ ও ধৈর্য্য, একাধারে এই কয়েকটি গুণ পার্থ ভিন্ন অন্যত্র বিদ্যমান নাই”।

মহারাজ! হৃষীকেশ বচনাবলি-দ্বারা পার্থকে আনন্দিত করত, যথা-সময়ে বর্ষণকারী গগণস্থ পাকশাসনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে এইরূপ কহিলেন। শ্বেতবাহন কিরীটী অর্জ্জুনও কেশবের কথা শুনিয়া সেই লোমাঞ্চ-কর মহাবাক্যের উল্লেখ করিলেন।

সঞ্জয়-বাক্যে একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর প্রজ্ঞানেত্র নরেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার দোষ-গুণ-পর্য্যালোচনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রগণের বিজয়কামী বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ মহীপতি যথামতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে গুণ দোষ গণনা করিয়া এবং উভয় পক্ষের বলাবল যথার্থরূপে অবধারিত করিয়া প্রভাব উৎসাহ ও মন্ত্র-জনিত ত্রিবিধ শক্তি-সংখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন; পরিশেষে পাণ্ডবদিগকে দেব-মানুষ-সম্বন্ধীয় তেজ ও শক্তি-বিশিষ্ট এবং কৌরবদিগকে অল্পতর শক্তিযুক্ত স্থির করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমার চিরকাল এই চিন্তা হইতেছে; কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হয় না। কেবল অনুমানাধীন নহে, আমি ইহা প্রত্যক্ষই সত্য বোধ করিতেছি। পুত্রগণের প্রতি সকলেই স্নেহ করে এবং সাধ্যানুসারে তাহাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানও করিয়া থাকে। যাঁহারা উপকার করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রায় এইরূপ লক্ষিত হয়। সাধুরা উপকারীদিগের বহুতর উৎকৃষ্ট প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যুপকার করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা করেন। অতএব হুতাশন খাণ্ডবে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ করত এই ভয়ঙ্কর কুরু-পাণ্ডব-সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার সাহায্যকারী হইবেন এবং সম্যক্-রূপে আহূত হইলে, ধর্ম্মাদি দেবগণও পুত্র-প্রেমে পাণ্ডবগণের প্রতি যুগপৎ অনুকূল হইয়া সাহায্যার্থে আগমন করিবেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাদির ভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া অশনি-সদৃশ ভীষণ ক্রোধ প্রাপ্ত হইবেন। অতএব সেই বীর্য্যশালী, অস্ত্রপারগত, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা দেবগণ-সহকৃত হইলে, মানুষে আর তাহাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। যাঁহার দেবলোক-সম্ভূত দুরাসদ উৎকৃষ্ট গাণ্ডীব শরাসন, বরুণ-প্রদত্ত শস্ত্রপূর্ণ অক্ষয় দিব্যতূণীর-দ্বয়, কুত্রাপি অনাসক্ত, ধূমের ন্যায় গতি-বিশিষ্ট দিব্য কপিধ্বজ এবং চতুরন্তা পৃথিবী-মধ্যে অতুল্য রথ; যাঁহার শত্রুকুল-ভয়ঙ্কর মহামেঘ-সদৃশ ও মহাবজ্র-সম ঘোর নিনাদ জনগণ-কর্ত্তৃক শ্রুত হইয়া থাকে; সমস্ত লোকে যাঁহারে বীর্য্যে লোকাতীত জ্ঞান করে এবং ভূপালগণ যাঁহাকে যুদ্ধে দেবগণেরও অজেয় বলিয়া জানেন; যিনি এককালে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ করত নিমেষমাত্রে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করেন, অথচ কেহই

তাহা দেখিতে পায় না; বাহুবীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, যুদ্ধার্থে অবস্থিত, রথিশ্রেষ্ঠ, অরিন্দম যে পার্থকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মদ্ররাজ শল্য ও মধ্যস্থ মানবগণ, অলৌকিক-বীর্য্য-সম্পন্ন ভূপালগণেরও অপরাজেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; যিনি একবেগে পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; সেই মহাধনুর্দ্ধারী মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র-তুল্য বিক্রমশালী অর্জ্জুনকে আমি যেন এই মহাভয়ঙ্কর সমরে সৈন্য-সমূহ সংহার করিতে দেখিতেছি। হে ভারত! সমস্ত দিবারাত্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, কি প্রকারে কৌরবগণের শান্তি হইবে, সেই ভাবনাতেই নিমগ্ন হইয়া আমি নিদ্রা-শূন্য ও সুখহীন হইয়া রহিয়াছি। হে তাত! কুরুগণের এই সুমহান্ বিধ্বংস উপস্থিত; অতএব যদি শান্তি ভিন্ন এই কলহের অন্তকারী অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করাই আমার নিত্য-স্পৃহণীয়, বিগ্রহ নহে; কেননা আমি পাণ্ডবদিগকে কুরুগণ অপেক্ষা সমধিক শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান করিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র-বিবেচনে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতিমাত্র অসহিষ্ণু ধৃতরাষ্ট্র-তনয়, পিতার এই বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে রাজসত্তম! আপনি যে দেব-সহকৃত পাণ্ডবগণকে অপরাজেয় বিবেচনা করিতেছেন, আপনকার সে ভয় অপগত হউক। হে ভারত! পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব, মহাতপা নারদ ও জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, কাম দ্বেষের অসংযোগ, লোভ-রাহিত্য, দ্রোহ-শূন্যতা ও বিষয়-সকলের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ বৃথাজ্ঞান-দ্বারাই দেবতারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভরতর্ষভ! দেবগণ মানুষের ন্যায় কাম, লোভ, দয়া অথবা দ্বেষ-হেতু কদাচ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার-দ্বয় যদি কাম-যোগাধীন প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে আর পার্থেরা দুঃখ প্রাপ্ত হইত না। অতএব হে ভারত! আপনি কোন ক্রমেই এ চিন্তা করিবেন না; কেননা এই দেবতারা শম-দমাদি দৈবভাব-সকলের প্রতি নিত্যকাল অপেক্ষা রাখেন। তবে যদি কামযোগবশত ইহাঁদিগের দ্বেষ ও লোভ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে দৈব-প্রামাণ্য অনুসারে উহা কদাচ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিবে না। অগ্নি যদি সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোক-দহনেচ্ছু হন, তথাপি আমা-কর্তৃক মন্ত্রপূত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। হে ভারত! দেবগণ পরম তেজোযুক্ত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষাও আমার তেজ অনুপম জানিবেন। হে রাজন্! ধরণী বিদীর্য্যমাণা অথবা গিরি-শিখর-সমস্ত বিদীর্ণ হইলেও আমি লোক-সমক্ষে মন্ত্রপূত করত পুনরায় তৎসমুদায় যথাস্থানে স্থাপিত করিতে পারি। এই চেতনাচেতনাত্মক স্থাবর জঙ্গম জগতের বিনাশার্থে যদি ঘোরতর নিনাদ-যুক্ত শিলাবর্ষ ও প্রচণ্ড বায়ু উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা করিয়া আমি সমস্ত জগতের সাক্ষাতেই তাহা বারংবার নিবারণ করিতে পারি। আমি জল-সকল স্তম্ভিত করিলে তন্মধ্যে রথ পদাতি-সমস্তও গমন করিতে পারে; অতএব আমিই একাকী সুরাসুর-সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রভাব-সমূহের প্রবর্ত্তয়িতা। কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি অক্ষৌহিণীগণে পরিবৃত হইয়া যে সকল দেশে যাত্রা করি, তথায় যেখানে যেখানে ইচ্ছা করি, সেই সেই স্থলেই আমার অশ্ব-সকলের গতি হয়। আমার অধিকারে সর্পাদি ভয়ানক হিংস্রজন্তু সকল নাই; প্রাণিগণ মন্ত্রবলে রক্ষিত হওয়ায় হিংস্রকেরা আর তাহাদিগকে হিংসা করিতে পারে না। হে রাজন্! জলধর আমার অধিকারস্থ লোকদিগের পক্ষে নিকামবর্ষী অর্থাৎ যথেষ্ট-জলদায়ী হয়। আমার প্রজাগণ সকলেই ধর্ম্মিষ্ঠ, সুতরাং আমার

অধিকারে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি-প্রভৃতি শস্য-হানিকর উৎপাত-সকলেরও সম্ভাবনা নাই। অতএব আমার দ্বেষাস্পদ শত্রুদিগকে রক্ষা করিতে, কি অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, কি অগ্নি, কি দেবগণ-সহ বাসব, কি ধর্ম্ম, কেহই উৎসাহান্বিত হইবেন না। ইহাঁরা যদি আমার শত্রুদিগকে যথার্থই রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর পাণ্ডবেরা ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখ পাইত না। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি যে, আমার দ্বেষভাজন ব্যক্তিকে না দেব, না গন্ধর্ব্ব, না অসুর, না রাক্ষস, কেহই পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে পরন্তপ! মিত্রগণ কি শত্রুগণ, উভয়ের পক্ষেই আমি চিরকাল শুভ বা অশুভ, যাহা কিছু চিন্তা করি, পূর্ব্বে আর কখনই তাহা ব্যাহত হয় নাই। অথবা যে কোন বিষয়ে 'ইহা হইবে' এই কথা বলি, পূর্ব্বে আর কখন তাহা অন্যথা হয় নাই, এই নিমিত্তে লোকে আমারে সত্যবাক্ বলিয়া জানে। হে রাজেন্দ্র! সকল লোকেই আমার এই দিঙ্মণ্ডলবিখ্যাত মাহাত্ম্যের সাক্ষী আছে; আপনকার আশ্বাসন নিমিত্তেই আমি ইহা উক্ত করিলাম, শ্লাঘা করিয়া নহে। হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে আর কদাচ শ্লাঘা করি নাই; কেননা আপনাকে প্রশংসা করা অসতের আচরণ। আপনি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল ও কেকয়গণকে এবং সাত্যকি ও বাসুদেবকেও আমা-কর্ত্তৃক পরাজিত শ্রবণ করিবেন। সাগরে আসিয়া নদী সকল যেমন সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ আমার নিকটে আসিয়া তাহারা অনুচরবর্গের সহিত বিনষ্ট হইবে। তাহাদিগের অপেক্ষা আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও উপায়, সকলই সমধিক শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। অস্ত্র-বিষয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল, যাহা কিছু জানেন, তাহা সকলই আমাতে বিদ্যমান আছে।

হে ভারত! অরিন্দম দুর্য্যোধন এই কথা বলিয়া প্রতিপক্ষের কার্য্য-সমস্ত পরিজ্ঞানানন্তর যুদ্ধ-বিধানেচ্ছু হইয়া সঞ্জয়কে তৎকালোচিত জ্ঞাতব্য বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন-বাক্যে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন সঞ্জয়কে সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এমন সময়ে, কর্ণ অতি-বিচিত্র-বীর্য্যশালী অর্জ্জুনকে চিন্তা না করিয়া কুরু-সভা-মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে প্রহর্ষিত করত কহিলেন, পূর্ব্বে আমি মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ "আমি ব্রাহ্মণ-কুমার" এইরূপ ছল করিয়া পরশুরামের নিকট হইতে যখন ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎকালে সেই গুরুদেব মহর্ষি, তাদৃশ মহা অপরাধেও আমাকে "তোমার অন্তকালে এ অস্ত্রের প্রতিভা থাকিবে না" এই মাত্র শাপ দিয়াছিলেন; সেই তীব্রতেজা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইলে সসাগরা ধরিত্রীকেও দগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আমি শুশ্রূষা ও স্বীয় পৌরুষ-দ্বারা তাঁহার চিত্তপ্রসাদ উৎপাদিত করিয়াছিলাম। আমার সেই অস্ত্র বিদ্যমান আছে এবং পরমায়ুরও অবশেষ আছে, অতএব অর্জ্জুনকে জয় করা আমারই ভার; আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সমর্থ। ঋষির সেই প্রসাদ লাভ করিয়া আমি পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পুত্রপৌত্র-সহ পাণ্ডবদিগকে নিমেষ মাত্রে নিহত করিয়া শস্ত্র-বিজিত সমস্ত লোকই প্রাপ্ত হইব। ভীষ্ম, দ্রোণ ও প্রধান প্রধান ভূপালগণ, সকলেই আপনকার নিকটে অবস্থান করুন; আমি স্বকীয় প্রধান বলমাত্র-সহকারে গমন করিয়া পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব; ইহা আমারই ভার।

কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভীষ্ম তাঁহারে বলিলেন, কর্ণ! কালপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; তুমি অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? ইহা কি জান না যে, প্রধান হত হইলেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা নিহত হইবে? ধনঞ্জয় কৃষ্ণের সহিত

মিলিয়া খাণ্ডব দহন করত যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তোমার সবন্ধুবান্ধবে আত্মাকে নিয়মিত করাই কর্ত্তব্য। ত্রিদশাধিপতি মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তিটি প্রদান করিয়াছেন, সমরে কেশবের চক্রাঘাতে তাহাকে বিশীর্ণা ও ভস্মীকৃতা হইতে দেখিবে। অহে কর্ণ! সর্পমুখ-নামে তোমার যে শরটি শোভা পাইতেছে; যাহাকে তুমি উৎকৃষ্ট মাল্য-দ্বারা সর্ব্বদা প্রযত্ন-সহকারে পূজা করিয়া থাক; তাহাও অর্জ্জুনের শর-নিকরে অভিহত হইয়া তোমার সহিত বিলয় প্রাপ্ত হইবে। অহে কর্ণ! যিনি প্রগাঢ় তুমুল সংগ্রামে তোমার সদৃশ এবং তোমা অপেক্ষাও সমধিক শ্রেষ্ঠ শত্রুগণকে নিহত করিয়াছেন, বাণ ও ভূমিপুত্র নরকের নিগ্রহকারী সেই বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন।

কর্ণ কহিলেন, মহাত্মা যদুপতি যেরূপ বর্ণিত হইলেন, সেইরূপই বটেন; বরং তদপেক্ষাও তিনি শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই; পরন্তু পিতামহ আমারে যে কিঞ্চিৎ পরুষ-বাক্য বলিলেন, তাহার ফল শ্রবণ করুন। আমি এই শস্ত্র-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলাম; পিতামহ আমাকে আর কখন যুদ্ধে দেখিতে পাইবেন না, সভাতেই দেখিবেন।— হে পিতামহ! আপনি শান্তভাব অবলম্বন করিলে ভূমণ্ডলস্থ সমুদয় ভূপালগণ আমার প্রভাব সন্দর্শন করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই মহাধনুর্দ্ধারী কর্ণ এইরূপ কহিয়া সভা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন। তখন ভীষ্ম হাস্য করিতে করিতে কুরুগণ-মধ্যে দুর্য্যোধনকে বলিলেন, সূতপুত্র কর্ণ সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু সে অবন্তিপতি, কলিঙ্গরাজ, জয়দ্রথ, চেদিপতি ও বাহ্লিক-প্রভৃতি থাকিতে 'আমিই শত্রুগণের শত শত, সহস্র সহস্র সর্ব্বদা নিহত করিব' বলিয়া যে ভার গ্রহণ করিল, তাহা কিরূপে সহ্য করিবে? এই দেখ, ভীমসেন ব্যূহের প্রতিকূল ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক মস্তক-সমস্ত চূর্ণ করিয়া লোক-সংহারে প্রবৃত্ত হয়। নরাধম বৈকর্ত্তন যৎকালে অনিন্দনীয় ভগবান্ পরশুরাম-সন্নিধানে "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিয়া অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তখনই তাহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে।

হে নৃপতীন্দ্র! ভীষ্ম সেই কথা কহিলে এবং কর্ণ অস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় অল্পবুদ্ধি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দনকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

কর্ণাদি-বাক্যে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবেরা সকলেই মনুষ্যগণ-মধ্যে তুল্য-রূপ এবং সকলেই তুল্য-জন্মা; তবে আপনি তাহাদিগেরই একান্ত জয় স্থির করিতেছেন কেন? দেখুন, বীর্য্যে, পরাক্রমে, বয়সে, বুদ্ধিতে, শাস্ত্র-জ্ঞানে, অস্ত্র-শিক্ষায়, যুদ্ধাভ্যাসে, শীঘ্রত্বে ও কৌশলে, তাহারা এবং আমরা সকলেই সমান, সকলেই সম-জাতীয় এবং সকলেই মনুষ্যযোনি; তবে তাহাদিগেরই বিজয় হইবে, ইহা কিরূপে আপনি অবগত হইতেছেন? হে রাজন্! আমি না আপনাতে, না দ্রোণে, না কৃপে, না বাহ্লিকে, না অন্য কোন নরেন্দ্রে, কাহারও উপরে নির্ভর না করিয়াই পরাক্রম প্রকাশের উপক্রম করিতেছি। আমি, বৈকর্ত্তন কর্ণ, আর আমার ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই সমরে নিশিত শর-সমূহ-সহকারে পঞ্চ পাণ্ডবকে নিহত করিব; তাহার পর বহুল-দক্ষিণা-যুক্ত বহুবিধ মহাযজ্ঞ-দ্বারা এবং গো অশ্ব ও ধনরাশি-দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিব। মদীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণ যখন তন্তু-দ্বারা সমাকুলিত মৃগশাবক-সমূহের ন্যায় এবং বাহুজালে সমাকুলিত জল-মধ্যগত তরণী-বিহীন ব্যক্তিদিগের ন্যায় শত্রুদিগকে রথ-কুঞ্জর-নিকরে সমাকুল দেখিয়া পরিবেষ্টিত করিবে, তখনই পা-

গুবেরা এবং সেই কেশব দর্প পরিহার করিবে।

বিদুর কহিলেন, নিশ্চিতদর্শী পণ্ডিতেরা এই সংসারে দমকেই পরম শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন; বিশেষত, ব্রাহ্মণের পক্ষে দম সনাতন ধর্ম্ম। দমশালী ব্যক্তির দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি প্রকৃত-রূপে উপপন্ন হয়। দম দান, তপস্যা, জ্ঞান ও অধ্যয়নের অনুবর্ত্তন এবং তেজের সংবর্দ্ধন করে। দমই উত্তম পবিত্র বস্তু। দমপ্রভাবে পুরুষ বিগত-পাপ ও সমৃদ্ধ-তেজা হইয়া পরম পদার্থ লাভ করেন। রাক্ষস হইতে প্রাণিগণের যেরূপ ভয় হয়, অদান্ত লোক সকল হইতেও সর্ব্বদা সেইরূপ ভয় হইয়া থাকে। অদান্তদিগের দমন নিমিত্তই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা আশ্রম-চতুষ্টয়েতেই দমকে উত্তম ব্রত বলিয়া বর্ণন করেন। দম যে সকল গুণের উৎপত্তি-হেতু হয়, তৎসমুদায়কে উহার লক্ষণ বলিতে হইবে। হে রাজেন্দ্র! যাঁহার ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমতা, সত্য, সারল্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধৈর্য্য, প্রিয়ভাষিতা, অকার্য্য-নিবৃত্তি, অচঞ্চলতা, অকার্পণ্য, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধালুতা থাকে, সেই মহাপুরুষকেই দান্ত বলা যায়। দান্ত পুরুষ কাম, লোভ, দর্প, ক্রোধ, নিদ্রা, শ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষা ও শোক, এ সকলের সেবা করেন না। অক্রূরতা, অশঠতা ও শুদ্ধতা, ইহাই দান্তের লক্ষণ। যে পুরুষ অলোলুপ, অল্পপ্রার্থী, কাম-সমস্তের অবিচিন্তনকারী ও সমুদ্রবৎ গম্ভীর হন, তিনিই দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। সুচরিত্র, শীল-সম্পন্ন, প্রসন্নাত্মা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, বিজ্ঞানবান্ পুরুষ ইহলোকে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া পরলোকে সদ্গতি লাভ করেন। প্রাণিগণ হইতে যাঁহার ভয় নাই এবং প্রাণিগণেরও যাঁহা হইতে ভয়ের সম্ভাবনা হয় না; যিনি সর্ব্বভূতের হিতকারী ও বন্ধু, সেই পরিণত-বুদ্ধি পুরুষই পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহা হইতে কোন মনুষ্যই উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না। প্রজ্ঞায় পরিতৃপ্ত হওয়ায় তিনি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হইয়া প্রশান্ত থাকেন। পূর্ব্ব কালে শিষ্ট-লোকদিগের যজ্ঞাদি কর্ম্ম-দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে সাধুরা যাহার আচরণ করিয়া থাকেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া শম-পরায়ণ দান্ত পুরুষেরা আনন্দিত হন। অথবা জ্ঞানে তৃপ্ত হওয়ায় যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কাম্য-কর্ম্মাভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক মৃত্যুকাল প্রতীক্ষা করিয়া লোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব লাভের উপযুক্ত হন। গগণে বিহঙ্গগণের সঞ্চরণ-মার্গ যেমন উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞান-তৃপ্ত মুনির বর্ত্মও দৃষ্ট হইবার নহে। অথবা যিনি গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্মেতেই অভিমনন করেন, স্বর্গলোকে তাঁহার শাশ্বত তেজোময় লোক-সমস্ত কল্পিত হয়।

বিদুর-বাক্যে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

বিদুর কহিলেন, হে তাত! প্রাচীন লোকদিগের নিকটে শুনিতে পাই,. কোন পক্ষিহন্তা পক্ষি ধরিবার উদ্দেশে ভূমিতে পাশ-যোজনা করিয়াছিল। তাহাতে দুইটি সহচারী বৃদ্ধ পক্ষী যুগপৎ পতিত হইয়া সেই পাশ গ্রহণ-পূর্ব্বক উভয়েই আকাশে উড্ডীন হইল। তখন শাকুনিক তাহাদিগকে গগণাক্রান্ত দেখিয়া বিশেষ নির্ব্বেদ-যুক্ত না হইয়াই তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। মৃগয়ু শকুনার্থী হইয়া সেইরূপে অনুধাবন করিতেছে, এমন সময়ে, আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনান্তে আশ্রম-স্থিত কোন মুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। হে ভারত! তখন সেই মুনি, ভূচর হইয়াও অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গ-যুগলের সত্বর অনুসরণকারী ঐ ব্যাধকে এই ভাবের এক শ্লোক-দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন "অহে শাকুনিক! তুমি পদ-সঞ্চারী হইয়াও উড্ডীয়মান বিহঙ্গ-যুগলের যে অনুসরণ করিতেছ, ইহা আমার অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইতেছে।"

শাকুনিক কহিল, ইহারা উভয়ে মিলিত হইয়া

আমার পাশ হরণ করিতেছে, কিন্তু যেখানে পরস্পর বিবাদ করিবে সেই খানেই আমার বশবর্ত্তী হইবে।

বিদুর কহিলেন, সেই কালগ্রস্ত সুদুর্ব্বুদ্ধি পক্ষিদ্বয় পশ্চাৎ বিবাদ প্রাপ্ত হইল এবং পরস্পর বিগ্রহ করিয়া ভূতলে পড়িল। তখন ব্যাধ সেই কাল-পাশ-বশানুগামী বিহঙ্গদিগকে ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধ-প্রবৃত্ত দেখিয়া অজ্ঞাতসারে নিকটে গমন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিল। এইরূপে যে সকল জ্ঞাতিগণ অর্থ নিমিত্ত পরস্পর বিগ্রহ করে, তাহারা ঐ বিবাদকারী শকুন-দ্বয়ের ন্যায় শত্রুর বশবর্ত্তী হয়। একত্র আহার বিহার, সমালাপ, কার্য্যাকার্য্যের জিজ্ঞাসা ও মিলন, এই সকলই জ্ঞাতির কার্য্য, বিরোধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে সকল জ্ঞাতি পরস্পর সুমনা হইয়া যথাকালে বৃদ্ধগণের উপাসনা করে, তাহারা সিংহ-রক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অধর্ষণীয় হয়। হে ভরতর্ষভ! যাহারা প্রভুত অর্থ লাভ করিয়াও সতত দীনের ন্যায় অবস্থান করে, তাহারা শত্রুগণ-হস্তে শ্রীসম্প্রদান করে। হে ধৃতরাষ্ট্র! জ্ঞাতিগণ দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ হইলে ধূমায়িত হয়, আর সমবেত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। হে কুরু-নন্দন! আমি পর্ব্বতে যেরূপ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সেই আর একটি বিষয় বলিতেছি, তাহাও শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয় বোধ হয় করুন। কোন সময়ে আমরা কিরাতগণ এবং মন্ত্রৌষধি-বিদ্যা, কুহক-বিদ্যা ও ধাতু-বিদ্যায় অভিজ্ঞ দেবকল্প ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-সেবিত, ওষধি-নিচয়ে উদ্ভাসমান, সর্ব্বদিকে লতাপরিকীর্ণ হওয়ায় কুঞ্জের ন্যায় প্রতীয়মান উত্তর গিরি গন্ধমাদনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, বিষম মরুপ্রপাতে অর্থাৎ পর্ব্বতের অবলম্ব-শূন্য অত্যুন্নত-প্রদেশে সন্নিবিষ্ট, কুম্ভ-পরিমিত, পীতবর্ণ, অমক্ষিকা-সম্ভূত মধু অর্থাৎ অমৃত রহিয়াছে। ঐ মধু কুবেরের অত্যন্তপ্রিয়, একারণ ভীষণ আশীবিষ-সকলে তাহা রক্ষা করিতেছে। আমাদিগের সমভিব্যাহারী সেই কুহক-বিদ্যাসাধক ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যে, ঐ মধু পান করিলে মনুষ্য মরণধর্ম্মশীল হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, অন্ধ ব্যক্তিও লোচন লাভ করে এবং বৃদ্ধও যুবা হইয়া থাকে। অনন্তর কিরাতেরা তাহা অবলোকন করিয়া গ্রহণে অভিলাষ করত সেই সর্প-সঙ্কুল বিষম গিরি-গহ্বরে বিনষ্ট হইল। হে মহীপতে! আপনকার এই পুত্রটিও সেইরূপ একাকী পৃথিবী ইচ্ছা করিতেছেন; ইনি মোহ-প্রযুক্ত কেবল মধুই দেখিতেছেন, কিন্তু পরে যে প্রপাত আছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছেন না। দুর্য্যোধন সমরে সব্যসাচীর সহিত সংগ্রাম-কামনা করিতেছেন বটে, কিন্তু আমি ইহাঁর তাদৃশ তেজ বা বিক্রম কিছুই দেখিতে পাই না। অর্জ্জুন এক রথে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন এবং বিরাট-নগরে সাধুযায়ী অর্থাৎ বহুল সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে যুদ্ধ-যাত্রাকারী ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে সন্ত্রস্ত ও ভগ্ন করিয়া দিয়াছিলেন; সে স্থলে আপনকার কি হইয়াছিল, দেখুন! সেই মহাবীর কেবল আপনকার মুখ প্রতীক্ষা করিয়াই ক্ষমা করিতেছেন; কিন্তু সম্যক্-রূপে ক্রুদ্ধ হইলে সেই ধনঞ্জয় এবং দ্রুপদ ও মৎস্যরাজ সমরে সমীরণ-যুক্ত হুতাশনের ন্যায় কিছুই আর অবশিষ্ট রাখিবেন না। অতএব হে ধৃতরাষ্ট্র! রাজা যুধিষ্ঠির-কে ক্রোড়গত করুন; কেন না যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষেরই একান্ত জয় হয় না।

বিদুর-বাক্যে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে কথা বলিতেছি, তাহা বিশেষ রূপে বোধগম্য কর। অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় তুমি কেবল উৎপথকেই পথ বিবেচনা করিতেছ; যেহেতু সকল লোকধারী পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের

তেজোহরণে অভিলাষী হইতেছ। তুমি পরমগতি অর্থাৎ মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করিয়া আর ইহলোকে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠিরকে জয় করিতে পার না। বৃক্ষ যেমন মহাবায়ুকে পরাভূত করিবার আশংসা করে, সেইরূপ তুমি অনুপম-বলশালী রণান্তকারী ভীমসেনকে পরাস্ত করিবার আশংসা করিতেছ। ভূধর-নিকর-মধ্যে সুমেরুর ন্যায় সকল শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়? পাঞ্চাল-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্নই বা অশনি-নিক্ষেপকারী পুরন্দরের ন্যায়, শত্রু-মধ্যে শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করত কোন্ ব্যক্তিকে অদ্য নিপাতিত করিতে না পারেন? অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশে সমাদৃত, পাণ্ডব-হিতকার্য্যে নিরত, সমরদুর্দ্ধর্ষ সাত্যকিও তোমার সৈন্যধ্বংস করিবেন। গৌরব ও উৎকর্ষের তুল্যতায় যিনি লোকত্রয় অতিক্রম করেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের সহিত কোন্ বুদ্ধিমান্ মানব যুদ্ধ করিতে উৎসাহী হইবে? তাঁহার কলত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, আত্মা ও এই পৃথিবী-রাজ্য এক দিকে, আর ধনঞ্জয় এক দিকে। অর্জ্জুন যাঁহাতে বদ্ধভাব হইয়াছেন, সেই বাসুদেবও দুর্দ্ধর্ষ এবং কেশব যাহাতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সৈন্যও সমস্ত পৃথিবীর অবিষহ্য। অতএব হে তাত! হিতবাদী সাধু সুহৃদ্গণের বাক্যে আস্থা কর;—শান্তনুতনয় বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্য গ্রহণ কর। আমি যাহা বলিতেছি এবং কুরুগণের হিতদর্শী দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিক যাহা বলেন, তাহাও মনোযোগ-পূর্ব্বক শুন। হে ভারত! ইহাঁরাও আমার তুল্য; তুমি আমাকে যে রূপ মান্য কর, ইহাঁদিগকেও সেইরূপ মান্য করিবে; যেহেতু ইহাঁরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমান স্নেহ-যুক্ত। বিরাট নগরে তোমার ভ্রাতৃবর্গের সহিত সৈন্যগণ অতিমাত্র ভীত হইয়া তোমার সম্মুখে গো-সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই যে পলায়ন করিয়াছিল এবং ঐ নগরে একের ও অনেকের মধ্যে সেই যে মহা অদ্ভুত-ব্যাপার হইয়াছিল শ্রবণ করা যায়, তাহাই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন একাকী যখন সেইরূপ করিয়াছিল, তখন সকলে মিলিত হইয়া যে করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব তুমি তাহাদিগকে যথার্থ ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ কর এবং ভরণীয় বোধে পরিপালন কর।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে সঞ্জয়! বাসুদেবের পর অর্জ্জুন অবশিষ্ট যে কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত কর; যেহেতু শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, কুন্তীপুত্র দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবসর প্রাপ্তে তাঁহার শ্রুতিগোচরেই আমাকে বলিতে লাগিলেন, "হে সঞ্জয়! তুমি পিতামহ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, মহারাজ বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, সুবল-পুত্র শকুনি, দুঃশাসন, শল, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবন্তিপতি বিন্দ ও অনুবিন্দ, কুরুবংশীয় দুর্ম্মুখ, জয়দ্রথ, দুঃসহ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ এবং পাণ্ডবানলে হবনার্থে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সমানীত যে সমস্ত মুমূর্ষু ভূপতিগণ কৌরবদিগের প্রিয়-সাধন নিমিত্ত যুদ্ধার্থে সমাগত হইয়াছে, সকলকেই আমার বাক্যানুসারে কুশল-প্রশ্ন ও বন্দনা করিবে, পরে পাপকারিগণের অগ্রগণ্য সুযোধনকে নৃপতিবর্গ-মধ্যে এই কথা বলিবে। হে সঞ্জয়! সেই অমর্ষণ, দুর্ম্মতি, পাপাত্মা, অতিলুব্ধ রাজপুত্র দুর্য্যোধন যাহাতে অমাত্যগণের সহিত আমার এই সমগ্র বাক্য শুনিতে পায় তাহা করিও! লোহিত-প্রান্ত-সুদীর্ঘ-নেত্রযুক্ত ধীমান্ ধনঞ্জয় আমাকে এইরূপে বচন-বদ্ধ করিয়া পরিশেষে বাসুদেবের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক এই ধর্ম্মার্থ-যুক্ত

বাক্যের উক্তি করিলেন। "তুমি মধুপ্রবীর বাগ্মী মহাত্মা মধুসূদনের সমাধানযুক্ত যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে, সমাগত ক্ষিতিপালগণ-মধ্যে আমারও সেই রূপ বাক্যই কহিবে। তন্মধ্যে এই একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিবে যে, হে ভূপালগণ! যাহাতে মহাসমর-যজ্ঞে অস্ত্রবলাপহারী শরাসন-রূপ স্রুব-দ্বারা রথবায়ু-সমুদ্ধত মহাশরানলে হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে না হয়, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আদর-পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নপরায়ণ হও। যদি তোমরা শত্রুঘাতী যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত স্বকীয় অংশ প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি নিশিত শর-সমূহ সহকারে অশ্ব, পদাতি ও কুঞ্জরগণের সহিত তোমাদিগকে পিতৃগণের অশিব দিগ্‌ভাগে লইয়া যাইব।"

হে অমরকল্প মহারাজ! তদনন্তর আমি বিদায়-কাল-সমুচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক চতুর্ভুজ হরি ও ধনঞ্জয়কে নমস্কার করিয়া আপনকার নিকটে সেই উদার-বাক্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া বেগে এস্থানে উপস্থিত হইলাম।

সঞ্জয়-বাক্যে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন সঞ্জয়ের সেই বাক্যে অনাদর করিলে এবং সকলেই নিস্তব্ধ হইলে সভাস্থ রাজগণ গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ! পৃথিবীস্থ সকল ভূপালগণ উত্থিত হইলে পুত্রবশানুগামী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের বিজয় প্রার্থনা করত আপনার, পাণ্ডবগণের ও অপর সকলের কিরূপ নিশ্চয়, তাহা নির্জ্জনে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিতে আরম্ভ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন; হে সঞ্জয়! আমাদিগের নিজ সেনা-মধ্যে যে কিছু সার অসার আছে, তাহা বল। অপিচ তুমি পাণ্ডবদিগেরও সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অবগত আছ; অতএব তাহাদিগের কি শ্রেষ্ঠ, কি বা নিকৃষ্ট, তাহাও যথাবৎ ব্যক্ত কর। তুমি উভয় পক্ষেরই সারবেত্তা, সর্ব্বদর্শী, ধর্ম্মার্থ বিষয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ; এই নিমিত্তই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সমুদায় প্রকাশ করিয়া বল। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কোন্ পক্ষ বিনষ্ট হইবে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি নির্জ্জনে আপনাকে কদাচ কোন কথা বলিব না, কেননা তাহাতে আপনি অসূয়াবিষ্ট হইবেন; অতএব মহাব্রতনিষ্ঠ পিতা ব্যাসদেবকে এবং মহিষী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, নিপুণ ও নিশ্চয়াভিজ্ঞ; সুতরাং আপনকার অসূয়ার অপনয়ন করিতে পারিবেন। হে নরেন্দ্র! তাঁহাদিগের সন্নিধানেই আমি কেশব ও পার্থের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপ উক্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুর-দ্বারা গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করাইলেন এবং তাঁহারাও আসিয়া শীঘ্র সভাপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সঞ্জয়ের ও আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের সেই মত জানিয়া তাহাতে অনুমোদন-পূর্ব্বক কহিলেন, সঞ্জয়! ইনি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি বাসুদেব ও অর্জ্জুন-বিষয়ক যে কিছু তথ্য জান, এই জিজ্ঞাসু ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে তৎসমুদায় যথাবৎ ব্যক্ত কর।

ব্যাস-বাক্যে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পরম পূজিত ধনুর্দ্ধারী বাসুদেব ও অর্জ্জুন সর্ব্বসংহারার্থে সম্মত হইয়া ইচ্ছানুসারে অন্যত্র অর্থাৎ বদরিকাশ্রম হইতে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছেন। হে বিভো! মনস্বী বাসুদেবের সেই কামরূপী চক্র পঞ্চহস্ত-পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া দুর্লক্ষ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তেজঃপুঞ্জে অবভাসিত সেই চক্র কৌরবদিগের প্রতি অপ্রকাশ্য ভাবে অবস্থিত আছে। পাণ্ডবগণের সার বল ও অসার বল জানিবার নিমিত্তে তাহাই উত্তম প্রমাণ।

মহাবল মাধব যেন ক্রীড়া করিতে করিতে ঘোর-রূপ নরক, শম্বর, কংস ও চেদিপতি শিশুপালকে জয় করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যবান্ বিশিষ্টাত্মা পুরুষোত্তম পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে মানস মাত্রেই আত্মবশে আনয়ন করিতে পারেন। হে রাজন্! আপনি যে সারাসার বল জানিবার নিমিত্ত পুনঃ-পুন পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। যদি সমস্ত জগৎ এক দিকে, আর জনার্দ্দন এক দিকে থাকেন, তথাপি সারাংশে জনার্দ্দন সম্পূর্ণ জগৎ অপেক্ষা অতিরিক্ত হন। জনার্দ্দন সংকল্প মাত্রেই এই জগৎকে ভস্ম করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে ভস্ম করিতে সম্পূর্ণ জগৎও সমর্থ হয় না। যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম্ম, যেখানে লজ্জা, যেখানে সরলতা, সেই খানেই গোবিন্দ অবস্থান করেন; যে পক্ষে কৃষ্ণ থাকেন, সেই পক্ষেই জয় হয়। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম জনার্দ্দন যেন লীলা করিতে করিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে পরিচালিত করিতেছেন। বোধ হয়, তিনি লোকের সম্যক্ মোহোৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবদিগকে ব্যাজমাত্র করিয়া, আপনকার অধর্ম্ম-নিরত মূঢ় পুত্রদিগের দহনেচ্ছু হইতেছেন। ভগবান্ কেশব চৈতন্য-যোগে কালচক্র, জগচ্চক্র ও কর্ম্মচক্র সমস্ত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি, সেই একমাত্র ভগবান্, কালের, মৃত্যুর ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করিতেছেন। মহাযোগী কেশব হরি সকল জগতের প্রভু হইয়াও দুর্ব্বল দরিদ্রের ন্যায় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই মায়াযোগ-দ্বারা লোক সকলকে বঞ্চিত করেন। যে সমস্ত মানব তাঁহার যথার্থ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তাঁহারা আর বিমুগ্ধ হন না।

সঞ্জয়-বাক্যে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি মাধবকে কি প্রকারে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর বলিয়া জানিলে এবং আমিই বা কি নিমিত্ত তাঁহাকে জানিতে পারি না তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনকার বিদ্যা নাই, কিন্তু আমার বিদ্যার হানি হয় নাই; যে ব্যক্তি বিদ্যাহীন ও তমোধ্বস্ত হয় অর্থাৎ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য-সকলের তাৎপর্য্যগ্রহ না হওয়ায় অজ্ঞান-প্রযুক্ত নির্ব্বিষয়ানন্দমাত্র স্বস্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সে কেশবকে জানিতে পারে না। হে তাত! আমি বিদ্যা-দ্বারা সেই মধুসূদনকে ত্রিযুগ, (স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরযুক্ত) কর্ত্তা অথচ স্বয়ং অকৃত, ক্রীড়াকর ও সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-বিনাশ-হেতু বলিয়া জানিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! জনার্দ্দনের প্রতি তোমার যে নিত্যকাল অধিক ভক্তি রহিয়াছে, সেটি কিরূপ, যদ্দ্বারা তুমি তাঁহাকে ত্রিযুগ বলিয়া জানিতেছ?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার মঙ্গল হউক, আমি স্ত্রীপুত্রাদি-রূপে পরিণতা অবিদ্যা বা কাপট্যের সেবা করি না এবং ঈশ্বরে সমর্পণ-ব্যতিরেকে অনর্থক ধর্ম্মাচরণেও আমার প্রবৃত্তি হয় না; কেবল ভক্তি-যোগে শুদ্ধভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-রহিত হইয়া শাস্ত্র হইতে জনার্দ্দনকে জানিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দুর্য্যোধন! হৃষীকেশ জনার্দ্দনকে আশ্রয় কর! হে তাত! সঞ্জয় আমাদিগের অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র; অতএব ইহাঁর কথাক্রমে তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও!

দুর্য্যোধন কহিলেন, দেবকী-পুত্র ভগবান্ কেশব যদি অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা স্বীকার করত সমস্ত লোক সংহার করেন, তথাপি আমি এক্ষণে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারি না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গান্ধারি! তোমার এই

ঈর্ষাযুক্ত, দুরাত্মা, অভিমানী, হিতকারিদিগের বচনাতিবর্ত্তী, সুদুর্ম্মতি পুত্র কেবল অধঃপতিত হইতেছে।

গান্ধারী কহিলেন, রে ঐশ্বর্য্যকাম! রে দুরাত্মন্! রে মূর্খ! তুমি বৃদ্ধগণের শাসনাতিগামী হইয়া পিতাকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ঐশ্বর্য্যে ও জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া শত্রুদিগের প্রীতিবর্দ্ধন ও আমার শোক-সম্বর্দ্ধন করত যখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইবে, তখনই পিতার বাক্য স্মরণ করিবে।

ব্যাস কহিলেন, রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র; সঞ্জয় যখন তোমার দূত হইয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি তোমাকে কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন। ইনি সনাতন পরাৎপর হৃষীকেশকে বিশেষ-রূপে জানেন; অতএব তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ-পরায়ণ হইলে তোমাকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিবেন। হে বৈচিত্রবীর্য্য! মনুষ্যেরা ক্রোধ ও হর্ষ-দ্বারা সমাবৃত হইয়া বহুতর পাশে আবদ্ধ রহিয়াছে; যাহারা স্বকীয় ধন-সমূহে তুষ্ট না হয়, সেই কাম-মোহিত পুরুষেরা অন্ধ-কর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ-সকলের ন্যায় স্ব স্ব কর্ম্ম-দ্বারা বারংবার কৃতান্তের বশীভূত হয়। যদ্দ্বারা মনীষী সাধুগণ গমন করেন, তাহাই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপক পথ; মহান্ পুরুষ সেই পথ দৃষ্টি করিয়া মৃত্যুতে আর আসক্ত হন না, অনায়াসেই তাহা অতিক্রম করেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তাত সঞ্জয়! যাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই,—যদ্দ্বারা কেশবের সন্নিহিত হইয়া আমি উত্তমা-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারি, সেই পথ আমারে বল!

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অকৃতাত্মা পুরুষ কখন কৃতাত্মা জনার্দ্দনকে জানিতে পারে না; আত্মক্রিয়ার উপায়ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নাই। উদ্ধত ইন্দ্রিয়-বর্গের কাম-ত্যাগ, অর্থাৎ যে কামনায় তৎসমুদায় নিয়োজিত হয় তাহার নিবৃত্তি, কেবল অপ্রমাদ-প্রযুক্তই হইয়া থাকে। অপ্রমাদ ও হিংসা-রাহিত্য, এই দুইটিই জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থান, সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! আপনি নিরালস্য হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযমে যত্ন করুন; আপনকার বুদ্ধি যেন তত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়; উহাকে নানাপ্রকার বিষয়-মার্গে সঞ্চরণ হইতে নিবৃত্ত করুন। বিপ্রেরা ইন্দ্রিয়-সংযমকেই নিশ্চল জ্ঞান বলিয়া বর্ণন করেন। ইহাই জ্ঞান এবং মনীষীরা যে পথে গমন করেন, ইহাই সেই পথ। হে রাজন্! অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্যেরা কেশবকে প্রাপ্ত হইতে পারে না; বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষই আগমলব্ধ যোগ প্রভাবে তদীয় তত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ হন।

সঞ্জয়-বাক্যে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি পুনরায় আমাকে পুণ্ডরীকাক্ষের কথা বল। হে তাত! নামকর্ম্মের অর্থজ্ঞ হইলে আমি সেই পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হইতে পারিব।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি যে পরিমাণে স্মরণ করিতে পারি, সেই পরিমাণে বাসুদেবের শুভনামার্থ শ্রবণ করিয়াছি, কেননা কেশব অপ্রমেয়; বাক্য-দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। সর্ব্বভূতের বসন অর্থাৎ মায়া-দ্বারা আবরণ-হেতুক, বসুত্ব অর্থাৎ তেজোময়ত্ব-হেতুক এবং দেবগণের কারণত্ব-হেতুক তিনি বাসুদেব বলিয়া বেদ্য হন এবং ব্যাপকত্ব-প্রযুক্ত বিষ্ণু-শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। হে ভারত! তিনি মুনির কর্ম্ম তত্ত্বালোচন, নিশ্চিত-তত্ত্বে চিত্তের প্রণিধান ও তাহার নিরোধ-হেতু, মা (আত্মার উপাধিভূতা বুদ্ধিবৃত্তিকে) ধবন (দূরীকরণ) করেন, এই নিমিত্তে তাঁহাকে মাধব বলিয়া জানিবেন। তিনি মধুনামক দৈত্যের এবং মধুশব্দবাচ্য পৃথিব্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সংহার-স্থান হইয়াছেন

বলিয়া মধুসূদন নামে কীর্ত্তিত হন। কৃষি শব্দ সত্তা-মাত্র বাচক, আর ণ শব্দ সুখ-বাচক, এই উভয় শব্দের 'সন্মাত্রানন্দরূপত্ব' এই প্রকার ভাবার্থ-যোগে যদুকুল-সম্ভূত কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুণ্ডরীক শব্দে তাঁহার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়; ঐ ধাম নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয়; অক্ষয়-পুণ্ডরীক-রূপত্ব-হেতু তিনি পুণ্ডরীকাক্ষ এবং দস্যুজনের ত্রাসোৎপাদন অর্থাৎ অর্দ্দন করেন বলিয়া জনার্দ্দন হইয়াছেন। যেহেতু সত্ত্বগুণ তাঁহা হইতে পরিচ্যুত হয় না এবং তিনিও সত্ত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন না, এই নিমিত্তই তাঁহার নাম সাত্বত হইয়াছে। বৃষ শব্দে ধর্ম্ম আর ভা শব্দে দীপ্তি বুঝায়; বৃষের ভা যাহা হইতে হয়, এই অর্থে বৃষভ শব্দ দ্বারা বেদ প্রতিপন্ন হয়; বৃষভ যাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ চক্ষুর ন্যায় বিজ্ঞাপক হয়, তাঁহাকে বৃষভেক্ষণ বলা যায়। কৃষ্ণ বেদবেদ্য পুরুষ, একারণ বৃষভেক্ষণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সমর-বিজয়ী কেশব জনয়িতা দ্বারা জন্মগ্রহণ করেন না বলিয়া তাঁহার অজ নাম হইয়াছে। দাম শব্দে দমশালী আর উদর শব্দে উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশমান বুঝায়; বিভু মধুসূদন দমশালী এবং ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া দামোদর নাম ধারণ করেন। যদ্দ্বারা হর্ষান্বিত হওয়া যায়, এই অর্থে হৃষীক শব্দ প্রতিপন্ন হয়। ইহার অর্থ স্বরূপানন্দ এবং ঈশ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যবান্; কৃষ্ণের হর্ষ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া তিনি হৃষীকেশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং বাহু-যুগল-দ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করায় মহাবাহু বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। অধঃপ্রদেশে তাঁহার কদাচ ক্ষয় হয় না অর্থাৎ সতত ঊর্দ্ধ-রূপতা-প্রযুক্ত তিনি সংসার ধর্ম্মে কখন লিপ্ত হন না, একারণ অধোক্ষজ এবং নরগণের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান হেতুক নারায়ণ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। যিনি পূরণ করেন, তাঁহাকে 'পুরু' এবং যাঁহাতে অবসন্ন হয়, তাঁহাকে 'স' বলা যায়; এই দুই শব্দের যোগে পুরুষ শব্দ নিষ্পন্ন হয়; কৃষ্ণ পূরণ ও সদন অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করেন বলিয়া উত্তম পুরুষ হইয়াছেন, একারণ তাঁহার নাম পুরুষোত্তম হইয়াছে। তিনি সমস্ত কারণ ও কার্য্যের উৎপত্তি-বিনাশ-হেতু হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয় জানিতেছেন, একারণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন। কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যও কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; গোবিন্দ সত্য হইতেও সত্য, একারণ নামেতেও সত্য হইয়াছেন। তিনি বিক্রমণ-হেতুক বিষ্ণু, জয়ন-হেতুক জিষ্ণু, নিত্যতা-হেতুক অনন্ত এবং গো অর্থাৎ গদ্যপদ্যাদি বাক্যের পরিজ্ঞান-হেতুক গোবিন্দ নামে পরিকীর্ত্তিত হন। তিনি মিথ্যাভূত বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বকীয় সত্তার স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান করেন এবং তদ্দ্বারা প্রজা সকলকে মোহিত করিয়া থাকেন। এবম্বিধ ধর্ম্মনিত্য মহাবাহু ভগবান্ মধুসূদন অচ্যুত, কুরুকুলের বিনাশ না হয়, এ নিমিত্ত কৃপা-প্রকাশার্থে আগমন করিবেন।

সঞ্জয়-বাক্যে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পরম দেহ-দ্বারা উদ্ভাসমান ও দিগ্বিদিক্ সমস্ত প্রকাশকারী বাসুদেবকে যাহারা নিকটে দৃষ্টি করিবে, সেই লোচন-যুক্ত ব্যক্তি সকলের ভাগ্যের প্রতি আমি স্পৃহা করিতেছি। সমবেত কৌরবেরা ভারতগণের পূজনীয়া সৃঞ্জয়দিগের কল্যাণকরী ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বর্গের গ্রহণীয়া মুমূর্ষু লোকদিগের অগ্রহণীয়া অনিন্দনীয়া বচনাবলির উক্তিকারী, শত্রুগণের সংহার ক্ষোভোৎপাদন ও যশোনাশ-বিধায়ী, উদ্যমশালী, যাদবদিগের শ্রেষ্ঠ-প্রণেতা, অদ্বিতীয় বৃষ্ণিবীর, মহাত্মা কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিবে এবং সেই শত্রুঘাতী বরেণ্য বৃষ্ণিসিংহও সদয়-বাক্য-দ্বারা মদীয় জনগণকে মোহিত করিবেন। আমি সেই সনাতনতম আত্ম-

তত্ত্বজ্ঞ ঋষি, বাক্যের সমুদ্র, যতিগণের কলস অর্থাৎ অনায়াস-লভ্য, শোভন পক্ষযুক্ত অরিষ্টনেমি-নামা গরুড়, প্রজাবর্গের সংহারক, ভুবনের আলয়, বিশ্ব-যোনি, অজ, নিত্য, শ্রেষ্ঠ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, আদি-মধ্য-চরম-শূন্য, অনন্তকীর্ত্তি, সহস্রশীর্ষ, পুরাণ পুরুষকে রক্ষক-রূপে আশ্রয় করি! সেই ত্রৈলোক্য-নির্ম্মাণকারী দেবাসুরনাগরাক্ষসাদি ভূত-বর্গের জনয়িতা, বিদ্যা-সম্পন্ন নরাধিপগণের শ্রেষ্ঠ, পরাৎপর ইন্দ্রানুজের শরণাপন্ন হই!

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে যানসন্ধি প্রকরণ ও এক-সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

ভগবদ্যান প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় প্রতিগমন করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যদুকুল-শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে বলিলেন, হে মিত্রবৎসল! মিত্রগণের মিত্রতা প্রকাশ করিবার এই এক উপযুক্ত সময় উপস্থিত; তোমা ভিন্ন আমি এমন কোন লোককেও দেখিতে পাই না যে ব্যক্তি আমাদিগকে উপস্থিত আপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়। তোমাকে আশ্রয় করিয়াই আমরা অকুতোভয়ে বৃথাভিমানী সুযোধন সমীপে স্বকীয় অংশ প্রাপ্তি নিমিত্ত অভিযোগ করিতে পারিব। হে অরিন্দম! সর্ব্ব প্রকার আপদ্ সময়ে তুমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের যেমন পরিত্রাণ করিয়া থাক, অধুনা পাণ্ডবেরাও তোমার সেইরূপ রক্ষণীয় হইবে; তুমি এই মহাভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! এই আমি উপস্থিত আছি, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন। হে ভারত! আপনি আমাকে যে রূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি নিঃসন্দেহ তাহাই সম্পাদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রের যে-রূপ অভিলষিত তাহা সকলই শুনিয়াছ; সঞ্জয় আসিয়া আমাকে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহার কিছুই ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি-ব্যতীত নহে। সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের আত্মা বলিলেই হয়, কেবল মূর্ত্তিভেদ মাত্র। বিশেষত দূতেরা প্রভুর নিদেশ বাক্যই অবিকল ব্যক্ত করিয়া থাকে; তাহা না করিয়া অন্যথা-বাদী হইলে তাহারা বধ-যোগ্য হয়। ধৃতরাষ্ট্র অসমদর্শিতা-প্রযুক্ত পাপমনা ও লোভ-পরতন্ত্র হইয়া আমাদিগকে রাজ্য প্রদান না করিয়াই শান্তি স্থাপনের বাঞ্ছা করিতেছেন। হে প্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ! 'ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল থাকিবেন' এই মনে করিয়া আমরা যে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং প্রচ্ছন্নবেশে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলাম, কোনক্রমে প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি নাই, তাহা আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরাই অবগত আছেন। এক্ষণে বৃদ্ধরাজ মন্দলোকের শাসনানুবর্ত্তী হইয়া পুত্র-স্নেহবশত স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। হে জনার্দ্দন! তিনি সুযোধনের বশীভূত হইয়া আত্ম-হিত-কামনায় লোভ করত আমাদিগের প্রতি নিতান্ত মিথ্যাচরণ করিতেছেন। আমি যে জননীর এবং মিত্রগণের কোন মঙ্গল-বিধানে অসমর্থ হইতেছি, ইহার পর আমার অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে মধুসূদন! কাশীরাজ, চেদিপতি, পাঞ্চালেশ্বর, মৎস্যপাল ও তুমি আমার সহায় থাকিতেও আমি পাঁচখানি গ্রামমাত্র প্রার্থনা করত অন্ধরাজ-সমীপে এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলাম "হে তাত! অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অপর কোন একটি বাসস্থান, এই পঞ্চ গ্রাম বা নগর আমাদিগকে প্রদান করুন, আমরা পঞ্চ সহোদরে মিলিত হইয়া সেই সেই স্থলে বাস করিব; ভরতবংশের ধ্বংস হয়, ইহা কোন মতেই আমাদিগের মতসিদ্ধ নহে; কিন্তু দুষ্টাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় আপনাতে স্বামিত্ব মানিয়া সেই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিতেও সম্মত হয় না; ইহার পর অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি সৎকুলে জাত ও জ্ঞান-

শিক্ষাদি-দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পর-ধন-লালসায় লুব্ধ হয়, তাহার সেই লোভই বুদ্ধিনাশের নিদান হয়; বুদ্ধিনাশ হইলেই লজ্জা যায়; লজ্জা বিগতা হইয়া ধর্ম্মকে নষ্ট করে; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া শ্রীকে হতশ্রী করেন; শ্রী হতশ্রী হইয়াই পুরুষকে বধ করেন; যেহেতু নির্ধনতাই পুরুষের মরণ। পক্ষিগণ যেমন পুষ্প-ফল-বিবর্জ্জিত তরুবর হইতে অপসৃত হয়, জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও ব্রাহ্মণেরাও নির্ধন ব্যক্তিকে সেই-রূপ পরিত্যাগ করিয়া যান। হে তাত! প্রাণ বায়ু যেমন মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ আমারে পতিতের ন্যায় বোধ করিয়া যে পরিত্যাগ করিবেন, ইহাই আমার মৃত্যু। শম্বর কহিয়াছিলেন, যে অবস্থায় ‘ অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে! সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তদপেক্ষা পাপীয়সী দশা আর হইতে পারে না। সংসার-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ধনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু ধনই সকলের মূলাধার। এই জগতীতলে ধনশালী ব্যক্তিরাই যথার্থ জীবিত থাকে; যাহারা নির্ধন, তাহারা কেবল জীবমৃত। যাহারা স্বীয় বল অবলম্বন-পূর্ব্বক কোন লোকের ধন হরণ করে, তাহারা কেবল তাহারই বিনাশের নিদান হয় এমন নহে, তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম, সকলই উৎসন্ন করিয়া ফেলে। নির্ধনতা প্রাপ্ত হইয়া কোন কোন লোকে মৃত্যুকামনা করিয়াছে, কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গ্রামবাসী হইয়াছে, কেহ কেহ প্রব্রজ্যা-ধর্ম্ম অবলম্বন করত অরণ্যাশ্রয় করিয়াছে, কেহ কেহ বা মানব-লীলা সম্বরণ-পূর্ব্বক একবারে কৃতান্তের শরণাপন্ন হইয়াছে। অর্থের নিমিত্তে অনেকে উন্মাদ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, অপরে শত্রুর বশীভূত হইয়াছে, কেহ কেহ বা পরের দাস্যবৃত্তি পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে। পুরুষের অর্থনাশ-রূপ যে আপদ্, তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর; যেহেতু অর্থই তাহার ধর্ম্ম কামের একমাত্র সাধন। উহার ধর্ম্মানুযায়ী স্বাভাবিক যে মৃত্যু, তাহা ত চিরন্তন লোকবর্ত্ম; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত প্রাণিবর্গ-মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। ফলত যে ব্যক্তি মহতী সম্পত্তি-লাভে চিরকাল সুখ-সম্ভোগে সম্ব-র্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নিঃসম্বল হইয়া পড়ে, তাহার যেরূপ যন্ত্রণা, স্বভাবত ধনহীন ব্যক্তির কখনই সে-রূপ নহে। ধন-বিচ্যুত মনুষ্য আপন অপরাধে মহা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া তখন ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতি দোষারোপ করিতে থাকে, আপনাকে কোন ক্রমে নিন্দা করে না। তৎকালে সমস্ত শাস্ত্র-শিক্ষাও তাহার দুঃখনাশ করিতে সমর্থ হয় না। সে কখন ভৃত্যবর্গের উপর ক্রোধ প্রকাশ করে, কখন বা ঈর্ষা-পরবশ হইয়া সুহৃদ্গণের প্রতি দোষ দিতে থাকে। এইরূপে নিরন্তর ক্রোধাভিভূত হইয়া সে পুনঃপুন মোহ প্রাপ্ত হয়, মোহের বশীভূত হইয়া ক্রূর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং পাপাসক্ত হইয়া জাতি-বিপ্লবের প্রয়োজক হয়। জাতি-সঙ্কর যে পাপ-কর্ম্মের অগ্রগণ্য এবং নরক-প্রাপ্তির অসাধারণ-হেতু তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি যদি কোন প্রকারে প্রবোধ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই নরকে যাইতে হয়। একমাত্র প্রজ্ঞা ব্যতীত তাহার প্রবোধ লাভেরও অন্য উপায় নাই। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রাপ্ত হইলে সে পাপ-পারাবার হইতে কথঞ্চিৎ উত্তীর্ণ হইতে পারে। প্রজ্ঞালাভ করিলেই মনুষ্য শাস্ত্র-সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করে এবং শাস্ত্রনিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লজ্জা তাহার প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ হইয়া উঠে; যাহার লজ্জা থাকে সে অবশ্যই পাপবিদ্বেষী হয়; সুতরাং তাহার সমৃদ্ধিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুরুষ যাবৎ শ্রীসম্পন্ন থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই তাহাকে যথার্থ পুরুষ বলিয়া গণ্য করা যায়। যিনি নিত্য ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও প্রশান্তাত্মা হন এবং সর্ব্বদা বিচার করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কদাপি অধর্ম্মে মতি করেন না এবং পাপকর্ম্মেও কখন প্রবৃত্ত হন না। লজ্জা-শূন্য ও বিমূঢ় ব্যক্তি না স্ত্রী, না পুরুষ;

তাহার ধর্ম্মে অধিকার থাকে না; সে শূদ্রের ন্যায় নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রীমান্ পুরুষ দেবগণের, পিতৃগণের ও আত্মার প্রীতি সম্পাদন করেন এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভে সমর্থ হন। মুক্তিই পুণ্যকর্ম্মা মানবগণের পরাকাষ্ঠা।

হে মধুসূদন! আমি যে কথা বলিলাম, তাহা আমাতেই তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ; আমরা রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকারে এই কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, তাহা তোমার অগোচর নাই; অতএব এক্ষণে কোন ন্যায়ানুসারে আমরা শ্রী পরিত্যাগ করিতে পারি না। স্ব রাজ্য-লাভে যত্ন করত যদি আমাদিগকে নিহত হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়। হে মাধব! তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রথম কল্প এই যে, আমরা সন্ধিবন্ধন-দ্বারা পরস্পর প্রশান্ত হইয়া সমভাবে রাজ্যভোগ করি। যদি একান্তই সে রূপ না হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছাতেও কৌরবদিগকে বধ করিয়া অপহৃত রাষ্ট্র-সমস্ত পুনরায় হস্তগত করিতে হইবে; কিন্তু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিদারুণ সংহার-কার্য্যে লিপ্ত হওয়া অতীব নিকৃষ্ট-কল্প। হে কৃষ্ণ! যে সকল শত্রু অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও অবজ্ঞা-ভাজন হয়;—যাহাদের সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না, তাহাদিগকেও বধ করা অনুচিত; যাহাদিগের সহিত ঈদৃশ নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই কৌরবদিগের কথা আর কি বলিব? অসংখ্য জ্ঞাতিবর্গের এবং আমাদের সহায়ভূত গুরুজনগণের বধ করা যে অতিমাত্র পাপ কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ফলত যুদ্ধ-ব্যাপারে কোন প্রকার মঙ্গলেরই সম্ভাবনা নাই। পরন্তু এই পাপময় কর্ম্মই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম হইয়াছে এবং আমরাও এই অধম ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় আমাদিগের পক্ষে নিন্দনীয়। শূদ্রেরা শুশ্রূষা করে, বৈশ্যেরা বাণিজ্য করে, আমরা হিংসা করি এবং ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষা-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম্ম। হে দাশার্হ! যাহার যে রূপ ধর্ম্ম সে তদনুরূপ ব্যবহারেই প্রবৃত্ত হয়; দেখ, যেমন মৎস্যেরা মৎস্য-দ্বারা জীবন ধারণ করে এবং কুক্কুরেরা কুক্কুর হিংসা করে, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরাও ক্ষত্রিয়দিগকে নিহত করিয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধস্থলে কলি সদা সন্নিহিত থাকে; কেন না যুদ্ধে মহাপ্রাণী-সকল অজস্র বিনষ্ট হয়। বল নীতির উপরে নির্ভর করে বটে, কিন্তু জয় ও পরাজয় দৈবেরই আয়ত্ত। হে যদুশ্রেষ্ঠ! জীবগণের জীবন কি মরণ কাহারো স্বেচ্ছাধীন হয় না এবং কাল প্রাপ্ত না হইলে কেহই সুখ দুঃখের অধিকারী হইতে পারে না। এক ব্যক্তিও বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ সংহার করিতে পারে, আবার বহুলোকে মিলিত হইয়াও একজনকে নিহত করে; পুরুষকার-বর্জ্জিত হীন-বল মনুষ্যও শূরবীরকে বিনষ্ট করিতে পারে এবং অযশস্বীও যশস্বীর ধ্বংসবিধান করিয়া থাকে। উভয় পক্ষেরই যুগপৎ জয়পরাজয় দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু প্রায়ই সমান রূপ অপচয় দৃষ্টি করা যায়; যাহারা পরাঙ্মুখ হয়, তাহাদের সৈন্য-ক্ষয় ও ধন-ব্যয় উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ফলত, যুদ্ধ-ব্যাপার সর্ব্বথাই পাপ কর্ম্ম; একজনকে আহত করিয়া কোন ব্যক্তি প্রতিহত না হয়? আহত ব্যক্তির জয় পরাজয় উভয়ই সমান। আমার বিবেচনায় মরণে আর পরাজয়ে কোন বিশেষ নাই। যাহার জয় হয়, তাহারও নিঃসন্দেহ অপচয় হইয়া থাকে। শত্রুগণ তাহাকে নিহত করিতে না পারুক, অন্তত তাহার কোন না কোন প্রীতিভাজন ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করে; সুতরাং একে বল-বিহীন, তাহাতে আবার পুত্র-সহোদরাদি প্রিয়-জনগণকে দেখিতে না পাইলে অবশ্যই তাহার জীবনের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বৈরাগ্য জন্মে। যাঁহারা ধীর, লজ্জাশীল, সদ্গুণ-সম্পন্ন ও কারুণিক হন, তাঁহারাই সংগ্রামে নিহত হইয়া থাকেন; নিকৃষ্ট-লোকে প্রায়ই পরিত্রাণ পায়। হে জনার্দ্দন! উৎকৃষ্ট শত্রু-

সকলকে বিনষ্ট করিয়াও চিরকাল পশ্চাত্তাপ করিতে হয়; বিশেষত, যদি হতাবশিষ্ট কোন শত্রু থাকে, তবে বৈর-বিষয়ে তাহার পাপময়ী আসক্তিও অবশিষ্ট থাকে; ঐ অবশিষ্ট ব্যক্তি ক্রমে বল পাইয়া বিজয়ী পক্ষের হতাবশিষ্টদিগের আর কিছুমাত্র অবশেষ রাখে না; শত্রুতার শেষ করিবার অভিলাষে সে সর্ব্বসংহারে যত্নবান্ হয়। এইরূপে জয় শত্রুতার সৃষ্টি করে এবং পরাজিত ব্যক্তি দুঃখে কালাতিপাত করিতে থাকে। কাহারও সহিত যাহার শত্রুতা নাই, তাহার আর জয় পরাজয়ের চিন্তা থাকে না, সুতরাং সে প্রশান্ত-চিত্তে সুখে নিদ্রা যায়; কিন্তু জাতবৈর পুরুষের সদাই দুঃখ; সসর্প আবাসে বাস করিলে মনে মনে যাদৃশ উদ্বেগ জন্মে, তাহাকেও সেইরূপ চিন্তাকুল-চিত্তে শয়ন করিতে হয়। যে ব্যক্তি সকলের উচ্ছেদক হয়, সে কদাপি যশোভাজন হইতে পারে না; সহস্র সহস্র যশ থাকিলেও সে তাহা হইতে পরিচ্যুত হয় এবং সর্ব্বলোকমধ্যে চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সঞ্চয় করে। দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত থাকিলেও শাত্রবানল নির্ব্বাণ হইবার নহে! শত্রুকুলে যদি কোন পুরুষ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বপুরুষ-কৃত বৈর-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিবার লোকও অনেক থাকে। হে কেশব! বৈর-দ্বারা কখন বৈরের উপশম হয় না; বরং ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা কেবল বর্দ্ধিত হইতেই থাকে। অতএব যখন ছিদ্র নিত্যস্থায়ী, কোন ক্রমে তাহার পরিহার করা যায় না, তখন এক পক্ষের বিনাশ ব্যতিরেকে আর শান্তি নাই। যাহারা ছিদ্রলাভে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের এই দোষ নিত্যকাল-সংসক্ত থাকে। পুরুষকার-নিবন্ধন যে একটি প্রবল মানসিক সন্তাপ নিরন্তর অন্তর্দাহ করিতে থাকে, হয় তাহার পরিহার, না হয় মরণ, এই উভয়ের অন্যতর উপায়-দ্বারা শান্তি হইতে পারে। হে মধুসূদন! শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেও রাজ্যপ্রাপ্তিরূপ প্রচুর ফল লাভ হয়; পরন্তু শত্রুগণের সমূলোচ্ছেদ অতিশয় নিষ্ঠুরের কার্য্য। রাজ্যের ত্যাগ-দ্বারা যে শান্তি হইতে পারে, রাজ্য ব্যতিরেকে বধের সহিত তাহার কিছুমাত্র বিশেষ থাকে না; কেন না তাহাতে শত্রুপক্ষের সংশয় এবং আত্ম-পক্ষের সমুচ্ছেদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব রাজ্য ত্যাগ করিতেও আমাদের ইচ্ছা হয় না এবং কুলক্ষয় করিতেও অভিরুচি হয় না। এতদ্বিষয়ে যাহাতে কোন প্রকারে যুদ্ধ করিতে না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে এরূপ চেষ্টা করিয়া যদি অবনতি-দ্বারা শান্তি লাভ করা যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হয়; যেহেতু সেইরূপ শান্তিই গরীয়সী। সান্ত্ববাদ-দ্বারা কোন ফল না দর্শিলে যুদ্ধ ত প্রসিদ্ধই রহিয়াছে; তখন আর পরাক্রম প্রকাশে নিরস্ত থাকা কোন রূপেই উচিত নহে। কিন্তু সান্ত্ব প্রতিহত হইলে অবশ্যই নিদারুণ ব্যাপারের সংঘটন হইয়া থাকে; কুক্কুরদিগের কলহ-কালে পণ্ডিতেরা তাহার বিলক্ষণ উপমার স্থল দৃষ্টি করিয়াছেন। কুক্কুরগণ প্রথমে লাঙ্গুল-চালন, গর্জ্জন, প্রত্যুত্তর প্রদান, চক্রাকারে পরিভ্রমণ, দন্তপ্রদর্শন ও ঘন ঘন চীৎকার ধ্বনি করে, পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। হে কৃষ্ণ! তন্মধ্যে যেটা বলবান্ হয়, সে অন্যকে পরাজয় করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের মধ্যেও অবিকল এইরূপ, কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরন্তু দুর্ব্বলদিগের প্রতি আস্থা ও বিরোধ না করাই বলিষ্ঠদিগের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, কেন না দুর্ব্বল ব্যক্তি সহজেই অবনতি স্বীকার করে। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত, রাজা, বৃদ্ধ ও সর্ব্বথা মাননীয়; অতএব তাঁহার নিকটে সম্মান, পূজা ও অবনতি প্রদর্শন করা আমাদিগের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু হে মাধব! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-স্নেহ অতীব বলবান্; পুত্রের বশীভূত হইয়া তিনি আমাদিগের প্রণিপাত অস্বীকার করিবেন। অতএব অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে তুমি কি উপযুক্ত বিবেচনা কর? কি প্রকারে আমরা ধর্ম্ম ও

অর্থ হইতে পরিচ্যুত না হই? হে মধুসূদন! হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ঈদৃশ বিষমতর অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে আমি তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তির নিকটে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব? তোমার সদৃশ প্রিয়, হিতৈষী, সর্ব্বকর্ম্মের গতিজ্ঞ এবং সর্ব্ব বিষয়ের যথার্থ-সিদ্ধান্তকারী সুহৃদ্ আমাদিগের আর কে আছে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজের এই সকল কথা শুনিয়া জনার্দ্দন তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি আপনাদিগের উভয়েরই প্রয়োজন-সিদ্ধি নিমিত্তে কৌরব সভায় গমন করিব; তথায় আপনকার অভিপ্রেত বিষয় স্থির রাখিয়া যদি শান্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার মহাফলোপধায়ক সুমহৎ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। সন্ধি করিতে পারিলে আমি কোপাবিষ্ট কুরু সৃঞ্জয়দিগকে, পাণ্ডবগণকে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-সকলকে এবং এই সমগ্র ভূমণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কৌরবদিগের সন্নিধানে গমন কর, ইহা কোন প্রকারেই আমার অভিমত নহে। তুমি সদ্যুক্তি করিলেও সুযোধন কদাচ তোমার কথা রক্ষা করিবে না। হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী অসংখ্য ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমবেত রহিয়াছে; অতএব তন্মধ্যে তোমার প্রবেশ করা কোন মতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। হে মাধব! তোমার প্রতি কেহ অনিষ্টাচরণ করিলে আমার রাজ্য ধন বা সুখের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গপুরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অথবা সাক্ষাৎ দেবত্ব পদার্থও কদাপি প্রীতি-জনক হইবে না।

ভগবান্ কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধনের যেরূপ পাপবুদ্ধি, তাহা আমার অবিদিত নাই; তথাপি তাহার নিকটে গমন করিলে আমরা সর্ব্বলোকবর্ত্তী রাজন্যগণ-সন্নিধানে নিন্দা-শূন্য থাকিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সিংহ-সমীপে ইতর পশুবর্গের ন্যায়, যাবতীয় পার্থিবগণ মিলিত হইয়াও আমার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারিবে না। যদি তাহারা আমার প্রতি কোন প্রকার অযুক্ত-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত কুরুকুল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, এইরূপ নিশ্চয় করিতেছি। হে পার্থ! সে স্থলে আমার গমন করা কখনই নিরর্থক হইবে না; যদিও প্রয়োজন-সিদ্ধি না হয়, তথাপি পরিশেষে আর আমাদিগকে পরিবাদগ্রস্ত হইতে হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কৃষ্ণ! তোমার যাহা রুচি হয় কর। সর্ব্বথা কুশলী হইয়া কৌরবগণ-সমীপে গমন করত তাহাদিগকে এরূপ প্রশান্ত কর, যাহাতে আমরা সন্ধিসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া পরস্পর প্রীতমনে কালযাপন করিতে পারি। এক্ষণে প্রার্থনা এই, প্রত্যাগমন সময়ে তোমাকে যেন কৃতকার্য্য ও কল্যাণ-যুক্ত দেখিতে পাই। হে প্রভাব-সম্পন্ন জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের ভ্রাতা অথচ সখা;—আমার ও অর্জ্জুনের তুল্যরূপ প্রিয়; তোমার সহিত আমাদিগের এরূপ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে যে কোন বিষয়েই তোমার প্রতি শঙ্কার সম্ভাবনা নাই; অতএব আমাদিগের মঙ্গল-সাধনার্থে শুভযাত্রা কর। হে কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকেও জান এবং শত্রুদিগকেও জান; যেরূপ প্রয়োজন তাহাও তোমার অগোচর নাই এবং যেরূপ প্রস্তাব করা উচিত তাহাও অবিদিত নাই; অতএব হে কেশব! সান্ত্ববাদই হউক অথবা যুদ্ধের প্রসঙ্গই হউক, যাহা আমাদিগের হিতকর অথচ ধর্ম্মানুযায়ী হইবে, তাহাই সুযোধনের নিকট ব্যক্ত করিবে।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

যুধিষ্ঠিরের বাক্যাবসানে কৃষ্ণ কহিলেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্যও শুনিয়াছি এবং আপনকার কথাও শুনিলাম; শত্রুদিগের এবং আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাও আমার অবিদিত নাই। আপনকার বুদ্ধি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে; তাহাদিগের

মতি কেবল শত্রুতার অনুবর্ত্তন করিতেছে। যুদ্ধ না করিয়া যাহা কিছু লাভ করা যায়, তাহাই আপনকার বহুমত বোধ হইতেছে; কিন্তু হে বিশাম্পতে! সমুদায় আশ্রমীরা বলেন, ক্ষত্রিয় যে ভিক্ষাজীবী হয়, এরূপ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত নহে। বিধাতা সংগ্রামে জয় ও বধের যে বিধান করিয়াছেন, তাহাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম; কৃপণতা প্রকাশ করা তাহার পক্ষে কদাচ প্রশংসার বিষয় নহে। হে মহাবাহো যুধিষ্ঠির! দীনভাব অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয়ের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অতীব দুঃসাধ্য হয়; অতএব হে পরন্তপ! সমুচিত বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক শত্রু নাশ করুন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা অতিমাত্র লুব্ধ হইয়া অনেকানেক বীর পুরুষদিগের সহিত দীর্ঘকাল সহবাস করিয়া নিরতিশয় স্নেহ ও মিত্রতা প্রকাশ-দ্বারা যেরূপ বল-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোন ক্রমেই তাহারা আপনকার সহিত সন্ধি করিবে না। হে বিশাম্পতে! ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি সহায় রহিয়াছেন মনে করিয়া তাহারা আপনাদিগকে অতিশয় বলশালী জ্ঞান করিতেছে; সুতরাং যে পর্য্যন্ত আপনি মৃদুভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট নম্রতা প্রকাশ করিবেন, সে পর্য্যন্ত তাহারা অবশ্যই আপনাকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। হে অরিন্দম! ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা না করুণা-বুদ্ধি, না দীনতা, না ধর্ম্মার্থ-জ্ঞান কিছুতেই আপনকার মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডব! আপনাকে তাদৃশ দুষ্কর কৌপীন ধারণ করাইয়াও তাহারা যে অনুতাপান্বিত হয় নাই, ইহাই সন্ধি না করিবার নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করুন।

হে রাজন্! আপনি এতাদৃশ ধর্ম্ম-পরায়ণ, মৃদু, দান্ত, দানশীল ও ব্রতনিষ্ঠ হইলেও যে ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, ধীমান্ বিদুর, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, প্রধান প্রধান কৌরব-সকল ও নগরস্থ সমুদয় লোকের সাক্ষাতেই আপনাকে কপট-পাশক্রীড়ায় বঞ্চিত করিয়া স্বকীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে নাই, তাদৃশ দুঃশীল, দুরাচার, ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের প্রতি আপনি কদাচ স্নেহ করিবেন না। হে ভারত! আপনকার কথা দূরে থাকুক, তাহারা সকল লোকেরই বধ্য। একবার মনে করিয়া দেখুন দেখি, দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইয়া মহাপ্রহৃষ্ট-মনে আত্ম-শ্লাঘা করিতে করিতে বহুতর অসদৃশ বচনাবলি দ্বারা আপনাকে ও আপনকার সহোদরদিগকে কিরূপ মর্ম্ম-পীড়া প্রদান করিয়াছিল! সে মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছিল "এই পৃথিবী মধ্যে পাণ্ডবদিগের 'এই বস্তু নিজস্ব' এমন কিছুই নাই; এমন কি, ইহাদিগের নাম ও গোত্র পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল; মহাকাল-সহকারে ইহারা অবশ্যই পরাভব প্রাপ্ত হইবে; ইহাদের রাজ্যাঙ্গ এক্ষণে আমার অধিকৃত হইল, সুতরাং ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহার্থে প্রজাগণের সাহায্য অবলম্বন করিবে। আরও দেখুন, দ্যূতক্রীড়া প্রবর্ত্তিত হইলে, পাপমতি দুরাত্মা দুঃশাসন, অনাথার ন্যায় রোরুদ্যমানা দ্রৌপদী দেবীকে কেশে আকর্ষণ পূর্ব্বক রাজসভামধ্যে আনিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির সাক্ষাতেই বারম্বার 'গবাগবী' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল। তৎকালে আপনি ভীমপরাক্রম ভ্রাতৃদিগকে বারণ করিয়া রাখিলেন, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তাহার কিছুই প্রতিক্রিয়া করিতে পারিলেন না। আপনি বনে গমন করিলেও দুর্য্যোধন জ্ঞাতিবর্গমধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ ও অন্যান্যপ্রকার বহুতর কঠোর বাক্যের উক্তি করত শ্লাঘা করিয়াছিল; সে স্থলে যে সকল সৎস্বভাবসম্পন্ন লোক সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাকে নিরপরাধ মনে করিয়া কেবল অশ্রুকণ্ঠে রোদন করত সভামণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন। ব্রাহ্মণ-সকল কি রাজন্যগণ, কেহই তাহার কথায় আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই, বরং সমস্ত সভাসদেরাই তাহাকে নিন্দা করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন মহা-

রাজ! কুলীন ব্যক্তির যে নিন্দা তাহাই বধ; বরং নিন্দা-দূষিত জঘন্য জীবন বহন করা অপেক্ষা একবারে বিনষ্ট হওয়া শতগুণে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গের নিন্দাস্পদ হইয়াও সে যখন লজ্জা বোধ করে নাই, তখন আর তাহার নিহত হইবার অপেক্ষা কি আছে? যাহার চরিত্র ঈদৃশ জঘন্য, তাহাকে বিনষ্ট করা অতি সামান্য কার্য্য। অন্যান্য মূল সকল ছিন্ন হইলে কেবল মধ্যম মূল অবলম্বন দ্বারা যাহার পতন নিরুদ্ধ থাকে, তাদৃশ বৃক্ষের ন্যায় এবং সর্পের ন্যায় ভয়াবহ সেই ক্ষুদ্রাশয় দুর্ম্মতি সকল লোকেরই বধযোগ্য; অতএব হে শত্রুনাশন! তাহাকে বিনষ্ট করুন; তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্র কি ভীষ্মের নিকটে আপনি যে প্রণিপাত স্বীকার করেন, ইহা সর্ব্ব প্রকারেই আপনকার উপযুক্ত এবং আমারও অভিমত; অতএব হে রাজন! আমি তথায় গমন করিয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি যাহাদিগের দ্বিধা ভাব আছে, তাহাদের সকলেরই সংশয় ছেদন করিব; সমবেত রাজমণ্ডলী মধ্যে আপনকার সর্ব্ব-পুরুষ-সাধারণ গুণ-সমূহের এবং তাহারও দোষ-রাশির সংকীর্ত্তন করিব। নানা জনপদেশ্বর ভূপালবর্গ আমার সেই ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবশ্যই আপনাকে ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিবেন এবং দুর্য্যোধন লোভ পরবশ হইয়া যেরূপ দুষ্টাচার করিতেছে তাহাও বুঝিতে পারিবেন। কেবল রাজমণ্ডলী কেন, সমাগত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়-মধ্যে কি জনপদবাসী কি নাগরিক, কি বালক কি বৃদ্ধ, সকলের সাক্ষাতেই আমি দুর্য্যোধনের নিন্দা করিতে থাকিব। আপনি যখন শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন আপনাকে আর কে অধার্ম্মিক বলিবে? কিন্তু মনুষ্য মাত্রেই যাবতীয় কৌরবদিগকে, বিশেষত ধৃতরাষ্ট্রকে ভূরি ভূরি নিন্দা করিবে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! সেই সর্ব্বলোক-বিবর্জ্জিত পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন নিন্দা-নিহত হইলে আপনকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের আর অবশিষ্ট কি থাকিবে? অতএব আমি কুরুমণ্ডলী সমীপে গমন পূর্ব্বক আপনকার অর্থ-হানি না করিয়া সন্ধি করণে সর্ব্বথা যত্নবান্ হইব এবং তাহাদিগের যুদ্ধ-বিষয়িণী প্রবৃত্তি ও যাবতীয় চেষ্টিত অবলোকন করিয়া অচিরেই আপনকার জয়ের নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিব।

হে ভারত! দুর্নিমিত্ত সমুদায়ের যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে শত্রুগণের সহিত যে যুদ্ধ করিতে হইবে ইহা সর্ব্বথাই প্রতীত হইতেছে। দেখুন, সন্ধ্যা সময়ে মৃগ ও বিহঙ্গগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে; প্রধান প্রধান হস্তী ও অশ্ব সকলেতে ঘোর রূপ লক্ষিত হইতেছে এবং হুতাশন বহু প্রকার বিকটতর বর্ণ ধারণ করিতেছে। অতএব হে নরেন্দ্র! মনুষ্য লোকান্তকারী দুরন্ত অন্তকের আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা না হইলে কদাচ এরূপ ঘটিত না। অতএব এই সময়ে আপনকার যোধগণ কৃত নিশ্চয় হইয়া শস্ত্র যন্ত্র কবচ রথ হয় হস্তিপ্রভৃতি সামরিক সামগ্রী সমস্ত সজ্জিত করিয়া অশ্ব গজ ও রথ-সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হউক। হে নরেন্দ্র! সংগ্রাম নিমিত্ত যাহা যাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, আপনি সমগ্ররূপে তৎসমুদায়ের আয়োজন করিয়া রাখুন। হে পাণ্ডবরাজ! দুর্য্যোধন পূর্ব্বে দ্যূত দ্বারা আপনকার যে প্রচুর-সমৃদ্ধিশালী রাজ্যটি হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সে জীবিত থাকিতে কোন প্রকারেই আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে সমর্থ হইবে না।

কৃষ্ণ-বাক্যে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

ভীম কহিলেন, হে মধুসূদন! যাহাতে কুরুদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয় এইরূপ প্রস্তাব করিও; যুদ্ধ প্রসঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে কদাচ ভয় প্রদর্শন করিও না। ক্রোধ-পরবশ, উৎসাহ-সম্পন্ন, কল্যাণ-বিদ্বেষী ও মহাভিমানী দুর্য্যোধনকে কোন প্রকারে উগ্র-

বাক্য বলা উপযুক্ত হইবে না, অতএব সান্ত্ববাদদ্বারাই তাহাকে সান্ত্বনা করিও। হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি স্বভাবত পাপাত্মা, দস্যুনির্ব্বিশেষ-চিত্ত, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, পাণ্ডবদিগের সহিত কৃত-বৈর, অদীর্ঘদর্শী, নিষ্ঠুর, সাধুজনের অবমানকারী, ক্রূর-পরাক্রম, চিরক্রোধী, অবিনীত, পাপমতি ও বঞ্চনা-প্রিয়; যে মূঢ়মতি বরং প্রাণ দিতেও স্বীকৃত হয়, তথাপি স্বমত পরিহার-পূর্ব্বক স্বেচ্ছা ভঙ্গ করিতে কোন প্রকারে সম্মত হয় না; তাদৃশ পামরের সহিত সন্ধি করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সে আপনিও ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না এবং সুহৃদ্বাক্যেরও বশম্বদ হয় না, সুতরাং ধর্ম্মত্যাগী ও মিথ্যা-প্রিয় হইয়া কেবল সুহৃদ্গণের বাক্য ও মনের প্রতি প্রতিঘাত করে মাত্র। তৃণ-দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়াও ভুজঙ্গ যেমন স্বভাবসিদ্ধ খল-স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, সেও সেইরূপ স্বাভাবিক দুষ্টভাব আশ্রয় করত ক্রোধের বশীভূত হইয়া পাপ সংকলন করে।

হে কেশব! দুর্য্যোধনের যত সেনা, যেরূপ শীল, যেমন স্বভাব, যে প্রকার বল ও যাদৃশ পরাক্রম, তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে। দেখ, পূর্ব্বে কৌরবেরা পুত্রাদির সহিত সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্ত থাকিত এবং আমরাও যেন পুরন্দরের অনুজবর্গের ন্যায় সবান্ধবে পরস্পর আহ্লাদ আমোদে কালযাপন করিতাম; কিন্তু হে মধুসূদন! শিশির-বিগমে বন যেমন দাব-দহনে দগ্ধ হইতে থাকে, সেইরূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধ-হুতাশনে এক্ষণে যাবতীয় ভারত বংশ ভস্মীভূত হইবে। হে কৃষ্ণ! যাহারা জ্ঞাতি, সুহৃদ্ ও বান্ধব সমুদায়ের সমুচ্ছেদ করিয়াছিল, পশ্চাদুক্ত সেই অষ্টাদশ নৃপতি সুবিখ্যাত আছে। ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন কাল সমাগত হইলে তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত সমৃদ্ধ অসুরদিগের বংশে যেমন কলির উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইরূপ হৈহয়-বংশে উদ্ধত-স্বভাব উদাবর্ত্ত, নীপবংশে জনমেজয়, তালজঙ্ঘ-বংশে বহুল, ক্রমিবংশে বসু, সুবীর-বংশে অজবিন্দু, সুরাষ্ট্র-বংশে রুষর্দ্ধিক, বলীহ-বংশে অর্কজ, চীন-বংশে ধৌতমূলক, বিদেহ-বংশে হয়গ্রীব, মহৌজস বংশে বরয়ু, সুন্দরবেগ-বংশে বাহু, দীপ্তাক্ষ-বংশে পুরূরবা, চেদিমৎস্য-বংশে সহজ, প্রবীর-বংশে বৃষধ্বজ, চন্দ্রবৎস-বংশে ধারণ, মুকুট-বংশে বিগাহন এবং নন্দিবেগ-বংশে সম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিল। যুগান্ত সময়ে এই সমস্ত কুলনাশন নরাধমেরা যেমন উক্ত কুল-সমূহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেইরূপ উপস্থিত যুগাবসানে কাল-প্রেরিত কুলাঙ্গার দুর্য্যোধনও সাক্ষাৎ পাপের অবতার স্বরূপ হইয়া কুরু-বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব হে উগ্রপরাক্রম! উগ্রতা পরিহার-পূর্ব্বক তাহার নিকটে মৃদুমন্দভাবে, যাহাতে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে, এরূপ অভিলষিত বিষয়ের বাহুল্য-সমন্বিত, ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত ও হিতকর বাক্য বলিও। হে কৃষ্ণ! আমরা নম্রভাব ধারণ করিয়া বরং দুর্য্যোধনের অনুগত হইয়া চলিব, তথাপি আমাদিগের ভরত-বংশের যেন ধ্বংস না হয়। হে বাসুদেব! যাহাতে কৌরবদিগের সহিত কোন বিষয়ের সংস্রব না থাকায় আমাদের পরস্পর উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার না হয়, তোমাকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে; তাহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি বশত যেন কোন প্রকারে কুরুকুলে কুলক্ষয়-নিবন্ধন দোষস্পর্শ না হয়। হে কৃষ্ণ! প্রবীণতম পিতামহ ও অন্যান্য সভাসদবর্গকে কহিবে, সকলে যত্নপর হইয়া দুর্য্যোধনকে প্রশান্ত করুন; ভ্রাতৃগণ মধ্যে সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক। শান্তি বিষয়ে আমি এইরূপ কহিতেছি এবং রাজাও ইহার প্রশংসা করেন; অর্জ্জুনও যুদ্ধার্থী নহেন, কেন না উহাঁর শরীরে বিস্তর দয়া আছে।

ভীম-বাক্যে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পর্ব্বতের লঘুত্ব অথবা পাবকের শীতত্ব যেমন অসম্ভাবিত, সেইরূপ কৃপা-

পরীত ভীমসেনের এই অভুতপূর্ব্ব মার্দ্দবযুক্ত বাক্য শুনিয়া শূরনন্দন শার্ঙ্গধন্বা রামানুজ মহাবাহু কেশব তাঁহারে পরিহাস করিবার উদ্দেশে এবং বায়ু-সংযোগে বহ্নির ন্যায়, প্ররোচনা বাক্যে উত্তেজিত করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! অন্য সময়ে আপনি ত হিংসা-প্রিয় ক্রূরতম ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের বিমর্দ্দনাভিলাষে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে পরন্তপ! ঐ চিন্তায় আপনার নিদ্রা হয় না; আপনি অধোমুখে শয়ন করত জাগরিত থাকিয়াই রাত্রি শেষ করেন; সর্ব্বদা শান্তি-বিরোধী ঘোরতর রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করেন এবং স্বকীয় ক্রোধানলে অহর্নিশ সন্তপ্ত হইয়া সধূম পাবকের ন্যায় অপ্রশান্ত চিত্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যেন অতিশয় ভারার্ত্ত ও দুর্ব্বলের মত একান্তে শয়ন করিয়া থাকেন। যাহারা আপনকার প্রকৃত ভাব না জানে, তাহারা এই সকল অদ্ভুত আচরণ দর্শনে আপনাকে উন্মত্ত বলিয়াই স্থির করে। হে বৃকোদর! কোন মাতঙ্গ নির্ম্মূল বৃক্ষ সকল দলন-পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পদাঘাত করত তৎসমুদায় বক্রীকৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে রূপ শব্দ করে, আপনিও কখন কখন সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হন। হে পাণ্ডব! লোকের সহিত সংসর্গ বা সমালাপ করিতে আপনকার অভিরতি হয় না; কেবল নির্জ্জনে একান্তে অবস্থিতি করিতেই ভাল লাগে। কি দিন, কি যামিনী, সর্ব্ব সময়েই নির্জ্জনে অবস্থান ব্যতীত অন্য কিছু আপনার প্রীতির বিষয় হয় না। হে ভীম! আপনি একান্তে আসীন হইয়া কোন কোন সময়ে অকস্মাৎ হাস্য বা রোদন করিতে করিতে জানু-দ্বয়োপরি মস্তক অবলম্বন-পূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; আবার সহসা ভ্রূকুটি বন্ধন ও ওষ্ঠ-দ্বয় দংশন করিতে করিতে বিকটভাবে বারম্বার দৃষ্টি বিক্ষেপ করেন। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল ক্রোধের অনুভাব মাত্র।

হে পরন্তপ! পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণ-মধ্যে আপনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, "ভানুমান্ সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্গত করিতে দৃষ্ট হন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কোন কালে তাহার ব্যতিক্রম হয় না, আমি সেইরূপ সত্য করিয়া বলিতেছি, অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া এই গদা-দ্বারা তাহাকে নিহত করিব, কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনার সেই বুদ্ধি অদ্য শান্তি বিষয়ে প্রধাবিতা হইতেছে। অহো ভীম! যখন আপনাকেও ভয় আশ্রয় করিতেছে, তখন ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মনের ভাব সমুদায় বিপরীত হইয়া পড়ে। অহো পার্থ! আপনি কি জাগরিত, কি নিদ্রিত, সর্ব্বাবস্থাতেই বিপরীত নিমিত্ত-সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, বোধ হয়, তাহাতেই আপনার শান্তি কামনা হইতেছে। হা! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনাতে কিছুমাত্র পুরুষকারের আশংসা করিতেছেন না। আপনি মোহে অভিভূত হইয়াছেন, তাহাতেই আপনার মন এরূপ বিকৃত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আপনকার হৃদয় কম্পিত হয়; আপনকার চিত্ত বিষাদ যুক্ত হয়; আপনি ঊরু স্তম্ভ দ্বারা আক্রান্ত হন, তাহাতেই প্রশান্তি ইচ্ছা করেন। হে পার্থ! মানবীয় চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; বাতবেগ-প্রচালিত শাল্মলিবীজের ন্যায়, উহা কখন চঞ্চল কখন বা স্থির হইয়া থাকে। গো-সকলের মানুষী বাণীর ন্যায় আপনার এই অসম্ভাবিত নিন্দিত বুদ্ধি দর্শনে পাণ্ডু-পুত্রেরা নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইতেছেন; তাঁহাদিগের চিত্তভূমি যেন উড়ুপ-বিহীন হইয়া বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে ভীমসেন! আপনার ঈদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে আমার অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে। যেমন শৈলের সঞ্চরণ অসম্ভব, আপনকার

মুখ হইতে এরূপ বাক্য নিঃসরণ হওয়াও সেইরূপ অসঙ্গত। অতএব হে ভারত! আপনি যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যে সমস্ত অলৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎসমুদায় পর্য্যালোচন করিয়া উৎসাহ-সম্পন্ন হউন। হে বীর! বিষাদ পরিহার-পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করুন। হে অরিন্দম! ভবাদৃশ অসম-শৌর্য্যশালী ব্যক্তির এরূপ গ্লানিযুক্ত হওয়া কদাচ উপযুক্ত নহে। ক্ষত্রিয়েরা স্বকীয় প্রতাপ-দ্বারা যাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা আর তাহা-দিগের যথার্থ উপভোগের বিষয় হয় না।

কৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নিত্যক্রোধী, অসহনশীল ভীমসেন বাসুদেবের উক্ত রূপ বাক্য শ্রবণে সদশ্বের ন্যায় তৎক্ষণ মাত্র উত্তেজিত ও প্রত্যুত্তর প্রদানে সত্বর হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে অচ্যুত! আমি এক প্রকার অনুষ্ঠানের মানস করিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে আর এক প্রকার বিবেচনা করি-তেছ! সংগ্রামে আমার যে নিরতিশয় প্রীতি আছে এবং আমার পরাক্রম যে কখন মিথ্যা হয় না, দীর্ঘকাল একত্র সহবাস করায় তুমি অবশ্যই আ-মার তাদৃশ সত্ত্ব জানিতে পার; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল জানিয়া শুনিয়াও যেন অনভিজ্ঞের ন্যায় প্লবহীন হ্রদ-মধ্যে ভাসমান হইতেছ এবং সেই নিমিত্তই আমাকে ঈদৃশ অযুক্ত-বাক্য দ্বারা ভর্ৎসনা করিতেছ। হে মাধব! ভীমসেনের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার মত এতাদৃশ অপ্রতিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়? তুমি যে আমার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পার নাই এই নিমিত্তই আমাকে আপনার অসাধারণ পৌরুষ ও পরাক্রমের কথা ব্যক্ত করিতে হইল। আপন মুখে আপনার প্রশংসা করা সর্ব্বথাই গর্হিত কর্ম্ম সন্দেহ নাই, কিন্তু কি করি তোমার অতি-শয় ভৎসনা বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া আত্মবলের পরিচয় না দিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। হে কৃষ্ণ! অখিল প্রজাপুঞ্জের উৎপত্তি স্থান ও আধারভূত এই যে অচল, অসীম ও অনন্ত ভূলোক ও দ্যুলোক অবলোকন করিতেছ, যদ্যপি স্যাৎ ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শিলাদ্বয়ের ন্যায় সহসা মিলিত হইয়া যায়, তাহা হইলেও আমি বাহু-যুগল দ্বারা এই সচরাচর লোকদ্বয়কে নিগৃহীত করিতে পারি। প্রকাণ্ড পরিঘ-যুগলের ন্যায় আমার এই ভুজ-দ্বয়ের মধ্যভাগে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ; ইহাতে পতিত হইয়া পরিত্রাণ পায়, এই সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে এমন মনুষ্যই আমি দেখিতে পাই না। আমি কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে, গিরিরাজ হিমালয়, অপার জলনিধি, অথবা বজ্র-ধারী স্বয়ং পুরন্দর, ইহাঁরাও বল প্রকাশ করিয়া আমার হস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন না। হে অচ্যুত! পাণ্ডবদিগের প্রতি আততায়ী, সমরযোগ্য ক্ষত্রিয় সকলকে ভূতলে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া আমি অনায়াসেই পাদতলে নিষ্পেষণ করিতে থা-কিব। হে জনার্দ্দন! পূর্ব্বে রাজন্যবর্গকে পরাজয়-পূর্ব্বক যে রূপে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই; তদ্দ্বারাই তুমি আমার বিক্রমের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছ। অথবা যদি উত্থানশীল প্রভাকরের দেদীপ্যমান প্রভা-নিকরের ন্যায় আমার প্রচণ্ডতর প্রতাপপুঞ্জের বিষয় অব-গত হইয়া না থাক, তবে সেই ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম-সময়ে তাহা বোধগম্য করিতে পারিবে। দুর্গন্ধ-যুক্ত ব্রণ স্থান উদ্ঘাটনের ন্যায় তুমি আ-মাকে ঈদৃশ কর্কশ বাক্য-সহকারে তিরস্কার করি-তেছ বটে, কিন্তু আমি আপন মতি অনুসারে তো-মাকে এই যে কথা বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমাকে অধিক করিয়া জান। যে দিন সেই লো-কান্তকারী সঙ্কট যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইবে, সেই দিনেই সকল সম্যক্ রূপে দেখিতে পাইবে। কেবল তুমি

কেন ? সকল লোকেই দেখিবে, আমি কখন গজারোহী, রথী ও অশ্ববারদিগকে দূরে নিংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিতেছি, কখন অসীম রোষভরে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ মহা মহা বীরগণকে সংহার দশায় উপনীত করিতেছি, কখন বা প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকে বিকর্ষণ করিতেছি। হে মধুসূদন! আমার মজ্জা-প্রভৃতি দেহসার-সমস্তও অবসন্ন হয় নাই এবং চিত্তও উৎকম্পিত হয় নাই; যদি সর্ব্বলোক সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার বিরুদ্ধে আগমন করে, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না। তবে কৃপাপর হইবার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, কেবল সৌহৃদ্য প্রকাশ করা মাত্র। আমাদিগের ভরতবংশের যেন ধ্বংস না হয়, এই ইচ্ছাতেই কৃপা করিয়া সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছি।

ভীম-বাক্যে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, আপনকার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তই আমি প্রণয়-হেতু ইহা বলিয়াছিলাম, নতুবা ভৎর্সনা, পাণ্ডিত্য, ক্রোধ কি বলিবার ইচ্ছা-হেতু বলি নাই। আপনকার যেরূপ মাহাত্ম্য, যাদৃশ পরাক্রম ও যে প্রকার কর্ম্ম, তাহা সকলই আমার বিদিত আছে; অতএব সে নিমিত্ত আপনাকে তিরস্কার করিতেছি না। হে পাণ্ডব! আপনি আপনাতে যাদৃশ কল্যাণের সম্ভাবনা করিতেছেন, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ মঙ্গলের আশংসা করিতেছি। হে ভীম! সর্ব্ব-রাজগণ-পূজিত যেরূপ সমুন্নত-বংশে আপনকার জন্ম হইয়াছে, আপনি বন্ধু, বান্ধব ও সুহৃদ্বর্গের সহিত সর্ব্বাংশেই তাহার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে বৃকোদর! দেব ও মানুষ সম্বন্ধীয় সন্দেহাস্পদ ধর্ম্ম নিরূপণ করিবার অভিলাষী হইয়া মনুষ্যেরা একতর নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না; কেন না যাহা পুরুষের অর্থসিদ্ধির হেতু হয়, তাহাই আবার তাহার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে; অতএব পুরুষের কর্ম্ম সর্ব্বথাই সন্দিগ্ধ। দোষদর্শী বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ম্মের এক প্রকার গতি স্থির করেন, কিন্তু সমীরণ-বেগের ন্যায় তাহা অন্যথা পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে। মনুষ্যকৃত কর্ম্ম সম্যক্ ন্যায়োপপন্ন, সুবিচারিত ও সুনীতিসম্পাদিত হইলেও দৈব-কর্ত্তৃক ব্যাহত হয়, আবার শীত উষ্ণ বর্ষা ক্ষুধা পিপাসা-প্রভৃতি অননুষ্ঠিত দৈব কর্ম্মও পৌরুষ-সহকারে বিফল হইয়া পড়ে। যাহা ফলভোগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভিন্ন পুরুষ স্বয়ং যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাতেও তাহাকে বদ্ধ থাকিতে হয় না; কেন না তদ্বিষয়ে 'জ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা সঞ্চিত পাপের নাশ হয়' এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-সিদ্ধ প্রমাণ আছে। অতএব হে পাণ্ডব! কর্ম্ম ব্যতীত লোকযাত্রা নির্ব্বাহের আর অন্য গতি নাই। পরন্তু দৈবকর্ম্ম ও পৌরুষ কর্ম্ম উভয়ের সমন্বয়ে ফল সিদ্ধি হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার অসিদ্ধি-পক্ষেও ব্যথা নাই, সিদ্ধি-পক্ষেও আহ্লাদ নাই। হে ভীমসেন! তদ্বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়ই আমার বিবক্ষিত ছিল; শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিলে একান্তই সিদ্ধি-লাভ হইবে, ইহা বক্তব্য ছিল না। অপিচ মানসিক ভাবের বিপর্য্যয় হইলে একবারে তেজোহীন হইয়া বিষণ্ন ও গ্লানি প্রাপ্ত হওয়া উচিত নহে, এ নিমিত্তেও আমি আপনাকে ঐ সকল কথা বলিয়াছি। হে পাণ্ডব! কল্য ধৃতরাষ্ট্র-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক আপনাদিগের অর্থ হানি না করাইয়া শান্তি-সংস্থাপন নিমিত্তই সর্ব্বথা যত্নবান্ হইব। যদি তাহারা সন্ধি করে, তাহা হইলে আমারও অনন্ত কীর্ত্তি, আপনাদিগেরও অভীষ্টসিদ্ধি এবং তাহাদিগেরও অনুত্তম মঙ্গল লাভ হইবে; কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেই অবোধ কৌরবেরা মদীয় বাক্য অবহেলন-পূর্ব্বক স্বমত রক্ষার্থেই অভিনিবিষ্ট হয়, তবে অবশ্যই ঘোরতর সমর কার্য্যের অনুষ্ঠান

হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভীমসেন! ঐ যুদ্ধে আপনকার উপরেই সমস্ত ভার নিহিত রহিয়াছে। আপনি ও অর্জ্জুন উভয়েই সেই ভার ধারণ করিয়া অন্যান্য যোধগণকে বহন করিতে বাধ্য হইবেন; কেন না যুদ্ধ হইলে আমাকে অর্জ্জুনের সারথি হইতে হইবে; আমি সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হই ইহাই ধনঞ্জয়ের কামনা, নতুবা আমার যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই এমন নহে। অতএব হে বৃকোদর! আপনকার ক্লীব-তুল্য বাক্যে সম্ভাষণ করাতে মতির প্রতি আশঙ্কা করিয়া আমি প্রভা-হীন তেজঃপুঞ্জ পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম।

কৃষ্ণ-বাক্যে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমার যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা ধর্ম্মরাজই বলিয়াছেন; পরন্তু তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, তুমি ধৃতরাষ্ট্রের লোভ বশতই হউক অথবা আমাদিগের উপস্থিত দীনতা জন্যই হউক, শান্তি হওয়া কদাচ সুসাধ্য জ্ঞান করিতেছ না। অপিচ তুমি ইহাও মানিতেছ যে, পরাক্রম প্রকাশ না করিলে পুরুষের সকলই নিষ্ফল হয়; পুরুষকার ব্যতীত কোন কর্ম্মও হইতে পারে না এবং তজ্জন্য কোন ফলোদয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। এইরূপ মনে করিয়া তুমি যে সকল কথার উল্লেখ করিলে, তাহা যথার্থই হইবে সংশয় কি? কিন্তু সচরাচর অবিকল সেই রূপই ঘটিয়া থাকে, ইহা কোন মতে স্বীকার করা যায় না। কোন বস্তুকেই এককালে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। হে প্রভো! তুমি আমাদিগের অবসাদ-জনক এই বিষমতর. ক্লেশ দর্শনে সন্ধিবন্ধন হওয়া দুষ্কর জ্ঞান করিতেছ বটে, কিন্তু আমাদিগের কষ্টে যাহাদের কোন ফলোদয় নাই, সেই শকুনি দুঃশাসন কর্ণপ্রভৃতি দুর্ম্মতিগণের কর্ম্মেই আমাদিগকে এই কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে; সুতরাং সম্যক্ রূপে সন্ধিপ্রস্তাব সম্পাদিত হইলে অবশ্যই সফল হইতে পারে। অতএব হে কৃষ্ণ! যাহাতে শত্রুবর্গের সহিত সন্ধিবন্ধন হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই যত্ন কর। হে বীর জনার্দ্দন! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সুর ও অসুর উভয় বর্গেরই সখা, সেইরূপ পাণ্ডব ও কুরুদিগের মধ্যে তুমিই আমাদের প্রধান সুহৃদ্। অতএব হে মধুসূদন! কুরু পাণ্ডবদিগের মানস-জ্বর নিরাকরণপূর্ব্বক শান্তি-সুখের সংস্থাপন কর। আমার বোধ হইতেছে, আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করা তোমার কদাচ দুষ্কর হইবে না, চেষ্টা করিলে অবশ্যই সুসিদ্ধ হইবে। চেষ্টাই বা আর কি? একবার গমন মাত্রেই তুমি আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রতি যদি অন্য প্রকার আচরণ করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে তোমার স্বেচ্ছানুসারেই তাহা নিষ্পন্ন হইবে। ফলত, তাহাদের সহিত আমাদিগের সন্ধিই হউক অথবা তোমার অভিপ্রেত যুদ্ধ করিতেই হউক, সুবিচার-সহকারে তুমি যেরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিবে, তাহাই আমাদিগের গুরুতর ও সর্ব্বথা আদরণীয়। হে মধুসূদন! সেই দুষ্টাত্মা যখন ধর্ম্ম-নন্দনের সুখৈশ্বর্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কোন ধর্ম্মানুগত উপায়ের অসদ্ভাবে কপট পাশক্রীড়ারূপ নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত রাজ্যধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে, তখন তাহাকে সপুত্র-বন্ধু-বান্ধবে বিনষ্ট করাও কোন প্রকারে অনুচিত হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়-কুলে এমন কোন্ ধনুর্দ্ধারী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ব্যক্তি যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া প্রাণবিয়োগ-স্থলেও পরাঙ্মুখ হইতে পারে? হে যদুপতে! সুযোধন যখন আমাদিগকে অধর্ম্মে পরাজিত ও বনে প্রব্রজিত করিয়াছে, তখনই আমার বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব হে কৃষ্ণ! তুমি মিত্রের নিমিত্ত সম্প্রতি যেরূপ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করিতেছ, ইহা বিচিত্র নহে। নিতান্ত মৃদুভাব কি ঐকান্তিক উগ্রতা অবলম্বন করিলেই বা কিরূপে

উত্তম কার্য্য হইতে পারে? অথবা যদি তোমার মতে তাহাদিগের এখনই বধ করা শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, তুমি তাহাই অবিলম্বে নিষ্পন্ন কর, তাহাতে কিছুমাত্র বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে মাধব! পাপবুদ্ধি দুর্য্যোধন দ্রৌপদীরে সভা-মধ্যে আনয়ন করিয়া যাদৃশ ক্লেশ দিয়াছিল এবং তাহার সেই অত্যাচার যেরূপে সহ্য করা হইয়াছিল, তাহা সকলই তোমার বিদিত আছে; অতএব হে মাধব! সে যে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের প্রতি সম্যক্ ন্যায়ানুসারে চলিবে, ইহা কখনই আমার বুদ্ধিতে আইসে না; বরং ইহাই বোধ হইতেছে যে, উষর ভূমিতে বীজ-বপনের ন্যায় তাহা নিতান্তই নিষ্ফল হইবে। অতএব হে বৃষ্ণিনন্দন! সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের হিতসাধন ও অনন্তর কর্ত্তব্য বিষয়ে যাহা তোমার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান কর।

অর্জ্জুন-বাক্যে অষ্ট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হইবে; আমি কুরু ও পাণ্ডব উভয় বর্গেরই কল্যাণ-প্রতিপাদনে সমুৎসুক হইব; কিন্তু হে অর্জ্জুন! দৈব ও মানবীয় উভয় প্রকার কর্ম্মের সদ্ভাবেই ইহা সম্পূর্ণ রূপে আমার আয়ত্ত। দেখ, মানুষ-কর্ম্মসহকারে ক্ষেত্র সকল রসবৎ ও পরিশোধিত হইলেও দৈবকৃত বর্ষণ-ব্যতীত তৎসমুদায়ে কদাপি ফল-নিষ্পত্তি হয় না। তদ্বিষয়ে কেহ কেহ যত্ন-সম্পাদিত বারিসেক পর্য্যন্ত পৌরুষের কথা বলিতে পারেন, কিন্তু জল-সেচন করিলেও দৈববিড়ম্বনায় শুষ্ক হওয়াও নিঃসন্দেহ দেখিতে পান। অতএব ইহাই নিশ্চয় করিয়া মহাত্মা পণ্ডিতগণ ‘দৈব কর্ম্ম ও মানুষ কর্ম্ম উভয়েতেই লোক-হিতকার্য্য সংযুক্ত রহিয়াছে’ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমিও পুরুষকারে যত দূর হইতে পারে তাহা করিব; কিন্তু

হইব না। হে পার্থ! সেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন একে ত ধর্ম্ম-ভয় ও লোক-ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যদৃচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও তথাবিধ পাপকর্ম্ম জন্য কিছুমাত্র সন্তপ্ত হয় না, তাহাতে আবার শকুনি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন-প্রভৃতি দুষ্ট মন্ত্রিগণ নিয়তই তাহার সেই পাপিষ্ঠ-বুদ্ধির বর্দ্ধন করিতেছে; সুতরাং সপরিবারে বিনষ্ট হওয়া ব্যতিরেকে সে যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া শান্তি-বিধানে সম্মত হইবে, ইহা কোন প্রকারেই আমার বোধগম্য হয় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অবনতি-দ্বারা আপন রাজ্য পরিত্যাগের ইচ্ছা করিতেছেন না এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনও যাচ্যমান হইয়া তাহা কদাচ প্রত্যর্পণ করিবে না; সুতরাং তাহার নিকটে ধর্ম্মরাজের অনুশাসন বাক্য ব্যক্ত করাই আমার অনুচিত বোধ হইতেছে। হে ভারত! ধর্ম্মরাজ যে প্রয়োজনের কথা বলিয়া দিলেন, পাপাত্মা দুর্য্যোধন তৎসমুদায় কদাচ নিষ্পন্ন করিবে না। কিন্তু তাহা না করিলেই সে সকল লোকের বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভারত! সেই দুরাত্মা তোমাদিগের কৌমার কালে যখন সর্ব্বদা অনিষ্টচেষ্টা করিয়াছে এবং পরেও যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া নিষ্ঠুরতর উপায়-দ্বারা তাঁহার রাজ্য লোপ করিয়াছে, তখন আমার ত নিশ্চয়ই বধার্হ হইয়া রহিয়াছে, অধিকন্তু উপস্থিত পাপাচরণ নিমিত্ত সম্প্রতি ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত মানবেরই বিনাশাস্পদ হইবে।

হে কৌন্তেয়! যাহাতে তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হয়, তদ্বিষয়ে দুর্য্যোধন বিস্তর যত্ন পাইয়াছিল; পরন্তু তাহার সেই পাপময় অভিসন্ধি আমি কদাপি গ্রাহ্য করি নাই। হে মহাবাহো! তাহার যেরূপ মত তাহাও তুমি জান এবং আমি যে ধর্ম্মরাজের প্রিয়কার্য্য সাধনেই নিরত রহিয়াছি, তাহাও তোমার বিদিত আছে। অতএব তাহার দুর্ম্মতি এবং আপনার অভিপ্রায় বিলক্ষণ রূপে জানিয়া শুনিয়াও তুমি

এরূপ আশঙ্কা করিতেছ? বিশেষত, ভূভার-হরণার্থে স্বর্গ হইতে দেবতাদিগের অবতরণ-রূপ যে দিব্য বিধান আছে, তাহাও তোমার অগোচর নাই; অতএব হে পার্থ! শত্রুদিগের সহিত বিধিবিহিত সন্ধি-বন্ধন কি প্রকারে হইতে পারে? তবে আমা হইতে বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা যত দূর হওয়া সম্ভব, তাহা অবশ্যই আমি করিব, কিন্তু তাহাদিগের সহিত যে সন্ধি করিতে সমর্থ হইব, এরূপ আশা করিতে পারি না। গত সংবৎসরে গো-হরণ সময়ে সে সেইরূপ নিপীড়িত হইলে, ভীষ্ম পথি-মধ্যে তাহারে কি এই শান্তির কথা বলেন নাই? তিনি যাচ্ঞা করিলেও সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। ফলত তুমি যখন তাহাদিগকে বধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, তখনই তাহারা পরাভূত হইয়াছে। সুযোধন এক ক্ষণের নিমিত্তেও লেশ মাত্র তুষ্ট না হউক, তথাপি ধর্ম্মরাজের শাসন আমাকে সর্ব্বথাই প্রতিপালন করিতে হইবে এবং সেই দুরাত্মার পাপ-কর্ম্মও পুনর্ব্বার পর্য্যালোচন করিতে হইবে।

কৃষ্ণ-বাক্যে একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

নকুল কহিলেন, হে মাধব! ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ স্বভাবসিদ্ধ বদান্যতা-গুণের অনুবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত বহুবিধ বাক্যের উল্লেখ করিলেন, তাহাও আপনি শুনিলেন এবং ভীমসেন ও ধনঞ্জয় রাজার মতানুসারে যেরূপ শান্তি ও বাহুবীর্য্য, উভয়েরই প্রসঙ্গ করিলেন, তাহাও অবগত হইলেন এবং আপনার মতও পুনঃপুন প্রকটিত করিলেন; কিন্তু হে পুরুষোত্তম! অগ্রে শত্রুদিগের মত শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ এ সমুদয় অতিক্রম-পূর্ব্বক সময়ানুসারে যাহা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই করিবেন। হে শত্রু-দমন কেশব! বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত অনুসারেই মতস্থির করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনুষ্য সমুচিত কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে। এক সময়ে কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হয়, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া পড়ে। ফলত পৃথিবীর সকল মনুষ্যই অনিত্য-মতি;—চিরকাল একরূপ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এমন লোক অপ্রসিদ্ধ। হে কৃষ্ণ! দেখুন, যৎকালে আমরা বনবাসে অদৃশ্য ছিলাম, তখন আমাদিগের এক প্রকার বুদ্ধি ছিল, কিন্তু এখন দৃশ্য হইয়া সে বুদ্ধির অন্যথা হইয়াছে। রাজ্যের প্রতি সম্প্রতি আমাদের যেরূপ আদর হইতেছে, বনবাস সময়ে কখনই সেরূপ হয় নাই। হে জনার্দ্দন! এই দেখুন, আমরা বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া আমাদিগের সাহায্যার্থে এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা আপনকার প্রসাদে সমাগত হইয়াছে। অচিন্ত্য বল-পৌরুষশালী এই সমস্ত পুরুষসিংহদিগকে সমর-স্থলে শস্ত্র ধারণ করিতে দেখিলে কোন্ ব্যক্তি ভয়-পীড়িত না হইবে? অতএব হে পুরুষ-সত্তম! আপনি কুরুমণ্ডলী-মধ্যে গমন করিয়া প্রথমে সান্ত্ববাদ এবং পশ্চাৎ ভয়-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এরূপে বাক্য-প্রয়োগ করিবেন যাহাতে সেই মন্দমতি সুযোধন ভয়-বিচলিত না হয়। হে কেশব! দেখুন, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অপরাজিত অর্জ্জুন, সহদেব, আমি, আপনি, বলদেব, মহাবীর্য্য সাত্যকি, মহাবাহু মৎস্যরাজ, অমাত্য-সহ পাঞ্চালেশ্বর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিক্রম-শালী কাশিরাজ, চেদিপতি ধৃষ্টকেতু-প্রভৃতি বীর পুরুষেরা সমরে প্রবৃত্ত হইলে, মাংসশোণিতধারী কোন্ মনুষ্য আমাদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারিবে? অতএব হে মহাবাহো! আপনি তথায় গমন মাত্রেই ধর্ম্মরাজের অভিলষিত বিষয় সম্পূর্ণ রূপে সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। হে অনঘ! আপনকার উক্ত হিতবাক্য-সমস্ত অন্য কেহ বুঝিতে পারুক না পারুক, অন্তত বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বাহ্লিক, ইঁহারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন এবং তদনুসারে অনুনয় বিনয়-দ্বারা জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রকে এবং সহামাত্য দুরাচার দুর্য্যোধনকেও তাহা বুঝাই-

তে পারিবেন। হে জনার্দ্দন! আপনি বক্তা এবং বিদুর শ্রোতা হইলে আপনারা কোন্ বিশৃঙ্খল বিষয়কে সুশৃঙ্খল করিতে না পারেন?

নকুল-বাক্যে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮০

সহদেব কহিলেন, হে অরিন্দম! ধর্ম্মরাজ যে কথার উল্লেখ করিলেন, যদিও তাহা সনাতন ধর্ম্মানুযায়ী বটে, তথাপি যাহাতে যুদ্ধ হয়, তাহাই আপনাকে করিতে হইবে। হে দাশার্হ! যদি কৌরবেরা আপনা হইতেই পাণ্ডবদিগের সহিত শান্তি ইচ্ছা করে, তথাপি তাহাদিগকে আমাদের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। হে কৃষ্ণ! দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে সেইরূপে সভাস্থলে আনয়ন করিতে দেখিয়া, সুযোধনের সংহার ব্যতীত কি প্রকারে তাহার প্রতি আমার ক্রোধের শান্তি হইতে পারে? ভীমার্জ্জুন ও ধর্ম্মরাজ যদিচ ধর্ম্মানুসারেই চলিতে চাহেন, তথাপি আমি সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামে তাহার সহিত কেবল যুদ্ধ করিতেই আগ্রহান্বিত হইতেছি।

সাত্যকি কহিলেন, হে মহাবাহো! মহামতি সহদেব যথার্থই বলিয়াছেন; সুযোধনের প্রতি আমারও যে কোপ আছে, তাহাকে বিনষ্ট করিলেই সে কোপের শান্তি হইতে পারে। অরণ্য-মধ্যে পাণ্ডবদিগকে চীরাজিনধারী ও বহুতর-দুঃখ-পরীত দৃষ্টি করিয়া আপনারও যাদৃশ ক্রোধোদয় হইয়াছিল, তাহা কি আপনার স্মরণ হয় না? অতএব হে পুরুষোত্তম! রণ-কর্কশ বীরবর মাদ্রীপুত্র যে কথার প্রসঙ্গ করিলেন, সমগ্র যোধগণেরও তাহাতেই সম্মতি আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহামতি সাত্যকি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, সর্ব্বদিক্ হইতেই সৈনিকদিগেরই ঘোরতর সিংহনাদ হইতে লাগিল; সকলেই "সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা করিতে থাকিল এবং সকলেই সমরোৎসাহ প্রকাশ করিয়া তাঁহারে অতিশয় আহ্লাদিত করিয়া তুলিল।

সহদেব-বাক্যে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮১॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অতি কৃষ্ণ বর্ণ ও সুদীর্ঘ কেশ ধারিণী দ্রুপদনন্দিনী যশস্বিনী কৃষ্ণা মহারথ সহদেব ও সাত্যকির উক্তরূপ প্রস্তাবে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রস্তাবিত ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ও হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশেষত ভীমসেনকে শান্তি-সমুৎসুখ দেখিয়া অত্যন্ত দুর্ম্মনায়মানা ও শোকাকুলা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রোদন করিতে করিতে আসন-সমাসীন দাশার্হ কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো ধর্ম্মজ্ঞ মধুসূদন জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র পুত্র অমাত্য-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রতারণা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে যে রূপে সুখভ্রংশিত করিয়াছে, তাহাও তোমার বিদিত আছে এবং সঞ্জয় এখানে আগমন করিলে রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া অগ্রে আপনার যে রূপ মন্ত্রণা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, পরে বিদায় কালে তাহাকে যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তোমার সুগোচর আছে। হে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন কেশব! তিনি দুর্য্যোধন ও তাহার সুহৃদ্বর্গকে বলিবার নিমিত্ত এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, যে আমাদিগকে অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অবশিষ্ট কোন একখানি গ্রাম, এই পাঁচ খানি গ্রাম প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু হে কৃষ্ণ! সুযোধন সন্ধিপ্রার্থনাকারী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া গ্রাহ্য করিল না। অতএব হে জনার্দ্দন! যদি বিনা রাজ্য-প্রদানে দুর্য্যোধন সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সেখানে গমন-পূর্ব্বক কোন ক্রমে তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত হইয়া অবশ্যই সেই ক্রোধভূয়িষ্ঠ ভয়ঙ্কর কৌরব সৈন্যের প্রতিকূলে অবস্থিত

হইতে পারিবেন। হে মধুসূদন! যখন সাম বা দান-দ্বারা তাহাদিগের নিকট কোন অর্থই সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন আর তাহাদের প্রতি কৃপা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে? হে কৃষ্ণ! যাহারা সাম বা দান-দ্বারা উপশান্ত না হয়, সেই সকল শত্রুর প্রতি জীবিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির দণ্ড প্রয়োগ করাই যথার্থ কর্ত্তব্য। অতএব হে মহাবাহো অচ্যুত! সসৈন্য পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইয়া তোমারও কৌরবগণের উপরে অবিলম্বে মহাদণ্ড নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। হে কৃষ্ণ! একর্ম্ম পাণ্ডুপুত্রগণেরও উপযুক্ত এবং তোমারও যশস্কর, বিশেষত ইহা নিষ্পন্ন করিতে পারিলে ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে অতীব সুখাবহ হয়; কেন না ক্ষত্রিয়ই হউক বা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অক্ষত্রিয়ই হউক, লোভ-পরায়ণ হইলে তাহাকে নিহত করা স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়জনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পরন্তু ব্রাহ্মণ সর্ব্ব পাপে অবস্থিত হইলেও কোন প্রকারে বধার্হ হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্ব বর্ণের গুরু এবং দানীয় দ্রব্য সকলের অগ্রভোজী। হে জনার্দ্দন! অবধ্যকে বধ করিলে যাদৃশ দোষের সম্ভাবনা, বধ্যের অবধেও যে তাদৃশ দোষের আস্পদ হইতে হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব যাহাতে সেই দোষ তোমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, সসৈনিক সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবদিগের সহিত একবাক্য হইয়া তুমি তাহারই বিধান কর।

হে কেশব! তোমার নিকটে আমার কোন বিষয়ই গোপন করিবার নাই, যখন যাহা বলিতে হইয়াছে তাহাই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছি; এক্ষণে পুনরুক্ত হইলেও বিশ্বাস-হেতুক তোমারে আরও কতকগুলি কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেখ দেখি, এই পৃথিবী-মধ্যে আমার মত হতভাগিনী সীমন্তিনী আর কে আছে? হে কৃষ্ণ! আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা, বেদীমধ্য হইতে উৎপন্না, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয় সখী। আজমীঢ়-কুলে পরিণীতা হইয়া আমি মহাত্মা পাণ্ডুরাজের স্নুষা এবং পঞ্চ-বাসব-সম-তেজস্বী পাণ্ডুপুত্রগণের মহিষী হইয়াছি। ঐ পঞ্চ বীরের ঔরসে আমার পাঁচটি মহারথ পুত্র হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! অভিমন্যু তোমার যাদৃশ স্নেহভাজন, আমার পুত্রেরাও ধর্ম্মত তোমার সেইরূপ প্রীতি-পাত্র। হে কেশব! এতাদৃশ সৌভাগ্য-লক্ষণবতী হইয়াও আমাকে, তুমি জীবিত থাকিতে, পাণ্ডুপুত্রগণের সাক্ষাতেই সভায় আনীতা হইয়া কেশগ্রহাদি-জনিত অশেষবিধ দুঃসহ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে! পাণ্ডবগণ এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা জীবিত থাকিতেও আমি সভা-মধ্যে থাকিয়া দুষ্টমতি পাপিষ্ঠগণের দাসী হইয়াছিলাম! তাহা দেখিয়াও যখন পাণ্ডতনয়েরা রোষ-শূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন আমি 'হে গোবিন্দ! আমারে পরিত্রাণ কর' এই বলিয়া মনে মনে কেবল তোমাকেই চিন্তা করিয়াছিলাম। হে কেশব! অনন্তর যৎকালে শ্বশুর মহাশয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে বলিলেন "পাঞ্চালি! তুমি আমার বহুমতা ও বর-প্রদান-যোগ্যা; অতএব বর প্রার্থনা কর" তখন আমি 'পাণ্ডবদিগের দাসত্ব না থাকে এবং তাঁহারা আপন আপন শোভন রথ ও আয়ুধ সমস্ত পুনরায় প্রাপ্ত হন, ইহাই আমার প্রার্থনা' এই কথা বলিলে সকলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া বনবাসার্থে প্রস্থান করিয়াছিলেন। অতএব হে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন! আমার এবম্বিধ দুঃখ-সমূহের বিষয় তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে পতি, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত আমারে পরিত্রাণ কর।

হে কৃষ্ণ! আমি ধর্ম্মত ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্রবধূ; কিন্তু তাঁহাদিগের সাক্ষাতেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাকে বল-পূর্ব্বক দাসী করিয়াছিল। অতএব তাদৃশ দুঃসহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াও যখন সেই নরাধম মুহূর্ত্ত কাল মাত্রও জীবিত রহিয়াছে, তখন পার্থের ধনুষ্মত্তাতেও ধিক্ এবং ভীমসেনের পরাক্রমেও ধিক্। হে কৃষ্ণ! যদি আমি তোমার

অনুগ্রহের পাত্রী হই,—আমার প্রতি যদি তোমার কৃপা থাকে, তবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তুমি সম্পূর্ণ কোপ-বিধান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, লোহিতাপাঙ্গী পদ্মাক্ষী গজেন্দ্রগামিনী বরারোহা পাঞ্চালী কাতরভাবে এই রূপ সম্ভাষণ করিয়া মৃদু অথচ কুটিল অগ্রভাগ-যুক্ত, সুন্দর নীলবর্ণ, নয়নানন্দকর, সর্ব্বগন্ধে অধিবাসিত, সর্ব্ব লক্ষণ-সম্পন্ন, মহাভুজগ-সদৃশ কেশপাশ বাম হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক পদ্মপলাশলোচন কৃষ্ণের সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শত্রুগণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হইতেছ বটে, কিন্তু সমস্ত কার্য্য কালে, দুঃশাসন-কর-কলিত এই কেশ-পাশের কথা তোমার যেন স্মরণ থাকে। হে কৃষ্ণ! যদি ভীমার্জ্জুন দীনতা অবলম্বন করিয়া একান্তই সন্ধি-বন্ধনে অভি-লাষ করেন, তথাপি আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন; আ-মার মহাবীর্য্যশালী পঞ্চ পুত্রেরাও অভিমন্যুকে অগ্রে লইয়া কুরুদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই-বে। হে মধুসূদন! যদি আমি দুঃশাসনের সেই শ্যামবর্ণ হস্তটা সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন ও ধূলি-সমাকীর্ণ হইতে না দেখি, তবে আর আমার এই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের কোন কালেই শান্তি হইবে না। আমি প্রদীপ্ত-পাবক-তুল্য প্রবল শোকানল হৃদয়-মধ্যে ধা-রণ করিয়া কেবল সময় প্রতীক্ষায় এই ত্রয়োদশ বর্ষকাল কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে ভীমের বাক্যশল্যে পীড়িত হইয়া আমার সেই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! হা! এতকাল পরে অদ্য এই মহাবাহুর ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি হইল!

পীনায়ত-নিতম্বা বিস্তীর্ণ-লোচনা কৃষ্ণা বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি বিন্যাস-পূর্ব্বক ঘন ঘন উৎকম্পের সহিত সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরস্থ ধাতু-সমস্ত যেন প্রদীপ্ত দুঃখানলে দ্রবীভূত ও নেত্রজলে পরিণত হইয়া নি-বিড়তর কুচ-দ্বয়ে অভিবর্ষণ করত বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে থাকিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহারে সান্ত্বনা করি-বার উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণে! তুমি যেমন এক্ষণে রোদন করিতেছ, সমস্ত ভরতকুল-কামিনী-দিগকেও অচিরেই এইরূপে রোদন করিতে দেখিবে। হে ভীরু! জ্ঞাতি বান্ধব সকল বিনষ্ট হইলে তাহা-দিগকে তোমার মত রোদন করিতে হইবে। হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের প্রতি কুপিতা হইয়াছ, তাহারা অবশ্যই হতমিত্র ও হত বল হইবে, সন্দেহ নাই। আমি ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিদেশে এবং বিধি-নির্ম্মিত অদৃষ্টের নিয়োগে নিশ্চয়ই তাহা প্রতিপাদন করিব। কাল-পক্ক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা যদি আমার কথা রক্ষা না করে, তবে নিঃসন্দেহ নিহত ও ধরাশায়ী হইয়া শৃগাল কুক্কুরাদির ভক্ষণীয় হইবে। হে পাঞ্চালি! যদি হিমালয় পর্ব্বতও কখন স্বস্থান হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, যদি বসুন্ধরাও শতধা বিদীর্ণা হইয়া যায়, যদি নক্ষত্র-পুঞ্জ-সম্বলিত নভোমণ্ডলও পতিত হয়, তথাপি আমার এই বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে। আমি সত্য করিয়া তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করি-তেছি, তুমি স্বামীদিগকে অচিরেই বীতশত্রু ও শ্রী-সমন্বিত দেখিতে পাইবে; অতএব রোদন পরিহার-পূর্ব্বক বাষ্প সম্বরণ কর।

দ্রৌপদীকৃষ্ণ-সম্বাদে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই এক্ষণে কুরুবংশীয়দিগের অনুত্তম সুহৃদ্। তুমি উভয় পক্ষে-রই নিত্য সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র এবং উভয় পক্ষের শান্তি সংস্থাপনেও সমর্থ। অতএব যখন কুরুপাণ্ডব-দিগের কুশল প্রতিপাদন করাই তোমার কর্ত্তব্য, তখন অন্যমতি না করিয়া অগ্রে তাহার অনুষ্ঠানেই যত্ন কর। হে শত্রুনাশন পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি অসহন-শীল ভ্রাতা সুযোধন-সন্নিধানে গমন করিয়া শান্তি

নিমিত্ত যাহা কিছু বলিতে হয় বল। তাহাতেও যদি সেই নির্ব্বোধ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত ভবদুক্ত কল্যাণময় হিত-বাক্য গ্রহণ না করে, তবে নিতান্তই দুর্দ্দৈবের বশ-বর্ত্তী হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, হাঁ; যাহা ধর্ম্মসম্মত, আমাদিগের হিত-জনক অথচ কুরুগণের মঙ্গল-কর হয়, তাহাই সম্পাদন করিবার উদ্দেশে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শরৎ ঋতুর শেষে হিমাগম হইলে যৎকালে সকল শস্য সম্পত্তির আবির্ভাব হয়, সেই কার্ত্তিক মাসের রেবতী-নক্ষত্রযুক্ত কোন এক দিবসে, নিশাবসানে বিমল অথচ কোমল করশালী দিবাকরের উদয়োপক্রমে মিত্রদৈবত মুহূর্ত্ত সম্প্রাপ্ত হইলে, স্বাস্থ্যসুখ-সম্পন্ন বলিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ, ঋষিবৃন্দের স্তুতিপাঠ শ্রবণে বাসব যেমন বীত-নিদ্র হন, সেই-রূপ বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মঙ্গল্য, পবিত্র ও সূনৃত বচনা-বলি শ্রবণ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচ-ক্রিয়াদি প্রাতঃকৃত্য-সমস্ত সমাপনানন্তর স্নাত ও অলঙ্কৃত হইয়া প্রথমত সূর্য্য ও পাবকের উপাসনা করিলেন, পরে বৃষ-পৃষ্ঠ-স্পর্শন, ব্রাহ্মণদিগকে অভি-বাদন, অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং সম্মুখে মাঙ্গল্য দ্রব্যজাত সন্দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরোক্ত বাক্যের অনুস্মরণ-পূর্ব্বক শিনির পৌত্র সাত্যকিকে কহিলেন, শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণ, শক্তি ও অন্যান্য প্রহরণ-সমস্ত রথোপরি স্থাপিত কর; যেহেতু দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি-প্রভৃতি সকলেই দুরাত্মা; শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বল-বান্ ব্যক্তির তাহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর অগ্রযায়ী ভৃত্যেরা গদাধারী চক্রপাণি কেশবের সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদীয় রথসজ্জা নিমিত্ত অগ্রসর হইল এবং সেই প্রদীপ্ত-কালাগ্নি-তুল্য ভূতল-প্রধাবী হইয়াও আকাশগামীর ন্যায় দ্রুত-সঞ্চারী, চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ বিচিত্র চক্রদ্বয়ে সমল-ঙ্কৃত, অর্দ্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য ও মৃগ পক্ষি-সমূহের প্রকৃতি এবং বিবিধ পুষ্প ও মণিরত্নাদি-দ্বারা সর্ব্বত্র সুশো-ভিত, অভিনব-সূর্য্যসদৃশ-সমুজ্জ্বল, সুবৃহৎ অথচ চারু-দর্শন, সর্ব্বাঙ্গেই মণিকাঞ্চনাদি-বিচিত্রিত, শোভন ধ্বজ-পতাকা-সমন্বিত, সর্ব্বসামগ্রী-সুসজ্জিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্মে পরিবেষ্টিত, শত্রুগণের অনভিভবনীয় অথচ যশো-বিলোপী, যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন, অসামান্য রথখানি সর্ব্বভূষায় ভূষিত করিয়া পরিশেষে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক-নামা সকল গুণ-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ অশ্ব-চতুষ্টয়কে স্নানাহার করাইয়া তাহাতে সংযোজিত করিল। অনন্তর বিহঙ্গরাজ গরুড় আ-সিয়া কৃষ্ণের অসীম মহিমার সমধিক সম্বর্দ্ধন করত রথ-ধ্বজে অধিষ্ঠিত হইল।

তখন পুরুষোত্তম শৌরি সাত্যকি-সমভিব্যাহারে সুমেরুশিখর-সদৃশ, সজল-জলধর ও দুন্দুভির গভীর-শব্দানুকারী, কামগামী বিমানের ন্যায় সেই পরম-রমণীয় রথোপরি আরূঢ় হইয়া তদীয় নির্ঘোষ-সহ-কারে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষমণ্ডল নিনাদিত করত শুভ যাত্রা করিলেন। তৎকালে আকাশ মেঘশূন্য হইল। শুভ-সূচক অনুকূল বায়ু বহন করিতে লাগিল। ধূলি-সমস্ত উপশান্ত হইয়া পড়িল। মঙ্গল-কর মৃগ-পক্ষি-সকল যথাক্রমে অনুকূলগামী হইয়া মধুসূদন বাসুদেবের দক্ষিণ ভাগ দিয়া অনুগমন করিতে লাগিল। সারস, শতপত্র ও হংস সমস্ত মঙ্গলাবহ ধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্ব-দিকেই তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতে থাকিল। মন্ত্রাহুতি-সহকারে মহাহোম কার্য্য হইবার সময়ে পাবক দক্ষিণাবর্ত্ত-শিখ ও ধূম-শূন্য হইল। বশিষ্ঠ বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীক, মরুত্ত, কুশিক, ভৃগু-প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সমবেত হইয়া যদুকুল-সুখাবহ বাসবানুজ গোবিন্দের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত হই-লেন। এই সমস্ত মহাভাগ সাধু মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া কৃষ্ণ কৌরবগণের সদনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন, মাদ্রী-সুত নকুল সহদেব এবং বিক্রান্ত চেকিতান, চেদি-পতি ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী,

ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় ও পুত্রগণের সহিত বিরাট-প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা কার্য্য-নিষ্পত্তি নিমিত্তে কিয়ৎ দূর পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়র্ষভ বাসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দ্যুতিমান, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গোবিন্দের অনুগমন করিয়া রাজগণ-সন্নিধানে তাঁহাকে তৎকালোচিত এই কথা বলিয়া দিলেন। যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় বা কোন প্রকার প্রয়োজন-সাধন নিমিত্ত কখন অন্যায়ের অনুবর্ত্তন করেন না; যিনি স্থিরবুদ্ধি, লোভ-বর্জ্জিত, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্ব্বজীবের ঈশ্বর; সেই সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, প্রতাপবান্ দেব দেব কেশবকে আলিঙ্গন করিয়া কুন্তীতনয় এইরূপ সন্দেশ করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে মহীয়সী মহিলা আমাদিগকে শৈশবাবধি পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছেন; যিনি নিরন্তর উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবতা-পূজা, অতিথি-সৎকার ও গুরুজন-শুশ্রূষায় নিরতা আছেন; যাঁহার পুত্রের প্রতি প্রীতি ও বৎসলতার ইয়ত্তা নাই; যাঁহার প্রতি প্রীতি করা ব্যতীত আমাদিগেরও অন্য গতি নাই; তরণী যেমন তিমি-মকর-কুম্ভীরাদি ভীষণ-জলজন্তু-কুল-সঙ্কুল সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ অর্ণব হইতে উদ্ধার করে, সেই রূপ যিনি দুর্য্যোধন-প্রযোজিত মহা মহা ভয় হইতে আমাদিগকে বহুবার রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাদিগের নিমিত্তে সতত বহুতর দুঃখ অনুভব করিয়াছেন; দুঃখ সহনের অযোগ্যা সেই কুন্তী দেবীকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিও। হে অমিত্র-কর্ষণ মাধব! দারুণ পুত্র-শোকে তিনি অতীব বিধুরা আছেন; অতএব পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করত পাণ্ডবদিগের নাম পরিকীর্ত্তন-পূর্ব্বক তাঁহারে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিও। হে অরিন্দম! কোন প্রকারে ক্লেশের পাত্রী না হইয়াও তিনি বিবাহকালাবধি শ্বশুরাদি-কৃত দুঃখ ও অপকার-সমস্ত অবলোকন করত কেবল দুঃখই অনুভব করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! আমার এমন সুখের সময় কি কখন উপস্থিত হইবে, যৎকালে আমি অশেষ-ক্লেশ-পতিতা জননীকে সুখিনী করিতে পারিব! আহা! বন-গমন-সময়ে তিনি পুত্রগণের আসঙ্গ-লালসায় দীনভাবে রোদন করিতে করিতে আমাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়াই অরণ্যে প্রস্থান করিয়াছিলাম! হে কেশব! দুঃখ-সমূহে পতিত হইলেই যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, এমনও নিশ্চয় নাই। জননী পুত্রগণের মনঃপীড়ায় গাঢ়তর পীড়িতা আছেন, বিশেষত যদুবংশীয়েরা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিতেছেন, সুতরাং এপর্য্যন্ত জীবিতা থাকিলেও থাকিতে পারেন; যদি থাকেন, তবে আমার বাক্যে তুমি তাঁহারে অভিবাদন করিও এবং কুরুবর ধৃতরাষ্ট্র, বয়োধিক রাজগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বাহ্লিক, সোমদত্ত ও ভরতবংশীয় সমস্ত মানভাজন মানবগণকে, তথা কুরুগণের মন্ত্রধারী অগাধ-ধীশক্তি-সম্পন্ন সকল-ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আমার প্রণাম ও আলিঙ্গন জানাইও।

যুধিষ্ঠির সকল মহীপাল-সমক্ষে কেশি-নিসূদন কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরন্তু ধনঞ্জয় তখন প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া গমন করিতে করিতে স্বীয় সখা পরবীরঘাতী অপরাজিত পুরুষোত্তম দাশার্হকে কহিলেন, বিভো গোবিন্দ! পূর্ব্বে যখন মন্ত্রণাস্থির করা যায়, তখন আমাদিগের অর্দ্ধরাজ্যের প্রার্থনা করাই যে অবধারিত হয় তাহা সমুদয় রাজগণের বিদিত আছে। হে মহাবাহো জনার্দ্দন! সম্প্রতি সুযোধন যদি কোন প্রকারে আমাদিগকে অবমাননা না করিয়া যথোচিত সৎকার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অকপটে ও স্বচ্ছন্দে তাহা প্রদান করে, তাহা হইলে আমারও প্রীতি হয় এবং তাহারাও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পায়। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি সেই দুরুপায়দর্শী দুষ্টমতি অন্য

কোন অভিসন্ধিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি ক্ষত্রিয়াধমগণের ধ্বংস-বিধান করিব।

অর্জ্জুন এই কথা কহিলে বৃকোদরের আর আ-হ্লাদের পরিসীমা রহিল না; তিনি হর্ষ ও রোষ-ভরে মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে থাকিলেন এবং কম্পায়মান-কলেবর হইয়া সাতিশয় হর্ষাভিষিক্ত-চিত্তে এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন যে, তত্রত্য যাবতীয় ধনুর্দ্ধারিগণ তাঁহার সেই বিষমতর নিনাদ শ্রবণে অতিমাত্র কম্পিত-কায় হইল এবং অশ্ব গজ-প্রভৃতি সমুদায় বাহনগণ মূত্র পুরীষ পরি-ত্যাগ করিতে লাগিল।

ধনঞ্জয় কেশবকে ঐ কথা কহিয়া এবং স্বকীয় বিনিশ্চয় বিজ্ঞাপন করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক আলিঙ্গনান্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সমস্ত রাজগণ প্রতি-গমন করিলে জনার্দ্দন হৃষ্ট-চিত্তে শৈব্য-সুগ্রীবাদি-বাহন-চতুষ্টয়-সমন্বিত-রথা-রোহণে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। দারুক বাসুদেবের সেই ঘোটকগুলিকে এরূপ দ্রুতবেগে চালাইয়া দিলেন যে, বোধ হইল তাহারা যেন আ-কাশকে গ্রাস করিতে করিতে পন্থাকে পান করিয়া চলিল।

কিয়দ্দূর গমনানন্তর মহাবাহু কেশব পথি-মধ্যে কতিপয় মহর্ষির সন্দর্শন পাইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মী শ্রীতে দেদীপ্যমান হইয়া পথের উভয় পার্শ্বে অব-স্থিত ছিলেন। জনার্দ্দন রথ হইতে শীঘ্র অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল ঋষিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক যথা-বিধি পূজা করত এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগি-লেন, হে মহর্ষিগণ! সমস্ত লোক-মধ্যে সকলে কুশলী আছে ত? ধর্ম্মের সুন্দর রূপ অনুষ্ঠান হইতেছে ত? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থিত আছে ত?

ঋষিদিগের প্রতি এইরূপে পূজা-প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন পুনরায় তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপ-নারা কোথায় সংসিদ্ধ হইয়াছেন? সম্প্রতি কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছেন? আপনাদিগের মহীতলে আগমন করিবারই বা প্রয়োজন কি? কি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? আপনাদিগের কোন্ কর্ম্ম আ-মাকে সম্পন্ন করিতে হইবে বলুন।

সুরাসুরপতি পিতামহের সখা জামদগ্ন্য, মধুসূদন গোবিন্দের এই কথা শ্রবণে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাদ্যুতে দাশার্হ কেশব! পুরাতন দেবাসুর-বৃন্দের সর্ব্ব-বৃত্তান্তদর্শী এই সমস্ত পুণ্যকৃৎ দেবর্ষিবর্গ, বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণ ও মহাতপস্বী মানভাজন রাজর্ষিপুঞ্জ, সর্ব্বদিক্ হইতে সমবেত পার্থিব ক্ষত্রিয়-সমূহের সন্দর্শন-কামনায় হস্তিনায় গমন করিতেছেন। হে জনার্দ্দন! যেস্থলে অশেষ সভাসদবর্গ, বহুল-রাজ-নিচয় এবং সত্য-স্বরূপ তুমি বিদ্যমান থাকিবে তাহা যে অতীব দর্শনীয় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সেই বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শন নিমিত্তই গমন করিতেছি। হে পরন্তপ মাধব! কুরু-সদন-সম-বেত রাজগণ-মধ্যে তুমি ধর্ম্মার্থ-সংযুক্ত যে সমস্ত বাক্যের প্রসঙ্গ করিবে, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে। ভীষ্মদ্রোণাদি সাধু-সমূহ, মহামতি বিদুর, যদুকুল-চূড়ামণি তুমি, সক-লেই তোমরা সভা-মধ্যে সমবেত থাকিবে; অতএব হে গোবিন্দ! তোমার এবং তাঁহাদিগের উক্ত সত্য, হিত অথচ রমণীয় বচনাবলি শ্রবণ করাই আমা-দিগের অভিপ্রেত। হে মহাবাহো! তুমি এই নি-মিত্তই আমন্ত্রিত হইলে; আমরা পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। হে বীর! সম্প্রতি তুমি নি-র্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর, পশ্চাৎ আমরা যাইয়া তোমারে সভাগত এবং অসীম বল-প্রতাপ-সহকারে সুদিব্য আসনে সমাসীন দেখিব।

ভগবৎপ্রস্থানে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে পরন্তপ মহারাজ! মহা-বাহু দেবকী-তনয়ের প্রস্থান-সময়ে পরবীর-সংহার-

কারী, শস্ত্রপাণি, দশজন মহারথ, সহস্র অশ্ববার ও পদাতি এবং বহুল ভক্ষ্য ভোজ্য সমেত শত শত কিঙ্কর-বর্গ তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল।

জনমেজয় কহিলেন, যদুকুলপতি মহাত্মা মধুসূদন কিরূপে প্রস্থান করিয়াছিলেন, কি প্রকার নিমিত্ত-সমস্তই বা তৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিল ?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেবের প্রয়াণ-সময়ে যে সকল দৈব ও ঔৎপাতিক নিমিত্ত-সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল, আমি সমুদায়ই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! কৃষ্ণ যে যে স্থান দিয়া গমন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত প্রদেশেই আকাশ মেঘ-শূন্য থাকিলেও বিদ্যুৎ-সম্বলিত অশনি-নির্ঘোষ ঘন ঘন নিনাদিত হইয়াছিল। পর্জ্জন্য মেঘ-শূন্য আকাশে পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকিয়াও সাতিশয় বর্ষণ করিয়াছিল। সিন্ধু-প্রভৃতি সপ্ত মহানদী পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াও পশ্চিম-বাহিনী হইয়াছিল। দিক্-সমস্ত বিপরীত হইয়াছিল। কিছুই আর বোধগম্য হইবার বিষয় ছিল না। সর্ব্বত্রই দিগ্‌দাহ ও ভূকম্প হইয়াছিল। কূপ ও কুম্ভ-সমস্ত সহসা উচ্ছলিত হইয়া শতধা জলসেক করিয়াছিল। হে রাজন্! এই সমগ্র ভূমণ্ডল ধূলিজালে সমাকীর্ণ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সুতরাং না দিক্ না বিদিক কিছুই জানা যায় নাই। সর্ব্ব দেশেই এই এক বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় সংঘটিত হইয়াছিল যে, কোন শরীর দৃষ্ট না হইয়াও আকাশে অকস্মাৎ এক একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুত হইতেছিল। হস্তিনাপুরে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু, অশনি-সদৃশ সাতিশয় কর্কশ শব্দ সহকারে নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া, শত শত বৃক্ষ-সমস্ত উন্মূলিত করত সমুদয় প্রদেশকে এককালে প্রমথিত করিয়াছিল। হে ভারত! বাসুদেব পথি-মধ্যে যেখানে যেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় সকল বস্তুই অনুকূল হইয়াছিল। সুখ-স্পর্শ দক্ষিণ সমীরণের সঞ্চার এবং ভূরি ভূরি কমল ও অন্যান্য কুসুম-সমূহের বর্ষণ হইয়াছিল। যে পথ দিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাহা সমতল ও সর্ব্বপ্রকার সুখকর ছিল। তাহাতে কুশাঙ্কুর কি কণ্টকাদি কোন বিঘ্নই ছিল না। সর্ব্বত্রই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইয়া ধনপ্রদ কৃষ্ণকে বহুতর আশীর্ব্বচনে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা মধুপর্ক ও ধনদান-দ্বারা তাঁহার যথাবিহিত অর্চ্চনা করিয়াছিল। কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকেরাও আসিয়া সেই সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠান-নিরত মহাত্মা কেশবের উপরে সুগন্ধ বন্য-পুষ্প-সমস্ত বর্ষণ করিয়াছিল।

হে ভরতর্ষভ! ভগবান্ কৃষ্ণ প্রস্থানানন্তর হৃদয়-তুষ্টিকর পরমরমণীয় পশু-ভূয়িষ্ঠ গ্রাম-সকল সন্দর্শন এবং বিবিধ নগর ও রাষ্ট্রপুঞ্জ অতিক্রম করিয়া শালিভবন-নামে একটি সর্ব্বশস্য-সমাকীর্ণ পরমধর্ম্ম-নিলয় সুখাধার ও মনোরম প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে অসংখ্য পুরবাসিবর্গ সমাগত হইয়া পথি-মধ্যে অবস্থিত ছিল। ভারতেরা সম্যক্ প্রকারে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সুতরাং পর-চক্র হইতে নিরুদ্বিগ্ন এবং কোন প্রকার ব্যসনের অনভিজ্ঞ থাকায় তাহারা নিত্য সন্তুষ্ট ও হৃষ্টচিত্ত ছিল। এক্ষণে অসীম-প্রভাব-সম্পন্ন পরম পূজনীয় কৃষ্ণকে প্রদীপ্ত-হুতাশনের ন্যায় স্ব-দেশ-মধ্যে সমাগত দেখিয়া তাহারা সমুচিত অতিথি-সৎকার-দ্বারা তাঁহার পূজা করিল।

অনন্তর অংশুমালী দিবাকরের কিরণ-জাল সুদূর-বিস্তীর্ণ এবং গগণ-মণ্ডল লোহিত-বর্ণ হইলে পর-বীর-হন্তা কেশব বৃকস্থল প্রাপ্ত হইয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সারথিকে অশ্ব-মোচনের অনুজ্ঞা দিয়া যথাবিধি শৌচ-ক্রিয়া সমাপনানন্তর সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। দারুকও রথ হইতে হয়-সমস্ত উন্মোচন-পূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া যুগ-যোক্ত্রাদি অপসারণানন্তর তাহাদিগকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন

সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে মধুসূদন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরের কার্য্য নিমিত্ত অদ্য এই স্থানে আমাদিগকে রাত্রি-যাপন করিতে হইবে। অনুচরবর্গেরা তাঁহার সেই আজ্ঞার অনুসারে তথায় বস্ত্রাবাস সন্নিবেশ করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে গুণযুক্ত অন্ন পান সমস্ত প্রস্তুত করিল। হে রাজন্! ঐ গ্রামে যে সকল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা আর্য্য, কুলীন, শালীনতা-সম্পন্ন ও প্রকৃত-ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী ছিলেন, তাঁহারা শত্রুদমন মহাত্মা হৃষীকেশ-সমীপে আগমন করিয়া আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গল-সংযুক্ত বচনাবলি-দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বলোক-পূজিত মহামতি যদুপতিকে কেবল পূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমন নহে, বহুল-রত্নরাজিবিরাজিত আপন আপন ভবনে লইয়া যাইবার নিমিত্তেও প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যথাযোগ্য সৎকার-পুরঃসর সকলের সদনে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর কেশব সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে সুস্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য-সকল সুন্দর রূপে ভোজন করাইয়া এবং আপনিও সকলের সহিত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ভগবদ্যানে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে ধৃতরাষ্ট্র দূতগণমুখে মধুসূদনের আগমন-বার্ত্তা বিদিত হইয়া লোমাঞ্চিত-কলেবরে মহাভুজ ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অমাত্যবর্গ-সম্বলিত দুর্য্যোধনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সর্ব্বত্রই একটা অদ্ভুত ও মহা আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রুত হইতেছে। গৃহে গৃহে, কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই বলিতেছে, "প্রভূত-পরাক্রমশালী যদুপতি পাণ্ডবদিগের কার্য্য-সাধন-নিমিত্ত এস্থানে উপাগত হইবেন"। কি স্বদেশস্থ, কি আগন্তুক, সকলেই সমাদর-পূর্ব্বক ঐ কথার আন্দোলন করিতেছে এবং চত্বরে ও সভা-সমূহেও উহার পৃথক্ পৃথক্ বাদানুবাদ হইতেছে। মধুসূদন কৃষ্ণ যে সর্ব্বথাই আমাদিগের মাননীয় ও পূজার্হ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর এবং ধৃতি, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও প্রতাপের অদ্বিতীয় আধার। তাঁহাতেই লোক-যাত্রা প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছে। অতএব সেই পুরুষোত্তমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, যেহেতু তিনিই সনাতন ধর্ম্ম। তিনি পূজিত হইলে যেমন সুখের নিমিত্ত হন, সেইরূপ অপূজিত হইলেও দুঃখের কারণ হইয়া থাকেন। হে অরিন্দম! যাদবেন্দ্র বাসুদেব যদি সুবিহিত পরিচর্য্যাদ্বারা আমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হন, তাহা হইলে আমরা সমগ্র রাজবর্গ-মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব। অতএব হে পরন্তপ! তুমি অদ্যই তাঁহার পূজার উপযোগী সমস্ত বস্তুর সন্বিধান কর। পথি-মধ্যে সর্ব্বকাম-সমন্বিত সমাজ-সমূহ নির্ম্মিত করাও। হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! যাহাতে তোমার প্রতি তাঁহার প্রীতি জন্মে তাহার অনুষ্ঠান কর।—হে ভীষ্ম! ইহাতে আপনকারই বা অভিমত কি?

অনন্তর ভীষ্ম-প্রভৃতি সকলেই জনাধিপ ধৃতরাষ্ট্রের এই কথায় যথেষ্ট প্রশংসা করত কহিলেন, "ইহা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম"। তখন দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সকলেরই অভিমত বোধ করিয়া রমণীয় সভা-বস্তু সমস্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনুজ্ঞাত অনুচরবর্গেরা যাবতীয় সুরম্য-দেশে বিভাগক্রমে সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণ বহুতর সভা-নিচয় নির্ম্মাণ করিল। রাজা দুর্য্যোধন তৎসমুদায়ের শোভা সম্পাদনার্থে বিবিধগুণযুক্ত বিচিত্র আসন, নয়ন-মনোহারিণী কামিনী, উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য, উত্তম উত্তম অলঙ্কার, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্ত্র, সুগন্ধি-পুষ্পমালা, রসবৎ অন্ন পান ও অন্যান্য বহুবিধ ভোজ্যবস্তু সমস্ত প্রদান করিলেন। যদিও

কৌরবরাজ স্থানে স্থানে এইরূপ অনুপম সভা-সকল প্রস্তুত করাইলেন, তথাপি কৃষ্ণের বাস নিমিত্তে সবিশেষ যত্নপর হইয়া বৃকস্থল গ্রাম-মধ্যে বহু-রত্ন-সমন্বিতা একটি পরমরমণীয়া সভা-সংস্থাপিতা করিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন এই সমস্ত অতিমানুষ দেবভোগ্য সন্নিধান-জাত সম্পন্ন করিয়া তখন ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিলেন। দাশার্হ কেশব সেই সকল সভা ও বিবিধ রত্ননিচয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া কৌরব-সদনে উপনীত হইলেন।

ভগবদ্যানে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫॥

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধিয়া কহিলেন, ক্ষত্তঃ! জনার্দ্দন বাসুদেব উপপ্লব্য হইতে এস্থানে উপাগত হইয়াছেন; অদ্য বৃকস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন, কল্য প্রাতঃকালে এস্থলে আগমন করিবেন। তিনি আহুক-বংশীয় যাবতীয় যাদবগণের অধিপতি, মহামনা, মহাবীর্য্য ও মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন। সুবিস্তীর্ণ বৃষ্ণিরাজ্যের তিনিই এক মাত্র ভর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা। কেবল বৃষ্ণিরাজ্যের কেন, সেই ভগবান্ মাধব এই অখিল লোক-ত্রয়েয় প্রপিতামহ। আদিত্য বসু ও রুদ্রেরা যেমন বৃহস্পতির বুদ্ধিকেই অবলম্বন করেন, সেইরূপ বৃষ্ণি ও অন্ধক-বংশীয়েরা মহামতি কৃষ্ণের মহতী প্রজ্ঞার উপাসনা করিয়া চলেন। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে যেরূপ পূজা করিতে হইবে, তাহা তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি তাঁহারে বাহ্লিদেশ-জাত এক-বর্ণ সুসজ্জিতাঙ্গ চারি চারি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সম্বলিত যোড়শ-সংখ্যক সুবর্ণ-ময় রথ প্রদান করিব। হে কৌরব! ঈষ-সদৃশ-দন্তযুক্ত নিত্য-প্রমত্ত, প্রহার-দক্ষ আটটি মাতঙ্গ দিব। উহাদিগের প্রত্যেকের সঙ্গে আট আট জন অনুচর নিযুক্ত থাকিবে। সুবর্ণবর্ণা শুভাননা অজাতগর্ভা এক শত দাসী এবং তাবৎ-সংখ্যক দাস প্রদান করিব। এতদ্ভিন্ন আমি তাঁহারে শৈল-বাসী লোকদিগের প্রদত্ত অষ্টাদশ সহস্র সুকোমল চিত্র-কম্বল, চীন-দেশোদ্ভব এক সহস্র মৃগচর্ম্ম এবং অন্যান্য যে কোন বস্তু তাঁহার যোগ্য হইতে পারে, সকলই উপঢৌকন দিব। মদীয় ভাণ্ডারে উত্তম-কান্তি-সমন্বিত যে একটি সুবিমল মণি আছে, যাহা দিবা নিশি সমভাবে সমুজ্জ্বল থাকে, তাহাও তাঁহারে উপহার স্বরূপ প্রদান করিব; যেহেতু কেশবই উহার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। অপিচ অশ্বতরী-সংযুক্ত যে রথখানি এক দিবসের মধ্যে চতুর্দ্দশ যোজন পরিভ্রমণ করিতে পারে, আমি তাহাও তাঁহারে সমর্পণ করিব। তাঁহার সমভিব্যাহারে যাবৎসংখ্যক বাহন ও অনুচরবর্গ আছে, তাহার অষ্টগুণ পরিমাণে নিত্য নিত্য ভক্ষ্যভোজ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব। কেবল দুর্য্যোধন-ব্যতীত আমার অপর সমস্ত পুত্র পৌত্রেরা সুপরিষ্কৃত রথোপরি আরূঢ় এবং সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া যদুপতির প্রত্যুদ্গমনার্থ অগ্রসর হইবে। সর্ব্বালঙ্কার-শোভিতা, সর্ব্বকল্যাণ-সংযুতা, সহস্র সহস্র প্রধানা বারাঙ্গনারা পদব্রজেই মহানুভব কেশবের প্রত্যুদ্গমন করিবে। নগর হইতেও যে সকল কল্যাণযুতা, কন্যাগণ জনার্দ্দনের সন্দর্শনার্থ গমন করিবে, তাহারা বিনা আবরণে যাইবে। অধিক আর কি বলিব, প্রজাগণ যেমন অভিনব-সমুদিত দিবাকরকে আনন্দভরে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, নগরস্থ সমস্ত লোকই মহাত্মা মধুসূদনকে সহর্ষে অবলোকন করুক। ভৃত্যবর্গেরা আমার আজ্ঞাক্রমে সমুত্থাপিত [illegible] পতাকা-পুঞ্জে দিক্ সকল সুশোভিত করুক এবং যে [illegible] গোবিন্দের আগমন হইবে, জলাব-সেক-সহকারে তাহা ধূলিশূন্য করিয়া রাখুক। দুর্য্যোধনের ভবনাপেক্ষা দুঃশাসনের নিকেতন অধিকতর প্রশংসা-ভাজন; অতএব শীঘ্র করিয়া অদ্য উহা সম্যক্-রূপে পরিষ্কৃত ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে

সজ্জীভূত করুক। ঐমহাসমৃদ্ধ নিকেতন রুচিরাকার প্রাসাদ-নিচয়ে উপশোভিত এবং সর্ব্বকালেই শুভাবহ ও রমণীয়। ঐ গৃহে আমার ও দুর্য্যোধনের সমুদয় রত্ন আছে; তন্মধ্যে যাহা যাহা যদুপতির যোগ্য হইতে পারে, তৎসমুদায় অসংশয়ে তাঁহারে প্রদান করিতে হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আমার কথা দূরে থাকুক, আপনি ত্রৈলোক্যেরও বহুমত। নিরতিশয় সততা-হেতুক আপনি সর্ব্বলোকেরই সম্মানার্হ ও প্রীতিস্থল হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনি বার্দ্ধক্য-দশাতে অবস্থিত থাকিয়া যে কথা বলিতে পারেন, তাহা শাস্ত্র বা সুবিবেচনার অনুমোদিত হইবে ইহাই সম্ভাবিত; যেহেতু আপনি স্থিরবুদ্ধি ও স্থবির। হে রাজন্! প্রজালোক-মধ্যে সকলেই ইহা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে যে, পাষাণের উপর লেখা, দিবাকরে দীপ্তি এবং সাগরে তরঙ্গ যেরূপ, আপনাতে ধর্ম্মও সেইরূপ। হে পার্থিব! আপনকার গুণ-সমূহ-সহকারে মানবগণ সর্ব্বদাই সম্বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে; অতএব সবান্ধবে আপনি সেই গুণাবলির সংরক্ষণার্থে সদা যত্নপর থাকুন। মহারাজ! সরলতা অবলম্বন করুন; অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্‌ ও অন্যান্য প্রিয়জনগণকে বিনষ্ট করিবেন না। হে রাজেন্দ্র! আপনি অভ্যাগত কৃষ্ণকে যে বহুধন প্রদানের অভিলাষ করিতেছেন, তাহার কথা দূরে থাকুক, তদ্ভিন্ন আপনকার আরও যাহা কিছু আছে, এমন কি এই সসাগরা পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদানেরও তিনি যোগ্য পাত্র। আমি দেহ-স্পর্শপূর্ব্বক সত্য করিয়া বলিতেছি, শুদ্ধ ধর্ম্মোদ্দেশে অথবা তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থে আপনকার এরূপ ইচ্ছা হয় নাই। হে বহুপ্রদ! ঈদৃশ ভূরি দানের সংকল্প-দ্বারা কেবল ছলনা, অসত্য ও কপটতামাত্র প্রকাশ পাইতেছে। এই বাহ্য কর্ম্ম-দ্বারাই আমি আপনকার অন্তর্নিগূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতেছি। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা পাঁচজনে কেবল পাঁচখানি ক্ষুদ্র গ্রাম পাইবার অভিলাষ করিতেছেন; কিন্তু আপনি তাঁহাদিগকে তৎসমুদায় প্রদান করিতেও ইচ্ছা করেন না; সুতরাং কে আর শান্তি-স্থাপন করিবে? আপনি অর্থদ্বারা মহাবাহু বাসুদেবকে হস্তগত করিবেন এবং এই উপায়ে পাণ্ডবগণ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করাইবেন, ইহাই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; কিন্তু আমি আপনাকে এই এক সার কথা বলিতেছি, তিনি না ধন, না যত্ন, না কিছুতেই ধনঞ্জয় হইতে পৃথক্‌কৃত হইবার নহেন কৃষ্ণের মহানুভাবতা এবং অর্জ্জুনের দৃঢ়ভক্তিমত্তা উভয়ই আমার বিদিত আছে; সুতরাং প্রাণতুল্য ধনঞ্জয়কে গোবিন্দ যে কখনই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, ইহা আমি বিশেষ রূপে জানিতেছি।

হে মহীপতে! আপনি সহস্র সহস্র প্রয়াস পাইলেও জনার্দ্দন কেবল বারিপূর্ণ কুম্ভ, পাদপ্রক্ষালন ও কুশল জিজ্ঞাসা ব্যতীত আর কোন বস্তুরই প্রার্থনা বা স্বীকার করিবেন না। অতএব হে রাজন্! সেই মানভাজন মহাত্মা পুরুষের যেরূপ আতিথ্য প্রিয়তর, তাহাই তাঁহার প্রতি নিয়োজিত করুন; তিনি সম্মানের যোগ্য পাত্র। হে রাজেন্দ্র! কেশব কল্যাণ কামনা করত যদর্থে কুরুগণ-সন্নিধানে আগমন করিতেছেন, তাহাই তাঁহারে প্রদান করুন। কৃষ্ণের ইচ্ছা এই যে, আপনকার, দুর্য্যোধনের এবং পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয়; অতএব হে রাজন্! আপনি তাঁহার সেই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন। মহারাজ! আপনি পিতা, পাণ্ডবেরা আপনকার পুত্র; আপনি বৃদ্ধ, তাহারা শিশু; অতএব তাহারা যখন আপনকার প্রতি পুত্রের সমুচিত আচরণে প্রবৃত্ত আছে, তখন আপনিও তাহাদিগের প্রতি পিতৃবদ্ব্যবহার করুন।

বিদুর-বাক্যে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, বিদুর কৃষ্ণ-বিষয়ে যে যে কথা বলিলেন, সকলই সত্য। জনার্দ্দন পাণ্ডবগণের প্রতি যে রূপ অনুরক্ত, তাহাতে তাহাদিগের সহিত তাঁহার ভেদ-সাধন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহার সৎকারার্থে আপনি যে নানা-রূপ অর্থ প্রদানের সঙ্কল্প করিতেছেন, তাহা কদাচ প্রদাতব্য নহে। কেশব অবশ্যই সম্প্রদানের যোগ্য পাত্র বটেন, কিন্তু দেশ ও কাল উভয়ই অযুক্ত। হে রাজন্! কৃষ্ণ মনে করিবেন 'ইহারা কেবল ভয়প্রযুক্তই আমার অর্চ্চনা করিতেছে'। হে বিশাম্পতে! আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে, যে কার্য্যে অবমান-সম্ভাবনা থাকে, তাহা বুদ্ধিমান্ ক্ষত্রিয় পুরুষের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সমস্ত লোক-মধ্যে সেই বিশাল-নয়ন দেবকী-নন্দন যে ত্রিভুবনের পূজ্যতম, তাহা সর্ব্বথাই আমার বিদিত আছে, কিন্তু হে প্রভো! কার্য্যের গতিক্রমে তাঁহারে এক্ষণে কোন প্রকার উপহারই প্রদান করা হইবে না; যখন যুদ্ধের উদ্যোগ করা হইয়াছে, তখন বিনা যুদ্ধে কি প্রকারে তাহার নিবারণ হইতে পারে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের এই কথা শুনিয়া বিচিত্রবীর্য্যাঙ্গজ মহীপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, তোমরা জনার্দ্দনের সৎকারই কর আর অসৎকারই কর তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইবেন না, কিন্তু কোন ক্রমেই তোমরা তাঁহারে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না; কেশব অবজ্ঞা সহনের পাত্র নহেন। হে মহাবাহো! তিনি মনে মনে যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন, সর্ব্ব প্রকার উপায়-সহকারেও কোন ব্যক্তি তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব সেই বীরবর যে কথা বলেন, তাহাই অসংশয়ে সম্পন্ন কর;—সদুপদেশকারী বাসুদেবের সাহায্যে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্যুক্ত হও। হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা জনার্দ্দন যাহা বলিবেন, তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অর্থের অনুগত হইবে; অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই যে সবান্ধবে মিলিত হইয়া তাঁহার সন্নিধানে প্রীতিকর বাক্যই উক্ত করিবে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! আমি এই সম্পূর্ণ রাজ্যলক্ষ্মী পাণ্ডবদিগের সহিত বিভাগ করিয়া যাবজ্জীবন সম্ভোগ করিব, ইহা কোন ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না; একারণ যুক্তি-দ্বারা মনে মনে এই একটা সুমহৎ কার্য্য অবধারিত করিয়াছি, শ্রবণ করুন। মনে করিয়াছি পাণ্ডবগণের পরম গতি জনার্দ্দনকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিব। কৃষ্ণ বদ্ধ হইলে যাবতীয় বৃষ্ণিবংশ, পাণ্ডবগণ—এমন কি এই সমগ্র ভূমণ্ডলই আমার বশবর্ত্তী হইবে। অতএব আপনি আমাকে এরূপ কোন যুক্তি বলুন, যাহাতে জনার্দ্দন প্রাতঃকালে এখানে আগত হইয়া সঙ্কল্পিত বন্ধনোপায় সমস্ত কোন ক্রমে বোধগম্য করিতে না পারেন এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের কোন অপকার না হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের কৃষ্ণ-বন্ধন বিষয়ক এই ঘোরতর দারুণ বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যবর্গের সহিত সাতিশয় ব্যথিত ও বিমনা হইলেন। অনন্তর তিনি তাঁহারে এই কথা বলিলেন, হে প্রজাপালক! তুমি কদাপি আর এ কথার প্রসঙ্গ করিও না; ইহা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত নহে। হৃষীকেশ একে ত দূত হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে আবার আমাদিগের চির-সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র; বিশেষত কৌরবদিগের প্রতি কখনই কোন অনিষ্টাচরণ করেন নাই; অতএব কি বলিয়া তিনি বন্ধনের যোগ্য হইতে পারেন?

ভীষ্ম কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই সুমন্দমতি কুসন্তান নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে; সুহৃজ্জনেরা হিতাকাঙ্ক্ষা করিলে এ কেবল অহিতই প্রার্থনা করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুমিও ইহার সুহৃদ্বর্গের বাক্য অবহেলন করিয়া এই উৎপথবর্ত্তী পাপানুবন্ধী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন কর। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, সুদুর্ম্মতি

সুযোধন যদি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের কোন প্রকার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে ক্ষণকাল মধ্যেই অমাত্য বান্ধবের সহিত সংহারদশা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই ত্যক্তধর্ম্মা, নৃশংস, দুর্ম্মতি ও পাপাত্মার অনর্থ-সংযুক্ত অযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কোন প্রকারেই উৎসাহ হয় না। এই বলিয়া সত্যপরাক্রম ভরত-শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ভীষ্ম সাতিশয় রোষ-ভরে সভা হইতে গাত্রোত্থান করত সত্বর প্রস্থান করিলেন।

দুর্য্যোধন-বাক্যে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৮॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সমুদয় আহ্নিক-কৃত্য সমাপনানন্তর ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞা গ্রহণ-পূর্ব্বক নগরোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন। তৎকালে বৃকস্থল-বাসী সেই প্রধান প্রধান মনুষ্যেরা মহাবল-সম্পন্ন মহাবাহু হৃষীকেশের অনুমতি লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ও দিকে দুর্য্যোধন ভিন্ন ধৃতরাষ্ট্রের অন্য সকল পুত্রেরা এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতি যাবতীয় সজ্জনগণ আগমনকারী বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমনার্থে অগ্রসর হইয়া আইলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য পৌরজনেরাও কেশবের সন্দর্শন বাসনায় বহুবিধ যানারোহণে কেহ কেহ বা পদব্রজে আগমন করিল। কেশব পথি-মধ্যে অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া সকলের সমভিব্যাহারে নগরে উপনীত হইলেন। হে রাজন্! কৃষ্ণের সম্মান প্রদর্শনার্থে নগর সম্যক্-রূপে অলঙ্কৃত এবং রাজপথ-সমস্ত বহুবিধ রত্ন-নিচয়ে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! বাসুদেব যখন পুরপ্রবেশ করেন, তখন কি স্ত্রী, কি বৃদ্ধ, কি শিশু, কেহই আর গৃহে ছিল না; সকলেই তাঁহার দর্শনেচ্ছায় রাজমার্গে দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহারে দেখিবামাত্র ধরাতলে মস্তক অবনত করত স্তব স্তুতি করিতে লাগিল। মহারাজ! সুদৃশ্য প্রাসাদপুঞ্জের উপরিভাগে বরবর্ণিনী কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইল তাহাদিগের ভারবশত সেই সুবৃহৎ গৃহ-সকলেরও যেন ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম হইতেছে। বাসুদেবের অশ্ব-চতুষ্টয় স্বভাবত অতিবেগশালী ছিল; কিন্তু বিপুলতর জনসম্বাধে রাজমার্গ আবৃত্ত হওয়াতে তাহাদিগের তাদৃশী গতির আর প্রসক্তি মাত্র রহিল না।

শত্রুতাপন পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব এইরূপে কথঞ্চিৎ রাজপথ অতিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদ-নিকরে উপশোভিত পাণ্ডুরবর্ণ ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি রাজ-গৃহের তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া বিচিত্রবীর্য্য-পুত্র নরবর ধৃতরাষ্ট্রের সন্দর্শন পাইলেন। যদুপতি সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা অন্ধভূপতি ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত, মহারাজ বাহ্লিক-প্রভৃতি অপর সকলেও জনার্দ্দনের সম্মানার্থে আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন মধুসূদন, মহাযশস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিহিত হইয়া যথাযোগ্য-বচনে তাঁহার ও ভীষ্মের পূজা করিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি তাদৃশী ধর্ম্মানুসারিণী পূজা-প্রয়োগ করিয়া মাধব বয়ঃক্রমানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভূপালবর্গের সহিত আলিঙ্গনাদি করিলেন; পরে দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, যশস্বী বাহ্লিক ও সোমদত্তকে সবিশেষ অর্চ্চনা করিলেন। তথায় সুপরিচ্ছন্ন মহামূল্য কাঞ্চনময় প্রশস্ত আসন সন্নিবেশিত ছিল, জনার্দ্দন অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে তাহাতে উপবিষ্ট হইলে পর রাজ-পুরোহিতেরা যথা-নিয়মে গো, মধুপর্ক ও পানীয় আহরণ-পূর্ব্বক তাঁহারে উপহার প্রদান করিলেন। অতিথি-সংকার নিষ্পন্ন হইলে, গোবিন্দ কুরুগণে পরিবৃত হইয়া সকলের সহিত সম্বন্ধানুরূপ

সম্ভাষণ ও পরিহাসাদি করত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিত রহিলেন।

শত্রুতাপন মহাযশা মাধব কুরুসভা-মধ্যে সেই কৌরবদিগের সহিত যথান্যায়ে সমাগত হইয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক সমাদৃত ও পূজিত হইয়া পরিশেষে রাজার অনুমতি লইয়া তথা হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক বিদুরের রমণীয় আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদুর অভ্যাগত গোবিন্দকে সর্ব্বকল্যাণ-সমন্বিত কমনীয় বস্তু নিকর দ্বারা আন্তরিক ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনকার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব, আপনি সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা সকলই জানিতেছেন।

সর্ব্ব-ধর্ম্মাভিজ্ঞ মহামতি বিদুর উক্তরূপ সম্ভাষণানন্তর মধুসূদনের আতিথ্য করিয়া পাণ্ডবদিগের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বদর্শী যদুপতিও তাঁহারে পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন ক্ষত্তা পাণ্ডবদিগের পরম সুহৃদ্; তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার রোষ থাকা দূরে থাকুক বরং ভূয়সী প্রীতিই আছে; বিশেষত তিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন, বিজ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মার্থপরায়ণ; সুতরাং তাঁহার নিকটে পাণ্ডবদিগের সমুদয় চেষ্টিত বর্ণন করিতে সঙ্কোচের বিষয় কি?

কৃষ্ণবিদুর-সংবাদে একোন-নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শত্রু-দমন জনার্দ্দন বিদুরের সহিত সমাগমানন্তর অপরাহ্লে পিতৃষ্বসা পৃথাদেবীর নিকটে গমন করিলেন। কুন্তী প্রসন্ন-প্রভাকর-সন্নিভ কৃষ্ণকে আগত দেখিয়া তাঁহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয়-নন্দন গণকে স্মরণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। সেই অসীম-সত্ত্বশালী বীর পুরুষদিগের সহচারী গোবিন্দকে চির কালের পর দৃষ্টি করায় তাঁহার নেত্র-নীর-নির্গমের আর ইয়ত্তা রহিল না। যোধপতি মধুসূদন আতিথ্য-গ্রহণানন্তর আসনে উপবেশন করিলে, তিনি বাষ্পগদ্গদপূর্ণ পরিশুষ্ক বদনে কহিতে লাগিলেন, তাত কেশব! যাঁহারা বাল্যকালাবধি গুরু-শুশ্রূষণে নিরত, পরস্পর পরস্পরের সুহৃদ্, প্রীতিপাত্র ও সমান্তঃকরণ; বশীকৃত ক্রোধহর্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠ যে সত্যবাদী ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বদা বহুজনে সমাকীর্ণ থাকিবার উপযুক্ত হইয়াও প্রতারণা দ্বারা রাজ্য-বিচ্যুত হওয়ায় নির্জ্জনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; আমি সকাতরে রোরুদ্যমানা হইলেও আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা প্রীতিকর ও সুখসাধন বস্তু সমুদায় পরিহার-পূর্ব্বক আমার হৃদয়গ্রন্থি বিদারণ করত অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন; সেই মহাপ্রাণ পাণ্ডবেরা বনবাসের সর্ব্বথা অযোগ্য হইয়াও সিংহ-ব্যাঘ্র-মাতঙ্গাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যমধ্যে কিরূপে অবস্থিত হইয়াছিলেন? বালককালে তাঁহারা যখন পিতৃহীন হন, তখন আমিই তাঁহাদিগের লালন পালন করিয়াছিলাম; অধুনা পিতা মাতা উভয়েরই অদর্শনে তাঁহারা কি প্রকারে বিজনকাননে বাস করিয়াছিলেন? হে কেশব! পাণ্ডবেরা শৈশবাবধি শঙ্খ দুন্দুভি মৃদঙ্গ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি সহকারে প্রতিদিন প্রতিবোধিত হইতেন। গৃহে অবস্থান কালে যাঁহারা প্রাসাদোপরি সুপরিষ্কৃত মৃগচর্ম্ম-শয্যায় শয়ান থাকিয়া প্রত্যুষে বারণের বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষিত, রথনেমি নিনাদ, শঙ্খভেরীবীণাবেণু-ধ্বনি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের পুণ্যাহ-নির্ঘোষ দ্বারা জাগরিত হইয়া বহুবিধ বস্ত্র, রত্ন ও অলঙ্কার প্রদান করত পূজার্হ বিপ্রদিগের পূজা করিতেন এবং তাঁহারাও অর্চ্চিত হইয়া মঙ্গল-সম্বলিত স্তুতিবাদ দ্বারা যাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেন, তাঁহারা যে মহাবনে শ্বাপদগণের ক্রূরতর ভীষণ গর্জ্জিতরব শ্রবণে নিদ্রা যাইতে পারিতেন, ইহা কোন ক্রমে আমার বোধগম্য হয় না। হে মধুসূদন! যাঁহাদিগের ভেরীমৃদঙ্গ-নিনাদ, শঙ্খবেণু-নিঃস্বন, কামিনীগণের সুমধুর গীত-ধ্বনি এবং সূত-মাগধ বন্দীদিগের সুললিত স্তুতি-পাঠ দ্বারা নিদ্রা

ত্যাগ করা অভ্যাস ছিল, তাঁহারা মহারণ্য-মধ্যে হিংস্র জন্তু-নিচয়ের চীৎকার রব শ্রবণে কি রূপে প্রতিবোধিত হইতেন!

হে কৃষ্ণ! যিনি সত্যৈকনিষ্ঠ, শ্রীমান্, দান্ত ও সর্ব্বভূতে সমদয়ালু; যিনি কামদ্বেষাদি বশীভূত করিয়া সর্ব্বদা সাধু পথে বিচরণ করত অম্বরীষ মান্ধাতা যযাতি নহুষ ভরত দিলীপ শিবি ঔশীনর প্রভৃতি পুরাতন রাজর্ষিগণের সুদুর্ব্বহ ভার ধারণ করেন; সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় যিনি ত্রৈলোক্য-রাজ্যের অধিপতি হইবারও উপযুক্ত পাত্র; কি ধর্ম্ম, কি শাস্ত্র, কি ব্যবহার, সর্ব্ব মতেই যিনি কুরুদিগের শ্রেষ্ঠ; সেই বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-সদৃশ-কান্তি, প্রিয়দর্শন, সুশীল, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অজাত শত্রু, ধর্ম্মাত্মা, মহাবাহু যুধিষ্ঠির কেমন আছেন?

হে মধুসূদন! নিত্যক্রোধী, বাতবেগী, মহাবল-সম্পন্ন যে বৃকোদর অযুত মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করেন; সর্ব্বদা প্রিয়কার্য্য সাধন করায় যিনি ভ্রাতার অতীব প্রীতিপাত্র হইয়াছেন; যাঁহার অসামান্য শৌর্য্যানল সজ্ঞাতিবান্ধব কীচককে, ক্রোধবশদিগকে, হিড়িম্বকে ও বকাসুরকে ভস্মীভূত করিয়াছে; শস্ত্র-ধারি-শ্রেষ্ঠ, শত্রুতাপন যে মহাবীর পরাক্রমে বাসব-সম, বলে বায়ুতুল্য এবং ক্রোধে মহাকাল-সদৃশ হইয়াও ক্রোধ, বল ও অসহিষ্ণুতা নিরোধ-পূর্ব্বক বশীকৃতান্তঃকরণে সোদরের শাসনানুবর্ত্তী রহিয়াছেন; সেই তেজোরাশি, অমিত-প্রতাপশালী, প্রধানতম, মহাত্মা, ভীম-দর্শন ভীমসেনের কুশল বার্ত্তা আমারে বল! হে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন! সেই পরিঘবাহু মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর এখন কেমন আছেন?

হে কৃষ্ণ! দ্বিবাহু হইয়াও যে অর্জ্জুন সহস্র-বাহু অতীত অর্জ্জুনের সহিত নিত্য স্পর্দ্ধা করেন; যে অসামান্য বীরপুরুষ এক বেগে পঞ্চশত বাণ নিক্ষেপে সমর্থ হন; যাঁহাকে শস্ত্র-শিক্ষা বিষয়ে কার্ত্তবীর্য্য ভূপতির সহিত, প্রতাপে আদিত্যের সহিত, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে মহর্ষির সহিত, ক্ষমায় পৃথিবীর সহিত এবং বিক্রমে মহেন্দ্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; যাঁহার অসাধারণ বীর্য্যবলে অখিল ভূপাল-বর্গ-মধ্যে কৌরবদিগের বিপুলতর, প্রদীপ্ত ও সুপ্রথিত আধিপত্য প্রকটিত হইয়াছে এবং পাণ্ডবেরা এপর্য্যন্ত যাঁহার বাহুবলের নিরন্তর উপাসনা করিতেছেন; সমরে যাঁহার অভিমুখীন হইয়া কোন ব্যক্তি প্রাণে প্রাণে প্রত্যাবর্ত্তিত হইতে পারে না; যে বীরবর সর্ব্ব ভূতের বিজয়কর্ত্তা, কোন কালে কাহারও নিকটে পরাভূত হইবার নহেন; দেবরাজ পুরন্দর যেমন অখিল অমর-নিকরের আশ্রয় স্থল, সেইরূপ যে সর্ব্বরথি-শ্রেষ্ঠ সত্যবিক্রম তৃতীয় পাণ্ডব পাণ্ডবগণের একমাত্র অবলম্ব; তোমার ভ্রাতা ও সখাভূত সেই ধনঞ্জয় এক্ষণে কি রূপ আছেন?

হে মধুসূদন! সর্ব্ব জীবে দয়াবান্, লজ্জাশীল, মৃদু, সুকুমার, ধার্ম্মিক, মহাস্ত্রবেত্তা, মহাধনুর্দ্ধারী, শৌর্য্য-শালী ও সংগ্রামশোভী সহদেব আমার অতিমাত্র প্রীতিপাত্র। হে কৃষ্ণ! সেই ধর্ম্মার্থ-নিপুণ শুভ-চরিত্র মহাত্মা যুবা নিরন্তর ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষায় নিরত থাকেন এবং ভ্রাতারাও তাঁহার সচ্চরিত্রের সর্ব্বদা প্রশংসা করেন। হে যদুনন্দন! জ্যেষ্ঠদিগের স্নেহ-বর্দ্ধনকারী এবং মদীয় শুশ্রূষা তৎপর সেই যোধ-পতি বীরবর মাদ্রীপুত্র সহদেব কেমন আছেন বল!

হে কৃষ্ণ! যে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রিয়দর্শন সুকুমার পাণ্ডব ভ্রাতৃ-বর্গের অতিমাত্র প্রীতিপাত্র; যাঁহাকে যুধিষ্ঠিরাদির বহিশ্চর প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; দুঃখ সহনের অযোগ্য যে সুকুমার বৎসকে আমি চিরকাল সুখ-সম্ভোগে পরি-বর্দ্ধিত করিয়াছি; সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহাস্ত্রবিৎ চিত্রযোধী নকুল কি কুশলী আছেন? হে মহাবাহো! চিরসুখোচিত মহারথ নকুলকে কি আমি পুনরায় দেখিতে পাইব? হা! নিমেষকাল মাত্র যাঁহারে না দেখিলে আমি কোন ক্রমেই ধৈর্য্য বা তুষ্টি লাভ

করিতে পারি না, সেই নকুলের এতাদৃশ বিচ্ছেদেও অদ্যাপি জীবিতা রহিয়াছি দেখ!

হে জনার্দ্দন! সর্ব্বগুণ-সমন্বিতা, মহাকুল-প্রসূতা অনুপম-রূপ-সম্পন্না যে দ্রৌপদী আমার পুত্র সকল হইতেও প্রিয়তরা; পতিধর্ম্ম-পরায়ণা যে সত্যবাদিনী পতিসামীপ্য কামনায় পুত্র-সন্নিকর্ষে অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রিয়তম নন্দনগণকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহচারিণী হইয়াছেন; সর্ব্বকাম-সমর্চ্চিতা মহাভিজন-সম্পন্না সকল-মঙ্গল-যুতা সেই রূপগুণেশ্বরী কেমন আছেন? হায়! সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প মহাধনুর্দ্ধর শূরবীর পঞ্চস্বামীর অনুগামিনী হইয়াও পাঞ্চালী দুঃখভাগিনী হইয়াছেন! হে অরিন্দম! এই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল আমি আর তাহার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করি নাই! হা! তনয়গণের অদর্শনে তিনি যে কি পর্য্যন্ত মনঃপীড়া পাইতেছেন বলিতে পারি না! সত্যবাদিনী দ্রুপদনন্দিনী তাদৃশ সাধু-চরিত্রা হইয়াও যখন অক্ষয় সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী হইলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, শুদ্ধ পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা লোকে সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে না। কৃষ্ণাকে আমি যে সভাগতা [illegible]

আমার না অর্জ্জুন, না যুধিষ্ঠির, না বৃকোদর, না নকুল সহদেব, কাহারও প্রতি আর প্রীতি থাকে না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমি বহুপ্রকার দুঃখ-রাশি অনুভব করিয়াছি বটে, কিন্তু ক্রোধ লোভের অনুবর্ত্তী অনার্য্য দুর্য্যোধন স্ত্রীধর্ম্মিণী একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনাইয়া শ্বশুরগণের সমীপবর্ত্তিনী করিলে সমস্ত কৌরবেরা যে তাঁহাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আমারে আর কখনই সহ্য করিতে হয় নাই। তৎকালে ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত ও অন্যান্য কোন কোন কুরুপক্ষীয়েরা নির্ব্বেদযুক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সমস্ত সভাস্থগণ-মধ্যে বিদুরকেই আমি অধিক প্রশংসা করি। সদ্বৃত্ত হইলেই লোকে পূজনীয় ও মানভাজন হইতে পারে, নতুবা শুদ্ধ বিদ্যা বা ধন দ্বারা কেহ মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হয় না। হে কৃষ্ণ! সেই মহাবুদ্ধি, গম্ভীর-প্রকৃতি মহাত্মা বিদুরের সুশীলতা-রূপ সমুজ্জ্বল অলঙ্কার, সমুদয় লোককে অভিভূত করিয়া সমধিক উদ্ভাসমান রহিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গোবিন্দের সমাগমে কুন্তী হৃষ্টা ও শোকার্ত্তা হইয়া এইরূপ নানাবিধ দুঃখসমূহ কীর্ত্তন করত পুনরায় কহিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম! পূর্ব্ব-কালীন কুনৃপতিগণের আচরিত অক্ষক্রীড়া মৃগয়া-প্রভৃতি ব্যসন-সমস্ত কি পাণ্ডবদিগের সুখাবহ হয়? অশুভ পাশক্রীড়া নিমিত্তে বৃত্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সভামধ্যে কুরুগণ-সন্নিধানে কৃষ্ণাকে যে অশেষ প্রকার মৃত্যুবৎ ক্লেশ দিয়াছিল, তাহা অনল-স্বরূপ হইয়া আমারে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। হে পরন্তপ জনার্দ্দন! আমি নগর হইতে নন্দনগণের নির্ব্বাসন ও বন ভ্রমণাদি বহুবিধ দুঃখপুঞ্জের অভিজ্ঞা হইয়াছি! হে মাধব! পরগৃহে অবরুদ্ধ হইয়া বৎসদিগকে যে অজ্ঞাত বাস করিতে হইয়াছিল, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় আমার ও পুত্রগণের কখনই ঘটে নাই। অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর হইল, দুর্য্যোধন আমার নন্দনগণকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে। যদি পুণ্য ফলের ক্ষয় না হইয়া থাকে, তবে এতাদৃশ দীর্ঘ দুঃখের পর এক্ষণে আমাদিগের সুখ হইলেও হইতে পারে। হে কৃষ্ণ! আমি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের প্রতি কোন কালে পাণ্ডবগণ হইতে কিছুমাত্র বিশেষ করি নাই; চিরকালই তাহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে সন্দর্শন করিয়াছি; এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, অবশ্যই পাণ্ডবদিগের সহিত তোমাকে উপস্থিত সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত, হত-শত্রু ও পুনর্ব্বার লব্ধ-রাজ্য দেখিব। পাণ্ডবেরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ সত্য ব্রত প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাতে শত্রুগণ কখনই তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ

হইবে না। যাহা হউক, বর্ত্তমান দুঃখভোগ নিমিত্ত আমি আপনাকেও তিরস্কার করিতে পারি না এবং দুর্য্যোধনকেও দোষ দিতে পারি না; কেবল পিতা-কেই এবিষয়ে দোষী বলিতে হয়। দ্যূতদেবী ধূর্ত্তেরা যেমন বিজয়ী ধূর্ত্তকে পণিত ধন অর্পণ করে, সেইরূপ করিয়া তিনি আমারে কুন্তিভোজ নরপতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি কন্দুক হস্তে লইয়া বাল্যক্রীড়া করিতেছিলাম, তোমার পিতামহ আ-মাকে আপন সখাভূত অপুত্রক মহাত্মা কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি পিতা এবং শ্বশুরগণ, সকলেরই বঞ্চনার পাত্রী হইয়াছি; অতএব হে কৃষ্ণ! এতাদৃশী অত্যন্ত দুঃখ-ভাগিনী হতভাগিনীর আর জীবিতা থাকিবার ফল কি?

অর্জ্জুনের জন্ম সময়ে রজনীযোগে "তোমার এই পুত্রটি বিশ্ব-বিজয়ী হইবেন; ইহাঁর সুবিস্তীর্ণ যশো-রাশি স্বর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে; ইনি মহাসমরে দিগকে নিহত করত রাজ্য লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটি মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন" এই যে দৈববাণী হইয়াছিল, তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে দোষারোপ করিতে পারি না। সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম-রূপী নারায়ণ বিধাতাকে সর্ব্বথাই নমস্কার। ধর্ম্মই প্রজা সকলকে নিত্যকাল ধারণ করিতেছেন। হে যদুনন্দন কৃষ্ণ! যদি ধর্ম্ম থাকেন তবে, যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, তুমি সম্পূর্ণ রূপেই তাহা সম্পন্ন করিবে। হে মাধব! পুত্রগণ-বিরহে জীবিতা থাকায় আমি যে রূপ শোকানলে দগ্ধ হইতেছি, তাদৃশ নিদারুণ শোক আমারে না বৈধব্য যন্ত্রণা, না অর্থ-নাশ, না শত্রুতা, কিছুতেই অনুভব করিতে হয় নাই। আমি যখন সেই সর্ব্বশস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব-ধন্বা ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইতেছি না, তখন আর আমার হৃদয়ের শান্তি কোথায়! হে গোবিন্দ! এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল সেই যুধিষ্ঠির, বৃকোদর ধনঞ্জয় ও নকুল সহদেবকে না দেখিয়া আমি নিতান্তই জীব-মৃতা রহিয়াছি! হে জনার্দ্দন! যাহারা চিরকালের নিমিত্ত অনুদ্দিষ্ট হইয়া যায়, আত্মীয় স্বজনেরা তাহাদিগের মরণ অবধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ শান্তি করে; কিন্তু আমার পক্ষে পুত্রগণ জীবদ্দশায় থাকি-য়াও মৃতবৎ গণ্য হইতেছে এবং আমিও তাহা-দিগের নিকটে মৃতার ন্যায় হইয়াছি।

হে কেশব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও "বৎস! তোমার ধর্ম্মের বিস্তর হানি হইতেছে; অতএব যাহাতে ধর্ম্ম নষ্ট না হয়, তাহা কর"। হে জনার্দ্দন! যে নারী পরা-শ্রয়ে জীবন ধারণ করে, তাহার জীবনে ধিক্; যাচ্ঞা-লব্ধ জীবিকা অপেক্ষা মরণও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

হে বাসুদেব! তুমি ধনঞ্জয়কে এবং নিয়ত উদ্যম-শালী বৃকোদরকেও আমার এই কথা বলিও "ক্ষত্রি-য়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহার এই উপযুক্ত কাল সমাগত হইয়াছে; অতএব এই উপ-স্থিত সময়ে যদি কাল তোমাদিগকে অতিক্রম করে, তাহা হইলে তোমরা লোকের বহুমানাস্পদ হইয়াও ঘোরতর ঘৃণাকর কর্ম্ম করিবে। তোমরা ঘৃণাকর কর্ম্মে যুক্ত হইলে আমিও তোমাদিগকে চিরকালের নিমিত্তে পরিত্যাগ করিব; যেহেতু যোগ্য-কাল উপ-স্থিত হইলে প্রিয়তম জীবনকেও পরিত্যাগ করিতে হয়"।

হে পুরুষোত্তম! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য-নিরত মাদ্রীপুত্রদ্বয়কেও আমার নাম করিয়া এই কথা বলিও "হে নন্দনগণ! তোমরা প্রাণ পণ করিয়াও বিক্রম-দ্বারা সমুপার্জ্জিত ভোগ-সুখের প্রার্থনা কর; যেহেতু বিক্রম-লব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্ম-জীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়"।

হে মহাবাহো! তথায় গমনানন্তর প্রত্যেকের প্রতি ঐরূপ কহিয়া, সর্ব্বশস্ত্রধারি-প্রধান তৃতীয় পাণ্ডব বীরবর অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া বলিও, যেন তিনি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত-পথেই সর্ব্বথা বিচরণ করেন,—তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনে যেন কোন প্রকারে শৈথিল্য না করেন। হে মধুসূদন! তুমি বিলক্ষণ

অবগত আছ, ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত কুপিত হইলে সাক্ষাৎ কৃতান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকেও বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু এতাদৃশ বীর্য্য-সম্পন্ন হইলেও তাঁহাদিগের প্রিয়তমা ভার্য্যা পাঞ্চালী যে সভা-মধ্যে আনীতা হইয়াছিলেন এবং দুঃশাসন ও কর্ণ তাঁহার প্রতি যে অশ্রাব্য পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, ইহার অধিক অপমানের বিষয় তাঁহাদিগের আর কি হইতে পারে? দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন প্রধান প্রধান কুরুগণের সমক্ষে মহামনা ভীমসেনের যে অবমাননা করিয়াছিল, অবশ্যই তাহার সমুচিত ফল দর্শন করিবে; কেন না বৈরের সূত্র পাইলে শত্রুসূদন বৃকোদর শান্ত থাকিবার নহেন; বিশেষতঃ অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার শত্রুতার উপশম হয় না; তিনি যে পর্য্যন্ত শত্রুগণের সমূলে সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত আর কোন ক্রমেই নিস্তার নাই।

হে কৃষ্ণ! পুত্রগণের দ্যূতে পরাজয়, রাজ্য-হরণ ও বনবাসও আমার দুঃখের কারণ নহে; কিন্তু সেই পতিপরায়ণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মহীয়সী দ্রৌপদী যে এক বস্ত্রে সভা-মধ্যে আনীতা হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই নিদারুণ দুঃখ; তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশের বিষয় আমার আর কিছুই নাই। আহা! ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য-নিরতা স্ত্রীধর্ম্ম-যুতা বরারোহা কৃষ্ণা অসামান্য-নাথবতী হইয়াও তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন। হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! তুমি, বলিশ্রেষ্ঠ বলরাম ও মহারথ প্রদ্যুম্ন, আমার ও আমার পুত্রগণের সহায় থাকিতে এবং দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন ও অপরাঙ্মুখ অজেয় ধনঞ্জয় জীবিত থাকিতেও আমারে যে এবম্বিধ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে হইল, ইহাই আশ্চর্য্য!

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর পার্থ-সখা বাসুদেব, পুত্রগণ-দুঃখে অতিমাত্র বিধুরা অনুশোক-পরায়ণা পিতৃষ্বসা পৃথাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞে! এই পৃথিবীতলে আপনকার মত সৌভাগ্যবতী সীমন্তিনী আর কে আছে? আপনি শূরসেন ভূপতির দুহিতা এবং আজমীঢ়-কুলে পরিণীতা; মহাকুলে জন্ম গ্রহণ ও মহাকুলে পাণিগ্রহণ করায় যেন এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে আগতা হইয়াছেন। আপনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্ব-কল্যাণবতী এবং ভর্ত্তার নিরতিশয় আদরভাগিনী ছিলেন। বীরপত্নী হইয়া আপনি মহাবীর নন্দনগণের জননী হইয়াছেন, সুতরাং স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা সম্ভব, কিছুই আর আপনকার অবশিষ্ট নাই; আপনি সর্ব্বগুণেই বিভূষিত হইয়াছেন। অতএব ভবাদৃশী মহাভাগা আপনাকে সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনুভব করিতে হয়।

হে দেবি! আপনকার পুত্রেরা নিদ্রা আলস্য, ক্রোধ হর্ষ, ক্ষুধা পিপাসা, শীত উষ্ণ-প্রভৃতি যাবতীয় দ্বন্দ্ব-সমস্ত বশীকৃত করিয়া বীর-সমুচিত সুখেই নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। মহোৎসাহ ও মহাবল-সম্পন্ন পাণ্ডবগণের সামান্য লোকের প্রার্থনীয় আহারবিহারাদি গ্রাম্য-সুখে কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, বীরসুখই তাঁহাদিগের নিত্য প্রীতির আস্পদ; অকিঞ্চিৎকর স্বল্প বিষয়ে তাঁহারা কখনই পরিতুষ্ট হইবার নহেন। ধৈর্য্যশালী পণ্ডিতেরা কোন বস্তুর পরাকাষ্ঠাই সেবন করিয়া থাকেন। তাঁহারা হয় মানুষোচিত চূড়ান্ত ক্লেশ-সমস্ত সহ্য করেন, না হয় উৎকৃষ্ট ভোগ-সুখের এক শেষ অনুভব করেন; পরন্তু গ্রাম্যসুখ-প্রিয় মানবেরা কেবল মধ্যমাবস্থার প্রার্থনা করে; অত্যন্ত দুঃখ বা অত্যন্ত সুখ তাহাদিগের কদাচ কামনার বিষয় হয় না। অতএব সুধীর পাণ্ডবেরা চিরকাল এক শেষেই রত রহিয়াছেন, মধ্যমাবস্থায় পতিত হইতে কদাপি প্রবৃত্তি করেন নাই। বিষয়ের উভয়-সীমা-প্রাপ্তিই যে সুখকরী এবং উভয়ের মধ্যভাগ দুঃখহেতু, ইহা পণ্ডিতেরাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন।

হে অম্ব! পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালী আপনাকে অভিবাদন করিয়া আত্ম-কুশল নিবেদনানন্তর আপনকার অনাময় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি পুত্রদিগকে অচিরেই কৃতকার্য্য, অরোগ, সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, হতামিত্র ও শ্রী-সংযুক্ত দেখিবেন, সন্দেহ নাই।

পুত্র-দুঃখে অভিভূতা কুন্তী দেবী এইরূপে আশ্বাসিতা হইয়া অজ্ঞানজনিত-মোহ-নিগ্রহ-পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো মধুসূদন কৃষ্ণ! তোমার বিবেচনায় যে কোন কার্য্য পাণ্ডবদিগের পথ্য ও হিতকর হয়, ধর্ম্মের অবিলোপে ও অকপটে তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে পরন্তপ! তোমার সত্যনিষ্ঠা ও বংশমর্য্যাদার যেরূপ প্রভাব, তাহা আমি বিশেষ রূপে জানি। মিত্রগণের কার্য্যব্যবস্থা বিষয়ে তুমি যাদৃশ বুদ্ধি বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাক, তাহাও আমার বিদিত আছে। অধিক আর কি বলিব, আমাদিগের কুলে তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই সত্য এবং তুমিই মহতী তপস্যা; তুমি পাণ্ডবগণের ভ্রাতা অথচ তুমিই পরব্রহ্ম; অখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি যে কথা বলিলে তাহা অবশ্যই সত্য হইবে, কদাপি তাহার অন্যথা হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবাহু হৃষীকেশ কুন্তীর সহিত উক্তরূপ সম্ভাষণানন্তর তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া দুর্য্যোধনের ভবনোদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন।

কুন্তীকৃষ্ণ-সংবাদে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশা গোবিন্দ জনার্দ্দন, পৃথার অনুমতি গ্রহণান্তে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া, বহুবিধ-বিচিত্র-আসন-সমাকীর্ণ পরম-শোভা-সমন্বিত সাক্ষাৎ পুরন্দর-গৃহোপম দুর্য্যোধন-গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। রাজপুরের দ্বার-দেশে অনেকানেক দৌবারিক ছিল, কিন্তু কেহই তাঁহারে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না; তিনি অবাধে তৃতীয় কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া, সজল-জলধর-সন্নিভ, বিশাল-শৈলশিখর-সদৃশ-সমুন্নত, অসীম-শোভা-সমুজ্জ্বল প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবাহু সুযোধন অশেষ নরপতিবর্গ ও কুরুবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন; তাঁহার সমীপ-দেশে দুঃশাসন, কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনি আপন আপন আসনে উপবিষ্ট আছেন। যদুনন্দন মধুসূদন অভ্যাগত হইলে মহাযশস্বী ধৃতরাষ্ট্র-তনয় তাঁহার অভ্যর্থনা নিমিত্ত তৎক্ষণমাত্র অমাত্যবর্গের সহিত আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। কেশব অগ্রে তাঁহার ও তদীয় অমাত্যগণের সহিত, পরে তত্রত্য যাবতীয় রাজ-নিচয়ের সহিত বয়ঃক্রমানুসারে আলিঙ্গনাদি করিয়া বহুবিধ-আস্তরণ-সমাকীর্ণ সুপরিষ্কৃত কাঞ্চন-ময় পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তখন কুরুরাজ তাঁহার সৎকার নিমিত্ত গো, মধুপর্ক, উদক, গৃহ, রাজ্য, সকলই নিবেদন করিলেন। কৌরবগণ ও অন্যান্য ভূপালবর্গ সকলেই প্রসন্ন-প্রভাকর-কান্তি, পর্য্যঙ্ক-সমাসীন গোবিন্দের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বিজয়িশ্রেষ্ঠ যদুপতি কেশবকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অনুমোদন অথবা সম্মতি-প্রকাশ করিলেন না। ইহাতে কুরুরাজ সম্বোধন-দ্বারা কর্ণকে উন্মুখ করিয়া সভা-মধ্যে কৃষ্ণকে মৃদুভাবে এই কথা বলিলেন, হে জনার্দ্দন! আপনকার নিমিত্তে বহুতর অন্ন পান ও বসন শয়নাদি উপনীত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহার কিছুই গ্রহণ করিলেন না; ইহার কারণ কি? হে মাধব! আপনি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেই সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং উভয় পক্ষেরই হিতানুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন; আপনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রধান সম্বন্ধী ও প্রীতিপাত্র; ধর্ম্ম ও অর্থের

যথার্থ তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপেই আপনকার বিদিত আছে; অতএব হে চক্রগদাধর গোবিন্দ! সর্ব্ব প্রকারে যোগ্য হইয়াও আপনি যে মদীয় বস্তু-সমস্ত গ্রহণ করিলেন না, ইহার হেতু কি, শুনিতে ইচ্ছা করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধনের এই বাক্য আ-পাতত মৃদু বোধ হইল বটে, কিন্তু উত্তর কাল বিবেচনা করিলে উহা নিতান্তই শঠতা-পূর্ণ। যাহা হউক রাজীবনেত্র মহামনা গোবিন্দ তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া বিশাল দক্ষিণ-বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক বর্ষাকালীন নিবিড়-জলধরের ন্যায় গম্ভীর-স্বর-সম্বলিত, নিষ্ঠীবন-বিবর্জ্জিত, অলুপ্ত-পদ-পদার্থ, অবাধিতার্থ, জড়তা-রহিত, সুন্দর-হেতু-সংযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ফলোপধায়ক বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে ভারত! দূতেরা কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেই, যাহার নিকটে প্রেরিত হয়, তাহার পূজা গ্রহণ ও দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলে আপনি আমাকে ও আমার অমাত্যগণকে ইচ্ছানুরূপ অভ্যর্থনা করিবেন।

জনার্দ্দনের এই কথায় দুর্য্যোধন পুনরায় তাঁহারে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদিগের প্রতি আপন-কার এরূপ অসদৃশ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হয় না; আপনি কৃতকার্য্য হউন না হউন তাহা আমরা ধরিতেছি না, কেবল যদুকুল-সম্বন্ধেই আপনাকে পূজা করিবার নিমিত্তে যত্ন করিতেছি; কিন্তু যত্ন করিয়াও পারিতেছি না। হে পুরুষোত্তম! আমরা প্রীতি-সহকারে আপনকার অর্চ্চনা করিতে সমুৎসুক হইলেও আপনি কি কারণে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, কিছুই বুঝিতে পারি না। হে গোবিন্দ! আপনকার সহিত আমাদিগের কোন শত্রুতাও নাই এবং যুদ্ধ-বিগ্রহও ঘটে নাই; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে আপনকার এ কথা বলা কোনমতে সঙ্গত হয় না।

ইহা শুনিয়া বাসুদেব সহামাত্য সুযোধনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, আমি না কাম, না ক্রোধ, না অর্থ, না লোভ, না দ্বেষ, না হেতুবাদ, কিছুতেই ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারি না। হে রাজন্! যাহার প্রতি কোন ব্যক্তির প্রীতি জন্মে, সে তাহারই অন্ন ভোজন করিয়া থাকে; অথবা যাহারা আপদ্গ্রস্ত হয়, তাহারাও অন্যের প্রদত্ত পান ভোজন গ্রহণ করে; কিন্তু আপনিও আমার কোন সম্প্রীতির কার্য্য করেন নাই এবং আমরাও আপদ্গ্রস্ত হই নাই; সুতরাং কি প্রকারে আপনার অন্ন স্বীকার করিতে পারি? হে রাজন্! আপনি বিনা কারণে, নিজ-প্রিয়ানুবর্ত্তী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ভ্রাতা পাণ্ডবদিগের প্রতি জন্মাবধি দ্বেষ করিতেছেন। বিনা কারণে তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করা কোন মতেই উচিত হইতে পারে না। পাণ্ডবেরা চির-কাল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী রহিয়াছেন; তাঁহাদিগকে কে কি বলিতে পারে? যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতি দ্বেষ করে, সে আমার প্রতিও দ্বেষ করে; যে তাঁহা-দের অনুকূল হয়, সে আমারও অনুকূল; ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণের সহিত আমাকে অভেদাত্মা বলিয়া জানিবেন। কাম ক্রোধের অনুবর্ত্তী যে মূঢ়মতি প্রগাঢ় মোহ-বশত গুণশালী লোকের সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা করে এবং সর্ব্বদাই তাঁহার দ্বেষ করিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র যে নরাধম ক্রোধ-মোহের বশম্বদ হইয়া সাধুগুণ সম্পন্ন জ্ঞাতিগণকে নিয়ত লোভ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, সে কখনই অধিককাল সম্পত্তি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। পরন্তু যে মতিমান্ মানব হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও গুণ-গরিষ্ঠ লোকদিগকে প্রিয়-কার্য্য-দ্বারা বশীভূত করি-তে পারেন, তিনি চিরকাল প্রশস্ত-যশোমার্গে বিচরণ করেন। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনার এই দুষ্টাভিসন্ধি-সম্বলিত অশুভ অন্ন কদাচ ভক্ষণীয় নহে; একমাত্র বিদুরের অন্ন ভোজন করিব, ইহাই আমার নিশ্চয়।

মহামনা মহাবাহু বাসুদেব অসহনশীল দুর্য্যো-

ধনকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার রত্নপ্রভা-সমুদ্ভাসিত ভবন হইতে নির্গমনানন্তর মহাত্মা বিদুরের নিকেতনে উপনীত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইলে দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম, বাহ্লিক ও অন্যান্য কৌরবেরা তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই কৌরবেরা বীর্য্য-সম্পন্ন মধুসূদন মাধবকে কহিলেন, হে যদুপতে! আমরা বহুরত্ন-সমন্বিত গৃহ-সমস্ত আপনাকে নিবেদন করিতেছি। পরন্তু মহাতেজা মধুসূদন তাঁহাদিগকে এই উত্তর করিলেন, আপনারা সকলে গমন করুন, আপনাদিগের আগমনেই আমার যথেষ্ট অর্চ্চনা করা হইয়াছে।

কৌরবেরা প্রতিগমন করিলে পর বিদুর পরম যত্নবান্ হইয়া সর্ব্বকাম-সহকারে অপরাজিত দাশার্হের অভ্যর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা কেশবকে বহুল-গুণযুক্ত অনেক-বিধ বিশুদ্ধ অন্নপান উপহার দিলেন। মধুসূদন কৃষ্ণ অগ্রে তৎসমুদায়ের অধিকাংশ এবং উৎকৃষ্ট ধন প্রদান-দ্বারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন পশ্চাৎ দেবগণ-পরিবৃত বাসবের ন্যায় সহচর-বর্গে মিলিত হইয়া সেই অবশিষ্ট পবিত্র অন্ন পান অভ্যবহার করিলেন।

কৃষ্ণ-দুর্য্যোধন-সম্বাদে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ আহারান্তে বিশ্রান্ত হইলে, রাত্রিকালে বিদুর তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন কেশব! আপনকার এখানে আগমন করা সম্যক্ বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। দুর্য্যোধন অতি-মন্দমতি, ধর্ম্মার্থের অতিবর্ত্তী ও অত্যন্ত ক্রোধী। আপন মান-কামনায় সে অনায়াসে মান্য-লোকের মান হনন করে; বিজ্ঞগণের শাসনে থাকে না; ধর্ম্মশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে। হে কেশব! তাহার মূঢ়তা ও দৌরাত্ম্যের কথা কি কহিব! সে এরূপ নির্ব্বোধ ও দুরাগ্রহ-গ্রস্ত যে হিতৈষিগণেরও বিনেতব্য নহে। কেহ কোন উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার করা দূরে থাকুক, বরং অপকারেরই চেষ্টা পায়। সে নিতান্তই অকৃতজ্ঞ, কামাত্মা, মিথ্যাপ্রিয়, ধর্ম্মত্যাগী, প্রাজ্ঞমানী মিত্রদ্রোহী সকলের নিকটেই সদা-শঙ্কিত, অতিমাত্র বিমূঢ়, অকৃতবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের অনীশ্বর, সকল কর্ম্মেই স্বেচ্ছাচারী এবং সর্ব্ব কার্য্যেই অব্যবস্থিত-চিত্ত। আমি যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিলাম, এতদ্ভিন্ন দুর্য্যোধন আরও অনেকানেক দোষের আস্পদ। অতএব আপনি মঙ্গলকর বাক্যের প্রসঙ্গ করিলেও সে ক্রোধ-বশত কদাচ তাহা গ্রহণ করিবে না। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা জয়দ্রথ-প্রভৃতি বীরবর্গের প্রতি তাহার ভূয়সী বিজয়-প্রত্যাশা রহিয়াছে, সুতরাং সে শান্তি স্থাপনে মন করে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ ও কর্ণ-প্রভৃতি দুর্ম্মতি-সকলের এরূপ নিশ্চয় আছে যে, ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি বীরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। হে মধুসূদন! অবিচক্ষণ অবোধ দুর্য্যোধন পার্থিবসৈন্য-সমূহ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছে। তাহার দুর্ব্বুদ্ধি ও দুরাশার কথা আর কি বলিব; সে, কর্ণই একাকী শত্রু-বিজয়ে সমর্থ হইবে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং শান্তি-লাভে তাহার কখনই প্রবৃত্তি হইবে না।

হে কেশব! আপনি কুরুপাণ্ডবদিগের পরস্পর সৌভ্রাত্র আকাঙ্ক্ষা করিয়া সন্ধিবন্ধনে যত্নবান্ হইতেছেন বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের সমুদয় পুত্রগণেরই প্রতিজ্ঞা এই যে, “পাণ্ডবদিগকে আমরা কোন বস্তুই উচিতমত প্রতিদান করিব না”। অতএব যাহারা এরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি কোন বাক্য প্রয়োগ করিলে অবশ্যই তাহা নিরর্থক হইবে, সন্দেহ কি? হে মধুসূদন! যেখানে সদুক্ত ও দুরুক্ত উভয়ই সমান, সে স্থলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তির, বধিরগণ-সন্নিধানে গায়নের ন্যায়, অনর্থক বাক্য-ব্যয় করা বিধেয় নহে। হে মাধব!

চাণ্ডাল-সমীপে ব্রাহ্মণের ন্যায়, আপনকার সেই অবিজ্ঞ মর্য্যাদা-শূন্য মূঢ়দিগের নিকটে বাক্য-ব্যয় করা কোন ক্রমেই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হইবে না। বলগর্ব্বিত বিমূঢ় দুর্য্যোধন কখনই আপনকার বাক্য রক্ষা করিবে না; তাহার নিকটে আপনি যে কোন কথা বলিবেন, তাহাই নিরর্থক হইবে। হে কৃষ্ণ! সেই বহু-সংখ্যক দুর্ব্বুদ্ধি অশিষ্ট দুষ্টমতি পাপাত্মারা যখন সকলে একত্র উপবিষ্ট থাকিবে, তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে আপনকার অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রতিকূল বাক্যের প্রসঙ্গ করা আমার কদাচ অভিমত নহে। কখন বিজ্ঞলোকের উপাসনা না করা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হওয়া, অহঙ্কারে বিমুগ্ধ থাকা, বয়োধর্ম্মে উদ্ধত ও অতিমাত্র অসহিষ্ণু হওয়া ইত্যাদি হেতু বশত দুর্য্যোধন আপনকার হিতবাক্য গ্রহণ করিবে না। হে মাধব! তাহার সৈন্যও অতি বলিষ্ঠ এবং আপনকার প্রতি তাহার মহতী শঙ্কাও আছে, সুতরাং আপনি কোন কথা বলিলে সে তাহা রক্ষা করিবে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে অমর-নিকরে পরিবৃত সাক্ষাৎ পুরন্দর আসিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগের বলক্ষয় করিতে পারিবেন না। অতএব এতাদৃশ দুরাশাসম্পন্ন, কাম ক্রোধানুবর্ত্তী, দুর্ব্বোধগণের নিকটে আপনি যে কোন বাক্যের প্রসঙ্গ করিবেন, তাহা সম্যক্ অর্থযুক্ত হইলেও নিতান্ত নিরর্থক হইবে। মন্দমতি বিমূঢ় দুর্য্যোধন হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি-সম্বলিত বিপুলতর সৈন্য-মধ্যে অবস্থান করত ভয়-শূন্য হইয়া মনে করিতেছে, সমগ্র বসুন্ধরাই আমার করতলগতা হইয়াছে; এবং এই মনে করিয়া সে অখিল জগতীতলে নিঃসপত্ন সাম্রাজ্যের আশংসা করিতেছে; অতএব বিনা যুদ্ধে তাহার নিকটে শান্তি লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। যে অর্থ একবার লব্ধ হইয়াছে, তাহা চিরকালই তাহার নিকটে বদ্ধমূল থাকিবে, কদাপি হস্ত-বহির্ভূত হইবে না, ইহাই তাহার ধ্রুব জ্ঞান। হা! অবোধ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত বুঝি ধরিত্রীর ধ্বংসদশা উপস্থিত হইল! যেহেতু তাহার সাহায্যার্থে পৃথিবীস্থ যাবতীয় দুষ্ট ক্ষত্রিয় ও ক্ষিতিপাল-বর্গ যেন কাল-প্রেরিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সমর-কামনায় সর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! ঐ সমস্ত ভূপতিগণ পূর্ব্বে আপনকার সহিত শত্রুতা করিয়া হৃত সর্ব্বস্ব হইয়াছিল, এক্ষণে আপনকার ভয়ে কর্ণের সহিত যোগ করিয়া সকলেই দুর্য্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার কার্য্য-সাধনার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত মহাহৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে বীরবর যদুপতে! তাহাদিগের মধ্যে আপনি প্রবেশ করেন, ইহা কোন প্রকারেই আমার মত-সিদ্ধ নহে। হে শত্রুসূদন! সেই দুষ্টচিত্ত একত্র সমুপবিষ্ট অশিষ্ট শত্রু-সমূহ-মধ্যে আপনি কি প্রকারে গমন করিবেন? হে শত্রুনাশন মহাবাহো! আপনি দেবগণেরও অপরিভবনীয়, সুতরাং সকলই আপনকার সম্ভব হয়; আপনকার প্রভাব, পৌরুষ বা বুদ্ধি, কিছুই আমার অবিদিত নাই। হে মাধব! পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনকার প্রতিও তাহার কিছুমাত্র অন্যথা নাই; আমি প্রেম, বহুমান ও সৌহৃদ্য প্রযুক্তই আপনাকে এই কথা বলিতেছি। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনকার সন্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যাদৃশী প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব; আপনি সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সকলই জানিতেছেন।

বিদুর-বাক্যে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ভগবান্ কহিলেন, বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেরূপ কহিয়া থাকেন, মদ্বিধ সুহৃদকে ভবাদৃশ সুহৃদ্ব্যক্তির যে কথা বলা উচিত হয়, এবং যাদৃশ ধর্ম্মার্থযুক্ত ও যথার্থ বাক্য উক্ত করা আপনকার

অভ্যাস, আপনি পিতা মাতার ন্যায়, আমারে সেইরূপই বলিয়াছেন। আপনকার এই বাক্য সর্ব্বথাই যুক্তিযুক্ত, সত্য ও সাধু-সম্মত, সন্দেহ নাই; তথাপি একবার অবহিত হইয়া আমার আগমনের হেতু শ্রবণ করুন। হে ক্ষত্তঃ! আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য এবং ক্ষত্রিয়গণের শত্রু ভাব, সকলই অবগত আছি এবং অবগত থাকিয়াও অদ্য কুরুমণ্ডল-মধ্যে সমাগত হইয়াছি। যে ব্যক্তি এই অশ্ব-রথ-মাতঙ্গ-সমাকীর্ণ বিপর্য্যস্ত মেদিনী-মণ্ডলকে মৃত্যু-পাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয়, সে অবশ্যই অনুত্তম ধর্ম্মলাভ করিতে পারে। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, মনুষ্য স্বীয় শক্তি অনুসারে কোন ধর্ম্ম কার্য্য নিষ্পাদনে যত্ন করিয়া যদিও কৃতকার্য্য হইতে না পারে তথাপি তাহার পুণ্য ফল প্রাপ্ত হয়, আবার মনে মনে কোন পাপ কর্ম্মের চিন্তা করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও তজ্জনিত ফল ভোগের অধিকারী হয় না। আমি আপনাকে যে কথা বলিলাম, ধর্ম্মজ্ঞানী পণ্ডিতেরাও ইহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হে ক্ষত্তঃ! সংগ্রামে আশু বিনাশোন্মুখ কুরু ও সৃঞ্জয়গণ-মধ্যে শান্তি-স্থাপন করিতে আমি অকপটে যত্ন করিব। এই উপস্থিত মহাঘোর আপদ্ কৌরবদিগের মধ্যেই সমুত্থিত হইয়াছে; যেহেতু কর্ণ ও দুর্য্যোধন ইহার প্রবর্ত্তক এবং সমবেত ক্ষত্রিয়েরা সকলেই উহাদিগের অনুবর্ত্তী। আপদ্‌গ্রস্ত ক্লিশ্যমান মিত্রকে যে ব্যক্তি যথাশক্তি অনুনয় দ্বারা তাহা হইতে বিমুক্ত করিবার চেষ্টা না করে, পণ্ডিতেরা তাহারে নৃশংস বলিয়া উক্ত করেন। মিত্র, ক্ষমতানুসারে যত্ন করিয়া, যে কোন উপায় দ্বারা, এমন কি কেশগ্রহ পর্য্যন্ত করিয়াও মিত্রকে অকার্য্য হইতে নিবর্ত্তিত করত কাহারও নিন্দনীয় হন না। অতএব হে বিদুর! দুর্য্যোধন ও তদীয় অমাত্যগণের মদুক্ত কার্য্য-সাধন-সমর্থ ধর্ম্মার্থসংযুক্ত শুভময় হিত বাক্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কেবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের নহে, আমি পাণ্ডবগণের এবং পৃথিবীস্থ যাবতীয় ক্ষত্রিয়-বর্গের হিত-সাধন নিমিত্তেও অকপটে যত্ন করিব। আমি হিতানুষ্ঠানে যত্ন-পরায়ণ হইলেও যদি দুর্য্যোধন আমার প্রতি কোন শঙ্কা করে, তথাপি মিত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিলাম বলিয়া আমার হৃদয়ের প্রীতি হইবে। জ্ঞাতিগণ-মধ্যে পরস্পর ভেদ হইবার সূত্র হইলে যে মিত্র সর্ব্বপ্রযত্নে মধ্যস্থতা অবলম্বন না করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে মিত্র বলিয়াই গণনা করেন না। সন্ধি বিষয়ে আমার যত্ন করিবার আরও একটি হেতু এই যে, অধর্ম্মনিষ্ঠ সৌহৃদ্য-শূন্য মূঢ় লোকেরা যেন বলিতে না পারে, কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও কোপযুক্ত কুরু পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিল না। আমি কুরুপাণ্ডব উভয় পক্ষেরই কার্য্য-সাধনার্থে এখানে আগমন করিয়াছি; সুতরাং তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া কোন লোকেরই নিন্দাস্পদ হইব না। অবোধ দুর্য্যোধন যদি আমার ধর্ম্মার্থযুক্ত মঙ্গলময় বাক্য শ্রবণ করিয়াও অগ্রাহ্য করে, তবে নিতান্তই কালের বশবর্ত্তী হইবে। অথবা যদি পাণ্ডবদিগের অর্থহানি না করাইয়া আমি কুরুগণ-মধ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমারও মহাফলোপধায়ক পুণ্যকর্ম্ম করা হয় এবং কৌরবেরাও মৃত্যুপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। ফলত আমি বিজ্ঞলোকের সমুচিত, ধর্ম্মানুমোদিত, অর্থযুক্ত ও হিংসা-বিবর্জ্জিত যাদৃশ শুভবাক্যের প্রসঙ্গ করিব, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা তাহা যদি সবিশেষ পর্য্যালোচন করিয়া দেখে, তবে অবশ্যই আমারে সমাদর করে এবং যে শান্তির নিমিত্ত আগমন হইয়াছে, তাহাতেও সম্মত হইতে পারে। পরন্তু তাহা না করিয়া যদি তাহারা আমার প্রতি কোন অনিষ্টাচরণে উদ্যুক্ত হয়, তাহাতেই বা আমার ভয়ের বিষয় কি? আমি ক্রুদ্ধ হইলে কেশরি-সন্নিধানে ইতর জন্তুগণের ন্যায় কৌরবগণ ও সমবেত সমস্ত পার্থিববর্গ আমার সম্মুখে অবস্থিত থাকিতেই সমর্থ হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুগণ-সুখাবহ বৃষ্ণিকুল-পতি বাসুদেব বিদুরের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরিশেষে সুখস্পর্শ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন।

কৃষ্ণবাক্যে ত্রিনবতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন কৃষ্ণ ও বিদুরের উক্তরূপে কথোপকথন করিতে করিতে সেই উজ্জ্বল-নক্ষত্র-ভূষিতা শুভা শর্ব্বরী পরম সুখে অতিবাহিতা হইল। অমিত-প্রতাপশালী কৃষ্ণের ধর্ম্মার্থকাম-যুক্ত বিচিত্র-পদপদার্থ মনোহর বচনাবলি শ্রবণে অপরি-তৃপ্ত মহাত্মা বিদুর এবং অনুরূপ কথার প্রসঙ্গকারী কেশব উভয়েরই যেন অনিচ্ছাতে যামিনী অতীতা হইল। পর দিন প্রত্যূষে সুস্বর-সম্পন্ন বহুসংখ্য সূতমাগধ-বন্দিগণ শঙ্খদুন্দুভি-নির্ঘোষ-দ্বারা কেশ-বকে প্রতিবোধিত করিল। যদুকুল-শ্রেষ্ঠ দাশার্হ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া অগ্রে আবশ্যক প্রাতঃ-কৃত্য-সমস্ত সম্পন্ন করিলেন, পরে স্নানান্তে জপ ও হোম-কার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত হইয়া আদিত্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। অপরাজিত বাসুদেব এইরূপে সন্ধ্যাবন্দনা করি-তেছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও সুবলপুত্র শকুনি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে গোবিন্দ! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম-প্রভৃতি কুরুগণ এবং পৃথি-বীস্থ যাবতীয় রাজবর্গ, সকলেই সভামণ্ডপে আসীন হইয়া, অমরগণ যেমন পুরন্দরের প্রার্থনা করেন, সেইরূপ আপনকার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহা শুনিয়া শত্রুতাপন জনার্দ্দন পরম মনোহর শিষ্টাচার-দ্বারা উভয়কে অভিনন্দিত করিলেন, অনন্তর শুভক্ষণ পাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্য, বস্ত্র, গো ও অশ্ব-প্রভৃতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুতর রত্নরাজি বিতরণ করিয়া তিনি যখন আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন নিজ সারথি দারুক তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বন্দনা করিল এবং অনতি বিলম্বে অনুত্তম-তুরঙ্গম-যোজিত, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত, কিঙ্কিণী-সমাকীর্ণ, মহামেঘ-সদৃশ গভীর-শব্দকারী, শুভ্রবর্ণ, বৃহদাকার, দিব্য রথ লইয়া উপ-স্থিত হইল। তখন যাদবগণ-নয়ন-নন্দন মহামনা জনার্দ্দন গলদেশে কৌস্তুভ মণি ধারণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান হইয়া অগ্নি ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিলেন। তৎ কালে তিনি যদিও কুরুপক্ষীয় অনেকানেক অনুচর-বর্গে পরিবারিত ছিলেন, তথাপি বৃষ্ণি-পক্ষের পরি-রক্ষকেরা তাঁহার শরীর সংরক্ষণার্থে সতত অবহিত ছিল। সর্ব্ব-জীবশ্রেষ্ঠ সকল-প্রাজ্ঞ-প্রবর দাশার্হের রথারোহণান্তে অখিল ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহামতি বিদুর তাঁহার পশ্চাৎ আরোহণ করিলেন। দুর্য্যোধন শকুনি-সমভিব্যাহারে দ্বিতীয় রথে আরূঢ় হইয়া শত্রুতাপন যদুনন্দনের অনুগামী হইলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মা-প্রভৃতি বৃষ্ণি-পক্ষীয় মহারথেরাও কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ! প্রস্থানোন্মুখ সেই সমস্ত বীরগণের হেম-পরিকর-মনোহর-তুরঙ্গচয়-যোজিত, সুঘোষ-সম্পন্ন, বিচিত্র-বর্ণ রথ-সমূহ পরম শোভায় বিরাজিত হইতে থা-কিল। অসামান্য শ্রীসম্পন্ন ধীমান্ বাসুদেব যথা সময়ে রাজর্ষি-সঞ্চরণযোগ্য মহাপথ প্রাপ্ত হইলেন। দুর্য্যোধন পূর্ব্বেই তাহা সম্মার্জ্জিত ও জলসেক-দ্বারা ধূলিশূন্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর কে-শবের প্রস্থান সময়ে কাহল শঙ্খ-প্রভৃতি অশেষবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। সর্ব্বলোক-প্রবীর শত্রু-তাপন সিংহ-বিক্রম অসংখ্য যুবকগণ কৃষ্ণের রথ বেষ্টন করিয়া চলিলেন। বিচিত্র বেশ-ভূষায় ভূষিত অন্যান্য বহু সহস্র সৈনিকেরাও অসিপ্রাস-প্রভৃতি আয়ুধ-সমস্ত হস্তে লইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রধা-বিত হইল। এতদ্ভিন্ন পঞ্চ শত গজারোহী ও সহস্র সহস্র রথিগণ প্রস্থানকারী বীর্য্যবান্ দাশার্হের

পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কুরু-পুরবাসী আ-বাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোকেই অরিন্দম জনার্দ্দনের দর্শন-কামনায় পথি-মধ্যে আসিয়া অবস্থিত হইল। বরারোহা কামিনীগণ এত অধিক পরিমাণে বাতায়নমঞ্চে আশ্রয় করিয়া রহিল যে, বোধ হইতে লাগিল যেন তাহাদিগের দেহভারে ভবন-সমুদায়ের প্রস্খলিত হইবার উপক্রম হইতেছে।

মধুসূদন গোবিন্দ কুরুগণের পূজা গ্রহণ ও বহুতর মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এবং সকলের প্রতি অবলোকন ও প্রতি-সৎকার করিতে করিতে মন্দ মন্দ সঞ্চারে গমন করিলেন। অনন্তর সভার সন্নিহিত হইলে তাঁহার অনুযায়িগণ শঙ্খধ্বনি ও বেণু-নির্ঘোষ-সহকারে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিল। তখন সভাস্থ যাবতীয় সৎস্বভাব-সম্পন্ন অমিততেজস্বী রাজন্যগণ কৃষ্ণের আগমনাকাঙ্ক্ষায় হর্ষভরে কম্পিত হইতে লাগিলেন; বিশেষত তাঁহার সজল-জলদ-শব্দ-সদৃশ গভীর রথ-নিনাদ শ্রবণে, তিনি সমীপবর্ত্তী হইয়াছেন বোধ করিয়া, লোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। সকল-যাদবপ্রবর বাসুদেব সভাদ্বারে উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-শিখরোপম রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও বিদুরের হস্ত ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণমণি-নিকর-বিনিঃসৃত মনোহর প্রভাপুঞ্জে উদ্ভাসমান, অভিনব-নীরদ-প্রতিম, সাক্ষাৎ মহেন্দ্র-সদন-সদৃশ সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দিবাকর যেমন স্বকীয় করনিকর সহকারে অপরাপর জ্যোতিঃ পদার্থ নিচয়ের প্রভারোধ করেন, সেইরূপ অলোক-সামান্য স্বকীয় কান্তি-পুঞ্জ দ্বারা সমুদয় কৌরবদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন তাঁহার সম্মুখে এবং কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত রহিলেন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রে করিয়া জনার্দ্দনের অভ্যর্থনা নিমিত্ত আপন আপন আসন হইতে বিচলিত হইলেন। যদুনন্দন অভ্যাগত হইবামাত্র প্রজ্ঞাচক্ষু, মহাযশা অন্ধরাজ ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। মনুজাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দণ্ডায়মান হইলে তত্রত্য সহস্র সহস্র ভূপালগণ অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অনন্তর অন্ধরাজের আদেশ ক্রমে কৃষ্ণের নিমিত্ত কাঞ্চন-রাজি-বিরাজিত সর্ব্বতোভদ্র নামক প্রসিদ্ধ আসন উপকল্পিত হইল। ইতিমধ্যে ধর্ম্মাত্মা মাধব ঈষৎ হাস্য করত ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য রাজন্যদিগকে সম্বন্ধ ও বয়ঃক্রমানুসারে বন্দন সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালবর্গ ও কুরুগণেরাও তাঁহারে সভায় অভ্যাগত সম্মানার্হ ব্যক্তির সমুচিত সম্যক্ অর্চ্চনা করিতে থাকিলেন। পরপুরবিজয়ী যদুপতি জনার্দ্দন নৃপতিমণ্ডল-মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, পূর্ব্বে আগমন সময়ে অন্তরীক্ষস্থ যে সমস্ত ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অভ্যাগত হইয়াছেন। নারদ-প্রভৃতি সেই সকল দেবর্ষি-বৃন্দকে সন্দর্শন করিবামাত্র তিনি শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, হে নরপতে! ঐ দেখুন পবিত্রাত্মা মুনিগণ মর্ত্যলোকীয় সভা সন্দর্শন-কামনায় সমাগত হইয়াছেন; ইহাঁদিগকে আসন ও পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রচুর সৎকার দ্বারা আবাহন করুন। ইহাঁরা আসীন না হইলে আর কাহারও উপবিষ্ট হইবার সাধ্য নাই; অতএব অবিলম্বে ইহাঁদিগের পূজা বিধান করুন। ভীষ্ম, দেবর্ষিদিগকে সভা-দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া অমনি সসম্ভ্রমে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, 'সত্বর আসন আনয়ন কর'। ভৃত্যেরাও তৎক্ষণমাত্র মণিকাঞ্চন-বিচিত্রিত, সুপরিষ্কৃত, বহুমূল্য বৃহদাকার আসন সমস্ত আনিয়া উপস্থিত করিল। হে ভারত! মুনিগণ অর্ঘ্য-গ্রহণ-পুরঃসর তৎসমুদায়ে উপবিষ্ট হইলে জনার্দ্দন ও রাজন্যগণ আপন আপন আসনে উপবেশন করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে একখানি উত্তম আসন এবং বিবিংশতি কৃতবর্ম্মাকে একখানি উৎকৃষ্ট কাঞ্চন-পীঠ প্রদান করিলেন। সতত অসহনশীল, উন্নতবাসনা-সম্পন্ন কর্ণ ও দুর্য্যো-

ধন উভয়েই কৃষ্ণের অনতি দূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধাররাজ রাজা শকুনি গান্ধারগণে পরিবৃত হইয়া স্বপুত্র-সমভিব্যাহারে আসন গ্রহণ করিলেন। মহামতি বিদুর কৃষ্ণের আসনের অব্যবহিত সন্নিধানে শুক্লবর্ণ মহামূল্য মৃগ-চর্ম্মের আস্তরণ-যুক্ত মণিময় পীঠে আসীন হইলেন। মহারাজ! অমৃতের আস্বাদনে যেমন চিত্তের তৃপ্তিসাধন হয় না, তদ্রূপ সেই সভাস্থিত যাবতীয় সাধু-প্রকৃতি ভূপাল-সকল চির-কালের পর জনার্দ্দনকে অবলোকন করিয়া কেহই আর পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী-পুষ্প-সদৃশ-কান্তি পীতাম্বরধারী জনার্দ্দন সুবর্ণ-মধ্যে সংস্থাপিত ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়, সভামণ্ডপে বিরাজিত হইতে লাগিলেন। তত্রত্য সকল লোকেই গোবিন্দের প্রতি চিত্ত-নিবেশ করত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কেহই আর কুত্রাপি কোন কথার উল্লেখ করিলেন না।

কৌরব সভায় কৃষ্ণের উপবেশনে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভামণ্ডপস্থ সেই সমস্ত রাজন্যগণ আসন-গ্রহণ-পূর্ব্বক নীরব হইয়া রহিলে, শোভন দন্তরাজি ও দুন্দুভি-সদৃশ গভীর-স্বর বিশিষ্ট কৃষ্ণ কথা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করত, সভার সকল লোকে শুনিতে পায়, এইরূপ করিয়া তিনি বর্ষাকালীন নবীন নীরদের ন্যায় প্রগাঢ় শব্দে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! বীর-বর্গের অপ্রণাশে কুরু ও পাণ্ডবগণমধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিবার নিমিত্ত আমার আগমন হইয়াছে; এতদ্ভিন্ন আমার অন্য কোন হিত বাক্য বক্তব্য নাই। হে অরিন্দম মহারাজ! ইহলোকে যাহা কিছু জানিতে হয়, তাহা সকলই আপনি জানিয়াছেন; সুতরাং আপনাকে অপরাপর মঙ্গলের কথা আর কি বিজ্ঞাপন করিব? হে রাজন্! আপনকার এই কুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার সম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণে বিভূষিত হওয়ায় সমগ্র ভূপালবর্গমধ্যে এক্ষণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হে ভারত! অনেকের অনেক গুণ আছে বটে, কিন্তু কৌরবদিগের কৃপা, অনুকম্পা, ক্ষমা, কারুণ্য, আনৃশংস্য, সত্য ও সারল্য, এই কয়েকটি গুণ সর্ব্বোপরি; ইহাতেই আপনাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট করিয়াছে। অতএব হে রাজন্! এতাদৃশ সুপ্রতিষ্ঠাভাজন মহীয়ান্ কুলে কোন অযুক্ত আচরণ হওয়া নিতান্ত অনুচিত; বিশেষত তাহা যদি আপনকার নিমিত্ত সংঘটিত হয়, তবে আরও অসঙ্গত হইয়া উঠে; যেহেতু বাহ্য ও অন্তরঙ্গ লোকদিগের প্রতি কপটাচারী উৎপথবর্ত্তী কৌরবদিগের আপনিই একমাত্র প্রধান বারয়িতা। কিন্তু হে কুরুসত্তম! দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনকার অশিষ্ট পুত্রেরা ধর্ম্মার্থের প্রতি পরাঙ্মুখ, লোভাকৃষ্ট-চিত্ত ও মর্য্যাদাশূন্য হইয়া অনুত্তম আত্মীয় ও বন্ধুগণের প্রতি নিরতিশয় নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন, তথাপি আপনি তাহা জানিয়াও জানিতেছেন না। হে পুরুষর্ষভ! এই মহাঘোর আপদ্ কুরুগণ-মধ্যেই সমুত্থিত হইয়াছে; কিন্তু আপনি উপেক্ষা করিলে, ইহা সমগ্র ভূমণ্ডল বিনাশের নিদানভূত হইবে। হে ভারত! আপনকার ইচ্ছা হইলে এখনও ইহার শান্তি হইতে পারে। আমার বিবেচনায় শান্তি-স্থাপন হওয়া কোন ক্রমেই দুষ্কর নহে; ইহা আপনকার এবং আমার উভয়েরই আয়ত্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! আপনি পুত্রদিগকে শান্ত করুন, আমিও পাণ্ডবগণকে শান্ত করিব। হে ভরতর্ষভ! স্বদল-সমেত আপনকার পুত্রেরা অবশ্যই আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন; আপনকার শাসনে অবস্থান অপেক্ষা তাঁহাদিগের অধিকতর হিতকর বিষয় আর কি আছে? হে কৌরবরাজ! আপনি শাসন-প্রচারে অভিলাষী হইয়া যদি শান্তি-সংস্থাপনে যত্ন করেন, তাহা হইলে আপনকার এবং পাণ্ডবদিগের উভয়

পক্ষেরই মঙ্গল; অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি অকপটে পর্য্যালোচন করিয়া স্বয়ং তাহার সম্বিধান করুন। পাণ্ডবেরা আপনকার সহায়ভূত হউন। তাঁহাদিগের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া আপনি নিরুদ্বেগে ধর্ম্মার্থের অনুষ্ঠান করুন। হে মনুজাধিপ! বহুপ্রকার যত্ন করিলেও তাদৃশ অসামান্য সহায় লাভ করা দুঃসাধ্য হয়। মহাত্মা পাণ্ডবেরা আপনকার রক্ষা করিলে, পার্থিব রাজন্যগণের কথা দুরে থাকুক, অমর-বৃন্দ-সহকৃত স্বয়ং দেবরাজও আপনাকে পরাজয় করিতে সাহসী হইবেন না। হে ভরতর্ষভ! যে স্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কলিঙ্গপতি, কাম্বোজেশ্বর, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্যসাচী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও যুযুৎসু-প্রভৃতি মহা মহা বীরগণ একত্র সমবেত হইবেন, তথায় কোন্ বিপরীত-বুদ্ধি মানব ইহাঁদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবে? হে শত্রুনাশন! সমবেত কুরু পাণ্ডবদিগের সাহায্যে আপনি সমস্ত লোক-মধ্যে নিরতিশয় প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিবেন; কোন শত্রুই আপনাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না। যে সকল মহীপাল আপনকার সমান এবং যাঁহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, সকলেই আপনকার সহিত সন্ধিবন্ধন করিবেন; সুতরাং আপনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া পুত্র পৌত্র পিতৃ ভ্রাতৃ ও সুহৃদ্বর্গের সহিত পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। মহারাজ! অন্যের নিকটে আপনকার সাহায্য গ্রহণেরই বা প্রয়োজন কি? কেবল পাণ্ডবদিগকেই পূর্ব্বের ন্যায় সমুচিত সৎকার প্রদর্শন-পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তী করিয়া আপনি অখিল ভুবন-মণ্ডলের সাম্রাজ্য-সুখ-সম্ভোগ করিবেন। হে ভারত! কোন প্রকারে স্বার্থ সাধন হয়, ইহাই আপনকার প্রার্থনা; কিন্তু পাণ্ডবদিগের এবং স্বপক্ষীয় গণের সমবেত সাহায্যে আপনি যে যাবতীয় শত্রু বিজয় করিয়া তাহাদিগের ভুজোপার্জ্জিত বসুধা-রাজ্যের উপভোগ করিবেন, ইহার অপেক্ষা আপনকার গুরুতর স্বার্থ আর কি আছে? হে মহারাজ! ঈদৃশ স্বার্থ পরিহার করিয়া যদি সমর-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে কেবল মহান্ অনর্থেরই সূত্রপাত হইবে। হে রাজেন্দ্র! সংগ্রামে মহামারীর সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না; উভয় পক্ষের ক্ষয় হইলেই বা আপনকার কোন্ ধর্ম্ম প্রকাশ পায়? হে রাজন্! মহাবল পাণ্ডবেরাই হউক অথবা আপনকার পুত্রেরাই হউক, যদি উভয় পক্ষের এক পক্ষ নিহত হয়, তাহাতেই বা আপনি কি সুখ লাভ করিবেন বলুন। হে ভরতর্ষভ! উহারা উভয় পক্ষেই অসীম-শৌর্য্য-সম্পন্ন ও কৃতাস্ত্র এবং সকলে যুদ্ধার্থী হইয়া রহিয়াছে; অতএব এই উপস্থিত মহাভয় হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করুন,—যাহাতে মহারথ শূর বীর কুরু-পাণ্ডবদিগকে সমরে পরস্পর আহত ও পরিক্ষীণ হইতে দৃষ্টি করা না যায়, তাহার উপায় বিধান করুন! হে নৃপসত্তম! পৃথিবীস্থ সমস্ত রাজন্যগণ একত্র সমবেত হইয়াছেন; ইহাঁরা রোষপরবশ হইলে এই সমগ্র প্রজাপুঞ্জকে সংহার দশায় উপনীত করিলেও করিতে পারেন; অতএব হে রাজন্! আপনি অনুকম্পা-বিতরণে লোক রক্ষা করুন! আপনি বিদ্যমান থাকিতে যেন অখিল প্রজামণ্ডলের ধ্বংস না হয়! হে কুরুনন্দন! আপনি সত্ত্বগুণাবলম্বী হইলেই প্রজাকুলের শেষ থাকে, নতুবা সকলই নিঃশেষ হয়। হে রাজন্! বিশুদ্ধ-বংশোদ্ভব, মহামান্য, বদান্য, অবদাত-কর্ম্ম, শ্রীমন্ত ও পরস্পর সহায়ভূত এই সমস্ত ভূপালবর্গকে আপনি মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন! হে শত্রুতাপন ভরতর্ষভ! ইহাঁরা অমর্ষ ও বৈর পরিহার-পুরঃসর পরস্পর কুশলে মিলিত হইয়া একত্র ভোজনপানানন্তর শোভন বেশ-ভূষায় ভূষিত, মাল্য-গন্ধানুলিপ্ত ও যথাযোগ্য সৎকৃত হইয়া আপন আপন ভবনে প্রতিগমন করুন।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবদিগের প্রতি আপনকার

যেরূপ স্নেহ ছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধকাল-সমাগমে সেইরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করুন। হে নরেশ্বর! বাল্যাবস্থায় তাঁহারা যখন পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তখন আপনিই তাঁহাদিগকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন; অতএব এক্ষণেও পুত্রগণের ন্যায় যথান্যায়ে তাঁহাদের প্রতিপালন করুন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সর্ব্ব সময়েই, বিশেষত এই ব্যসন কালে আপনকারই তাঁহাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য; তাহা করিলে আপনকার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই রক্ষা পায়; অতএব হে ভরতর্ষভ! যাহাতে ধর্ম্মার্থের বিনাশ না হয়, তাহাই করুন। হে রাজন্! পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদন ও প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিয়াছেন, "আপনকার শাসন-ক্রমে আমরা প্রভূত দুঃখ অনুভব করিয়াছি,—বিজন বন-মধ্যে দ্বাদশ বৎসর এবং জন-সমাজে অজ্ঞাতে এক বৎসর বাস করিয়াছি। হে তাত! 'আমাদিগের যেরূপ নিয়ম হইয়াছে, জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় অবশ্যই তাহাতে বর্ত্তমান থাকিবেন' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা কোন প্রকারে সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি নাই। আমাদিগের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। অতএব হে ভরতর্ষভ! আমরা নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছি, সম্প্রতি আপনিও তাহার অনুবর্ত্তী হউন। হে রাজন্! আমরা চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে যাহাতে স্বকীয় রাজ্যাংশ প্রাপ্ত হই, তাহার সম্বিধান করুন। আপনি ধর্ম্মার্থের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ করুন। আপনি পিতা; আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই বিবেচনা করিয়া আমরা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছি; অতএব আপনিও এক্ষণে পিতা মাতার ন্যায় আমাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করুন। হে ভারত! গুরুর নিকটে শিষ্যের যাদৃশ গুরুতর ব্যবহার করা উচিত, আমরাও আপনকার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছি; অতএব আপনিও আমাদিগের প্রতি গুরুর অনুরূপ বাৎসল্য-ভাব প্রকটন করুন। পুত্রেরা উৎপথবর্ত্তী হইলে পিতার কর্ত্তব্য এই যে, তাহাদিগকে পুনরায় পথস্থ করেন; এক্ষণে আমরাও রাজ্য নাশ-হেতুক পথভ্রষ্ট হইয়াছি, আপনি স্বয়ং ধর্ম্মপথে থাকিয়া আমাদিগকে স্বপথে সংস্থাপিত করুন"।

মহারাজ! আপনকার সেই পুত্রেরা অত্রত্য সভাসদ্গণকেও এই কথা বলিয়াছেন, "সভা-মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞ সভাসদ্বর্গ বিদ্যমান থাকিতে কোন ন্যায়-বহির্ভূত কর্ম্ম হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। বিচক্ষণ দর্শকগণ-সন্নিধানে যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে এবং মিথ্যা সত্যকে নিহত করে, তথায় সভাসদেরাই হত হয়। যখন ধর্ম্ম অধর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সভার শরণাপন্ন হন, তখন সভ্যগণ তাঁহার সেই শল্য উদ্ধার না করিলে আপনারাই বিদ্ধ হইয়া পড়ে। নদী যেমন তীরজাত বৃক্ষচয়কে উন্মূলিত করে, তদ্রূপ ধর্ম্মই তাহাদিগকে পীড়া দিতে থাকেন"। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে পাণ্ডবগণ কেবল ধর্ম্মেরই মুখাবলোকন ও অনুধ্যান করত নিস্তব্ধ-ভাবে রহিয়াছেন, তাঁহারা সত্য, ধর্ম্ম্য ও ন্যায়ানুগত বাক্যই উক্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান ব্যতীত আপনি আর কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিতে পারেন? এই সভা-মধ্যে যে সমস্ত মহীপালগণ অবস্থিত রহিয়াছেন, ইহাঁরাই বা কি বলিতে পারেন? হে পুরুষর্ষভ! আমি ধর্ম্মার্থ নিশ্চয় করিয়া আপনাকে যে কথা বলিতেছি, ইহা যদি সত্য বোধ করেন, তবে এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রশান্ত হউন; রোষ-বশীভূত দুর্য্যোধনের অনুগামী হইবেন না। হে পরন্তপ! পাণ্ডবদিগকে যথোচিত পৈতৃক অংশ প্রদান-পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত সিদ্ধার্থ হইয়া অনুত্তম ভোগ-সুখ অনুভব করুন। হে নরাধিপ! আপনি অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে নিত্যকাল সাধুজন-ধর্ম্মে অবস্থিত জানেন

এবং তিনি আপনকার ও আপনকার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ সাধু-ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও আপনকার বিদিত আছে। দেখুন, আপনি তাঁহারে জতুগৃহে দাহিত ও দেশান্তরিত করিলেও তিনি পুনরায় আপনকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর আপনি পুত্রদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাকে যখন ইন্দ্রপ্রস্থে বিবাসিত করিয়াছিলেন, তখনও তিনি সেইখানে অবস্থান করত স্বকীয় বীর্য্যবলে যাবতীয় পার্থিবগণকে বশীভূত করিয়া আপনকারই অভিমুখীন করিয়াছিলেন, কোনক্রমে আপনাকে অতিবর্ত্তন করেন নাই। মহারাজ! তিনি এতাদৃশ বিনম্রভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও সুবল-পুত্র শকুনি তাঁহার রাষ্ট্র ও ধনধান্যাদি অপহরণ করিবার মানসে পাশ-ক্রীড়া-রূপ পরম কাপট্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অমেয়াত্মা যুধিষ্ঠির তাদৃশী দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও—প্রাণ-প্রিয়তমা পাঞ্চালীকে সভাগতা দেখিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। হে ভারত! আমি আপনকার এবং তাঁহাদিগের উভয় পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিতেছি; অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখের নিমিত্ত শান্তি স্থাপন করুন; অনর্থক প্রজাক্ষয় করিবেন না। হে নরেন্দ্র! যাহা আপনকার অনর্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহাকেই অর্থ এবং যাহাকে অর্থ বলিয়া বোধ করিতেছেন, তাহাকেই অনর্থ বিবেচনা করিয়া, লোভ-মার্গে অতিদুর প্রস্থত পুত্রদিগকে নিবর্ত্তিত করুন। হে বিশাম্পতে! অরিন্দম পাণ্ডবেরা আপনকার শুশ্রূষা করিতে অথবা যুদ্ধ করিতে উভয়েতেই প্রস্তুত আছেন; তন্মধ্যে যাহা আপনকার পথ্যতম হয়, আপনি তাহাতেই অবস্থান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সভাস্থিত যাবতীয় পার্থিবগণ মনে মনে ভগবদুক্ত সেই বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের সম্মুখে কেহই কোন কথার উপক্রম করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা কেশব উক্তরূপ বাক্য বিন্যাস করিলে, সমগ্র সভাসদ্বর্গ লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া নিস্তব্ধ-ভাবে রহিলেন। সমুদয় পার্থিবেরা 'কোন পুরুষই ইহার উত্তর করিতে উৎসাহী হইতে পারেন না' মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ সেইরূপে নিরব হইয়া রহিলে, জামদগ্ন্য ঋষি কৌরব-সভায় এই কথা বলিলেন, হে রাজন্! আমি উপমার সহিত এই একটি কথার প্রস্তাব করিতেছি, ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে কোন শঙ্কা না করিয়া শ্রবণ কর এবং যদি ইহা সাধু বিবেচনা হয়, তবে শ্রবণ করিয়া আপন কল্যাণ সঙ্কলন কর।

আমরা শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি এই সসাগরা বসুন্ধরার একাধিপত্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। সেই মহারথ বীর্য্যবান্ ভূপতি প্রতিদিন নিশা-বিগমে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন "এই পৃথিবী-মধ্যে কি শূদ্র কি বৈশ্য, কি ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, এমন কোন্ শস্ত্রধারী পুরুষ বিদ্যমান আছে, যে, সমরে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা আমার তুল্য হইতে পারে?" সেই মহীপতি সমগ্র ভূমণ্ডলে তাঁহার সদৃশ শৌর্য্যশালী আর কেহই নাই, এইরূপ চিন্তা করত মহাদর্পে মত্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঐ কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতেন। একদা কতকগুলি অদীন-সত্ত্ব অকুতোভয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঐ রূপ পুনঃপুন আত্ম-শ্লাঘা করিতে প্রতিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই সম্পত্তি-মদ-গর্ব্বিত অতিমানী মূঢ় নরপতি বারংবার নিষিধ্যমান হইয়াও বিপ্রদিগকে প্রত্যহ উক্ত রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বেদব্রত-সমন্বিত তপোনিষ্ঠ মহাত্মা দ্বিজাতিগণ তাঁহার ঐ রূপ উদ্ধতভাব দর্শনে ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া কহিলেন, অহে ভূপতে! এই ধরাধামে বহু-সমর-বিজয়কারী দুই জন পুরুষশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান আছেন; তুমি কদাচ তাঁহা-

দিগের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই কথা শুনিবা-মাত্র রাজা দম্ভোদ্ভব পুনরায় বিপ্রদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কোন্ বীর-দ্বয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন? তাঁহারা কোথায় জন্মিয়াছেন, কোন্ স্থানে আছেন, কি কর্ম্মই বা করিয়া থাকেন?

হে ভারত! রাজার এইরূপ জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা নর ও নারায়ণ তপস্যা-পরায়ণ হইয়া এই মনুষ্য-লোকে আগমন-পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে কোন অনির্দ্দেশ্য ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত আছেন; তুমি তাঁহাদিগেরই সহিত যুদ্ধ কর।

রাজা দম্ভোদ্ভব উক্ত বার্ত্তা শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া তৎক্ষণাৎ ষড়ঙ্গিনী মহতী সেনা সংযোজন-পূর্ব্বক সেই অপরাজিত নর নারায়ণের উদ্দেশে প্রস্থিত হইলেন এবং অতিশয় বন্ধুর ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন-শিখরে উপনীত হইয়া সেই অরণ্যাশ্রিত তাপস-দ্বয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পুরুষোত্তম-যুগলের উদ্দেশ পাইয়া দেখিলেন, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কৃশাঙ্গ, শীত বাত ও আতপ-দ্বারা কর্ষিত এবং সর্ব্বাঙ্গে শিরা-সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ নিরীক্ষণ করত তিনি তাঁহাদিগের সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারাও আসন জল ও ফলমূলাদি-দ্বারা তাঁহার সমুচিত অতিথি সৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমার কোন্ কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে বল'। এই কথায় রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে যেরূপ কহিতেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করত বলিলেন, আমি স্বকীয় বাহুবলে সমগ্র ভূমণ্ডল পরাজিত এবং যাবতীয় শত্রুবর্গ নিহত করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনায় এই শৈল-দেশে সমাগত হইয়াছি; অতএব আপনারা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে এই চিরাভিলষিত আতিথ্যটি প্রদান করুন।

নর নারায়ণ কহিলেন, হে রাজসত্তম! এ তপস্যার আশ্রম, ইহাতে ক্রোধ লোভের লেশমাত্রও নাই; যুদ্ধ বা অস্ত্রশস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, এস্থলে কুটিল-স্বভাব লোকই অপ্রসিদ্ধ; অতএব এস্থান পরিত্যাগ করিয়া তুমি অন্যত্র যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা কর; এই জগতীতলে অনেকানেক ক্ষত্রিয়গণ বিদ্যমান আছেন।

পরশুরাম কহিলেন, হে ভারত! তাপস-দ্বয় ক্ষমা প্রার্থনা ও সান্ত্বনা করত পুনঃপুন এইরূপ কহিলেও দম্ভোদ্ভব কিছুতেই আপন নির্ব্বন্ধ পরিহার না করিয়া সমরাভিলাষে বারম্বার তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেই লাগিলেন। তখন নর ঋষি একমুষ্টি কাশ-তৃণ হস্তে লইয়া রোষভরে কহিলেন, অহে যুদ্ধাভিলাষিন্ ক্ষত্রিয়! এস যুদ্ধ কর; সেনা সংযোজন করিয়া তোমার যে কিছু অস্ত্র শস্ত্র আছে, সমুদায় গ্রহণ কর; অতঃপর আমি তোমার সমর শ্রদ্ধা অপনীত করিব।

দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস! যদি এই অস্ত্রই আমার প্রতি প্রয়োগ করা আপনার যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, তবে ইহা-দ্বারাই আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব, যেহেতু যুদ্ধার্থেই আমার আগমন হইয়াছে।

পরশুরাম কহিলেন, দম্ভোদ্ভব এই কথা বলিয়া তাপসের জিঘাংসায় সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে একবারে শর-বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল সমাকীর্ণ করিলেন। লক্ষ্য-বেধী অপরাজিত ঋষিবর ইষীকাস্ত্র-সহকারে তাঁহার সেই শত্রুদেহ-ছেদনকারী ভয়ঙ্কর অস্ত্র-সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করত ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার প্রতি এরূপ ঘোরতর অপ্রতিসন্ধেয় ঐষীকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন যে, তাহা অতীব অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীত হইল। তিনি মায়াবলে শুদ্ধ ইষীকা-দ্বারা তদীয় সৈন্যগণের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকাদি ছেদন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র কাশপুঞ্জে সমাচিত হওয়ায় আকাশ শ্বেতকান্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া রাজা দম্ভোদ্ভব তাঁহার পাদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন এবং কল্যাণ কামনা করত 'আমার মঙ্গল হউক' বারম্বার এই

কথা বলিতে লাগিলেন। তখন শরণাপন্নগণের রক্ষাকর্ত্তা মহানুভাব নর ঋষি তাঁহাকে এইরূপ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি অদ্যাবধি ধর্ম্মাত্মা ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হও, পুনর্ব্বার কখন এ প্রকার অসদভিসন্ধি করিও না। হে নৃপশার্দ্দূল! পরপুর-বিজয়ী ক্ষত্রিয় পুরুষ স্বধর্ম্মের অনুস্মরণ করত মনে মনেও কখন এতাদৃশ দুরভিলাষী হয়েন না। অতএব হে রাজন্! কোন লোক তোমার অপেক্ষা নিকৃষ্টই হউক অথবা উৎকৃষ্টই হউক, তুমি দর্পাবিষ্ট হইয়া কদাচ তাহার অবমাননা করিও না; কোন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করাই তোমার উপযুক্ত। হে পার্থিব! তুমি কৃতবুদ্ধি, লোভ-শূন্য, নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ক্ষান্ত, মৃদু ও সুধীর হইয়া প্রজাপালনে তৎপর হও; বলাবল না জানিয়া আর কখন কাহারো অপমান করিও না; এক্ষণে অনুজ্ঞা করিতেছি, কুশলে গমন কর, কিন্তু পুনরায় কখন এরূপ অসদাচরণ করিও না। আমাদিগের বচনানুসারে তুমি ব্রাহ্মণদিগের নিকটে সর্ব্বদা আত্ম-কুশল জিজ্ঞাসা করিও।

পরশুরাম কহিলেন, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া রাজা দম্ভোদ্ভব সেই তাপস-যুগলের পদ-দ্বয়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তদবধি অতিশয় ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, পূর্ব্ব কালে নর ঋষি এই যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই সুমহৎ বলিতে হইবে। নারায়ণ আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অতএব হে রাজন্! যে পর্য্যন্ত ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবে কাকুদীক, (যে অস্ত্র-দ্বারা অভিভূত হইয়া রথ-গজাদির ককুদের উপর শয়ন করে; অর্থাৎ প্রস্বাপন অস্ত্র) শুক, (শুক নলিকান্যায়ে ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভয়দর্শী হইয়া অশ্ব রথাদি পাদে গাঢ়তর আশ্লিষ্ট হয়; অর্থাৎ মোহন অস্ত্র) নাক, (যদ্দ্বারা স্বর্গ নগর অবলোকন করে; অর্থাৎ উন্মাদন অস্ত্র) অক্ষিসন্তর্জন, (লোচন মাত্র দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ত্রাসে মূত্র পুরীষ পরিত্যাগ করে; অর্থাৎ ত্রাসন অস্ত্র) সন্তান, (অবিচ্ছেদে শস্ত্র বৃষ্টির প্রযোজক; অর্থাৎ ঐন্দ্রাদি দিব্য অস্ত্র) নর্ত্তক, (নর্ত্তন-কারক; অর্থাৎ পৈশাচ অস্ত্র) ঘোর, (মহামারীর সৃষ্টিকারী; অর্থাৎ রাক্ষস অস্ত্র) ও আস্যমোদক (যদ্দ্বারা অভিহত হইয়া মুখে পাষাণ রাখিয়া মরণার্থে উদ্যত হয়; অর্থাৎ যাম্য অস্ত্র) এই অষ্ট প্রকার অস্ত্র যোজিত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত অভিমান পরিহার করিয়া তুমি ধনঞ্জয়ের অনুগত হও। ঐ সকল অস্ত্র-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সকল মনুষ্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়;—সকল মনুষ্যই উন্মত্ত, বিচেতন ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া কার্য্য করে;—অনবরত শয়ন, উল্লম্ফন, বমন, মূত্র-ত্যাগ, রোদন ও হাস্য করিতে থাকে। হে ভারত! সর্ব্বলোক-নির্ম্মাতা, সকলকর্ম্মাভিজ্ঞ, জগদ্গুরু নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, সেই অর্জ্জুনের প্রতাপানল যে সমরাঙ্গনে নিতান্তই দুঃসহ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সংগ্রামে যাঁহার সদৃশ আর কেহই নাই, সেই কপিধ্বজ বীরবর জিষ্ণুকে জয় করিবার নিমিত্ত এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সাহসী হইতে পারে? ফলত অর্জ্জুনেতে যে কত প্রকার গুণ আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। জনার্দ্দন আবার তাঁহা অপেক্ষাও বহু অংশে শ্রেষ্ঠ। মহারাজ! তুমি ধনঞ্জয়কে কেবল কুন্তীর পুত্র বলিয়াই জানিতেছ, কিন্তু প্রকৃষ্ট বীর্য্য-সম্পন্ন সেই যে পুরুষোত্তম নরনারায়ণ, তাঁহারাই এই অর্জ্জুনকেশব রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। হে ভারত! যদি ইহা নিশ্চয় বলিয়া তোমার প্রতীত হয় এবং আমার কথায় কোন শঙ্কা না থাকে, তবে বিশুদ্ধমতি অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর; অথবা যদি আপনার ভেদ না হওয়া শ্রেয় জ্ঞান হয়, তাহা হইলেও তোমার শান্তি স্থাপন করা কর্ত্তব্য; যুদ্ধে মন করা কদাচ বিধেয় নহে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমাদিগের এই কুল বসুধা-মধ্যে বহুমত ও সু-

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার কল্যাণে ইহাকে সেইরূপই থাকিতে দাও;—যাহা যথার্থ স্বার্থ তাহাতেই চিত্ত-নিবেশ কর।

জামদগ্ন্য-বাক্যে ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জামদগ্ন্য-বাক্য-শ্রবণে ভগবান্ কণ্ব ঋষিও কুরুসভা মধ্যে দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।

কণ্ব কহিলেন, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যেমন অক্ষয় ও অব্যয়, মহানুভাব নরনারায়ণ ঋষিরাও অবিকল সেইরূপ। অখিল দেবগণ-মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সনাতন, অজেয়, অব্যয়, নিত্য-স্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তদ্ভিন্ন চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহ ও তারক-পুঞ্জ, সকলই প্রলয় কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে;—জগৎ ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সকল বস্তুই এই লোক ত্রয় হইতে অপসৃত হইয়া ধ্বংস দশা প্রাপ্ত হয় এবং পুনঃপুন সৃষ্ট হইতে থাকে। মনুষ্য, মৃগ, পক্ষী ও তির্য্যগ্‌যোনি-জাত অন্যান্য জীবেরা ত মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই মরিয়া যায়। দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ভূপালগণ রাজলক্ষ্মী সম্ভোগ করিয়া আয়ুঃক্ষয়ে আপন আপন সুকৃত দুষ্কৃত ভোগের নিমিত্ত পুনরায় নূতন হইয়া থাকেন অর্থাৎ মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করেন। অতএব এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তুমি ধর্ম্মপুত্র রর সহিত সন্ধিবন্ধন কর। কুরু পাণ্ডবগণ মিলিত হইয়া পৃথিবী পালন করুন। হে পুরুষর্ষভ সুযোধন! 'আমি বলবান্' এরূপ অভিমান করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু বলবান্ অপেক্ষাও অনেকানেক বলশালী পুরুষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। হে কুরু-নন্দন! দেব-বিক্রম পাণ্ডবেরা সকলেই অলৌকিক বলসম্পন্ন; প্রকৃত বলশালীদিগের নিকটে সৈন্যবল বল বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা পশ্চাদুক্ত কন্যা-প্রদানাভিলাষী মাতলির বরান্বেষণ-রূপ এই পুরাতন ইতিহাসটি ইহার উদাহরণ-স্বরূপ বর্ণন করেন।

ত্রিলোকাধিপতি পুরন্দরের মাতলি নামক যে প্রিয়তম সারথি, তাঁহার গুণকেশী-নাম্নী ত্রিভুবন-বিখ্যাতা এক দেবরূপিণী কন্যা ছিল। লাবণ্য ও শরীর-সৌষ্ঠবে সেই কন্যা সকললোক-ললনাচয়কে অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার সম্প্রদান সময় উপস্থিত জানিয়া মাতলি ভার্য্যার সহিত সাতিশয় বিমর্ষযুক্ত হইলেন এবং তদ্গতচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! উদার-চরিত মানোন্নত, যশস্বী, বিনম্র-স্বভাব মানবগণের কুলে কন্যা জন্ম হওয়া কি দুঃখের বিষয়! সজ্জনগণের পক্ষে কন্যকা মাতৃকুল, পিতৃকুল ও যে কুলে প্রদান করা যায়, এই তিন কুলই সংশয়ান্বিত করে। আমি মানস-নেত্রসহকারে দেবলোক ও মানুষলোক, উভয় লোকেই পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অন্বেষণ করিলাম, তথাপি কুত্রাপি আমার যোগ্য পাত্র মনোনীত হইল না।

কণ্ব কহিলেন, না দেব, না দৈত্য, না গন্ধর্ব্ব, না মানুষ, না অশেষ ঋষিপুঞ্জ, কেহই আর মাতলির কন্যার সদৃশ পাত্র রূপে স্পৃহণীয় হইলেন না। তখন তিনি সুধর্ম্মা-নাম্নী নিজ সহধর্ম্মিণীর সহিত রাত্রিকালে মন্ত্রণা করিয়া নাগলোক গমনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে "যদিচ দেব মনুষ্য-মধ্যে গুণকেশীর রূপগুণ-সদৃশ কোন উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল না, তথাপি নাগলোকে অবশ্যই কেহ না কেহ থাকিবে" সুধর্ম্মাকে এইরূপ সম্ভাষণানন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া এবং কন্যার মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া মহীতলতলে প্রবেশ করিলেন

মাতলীয় উপাখ্যানে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭॥

কণ্ব কহিলেন, মাতলি পথি-মধ্যে গমন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি নারদের সহিত মিলিত হইলেন। নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

যাইতেছিলেন, ঘটনা-ক্রমে মাতলিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে দেবরাজ-সারথে! কোথায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বকীয় কার্য্য-সাধনের উদ্দেশে কি সহস্রাক্ষের শাসনে?

নারদ-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া মাতলি বরুণালয়ে আপন কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। অনন্তর দেবর্ষি কহিলেন, তবে চল আমরা উভয়েই একত্র গমন করি; আমিও জলাধিপের সন্দর্শন নিমিত্ত স্বর্গ হইতে আসিতেছি। হে মাতলে! বসুধাতল প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমি তোমাকে তদীয় সকল বিবরণ কহিব এবং দেখিয়া শুনিয়া সেই স্থান হইতেই কোন উপযুক্ত বর মনোনীত করিয়া লইব।

অনন্তর মহাত্মা মাতলি ও নারদ পাতাল পুরে উত্তীর্ণ হইয়া সলিলাধিপতি লোকপাল বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় নারদ দেবর্ষি-সদৃশী এবং মাতলি মহেন্দ্র-সমুচিতা পূজা প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ সমাদর লাভে উভয়েই প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনানন্তর বরুণের অনুজ্ঞায় নাগলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নারদ রসাতল-নিবাসী যাবতীয় জীবগণের সমুদয় বিবরণই জানিতেন, সুতরাং তিনি মাতলির নিকটে সমস্ত বিশেষ করিয়া বর্ণন করিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, হে সূত! তুমি পুত্রপৌত্রাদি-পরিবৃত সলিলাধিপ বরুণদেবকে অবলোকন করিলে, সম্প্রতি তাঁহার এই সর্ব্বতোভাবে শুভাবহ প্রভূত-সম্পত্তি-সমন্বিত অধিকার সন্দর্শন কর। পুষ্কর নামে তাঁহার যে পুষ্করাক্ষ, অতীব রূপ-সম্পন্ন, দর্শনীয় পুত্রটিকে দেখিয়াছ, তিনি সুশীলতা, সদ্বৃত্ত ও শৌচাচার দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট, মহাপ্রাজ্ঞ এবং পিতার অধিকতর প্রীতিপাত্র। রূপলাবণ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মী-স্বরূপা জ্যোৎস্নাকালী-নাম্নী সোম-কন্যা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য্যও ঐ জ্যোৎস্নাকালী-কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ পতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকেন। হে সুরেশ-মিত্র! যাহা প্রাপ্ত হইয়া সুরগণ সুরত্ব লাভ করিয়াছেন;—যাহা সর্ব্বাবয়বে কাঞ্চন-বিনির্ম্মিত; সেই বারুণীসুরাভবন এই অবলোকন কর।

হে মাতলে! এই দেখ, রাজ্য-বিচ্যুত দৈত্যগণের প্রদীপ্ত প্রহরণজাত দৃষ্ট হইতেছে। কথিত আছে, কোন কালেই এ সমস্ত অস্ত্রের ক্ষয় হয় না; পুনঃপুনঃ প্রক্ষিপ্ত হইলেও ইহারা স্ব স্ব অধিকারীর হস্তে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইহাদিগকে প্রয়োগ করিতেও মহান্ অনুভাব অর্থাৎ প্রচুর মানসিক বল অপেক্ষা করে। এই সমস্ত অস্ত্র এক্ষণে দেবগণের জয়-লব্ধ হইয়াছে। এই স্থানে অমরবৃন্দ-বিনির্জ্জিত দিব্য-প্রহরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য রাক্ষস ও দৈত্য-নিবহের আবাস ছিল। এই বারুণ-হ্রদে ঐ মহতী শিখা-যুক্ত প্রচণ্ড বাড়বানল, ধূমশূন্য-বহ্নিপরিবৃত অর্থাৎ প্রখর-জ্বালা-সমন্বিত সুদর্শনচক্র এবং লোক-সংহারার্থ-সংরক্ষিত এই গাণ্ডীময় অর্থাৎ গ্রন্থিভূয়িষ্ঠ কোদণ্ড সদা জাগরূক রহিয়াছে। এই চাপটিকে দেবতারা প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। ইহা হইতেই সেই সুপ্রসিদ্ধ গাণ্ডীব ধনুর নামকরণ হইয়াছে। লক্ষ চাপের তুল্য-বল ও সতত নিশ্চল থাকিলেও কার্য্য-কালে ইহা যে কত দূর বল ও তেজোরাশি ধারণ করে, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। ইহা রাক্ষস-প্রকৃতি রাজন্যগণ-মধ্যে অশাস্য ব্যক্তিদিগকেও শাসন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মা প্রথমেই এই প্রচণ্ড কোদণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন, নরেন্দ্রগণের পক্ষে এই শস্ত্রটি পরমায়ুধ। সলিলরাজের পুত্রেরা এই মহোদয় ধনুকখানি ধারণ করিয়া থাকেন।

আরও দেখ, ছত্রগৃহ-মধ্যে জলাধিপের এই যে আতপত্র রহিয়াছে, ইহা জলধরের ন্যায় সর্ব্বত্র শীতল বারি বর্ষণ করে। ছত্র-বিনির্গত সেই বিচিত্র জল চন্দ্রতুল্য নির্ম্মল হইলেও ঘোরতর তিমির-সহ-

কারে এরূপ আবৃত থাকে যে, কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। হে মাতলে! এস্থানে এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত পদার্থ-জাত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে; কিন্তু সমুদায় দেখিতে হইলে তোমার কার্য্যের হানি হয়; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া চল শীঘ্র শীঘ্র গমন করি।

মাতলীয় উপাখ্যানে অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নারদ কহিলেন, নাগলোকের মধ্যস্থানে অবস্থিত এই যে পুরটি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা পাতাল বলিয়া বিখ্যাত। এখানে অসংখ্য দৈত্য-দানবের বসতি আছে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন জীবপুঞ্জ জল-বেগ-সহকারে এই পাতাল-পুরে আনীত হয়, ইহাতে প্রবেশ করিবার সময়ে তাহারা ভয়-পীড়িত হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে। সলিলভোজী বাড়-বানল এস্থানে নিয়তই প্রদীপ্ত রহিয়াছে। উহা দেবগণ-কর্ত্তৃক আপনাকে নিবদ্ধ জানিয়াছে, সুতরাং মর্য্যাদার অতিবর্ত্তী না হইয়া যত্ন-সহকারে স্থির-ভাবে আছে। দেবতারা শত্রু-সংহারান্তে অমৃত পান করিয়া এই স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখেন, এই নি-মিত্তই এখানে অমৃতদীধিতি শশধরের ক্ষয় ও উপ-চয় দৃষ্ট হয় না। এই স্থানে অদিতি-নন্দন হয়গ্রীব-রূপী বিষ্ণু বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনির পরিবর্দ্ধনার্থে বেদ-বাক্য-দ্বারা সুবর্ণ-নামক জগৎকে পরিপূর্ণ করত প্রতি পর্ব্বকালে সমুত্থিত হন। যেহেতু চন্দ্র-প্রভৃতি সমুদয় জলমূর্ত্তি এই স্থানে পতিত হয়, অর্থাৎ জল-পাতন করে, সেই নিমিত্তে এই উত্তম পুর 'পতজ্জল' নামের সংক্ষেপে পাতাল বলিয়াই বিখ্যাত হয়। জগতের হিতকারী মাতঙ্গরাজ ঐরাবত এইখান হইতেই সেই সুশীতল জল লইয়া মেঘ-সমূহ-মধ্যে সঞ্চালিত করে, যাহা অমরাধিপতি মহেন্দ্র পৃথি-বীতে বর্ষণ করিয়া থাকেন। এই খানে নানাবিধ আকার-বিশিষ্ট বহুপ্রকার জলচারী তিমি-সমস্ত জল-মধ্যে সোমপ্রভা পান করিয়া বাস করে। হে সূত! এই পাতালতলাশ্রিত এরূপ অনেক জীব আছে যাহারা দিবসে প্রভাকর করে গতাসু হইয়া রাত্রিকালে পুনরায় জীবিত হয়। তাহার কারণ এই, এখানে সুধাংশু প্রতি রজনীতে সমুদিত হইয়া কর-নিকর-রূপ হস্ত-সমূহ-সহকারে অমৃত স্পর্শ করাইয়া দেহি-সকলকে উজ্জীবিত করেন। বাসব-কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব কাল-পীড়িত স্বধর্ম্ম-নিরত সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যগণ এই পুরে নিবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। সর্ব্বভূত-মহেশ্বর ভগবান্ ভবানীপতি সকল লোকের কল্যাণ কামনায় এই স্থানে অনুত্তম তপশ্চরণ করিয়াছি-লেন। নিয়ত বেদাধ্যয়ন-কর্ষিত গোব্রতধারী স্বর্গ-বিজয়কারী মহর্ষি দ্বিজাতিগণ প্রাণবায়ু সংযমন-পূর্ব্বক এই খানে বসতি করিতেছেন। যেখানে সে খানে শয়ন করা, যে কোন ভোজন-দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়া এবং যে কোন বসনে আবৃত থাকা, ইহাকেই গোব্রত বলা যায়। এই পুরে সুপ্রতীক-নামক নাগের বংশে নাগরাজ ঐরাবণ, বামন, কুমুদ, অঞ্জন-প্রভৃতি প্রধান প্রধান বারণ-সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব হে মাতলে! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এস্থলে যদি কোন গুণশ্রেষ্ঠ বর তোমার স্পৃহণীয় হয়, তবে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া যত্ন-সহকারে প্রার্থনা করা যায়। বারিরাশি-মধ্যে শোভা-প্রদীপ্ত এই যে অণ্ডটি বিন্যস্ত রহিয়াছে, প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি অবধি ইহা প্রস্ফুটিত বা চলিত হয় নাই। আমি কখন কোন ব্যক্তিকে ইহার জন্ম বা স্বভাব বর্ণন করিতে শুনিতে পাই না। ইহার পিতা মাতা কে, কেহই জানে না। হে মাতলে! এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, জগতের চরম কালে ইহা হইতেই প্রলয়ানল সমু-ত্থিত হইয়া সচরাচর ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিবে।

নারদের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে মাতলি উত্তর করিলেন, না, এস্থলে আমার কোন পাত্র মনোনীত হয় না; অতএব অচিরে অন্যত্র গমন করুন।

মাতলীয় উপাখ্যানে নব নবত অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

নারদ কহিলেন, বহুলমায়াচারী দৈত্য-দানবগণের পাতালতল-সমাশ্রিত এই উৎকৃষ্ট মহানগর হিরণ্যপুর নামে বিখ্যাত। ইহা ময়দানবের মনঃকল্পিত এবং বিশ্বকর্ম্মার বহুতর প্রযত্নে বিনির্ম্মিত। মায়াসহস্র-প্রচারকারী মহাতেজস্বী শূরবীর দানব সকল পূর্ব্বে বরপ্রাপ্ত হইয়া ঐ স্থানে অধিবসতি করিয়াছে। উহাদিগকে না ইন্দ্র, না যম, না বরুণ, না ধনপতি, না অন্য কোন ব্যক্তি, কেহই বশীভূত করিতে পারেন না। হে মাতলে! বিষ্ণুপদোদ্ভব কালকঞ্জনামক অসুর-পুঞ্জ এবং ব্রহ্মচরণ-সম্ভূত নৈঋর্ত ও যাতুধান-নামক রাক্ষসেরাও এই পুরে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই বিশাল-দন্তযুক্ত, ভয়ানক-বেগশালী, বাতবেগ-পরাক্রম এবং মায়াবল-সম্পন্ন। এতদ্ভিন্ন এখানে নিবাতকবচ নামে আরও কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবের বসতি আছে। শক্রও যে তাহাদিগের বিক্রম রোধ করিতে শক্ত হন না, তা তোমার অবিদিত নাই। মনে করিয়া দেখ, তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ এবং পুত্রসহ শচীপতি দেবরাজ, তোমরা সকলেই তাহাদের নিকটে বহুবার ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলে।

হে মাতলে! দৈত্যগণের এই রজতময়, কাঞ্চনময়, পদ্মরাগময়, বিধি-বিহিত বহুতর শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যথাযোগ্য রূপে সমন্বিত মনোহর গৃহ-সমস্ত অবলোকন কর। এ সমুদায়ই বৈদূর্য্য ও অন্যান্য মণি-নিকর-দ্বারা বিচিত্রিত, প্রবালরাজি-রুচির, হীরকসার-সমুজ্জ্বল, আকন্দপুষ্প ও স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, অবিরল এবং অতিশয় উন্নত। সকলই যেন সরাগ-মৃত্তিকাময়, শিলাময়, কাষ্ঠময়, সূর্য্য-প্রভাসদৃশ বা প্রদীপ্ত-হুতাশন-তুল্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। মহা-প্রমাণ ও বহুল-শিল্পগুণ-যুক্ত এই সমস্ত প্রাসাদের রূপত বা দ্রব্যত নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য; গুণেতেই ইহাদের সমুদায় সিদ্ধ হইয়াছে।

অপিচ এই মনোরম ক্রীড়াকানন, রত্ননিচয়-সমন্বিত ভাজন, মহামূল্য আসন, সুরুচির শয়ন, জলদ-তুল্য শৈল, জলপ্রস্রবণ এবং অভিলাষানুরূপ পুষ্প-ফল-প্রদ কামচারী পাদপ-সমস্ত সন্দর্শন কর। হে মাতলে! যদি এ স্থলে তোমার মনোনীত কোন পাত্র থাকে, দেখ, নতুবা তোমার মতানুসারে উভয়ে অন্য কোন দিকে গমন করি।

মাতলি উক্তরূপ সম্ভাষণকারী নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! দেবগণের বিপ্রিয় করা আমার কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে। দেব ও দানব, উভয় ভ্রাতৃবর্গই চিরকাল বৈরাসক্ত রহিয়াছেন; অতএব শত্রু-পক্ষের সহিত আমি কি রূপে সম্বন্ধ-বন্ধনে সমুৎসুক হইব? সম্বন্ধ-চেষ্টা দূরে থাকুক, দানবদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ করাও অনুচিত; অতএব চলুন, শীঘ্র শীঘ্র অন্যত্র গমন করি; আপনকার আত্মা যে অতিমাত্র হিংসাত্মক, তাহা আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে।

মাতলীয় উপাখ্যানে শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

নারদ কহিলেন, এই লোক, গরুড়-বংশীয় পন্নগ-ভোজী পক্ষিগণের অধিকৃত। বিক্রম প্রকাশে, দ্রুত গমনে বা ভার বহনে ঐ সমস্ত বিহঙ্গদিগের কিছু মাত্র পরিশ্রম নাই। বিনতা-নন্দন গরুড়ের সুমুখ, সুনাম, সুনেত্র, সুবর্চ্চা, সুরুক্ ও সুবল, এই ছয় পুত্র হইতে উক্ত কুল বিস্তৃত হইয়াছে। কশ্যপ-বংশোদ্ভব, বিনতা-কুল-মঙ্গল-বিবর্দ্ধন প্রধান প্রধান বিহঙ্গমগণ সন্তান-পরম্পরা সহকারে আভিজাত্য-সম্পন্ন শত সহস্র কুল প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। সেই সমস্ত কুলোৎপন্ন পতত্রিগণ সকলেই শ্রীযুক্ত, শ্রীবৎসলক্ষণ, প্রচুর সম্পত্তির অধিপতি ও অপ্রতিম-বলশালী। কর্ম্ম-দ্বারা ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু সর্পভোজী হওয়ায় ইহারা সাতিশয় নিষ্ঠুর হইয়াছে; জ্ঞাতি-ক্ষয়-করণ-হেতুক ব্রাহ্মণ্য লাভ করিতে পারে না। হে মাতলে! আমি প্রাধান্য অনুসারে ইহাদিগের

নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণুর পরিগৃহীত হওয়ায় এই কুল অতীব শ্লাঘ্য হইয়াছে। বিষ্ণুই ইহাদিগের উপাস্য দেবতা, বিষ্ণুই পরায়ণ। ইহাদের হৃদয়ে বিষ্ণু সদা সন্নিহিত রহিয়াছেন এবং ইহাদের নিত্য গতি-স্বরূপ হইয়াছেন।

সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পঙ্কজিৎ, বজ্রনিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, সরিদ্দ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেঘহৃৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পরিবর্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর, গরুড়বংশীয় অসংখ্য বিহগগণ-মধ্যে আমি কেবল একদেশমাত্র ধরিয়া তোমাকে এই কয়েকটি নাম বলিলাম। যাঁহারা যশ, কীর্ত্তি ও তেজঃপুঞ্জে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, এস্থলে তাঁহাদিগেরই নাম কীর্ত্তিত হইল। হে মাতলে! যদি এস্থানে তোমার রুচি না হয়, তবে চল অন্যত্র গমন করি; যেখানে তুমি মনোনীত পাত্র প্রাপ্ত হইবে, সেই খানেই তোমাকে লইয়া যাইব।

মাতলীয় উপাখ্যানে একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

নারদ কহিলেন, সম্প্রতি আমরা যে পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ইহার নাম রসাতল। ইহা পৃথিবীর সপ্তমতলে অবস্থিত। এই খানে অমৃত-সম্ভবা গো-মাতা সুরভি নিত্য বিরাজমানা রহিয়াছেন এবং প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সারাংশ-সম্ভূত, ষড়্রসের সারভূত, অনুত্তম, অদ্বিতীয় রসের আকর-স্বরূপ ক্ষীর ক্ষরণ করিতেছেন। এই অনিন্দিতা ধেনু-জননী পূর্ব্বে অমৃতপান-পরিতৃপ্ত, সার বস্তুর উদ্গিরণকারী, লোকগুরু ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন। ইহাঁর মহীতল-নিপতিত একমাত্র ক্ষীরধারা হইতে মহাহ্রদ-স্বরূপ পরম পবিত্র ক্ষীর-নিধির সৃষ্টি হইয়াছে। এই ক্ষীরসাগরের পর্য্যন্তভাগ সর্ব্বদা ফেনপুঞ্জে পরিবেষ্টিত থাকায় যেন পুষ্পিতের ন্যায় প্রতীত হয়। সেই সমস্ত ফেনরাশি পান করত ফেনপ-নামক মুনিবরেরা এই স্থানে অবস্থিতি করেন। শুদ্ধ ফেন পান করাতেই তাঁহারা ফেনপ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে মাতলে! তাঁহারা এতাদৃশ কঠোর তপস্যা-নিরত, যে দেবগণও তাঁহাদিগের নিকটে ভীত হইয়া থাকেন।

সুরভির গর্ব্ভ-সম্ভূতা অপর চারিটি ধেনু পূর্ব্বাদি চারিদিকে অবস্থান করিতেছেন। দিক্-সকল ধারণ করায় তাঁহারা দিক্‌পালী বলিয়া প্রসিদ্ধা। যিনি পূর্ব্ব দিক্ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নাম সুরূপা; যিনি দক্ষিণ দিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম হংসিকা; যে মহানুভাবা বিশ্বরূপা ধেনু বরুণদেবের রক্ষিত পশ্চিম দিকের ধারণকর্ত্রী, তাঁহার নাম সুভদ্রা; আর যিনি কুবের-সম্বন্ধিনী ধর্ম্ম-জনিকা উত্তর দিক্ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার নাম সর্ব্বকামদুঘা। দেবাসুরগণ মন্দর গিরিকে মন্থনদণ্ড করিয়া ইহাঁদিগেরই দুগ্ধমিশ্রিত সাগর জল মন্থন-পূর্ব্বক বারুণী সুরা, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা-নামক অশ্বরাজ এবং রত্নশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

হে মাতলে! সুরভীর অনন্ত গুণের কথা আর কি বলিব! তিনি যে অনির্ব্বচনীয় অনুপম দুগ্ধ প্রদান করেন, তাহা সুধাহারী নাগদিগের পক্ষে সুধারূপে, স্বধা-ভোজী পিতৃলোকের পক্ষে স্বধা-রূপে এবং অমৃতপায়ী অমরগণের পক্ষে অমৃত-রূপে পরিণত হয়। "রসাতলতলে বাস করিলে যাদৃশ সুখোদয় হয়, তাদৃশ বিশুদ্ধ সুখ, না নাগলোকে, না স্বর্গে, না বিমানে, না ত্রিপিষ্টপে, কুত্রাপি সম্ভূত হইবার নহে।" রসাতল-নিবাসিগণ পূর্ব্ব কালে এই যে পৌরাণিকী গাথা গান করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি লোকমধ্যে

বিশ্রুত এবং পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে।

মাতলীয় উপাখ্যানে দ্ব্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

নারদ কহিলেন, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায় এই যে সর্ব্ব-প্রধানা পুরীটি দৃষ্টি করিতেছ, ইহার নাম ভোগবতী; ইহা নাগরাজ বাসুকির পালিতা। যিনি প্রভাব-পূজিতা এই বসুন্ধরাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া আছেন; তপোবলে সর্ব্বলোকের অগ্রগণ্য, ধবল-শৈল-সদৃশ শুভ্রদেহ, দিব্যাভরণ-বিভূষিত, সহস্র মস্তকধারী, প্রদীপ্ত-জিহ্বা-নিচয়-সমন্বিত মহাবল পরাক্রান্ত সেই শেষ নাগ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই পুরে নাগ-মাতা সুরসার সহস্র সহস্র পুত্রগণ সর্ব্ব প্রকার পীড়া-শূন্য হইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই নানাবিধ আকার-বিশিষ্ট, নানালঙ্কার-ভূষিত, মণি স্বস্তিক চক্র ও কমণ্ডলুর চিহ্নযুক্ত, মহাবলবন্ত এবং স্বভাবত ভয়ঙ্কর। তন্মধ্যে কেহ কেহ সহস্র-শীর্ষ, কেহ কেহ পঞ্চশত-মস্তক, কেহ কেহ শতানন, কেহ কেহ সপ্ত-শিরা, কেহ কেহ পঞ্চ-মুখ, কেহ কেহ ত্রি-মূর্দ্ধা, কেহ কেহ বা দ্বিশীর্ষ; সকলেরই প্রকাণ্ড দেহ এবং গিরি-পরিসরের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ আভোগ। হে মাতলে! এস্থানে একবংশ-সম্ভূত কত সহস্র, কত অযুত, কত অর্ব্বুদ নাগের বসতি রহিয়াছে, কে বলিতে পারে? তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতানুসারে আমি কতক গুলির নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বাসুকি, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বামন, ঐলপত্র, কুকুর, কুকুণ, আর্য্যক, নন্দক, কলশপোতক, কৈল্যসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনোমুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দক, উপনন্দক, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্ম-দ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুদ্গরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সম্বৃত্ত, বৃত্ত, পিণ্ডার, বিল্বপত্র, মূষিকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য ধৃতরাষ্ট্র, কুহর, কৃশক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধির, অন্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস; কশ্যপের এই সমস্ত এবং এতদ্ভিন্নও কত শত পুত্র যে এই পুরে বিদ্যমান আছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অতএব যদি এস্থানে তোমার কোন স্পৃহণীয় পাত্র থাকে, দেখ।

কণ্ব কহিলেন, মাতলি অব্যগ্রভাবে একটি লোককে সতত সম্যক্ রূপে অবলোকন করিয়া তাহার প্রতি প্রীতিমান্ হইলেন এবং নারদকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন, হে দেবর্ষে! কৌরব্য আর্য্যকের সম্মুখ-ভাগে এই যে দ্যুতিমান্ দর্শনীয় যুবা পুরুষটি অবস্থিত রহিয়াছে, এ কাহার কুলনন্দন? ইহার পিতা কে, মাতাই বা কে? কোন্ ভাগ্যধর ভোগীর বংশধ্বজ হইয়াই বা এ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছে? প্রণিধান, ধৈর্য্য, রূপ ও বয়ঃক্রমানুসারে এটি গুণকেশীর শ্রেষ্ঠ বর বলিয়া আমার মনোনীত হইতেছে।

কণ্ব কহিলেন, সুমুখ-নামক নাগরাজের সন্দর্শনে মাতলি প্রীতমনা হইয়াছেন দেখিয়া নারদ তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ইনি ঐরাবত-কুলে উৎপন্ন, সুমুখ নামে বিখ্যাত, আর্য্যকের প্রিয়তম পৌত্র এবং বামনের দৌহিত্র। হে মাতলে! চিকুর-নামক নাগরাজ ইহাঁর পিতা। অল্পকাল হইল তিনি গরুড়ের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইহা শুনিয়া মাতলি অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া নারদকে এই কথা বলিলেন, তাত! এই ভুজঙ্গ-শ্রেষ্ঠ সুমুখই আমার মনোমত জামাতা হইলেন; ইহাঁর প্রতি আমার অতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে; অতএব হে মুনে! এই নাগরাজের হস্তে আমার প্রিয়তমা দুহিতাকে সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত যত্ন করুন।

মাতলীয় উপাখ্যানে ত্র্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

মাতলির প্রার্থনায় নারদ আর্য্যক নাগের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে ভুজগসত্তম! আমার সমভিব্যাহারী এই মহাত্মা ব্যক্তি দেবরাজের সারথি ও প্রিয় সুহৃদ্; ইহাঁর নাম মাতলি। ইনি শৌচাচার ও শীলগুণ-সম্পন্ন, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ এবং প্রভূতবলশালী। ইনি পুরন্দরের কেবল সারথি মাত্র নহেন, প্রাণসম সখা এবং মন্ত্রীও বটেন। প্রতি সমর স্থলেই বাসবের সহিত ইহার প্রভাবের অল্পমাত্র তারতম্য প্রকাশ পায়। দেবাসুর সংগ্রাম সময়ে ইনি শক্রের অশ্বসহস্র-যুক্ত জয়শীল অনুত্তম রথখানি এরূপ দ্রুতবেগে লইয়া সমরাঙ্গনে উপস্থিত করেন, যে বোধ হয় যেন মনে মনেই সঞ্চালন করিয়া আনিলেন। ইহাঁর প্রভাবের কথা আর কি বলিব, ইনি অশ্ব পরিচালন-কৌশলে অগ্রেই শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া রাখেন, পশ্চাৎ পুরন্দর ভুজ-দ্বয়-সহকারে বিজয় লাভ করেন। ইনি পূর্ব্বে প্রহার না করিলে ইন্দ্র প্রহরণ-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন না। ইহাঁর গুণকেশী-নামে একটি অশেষ-গুণসমন্বিতা সত্যশীলা বরারোহা কন্যা আছে। বসুধাতলে তৎসদৃশী রূপলাবণ্যবতী কামিনী আর কুত্রাপি নাই। তাহার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ নিমিত্ত ইনি পরম যত্ন-সহকারে ত্রৈলোক্য-রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন; সম্প্রতি সুমুখ-নামা তোমার পৌত্রটি ইহাঁর মনোনীত হইয়াছে। অতএব হে দেবোপম সৌম্য আর্য্যক! যদি তোমার সম্যক্ অভিমত হয়, তবে অবিলম্বে কন্যারত্ন-পরিগ্রহে যত্নবান্ হও। যেমন বিষ্ণুকুলে লক্ষ্মী এবং হুতাশনের স্বাহা, সেইরূপ সুমধ্যমা গুণকেশী তোমার কুল-লক্ষ্মী হউন। শক্রের শচীর ন্যায় গুণকেশী সুমুখের সদৃশী পাত্রী এবং সুমুখও গুণকেশীর অনুরূপ; অতএব তুমি পৌত্রের নিমিত্ত সেই কমনীয় ললনাকে প্রতিগ্রহ কর। সুমুখ পিতৃহীন হইলেও কেবল গুণমাত্র লক্ষ্য করিয়া আমরা উহাকে বরণ করিতেছি। তোমার বহুমান, ঐরাবতের মাহাত্ম্য এবং সুমুখের শীল শৌচ দম-প্রভৃতি অশেষ গুণবত্তা-প্রযুক্তই মাতলি স্বয়ং সমাগত হইয়া কন্যা-দানে উদ্যত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমারও ইহাঁর প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

কণ্ব কহিলেন, আর্য্যকের পুত্র নিহত এবং পৌত্রটি কথঞ্চিৎ জীবিত থাকায় তিনি নারদের ঐ বাক্য শ্রবণে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে আক্রান্ত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনকার এই বাক্য আমার বহুমত হইবে না ইহা কদাচ হইতে পারে না। যিনি ইন্দ্রের সখা, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে কাহার অনিচ্ছা হইতে পারে? কিন্তু হে মহামুনে! যে কারণে সেই সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহারই দুর্ব্বলতা-প্রযুক্ত আমাকে চিন্তা করিতে হইতেছে। হে তাত! একে ত সুমুখের জনয়িতা মৎপুত্র, বিনতা-তনয়ের করাল কবলে পতিত হওয়ায় আমরা শোকার্ত্ত রহিয়াছি; তাহাতে আবার সেই নিষ্ঠুর বিহঙ্গ যাইবার সময়ে বলিয়া গিয়াছে "আগামী মাসে সুমুখকেও ভক্ষণ করিব;" ইহাতে আমার আর হর্ষের বিষয় কি আছে? আমি নিশ্চয় জানিতেছি, সুপর্ণ যাহা বলিয়াছে, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিবে; সুতরাং সেই কথা স্মরণ করিয়া আমার সকল হর্ষই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যকের এই কথা শুনিয়া মাতলি তাঁহারে কহিলেন, আমি এ বিষয়ে এক পরামর্শ স্থির করিলাম; আপনকার পৌত্র সুমুখকে জামাতৃভাবে বরণ করিয়াছি, অতএব এই পন্নগ আমার ও নারদের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া ত্রিলোকেশ্বর সুরপতি বাসবের সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুপর্ণের বাধা উৎপাদনে আমি সর্ব্বতোভাবেই যত্ন করিব, পরে শেষ কার্য্য-দ্বারা ইহাঁর পরমায়ুর বিষয় জানিতে পারিব। হে ভুজগসত্তম! আপনকার কল্যাণ হউক, আপনি অনুজ্ঞা করুন, সুমুখ কার্য্য-সাধন নিমিত্ত আমার সমভিব্যাহারে দেবরাজ সমীপে গমন করুন।

কণ্ব কহিলেন অনন্তর সেই মহাতেজস্বী মাতলি,

নারদ ও আর্য্যক, সকলেই সুমুখকে সঙ্গে লইয়া অমর নগরে আগমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, দেবাধিপতি মহাদ্যুতি পুরন্দর স্বকীয় সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন এবং দৈবগত্যা চতুর্ভুজধারী ভগবান্ বিষ্ণুও তথায় উপস্থিত আছেন, তখন নারদ তাঁহাদিগের সন্নিধানে মাতলি-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিষ্ণু ভুবনেশ্বর পুরন্দরকে কহিলেন, "বাসব! এই ভুজঙ্গকে অমৃত দান করিয়া অমরগণের সমান কর; তোমার ইচ্ছায় মাতলি, নারদ ও সুমুখ, সকলেই অভীষ্ট লাভ করুন"। বিষ্ণুর এই নিদেশ বাক্য শ্রবণে পুরন্দর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে গরুড়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া পরিশেষে এই উত্তর করিলেন, আমারে যাহা আদেশ করিতেছেন, তাহা আপনিই সম্পন্ন করুন,—সুমুখকে স্বয়ং অমৃত প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে বিভো! তুমি এই চরাচর সর্ব্বলোকের অধিপতি; অতএব তুমি যাহারে যাহা প্রদান করিবে, কে তাহার অন্যথা করিতে উৎসাহী হইবে?

ইহা শুনিয়া বলবৃত্র-নিসূদন সহস্রাক্ষ সেই ভুজঙ্গকে উত্তম আয়ুঃ প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অমৃতপায়ী করিতে সম্মত হইলেন না। সুমুখ বর লাভ করিয়া যথার্থই সুমুখ হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার মুখমণ্ডলে তৎকালে সুস্পষ্ট আনন্দ-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। যথা সময়ে অভিলাষানুরূপ দার-পরিগ্রহ করিয়া তিনি স্বভবনে গমন করিলেন এবং নারদ ও আর্য্যকও কৃতকার্য্য ও মহাহৃষ্ট হইয়া দেবরাজের অর্চ্চন-পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

মাতলীয় উপাখ্যানে চতুরধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

কণ্ব কহিলেন, হে ভারত! এদিকে মহাবল বৈনতেয় অমর পুরের ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন। দেবরাজ সর্পকে আয়ুঃ প্রদান করিয়াছেন শুনিয়া সুপর্ণের আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণ মাত্র বিপুলতর পক্ষ-বিস্তার-দ্বারা ত্রিভুবন রুদ্ধ করত মহাবেগে ধাবমান হইয়া বাসব-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! তুমি অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তিরোধে প্রবৃত্ত হইলে কেন? পূর্ব্বে যদৃচ্ছাক্রমে বর দান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত তাহা হইতে বিচলিত হইতেছ? সর্ব্বভূতের বিধাতা প্রজা সৃষ্টি অবধি আমার যে আহার বিহিত করিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত করিতে তুমি কি হেতু উদ্যত হইয়াছ? হে দেব! 'সুমুখের দ্বারা আমার বহুল সন্তান-সন্ততির উদর পূরণ করিতে হইবে' এই মনে করিয়া আমি এই মহানাগকে বরণ করত সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলাম; এক্ষণে বর-লাভ-দ্বারা এ যখন আমার অবধ্য হইল, তখন অন্য কোন ব্যক্তিকে হিংসা করিতে কি বলিয়াই বা উৎসাহী হইতে পারি? তুমি ইহাকে যেমন বরপ্রদান করিয়াছ, অন্যের প্রতিও সেইরূপ অনুগ্রহ করিবার অসম্ভাবনা কি? হে বাসব! তুমি স্বেচ্ছানুসারে এইরূপ ক্রীড়া করিতে থাকিলে আমারে পরিজন ও ভৃত্য-বর্গের সহিত অবশ্যই প্রাণ-ত্যাগ করিতে হইবে; তাহা হইলেই তুমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হও। হে বলবৃত্রহন্! ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর হইয়া আমি যখন পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন আমার পক্ষে এরূপ ঘটনা হওয়া উপযুক্তই বটে; কেবল এরূপ কেন? আমি এতদপেক্ষা অধিক ক্লেশ পাইবারও যোগ্যপাত্র। হে ত্রৈলোক্যরাজ দেবেন্দ্র বাসব! তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ না থাকিলেও যখন তোমাতেই ত্রিলোকীর রাজত্ব ব্যবস্থিত হইয়াছে, তখন বিষ্ণুই একাকী আমার মহিমা খর্ব্ব করণের কারণ নহেন। দেখ, দক্ষের দুহিতাও আমার জননী এবং কশ্যপও আমার পিতা; আমিও অবলীলা-ক্রমে সর্ব্বলোকের ভার বহন করিতে

পারি ; আমারও এই বিপুল বল সর্ব্বভূতের অসহ্য ; দৈত্য-সংগ্রামে আমিও সুমহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি ; শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত, কালকাক্ষ-প্রভৃতি দৈত্যদিগকে আমিও নিহত করিয়াছি ; তবে যে তোমার অনুজের পরিচারক হইয়া যত্ন-পূর্ব্বক রথ-ধ্বজ রক্ষা করি এবং সময়ে সময়ে ইহাঁকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করি, ইহাতেই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। হে বাসব! সমগ্র বিশ্ব-মধ্যে আমার সদৃশ ভারসহ অথবা আমার অপেক্ষা অধিকতর বলশালী আর কে আছে? আমি সর্ব্বাংশে বিশিষ্ট হইয়াও ইহাঁকে সবান্ধবে বহন করিতেছি। সংপ্রতি তুমি যে অবজ্ঞা করিয়া আমাকে ভোজনে বঞ্চিত করিলে, ইহাতে তুমি ও ইনি উভয় হইতেই আমার গৌরব নষ্ট হইল।—অহে বিষ্ণো! অদিতির গর্ভে এই ইন্দ্র-প্রভৃতি যে সমস্ত বল-বিক্রম-সম্পন্ন শূর বীরগণের জন্ম হইয়াছে, তন্মধ্যে তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলশালী সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি পক্ষের একদেশ-দ্বারা তোমাকে অক্লেশে বহন করিয়া থাকি ; অতএব হে ভ্রাতঃ! তুমি স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদিগের মধ্যে অধিক বলবান্ কে?

কণ্ব কহিলেন, ভগবান্ চক্রপাণি অক্ষোভণীয় পক্ষিরাজের উত্তর-কাল-ভয়াবহ এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগভীর বচন-রাজি-দ্বারা তাঁহারে ক্ষোভিত করত কহিতে লাগিলেন, গরুত্মন্! তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও আপনাকে বলবান্ বলিয়া মানিতেছ ; আমার সমক্ষে তোমার এরূপ আত্মশ্লাঘা করা উচিত নহে। অহে অণ্ডজ! তোমার কথা কি, এই সমস্ত ত্রৈলোক্যও আমার দেহ-ধারণে অশক্ত ; আমি আপনিই আপনাকে বহন করি এবং তোমাকেও ধারণ করিয়া চলি ; সত্য কি মিথ্যা আমার এই বাহুটি বহন করিয়া দেখ ; যদি এই একটি হস্ত ধারণ করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার সমুদায় গর্ব্ব সার্থক হইবে।

বিষ্ণু এই কথা বলিয়া গরুড়ের স্কন্ধদেশে সেই প্রসারিত হস্তটি যেমন সংলগ্ন করিলেন অমনি তিনি মহাভারার্ত্ত হইয়া বিকল ও নষ্টচেতন হইয়া পড়িলেন। ধরাধর-নিকর-সম্বলিত সমগ্র বসুন্ধরার যাদৃশ ভার, অচ্যুত-দেহের সেই একটি শাখায় তাঁহার তাদৃশ ভার অনুভূত হইল। সমধিক-বলশালী দয়াবান্ ভগবান্ বল-দ্বারা প্রপীড়িত করত যদিও তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিলেন না, তথাপি গুরুতর-ভারে অতিমাত্র ব্যথিত হওয়ায় বিহঙ্গরাজ শিথিল-কলেবর, বিচেতা ও বিহ্বল হইয়া অনবরত বমন করিতে করিতে অঙ্গ হইতে পক্ষ-সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন এবং মস্তক-দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কাতর-ভাবে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমার এই শরীর-মধ্যে যখন সকল লোক-সম্ভূত সমস্ত তেজোরাশি সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তখন যদৃচ্ছা-প্রসারিত ভুজদণ্ড-দ্বারা আমাকে নিষ্পিষ্ট করা আর বিচিত্র কথা কি? হে দেব! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া ভবদীয় ধ্বজবাসী এই বলদর্পানল-বিদগ্ধ অল্পচেতা বিহ্বল পক্ষীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন কর! হে সর্ব্বশক্তিমন্! আমি পূর্ব্বে আর কখন তোমার পরম বলের মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই, এই নিমিত্তই মনে করিতাম, আমার সমান বীর্য্যবান্ আর কেহই নাই"।

হে রাজেন্দ্র! গরুড়ের কাতরোক্তি শ্রবণে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া স্নেহ প্রযুক্ত তাঁহাকে 'পুনরায় কখন যেন এরূপ না হয়' এই বলিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা সুমুখ সর্পকে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই অবধি বিহঙ্গরাজ উক্ত ভুজঙ্গের সহিত প্রীতিভাবে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। হে গান্ধারী-তনয়! বিষ্ণুবলে আক্রান্ত হওয়ায় অমিত-বলশালী মহাযশস্বী বিনতা-নন্দন গরুড়ের এইরূপে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছিল। হে তাত! সেইরূপ তুমিও যাবৎ পর্য্যন্ত সংগ্রাম-স্থলে সেই মহাবীর পাণ্ডুপুত্রগণের সন্নিহিত না হইতেছ, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই জীবিত রহিয়াছ।

প্রহারিশ্রেষ্ঠ মহাবল পবন-নন্দন ভীমসেন এবং লোকাতীত-প্রতাপ-সম্পন্ন ইন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় কোন্ ব্যক্তিকে না সমরে নিহত করিতে পারেন? অহে সুযোধন! স্বয়ং বিষ্ণু, বায়ু, বাসব, ধর্ম্ম ও অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়, এই সমস্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, ইহাঁদিগকে তুমি নিরীক্ষণ করিতেই সমর্থ হইবে না। অতএব হে নৃপনন্দন! বিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই; উপাধ্যায়-স্বরূপ বাসুদেব দ্বারা শান্তি সংস্থান করিয়া কুল রক্ষা কর। এই মহাতপা নারদ ঋষি, বিষ্ণুর পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্য-সমস্ত তৎকালে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। সেই চক্র-পাণি গদাধর তোমার সভায় এই উপস্থিত।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কণ্ব এইরূপ উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া ভ্রূকুটী-কুটিলাননে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর্ণের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং এইরূপে কণ্ব ঋষির সেই হিতকর বাক্য-কদম্ব কদর্থিত করত করিকর-সদৃশ ঊরুদেশে তাড়ন-পূর্ব্বক এই উত্তর করিলেন, মহর্ষে! আমার যে অবস্থা ও যে গতি হইবে, ঈশ্বর আমাকে সেইরূপ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন এবং আমিও সেই অনুসারে চলিতেছি; অতএব আপনকার প্রলাপে আর অধিক কি হইবে?

মাতলীয় উপাখ্যানে পঞ্চাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, অনর্থে নির্ব্বন্ধকারী, পরার্থে লোভ-মোহিত, অসৎসঙ্গে অভিরত, মরণে কৃতসংকল্প, জ্ঞাতিগণের দুঃখকর্ত্তা, বন্ধুবর্গের শোক-বর্দ্ধন, সুহৃৎ-সকলের ক্লেশদাতা, শত্রু-দলের হর্ষ-বর্দ্ধক সেই বিমার্গগামী সুযোধনকে তদীয় বান্ধবেরা নিবারণ করিলেন না কেন? স্নেহকারী সুহৃদ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এবং পিতামহ ভীষ্ম, ইহাঁরাই বা কি নিমিত্ত সদুপদেশ সহকারে তাঁহাকে সৎপথে আনয়ন না করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ ও ভীষ্ম উভয়েই, যেরূপ হিতোপদেশ বাক্য বলা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত, সেইরূপই বলিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত মহর্ষি নারদও বিস্তারিত-রূপে যে বহুবিধ বচনাবলির প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

নারদ কহিয়াছিলেন, সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে, এমন লোকও দুর্লভ এবং হিত-বাক্যের উপদেশ করেন, এমন সুহৃদ্ও দুষ্প্রাপ্য; যেহেতু হিতবক্তা ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, শ্রোতা তাহাতে আস্থা করেন না। কিন্তু হে কুরুনন্দন! আমার বিবেচনায় হিতকারী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা নিতান্তই কর্ত্তব্য; নির্ব্বন্ধ-পরবশ হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে, যেহেতু নির্ব্বন্ধ অতীব সুদারুণ। নির্ব্বন্ধাতিশয় বশত গালব মুনি যেরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটিই ইহার উদাহরণ।

হে ভারত! পূর্ব্বকালে তপস্যা-পরায়ণ বিশ্বামিত্রের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার্থে ভগবান্ স্বয়ং ধর্ম্ম বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। হে রাজন্! সপ্তর্ষিগণ-মধ্যে অন্যতমের বেশ ধারণ-পূর্ব্বক তিনি ক্ষুধার্ত্ত ও ভোজনেচ্ছু হইয়া কৌশিকের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি সসম্ভ্রমে পরমান্নের চরু পাক করাইতে লাগিলেন; কিন্তু ছদ্মবেশী ধর্ম্মরাজ তাঁহার প্রতীক্ষা না করিয়া অন্য তপস্বিগণের প্রদত্ত অন্ন ভোজনে ক্ষুধা শান্তি করিলেন। তাঁহার ভোজন শেষ হইলে বিশ্বামিত্রও সেই অত্যুষ্ণ অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তখন ভগবান্ ধর্ম্ম "আমার ভোজন করা হইয়াছে, তুমি অবস্থান কর" এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রশংসিত-ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্রও তাঁহার কথানুসারে সেই স্থানে অবস্থিত রহিলেন। বাহু-যুগল-দ্বারা ভক্তের পাত্রটি

মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল ও বায়ুভক্ষ হইয়া আশ্রমের সন্নিধানে দণ্ডায়মান থাকিলেন। তাঁহার প্রিয় শিষ্য গালব মুনি গৌরব ও বহুমান-হেতুক প্রীতি-পরবশ হইয়া প্রিয়কার্য্য করণেচ্ছায় পরম যত্ন-সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত সম্বৎসর বিগত হইলে ধর্ম্মরাজ পুনরায় বশিষ্ঠের বেশ ধারণ করিয়া ভোজন-কামনায় কৌশিক-সমীপে সমাগত হইলেন; দেখিলেন, সেই ধীমান্ মহর্ষি মস্তকে অন্ন ধারণ করিয়া সমীরণ ভক্ষণে তদবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন এবং ঐ অন্নও অবিকল সেইরূপ উষ্ণ ও অভিনব রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহা গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া "বিপ্রর্ষে! আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলাম" এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যে ক্ষত্রভাব হইতে বিমুক্ত ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।

অনন্তর তিনি সেই তপস্যা-নিরত গালব-নামক শিষ্যের শুশ্রূষা ও ভক্তি-দ্বারা প্রীতিমান্ হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, বৎস গালব! এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। মুনিসত্তম মহাদ্যুতি কুশিক-তনয়ের এই আদেশ বাক্য শ্রবণে গালব হৃষ্টচিত্ত হইয়া মধুর বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, গুরো! গুরু-কর্ম্ম নিমিত্ত আপনাকে কি দক্ষিণা প্রদান করিব? দক্ষিণা-যুক্ত হইলেই মানবীয় কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। দক্ষিণা প্রদান না করিলে কেহ কর্ম্মফল-লাভে সমর্থ হইতে পারে না। সাধু যাজ্ঞিকেরা দক্ষিণা-দ্বারাই স্বর্গ-লোকে যজ্ঞ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব গুরুদক্ষিণার উপযোগী কোন্ বস্তু আহরণ করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ভগবান্ বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষাতেই জিত হইয়াছেন মনে করিয়া অপর দক্ষিণা গ্রহণে আর অভিলাষী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাকে "গমন কর গমন কর" পুনঃপুন এই কথাই বলিতে লাগিলেন; কিন্তু গালব বারম্বার ঐরূপ আদিষ্ট হইয়াও আগ্রহ-হেতুক "কি প্রদান করিব কি প্রদান করিব" এই বাক্যই ভুয়োভূয় ব্যক্ত করিতে থাকিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে কিঞ্চিৎ রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন, গালব! চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ অথচ এক দিকে শ্যামকর্ণ, এরূপ অষ্ট শত অশ্ব আমারে প্রদান কর; যাও আর বিলম্ব করিও না।

গালব-চরিতে ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে সুযোধন! ধীমান্ বিশ্বামিত্র উক্ত রূপ আদেশ করিলে গালব একবারে চিন্তা-হ্রদে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আসন, শয়ন ও ভোজন, সকলই রহিত হইল। অতিমাত্র অনুতাপ ও প্রখর শোকানলে নিরন্তর দগ্ধ হওয়ায় তিনি সমধিক পাণ্ডুবর্ণ ও অস্থিচর্ম্ম সার হইলেন এবং সাতিশয় দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা! আমি দীনহীন তপস্বী হইয়া চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অষ্টশত অশ্ব কোথায় পাইব! আমার এমন ধনশালী মিত্রবর্গই বা কোথায় আছে, যাহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়া লইব! আমার অর্থ কোথায়, সঞ্চয়ই বা কোথায়! হা! আমার ভোজন-পানাদি সুখ-সম্ভোগ বিষয়ে আর কি প্রকারে শ্রদ্ধা হইতে পারে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবিতের আস্থাই নিরস্তা হইয়াছে। জীবনের আর প্রয়োজনই বা কি? অনর্থক জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা বরং আমি সমুদ্র-পারে অথবা পৃথিবীর অতি দূর-সীমায় গমন করিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করি। অধন, অকৃতার্থ, জীবনের বহুতর উৎকৃষ্ট ফললাভে বঞ্চিত, ঋণধারী পুরুষের চেষ্টা ও যত্ন ব্যতীত কি রূপে সুখ হইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রণয়-বন্ধন-দ্বারা সুহৃদ্গণের ধন-ভোগ করিয়া তাঁহাদিগের অভীষ্ট-সম্পাদন-রূপ

প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহার জীবন অপেক্ষা মরণই শ্রেষ্ঠ। করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া যে অভাজন সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন না করে, তাদৃশ মিথ্যাবাদী হতভাগ্য মানবের যাগ যজ্ঞ সকলই বিনষ্ট হয়। অনৃত-প্রিয় নরাধমের না শরীর-শোভা, না সন্ততি, না আধিপত্য, কিছুই থাকিতে পারে না; তাহার সদ্গতি লাভের আর সম্ভাবনা কি? কৃতঘ্ন ব্যক্তির যশ কোথায়, স্থান কোথায়, সুখই বা কোথায়? কৃতঘ্ন কোন কালেই শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে না, কোন কালেই কৃতঘ্নের নিস্তার নাই। ধনহীন পাপ পুরুষের জীবন মরণ উভয়ই তুল্য। পাপীয়ান্ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য কি? সে কৃতঘ্ন হইয়া নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব আমিও সেই পাপীয়ান্, কৃতঘ্ন, কৃপণ ও মিথ্যাবাদী হইলাম। গুরুর নিকটে কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার বাক্যপ্রতিপালনে যখন অসমর্থ হইলাম, তখন সকলই আমাতে সম্ভাবিত হইল। সুতরাং আমার আর জীবনের ফল কি? আমি গুরুবাক্য-সম্পাদনে যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়া পরিশেষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যজ্ঞ স্থলে সকল দেবতারাই আমার সম্মান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটে আমি পূর্ব্বে আর কখন কোন প্রার্থনা করি নাই। অতএব সম্প্রতি, সকলদেবশ্রেষ্ঠ, অগতির গতি-স্বরূপ, ত্রিভুবনেশ্বর, বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। যাঁহা হইতে সুরাসুর নর কিন্নর-প্রভৃতি যাবতীয় ভুতবর্গের উপরে ভোগ-সুখ-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ অব্যয় কৃষ্ণকে আমি প্রণত-ভাবে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করি"।

গালব এই কথা বলিতে না বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার প্রিয়-সুহৃদ্ বিনতাত্মজ গরুড় আসিয়া তাঁহারে দর্শন দিলেন এবং অতিশয় হৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রিয়কামনায় এই কথা বলিলেন, প্রিয়সখ! তোমার সহিত আমার যথেষ্ট সৌহৃদ্য আছে; সুহৃদ্গণের কর্ত্তব্য এই যে, সম্পত্তি-সত্ত্বে প্রিয়তম সুহৃদের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যত্ন করেন। অতএব হে বিপ্র! আমার পরম সম্পত্তি-স্বরূপ বাসবানুজ বিষ্ণুর সন্নিধানে আমি পূর্ব্বেই তোমার প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার সেই কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব এস তোমাকে যথা সুখে লইয়া যাই; সাগরপারে অথবা ভূমণ্ডলের প্রান্তদেশে, যেখানে ইচ্ছা হয় চল, বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

গালব-চরিতে সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! অজ্ঞাতজন্মা ভগবান্ চক্রপাণির আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রথমে কোন্ দিক্ দর্শন নিমিত্ত লইয়া যাইব বল। পূর্ব্ব, দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিম, ইহার মধ্যে কোন্ দিকে গমন করিতে তোমার অভিলাষ হয়? যে দিকে সকল-লোক-প্রকাশকারী প্রভাকরের উদয় হয়; সন্ধ্যা-সময়ে যেখানে সাধ্য-নামক গণ-দেবতারা তপশ্চরণ করেন; যে দিকে জগদ্ব্যাপিনী বুদ্ধিকে পূর্ব্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়; ধর্ম্মের দুইটি চক্ষুঃস্বরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য এবং স্বয়ং ধর্ম্ম যে দিকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; যে দিঙ্মুখে যজ্ঞীয় হব্য-সমস্ত হুত হইয়া সর্ব্ব দিকে প্রসৃত হয়; যে দিক্ দিবস ও কালের দ্বার-স্বরূপ হইয়াছে; পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির কন্যারা যেখানে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কশ্যপ ঋষির আত্মজগণ যে দিকে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন; সেই পূর্ব্বদিকই অমরগণের সকল ঐশ্বর্য্যের মূল; যেহেতু ঐ দিকেই শচীপতি সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং যাবতীয় দেবগণ ঐখানেই পূর্ব্বে তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজবর! এই নিমিত্তই উহার নাম পূর্ব্বদিক্ হইয়াছে। ইন্দ্রের স্বর্গ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বহুকাল পূর্ব্বেও দেবতারা ঐ দিকে অবস্থিত ছিলেন, এই হেতু পূর্ব্বতন লোকেরা

উহাকে পূর্ব্ব দিক্ নামে বিখ্যাত করেন। সুখাভিলাষী সুর-নিকরের সকল কার্য্যই পূর্ব্বে ঐ দিকে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। লোকভাবন ভগবান্ পিতামহ পূর্ব্বে ঐখানে বেদগান করিয়াছিলেন। জগৎপাবন সূর্য্যদেবও ঐখানে ব্রহ্মবাদীদিগকে সাবিত্রীর উপদেশ এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্ব্বেদ-সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তম! এই খানেই বর লাভ করিয়া সোম যজ্ঞস্থলে দেবগণ-কর্ত্তৃক পীত হন। সর্ব্বভক্ষ হুতাশন এই দিকে নিয়ত পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মযোনি অর্থাৎ সোম আজ্য পয়ঃপ্রভৃতি ভক্ষণ করেন। জলাধিপতি বরুণদেব এই খান হইতে পাতালতল আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মিত্রাবরুণের যজ্ঞকালে পুরাতন বশিষ্ঠ ঋষির এই খানেই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ প্রকাশিত হয়। প্রণবের যে সহস্র প্রকার পথ, তাহা এই দিকেই গীত হয়। ধূমপায়ী মুনিগণ এই খানে হবির্ধূম পান করিতেন এবং দেবতাদিগের যজ্ঞভাগ নিমিত্ত শচীপতি সহস্রাক্ষ বরাহ-প্রভৃতি বহুতর বন্য-মৃগ-সমস্ত উৎসর্গ করিয়া উপহার কল্পিত করিতেন। কিরণমালী দিবাকর এই দিকে উদিত হইয়া ক্রোধ-বশত যাবতীয় অহিত ও কৃতঘ্ন মানব বা অসুর-সমুদায়কে নিহত করেন। অধিক আর কি বলিব, এই দিক্‌টি ত্রিলোকের দ্বার-স্বরূপ; স্বর্গ ও সুখ-লাভের ইহাই অনুত্তম পথ। অতএব যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে এই পূর্ব্বদিগ্‌বিভাগে প্রবেশ করি। হে গালব! আমি যাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করা আমার নিতান্তই কর্ত্তব্য; অতএব এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করি বল; যদি পূর্ব্ব দিক্ দর্শনে ইচ্ছা না হয়, তবে আর এক দিকের বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

গালব-চরিতে অষ্টাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৮॥

১

সুপর্ণ কহিলেন, এই দক্ষিণ দিক্। পূর্ব্বে সূর্য্যদেব যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিমিত্ত গুরুকে দক্ষিণা-স্বরূপে এই দিক্ দান করিয়াছিলেন, এই হেতু ইহা দক্ষিণা দিক্ নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছে। হে বিপ্র! এই খানে এই লোক-ত্রয়ের পিতৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রুত আছে, ধূমপায়ী দেবতারাও এই খানে অবস্থিতি করেন। বিশ্বদেব-নামক যে ত্রয়োদশ গণদেবতা আছেন, তাঁহারা লোক-মধ্যে পিতৃগণের তুল্য-ভাগিত্ব প্রাপ্ত ও সমান-রূপে পূজ্যমান হইয়া তাঁহাদিগের সহিত নিত্যকাল একত্র বাস করেন। হে দ্বিজসত্তম! পণ্ডিতেরা এই দিক্‌টিকে ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বার-স্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করেন; যেহেতু এই খানে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-রূপে লোকের পরমায়ুর পরিমাণ নির্ণীত হয়; বিশেষত এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোকর্ষি ও রাজর্ষি সকল চিরকাল পরম সুখে অধিবসতি করিতেছেন। হে বিপ্রবর! সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, সকলই এই খানে; যে ব্যক্তি কর্ম্ম-দ্বারা আত্মাকে অবসন্ন করে, পরিণামে এই দিক্‌ই তাহার গতি। এক সময়ে সকলকেই এই দিকে আগমন করিতে হয়; পরন্তু ইহা অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অনায়াসে প্রাপণীয় হয় না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অকৃত-পুণ্য জঘন্য মানবগণের প্রতিকূল দর্শন জন্য এই খানে বহু সহস্র বিকটাকার রাক্ষসনিবহের সৃষ্টি হইয়াছে। হে বিপ্র! সুস্বর-সম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ এই দিকে মন্দর-মহীধর-কুঞ্জে এবং বিপ্রর্ষিগণের আশ্রম-পুঞ্জে সুমধুর গাথা গান করিয়া লোকের চিত্ত বুদ্ধি হরণ করেন। রৈবত-নামা দৈত্যরাজ এই খানে মন্ত্রময়ী-গাথা-সম্বলিত সামগান শ্রবণ করিয়া পুত্র, কলত্র, অমাত্য ও রাজ্য-প্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! মনু ও যবক্রীত-তনয় এই দিকে যে নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন, সূর্য্যদেব কোন কালেই তাহার অতিবর্ত্তন করিতে পারেন না। পুলস্ত্যবংশোদ্ভব রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণ এই খানে তপশ্চরণ-পূর্ব্বক দেবগণ-সন্নিধানে অমরত্ব প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। বৃত্রাসুরও অসদ্বৃত্ত-দ্বারা এই খানে শক্রের সহিত শত্রুতা করিয়াছিল। হে গালব! এই দক্ষিণ দিকে সকলের প্রাণ মিলিত হইয়া পুনরায় পঞ্চধা অর্থাৎ প্রাণ-অপানাদি-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায়। দুষ্কৃত-কর্ম্মকারী নরাধমেরা এই খানে ঘোরতর দুর্ব্বিপাকে পচ্যমান হইতে থাকে। এই দিকে নরকসিন্ধুগামী পুরুষ-নিকরে পরিবৃতা বৈতরণী-নাম্নী ভয়াবহা আপগা প্রবাহিতা রহিয়াছে। এখানে আগত হইয়া লোকে নরক ও স্বর্গ-সুখ উভয়ই প্রাপ্ত হয়। মরীচিমালী প্রভাকর এই দিকে আবৃত্ত হইয়া সুরস পানীয় ক্ষরণ করিতে থাকেন এবং পুনরায় বশিষ্ঠ-সম্বন্ধিনী উদীচী দিক্ প্রাপ্ত হইয়া হিম হইতে বিমুক্ত হন। হে গালব! পূর্ব্বে আমি এক দিন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারার্থে চিন্তা করত এই খানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুইটা প্রকাণ্ডকায় গজ ও কচ্ছপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যিনি লোক-মধ্যে কপিলদেব বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহার প্রভাবে সগর-বংশের ধ্বংস হইয়াছিল, সেই চক্রধনুনামা মহর্ষি এই খানে সূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই দিকে বেদপারগা শিবা-নাম্নী সিদ্ধা ব্রাহ্মণী সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া স্বকীয় অক্ষয় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই খানে নাগরাজ বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবতের পরিরক্ষিতা ভোগবতী পুরী বিরাজমানা রহিয়াছে। মৃত্যুকালে লোকে এই দিকে মহাঘোর অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং সূর্য্য বা অগ্নিও ঐ অন্ধকার অপনীত করিতে পারেন না। হে গালব! তুমি সেবনীয় হইলেও এই পথ তোমার গমনীয় হইবে; সংপ্রতি যদি গমন করা কর্ত্তব্য হয়, তবে আমারে বল, না হয় অপর পশ্চিম দিকের কথা শ্রবণ কর।

গালব-চরিতে নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৯॥

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! এই দিক্‌টি জলাধিরাজ বরুণদেবের অতীব প্রীতিকরী; যেহেতু এই খানেই তাঁহার উৎপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা। অংশুমালী দিবাকর দিবসের পশ্চিম অর্থাৎ চরম সময়ে এই দিকে স্বকীয় কিরণরাজি বিসর্জ্জন করেন, এই নিমিত্তই ইহা পশ্চিম নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। অত্রত্য জলজন্তুগণের উপর আধিপত্য করিতে এবং বারিরাশির সংক্ষরণ নিমিত্তে ভগবান্ কশ্যপ ঋষি বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তিমিরাপহারী শশধর এই খানে জলদেবের সমগ্র ছয় রস পান করিয়া শুক্লপক্ষের প্রথমে পুনরায় তরুণ মুর্ত্তিতে উদিত হন। হে দ্বিজ! পূর্ব্বে দৈত্যগণ এই দিকে প্রচণ্ড বায়ুবেগে অর্দ্দিত, পরাজিত ও নিবদ্ধ হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মৃত্যু-শয্যায় শয়ান হইয়াছিল। যাহা হইতে পশ্চিম সন্ধ্যার উৎপত্তি হয়, সেই অস্তগিরি এই খানে প্রণয়ভাজন সূর্য্যকে প্রতি দিন প্রতিগ্রহ করে। দিবাবসানে এই খান হইতেই রাত্রি ও নিদ্রা বিনির্গতা হইয়া জীবিতকালের অর্দ্ধভাগ হরণ করিবার নিমিত্তই যেন সমস্ত জীব-লোক আক্রমণ করে। দেবরাজ পুরন্দর নিজ বিমাতা অন্তঃসত্ত্বা দিতি দেবীকে এই খানে প্রসুপ্তা দেখিয়া ঈর্ষাহেতুক তাঁহার সেই গর্ত্তকে একোন পঞ্চাশৎ খণ্ডে ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই মরুদ্গণের জন্ম হইয়াছিল। শৈলাধিরাজ হিমালয়ের বিপুল মূল অত্রত্য চিরন্তন মন্দর মহীধরে সংলগ্ন হইয়াছে; সহস্র বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও ইহার চরম-সীমা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গো-মাতা সুরভি এই খানে কাঞ্চন শৈল ও কাঞ্চন কমল-যুক্ত সাগর-সদৃশ বিস্তীর্ণ সরোবরের তীর প্রাপ্ত হইয়া ক্ষীর ক্ষরণ করেন। চন্দ্র সূর্য্যের হিংসাভিলাষী সূর্য্যপ্রতিম রাহুদৈত্যের মস্তক-শূন্য ছিন্নদেহ অত্রত্য সমুদ্র-মধ্যে প্রতি নিয়ত দৃষ্ট হইতে থাকে। অদৃশ্য ও অপ্রমেয়-তেজঃপুঞ্জ হরিতরোমা অর্থাৎ চির-যৌবন-সম্পন্ন সুবর্ণশিরা নামক মুনিবর এই দিকে যে বেদ গান করেন, তাহার বিপুলতর

ধ্বনিও নিরন্তর শ্রুতিগোচর হয়। হরিমেধা মুনির কুমারী ধ্বজবতী সূর্য্যের "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইরূপ শাসনক্রমে এই খানে আকাশমার্গে অবস্থিতা ছিলেন। হে গালব! এই দিকে, কি দিন কি যামিনী, সর্ব্বদাই বায়ু, বহ্নি, জল ও আকাশ দুঃখ-জনক স্পর্শ পরিহার করে। প্রভাকরের গতি এই দিক্ পর্য্যন্তই বক্রভাবে আবর্ত্তিতা হয় এবং এই দিকেই সমস্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে। দ্বাদশ-রাশিভুক্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও অভিজিৎ, ইহারা এক এক করিয়া অষ্টাবিংশতি রাত্রি সূর্য্যের সহিত সংক্রম করিয়া, চন্দ্রের সহিত সংযোগ হইলে পর, পুনরায় চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যমণ্ডল হইতে ক্রমে ক্রমে বিনির্গত হয়। যদ্দ্বারা সাগর-সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই নদী-সমুদায়ের উৎপত্তি স্থান এই পশ্চিমদিগ্ভাগে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে। ত্রি-ভুবনের যাবতীয় বারিরাশি অত্রত্য বরুণালয়ে অব-স্থিত রহিয়াছে। এই খানে পন্নগরাজ অনন্তের বাস স্থান। অনাদিনিধন বিষ্ণুদেবের ইহাই অনুত্তম নিবেশন। অনল-সখা সমীরণ এবং মরীচ-তনয় মহর্ষি কশ্যপেরও এই খানে আবাস ভূমি। হে গালব! দিগ্বর্ণন-প্রসঙ্গে পশ্চিম-মার্গের এই বৃত্তান্ত তোমার নিকটে সংক্ষেপে পরিকীর্ত্তিত হইল। হে দ্বিজসত্তম! এক্ষণে তোমার কি মতি হয়? কোন্ দিকে গমন করিব বল।

গালব-চরিতে দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

সুপর্ণ কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম গালব! এই দিকে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ এবং মুক্তি-পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই উত্তারণ শক্তি-প্রযুক্তই ইহার উত্তর দিক্ নাম হইয়াছে। এই উত্তর দিগ্ভাগস্থ সেবনীয় নিধি-সকলের মার্গ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে ব্যাপ্ত হইলে মধ্যম বলিয়া স্মৃত হয়। এই বরিষ্ঠ-দিগ্ভাগে অসৌম্য, অজিতেন্দ্রিয় অথবা অধার্ম্মিক লোকেরা কদাপি বসতি করে না। অত্রত্য বদরিকা-শ্রমে নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম জিষ্ণু এবং চিরন্তন ব্রহ্মা বিরাজমান রহিয়াছেন। অত্রত্য হিমালয়-পৃষ্ঠে যুগান্ত-হুতাশন-প্রতিম পরম পুরুষ মহেশ্বর প্রকৃতি পার্ব্বতীর সহিত নিত্যকাল বিহার করি-তেছেন। তিনি মায়া-সমন্বিত হইলেও শুদ্ধ নর-নারায়ণ ব্যতীত আর কাহারও দৃশ্য নহেন; কি মুনিগণ, কি বাসব-সহ অমর-বৃন্দ, কি গন্ধর্ব্ব যক্ষ অথবা সিদ্ধবর্গ, কেহই তাঁহার দর্শন পান না। এই খানে সহস্র-শিরা, সহস্রাক্ষ, সহস্র-চরণ, একমাত্র অব্যয় পুরুষ শ্রীমান্ বিষ্ণুদেব সেই মায়াবিষ্ট মহে-শ্বরকে সন্দর্শন করেন। হে ব্রহ্মজ্ঞ-প্রবর! দ্বিজরাজ চন্দ্রমা এই দিকেই বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছি-লেন এবং মহাদেব গগণ-বিচ্যুতা সুরধুনীকে মস্তকে ধারণ করিয়া মনুষ্য-লোকে সমর্পণ করিয়াছি-লেন। শৈল-তনয়া উমাদেবী, মহেশ্বর-বর-কামনায় যে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাও এই খানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এক সময়ে এখানে গিরি-রাজ, উমা, কন্দর্প ও হর-রোষানল অতীব শোভ-মান হইয়াছিল। হে দ্বিজর্ষভ! ধনপতি কুবের অত্রত্য কৈলাস-শিখরে রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। চৈত্ররথ-নামে তদীয় মনোহর উদ্যান, বৈখানস মুনিগণের আশ্রম, মন্দাকিনী ও মন্দর, এই খানে নিত্য-শোভিত রহি-য়াছে। রাক্ষসগণের পরিরক্ষিত সৌগন্ধিক বন, শ্যামল শাদ্বল, নবতৃণ-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশ, কদলী-কানন, কল্পতরুবীথিকা এবং নিত্য-সংযমশালী স্বেচ্ছা-বিহারী সিদ্ধগণের অভিলাষ-ভোগ্য সুরুচির বিমান-সমস্তও এদিকের অনুপম রমণীয়তা সম্পাদন করি-তেছে। সুপ্রসিদ্ধ সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দেবী অরুন্ধতী এই দিকে বিরাজ করিতেছেন। স্বাতি নক্ষত্রেরও এই খানে অবস্থিতি ও উদয়। লোকগুরু পিতামহ যজ্ঞের সন্নিহিত হইয়া এস্থানে প্রতি নিয়ত অব-স্থান করেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রগণ এই দিক্

দিয়া নিত্য নিত্য পরিভ্রমণ করিতেছেন। হে দ্বিজ-সত্তম! সত্যবাদী মহাত্মা মুনিগণ এই খানে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত গায়ন্তিকা-দ্বার নামে লোক-সঞ্চারের চরমসীমা রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের উৎপত্তি, কৃতি কি তপস্যা, কিছুই জানা যায় না; তাঁহারা ইচ্ছানুসারে সহস্র সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তন সম্ভোগ করেন। কোন মনুষ্য তাঁহাদিগের পরিরক্ষিত ঐ গায়ন্তিকা-দ্বার অতিক্রম করিয়া যেখানে যেখানে প্রবেশ করে, সেই খানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অব্যয় নারায়ণ-দেব ও নরোত্তম জিষ্ণু ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই কস্মিন্ কালে তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গালব! এই দিকে ধনেশ্বর কুবেরের অধিকৃত উত্তুঙ্গ কৈলাস-শৃঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছে। এই খানে বিদ্যুৎপ্রভা-নাম্নী দশ জন অপ্সরার জন্ম হইয়াছিল। বামনাবতার কালে ভগবান্ বিষ্ণু যখন পাদত্রয়ে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন এই উত্তর দিকে এক পদ সন্নিবেশিত করায় এখানে বিষ্ণুপদ-নামে এক অনুত্তম তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। মরুত্ত-নামা কোন নরপতি এই উত্তর দিগ্‌ভাগে, যে স্থলে জাম্বুনদ নামক সুবর্ণ-সরোবর আছে; তথায় উশীরবীজাখ্য প্রদেশে একটি অসাধারণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই খানে জীমূত-নামা মহাত্মা বিপ্রর্ষির সমক্ষে হিমালয়ের সুবিমল বিশুদ্ধ সুবর্ণখনি প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই মহর্ষি ঐ সমস্ত ধনরাশি ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া নিজ নামে প্রথিত করিবার নিমিত্তে তাঁহাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; তাহাতে সেই ধন জৈমূত ধন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হে গালব! দিক্‌পাল-গণ এই খানে প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যা সময়েই "কাহার কি কার্য্য আছে বল" উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ব্যাহার করিয়া থাকেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই উত্তর দিক্‌টি উক্তরূপ ও অন্যান্য বহুতর গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সকলের উত্তর অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহা উত্তর নামে বিখ্যাত। হে ভ্রাতঃ! চতুর্দ্দিক্‌কের এই বিস্তারিত বৃত্তান্ত তোমার নিকটে যথা-ক্রমে বর্ণন করিলাম; এক্ষণে কোন দিকে গমন করিতে ইচ্ছা হয় বল। তোমাকে সমস্ত দিক্ ও অখিল-ভূমণ্ডল দর্শন করাইবার নিমিত্ত আমি অতিশয় উদ্যুক্ত হইয়াছি, অতএব আমার পৃষ্ঠদেশে সত্বর আরোহণ কর।

গালব-চরিতে একাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

গালব কহিলেন, হে গরুত্মন্! হে বিনতানন্দ-বর্দ্ধন! হে ভুজঙ্গেন্দ্র-শত্রো সুপর্ণ! যেখানে ধর্ম্মের লোচন-দ্বয় উন্মীলিত হয়, সেই পূর্ব্ব দিকে আমাকে লইয়া চল। তুমি সর্ব্বাগ্রে যাহার উল্লেখ করিলে এবং 'এই খানে দেবতারা সন্নিহিত আছেন' বলিয়া যাহার গুণানুকীর্ত্তন করিলে, সেই দিকে যাও। সে-খানে সত্য ও ধর্ম্মের যে সম্যক্ অবস্থিতি আছে, ইহা তুমি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছ এবং সমস্ত দেব-গণের সহিত মিলিত হইতে আমারও ইচ্ছা হই-তেছে; অতএব হে অরুণানুজ! আমার এই অমর-বৃন্দ সন্দর্শনের অভিলাষটি পূর্ণ কর।

নারদ কহিলেন, বিনতা-তনয় সেই ব্রাহ্মণকে 'আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর' এই কথা বলিলে গালব তৎক্ষণমাত্র তাঁহার উপরে আরূঢ় হইলেন এবং যাইতে যাইতে কহিতে লাগিলেন, হে পন্নগা-শন! পূর্ব্বাহ্নে সহস্র-করধারী প্রভাকরের যেরূপ রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই প্রস্থান সময়ে তোমারও অবিকল সেইরূপ রূপ দেখা যাইতেছে। হে বিহঙ্গ-রাজ! তোমার গমনের এতাদৃশ অদ্ভুত বেগ লক্ষিত হইতেছে, যে বোধ হইতেছে, প্রবলতর পক্ষসম্পাত-বাতে প্রেরিত হইয়া অনুগামী বৃক্ষ-সকলও যেন আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে সমান-রূপে প্রস্থিত হইয়াছে। কেবল বৃক্ষ সকলই কেন, সাগরের সমগ্র সলিলরাশি ও শৈল-বন-কানন-সম্বলিতা অখিল বসু-

স্বরাকেই তুমি যেন পক্ষবাতে আকর্ষণ করিয়া যাইতেছে। অনবরত পক্ষবায়ু-সঞ্চালনে মীননাগাদি-সঙ্কুল জল-সমস্ত যেন আকাশে পরিচালিত হইতেছে। তুল্যরূপ আনন-বিশিষ্ট বহুতর মৎস্য, তিমি ও তিমিঙ্গিল এবং নরমুখাকার নাগ-সমুহ যেন উন্মথিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হে বিহঙ্গপতে! মহার্ণবের ভীষণ রবে আমার শ্রোত্র-দ্বয় বধির হইয়া পড়িয়াছে। আমি না শুনিতে পাই, না দেখিতে পাই, না আপন প্রয়োজন অবধারণ করিতে পারি, কিছুই পারিতেছি না। আমার সকল ইন্দ্রিয়ই রুদ্ধ হইয়াছে। অতএব হে ভ্রাতঃ! ব্রহ্মহত্যা না হয় এরূপ মনে করিয়া কিঞ্চিৎ মন্দভাবে গমন কর। তোমাকে অধিক কি বলিব, সূর্য্য, দিক্ বা গগণমণ্ডল অবলোকন করা আমার সুদূরপরাহত হইয়াছে. সর্ব্বত্রই কেবল অন্ধকার দেখিতেছি; এমন কি, তোমার এই শরীরও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; কেবল উৎকৃষ্টজাতীয় মণি-দ্বয়ের ন্যায় উদ্ভাসমান নয়ন-যুগল মাত্র নিরীক্ষণ করা যাইতেছে। তোমার শরীরের কথাও দূরে থাকুক, আমি আত্ম-দেহই দেখিতে পাইতেছি না। আমার শরীর হইতে অগ্নি উত্থিত হইতেছে, পদে পদে কেবল ইহাই দেখিতেছি। অতএব হে বিনতাত্মজ! অবিলম্বে আপন নয়ন-যুগল সম্বরণ-পূর্ব্বক আমার এই অগ্নির নির্ব্বাপণ কর। গমনের এতাদৃশ মহাবেগ নিরুদ্ধ করিয়া আমার নিষ্কৃতি বিধান কর! হে পন্নগাশন! আমার গমনে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; তুমি সত্বর নিবৃত্ত হও; তোমার এ বেগ আর কোন ক্রমে সহ্য করা যায় না। আমি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি-যুক্ত এক দিকে শ্যামকর্ণ-বিশিষ্ট অষ্ট শত অশ্ব প্রদান করিব বলিয়া গুরুর নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর পথ দেখিতে পাই না; কেবল জীবন পরিত্যাগ করাই তাহার একমাত্র উপায় দৃষ্ট হইতেছে; যেহেতু আমার কিছুমাত্র ধনও নাই এবং কোন ধনবান্ বন্ধুও নাই; বিপুল অর্থ ব্যতিরেকেও উক্ত প্রতিজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সর্ব্বথা দুঃসাধ্য।

নারদ কহিলেন, বিনতানন্দন সুপর্ণ, গালবের এই রূপ বহুতর কাতরোক্তি শ্রবণেও গমনে ক্ষান্ত না হইয়া, ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, বিপ্রর্ষে! তুমি যখন আত্ম-বিসর্জ্জনের অভিলাষ করিতেছ, তখন তোমাকে বড় বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কেন না মৃত্যু কখন স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদিত হইবার নহে; মৃত্যু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। তুমি যদি এতাদৃশ কাতরই হইবে, তবে পূর্ব্বে আমাকে নিষেধ করিলে না কেন? যাহা হউক, তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধি হইবার একটি মহান্ উপায় আছে। অতএব সাগর-সমীপে ঋষভ-নামে এই যে পর্ব্বত রহিয়াছে, এই খানেই বিশ্রাম ও ভোজন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।

গালব-চরিতে দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১২॥

নারদ কহিলেন, তদনন্তর বিপ্র ও বিহঙ্গরাজ উভয়ে ঋষভ-শৈল-শিখরে নিপতিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শাণ্ডিলী-নাম্নী এক ব্রাহ্মণী তপস্যা করিতেছিলেন। দেখিবা মাত্র সুপর্ণ তাঁহাকে অভিবাদন এবং গালব যথোচিত পূজা করিলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে স্বাগত বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথি-সৎকার-সমুচিত আসনাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সৎকৃত হইয়া অতিথি-দ্বয় বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইলে, শাণ্ডিলী তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্র-সম্বর্দ্ধিত সিদ্ধান্ন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাহা ভক্ষণপূর্ব্বক উভয়েই পরিতৃপ্ত হইয়া ভূমিতলে যেমন শয়ন করিয়াছেন, অমনি প্রগাঢ় নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর সত্বর গমনেচ্ছায় সুপর্ণ মুহূর্ত্ত কাল পরেই জাগরিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ-দ্বয় স্খলিত হইয়াছে এবং পদ মুখে সংলগ্ন হওয়ায় তিনি যেন মাংসপিণ্ডের

ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। গালব তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করত অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমার এ স্থানে আগমন করিবার কি এই ফল লব্ধ হইল? এ ভাবে আমাদিগকে কত কাল যে এখানে বাস করিতে হইবে, বলা যায় না। তুমি কি মনোমধ্যে কোন ধর্ম্ম-হানিকর অশুভ বিষয়ের চিন্তা করিয়াছ? তোমার অবশ্যই কোন গুরুতর ব্যভিচার হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

গালবের এই কথায় সুপর্ণ উত্তর করিলেন, বিপ্র! আমার মানসিক ব্যভিচার এই যে, যে স্থানে প্রজাপতি ব্রহ্মা, দেব দেব মহেশ্বর এবং সনাতন বিষ্ণু বিরাজমান রহিয়াছেন; যে স্থানে ধর্ম্ম ও যজ্ঞ নিত্য সন্নিহিত আছেন, সেই পবিত্র ধামে ইনি বাস করেন, এই মনে করিয়া আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে তথায় লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলাম। যাহা হউক, সম্প্রতি প্রিয়-কামনায় প্রণত হইয়া ভগবতীর নিকটে এই প্রার্থনা করি।—হে মহাভাগে! আমি অজ্ঞান-বশত আপনকার এ স্থানে বসতি করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ শোক-প্রবণ মানসে ভবদীয় বহুমান-প্রযুক্তই এই যে অনভিমত বিষয়ের চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহা সুকৃতই হউক, আর দুষ্কৃতই হউক, আপনি নিজ মাহাত্ম্য-গুণে ক্ষমা করুন।

এইরূপ অনুনয়-বাক্য শ্রবণে শাণ্ডিলী, বিহঙ্গেশ্বর ও দ্বিজবর উভয়ের প্রতিই প্রীতা হইয়া, গরুড়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, সুপর্ণ! তোমার ভয় করিতে হইবে না; তুমি শোভন-পক্ষযুক্ত হইলে, অতএব শঙ্কা পরিত্যাগ কর। হে বৎস! তুমি আমার নিন্দা করিয়াছিলে বলিয়াই কিঞ্চিৎ রুষ্টা হইয়াছিলাম, যেহেতু আমি নিন্দা সহিবার পাত্র নহি। যে পাপাত্মা আমাকে নিন্দা করে, সে সর্ব্বলোক হইতে নিঃসন্দেহ পরিভ্রষ্ট হয়। আমি সর্ব্ব-লক্ষণ-বিবর্জ্জিতা ও নিন্দিতা হইলেও কেবল শুদ্ধাচার-পরায়ণা থাকাতে এতাদৃশী অনুত্তমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। সদাচার-বৃক্ষে ধর্ম্ম ও ধন উভয় ফলই ফলিত হইয়া থাকে। পরিশুদ্ধ আচার-হেতুক লোকে নিশ্চয়ই লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। অধিক আর কি বলিব, সদাচার সকল অলক্ষণই নষ্ট করে। অতএব হে আয়ুষ্মন্ বিহঙ্গরাজ! সম্প্রতি যথা ইচ্ছা গমন কর; কিন্তু সাবধান! যেন আর কুত্রাপি নিন্দার্হ স্ত্রীলোকদিগেরও নিন্দা করিও না। আমার প্রসাদে তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্য-সম্পন্ন হইবে।

শাণ্ডিলী এই কথা বলিবামাত্র পক্ষিরাজের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলযুক্ত পক্ষ-যুগল উদ্গত হইল। অনন্তর তাঁহার আজ্ঞাক্রমে গরুড় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পরন্তু গালবের প্রার্থনানুরূপ তুরঙ্গম সমস্ত প্রাপ্ত হইলেন না। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পথি-মধ্যে গালবের সন্দর্শন পাইয়া সুপর্ণ-সন্নিধানে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, বিপ্র! তুমি আমাকে যে অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, আমার বিবেচনায় তাহা পরিশোধ করিবার ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার বিবেচনায় কি হয় বলিতে পারি না। আমি এ পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছি, আরও কিছু কাল করিব; সম্প্রতি যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ হয়, তাহার পথ দেখ।

ইহা শুনিয়া গালব সাতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইলেন দেখিয়া সুপর্ণ তাঁহারে কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! বিশ্বামিত্র তোমাকে পূর্ব্বে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইল; অতএব এস, ইহার একটা পরামর্শ করি, গুরুর প্রার্থিত সমস্ত অর্থ প্রদান না করিয়া তোমার আর উপবেশন করিবারও সাধ্য নাই।

গালব-চরিতে ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৩॥

নারদ কহিলেন, বিহঙ্গরাজ সুপর্ণ দীনভাবাপন্ন গালবকে কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ধন

হিরণ্যরেতা অগ্নির দ্বারা ভূগর্ব্ভে নির্ম্মিত ও বায়ু-দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া এবং সমুদয় জগৎ হিরণ্য প্রধান বলিয়া ধনের নাম 'হিরণ্য' শব্দে কথিত হয়। ধন লোক সকলকে ধারণ করে ও করায় অর্থাৎ পোষণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজক হয়, এই কারণে 'ধন' নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। অতএব লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের হেতুভুত সেই ধন ত্রিলোক-মধ্যে চিরকাল অবস্থিত আছে। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র-যুক্ত শুক্র বাসরে অগ্নি মনোরথ-সমুপার্জ্জিত ধন ধনপতির বৃদ্ধি নিমিত্তে মনুষ্যদিগকে নিত্যকাল প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অজৈকপাদ ও অহিব্রধ্ন এবং ধনপতি কুবের সেই ধন রক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং দুষ্প্রাপ্য ধন প্রাপ্ত হওয়া নিতান্তই দুঃসাধ্য, পরন্তু ধন-ব্যতিরেকেও তোমার অশ্ব লাভ করা কোন প্রকারে সম্ভবনীয় নহে। অতএব হে ব্রহ্মন্! যিনি তোমাকে কৃতকার্য্য করিতে পারেন, রাজর্ষি-বংশ-সম্ভূত এরূপ কোন বদান্য ভুপতির নিকটে গিয়া তুমি গুরুপ্রদেয় অর্থ যাচ্ঞা কর। সোমবংশ-জাত এক জন নরপতি আমার সখা আছেন; চল তাঁহারই সন্নিধানে গমন করি। এই বসুধা-মধ্যে তাঁহার বিস্তর বিভব আছে। তিনি নহুষের পুত্র সত্য-বিক্রম রাজর্ষি; তাঁহার নাম যযাতি। সাক্ষাৎ ধনেশ্বরের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা নাই। আমি অনুরোধ করিলে এবং তুমি স্বয়ং প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্যই তোমার প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রদান করিবেন। হে বিদ্বন্! তাহা দান করিয়াই তুমি গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

গরুড় ও গালব পরস্পর এইরূপ কথোপকথন এবং যেরূপ করা কর্ত্তব্য তাহার পরিচিন্তন করত উভয়েই, প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত যযাতি নরপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যযাতি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া উৎকৃষ্টতর পাদ্য অর্ঘ্য-প্রভৃতি অতিথিসৎকার প্রদান-পূর্ব্বক আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সুপর্ণ তদীয় সৎকার প্রতিগ্রহানন্তর উত্তর করিলেন, সখে নাহুষ! এই তপোনিধি আমার একটি প্রাণসম মিত্র; ইহাঁর নাম গালব। দশ সহস্র বর্ষ কাল ইনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন। সেই মহাতপা মহর্ষি যৎকালে ইহাঁকে গৃহে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তখন গুরুর উপকার করণেচ্ছায় ইনি তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভগবন্! আপনকার অনুমতি হইলে কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করি'। ইহাঁর বিভব যে অতি অল্প, তাহা বিশ্বামিত্র জানিতেন, সুতরাং তিনি পুনঃপুন এইরূপ উক্ত হওয়ায় কিঞ্চিৎ রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন, "আমাকে জাতিগত-দোষ-শূন্য, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, এক দিকে শ্যামকর্ণ অষ্ট শত অশ্ব প্রদান কর। হে গালব! যদি গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই অর্থ দাও"।

তপোধন বিশ্বামিত্র ক্রোধভরে এইরূপ আজ্ঞা করিলে, এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহাশোকে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহার প্রতিকারে সর্ব্বথা অশক্ত হওয়ায় এক্ষণে তোমার শরণাগত হইয়াছেন। হে নরব্যাঘ্র! ইহাঁর অভিলাষ এই যে, তোমার নিকটে ভিক্ষা প্রতিগ্রহ করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক গত-ব্যথ ও নিশ্চিন্ত হইয়া মহতী তপস্যার অনুষ্ঠান করিবেন। হে নরেশ্বর! তুমি রাজর্ষি-সমুচিত স্বকীয় তপস্যা-দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলেও গালব তোমাকে নিজ তপস্যার অংশভাগী করত সমধিক পূর্ণ করিবেন। শ্রুত আছে, অশ্বের শরীরে যতগুলি লোম থাকে, অশ্ব-প্রদায়ী মনুষ্যেরা তাবৎ সংখ্যক লোক প্রাপ্ত হন। হে মহীপতে! ইনিও প্রতিগ্রহের যথার্থ পাত্র এবং তুমিও দান করিবার উপযুক্ত পাত্র; অতএব তোমার এই দান, শঙ্খার্পিত ক্ষীর-সারের উপমা লাভ করুক।

গালব-চরিতে চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

নারদ কহিলেন, যজ্ঞ-সহস্রের যজনকর্ত্তা, অদ্বিতীয় দানশৌণ্ড, সর্ব্ব প্রকার প্রতিভা-সমন্বিত পার্থিবগণের অগ্রগণ্য, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজা যযাতি, সুপর্ণের ঐ অনুত্তম তথ্য বচন শ্রবণে অবহিত-মনে বহুক্ষণ চিন্তা ও পুনঃপুন অবধারণ করিয়া, বিশেষত প্রিয় মিত্র গরুড় ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবের সন্দর্শনে এবং তদীয় তপস্যার নিদর্শন ও শ্লাঘনীয় ভিক্ষার বিবরণ শ্রবণে 'আদিত্যকুল-সম্ভূত অন্যান্য নরপতিবর্গকে অতিক্রম করিয়া ইহাঁরা যে আমারই নিকটে আসিয়াছেন, এ আমার অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে' এইরূপ বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন, হে বিহঙ্গপতে! অদ্য আমার জন্ম সফল হইল; হে অনঘ! তুমি আমার এই কুল ও দেশকে অদ্য পবিত্র করিলে। হে সখে! সম্প্রতি আমি এই একটি কথা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি পূর্ব্বে আমাকে যেরূপ ধনবান্ বলিয়া জানিতে, এক্ষণে আর সে ভাব নাই; আমার ধন-সঞ্চয়ের ক্ষয় হইয়াছে; তথাপি আমি তোমার আগমন নিরর্থক করিতে পারি না; বিশেষত এই বিপ্রর্ষির আশা বিফলা করিতে আমার কোন ক্রমেই উৎসাহ হয় না; অতএব যাহাতে ইহাঁর এই কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা আমি অবশ্যই প্রদান করিব। বিবেচনা করিয়া দেখ, অতিথি ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া যদি হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হন, তবে নিশ্চয়ই কুল-দহন করেন। হে বৈনতেয়! কোন ব্যক্তি "দেহি" এই বলিয়া যাচ্ঞা করিলে তাহার আশা নাশ করিবার নিমিত্ত "নাস্তি" এই যে কথা বলা, ইহার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ কর্ম্ম আর কিছুই নাই। সেই হতপ্রার্থিত নিরুপায় যাচক অকৃতার্থ ও হতাশ হইয়া হিত করণে পরাঙ্মুখ যাচ্য ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি সকলই বিনষ্ট করেন। অতএব হে গালব! আপনি চারি বংশের স্থাপনকর্ত্রী, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপচায়িনী, অমর-কন্যা-সদৃশী আমার এই বালা দুহিতাকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহার অসাধারণ রূপ-হেতুক দেব, মনুষ্য ও অসুরেরা সর্ব্বদাই ইহাকে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অষ্ট শত শ্যামকর্ণ অশ্বের কথা কি, ইহার বিবাহ নিমিত্ত রাজারা রাজ্য পর্য্যন্তও পণ দিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে প্রভো! আপনি আমার এই মাধবী-নাম্নী কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন। আমি দৌহিত্রবান্ হই, এই মাত্র আমার কামনা।

যযাতির এই কথায় গালব তদীয় দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া "পুনরায় সাক্ষাৎ করিব" এই বলিয়া পক্ষি-রাজ ও কন্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। সুপর্ণও "এখন ত তোমার এই অশ্ব লাভের উপায় উপলব্ধ হইল" এই কথা বলিয়া গালবের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক স্ব ভবনে গমন করিলেন। পতঙ্গরাজের প্রস্থানান্তে গালব কন্যার সহিত চিন্তা করত অশেষ রাজন্যগণ-মধ্যে দানক্ষম কোন মহীপতির নিকটে শুল্কার্থে গমন করিলেন। প্রথমত তিনি ইক্ষ্বাকু-বংশোদ্ভব রাজসত্তম হর্য্যশ্বকে মনে মনে প্রাপ্ত হইলেন। হর্য্যশ্ব অযোধ্যার অধিপতি, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, চতুরঙ্গ বলান্বিত, ধন ধান্যাদি অর্থবলোপেত, অদ্বিতীয় প্রজাবৎসল এবং বিপ্র-প্রিয়; বিশেষত সন্তানার্থী হওয়ায় শান্তিরসাবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর উত্তম তপস্যায় রত ছিলেন। বিপ্রর্ষি গালব তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! বহুল-প্রসব-সহকারে কুলবর্দ্ধনশীলা আমার এই সুলক্ষণা কন্যাটিকে শুল্ক দ্বারা ভার্য্যার্থে প্রতিগ্রহ করুন। হে হর্য্যশ্ব! যেরূপ শুল্ক দিতে হইবে, তাহা আপনার নিকটে বর্ণন করিতেছি, শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় অবধারণ করুন।

গালব-চরিতে পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

নারদ কহিলেন, নৃপোত্তম হর্য্যশ্ব গালবের উক্ত প্রস্তাব শ্রবণে সন্তান হেতুক দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনিবিষ্ট চিত্তে বহু প্রকার চিন্তা করিয়া বলিলেন, আপনকার এই কন্যাটি বহু সুল-

দিকে শ্যামকর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ চারি শত অশ্ব শুল্ক-স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। মহারাজ! কেবল গুরুদক্ষিণা প্রদান নিমিত্তই আমার এরূপ যত্ন করা, নতুবা অশ্ব-দ্বারা নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অতএব যদি উক্ত রূপ হয় দান করা আপনকার সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আর বিচার না করিয়া অবিলম্বেই এ কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে রাজর্ষে! আপনি অপুত্রক রহিয়াছেন, এক্ষণে অপত্য-দ্বয় উৎপন্ন করুন,—পুত্র-রূপ প্লব-দ্বারা পিতৃলোকদিগকে ও আপনাকে উত্তারিত করুন। হে রাজর্ষে! পুত্র-ফলভোক্তা পুণ্যাত্মা মানব কদাপি স্বর্গলোক হইতেও পাতিত হয়েন না এবং অপুত্রক ব্যক্তিগণের ন্যায় কখন ঘোরতর নরকেও গমন করেন না।

গালবের এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা উশীনর প্রত্যুত্তর করিলেন, গালব! আপনি যে যে কথা বলিলেন, সকলই শুনিলাম এবং আমার চিত্তও পুত্রোৎপাদনে তৎপর হইল; কিন্তু কি করি বিধাতা সর্ব্বোপরি বলবান্। হে ব্রহ্মন্! আমার অশ্বশালায় অন্য প্রকার সহস্র সহস্র অশ্ব-যূথ রহিয়াছে বটে, কিন্তু আপনকার অভিলষিত তুরঙ্গজাতির দুই শত মাত্র সংস্থান আছে; অতএব অপর. নরপতি দ্বয় যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও সেই পথে গমন করিব, অর্থাৎ আপনকার কন্যাতে একটি পুত্রমাত্র উৎপন্ন করিব এবং তাঁহারা আপনাকে যেরূপ মূল্য প্রদান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ দিব। হে দ্বিজসত্তম! আমার যে কিছু অর্থ, তাহা পৌর ও জানপদগণের নিমিত্ত, আত্ম-ভোগার্থ নহে। যে রাজা কাম বশত পরকীয় ধন অন্যকে প্রদান করে, সে কদাপি ধর্ম্মশালী অথবা যশোযুক্ত হইতে পারে না। অতএব হে ধর্ম্মাত্মন্! দেবকন্যা-সদৃশী এই কুমারীকে একটি পুত্র প্রসব নিমিত্ত আমারে সম্প্রদান করুন, আমি অসংশয়ে প্রতিগ্রহ করিব।

নরপতি উশীনরের সেইরূপ বহু প্রকার কল্যাণ বাক্য শুনিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব তাঁহাকে বিস্তর প্রশংসা-পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিয়া বন প্রস্থান করিলেন। কৃতপুণ্য উশীনরও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-সদৃশী মাধবীকে প্রাপ্ত হইয়া কখন শৈল-কন্দরে, কখন নদী-নির্ঝরে, কখন বাতায়ন-বিমানে, কখন উদ্যানে, কখন বনে, কখন বিচিত্র উপবনে, কখন রমণীয় হর্ম্ম্যতলে, কখন প্রাসাদ-শিখরে কখন বা শয়ন-মন্দিরে, যেখানে ইচ্ছা পরম-সুখে কেলি করিতে লাগিলেন।

সমনন্তর সময়ক্রমে তাঁহার নবীন-ভাস্কর-সদৃশ একটি নয়ন-মনোহর পুত্র জন্মিল। শিবি-নামা যে জগদ্বিখ্যাত ভূপতি, মহানুভব পার্থিব-কদম্বের চূড়ামণি স্বরূপ ছিলেন, তিনিই ঐ উশীনরের অঙ্গজ। হে রাজন্! পুত্র প্রসূত হইলে, গালব উশীনর-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজ কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়া বিনতা-নন্দন সুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

গালব-চরিতে অষ্টাদশাধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

নারদ কহিলেন, গরুড় গালবকে দেখিয়া হাস্য করত এই কথা বলিলেন, বিপ্র! সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি তোমাকে কৃতার্থ হইতে দেখিলাম। সুপর্ণের এই বাক্য শুনিয়া গালব উত্তর করিলেন, আমি কৃথার্থ হইব কি, আমার কার্য্যের এখনও চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে। তখন বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গরাজ কহিলেন, গালব! সে বিষয়ে তোমার আর যত্ন করিবার আবশ্যক নাই; তাহা কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবার নহে। পুরা-কালে ভগবান্ ঋচীক ঋষি কান্যকুব্জদেশীয় গাধি নরপতির সত্যবতী-নাম্নী দুহিতাকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করায় গাধিরাজ তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আমাকে শুল্ক স্বরূপে শশধরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এক দিকে শ্যামকর্ণ

সহস্র অশ্ব প্রদান করুন। ঋচীক "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া বরুণালয়ে গমন-পূর্ব্বক অশ্ব-তীর্থে অশ্ব লাভ করিয়া রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন। গাধিরাজ পুণ্ডরীক নামে একটি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণা-স্বরূপে ঐ সমস্ত তুরঙ্গ গুলি ব্রাহ্মণদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই রাজা হর্য্যশ্ব, দিবোদাস ও উশীনর, প্রত্যেকে দুই দুই শত অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শতও বিক্রয়ার্থে পথি-মধ্যে আনীত হইবার সময়ে দৈবক্রমে সেই খান হইতেই অপহৃত হইয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া কোন কালেই সাধ্য নহে; সুতরাং এই কন্যাকেই অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের স্থানীয় করিয়া ছয় শত অশ্বের সহিত গুরু-স্থানে সমর্পণ কর। হে দ্বিজসত্তম গালব! এইরূপ করিলেই তুমি বিগত-মোহ ও কৃতকার্য্য হইবে।

সুপর্ণের ঈদৃশ সৎপরামর্শ শ্রবণে গালব 'তাহাই হউক' এই বলিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে অশ্বগণ ও কন্যাকে লইয়া বিশ্বামিত্র-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, গুরো! আপনি যেরূপ অশ্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাদৃশ ছয় শত অশ্ব এই উপস্থিত, অপর দুই শতের পরিবর্ত্তে এই কন্যাটিকে প্রতিগ্রহ করুন। ইহাঁর গর্ব্ভে তিনজন রাজর্ষির ধর্ম্ম-সম্মত তিনটি পুত্র প্রসূত হইয়াছে; সম্প্রতি আপনিও আর একটি নরোত্তম সন্তানের উৎপাদন করুন। এইরূপে আপনকারও অষ্ট শত অশ্ব পূর্ণ হউক এবং আমিও আপনকার নিকটে অঋণী হইয়া যথা-সুখে তপস্যা করি।

বিশ্বামিত্র বিহঙ্গরাজ সহ গালবকে এবং তাদৃশী বরারোহা ললনাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, গালব! পূর্ব্বেই আমারে এই অমূল্য কন্যারত্নটি প্রদান কর নাই কেন? তাহা হইলে আমারই কুলপাবন পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইতে পারিত। যাহা হউক, সম্প্রতি একটি সন্তানের নিমিত্তই তোমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিতেছি; অশ্বগুলিও আমার আশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুক।

সমনন্তর মহাদ্যুতি বিশ্বামিত্র মাধবীর সহিত যথা-সুখে বিহারাদি করত কালক্রমে তাঁহার গর্ব্ভে অষ্টক-নামা একটি আত্মজ উৎপন্ন করিলেন এবং উৎপন্ন হইবামাত্রই তাহাকে ধর্ম্মে ও অর্থে সংযোজিত করিয়া সেই অশ্বগুলি সমর্পণ করিলেন। অষ্টক ধর্ম্মার্থ লাভে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সোমপুর-সদৃশ প্রভা-শালী কোন নগরে গিয়া প্রবেশিলেন এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রও শিষ্যকে কন্যা প্রত্যর্পণ করিয়া বনে গমন করিলেন।

গালব সুপর্ণের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপে গুরুদক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক প্রীতি-প্রফুল্ল-মানসে মাধবীকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি বসুমনা-প্রভৃতি যে চারিটি পুত্র-রত্ন প্রসব করিলে, তন্মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় দানপতি, এক জন অসামান্য-শৌর্য্যশালী, এক জন সত্যধর্ম্মে নিরত এবং আর এক জন অসাধারণ যাজ্ঞিক। ঈদৃশ অনন্য-সাধারণ গুণ-বিশিষ্ট কুমার-চতুষ্টয়-দ্বারা তুমি কেবল আপন পিতাকেই নহে, আর চারিজন রাজর্ষিকে এবং আমাকেও তারিত করিলে; অতএব হে সুমধ্যমে! সম্প্রতি আগমন কর।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব কন্যাকে এইরূপ সম্ভাষণ-পূর্ব্বক পিতৃ-সন্নিধানে সমর্পণ করিয়া সর্পভোজী সুপর্ণের অনুমতি গ্রহণানন্তর অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

গালব-চরিতে একোনবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি নিজ কন্যা মাধবীর পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর করণে অভিলাষী হইলে, তাঁহার দুই পুত্র পূরু ও যদু, ভগিনীকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া, প্রয়াগের আশ্রম-পদে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, মৃগ, পক্ষী এবং শৈল বৃক্ষ

ও বনাশ্রিত যাবতীয় জীবজন্তুগণের সমাগম হইল। তত্রত্য বিস্তীর্ণ কানন নানা দেশীয় নরেশ্বর ও ব্রহ্ম-কল্প ঋষিবৃন্দ-দ্বারা সর্ব্ব দিকেই সমাবৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে মহতী জনতা হইলে যখন বর-সমস্ত নির্দ্দিশ্যমান হইতে লাগিল, তখন বরবর্ণিনী যযাতি-নন্দিনী অপর বর-নিকর পরিহার-পুরঃসর অরণ্যকেই বর-রূপে বরণ করিলেন; অর্থাৎ রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক বন্ধু বান্ধবগণকে নমস্কার করিয়া পুণ্যতম বনস্থলে আশ্রয় গ্রহণানন্তর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বন-প্রণয়িনী হইয়া মাধবী বিবিধ উপবাস, দীক্ষা ও প্রাণায়াম নিয়মাদি-দ্বারা আত্ম-লঘুতা সম্পাদন-পূর্ব্বক মৃগ-চারিণী হইলেন, অর্থাৎ রাগ-দ্বেষাদি-পরিবর্জ্জন ও মৃগের ন্যায় বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে থাকিলেন। ব্রহ্মচর্য্য-সমন্বিতা হইয়া তিনি বৈদূর্য্যাঙ্কুর-সদৃশ হরিতবর্ণ, মৃদু, তিক্ত অথচ মধুর উত্তম উত্তম শস্প সকল ভোজন, পবিত্র নির্ঝরিণী-প্রবাহিত, সুরস, সুশীতল, সুবিমল পানীয় পান এবং ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-কুল-বর্জ্জিত, হরিণরাজি-বিরাজিত, দাব-দহন-বিরহিত, বিজন গহন-মধ্যে মৃগীর ন্যায় মৃগগণের সহিত বিচরণ করত সুবিমল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিলেন।

এ দিকে রাজা যযাতি বহু সহস্র বর্ষ পরমায়ু ভোগ করিয়া পরিশেষে পূর্ব্ব-রাজগণ-চরিত প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন-পূর্ব্বক কালধর্ম্মের বশীভূত হইলেন। পূরু ও যদু-নামক তাঁহার নরোত্তম নন্দন-যুগলের বংশ-দ্বয় বর্দ্ধমান হইতে থাকিল। ঐ দুই বংশ হইতে নহুষ-তনয় ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন হইয়াছিলেন। মহর্ষিকল্প বিভব-সম্পন্ন নরপতি যযাতি স্বর্গলোকে অবস্থিত ও পূজিত হইয়া বহুগুণিত বহু সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অনুত্তম স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে দৈবদুর্ব্বিপাক বশত মোহাচ্ছন্ন ও গর্ব্বাভিভূত-চিত্ত হইয়া তিনি সহ-সমাসীন মহীয়ান্ রাজর্ষি ও মহর্ষিগণ-সন্নিধানে সমস্ত মানব, ঋষি ও অমরবৃন্দকে মনে মনে অবমাননা করিতে লাগিলেন। বল-নিসূদন দেবরাজ শক্র তৎক্ষণ মাত্র তাঁহার সেই ভাব বোধ-গম্য করিতে পারিলেন এবং সেই সকল রাজর্ষিবর্গও তাঁহাকে বারম্বার ধিক্কার প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া সকলে এইরূপ তর্ক করিতে থাকিলেন, এ ব্যক্তি কে? কোন্ রাজার পুত্র? কি প্রকারে এস্থলে স্বয়ং আগত হইল? কোন্ কর্ম্ম-দ্বারা সিদ্ধ হইল? কোথায় তপস্যা করিল? কিরূপে স্বর্গলোকে বিজ্ঞাত হইল? কোন্ ব্যক্তিই বা ইহাকে জানে? স্বর্গবাসী রাজর্ষি-প্রভৃতি সমুদয় লোকে যযাতির প্রতি এইরূপ বিতর্ক করত পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অমর-ভবনের শত শত দ্বার-রক্ষক, বিমানপাল ও আসনপাল সকলেও জিজ্ঞাসিত হইয়া এই উত্তর করিলেন, না, আমরা কেহই ইহাকে জানি না। এইরূপে সকলেরই জ্ঞান আবৃত হওয়ায় কোন ব্যক্তিই আর তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না; সুতরাং মুহূর্ত্ত কাল মধ্যেই তিনি একবারে তেজোহীন হইয়া পড়িলেন।

যযাতি-মোহে বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

নারদ কহিলেন, অনন্তর মহীপতি যযাতি বিঘূর্ণিত মানসে আসন হইতে প্রচলিত এবং স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হইলেন। প্রবলতর শোক-সন্তাপে প্রপীড়িত হওয়ায় তাঁহার বিজ্ঞান-ভ্রংশ হইল, উজ্জ্বল মাল্য-সমস্ত ম্লান হইয়া গেল, অঙ্গদ মুকুট-প্রভৃতি আভরণ ও বিচিত্র বসন-সকল স্খলিত হইয়া পড়িল এবং শরীরের সমুদায় অঙ্গই শিথিল ও ঘূর্ণায়মান হইতে থাকিল। তাঁহাকে আর কেহই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু তিনি সকলকেই পুনঃপুন অবলোকন করিতে লাগিলেন, কখন কখন বা তাহাতেও বঞ্চিত হইতে থাকিলেন। এইরূপে সর্ব্ব প্রকারেই শূন্য হইয়া তিনি মহীতলে পতিত হইবার পূর্ব্বে

শূন্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হা! আমি ধর্ম্মহানি-জনক এমন কি অশুভ বিষয়ের ভাবনা করিয়াছি, যদ্দ্বারা স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইলাম?' এইরূপ চিন্তাপরীত আসন-পরিচ্যুত আলম্ব-শূন্য নরপতি যযাতিকে তত্রত্য রাজন্যগণ, সিদ্ধবর্গ ও অপ্সরা সকল কৌতুকের সহিত অবলোকন করিতে থাকিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর ক্ষীণ-পুণ্য মানবগণের নিপাতনকারী কোন পুরুষ দেবরাজের শাসনক্রমে যযাতির সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, অহে পার্থিব-পুত্র! তুমি অতি মদে মত্ত হইয়া কাহাকেও আর অবজ্ঞা করিতে অবশিষ্ট রাখ নাই; তোমার অভিমান-বশতই স্বর্গলোক ভ্রষ্ট হইল; তুমি আর এ স্থানে বসতি করিবার যোগ্য নহ; তোমারে কেহই জানিতে পারিতেছেন না; অতএব যাও, শীঘ্র নিপতিত হও। ইহা শুনিয়া সদ্গতিশালী ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য নহুষ-নন্দন যযাতি "সাধুগণ-মধ্যেই পতিত হইব" বারত্রয় এই কথা বলিয়া, কোথায় পড়িবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে প্রতর্দ্দন, বসুমনা, শিবি ও অষ্টক-নামক নৃপ-চতুষ্টয় নৈমিষারণ্যে বাজপেয় যজ্ঞ-দ্বারা সুরেশ্বরের তৃপ্তি-সাধন করিতেছিলেন দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাদিগের মধ্যেই পতিত হইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞীয়-ধূমরাজি স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমুত্থিতা হইয়া যেন একটি অপূর্ব্ব স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছিল। জগতীপতি যযাতি তাহারই আঘ্রাণ পাইয়া ধরাগামিনী গঙ্গার ন্যায় সেই ধূমময়ী নদী অবলম্বন করত ভূতলে আসিয়া পড়িলেন। এইরূপে পুণ্যফলের অপচয় হওয়ায় তিনি নিজ দৌহিত্রভূত সেই সমুজ্জ্বল-শোভান্বিত, যজ্ঞনিষ্ঠ, লোকপালোপম, প্রচণ্ড হুতাশন-সদৃশ রাজসিংহ-চতুষ্টয় মধ্যে নিপতিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাকে শোভা-নিকরে দেদীপ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? কোন্ দেশের কোন্ নগরের বন্ধু? আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ কি রাক্ষস? এ স্থানে কোন্ অর্থই বা প্রার্থনা করেন? আকার দৃষ্টে বোধ হইতেছে, আপনি কখনই মনুষ্য হইবেন না।

যযাতি কহিলেন, আমি রাজর্ষি যযাতি, ক্ষীণপুণ্য হইয়া স্বর্গলোক হইতে বিচ্যুত হইলাম; সাধুগণ-মধ্যে পতিত হইব, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করায় এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যেই নিপাতিত হইয়াছি।

নৃপগণ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! আপনকার সেই সদভিলাষ সার্থক হউক, আপনি আমাদিগের ধর্ম্ম ও যজ্ঞের ফল প্রতিগ্রহ করুন।

যযাতি বলিলেন, আমি ক্ষত্রিয়, প্রতিগ্রহাধিকারী ব্রাহ্মণ নহি; বিশেষত পরের পুণ্যক্ষয় করণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

নারদ কহিলেন, যযাতি এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা মৃগচারিণী মাধবী সেই স্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই নৃপ-চতুষ্টয় অভিবাদন-পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, হে তপোধনে! এ স্থানে আগমনের প্রয়োজন কি? আমরা সকলেই আপনকার পুত্র; অতএব কোন্ আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণে তাপসী সাতিশয় হর্ষগদ্গদ-মানসে পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া চরণ বন্দন করিলেন এবং পুত্রগণের মস্তক-স্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমার এই পুত্রেরা আপনকার পর নহেন, সাক্ষাৎ দৌহিত্র; অতএব ইহাঁরাই আপনকার পরিত্রাণ করিবেন। এ প্রথা কিছু আধুনিকী নহে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ শত শত ঘটনা দৃষ্ট হইয়াছে। হে রাজন্! আমি আপনকার দুহিতা মৃগচারিণী মাধবী; অতএব আমারও যে কিছু ধর্ম্ম-সঞ্চয় আছে, তাহার অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করুন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, লোকে অপত্য-কৃত-কর্ম্মের ফল-ভাগী হয় বলিয়াই দৌহিত্র কামনা করে; আমারে গালব-হস্তে সমর্পণ করিবার সময়ে আপনি যে

দৌহিত্রে অধিকারী থাকিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও এই মাত্র তাৎপর্য্য।

অনন্তর প্রতর্দ্দন-প্রভৃতি নরপাল-চতুষ্টয় অবনত-মস্তকে জননী চরণে প্রণাম করিয়া স্বর্গবিচ্যুত মাতা-মহের পরিত্রাণ কামনায়, পূর্ব্বে তাঁহারে যে কথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে নমস্কার-পূর্ব্বক তারতর, সু-স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর স্বরে মেদিনী পরিপূর্ণা করত তাহাই পুনরায় কহিলেন।

তাঁহাদিগের বাক্যাবসানে গালব ঋষিও বন হইতে সমাগত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, মহারাজ! মদীয় তপস্যার অষ্টমাংশ-দ্বারা আপনি পুনর্ব্বার স্বর্গা-রোহণ করুন।

যযাতি-পতনে একবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১২১॥

নারদ কহিলেন, নরপুঙ্গব মহীপতি যযাতি, প্রত-র্দ্দনাদি সেই সমস্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইবা-মাত্র বিগত-মোহজ্বর, দিব্য-দেহ, দিব্য-মাল্যাম্বরধারী, দিব্যাভরণ-ভূষিত ও দিব্য-পন্ধগুণ-সমন্বিত হইয়া ধরাতলে পাদ-স্পর্শ না করিয়াই পুনরায় স্বর্গমার্গে আরোহণ করিলেন। ইত্যবসরে, লোক-মধ্যে দান-পতি বলিয়া বিখ্যাত, উদার-চরিত বসুমনা প্রথমত উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহী-পতে! আমি ভূলোকস্থ সমস্ত জাতির প্রতি দ্বেষ, নিন্দা ও অবমান রাহিত্য-দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হই-য়াছি, অধুনা আপনাকে তাহা প্রদান করিলাম, আপনি তাহার অধিকারী হউন। অপিচ, আমি দানশীল, ক্ষমাশীল ও যজ্ঞনিষ্ঠ হইয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতেও আপনি সংযোজিত হউন।

অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দ্দনও মাতামহকে সম্বো-ধিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি নিত্যকাল ধর্ম্ম-নিরত ও সমর-পরায়ণ থাকিয়া ক্ষত্রিয়বংশের সমু-চিত বীর-শব্দ-নিবন্ধন যে পুণ্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, অধুনা আপনি তাহাতে সংযোজিত হউন।

তৎপরে উশীনর-পুত্র ধীমান্ শিবি এইরূপ সু-মধুর বাক্য বিন্যাস করিলেন, হে রাজন্! আমি বালক অথবা অবলাগণের নিকটেও কখন যে মিথ্যা কথা কহি নাই; পরিহাস সময়ে, সমরে, পরাজয়ে, আপৎকালে অথবা দ্যূতক্রীড়াদি ব্যসন সময়েও যে অনৃত ব্যবহার করি নাই, সেই সত্যপ্রভাবে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যে সত্যের অনুরোধে আমি রাজ্য, কর্ম্ম, সুখ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি, সেই সত্যবলে আপনি স্বর্গারোহণ করুন। যে সত্যের মাহাত্ম্যে ধর্ম্ম, পাবক ও শত-ক্রতু আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন, সেই সত্য-সহ-কারে আপনি স্বর্গারোহণ করুন।

অনন্তর কুশিক-বংশোদ্ভব মাধবী-তনয় রাজর্ষি অষ্টকও বহুল যজ্ঞানুষ্ঠায়ী যযাতিকে এই কথা বলিলেন, প্রভো! আমি পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজ-পেয়-প্রভৃতি যে অসংখ্য যজ্ঞ-সমূহের অনুষ্ঠান করি-য়াছি, আপনি তৎসমুদায়ের ফলভাগী হউন। যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমি যে, ধন, রত্ন বা অন্যান্য পরিচ্ছদ, কোন বস্তুই নিযোজিত করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই, সেই সত্যনিষ্ঠতা-সাহচর্য্যে আপনি স্বর্গা-রোহণ করুন।

এইরূপে দৌহিত্রভূত সেই ভূপাল-চতুষ্টয় যজ্ঞ-দানাদি-কৃত নিজ নিজ পুণ্যধর্ম্ম-সহকারে, স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি রাজের তৎক্ষণমাত্র পরিত্রাণ করিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহারে যেমন যেমন কহিতে লাগিলেন, সেই সেই পরিমাণে তিনি বসু-মতীর সীমা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অমর নগরে প্রস্থিত হইতে থাকিলেন; সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশুদ্ধ রাজবংশ-চতুষ্টয়ে সম্ভূত সেই কুলপাবন মহানুভবেরাই মহাপ্রাজ্ঞ মাতামহ-কে স্বর্গারোহণ করাইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন পুণ্যফল প্রদান করিয়া পরিশেষে সকলেই সমবেত হইয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আমরা সকলেই আপনকার দৌহিত্র এবং সকলেই

সর্ব্বধর্ম্ম-গুণান্বিত; অতএব আমাদিগের সেই সেই ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গারোহণ করুন।

যযাতি-স্বর্গারোহণে দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

নারদ কহিলেন, রাজা যযাতি ভূরিদক্ষিণাপ্রদ সাধু-চরিত্র নিজ দৌহিত্রগণ-কর্ত্তৃক উক্ত রূপে পুনর্ব্বার স্বর্গপুরে আরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিত হইলেন। স্বকীয় সুকৃত-সহকারে পরিবর্দ্ধিত হইলেও তিনি দৌহিত্র-ফল-বিনির্জ্জিত নিশ্চল স্থান প্রাপ্ত হইয়া বহুতর সুগন্ধি পুষ্প-বর্ষণে সমাকীর্ণ, পুণ্যগন্ধি পবিত্র পবন-হিল্লোলে আলিঙ্গিত এবং পরম-শোভায় সমুদ্ভাসিত হইতে থাকিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নিরতিশয় প্রীতি-সহকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য দেবানুচরেরাও দুন্দুভি-শব্দ-দ্বারা তাঁহারে সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। বহুবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও সিদ্ধচারণগণ তাঁহার স্তব স্তুতি করিতে থাকিলেন এবং দেবতারাও অনুত্তম অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দিত করিলেন।

মহামতি যযাতি এইরূপে স্বর্গফল প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ও প্রশান্তচিত্ত হইলে, পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাকে বচনামৃত-দ্বারা পরিতৃপ্ত করত কহিলেন, রাজর্ষে! তুমি লোক-হিতকর বহুতর পুণ্য কর্ম্ম-দ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া অক্ষয় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলে এবং এস্থলে তোমার কীর্ত্তিভাণ্ডারও অক্ষয় ছিল; কিন্তু তুমি আপন অবিচক্ষণতা দোষে সমস্ত স্বর্গবাসিগণের অন্তঃকরণ এরূপ অজ্ঞানাবৃত করিয়াছিলে যে, তৎকালে কেহই আর তোমাকে জানিতে পারেন নাই; সুতরাং সকলের অপরিজ্ঞাত হওয়ায় তুমি তৎক্ষণ-মাত্র পাতিত হইয়াছিলে; সম্প্রতি স্বকীয় দৌহিত্রগণের প্রীতি-দ্বারা পরিত্রাণ পাইয়া পুনরায় এস্থানে আগত হইয়াছ এবং স্বকর্ম্ম-বিনির্জ্জিত পুণ্যতম সুনিশ্চল চিরন্তন অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছ।

যযাতি কহিলেন, ভগবন্ পিতামহ! আমার একটি মহান্ সংশয় আছে, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আপনাকে তাহার অপনোদন করিতে হইবে; আপনি বিদ্যমানে অন্যকে জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত নহে। সে সংশয় এই, বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত প্রজাপালন এবং যজ্ঞ-দানাদি অশেষবিধ পুণ্য-সঞ্চয় করিয়া আমি যে মহৎ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা অল্পকাল-মধ্যেই ক্ষীণ হইল কেন? কি অপরাধে আমি পাতিত হইলাম? হে মহাদ্যুতে! আমার নিমিত্ত যে শাশ্বত লোক-সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কিছু আপনকার অবিদিত নাই; সম্প্রতি কি নিমিত্ত সে সমুদায় বিনষ্ট হইল?

পিতামহ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি বহুকাল পর্য্যন্ত প্রজাপালন ও যজ্ঞদানাদি অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয় করিয়া যে মহৎ ফল উপার্জ্জন করিয়াছিলে, একমাত্র অভিমান দোষেই তাহার ক্ষয় হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তুমি স্বর্গবাসিগণ-কর্ত্তৃক ধিক্কৃত ও পাতিত হইয়াছিলে। হে রাজর্ষে! এই স্বর্গলোক, ছল, বল, অভিমান, হিংসা বা শঠতা-দ্বারা কখন নিত্যস্থায়ী হইতে পারে না; অতএব এই অবধি, না উত্তম না মধ্যম না অধম, কাহাকেও আর তুমি অবমাননা করিও না। তোমাকে অধিক কি বলিব, যাহারা অভিমানানলে দগ্ধ হয়, তাহাদিগের সদৃশ পাপীয়ান্ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। হে রাজন্! যে সকল পুণ্যশীল মানব তোমার এই পতন ও আরোহণ বিষয়ক কথোপকথন করিবে, তাহারা ঘোরতর আপদ্‌গ্রস্ত হইলেও অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই।

নারদ কহিলেন, হে মহীপতে! পূর্ব্বকালে যযাতি রাজা অভিমান বশত এবং গালব-মুনি অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ-হেতুক এই এই দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিতাভিলাষী পুরুষের হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য

শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য, নির্ব্বন্ধ-পরবশ হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে; যেহেতু নির্ব্বন্ধ-দ্বারা কেবল ক্ষয়োৎপত্তি হইবারই সম্ভাবনা। অতএব হে গান্ধারে! তুমিও অভিমান ও ক্রোধ বিসর্জ্জন কর। হে বীর! যুদ্ধাড়ম্বর পরিহার করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে সম্বদ্ধ হও। হে রাজন্! লোকে যে কিছু দান করে এবং তপস্যা যজ্ঞ-প্রভৃতি যে কোন কর্ম্ম করে, কদাপি তাহার অপচয় অথবা অনর্থক বিনাশ হয় না এবং কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিও তাহার ফলভাগী হইতে পারে না। ইহলোকে যে ব্যক্তি রাগ-রোষ-বিবর্জ্জিত বহু শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন মহানুভবগণের অভিমত, নানা প্রকার শাস্ত্র ও যুক্তি-দ্বারা অবধারিত এই মহাফলোপধায়ক অনুত্তম উপাখ্যানটি সম্যক্-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গদর্শী হইয়া বসুধা-রাজ্য সম্ভোগ করেন।

যযাতি স্বর্গারোহণে ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৩॥

নারদের বাক্য শেষ হইলে, ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ দেবর্ষে! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহাই যথার্থ; আমারও এইরূপ ইচ্ছা; কিন্তু কি করি, ইচ্ছা থাকিলেও আমার প্রভুত্ব নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র নারদকে এইরূপ কহিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে কেশব! তুমি আমাকে লোক-হিতকর, স্বর্গসাধন, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়-সম্মত বাক্যই বলিয়াছ; কিন্তু হে তাত! আমি স্বয়ং স্বাধীন নহি; মন্দমতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারেই আমার প্রিয়-কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব হে মহাবাহো পুরুষোত্তম! মদীয় শাসনাতিবর্ত্তী ঐ অবোধ দুরাত্মাকে তুমিই অনুনীত করিতে যত্ন কর। ঐ পাপিষ্ঠ, প্রাজ্ঞতম বিদুরের, গান্ধারীর এবং ভীষ্ম-প্রভৃতি অন্যান্য হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের সাধূক্তি শ্রবণ করে না; অতএব হে জনার্দ্দন! তুমিই ঐ পাপচিত্ত ক্রূরতম অচেতন দুর্য্যোধনকে অনুশাসিত কর। এইরূপ করিলেই তোমার সুহৃদের সমুচিত সুমহৎ কার্য্য করা হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সকল ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বাভিজ্ঞ কৃষ্ণ অমর্ষ-পরবশ দুর্য্যোধনের সন্নিহিত হইয়া এইরূপ সুমধুর বাক্যাবলি বিন্যাস করিতে লাগিলেন, হে কুরুসত্তম দুর্য্যোধন! আপনি যুদ্ধার্থে অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আপনার শান্তির নিমিত্তে আমি এই যে কথা বলিতেছি, সবিশেষ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ইহা বোধগম্য করুন। হে ভারত! আপনি মহাপণ্ডিত-কুলে উৎপন্ন, বহুল শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার-সম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণে সমন্বিত; অতএব মদীয় বাক্যানুযায়ী সাধু-ব্যবহার করা আপনার অতীব কর্ত্তব্য। হে তাত! আপনার বিবেচনায় সম্প্রতি যে কর্ম্মটি কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইতেছে, তাহা দুষ্কুল-জাত, দুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ লোকেরাই করিয়া থাকে। হে ভরতর্ষভ! এই অখিল বসুন্ধরামধ্যে সাধুমানবগণের প্রবৃত্তিই ধর্ম্মার্থ সংযুক্তা দৃষ্টি করা যায়; অসৎ লোকদিগের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ তাহারা যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি করে, তাহা প্রায়ই অধর্ম্মানুগত ও অনর্থপূর্ণ হয়। সম্প্রতি আপনাতেও সেই বিপরীতা প্রবৃত্তিই পুনঃ পুনঃ সংলক্ষিতা হইতেছে। ঈদৃশ দুষ্প্রবৃত্তিতে যে ঐকান্তিক অনুবন্ধ, তাহা নিতান্তই অধর্ম্মানুগত, ভয়াবহ ও মহা অনিষ্ট-জনক; এমন কি, উহা প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করিতে পারে। এতাদৃশ অনর্থকর অনুবন্ধের কোন বিশিষ্ট কারণও দৃষ্ট হয় না; বিশেষত তাহা রক্ষা করিবারও আপনার সাধ্য নাই। অতএব হে পরন্তপ! যদি উক্ত অনর্থ পরিহার পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ সাধনে ইচ্ছা থাকে,-যদি ভ্রাতৃবর্গ, ভৃত্যগণ ও মিত্র সকলের অধর্ম্ম-পূর্ণ অযশস্কর কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অভিলাষ হয়, তবে অসীম-শৌর্য্যশালী, অসামান্য-প্রজ্ঞা-

সমন্বিত, মহোৎসাহ-সম্পন্ন, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন; তাহা হইলেই উক্ত অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবে। সন্ধি করিলে কেবল আপনারই উপকার হইবে, এমন নহে; তদ্দ্বারা মহামতি ধৃতরাষ্ট্রের এবং ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর কৃপ সোমদত্ত বাহ্লীক অশ্বত্থামা বিকর্ণ সঞ্জয় বিবিংশতি প্রভৃতি যাবতীয় সাধুমিত্র ও জ্ঞাতিগণেরও অনুত্তম-হিত সাধন ও সাতিশয় প্রীতি-সঞ্চার হইবে। হে তাত! আপনাদিগের শান্তিতে সমস্ত জগতেরই বহুল সুমঙ্গলের সম্ভাবনা। হে ভরতর্ষভ! আপনি সাধুকুলে প্রসূত, শ্রীমান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়াশীল; সুতরাং জনক জননীর শাসনে অবস্থান করা আপনার নিতান্তই কর্ত্তব্য। হে তাত ভারত! পিতা যেরূপ শাসন করেন, সৎপুত্রেরা তাহাই শ্রেয় জ্ঞান করেন। কোন ঘোরতর আপদে পতিত হইলেও লোকে পিতার শাসন স্মরণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি আপনকার পিতার এই স্পৃহা হইতেছে যে পাণ্ডবদিগের সহিত মিলন হয়; অতএব অমাত্যবর্গের সহিত আপনকারও তাহাতে স্পৃহা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুহৃদ্গণের শাসন শ্রবণ করিয়া গ্রহণ না করে, স্বকর্ম্ম ফলের পরিপাকান্তে উহা ভক্ষিত মহাকাল ফলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে। মোহপ্রযুক্ত যে মানব হিত বাক্য প্রতিপাদন না করে, সে দীর্ঘসূত্র ও হীনার্থ হইয়া অবশ্যই পশ্চাত্তাপে যোজিত হয়। পরন্তু যে বুদ্ধিমান্ মনুষ্য আত্মমত পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বেই সেই হিতবাক্য স্বীকার করিয়া লন, তিনি ইহলোকে পরম সুখে সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। যে ব্যক্তি প্রতিকূল বোধে হিতৈষী মিত্রের বাক্য গ্রাহ্য না করিয়া অসৎলোকদিগের বাস্তবিক প্রতিকূল বচন শ্রবণ করে, সে অবশ্যই শত্রুদলের বশগামী হয়। যে অভাজন, সচ্চরিত্র মানবগণের সাধু মত অতিক্রম করিয়া অসৎ ব্যক্তি সকলের মতানুবর্ত্তী হয়, তাহার সুহৃদ্বর্গ অচিরেই তাহাকে বিপদ্গ্রস্ত দেখিয়া শোক করিতে থাকেন। যে অবিচক্ষণ নরপতি, গুণগরিষ্ঠ প্রধান অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, নিকৃষ্টতম দুরাশয় মন্ত্রিসকলের সমাদর করে, সে ঘোরতর আপদ্ সাগরে পতিত হইয়া কোন কালেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হে ভারত! যে বৃথাচারী মৎসরী মহীপতি, সাধু মিত্রদিগের কল্যাণকর বচনে কর্ণপাত না করিয়া, যথার্থ আত্মীয়গণের প্রতি দ্বেষ এবং অপর ব্যক্তি সকলের গৌরব করে, সুজনবশ্যা বসুন্ধরা নিশ্চয়ই তাহারে পরিত্যাগ করেন। হে ভরতর্ষভ! আপনিও সেই বীর-শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ, মূঢ়লোক সকল হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছেন। এই জগতীতলে আপনা ভিন্ন আর কোন্ মানব বাসবসম মহারথ জ্ঞাতি সকলকে অতিক্রম করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করে! আপনি কুন্তীপুত্রদিগকে জন্মাবধি নিত্য কাল ক্লেশ দিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ তাহাতেও আপনার প্রতি কদাপি কুপিত হন নাই। অতএব হে মহাবাহো! আপনি আজন্ম কপট ব্যবহার করিলেও সেই মহাযশস্বী পরমাত্মীয় প্রধান বান্ধবগণ আপনকার প্রতি যেমন সম্পূর্ণ সদাচরণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই রূপ আপনকারও কর্ত্তব্য যে, রোষপরবশ না হইয়া এখনও তাঁহাদিগের প্রতি সাধু ব্যবহার করেন।

হে ভরতর্ষভ! প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিচক্ষণ মানবগণ যে কোন কর্ম্মের আরম্ভ করেন, তাহা প্রায়ই ত্রিবর্গযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্বলিত হয়। এককালে ত্রিবর্গ লাভের অসম্ভব হইলে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থের অনুরোধ করেন। যদি ধর্ম্মার্থকামের এক একটি লাভ করা উদ্দেশ্য হয়, তহা হইলে উত্তম-প্রকৃতি পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ধর্ম্মেরই অনুসরণ করেন; মধ্যম-প্রকৃতি লোকেরা কলহাস্পদ অর্থলাভে উদ্যুক্ত হয় এবং নীচ-প্রকৃতি অবোধ নরাধমেরা কেবল কামেরই অনুরোধ রক্ষা করে।

ইন্দ্রিয়-বশীকৃত যে মূঢ়মতি লোভহেতুক ধর্ম্মধনে জলাঞ্জলি দিয়া কোন জঘন্য উপায়ের দ্বারা কামার্থ লাভের বাসনা করে, সে নিয়তই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি কামার্থ-লাভে অভিলাষী হইবে, সে অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করিবেক; যে হেতু অর্থ অথবা কাম কদাপি ধর্ম্ম হইতে অপগত হয়না অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত না হইলে অর্থ কামের সার্থকতা হইতে পারে না। হে বিশাম্পতে! পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকেই ত্রিবর্গলাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; কেন না যে কোন মতিমান্ মানব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ত্রিবর্গলাভে সমুৎসুক হন, তিনি শুষ্ক তৃণ-রাশি-মধ্যে অগ্নির ন্যায় ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। হে তাত ভরতর্ষভ! আপনি কেবল অনুপায় দ্বারাই সকল রাজগণ মধ্যে প্রথিত, অসীম-সমৃদ্ধি-সমুদ্ভাসিত, সুমহৎ সাম্রাজ্য লাভের অভিলাষ করিতেছেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার-নিরত সচ্চরিত্র মানবগণের প্রতি কপটতাচরণ করে, সে কুঠার দ্বারা বনের ন্যায়, অবশ্যই আপনাকে ছিন্ন করে। যাহার পরাভব ইচ্ছা না করিবেক, তাহার মতিচ্ছেদ করিবেক না; কেন না মতিভ্রংশ না হইলেই সেই ব্যক্তির চিত্ত কল্যাণ কর বিষয়ে নিবিষ্ট হইতে পারে।

হে ভারত! আত্ম কল্যাণকামী জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, মহানুভব পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন প্রাকৃত মনুষ্যকেও কখন অবমাননা করেন না। যে ব্যক্তি অমর্ষ-পরবশ হয়, তাহার আর কিছুমাত্র হিতাহিত বোধ থাকে না; দেখুন, লোক-বেদ-প্রসিদ্ধ সুবিস্তারিত প্রমাণ সমস্তও তাহার নিকটে ছিন্ন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। হে ভ্রাতঃ! দুর্জ্জন-সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সঙ্গত হওয়াই আপনকার সর্ব্বথা শ্রেয়; যে হেতু তাঁহারা আপনকার প্রীতি সম্পাদনে নিরত হইলে আপনি সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। হে নৃপসত্তম! একবার মনে করিয়া দেখুন, আপনি পাণ্ডবদিগের বিনির্জ্জিত বসুধা-রাজ্য সম্ভোগ করত সেই পাণ্ডবগণকেই পশ্চাৎ করিয়া অন্য হইতে পরিত্রাণের আশংসা করিতেছেন;—দুর্ব্বিষহ, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি কুসচিব নিচয়ে ঐশ্বর্য্য-সমাধান-পূর্ব্বক কল্যাণ লাভে সমুৎসুক হইতেছেন। পরন্তু পাণ্ডবদিগের সহিত ইহাঁরা না জ্ঞানে, না ধর্ম্মার্থে, না বিক্রমে, কিছুতেই তুল্য নহেন। কেবল ইহাঁরাই কেন? এই সমবেত সমস্ত ভূপালেরাও সমর সময়ে ক্রোধ-পরীত ভীমসেনের প্রখর মুখ-প্রভা সন্দর্শনে সমর্থ হইতে পারেন না। হে মহাবাহো! এই সন্নিহিত সমগ্র পার্থিব বল—এই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ ভূরিশ্রবা সৌমদত্তি অশ্বত্থামা জয়দ্রথ প্রভৃতি মহা মহা বীর সকল আপনকার সহায় ভূত রহিয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে ইহাঁরা সকলেই অক্ষম। ইহাঁদিগের কথা দূরে থাকুক, সুরাসুর নর গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সর্ব্বলোক সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে পারেন না; অতএব হে ভ্রাতঃ! আপনি যুদ্ধ বিষয়ে কদাচ মনোনিবেশ করিবেন না। আপনকার এই সমগ্র সৈন্যদলমধ্যে এমন একটি লোক অন্বেষণ করিয়া দেখুন দেখি, যিনি সমরে অর্জ্জুনের হস্তে পতিত হইয়া সুস্থ শরীরে কুশলে গৃহে গমন করিতে পারেন? যাঁহার জয় হইলে আপনকার জয় হয়, অগ্রে এমন কোন সমর্থ পুরুষ প্রদর্শন করুন, নতুবা অনর্থক জনক্ষয় করিবার প্রয়োজন কি? যিনি খাণ্ডবপ্রস্থে গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর ও পন্নগচয়-সম্বলিত অখিল অমরগণকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই অলৌকিক শৌর্য্যশালী তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে? বিরাটনগর-সংক্রান্ত যে সুমহৎ অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা যায়, একাকী ধনঞ্জয়ের সহিত বহু-সংখ্য-মানবীয় সংগ্রামের তাহাই পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অন্যের কথা কি আছে, ত্রিপুরবিজয়ী সাক্ষাৎ মহাদেব যাঁহার যুদ্ধে সন্তোষিত হইয়াছেন, সেই অসামান্য-বীর্য্যবল-সম্পন্ন শূরাগ্রগণ্য, অজেয়

দুষ্প্রধর্ষ অচ্যুত জিষ্ণুকে জয় করিবার আশংসা করিতেছেন; ইহার দ্বারা আপনকার যে কত দূর দুরাশা প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। সমরাঙ্গনে প্রতিকূলে প্রধাবিত মৎসহকৃত পার্থকে আহ্বান করিতে কোন্ মানব সাহসী হইতে পারে? মানব কি? সাক্ষাৎ পুরন্দরও সমর্থ হয়েন না। যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারে, সে বাহু-যুগল দ্বারা ধরাতল উত্তোলন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া যাবতীয় প্রজা পুঞ্জকে দগ্ধ করিতে পারে এবং দেবগণকেও স্বর্গ-বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে নরাধিপ! আপনি পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য সম্বন্ধি গণের প্রতি একবার দৃষ্টি-পাত করুন; ভরতবংশ-সম্ভূত এই সমস্ত উত্তম উত্তম বীরবর্গ যেন আপনকার নিমিত্তে বিনষ্ট না হন; কৌরবগণের এই সুপ্রতিষ্ঠিত, সুমহৎ কুলের যেন এককালে পরাভব ও শেষ হইয়া না যায়; এবং লোকে যেন "নষ্টকীর্ত্তি কুলঘ্ন" বলিয়া আপনকার নিন্দা না করে। সন্ধি করিলে মহারথ পাণ্ডবেরা আপনাকেই যৌবরাজ্যে এবং জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ্যে সংস্থাপিত করিবেন। অতএব হে ভ্রাতঃ! সমাগম-সমুদ্যতা রাজলক্ষ্মীর প্রতি অবমাননা করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া আপনি মহতী লক্ষ্মী লাভ করিবেন। আপনি সুহৃদ্গণের বাক্য রক্ষা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সঙ্গত হইলেই আত্মীয় মিত্রগণের পরম প্রীতিভাজন হইয়া স্থিরতর কল্যাণলাভে সমর্থ হইবেন।

কৃষ্ণবাক্যে চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কেশবের বাক্য শুনিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অমর্ষবশীকৃত দুর্য্যোধনকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! সুহৃদ্গণের শান্তি কামনায় মহাত্মা কৃষ্ণ তোমাকে যে কথা বলিলেন, রোষের বশবর্ত্তী না হইয়া সর্ব্বথা তাহারই অনুসরণ কর। মহানুভব কেশবের এই অনুত্তম উপদেশ বচন অবহেলন করিলে কিছুতেই আর তোমার শ্রেয় নাই; তুমি কস্মিন্ কালেও প্রকৃত সুখ ও কল্যাণের সন্দর্শন পাইবে না। হে রাজন্! মহা-বাহু বাসুদেব তোমাকে ধর্ম্মার্থের অনুগত প্রকৃষ্ট ইষ্ট-সাধন বাক্যই বলিয়াছেন; অতএব তুমি একান্ত চিত্তে তাহা স্বীকার করিয়া লও; অনর্থক প্রজা-ক্ষয় করিও না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! মহামতি যদু-পতি, প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্র ও বিচক্ষণ বিদুর, ইহাঁদি-গের অর্থযুক্ত তথ্য বাক্য অতিক্রম করিলে তুমি, অন্ধরাজ জীবিত থাকিতেই, ঘোরতর দৌরাত্ম্য বশত, সমস্ত ভূপতিগণ মধ্যে সমধিক-সমৃদ্ধি-প্রজ্জ্বলিতা এই মহতী ভারতী লক্ষ্মীর ধ্বংস বিধান করিবে এবং অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব ও অমাত্য-বর্গের সহিত আপনাকেও জীবন ধনে বঞ্চিত করি-বে, সন্দেহ নাই। অতএব হে তাত! তোমাকে পুনঃ পুন নিষেধ করিতেছি, তুমি কুলঘাতী, কুপু-রুষ, দুষ্টমতি ও কুপথগামী হইয়া জনক জননীকে দুস্তর শোক সাগরে নিমগ্ন করিও না।

ভীষ্ম এই বলিয়া নিরস্ত হইলে পর দ্রোণাচার্য্য, অমর্ষবশীভূত ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগকারী দুর্য্যো ধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বৎস! কেশব ও শান্তনু-তনয় ভীষ্ম তোমাকে যে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিলেন, তুমি অনন্যমনা হইয়া তাহাই ভজনা কর। হে নরাধিপ! ইহাঁরা মহাপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত ও বহু-শ্রুত; বিশেষত উভয়েই তোমার পরম হিতৈষী; সুতরাং ইহাঁরা তোমারে হিতবাক্যই বলিয়াছেন; অতএব তুমি নিঃসংশয়ে তাহা ভজনা কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ পরন্তপ! কৃষ্ণ ও ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনুষ্ঠান কর; বুদ্ধির মোহ বশত কোন ক্রমে মাধবকে অবজ্ঞা করিও না। এই কর্ণ প্রভৃতি যে সমস্ত কুমন্ত্রিগণ নিরন্তর উত্তেজনা দ্বারা তোমাকে উৎসা-হান্বিত করিতেছে, ইহারা কোন কালেও তোমার বিজয় সাধনে সমর্থ হইবে না; সমর সময়ে ইহারা

পরের গ্রীবায় বৈর অর্পণ করিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত থাকিবে। অতএব হে নরাধিপ! সমস্ত প্রজাবর্গ এবং পুত্র ভ্রাতৃ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে নিরর্থক বিনষ্ট করিও না; তুমি ইহা স্থির জান, যে সৈন্য-মধ্যে বাসুদেব ও অর্জ্জুন বিরাজ করেন, তাহা নিতান্তই অজেয়। হে তাত ভারত! সুহৃদ্বর কৃষ্ণ ও ভীষ্মের অভিমত এই সত্য বাক্যে যদি আস্থা না কর, তবে অবশ্যই পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে। অর্জ্জুনের বিষয়ে জামদগ্ন্য ঋষি যে রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তিনি তদপেক্ষাও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। দেবকী-নন্দন মধুসূদনের কথা আর কি কহিব, দেবতারাও ইহাঁর প্রতাপানল সহ্য করিতে পারেন না। হে ভরতর্ষভ! তোমার নিকটে প্রিয় ও সুখকর বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেই বা কি হইবে? সুহৃদ্গণের যে কিছু বলা কর্ত্তব্য, তাহা সকলই উক্ত হইল; এক্ষণে তোমার যে রূপ অভিরুচি হয়, কর। তোমাকে পুনর্ব্বার আর কোন কথা বলিতে আমার ইচ্ছা হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আচার্য্যের বাক্যাবসানে মহামতি বিদুরও অমর্ষণ দুর্য্যোধনের মুখাবলোকন পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভরত-সত্তম! আমি তোমার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করি না, কিন্তু এই যে বৃদ্ধ-দম্পতী, তোমার মাতা আর পিতা (যাঁহারা শত্রু স্বরূপ তোমাকে সহায় পাইয়া অবশ্যই অসহায় হইবেন) ইহাঁদিগের নিমিত্তই শোকাকুল হইতেছি। অহহ! ঈদৃশ কুলঘ্ন পাপাত্মা ও কুপুরুষ পুত্র উৎপন্ন করিয়া ইহাঁরা যে হত-মিত্র, হতামাত্য, অনাথ ও ভিক্ষুক হইয়া, ছিন্নপক্ষ পক্ষি-যুগলের ন্যায়, শোক করিতে করিতে এই পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন, তাহাই অসহ্য।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতৃগণের সহিত সমাসীন রাজবৃন্দেপরিবারিত দুর্য্যোধনকে স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, বৎস দুর্য্যোধন! মহাত্মা কৃষ্ণ তোমারে অক্ষয় যোগক্ষেম সমন্বিত নিরতিশয় শুভাবহ এই যে বাক্য বলিলেন, নিবিষ্টচিত্তে ইহার ভাবার্থ বোধগম্য করিয়া গ্রহণ কর। এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ আমাদিগের সহায় হইলে, আমরা সকল রাজগণ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই। অতএব হে তাত! কেশবের সাহায্যে সন্ধিসূত্রে সম্যক্ সম্বদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলন কর। ভারত-কুলের এই সম্পূর্ণ অনাময় স্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান কর। আচার্য্য স্বরূপ বাসুদেবের উপদেশানুসারে শান্তি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হও। আমার বিবেচনায় সন্ধি করিবার এই যথার্থ উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব কদাচ ইহার অতিক্রম করিও না। দয়াবান্ কেশব তোমার হিতার্থ সম্পাদননিমিত্তই শান্তি প্রার্থনা করত এই সকল বাক্য বিন্যাস করিলেন; এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া যদি তুমি ইহাঁকে প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অবমাননা কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পরাভব হইবে।

ধৃতরাষ্ট্র বাক্যে পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র-বাক্য শ্রবণে ভীষ্ম ও দ্রোণ তাহা যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় করিয়া উভয়েই সেই শাসনাতিবর্ত্তী সুযোধনকে এই কথা বলিলেন, হে ভারত! যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণার্জ্জুন যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত না হইতেছেন; যে পর্য্যন্ত গাণ্ডীব কোদণ্ড স্থিরভাবে আছে; পুরোহিত ধৌম্য যে পর্য্যন্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে শত্রুবলের হবন না করিতেছেন; লজ্জানুরোধী মহাধন্বা যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া যে পর্য্যন্ত তোমার সেনার উপর কটাক্ষপাত না করিতেছেন; সেই ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত না হইতে হইতে বিরোধের শান্তি হউক। প্রচণ্ডধন্বা ভীমসেন স্বকীয় সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিপথের পথিক না হইতেছেন, এবং দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে করিয়া যে পর্য্যন্ত অরাতি-সৈন্যসাগর মন্থন করত ইতস্তত বিচরণ না করিতেছেন; সেই ভীষণ সময় সমাগত না হইতেই বিরোধের উপশম সহকারে পাণ্ডবদিগের

সহিত সন্ধি-সংস্থাপন হউক। বৃকোদরের বীর-ঘাতিনী গদার আঘাতে যে পর্য্যন্ত গজযোধগণের মস্তক সমস্ত, কালপক্ক তাল ফল নিচয়ের ন্যায়, সমরাঙ্গনে পাতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব, দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী, শিশুপাল-পুত্র প্রভৃতি কৃতাস্ত্র বীরগণ বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক, মহার্ণব মধ্যে কুম্ভীর নিবহের ন্যায়, অপার সৈন্যজলধি-জলে নিমজ্জন করত অনবরত শস্ত্রধারা বর্ষণ দ্বারা মহামারীর সৃষ্টি না করিতেছেন; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। যে পর্য্যন্ত নরপাল সকলের সুকুমার শরীর-নিকরে খরতর শররাশি নিপতিত না হইতেছে; সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক। পাণ্ডবদিগের ক্ষিপ্রকারী, মহাধনুর্দ্ধারী, অতি-দূরস্থ লক্ষ্যবেধী, কৃতাস্ত্র সৈনিকেরা যে পর্য্যন্ত ত্বদীয় যোধগণের চন্দনাগুরু-পরিষিক্ত, হার-মণি-সমুদ্ভাসিত বক্ষস্থল নিচয়ে লৌহময় মহাস্ত্র সমস্ত বিনিবেশিত না করিতেছে, সে পর্য্যন্ত বিরোধের শান্তি হউক।

হে রাজন্! নৃপকুঞ্জর সুদক্ষিণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে মস্তকাবনমন পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে দেখিয়া বাহু-যুগল দ্বারা গ্রহণ করুন; শান্তির উদ্দেশে ধ্বজাঙ্কুশ-পতাকা-চিহ্নিত দক্ষিণ হস্তটি তোমার স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করুন এবং তুমি উপবিষ্ট হইলে, রত্নৌষধি-সম্বলিত সমুজ্জ্বল-রত্নাঙ্গুরীয়-শোভিত করতল দ্বারা তোমার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করুন। হে ভরতর্ষভ! শাল-স্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদর তোমার সহিত আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্ববাদ সহকারে শান্তি নিমিত্ত কথোপকথন করুন। অর্জ্জুন ও যমজ সোদর দ্বয় তোমাকে অভিবাদন করিলে, তুমি মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া তাহাদিগের সহিত প্রীতি-পূর্ব্বক সম্ভাষণ কর। হে পার্থিব! তোমাকে বীরাগ্রগণ্য পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত দেখিয়া যাবতীয় [illegible] মহীপালবর্গের রাজধানী-নিকরে পরস্পর সৌহার্দ্দের ঘোষণা হইতে থাকুক। অধিক আর কি বলিব, তুমি ভ্রাতৃভাবে বসুধালক্ষ্মী সম্ভোগ করত প্রবল মানস জ্বর হইতে বিমুক্ত হও।

ভীষ্ম দ্রোণ বাক্যে ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কুরুসভা মধ্যে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু যশস্বী বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে কেশব! আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক বলা উচিত ছিল। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণের ভক্তি-বাদে বশীভূত হইয়া উক্ত রূপ সম্ভাষণ দ্বারা বিনা কারণে আমার সবিশেষ নিন্দা করিলেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি বলাবল বিবেচনা করিয়া চিরকাল আমার এইরূপ কুৎসা করেন? কেবল আপনিই নহেন; ক্ষত্তা, রাজা, আচার্য্য ও পিতামহ, ইহাঁরাও অন্যান্য রাজগণ মধ্যে আর কাহাকেও না করিয়া শুদ্ধ আমাকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি আত্মকৃত কোন ব্যভিচারই দেখিতে পাই না, অথচ আপনারা ও অপরাপর নৃপতি-বর্গ, সকলেই আমার প্রতি বিদ্বেষ করেন। হে অরিন্দম কেশব! আমি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়াও আপনার কোন গুরুতর অপরাধ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। গুরুতর কেন? আমার অণুমাত্র দোষও লক্ষিত হয় না। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণের প্রেমাস্পদ অভিমত দ্যূত ক্রীড়ায় শকুনি যে তাহাদিগের রাজ্য জিতিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আমার দুষ্কৃত কি আছে? বরং তৎকালে যে কিছু ধন জিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিতে অনুজ্ঞা দিয়াছিলাম। হে বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ! পাশ-ক্রীড়ায় পুনরায় পরাজিত হইয়া অজেয় পাণ্ডবেরা যে বনে প্রব্রজিত হইয়াছিল, তাহাতেই বা আমাদিগের অপরাধ কি? হে কৃষ্ণ! তাহারা কোন

অপবাদে আমাদিগকে শত্রু বলিয়া স্থির করে এবং অশক্ত হইয়াও প্রতিকূলবর্ত্তী অরাতির ন্যায় মহা-হর্ষ সহকারে আমাদিগের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হয়? আমরা তাহাদিগের কি হানি করি-য়াছি? কি অপরাধে তাহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকলের হিংসা করিতে অভিলাষ করে? আমরা কি কোন উগ্রতর কর্ম্ম বা বাক্য দ্বারা ভ্রষ্ট-জ্ঞান হইয়া ভয় প্রযুক্ত তাহাদিগের নিকটে প্রণত হইব? কদাচ নহে; সাক্ষাৎ দেব-রাজ আইলেও আমরা কিছু মাত্র ভীত হইব না। হে শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠান-কারী এমন কোন মনুষ্যকেই দেখিতে পাই না, যে আমাদিগকে পরাস্ত করিতে উৎসাহী হইতে পারে। হে মধুসূদন! পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবতারাও ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভৃতি মদীয় বীর বর্গকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। হে মাধব! স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া যদিচ দৈব-ক্রমে আমরা সংগ্রামে যথাকালে নিধন প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও আমাদিগের স্বর্গলাভ হইবে। হে জনার্দ্দন! আমরা সমরে শর শয্যায় শয়ান হই, ইহাই আমাদিগের ক্ষত্রিয় কুলের পরম ধর্ম্ম। অতএব হে মাধব! আমরা শত্রুগণের নিকটে প্রণত না হইয়া বীর শয্যায় শয়ন করিলেও উহা আমা-দিগকে কিছুমাত্র পরিতাপিত করিবে না। বীর-কুলে উৎপন্ন হইয়া কোন্ ক্ষত্রধর্ম্মজীবী পুরুষ কেবল জীবন রক্ষণে তৎপর হইয়াই শত্রু সমীপে প্রণত হয়? আত্ম-হিতাভিলাষী বিচক্ষণ ক্ষত্রিয়েরা "নিয়-তই উদ্যমশীল হইবেক, কোন ক্রমে অবনত হই-বেক না; যে হেতু উদ্যমই পুরুষ কার; বরঞ্চ অপ-র্ব্বস্থানে ভগ্ন হইবেক তথাপি কোন কালে নত হইবেক না" মাতঙ্গ মুনির এই বচনটি সর্ব্বদা সমা-দর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। মদ্বিধ ক্ষত্রিয়েরা অন্য কাহাকেও চিন্তা না করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্তে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই প্রণাম করিবেক; পরন্তু অন্যের সহিত, মাতঙ্গ মুনির উক্ত বচনানুসারে যাবজ্জীবন ব্যবহার করিবেক; ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম এবং ইহাই আমার নিয়ত মত-সিদ্ধ।

হে কেশব! পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে আমার পিতা যে রাজ্যাংশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে তাহা আর কস্মিন্ কালেও পুনরায় লভ্য হইবার নহে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যে পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত কি আমরা, কি তাহারা, সকলকেই ন্যস্তশস্ত্র হইয়া তাঁহারই উপজীবী হইতে হইবেক। হে জনার্দ্দন! যৎকালে আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম, তখন পিতা, অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক অথবা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার রাজ্য পাণ্ডব-দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহা আর কোন প্রকারে দাতব্য হইতে পারে না। হে বৃষ্ণি-নন্দন মহাবাহো কেশব! সম্প্রতি দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে তাহারা কোন কালেও তাহা পুন-র্ব্বার লাভ করিতে পারিবেক না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যাবৎ-পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, আমাদিগের রাজ্য হইতে তাহাও পাণ্ডবদিগের প্রতি অর্পিত হইবেক না।

দুর্য্যোধন-বাক্যে সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কৃষ্ণ রোষকষায়িত লোচনে দুর্য্যোধনের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কুরু-সভামধ্যে হাস্য করিতে করিতে তাঁহারে কহিতে লাগিলেন, অহে দুর্য্যোধন! স্থির হও; তুমি অমাত্য-বর্গের সহিত অবশ্যই বীর শয্যা লাভ করিবে;—অচিরেই এই অভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে; যে হেতু ঘোরতর সমর ব্যাপার নিঃসন্দেহ উপস্থিত হইবে। রে মূঢ়মতে! তুমি যে মনে করিতেছ 'পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই' তাহা সমস্ত নরাধিপেরাই বোধগম্য করুন। হে ভারত! তুমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের অসীম ঐশ্বর্য্য

সন্দর্শনে তপ্যমান হইয়া শকুনির সহিত কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া-রূপ যে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়াছিলে, তাহা কাহার না বিদিত আছে? হে তাত! সেই সরল-স্বভাব শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতিগণ যে কুটিলাচার শকুনির সহিত তাদৃশ অন্যায্য কর্ম্মের উপাসনা করিতে সম্যক্ রূপে সম্মত হইয়াছিলেন, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? হে মহাপ্রাজ্ঞ! অক্ষ-ক্রীড়ায় সাধু মানবগণের মতিভ্রংশ হয় এবং অসৎ লোকদিগের সুহৃদ্ভেদ ও নানা প্রকার বিপদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তুমিও সাধুশীল ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া কেবল পাপানুবন্ধী দুরাচারগণের কুমন্ত্রণায় সেই দুষ্ট দ্যূতনিবন্ধন ঘোরতর ব্যসনের সূত্রপাত করিয়াছ। তুমি, পাণ্ডবদিগের প্রাণ হইতেও গরীয়সী মহাকুল-সম্ভূতা শীলসম্পন্না প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভামধ্যে আনয়ন-পূর্ব্বক বহুতর কটূক্তি-দ্বারা যাদৃশ দুঃসহ দুঃখ প্রদান করিয়াছিলে, এই পৃথিবীতলে আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃ-ভার্য্যার তাদৃশ দুরবস্থা করিতে সমর্থ হয়? অপিচ, সেই পরন্তপ কুন্তীপুত্রেরা যৎকালে বনে গমন করেন, তখন দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাদিগকে যে সকল কথা বলিয়াছিল, সমস্ত কৌরবগণ মধ্যে তৎসমুদায় কাহার অগোচর আছে? কোন্ সাধু পুরুষ সম্পূর্ণ সচ্চরিত্র, সতত ধর্ম্মচারী, অলুব্ধ, আত্মীয় বন্ধুগণের প্রতি ঈদৃশ অযুক্ত ব্যবহার করেন? নিষ্ঠুর অনার্য্য নরাধমগণের যেরূপ উক্তি করা উচিত, তাহাই কর্ণ, দুঃশাসন এবং তুমি বারম্বার ব্যক্ত করিয়াছিলে। পাণ্ডবেরা যখন বালক ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে মাতার সহিত বারণাবতে দগ্ধ করিবার নিমিত্তে তুমি পরম যত্নবান্ হইয়াছিলে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমার সে যত্ন সিদ্ধ হয় নাই। সেই বিষমতর দুষ্টাভিসন্ধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তাঁহারা একচক্রা নগরীতে কোন ব্রাহ্মণের আলয়ে জননীর সহিত সুচিরকাল ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন। আরও দেখ, তুমি বিষ-প্রয়োগ সর্পবন্ধনাদি সর্ব্ব প্রকার উপায় সহকারে তাঁহাদিগের বিনাশ চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। অতএব এতাদৃশ নিদারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-পরবশ হইয়া সেই মহানুভব পাণ্ডবগণের যখন পদে পদে অনিষ্টাচরণ করিয়াছ, তখন আর কি বলিয়া তাঁহাদিগের নিকটে তোমার অপরাধ হয় নাই? রে পাপাত্মন্! তাঁহারা প্রার্থনা করিলেও তাঁহাদিগের পৈতৃক অংশ প্রদান করিতে তুমি এক্ষণে অসম্মত হইতেছ বটে, কিন্তু যখন ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হইবে, তখনই তাহা প্রদান করিতে হইবে। হা কি আশ্চর্য্য! তুমি চিরকাল ঘোরতর অনার্য্য ও মিথ্যাচারী হইয়া অতিমাত্র নিষ্ঠুরতা সহকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অশেষ দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এক্ষণে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতেছ। হে পার্থিব! তোমার মাতা পিতা ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি গুরুজন-বর্গ তোমাকে "শান্ত হও" এই কথা বারম্বার বলিতেছেন, তথাপি তুমি শান্তি স্থাপনে সম্মত হইতেছ না। হে রাজন্! সন্ধি হইলে তোমার এবং যুধিষ্ঠিরের উভয়েরই পরম লাভ; কিন্তু তাহাতে তোমার রুচি হইতেছে না; ইহাতে তোমার বুদ্ধিলাঘব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? হে নরাধিপ! তুমি সুহৃদ্গণের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কালেও কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে না; সম্প্রতি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তোমার আগ্রহ হইতেছে, ইহা নিতান্তই অধর্ম্ম্য ও অযশস্কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যদুনন্দন এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে, ক্রূরমতি দুঃশাসন কুরু-সভা-মধ্যে অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া এই কথা বলিল, মহারাজ! যদি আপন ইচ্ছায় আপনি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি না করেন, তবে কৌরবেরা নিশ্চয়ই আপনাকে বন্ধন করিয়া কুন্তীপুত্রকে প্রদান করিবেন; অন্যের কথা কি? ভীষ্ম, দ্রোণ এবং আপনার পিতা, ইহাঁরাই কর্ণ, আপনি আর আমি,

এই তিনজনকে পাণ্ডবদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

মান্যলোকের অবমানকারী, মর্য্যাদাবর্জ্জিত, লজ্জা-শূন্য, দুষ্টমতি দুর্য্যোধন, ভ্রাতার এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষভরে মহাভুজঙ্গের ন্যায় প্রবলবেগে নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আসন হইতে উঠিয়া ধৃতরাষ্ট্র, জনার্দ্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপ ও সোমদত্ত, ইহাঁদিগের সকলকেই অনাদর করিয়া অশিষ্টের ন্যায় সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। নরবর দুর্য্যোধনকে প্রস্থিত দেখিয়া অমাত্য সহ তদীয় ভ্রাতৃবর্গ ও যাবতীয় রাজন্যগণ সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

তখন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে তাদৃশ ক্রোধ-ভরে সহসা উত্থিত এবং সোদরগণ সমভিব্যাহারে সভা হইতে প্রস্থিত দেখিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ করিয়া সংরম্ভের অনুমোদন করে, তাহার শত্রুগণ তাহাকে অচিরেই ব্যসনে পতিত দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে। এই অনুপায়জ্ঞ বৃথা রাজ্যাভিমানী দুরাত্মা রাজপুত্র দুর্য্যোধন কেবল ক্রোধ লোভেরই বশবর্ত্তী হইয়া চলে। ইহার অনুবর্ত্তী এই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যেন কালপক্ক ফলের ন্যায় অচির-পতনোন্মুখ বোধ হইতেছে; যেহেতু উহারা মোহ-বশত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে সকলেই ইহার অনুসরণ করিল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবীর্য্যবান্ কমললোচন যদুনন্দন, ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে ও দ্রোণ প্রভৃতি অন্যান্য কুরুবৃদ্ধ সকলকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আপনারা যে ঐশ্বর্য্য-দূষিত উচ্ছৃঙ্খল দুর্য্যোধনকে বল-পূর্ব্বক সংযত করিতেছেন না, ইহাতে আপনাদিগের মহান্ ব্যতিক্রম হইতেছে। হে অরিন্দম অনঘগণ! তদ্বিষয়ে সংপ্রতি পশ্চাদুক্ত এই কার্য্যটি আমি উপযুক্ত বোধ করিতেছি; ইহার অনুষ্ঠান করিলে মঙ্গল হইতে পারে, অতএব আপনারা তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। হে ভারতবর্গ! আমি যে বাক্যের প্রস্তাব করিব, যদি অনুকূল বোধে আপনাদিগের ইহা স্পৃহণীয় হয়, তবে প্রত্যক্ষ হিতজনক হইবে। দেখুন, উগ্রসেন-সুত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র দুরাচার কংস, পিতা জীবিত থাকিতেই সেই বৃদ্ধ ভোজ-রাজের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া মৃত্যুর বশগামী হইয়াছিল। তাহার সেই দৌরাত্ম্য-হেতুক আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন এবং আমিও জ্ঞাতিগণের হিতকামনায় মহাসমরে তাহার সংহার করিলাম। অনন্তর আমরা ও জ্ঞাতিবর্গ ভোজরাজ-কুলবর্দ্ধন আহুক-পুত্র উগ্রসেনকে যথেষ্ট সৎকার প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম।—হে ভরত-নন্দন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! এইরূপে কুল-রক্ষা নিমিত্ত একমাত্র কংসকে পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় যাদব, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা সমবেত হইয়া পরম সুখে সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকিলেন।

আরও দেখুন, দেবাসুরের ঘোরতর সমর সময়ে কাল-স্বরূপ আয়ুধ সমস্ত উদ্যত হইলে যখন লোক-পুঞ্জ সন্দিগ্ধ-চিত্ত ও বিনাশোন্মুখ হইল, তখন সর্ব্ব-দর্শী লোকভাবন ভগবান্ প্রজাপতি পরমেষ্ঠী এই কথা বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে অসুর, দৈত্য ও দানব সকল পরাভূত এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্র-প্রভৃতি দেবতারা বিজয়ী হইবেন; পরন্তু দেবাসুর গন্ধর্ব্ব যক্ষ মানুষ রাক্ষস ভুজঙ্গ-প্রভৃতি সকলেই পরস্পর হতাহত করিতে থাকিবে। প্রজাপতি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ অবধারণ করিয়া ধর্ম্মকে আদেশ করিলেন, এই সমস্ত দৈত্য দানবগণকে বন্ধন-পূর্ব্বক বরুণের হস্তে সমর্পণ কর। ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ধর্ম্ম তাঁহার আজ্ঞানুসারে যাবতীয় দৈত্য দানব-দিগকে বন্ধন করিয়া বরুণকে দিলেন। তখন জলা-ধীশ্বর বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মের এবং নিজের পাশ-দ্বারা বন্ধন-পূর্ব্বক যত্ন সহকারে সাগর-মধ্যে নিত্য সংযত করিয়া রাখিলেন। সেইরূপ আপনারাও সম্প্রতি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে প্রদান করুন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি একজনকে পরিত্যাগ করিলে কুল-

রক্ষা হয়, তবে অবশ্যই তাহা করিবেক; সমস্ত গ্রামের রক্ষা নিমিত্ত কুলও পরিত্যাগ করিবেক; জনপদ রক্ষার্থে গ্রাম ত্যাগ করিবেক এবং আত্ম-রক্ষা নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেক। অতএব হে ক্ষত্রিয়র্ষভ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! আপনি দুর্য্যোধনকে সংযত করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুন; আপনকার নিমিত্ত যেন যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট না হন।

কৃষ্ণ-বাক্যে অষ্টাবিংশত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের উক্ত বাক্য শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দীর্ঘদর্শিনী মহাপ্রাজ্ঞা গান্ধারীকে এই স্থলে আনয়ন কর; তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আমি দুর্ম্মতি-দুর্য্যোধনকে কিঞ্চিৎ অনুনয় করিব; তিনিও যদি এই দুষ্টচেতা দুরাত্মাকে শান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেও আমরা পরম সুহৃদ্ বাসুদেবের বাক্য রক্ষা করিতে পারি। শান্তি-প্রসঙ্গ দ্বারা গান্ধারীর দুর্ব্বুদ্ধি দুঃসহায়-সম্পন্ন লোভাভিভূত কুসন্তানকে সুপথে আনয়ন করাও অসম্ভব নহে। ভাগ্যক্রমে তিনি যদি দুর্য্যোধন-কৃত, আমাদিগের এই মহাঘোর ব্যসনের উপশম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই মহদনুষ্ঠান আমাদিগের চিরকাল অক্ষয় যোগ ক্ষেমের নিমিত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই আদেশ বাক্য শ্রবণ মাত্র দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারীকে তথায় আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ গান্ধারি! তোমার এই শাসনাতিবর্ত্তী দুরাত্মা পুত্র ঐশ্বর্য্য লোভে সমস্ত ঐশ্বর্য্য, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই মর্য্যাদা-শূন্য মূঢ়মতি দুরাত্মা সুহৃদ্বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অতিশয় অশিষ্টের ন্যায়, পাপানুবন্ধী পামরগণের সহিত সভা হইতে নির্গত হইয়া গেল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সেই যশস্বিনী রাজপুত্রী গান্ধারী স্বামীর বাক্য শ্রবণে পুষ্কল-কল্যাণার্থিনী হইয়া এই কথা বলিলেন, মহারাজ! সেই রাজ্যকামী আতুর পুত্রকে শীঘ্র আনীত করুন। ধর্ম্মার্থ-বিলোপী অশিষ্ট লোকে কখন রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারে না; তথাপি সেই অবিনীত দুর্য্যোধন ইহা সর্ব্ব প্রকারে প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধৃতরাষ্ট্র! এ বিষয়ে আপনিই অতিশয় নিন্দনীয়; যেহেতু তাহার পাপাত্মতা অবগত থাকিয়াও আপনি পুত্র-প্রেমের বশীভূত হইয়া কেবল তাহার বুদ্ধিরই অনুবর্ত্তন করেন। হে রাজন্! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন কাম ক্রোধের আয়ত্ত এবং সম্পূর্ণ মোহান্বিত হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে তাহাকে বল-পূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিতে আপনার আর সাধ্য নাই। মূঢ়মতি, কুসচিব-পরতন্ত্র, অজ্ঞান, দুরাত্মা ও লোভাশ্রিত ব্যক্তিকে আপনি যে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। হে মহীন্দ্র! আত্মীয় লোকের সহিত ভেদ হওয়া আপনার যে কি কারণে উপেক্ষার বিষয় হইতেছে, কিছুই বুঝিতে পারি না। শত্রুগণ আপনাকে স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া; অবশ্যই উপহাস করিবে, সন্দেহ নাই। মহারাজ! আত্মীয়গণের নিকটে সাম অথবা দান দ্বারা যে আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে স্থলে দণ্ড প্রয়োগ করে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, গান্ধারীর বাক্যে এবং ধৃতরাষ্ট্রের শাসন ক্রমে বিদুর অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন। দুর্য্যোধন জননীর বচনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রোধপূর্ণ তাম্রবর্ণ নয়নে প্রচণ্ড ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে যখন পুনর্ব্বার তথায় প্রবিষ্ট হইলেন, তখন গান্ধারী ঐ উৎপথবর্ত্তী কুপুত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করত শান্তির নিমিত্ত এইরূপ কহিতে লাগিলেন,

বৎস দুর্য্যোধন! একবার নিবিষ্ট-চিত্তে আমার এই হিত বাক্য বোধগম্য কর। ইহার দ্বারা উত্তরকালে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তোমার পরম সুখোদয় হইবে। হে পুত্রক! তোমার পিতা ভরত-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য সুহৃদ্গণ তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপালন কর। তুমি শান্ত হইলেই ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদ্বর্গের সম্যক্ অর্চ্চনা করা হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতর্ষভ! কেবল স্বকীয় কামনানুসারেই কখন রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা ও ভোগ হইতে পারে না। অবশেন্দ্রিয় মূঢ় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজ্য সম্ভোগে কদাপি সমর্থ হয় না। বিজিতাত্মা মেধাবী মনুষ্যই রাজ্য পালনের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র। কাম ও ক্রোধ উভয়ই পুরুষকে অর্থ সকল হইতে নিয়ত আকর্ষণ করিতে থাকে; অতএব যে ভাগ্যবান্ রাজা এই দুই বিষম শত্রুকে জয় করিতে পারেন, তিনিই বসুধা-বিজয়ের অধিকারী হন। লোকের ঈশ্বর হইয়া প্রভুত্ব করা অতীব মহৎ ব্যাপার। দুরাত্মা পামরেরা সহজেই রাজ্যপদ লাভের অভিলাষ করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহার রক্ষা করা তাহাদিগের কখনই সাধ্য হয় না। যে ব্যক্তি এই উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত অর্থে ও ধর্ম্মে সংযত করা অগ্রে কর্ত্তব্য। কাষ্ঠ-সংযোগে অগ্নির যেমন বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত হইলেই জীবের বুদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। অবিনেয় অদান্ত অশ্ব সকল যেমন পথি-মধ্যে কুসারথিকে বিনষ্ট করিতে পারে, অবশীকৃত ইন্দ্রিয়বর্গও সেইরূপ পুরুষের নিধন সাধনে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে আত্মাকে জয় না করিয়া অমাত্যদিগকে জয় করিতে ইচ্ছা করে এবং অমাত্যবর্গকে বশীভূত না করিয়া শত্রু-বিজয়ের অভিলাষ করে, সে অবশ্যই অবশ হইয়া সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হয়। আত্মহিতৈষী পুরুষ প্রথমে আত্মাকে দ্বেষ্য-রূপে যোজনা করিবেক, অর্থাৎ আত্মগত যে সমস্ত স্বাভাবিক দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায় তৎসমুদায়ের বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হইবেক; তদন্তে অমাত্য ও অমিত্রবর্গকে জয় করিবার অভিলাষ করিলে, তাহা আর কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না। রাজলক্ষ্মী, জিতেন্দ্রিয় জিতামাত্য, অত্যাচারীদিগের প্রতি দণ্ডধারী, সমীক্ষ্যকারী বীর ব্যক্তিকে সাতিশয় দৃঢ়তা সহকারে ভজনা করেন। সূক্ষ্ম-ছিদ্র-সঙ্কুল জাল-দ্বারা সমাবৃত মৎস্য-যুগলের ন্যায়, শরীরস্থ কাম ও ক্রোধ পুরুষের প্রজ্ঞা লোপ করে। যে দুই হইতে ভীত হইয়া দেবতারা রাগ-দ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত, স্বর্গধামে গমনোদ্যত মানবের সম্বন্ধে উহার দ্বার রুদ্ধ করেন, তাহারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত কাম ক্রোধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বিচক্ষণ ভূমিপতি কাম ক্রোধ লোভ দম্ভ দর্প-প্রভৃতি রিপুবর্গকে সম্যক্-রূপে জয় করিতে জানেন, তিনিই এই ধরা-রাজ্যের শাসন করিতে পারেন। ধর্ম্মার্থ-লিপ্সু ও শত্রু-বিজয়াকাঙ্ক্ষী মহীপতি সতত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে তৎপর হইবেন। যে ব্যক্তি কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য লোকদিগের প্রতি কপটতাচরণ করে, তাহার বহু সহায় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। হে বৎস! একভাবাপন্ন অসীম-শৌর্য্যশালী শত্রুনাশন মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইলে তুমি পরম সুখী হইয়া পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিবে। হে তাত! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম ও মহারথ দ্রোণাচার্য্য তোমাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্য; কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে কেহই পরাজয় করিতে পারে না। অতএব এই অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও; কেশব প্রসন্ন হইলে উভয় পক্ষেরই সুখ-সম্পাদক হইবেন, সন্দেহ নাই। যে অবোধ মনুষ্য প্রাজ্ঞ, কৃতবিদ্য ও হিতকামী সুহৃদ্গণের শাসনে অবস্থান না করে, সে অবশ্যই শত্রুদলের আনন্দবর্দ্ধন হয়। হে তাত! যুদ্ধে কিছুমাত্র শ্রেয় নাই; তাহাতে না ধর্ম্ম, না অর্থ, কিছুই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং

তদ্দ্বারা সুখ লাভের সম্ভাবনা কি? তাহাতে নিত্যই যে জয় হইয়া থাকে, এমনও নিশ্চয় নাই; অতএব এতাদৃশ অনর্থকর ব্যাপারে কদাপি চিত্ত নিবেশ করিও না। হে অরিন্দম! পাছে পাণ্ডবদিগের সহিত ভেদ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়াই তোমার পিতা, ভীষ্ম ও বাহ্লিক তাঁহাদিগের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে ঐ শূরগণ-কর্ত্তৃক নিহত-কণ্টকা সমগ্র-বসুন্ধরা সম্ভোগ করত তুমি সেই প্রদানের প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিতেছ। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদি অমাত্যবর্গের সহিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভোগ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে এখনও মহীপাল পাণ্ডবদিগকে যথোচিত অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। হে ভারত! পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ-দ্বারাই অমাত্য বান্ধববর্গের সহিত তোমার পর্য্যাপ্ত জীবনোপায় হইবে; বিশেষত সুহৃদ্গণের বাক্য প্রতিপালন করায় তুমি বিপুল যশোলাভ করিতে পারিবে। হে পুত্রক! সেই শ্রীমন্ত, ধৃতিমন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জিতেন্দ্রিয়, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিলে উহা তোমাকে মহৎ সুখ হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। অতএব হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডু-পুত্রদিগকে স্বকীয় অংশ প্রদান-পূর্ব্বক সুহৃদ্‌বর্গের মন্যু পরিহার করিয়া যথোচিত রাজ্যশাসন কর। হে বৎস! তুমি পাণ্ডবদিগকে ত্রয়োদশ বৎসর কাল রাজ্য-বিচ্যুত করিয়া তাঁহাদিগের যে অপকার করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! সংপ্রতি কাম-ক্রোধ-সম্বর্দ্ধিত সেই অপকারের উপশম কর। তুমি কুন্তী-নন্দনগণের অর্থাপহরণে অভিলাষী হইতেছ বটে, কিন্তু কস্মিন্‌ কালেও এ অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না; কেবল তুমিই নহ, দৃঢ়ক্রোধী সূতপুত্র অথবা তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন, কেহই তাহাতে সমর্থ হইবে না; ইহার মধ্যে এই হইবে যে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ভীমসেন ধনঞ্জয় ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীর-সমস্ত অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলে ধরা-রাজ্যে প্রজামাত্র থাকিবার আর সম্ভাবনা থাকিবে না। অতএব হে তাত! অমর্ষের বশীভূত হইয়া সমৃদ্ধিশালী কুরুবংশের অনর্থক ধ্বংস করিও না। এই সমগ্র মহীমণ্ডল যেন তোমার নিমিত্ত সংহার-দশায় উপনীত না হয়। রে মূঢ়! তুমি যে মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ-প্রভৃতি সকলেই সর্ব্ব শক্তি সহকারে যুদ্ধ করিবেন, তোমার সে আশা কদাচ ফলবতী হইবে না; কেন না, কি পাণ্ডবগণ, কি তোমরা, উভয় পক্ষের প্রতিই ঐ বিদিতাত্মা মহারথগণের রাজ্য, স্নেহ ও সম্বন্ধ সমান; বিশেষত ধর্ম্মই তদপেক্ষা অধিক প্রবল। অতএব যদিচ রাজপিণ্ড ভয়ে ইহাঁরা জীবিত পরিত্যাগে সম্মত হন, তথাপি যুধিষ্ঠিরের প্রতি কোপদৃষ্টি করিতে পারিবেন না। হে তাত! লোভ হইতে মনুষ্যের অর্থসম্পত্তি হয়, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; অতএব হে ভরতর্ষভ! লোভ করিবার প্রয়োজন নাই; শান্ত হও।

গান্ধারী-বাক্যে একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২৯ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন, জননীর ঐ অর্থযুক্ত সুভাষিতের প্রতি অনাদর করিয়া রোষপরীতচিত্তে পুনরায় সভা হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক অকৃতাত্মা নরাধমগণ-সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দ্যূতপ্রিয় সুবল-পুত্র রাজা শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে থাকিলেন। পরিশেষে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, ও দুঃশাসন, এই চারিজনের এইরূপ সংকল্প স্থির হইল যে, "এই ক্ষিপ্রকারী জনার্দ্দন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্বেই আমাদিগকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইন্দ্র যেমন বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাই অগ্রে বল-পূর্ব্বক ঐ পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেবকে সহসা নিগৃহীত করিব। কৃষ্ণ গৃহীত হইয়াছে শুনিলে পাণ্ডবেরা ভগ্নদংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায় অবশ্যই হতচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইবে, সন্দেহ নাই; যেহেতু এই মহাবাহুই তাহাদিগের

সর্ব্বাচ্ছাদক এবং সকল কল্যাণের মূল। এই সর্ব্ব-যাদবশ্রেষ্ঠ অভীষ্টপ্রদ হৃষীকেশ গৃহীত হইলে, পাণ্ডবেরা এবং তাহাদিগের সহায়ভূত সোমকেরা উদ্যম-শূন্য হইবে; অতএব ধৃতরাষ্ট্র সহস্র প্রকার আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলেও আমরা এই সময়েই ঐ ক্ষিপ্রকারী কেশবকে এইখানে বদ্ধ রাখিয়া নিরুদ্বেগে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব ”।

ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবিচক্ষণ বীর্য্যবান্ সাত্যকি সেই দুষ্টচিত্ত পাপাত্মাদিগের ঐ পাপময় অভিসন্ধি শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন এবং তজ্জন্য সভা হইতে নির্গত হইয়া হৃদিক-নন্দন কৃতবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি, ইতি মধ্যে তুমি বাহিনী যোজনা-পূর্ব্বক দৃঢ়তর সন্নদ্ধ ও সৈন্য-ব্যূহে সংরক্ষিত হইয়া অবিলম্বে সভাদ্বারে উপস্থিত হও। এই বলিয়া তিনি গিরি-গুহা-মধ্যে সিংহের ন্যায়, সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রে মহাত্মা কেশবকে, তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকেও ঐ দুরভিসন্ধির বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। তাহাদিগের সেই দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, মন্দমতি দুরাশয়েরা কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম, সর্ব্বাংশেই সাধু-জন-বিগর্হিত দূত-নিগ্রহ-রূপ যে জঘন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষী হইতেছে, তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবার নহে। ক্রোধ লোভের বশবর্ত্তী এই সমবেত পাপাত্মা মূঢ়গণ কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া কলহ-রূপ ভয়ঙ্কর বিকার প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগের দুর্ব্বুদ্ধির কথা কি কহিব, বালক অথবা জড়বুদ্ধি উন্মত্ত লোকেরা যেমন বস্ত্র-দ্বারা প্রজ্বলিত অনল ধারণের ইচ্ছা করে, সেইরূপ ইহারা পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেবকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইতেছে।

কুরু-সভা-মধ্যে সাত্যকির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামতি দীর্ঘদর্শী বিদুর, মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে শত্রুতাপন মহারাজ! আপনকার পুত্রেরা নিতান্তই কালপরীত হইয়াছে। উহারা যখন সকলে মিলিত হইয়া ঘোরতর অযশস্কর অসাধ্য কর্ম্ম করণে উদ্যত হইতেছে;—যখন বাসবানুজ জনার্দ্দনকে বলাৎকারে অভিভূত করত সহসা নিগৃহীত করিবার বাসনা করিতেছে; তখন আর উহাদিগের কাল প্রাপ্ত হইবার অবশিষ্ট কি? প্রদীপ্ত-পাবক-সন্নিধানে পতঙ্গগণের ন্যায় উহারা এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুরুষ-শার্দ্দূলের সমীপস্থ হইয়া কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারিবে? অমিত-প্রতাপশালী জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে, ইহারা সকলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিলেও, নাগ-দল-দলনকারী সংক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায়, একাকীই সকলকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারেন। পরন্তু এই পুরুষোত্তম অচ্যুত ধর্ম্ম-বিচ্যুত হইয়া ঈদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্মে কদাচ লিপ্ত হইবেন না।

বিদুর এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে মহামনা কেশব ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, পরস্পর শ্রবণকারী সুহৃদ্গণ সন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! ইহারা যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বল-পূর্ব্বক আমাকে নিগৃহীত করিতে পারে;—ইহারাই আমার নিগ্রহ করুক অথবা আমিই ইহাদিগের করি, উভয়থাই আপনি অনুজ্ঞা করুন। উহারা যত সংরব্ধ হউক না কেন, আমি একাকীই সকলকে শাসন করিতে উৎসাহী হইতে পারি, কিন্তু কোন ক্রমেই এরূপ নিন্দিত পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব না। আপনকার পুত্রেরা পাণ্ডবার্থে লুব্ধ হইয়া আপন অর্থেই বঞ্চিত হইবে, তাহাতে আমার হানি কি আছে? ইহারা যদি এরূপ ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ত যুধিষ্ঠির অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইলেন। আমি অদ্যই ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের যাবতীয় অনুকূল সহায়বর্গকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে সমর্পণ করিতে পারি; তাহা আর আমার দুষ্কর কি? কিন্তু হে ভরত-নন্দন মহারাজ! আপনকার সাক্ষাতে ক্রোধ ও পাপ-বুদ্ধি জনিত এতাদৃশ নিন্দিত কর্ম্মে

আমি কদাচ প্রবৃত্ত হইব না। হে রাজন্! এই দুর্য্যোধন যেরূপ করিতে ইচ্ছা করেন, সেইরূপই হউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং আপনকার সমুদয় পুত্রদিগকে আমি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞাই দিতেছি।

কৃষ্ণের এই কথা শুনিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন, সেই রাজ্যলুব্ধ পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে অমাত্য, মিত্র, সোদর ও অনুচর-বর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর; যদি পুনরায় উপদেশ-বাক্য-দ্বারা তাহাকে সুপথবর্ত্তী করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

অন্ধরাজের আদেশক্রমে বিদুর, রাজগণে পরিবৃত দুর্য্যোধনকে, আগমনে অনিচ্ছু হইলেও, ভ্রাতৃগণের সহিত পুনর্ব্বার সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করাইলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ দুঃশাসন ও দুর্ব্বৃত্ত ভূপাল-বর্গে পরিবেষ্টিত সেই দুরাশয়কে ভৎর্সনা করত কহিলেন, রে পাপাত্মন্ ক্রূরমতে। তুমি ক্ষুদ্র কর্ম্মকারী পাপচিত্ত সহায়গণের সহিত মিলিত হইয়া নিদারুণ পাপ-কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শুনিলাম, পাপাত্মা পামরগণের সাহায্যে এই দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ পুণ্ডরীকাক্ষকে নিগৃহীত করিতে তোমার অভিলাষ হইয়াছে। তোমার মত মূঢ় ও কুলপাংসন নরাধম ভিন্ন সাধুজন-বিগর্হিত ঈদৃশ অযশস্কর ও অসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আর কাহার দুরাগ্রহ হইতে পারে? হা! বাসব-সহ ত্রিদশেরাও যাঁহাকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারেন না, চন্দ্রধারণেচ্ছু বালকের ন্যায় তুমি সেই কেশবকে ধরিতে প্রার্থনা করিতেছ? সমর সময়ে দেব গন্ধর্ব্ব অসুর মানুষ ভুজঙ্গ-প্রভৃতি সর্ব্বলোকেই যাঁহার প্রতাপ সহনে অসমর্থ, ইনিই সেই বাসুদেব, ইহা কি তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি নিশ্চয় জান, হস্ত-দ্বারা বায়ু গ্রহণ এবং অনল ধারণ করা যেমন দুষ্কর,—মস্তক-দ্বারা বসুধা বহন করা যেমন অসম্ভব, বল-দ্বারা মুরারিকে গ্রহণ করাও সেইরূপ দুঃসাধ্য।

অন্ধরাজ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে মহামতি বিদুরও অমর্ষণ দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টি করত কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! সৌভ নগরের পুরদ্বারে দ্বিবিদ নামা বানরেন্দ্র সর্ব্ব প্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ করিয়া যাঁহারে গ্রহণ করিবার মানসে প্রচুর শিলা বর্ষণ-দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, সেই মাধবকে তুমি বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? নির্ম্মোচন-পুরে ছয় সহস্র মহাসুর যাঁহারে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া পাশ-দ্বারা বন্ধন করিবার নিমিত্তে সর্ব্ব প্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ করিয়াও গ্রহণ করিতে পারে নাই, সেই মাধবকে তুমি বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? কামরূপ দেশে সমাগত হইলে যাঁহারে গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়া অমিত-বলশালী নরকাসুর বহুল দানবগণের সহিত চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হয় নাই, সেই শৌরিকে তুমি বল-পূর্ব্বক বন্ধন করিবার প্রার্থনা করিতেছ? অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন যে পুরুষোত্তম বাল্যাবস্থায় পূতনা রাক্ষসী ও পক্ষি-রূপধারী অসুর দ্বয়ের ধ্বংস করিয়াছেন; গোকুল-রক্ষার্থে বামকরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছেন; অনিষ্টকারী অরিষ্ট, ধেনুক, চানুর ও অশ্বরাজাদি মহাবল অসুরবৃন্দকে এবং কংস, জরাসন্ধ, দন্তবক্র ও শিশুপাল-প্রভৃতি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজন্যগণকে সমরানলে আহুতিপ্রদান করিয়াছেন; যে অমিত-তেজস্বী মহাবাহু, বাণরাজ বরুণরাজ ও পাবক-দেবের পরাজয় সাধন করিয়াছেন এবং পারিজাত হরণ করিয়া সাক্ষাৎ শচীপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন; যিনি স্বয়ং সকলের বিধাতা, কাহারও বিধেয় নহেন; সর্ব্ব পৌরুষের কারণ-স্বরূপ হওয়ায় যিনি ইচ্ছানুসারে সকল কর্ম্মই অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারেন; একার্ণবে শয়ান থাকিয়া যিনি মধুকৈটভ নামক অসুর-দ্বয়কে এবং জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বেদাপহারী হয়গ্রীবাসুরকে নিহত করিয়াছেন; সেই ঘোর-বিক্রম অচ্যুত গোবিন্দকে তুমি

এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিলে না? কুপিত আশীবিষ সদৃশ প্রচণ্ডতর তেজোরাশি, সর্ব্বথা অনিন্দাস্পদ অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণকে প্রধর্ষিত করিবার আশয়ে তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, প্রদীপ্ত-পাবক-পতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমাকে অমাত্য-বর্গের সহিত আর ক্ষণমাত্রও জীবন বহন করিতে হইবে না।

বিদুর-বাক্যে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুর এইরূপ বলিলে পর শত্রুনিচয়-নিহন্তা অতুল্য-বীর্য্যবান্ বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষ করত এই কথা বলিলেন, অহে দুর্য্যোধন! তুমি দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-বশত আমাকে একাকী বিবেচনা করিয়াই পরাভব-পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জান, আমি একাকী নহি; যাবতীয় পাণ্ডব এবং অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়েরা এই খানেই রহিয়াছেন; আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ, সকলেই আমার সন্নিহিত আছেন। এই বলিয়া পরবীরহন্তা কেশব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই অট্টহাস্য-সহকারে অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী মহাত্মা শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুদাকার অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ দেবতা সকল বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষ-স্থলে রুদ্রগণ, ভুজ-নিকরে লোকপালগণ এবং আস্যদেশে অগ্নি, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, বাসব-সহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, তথা অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। দুই হস্ত হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইলেন। দক্ষিণে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পশ্চাদ্ভাগে যুধিষ্ঠির, ভীম ও মাদ্রীপুত্র-দ্বয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক-বংশীয় আর প্রদ্যুম্ন-প্রভৃতি সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা প্রচণ্ড আয়ুধ-জাত উদ্যত করত উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নিজ বাহু-শঙ্খ চক্র গদা শক্তি শার্ঙ্গ লাঙ্গল নন্দক-প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ-সমস্ত সমুদ্যত দৃষ্ট হইল এবং নেত্র-দ্বয়, নাসিকারন্ধ্র, শ্রোত্র-যুগল ও সমুদায় রোমকূপ হইতে দিবাকরের প্রখর-কর-নিকরের ন্যায় মহারৌদ্র সধূম অগ্নিকণা-সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল। বিশ্বমূর্ত্তি মহাত্মা কেশবের সেই ঘোর-রূপ সন্দর্শনে কেবল দ্রোণ, ভীষ্ম, মহামতি বিদুর, মহাভাগ সঞ্জয় ও তপোধন ঋষিগণ ব্যতীত তত্রত্য সমগ্র রাজবর্গই শঙ্কাপরীত-চিত্তে নেত্র-নিমীলন করিলেন। ভগবান্ জনার্দ্দন তৎকালে দ্রোণাদি মহাভাগদিগকে দিব্যচক্ষুঃ প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের আর শঙ্কা হয় নাই। হে ভরত-র্ষভ! দেবতারা কুরুসভা-মধ্যে মাধবের সেই সুমহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সমগ্র মহীমণ্ডল বিচলিত ও সাগর-সমস্ত আন্দোলিত হইতে থাকিল এবং সকল পার্থিবেরাই পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হই-লেন। অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র অরিন্দম মধুসূদন কৃষ্ণ সেই বিচিত্র অদ্ভুত সমৃদ্ধি-সম্বলিত স্বকীয় দিব্য শরী-রের সংহরণ করিলেন এবং ঋষিগণের অনুজ্ঞা লইয়া সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক সভা হইতে নির্গত হইলেন। তৎকালে যে মহা কোলা-হল উপস্থিত হইল, সেই সুযোগে নারদাদি ঋষি-বর্গও অন্তর্হিত হইয়া আপন আপন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের সেই আকস্মিক অন্তর্দ্ধানও অপর এক আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। নর-ব্যাঘ্র মধুসূদনকে প্রস্থিত দেখিয়া কৌরবেরা, অমর-বৃন্দ যেমন বাসবের অনুসরণ করেন, সেইরূপ তাঁ-হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; পরন্তু অমেয়াত্মা বাসুদেব সেই অনুগামী রাজমণ্ডলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ-মাত্রও না করিয়া সধূম-পাবকের ন্যায় নির্গত হইয়া চলিলেন। দ্বারদেশে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, কিঙ্কিণী-রাজি-বিরাজিত, হেমজাল-পরি-কীর্ণ, শ্বেতবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে সমাবৃত, সামগ্রী-সম্ভার-

শোভিত, শৈব্য সুগ্রীবাদি হয়-চতুষ্টয়-যোজিত, মেঘ সদৃশ গভীর-নিস্বন, ধবল-বর্ণ, শীঘ্রগামী মহারথ লইয়া দারুক উপস্থিত আছেন। রথখানি প্রস্তুত রহিয়াছে দেখিয়া শৌরি তৎক্ষণ-মাত্র তাহাতে আরোহণ করিলেন এবং বৃষ্ণিদিগের বহুমত হৃদিক-তনয় মহারথ কৃতবর্ম্মাও রথারূঢ় দৃষ্ট হইলেন। মহারাজ! অরিন্দম যদুনন্দন এইরূপে রথারোহণ-পূর্ব্বক প্রস্থানে উদ্যত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে পুনরায় এই কথা বলিলেন, হে শত্রুকর্ষণ জনার্দ্দন! পুত্রগণের নিকটে আমার যতদুর ক্ষমতা, তাহা তুমি প্রত্যক্ষই দেখিলে; কিছুই তোমার পরোক্ষ নাই; আমার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বিশেষত কুরুদিগের শান্তিকামনায় আমি যেরূপ যত্ন-পরায়ণ হইলাম, তাহাও বিদিত হইয়া তুমি আর কোন ক্রমেই আমার প্রতি শঙ্কা করিতে পারিবে না। হে কেশব! পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কিছু-মাত্র দুষ্ট অভিপ্রায় নাই; আমি সর্ব্ব প্রযত্নে শান্তি সংস্থাপনে সমুৎসুক হইয়া দুর্য্যোধনকে যে কথা বলিয়াছিলাম, তাহা তোমার বিদিত আছে এবং যাবতীয় কুরুগণ ও অন্যান্য পার্থিবেরাও বিশেষরূপ জানেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু বাসুদেব জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও বিদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, কুরুসভা-মধ্যে যাহা যাহা হইল, মন্দমতি দুর্য্যোধন সাতিশয় রোষভরে ঘোরতর অশিষ্টের ন্যায় যে রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইল এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র যে প্রকারে আপনাকে প্রভুত্ব-বর্জ্জিত বলিয়া বর্ণন করিলেন, সকলই আপনাদিগের প্রত্যক্ষ হইল; এক্ষণে যুধিষ্ঠির-সমীপে গমনোদ্দেশে আমি সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম। এইরূপে সকলের অনুমতি লইয়া পুরুষর্ষভ হৃষীকেশ রথারোহণে প্রস্থিত হইলে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও যুযুৎসু-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ ভরত-প্রবীরগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ভগবান্ দেবকী-নন্দন কুরু-গণের সাক্ষাতেই সেই কিঙ্কিণী-যুক্ত মহারথে আরূঢ় হইয়া পিতৃস্বসার সহিত সন্দর্শন নিমিত্ত তদীয় ভবনে গমন করিলেন।

বিশ্বরূপ দর্শনে একত্রিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব পিতৃস্বসার নিকেতনে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহার চরণ-দ্বয়ে অভিবাদন করিয়া, কুরুসভা-মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল তৎসমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করত কহিলেন, আমি ও ঋষিগণ, সকলেই বহুতর হেতুযুক্ত গ্রহণীয় অনুত্তম হিত-বাক্য বলিলাম, কিন্তু মূঢ়মতি দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, ঐ পাপাত্মা ও তদীয় বশগামী যাবতীয় নর-পতিবর্গ কালপক্ব ফলের ন্যায় অচিরেই পতিত হইবে। সম্প্রতি আমি আপনকার নিকটে বিদায় লইয়া শীঘ্র পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিব; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞে! আপনকার বচনানুসারে তাঁহা-দিগকে কি কি বলিতে হইবে, ব্যক্ত করুন; আপন-কার সন্দেশ-বাক্য শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

কুন্তী কহিলেন, বৎস কেশব! তুমি আমার বাক্যে ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিও, "হে পুত্রক! তোমার ধর্ম্মের বিস্তর হানি হইতেছে; শাস্ত্রপ্রধান শ্রোত্রিয়ের ন্যায় তোমার এই বেদাধ্যয়ন-কলুষিতা অসমীচীনা মন্দবুদ্ধি কেবল একমাত্র ধর্ম্মের প্রতিই অবেক্ষণ করিতেছে; অতএব এখনও সাবধান হও, আত্ম-ধর্ম্মের অনর্থক বিনাশ করিও না। প্রজাপতি স্বয়ম্ভু ধর্ম্মকে যাদৃশ স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাদৃশ স্বরূপে উহাকে অবেক্ষণ কর। দেখ, তাঁহার বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, ক্রূর-

কর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধাদি-দ্বারা নিত্য প্রজাপালনে তৎপর হইবেক। আমি পণ্ডিতগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে এ বিষয়ের একটি উপমাও বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ধনাধিপতি বৈশ্রবণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত মহীমণ্ডল প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; পরন্তু ঐ বীর্য্যবান্ ভূপতি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি কহিয়াছিলেন, আমার প্রার্থনা এই যে, স্বকীয় বাহুবীর্য্যে উপার্জ্জন করিয়াই রাজ্যভোগ করি। তাহা শুনিয়া কুবের অতিশয় বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রধর্ম্ম-নিষ্ঠ রাজা মুচুকুন্দও আপন সংকল্পানুসারে বাহুবীর্য্য-দ্বারা উপার্জ্জনপূর্ব্বক বসুধা শাসন করিয়াছিলেন।

"হে তাত! প্রজারা সুরক্ষিত হইয়া যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, রাজা তাহার চতুর্থাংশ লাভ করেন। ভূপতি স্বয়ং ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহা দেবত্ব সম্পাদনের হেতু হয়; কিন্তু যদি অধর্ম্মাচরণ করেন, তবে অবশ্যই তাঁহারে নরকে গমন করিতে হইবেক। স্বামী সম্যক্ রূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিলে উহা ব্রাহ্মণাদি-বর্ণ-চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিবদ্ধ রাখিয়া অশেষ ধর্ম্ম-সঞ্চয়ে সমর্থ করিতে পারে। এমন কি, যৎকালে দণ্ডনায়ক সর্ব্বতোভাবে স্বধর্ম্ম-সমুচিত নীতিশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করেন, তখন কাল-শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! 'কাল রাজার কারণ, কি রাজা কালের কারণ' এরূপ সংশয় যেন তোমার অন্তঃকরণে স্থান না পায়; তুমি নিশ্চয় জান, রাজাই কালের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই যুগ-চতুষ্টয়ের কারণ হইয়া থাকেন। যে নরপতি পূর্ব্বোক্ত রূপে সত্যকালের প্রবর্ত্তয়িতা হন, তিনি অত্যন্ত স্বর্গভোগ করেন; যিনি ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তন করেন, তাঁহারও স্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু অত্যন্ত নহে; দ্বাপর প্রবর্ত্তনকারীও যথা-সম্ভব পুণ্যফলাংশ প্রাপ্ত হন; কিন্তু যে রাজা কলির প্রাদুর্ভাব করে, তাহাকে অত্যন্ত পাপ ভোগ করিতে হয়। সেই দুষ্কর্ম্মা মহীপাল তদ্দ্বারা অনন্ত কাল নরকে বাস করে। রাজার যে দোষ, তাহা সমস্ত জগতে সংক্রামিত হয় এবং জগতের দোষও রাজাকে স্পর্শ করে। অতএব হে পুত্রক! পিতৃপিতামহগণের আচরিত যথার্থ রাজধর্ম্ম-সমস্ত পর্য্যালোচন কর। তুমি যে ধর্ম্মে অবস্থিত হইতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা কদাচ রাজর্ষিগণের ধর্ম্ম নহে; যেহেতু কারুণ্যরসের পোষকতায় নিয়ত বৈক্লব্যযুক্ত ও অক্রূরতায় ব্যবস্থিত হইলে প্রজাপালন-জনিত ফললাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। তুমি আপন বুদ্ধি অনুসারে সম্প্রতি যে রূপ আচরণ করিতেছ, ইহার অনুরূপ আশীর্ব্বাদ, পূর্ব্বে না পাণ্ডু, না আমি, না পিতামহ, আমরা কেহই তোমার প্রতি প্রয়োগ করি নাই। আমি নিত্য নিত্য তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ুরই প্রার্থনা করিতাম। শুভপ্রদ ব্রাহ্মণেরাও সম্যক্ প্রকারে আরাধিত হইয়া তোমার দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্রাদি প্রার্থনা করত পিতৃলোক ও দেবলোকের উদ্দেশে প্রত্যহ স্বাহা ও স্বধা প্রদান করিয়াছিলেন। পিতৃবর্গ ও দেবতারাও ক্ষত্রিয় পুত্রদিগের প্রতি নিত্যকাল দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালনের আশংসা করিয়া থাকেন। অতএব হে তাত! এই দানাদি ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক, জাতি-ধর্ম্মানুসারে তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্তেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; পরন্তু দানাদি করা দূরে থাকুক, তোমরা সৎকুল-সম্ভূত ও বিদ্যাবন্ত হইয়াও এক্ষণে জীবিকা-বিরহে পীড়া প্রাপ্ত হইতেছ। ক্ষুধার্ত্ত মানবেরা শৌর্য্যশালী দানপতি ভূপতির আশ্রয় লাভ করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে যে প্রতিষ্ঠিত হন, ইহার অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? পৃথিবীতে রাজ্য লাভ করিয়া ধার্ম্মিক পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, কাহাকে দান-দ্বারা, কাহাকে বল-দ্বারা,

কাহাকে বা মিষ্টবাক্য-দ্বারা বশীভূত করেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালক হইবেন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন করিবেক এবং শূদ্র ঐ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং ভিক্ষাধর্ম্মও তোমার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ এবং কৃষি-ব্যবসায়ও অযুক্ত; ক্ষত অর্থাৎ বিপন্ন ব্যক্তির ত্রাণকারী ক্ষত্রিয় হওয়ায় বাহুবীর্য্যই তোমার একমাত্র উপজীবিকার স্থল। অতএব হে মহাবাহো! সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা বিনয়, যে কোন উপায়ে হউক, শত্রু-হস্ত-পতিত পৈতৃক অংশের পুনরুদ্ধার কর। দেখ, মিত্রগণের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী তোমাকে প্রসব করিয়াও আমি যে বান্ধব-হীনা হইয়া পরপিণ্ডে জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা তোমার অধিক দুঃখ আর কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ কর। বৃথা কাপুরুষত্ব প্রকাশ করিয়া পিতৃপিতামহ-গণের নাম লোপ করিও না এবং আপনিও অনুজবর্গের সহিত ক্ষীণপুণ্য হইয়া পাপময়ী নারকী গতির অধিকারী হইও না”।

কুন্তীবাক্যে দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩২ ॥

কুন্তী কহিলেন, হে পরন্তপ! আমি যুধিষ্ঠিরকে বলিবার নিমিত্ত তোমাকে যে কথা কহিয়া দিলাম, পণ্ডিতেরা বিদুলা ও তৎপুত্রের সংবাদরূপ এই পশ্চাদুক্ত পুরাতন ইতিহাসটি তাহার উদাহরণ দিয়া থাকেন। ইহা হইতে যে কিছু মঙ্গল সঙ্কলন করা যাইতে পারে, অথবা তদপেক্ষাও যদি কিছু অধিক সম্ভব হয়, তুমি তাহাই যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যক্ত করিবে।

পূর্ব্বকালে সৎকুল-সম্ভূতা বিদুলা-নাম্নী এক দীর্ঘ-দর্শিনী যশস্বিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। তিনি ক্ষত্র-ধর্ম্ম-নিরতা, দান্তা, কিঞ্চিৎ কোপনা ও কুটিল-স্বভাবা এবং বহুল রাজসভা-নিচয়ে সুপ্রসিদ্ধা; অনেকের অনেক বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং অনেক শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ কর্কশা রাজকন্যা আপন ঔরস পুত্রকে সিন্ধুরাজ-কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া উদ্যমশূন্য বিষণ্ণচিত্তে শয়ান থাকিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন “রে শত্রু-নন্দন! তুমি আমার নন্দন নহ; আমার গর্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই এবং তোমার পিতাও তোমাকে উৎপাদিত করেন নাই; তুমি কুলের কণ্টক স্বরূপ হইয়া কোথা হইতে আসিয়াছ, বুঝিতে পারি না। তোমার না আছে সংরম্ভ, না আছে পুরুষকার; তোমার আকার, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, সকলই ক্লীবের ন্যায়; তোমাকে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়; তুমি চিরকালের নিমিত্ত একবারে নিরাশ হইয়া বসিয়াছ; রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণের কামনা থাকে, তবে এখনও পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অল্প দ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না। নির্ভীক হও; উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বারা দৃঢ়তর করিয়া শঙ্কাপহৃত চিত্তের প্রতিসংহার কর। রে কাপুরুষ! পরাজিত, মান-শূন্য এবং বন্ধুবর্গের শোকপ্রদ হইয়া অখিল অরাতি-দলের আনন্দ বর্দ্ধন করত এইরূপে শয়ন করিয়া থাকিও না; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। হা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে, সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। রে কুলাঙ্গার! বরং কুপিত বিষধরের দন্তোৎপাটন করিয়া নিহত হও, তথাপি কুক্কুরের ন্যায় নীচভাবে নিধন প্রাপ্ত হইও না। জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াও বিক্রম প্রকাশ কর। গগণচারী শ্যেন পক্ষী যেমন নিঃশঙ্ক চিত্তে বিপক্ষগণের প্রতি লক্ষ করে, তুমিও সেইরূপ অকুতোভয়ে ইতস্তত পরিভ্রমণ, আক্রোশ প্রকাশ অথবা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করত শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ কর। রে ক্লীব-প্রকৃতে! তুমি বজ্রাহত

মৃতের ন্যায় এরূপ জড়ভাবে শয়ান রহিলে কেন? শীঘ্র উত্থিত হও। শত্রু-বিনির্জ্জিত হইয়া এক্ষণে শয়ন করিবার সময় নহে। দীনভাব অবলম্বন করিয়া লোকের স্মৃতিপথ হইতে অপনীত হইও না, স্বকীয় পুরুষকার দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হও। সাম দানাদি উপায় সমুদায়ের তারতম্য অনুসারে পণ্ডিতেরা যে উত্তম মধ্যমাদি অবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মধ্যম, জঘন্য বা অধম অবস্থায় নিবিষ্ট না হইয়া তুমি তেজস্বি-সমুচিত দণ্ডরূপ উৎকৃষ্ট উপায় আশ্রয় করত উত্তম শ্রেণীর উপযুক্ত হও। অরে ভীরু-স্বভাব! অনল-সংলগ্ন তিন্দুক কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্ত্ত মাত্রও প্রজ্বলিত হইয়া উঠ, বৃথা জীবনার্থী হইয়া জ্বালা-শূন্য তুষাগ্নির ন্যায় অবসাদ ধূমে আচ্ছন্ন থাকিও না। চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্ত কাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ। আমার মত এই যে, কোন রাজার গৃহে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা অত্যন্ত মৃদু-স্বভাব পুত্র যেন জন্মগ্রহণ না করে। রণ-কোবিদ বীর পুরুষ সম্মুখ-সংগ্রামে গমন করিয়া মানুষসাধ্য যাবতীয় উত্তম কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হন, কোন প্রকারে আত্মাকে বিগর্হিত করেন না ; সুতরাং তিনি অভীষ্টলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারুন বা নাই পারুন, কদাচ শোকাকুল হন না, বরং প্রাণের প্রতি আস্থা-শূন্য হইয়া অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যের আরম্ভ করেন। অতএব হে পুত্র! তুমি হয় বাহুবীর্য্য প্রকাশ কর, না হয় নিত্য-সিদ্ধ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মকে পশ্চাৎ করিয়া অনর্থক জীবন বহনের প্রয়োজন কি? রে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত (অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য, বেদানুপালন, আতিথ্য ও বৈশ্বদেবাদি ক্রিয়া আর বাপী কূপ তড়াগাদি-খনন, দেবমন্দিরাদি-প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও আরামাদি-নির্ম্মাণ) ও যাবতীয় কীর্ত্তি-কলাপ, সকলই বিলুপ্ত হইল, এবং ভোগ সুখের মূল একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; অতএব এরূপ অসার হইয়া আর জীবিত থাকিবার ফল কি? যদি একান্ত নিমগ্ন বা পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে বীর পুরুষের কর্ত্তব্য এই যে, শত্রুর জঙ্ঘাদেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়াই সেইরূপ হয়েন; একবারে ছিন্ন-মূল হইলেও নিরতিশয় বিষাদ-যুক্ত ও ভগ্নোদ্যম হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। অতএব হে অবোধ পুত্র! সৎকুল-সম্ভূত মহাপ্রাণ ঘোটকেরা যেরূপ উদ্যম সহকারে যুগদণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাই স্মরণ করিয়া সমুচিত পরাক্রম ও মান প্রকাশ কর এবং কোন্ কর্ম্ম দ্বারা আপনার পুরুষকার প্রকটিত হয়, তাহা অবগত হও। তোমার নিমিত্ত যে কুল নিমগ্নপ্রায় হইয়াছে, তুমি আপনিই তাহার উদ্ধারার্থে যত্ন কর। লোকে যাহার অনুষ্ঠিত কোন অদ্ভুত মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক-সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী, না পুরুষ, কিছুই বলা যায় না; ক্লীবের মধ্যেই গণনা করিতে হয়। দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থ-লাভ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠামাত্র, কদাপি পুত্রপদের বাচ্য নহে। যে মহীয়ান্ মানব শাস্ত্র-জ্ঞান, তপস্যা, ধন-সম্পত্তি, বিক্রম ও অন্যান্য পুরুষকার দ্বারা সকলকে অতিক্রম করেন, তিনিই যথার্থ পুরুষ। রে মূর্খ! অসমীক্ষ্যকারী কাপালিকের ন্যায় কাপুরুষোচিত, ঘৃণার্হ, অযশস্কর, দুঃখাবহ ভিক্ষাবৃত্তির অন্বেষণ করিও না। হা! লোকের অবজ্ঞা-ভাজন, অশনবসন-বিবর্জ্জিত যে দুর্ব্বল পুরুষকে দেখিয়া শত্রু-দলের আনন্দ-বৃদ্ধি হয়, এতাদৃশ লোভকর দীন হীন অল্প-প্রাণ ক্ষুদ্র-স্বভাব বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়া বান্ধবগণ কদাচ সুখী হইতে পারেন না। হা! স্বস্থান-ভ্রষ্ট, রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত, সর্ব্বপ্রকার কাম-রসে বঞ্চিত ও নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া আমাদিগকে জীবিকাভাবেই প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে! রে সঞ্জয়! সাধুজন-সমাজে অসদৃশ ব্যবহারী বংশধ্বংসকারী কুলপাংশুল তোমাকে উৎপন্ন করিয়া আমি পুত্ররূপী সাক্ষাৎ কলির জননী হইয়াছি। আমার মত আর কোন

সীমন্তিনী যেন ঈদৃশ অমর্ষশূন্য নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য শক্রনন্দন কুনন্দনকে গর্ভে ধারণ না করে! রে হত-ভাগ্য! নিরুদ্যম-ধূমে আচ্ছন্ন না থাকিয়া প্রচণ্ড উৎসাহানলে সমধিক প্রজ্বলিত হও; সম্যক্ রূপ আক্রমণ-পূর্ব্বক শক্র সংহার কর; মুহূর্ত্ত বা ক্ষণ-কালের নিমিত্তেও অরাতিগণের মস্তকোপরি জ্বলিয়া উঠ। অমর্ষ ও অক্ষমাযুক্ত হওয়াই যথার্থ পুরুষের কার্য্য; যে ব্যক্তি নিয়ত ক্ষমাশীল ও অমর্ষ-শূন্য থাকে, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে; তাহাকে একটা নপুংসক বলিলেই হয়। সন্তোষ, দয়া, অনুদ্যম ও ভয়, ইহারা লক্ষ্মীবিনাশের নিদানভূত; নিরীহ ব্যক্তি রাজ্যাদি মহৎ ফল লাভে কখনই সমর্থ হয় না। অতএব হে পুত্রক! পরাভব-সাধন উক্তরূপ দোষ-সমূহ হইতে আত্মাকে সর্ব্ব প্রযত্নে বিমুক্ত কর। হৃদয়কে লৌহ-নির্ম্মিতের ন্যায় দৃঢ় করিয়া স্বকীয় সম্পত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। বিবেচনা করিয়া দেখ, পুর-বিষহণে অর্থাৎ রাজকার্য্য ও প্রজাপাল-নাদি গুরুতর ভার ধারণে শক্ত হয় বলিয়াই লোকে পুরুষ-নামে উক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং যে ব্যক্তি স্ত্রীবদ্ব্যবহার করত ইহলোকে জীবিত থাকে, তা-হাকে ব্যর্থনামা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাই বিধেয়। সিংহের ন্যায় প্রবল-প্রতাপ-বিস্তারকারী মহোন্নত-চিত্ত শূরবীর নরপতির পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলেও তদীয় সুশাসিত অধিকারস্থ প্রজাগণ সুখ-সম্ভোগে হৃষ্ট থাকিতে পারে। যে সুবিচক্ষণ মহীপতি আপনার প্রিয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তিনি অচিরেই অমাত্য বন্ধু-বান্ধবগণের হর্ষোৎপাদন করেন।

পুত্র কহিলেন, তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র-ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগ-সুখ অথবা জীবিতেরই আর প্রয়ো-জন কি?

মাতা কহিলেন, আমি রাজ্য বা আভরণাদির লোভেই তোমাকে এইরূপে উত্তেজিত করিতেছি, এমন নহে; কিন্তু আমার প্রার্থনা এই যে, অনাদৃত নিকৃষ্ট লোকেরা যে লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমাদিগের শক্ররা সেই সকল লোক প্রাপ্ত হউক্, আর আদৃতাত্মা মহীয়ান্ মানবগণের যে লোক প্রাপ্ত হওয়া উচিত, আমাদিগের সুহৃদ্বর্গ সেই লোকে গমন করুন। হে তাত! ভৃত্যগণ-পরিবর্জ্জিত পর-পিণ্ডোপজীবী ম্লানসত্ব দীনহীন কাপুরুষগণের সমুচিত জঘন্য-বৃত্তির অনুবর্ত্তন করিও না। সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ যেমন জলধরের অনুজীবী হয় এবং অমর-গণ যেমন শতক্রতুর অনুবর্ত্তন করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্গ ও সুহৃদ্বৃন্দ তোমার উপরে জীবিকা নির্ভর করুন। হে সঞ্জয়! সুপক্ক-ফল-নিচয়-পরিকীর্ণ কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিহঙ্গেরা যেমন জীবন ধারণ করে, সেইরূপ অখিল-প্রাণিবর্গ যে ভাগ্যধর পুরু-ষের আশ্রয়ে আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার জীবনই সার্থক। বাসবের বাহু-বীর্য্য-সম্বর্দ্ধিত সুরগণের ন্যায় বান্ধবেরা যে মহাবীর পুরুষের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ-সহকারে সুখৈশ্বর্য্যে পরি-বর্দ্ধিত হন, তাঁহার জীবনই সার্থক। যে ভাগ্যবান্ মানব স্বীয় বাহুবল অবলম্বন-পূর্ব্বক সমুন্নত জীবন-ভার বহন করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করি-য়া পরকালে কল্যাণময়ী পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৩॥

বিদুলা কহিলেন, হে পুত্রক! যদি ঈদৃশী দুরবস্থা সময়ে পৌরুষ পরিহারের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তুমি অচিরেই হীন-জন-সেবিত অতিনীচ-মার্গে বি-চরণ করিবে, সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি অসার জীবনাকাঙ্ক্ষায় যথাশক্তি বিক্রম প্রকাশ-দ্বারা তেজঃপ্রদর্শন না করে, পণ্ডি-তেরা তাহাকে চৌর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। হা! মুমূর্ষু-জন-সন্নিধানে ঔষধের ন্যায়, যথার্থ স্বার্থ-সন্দ-লিত যুক্তি-সম্মত গুণভূয়িষ্ঠ সুভাষিত-সমস্তও তো-

মার উপরে বল প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতেছে! দেখ, সিন্ধুরাজের সহায়-রূপে বিস্তর লোক আছে বটে, কিন্তু কেহই তাহার প্রতি অনুরক্ত নহে; সকলেই অসন্তুষ্ট রহিয়াছে; দুর্ব্বলতা-হেতুক, বিশেষত উপায়-পরিজ্ঞান-বিরহে তাহারা আত্ম-বিমোচনে অসমর্থ হইয়া কেবল স্বামীর ব্যসন-সমূহমাত্র প্রতীক্ষা করিতেছে। তদ্ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি স্পষ্ট-রূপেই তাহার শত্রুতাচরণ করে, তাহারা তোমার পৌরুষ দেখিলে যত্ন-সহকারে আপন আপন পক্ষ হইতে সহায়-সম্পত্তির বৃদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রতিকুলানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব সেই সকল লোকের সহিত মিলিত হইয়া কালসমুচিত শত্রু-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষা করত গিরি-দুর্গালয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। সিন্ধুরাজ অজর কি অমর, এরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিও না। হে পুত্র! তুমি নামে সঞ্জয়, কিন্তু সঞ্জয়ের কার্য্য তোমাতে কিছুই দেখিতে পাই না; এই নিমিত্তই বলিতেছি, ব্যর্থ-নামা না হইয়া স্বীয় নামেরও সার্থকতা কর এবং তদ্দ্বারা আমার সন্তানেরও উপযুক্ত হও। তোমার বাল্যাবস্থায় একজন সম্যগদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ তোমাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "এই ব্যক্তি প্রথমে মহাকষ্টে পতিত হইয়াও পরিশেষে প্রচুর-সমৃদ্ধি-লাভ করিবে"। তাঁহার সেই বাক্য স্মরণ করিয়াই আমি তোমার বিজয়ের আশংসা করিতেছি এবং সেই জন্যই তোমাকে এরূপ আগ্রহ-সহকারে উত্তেজিত করিতেছি ও পরেও বারম্বার করিব; যেহেতু আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থনীত্যনুসারে কার্য্য করে এবং অন্যান্য লোকেরাও যাহার অর্থসিদ্ধি বিষয়ে আপ্যায়িত হইয়া সাহায্য করে, তাহার মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! "এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্ব-সঞ্চিত বিষয়ের উপচয়ই হউক অথবা ক্ষয়ই হউক, কিছুতেই আমি নিবৃত্ত হইব না" এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া তুমি যুদ্ধার্থে মনোনিবেশ কর; এককালেই উহার উপসংহার করিও না। শম্বর-মুনি কহিয়াছিলেন, যে অবস্থায় 'অদ্য গৃহে অন্ন নাই, কল্য কি হইবে' সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তাহার অপেক্ষা পাপীয়সী অবস্থা আর হইতে পারে না। এমন কি, পতি পুত্র বধে যাদৃশ দুঃখ হওয়া সম্ভব, তদপেক্ষাও তিনি উক্ত দুঃখকে গুরুতর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ফলত দারিদ্র্য-দুঃখ, মরণের একটি নামান্তর-মাত্র। দেখ, আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক এক হ্রদ হইতে যেন অন্য হ্রদে আগতা হইয়া সকলের ঈশ্বরী, সর্ব্ব-কল্যাণবতী এবং স্বামীর সাতিশয় সমাদর-পাত্রী ছিলাম। পূর্ব্বে সুহৃদ্বর্গ আমাকে মহামূল্য মাল্য ও অলঙ্কার-নিচয়ে বিভূষিতা, গন্ধানুলিপ্ত-সুমার্জ্জিত-দেহা, উত্তমাম্বর-পরিধানা ও পরম-হৃষ্টা দৃষ্টি করিয়া এক্ষণে দারুণ দুর্দ্দশান্বিতা দেখিবেন! হে সঞ্জয়! তুমি যখন আমাকে ও তোমার ভার্য্যাকে দীনহীনা অতিমাত্র দুর্ব্বলা দেখিবে, তখন আর তোমার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা হইবে না। দাস দাসী ভৃত্যবর্গ আচার্য্য ঋত্বিক্ পুরোহিত-প্রভৃতি সকলেই জীবিকা-বিরহে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন দেখিয়া তোমার জীবনেরই বা প্রয়োজন কি থাকিবে? তুমি পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্লাঘনীয় ও যশস্কর ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে, এক্ষণে যদি তৎসমুদায় দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমারই বা হৃদয়ের শান্তি কোথায়? কোন ব্রাহ্মণ আমার নিকটে যাচ্ঞা করিলে, যদি তাঁহাকে 'নাই' এই কথাটি বলিতে হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয় এককালে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; কেন না পূর্ব্বে কি আমি, কি আমার স্বামী, 'নাই' এ বাক্য কখনই ব্রাহ্মণের প্রতি উক্ত করি নাই। আমাদিগকেই সকলে আশ্রয় করিত, আমরা আর কোন কালে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করি নাই; সুতরাং যদি পরের আশ্রয়ে এক্ষণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বৎস! অপার দুঃখ-পারাবারে তুমিই

আমাদিগের পারকর্ত্তা হও! প্লবশূন্য বিপদ-সাগরে তুমিই প্লবের কার্য্য কর! ইহাতে তোমাকে যদি অস্থানে স্থিতি করিতে হয়,—যদি ঘোরতর সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লও! অধিক কি বলিব, আমাদিগের এই মৃত-দেহ-সমূহে জীব-সঞ্চার কর! যদি জীবন ধারণের বাসনা না থাকে, তবে সকল শত্রুই তোমার সহনীয় হইতে পারে; নতুবা যদি ঈদৃশী ক্লীবরৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক চিরকাল নির্ব্বেদ-পরায়ণ ও ভগ্ন-মনা হইয়া থাকিতে হয়, তবে অবিলম্বেই এই পাপ-জীবিকা পরিত্যাগ কর। যে ব্যক্তি শৌর্য্যশালী হয়, সে এক শত্রু বধ করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। দেখ, পুরন্দর একমাত্র বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াই মহেন্দ্র হইয়াছেন;—সমস্ত দেবগণের উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত সর্ব্বলোকের ঈশ্বর হইয়া রহিয়াছেন। উৎসাহ-সম্পন্ন বীর-পুরুষ সমরে আত্ম-নাম প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক সন্নাহযুক্ত রণোন্মুখ শত্রুদিগকে আহ্বান করিয়া স্বকীয় যুদ্ধবিক্রম-দ্বারা তাহাদের সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবণ অথবা সৈন্যাধ্যক্ষ প্রধান পুরুষের নিধন-সাধনানন্তর যখন বিপুলতর যশোলাভ করেন, তখনই তাঁহার অপরাপর অরাতিবর্গও ব্যথিত ও ভীতচিত্ত হইয়া আপনা হইতেই অবনতি স্বীকার করে। পরন্তু যাহারা কাপুরুষত্ব অবলম্বন করে, তাহারা অবশ হইয়া আত্ম-বিসর্জ্জনে সমুদ্যত, রণদক্ষ, শৌর্য্যশালী পুরুষকে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধি দ্বারা অবশ্যই পরিপূর্ণ করিয়া থাকে। সাহস-সম্পন্ন সাধু-পুরুষেরা, রাজ্যেরই বিধ্বংস হউক অথবা জীবনেরই সংশয় উপস্থিত হউক, তথাপি শত্রুকে প্রাপ্ত হইলে তাহার শেষ না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিবার নহেন। অতএব হে সঞ্জয়! কেবল বিক্রম প্রকাশ করিলেই স্বর্গদ্বারোপম অথবা অমৃত-সদৃশ রাজ্যপদ লব্ধ হইতে পারে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজ্বলিত অলাত-দণ্ডের ন্যায় শত্রুগণ-মধ্যে নিপতিত হও। হে ক্ষত্রিয়! সমরাঙ্গনে বিপক্ষ বিনাশ করিয়া স্বধর্ম্ম-প্রতিপাদন কর। আমি যেন তোমাকে শত্রুগণের শ্রীবর্দ্ধনকারী ও অতিমাত্র কাতর না দেখি। অস্মৎ-পক্ষীয়েরা শোক করিতে করিতে এবং বিপক্ষেরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে তোমাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তুমি অত্যন্ত দীন-ভাবে তাহাদিগের মধ্যগত রহিয়াছ দেখিয়া আমি যেন দীনহীনার ন্যায় রোদন না করি! হে পুত্র! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টচিত্ত হইয়া সৌবীর-কন্যাগণের শ্লাঘনীয় ও প্রমোদ-ভাজন হও; অবসন্ন হইয়া সৈন্ধব-কন্যাদিগের বশগামী হইও না। ত্বাদৃশ রূপগুণ-সম্পন্ন, বিদ্যালঙ্কৃত, মহাকুল-সম্ভূত, লোক-বিখ্যাত, যশস্বী যুবা যে বৃষভের ন্যায় অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া বিসদৃশ ব্যবহার করে, আমার বিবেচনায় তাহাতে আর মরণে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদ্যপিস্যাৎ আমি তোমাকে পরের চাটুকার হইতে অথবা কিঙ্করের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখি, তাহা হইলে আমার হৃদয়ের আর শান্তি কোথায়? অন্যের পৃষ্ঠচর হয়, এমন নরাধম পুরুষ তোমার এই বংশে কস্মিন্ কালেও জন্মগ্রহণ করে নাই; অতএব হে বৎস! পরের অনুচর হইয়া তোমার কদাপি জীবন ধারণ করা উচিত হয় না। ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চিরপ্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্ম, তাহা আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব ও পর পর পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে যে কিছু উক্তি করিয়াছেন এবং প্রজাপতি বিধাতাও তাহাকে যাদৃশ চিরন্তন ও অব্যয়-রূপে বিনির্ম্মিত করিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষ রূপে জানি। পৃথিবী-মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে উৎপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি সর্ব্ব-ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মাভিজ্ঞ হয়, কেবল জীবনমাত্র প্রতীক্ষা করিয়া ভয়প্রযুক্ত শত্রুর নিকটে অবনতি স্বীকার করা তাহার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। উদ্যমই পুরুষকার; অতএব সতত উদ্যমশালীই হইবেক, কস্মিন্ কালেও অবনত হইবেক না; বরঞ্চ অসন্ধি-স্থলে ভগ্ন অর্থাৎ অকাণ্ডে মৃত হইবেক, তথাপি

কাহারো নিকটে অবনতি স্বীকার করিরেক না। মহামনা বীরপুরুষ মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করিবেন; কেবল ধর্ম্মানুরোধে ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে নিত্যকাল অবনত হইবেন, নতুবা অপর সমস্ত বর্ণকেই বল-পূর্ব্বক স্ববশে আনয়ন করিয়া যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের ধ্বংসবিধান করিবেন; তদ্দ্বারা যদি সমধিক সহায়-সম্পন্ন অথবা একবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়, তথাপি যাবজ্জীবন সেইরূপ অনুষ্ঠান-পরায়ণ হইবেন।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৪ ॥

পুত্র কহিলেন, হে অমর্ষণে অকরুণে বীরাভিমানিনি জননি! বোধ হয়, সুকঠোর কৃষ্ণলৌহের সংঘাত-দ্বারা বিধাতা তোমার এই কঠিনতর হৃদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হায়! ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম কি বিচিত্র! যাহার অনুরোধে তুমি আমাকে ইতরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া সমরের করাল-কবলে নিক্ষিপ্ত করিতেছ!—গর্ব্ভধারিণী জননী হইয়াও যেন পরমাতার ন্যায় এই একমাত্র পুত্রকে ঈদৃশ বচন-বাণে আবিদ্ধ করিতেছ! তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি আমাকেই দেখিতে না পাও, তাহা হইলে তোমার এই সমগ্র-ভূমণ্ডল, আভরণ, ভোগ-সুখ অথবা জীবিতেরই আর প্রয়োজন কি? ঈদৃশ বিশিষ্ট প্রিয় পুত্র সঙ্গ-রহিত হইলে তোমার জীবন লইয়া আর কি হইবে?

মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! বিচক্ষণ মানবগণের সকল কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অর্থের নিমিত্তে আরদ্ধ হইয়া থাকে; আমি সেই ধর্ম্মার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তোমাকে যুদ্ধার্থে নিযোজিত করিতেছি। দেখ, তোমার পরাক্রম প্রদর্শন করিবার এই মুখ্যকাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এই উপস্থিত সময়ে তুমি যদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না কর, তাহা হইলে লোক-সমাজে অসম্মানিত হইয়া আমার অতিমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে। তোমার আর অর্থ-সম্পত্তি বা খ্যাতি-প্রতিপত্তি-লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না। তোমাকে অপযশ-গ্রস্ত হইতে দেখিয়াও আমি যদি স্নেহ-প্রযুক্ত তাহার নিবারণার্থে কোন কথা না বলি, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই যুক্তি-সম্মত যথার্থ স্নেহের কার্য্য করা হয় না; তাদৃশ বাৎসল্যকে পণ্ডিতেরা সামর্থ্য-শূন্য অহেতুক গর্দ্দভী-বাৎসল্য বলিয়া উক্ত করেন। অতএব হে সঞ্জয়! মুর্খগণের অবলম্বিত সাধুজন-বিগর্হিত অসৎ পথ পরিত্যাগ কর। দেখ, এই জগতীতলে মহতী অবিদ্যা প্রায় সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে এবং অনেকানেক প্রজাপুঞ্জও উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; ঐ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া তুমি যদি সদাচারী হও, তাহা হইলেই আমার প্রিয় হইবে; ধর্ম্মার্থ-গুণযুক্ত, দৈব মানুষ-কর্ম্মোপেত, সাধুগণ-সমাচরিত একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার প্রীতিভাজন হইতে পারিবে না। যিনি উক্তরূপ সদ্বৃত্ত-সম্পন্ন সুবিনীত পুত্রপৌত্রাদির প্রতি প্রীতিপরায়ণ হন, তাঁহার প্রীতিই যথার্থ প্রীতি; নতুবা যে ব্যক্তি অনুদ্যমশালী দুর্ব্বিনীত মন্দবুদ্ধি তনয়ের প্রতি প্রীতি করে, তাহার সন্তানের ফলই এককালে ব্যর্থ হইয়া যায়। মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, প্রত্যুত নিন্দনীয় নিকৃষ্ট কর্ম্ম করণে সাতিশয় আগ্রহান্বিত পুরুষাধমেরা না ইহকালে, না পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারে না। হে সঞ্জয়! তুমি নিশ্চয় জান, কেবল যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্তই পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ক্ষত্রিয়, শত্রুদিগকেই পরাজিত করুক অথবা আপনিই বধ্যমান হউক, উভয়থাই ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মিত্রবর্গকে বশবর্ত্তী করিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যাদৃশ সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়, স্বর্গে পুণ্যতম শক্র-ভবনেও তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। মনস্বী ব্যক্তি বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক বহুবার পরাভূত হইলে কোপ-তাপে দহ্যমান ও

জিগীষা-পরবশ হইয়া, হয় আত্ম-বিসর্জ্জন করিবেন, না হয় শত্রুবর্গকে একবারেই বিনিপাতিত করিয়া ফেলিবেন; এতদ্ভিন্ন আর কি প্রকারে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি হইতে পারে? ইহ সংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন; অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্প বস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। প্রিয়-পদার্থের আত্যন্তিক অভাব হইলে পুরুষের আর কিছুমাত্র কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা থাকে না, বরং সাগর-বিলীন জাহ্নবীর ন্যায় একবারেই সর্ব্বাভাব হইয়া উঠে।

পুত্র কহিলেন, জননি! এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা তোমার কর্ত্তব্য নহে, বিশেষত পুত্রের প্রতি ঈদৃশী প্রবৃত্তি দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত হয় না; এ সময়ে জড় অথবা মূকের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া কেবল কারুণ্য প্রদর্শন করাই বিধেয়।

মাতা কহিলেন, বৎস! তুমি যে এরূপ বিবেচনা করিলে, ইহাতেই আমার ভূয়সী প্রীতিলাভ হইল; আমার প্রতি যেরূপ নিয়োগ করিতে হয়, তুমি তাহাই করিতেছ এবং আমিও তদনুসারে তোমাকে সমধিক করুণাকর বিষয়েই পুনঃপুন প্রেরণ করিতেছি। তোমা-দ্বারা অগ্রে যাবতীয় সৈন্ধবগণকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ তোমার ভূরি ভূরি প্রশংসা ও সমাদর করিতে থাকিব। অধিক কি? তোমার যে সম্পূর্ণ রূপেই বিজয় লাভ হইবে, তাহা যেন আমি স্পষ্টই দেখিতেছি।

পুত্র পুনরায় কহিলেন, আমার না আছে অর্থবল, না আছে সহায়-সম্পত্তি, কিছুই নাই; তবে আর কি প্রকারে বিজয় লাভ হইতে পারে; আপনার ঈদৃশী দারুণ দুরবস্থা জানিয়াই আমি আপনা হইতে সে প্রত্যাশায় নিরস্ত হইয়া রহিয়াছি; দুষ্কর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার রাজ্যলাভের অভিপ্রায়ও নিবৃত্তি পাইয়াছে। অতএব হে পরিণত-প্রজ্ঞে! আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, যদি এতাদৃশ কোন উপায় দেখিতে পাও বিশেষ করিয়া ব্যক্ত কর। তোমার সেই অনুশাসন আমি সম্পূর্ণ রূপেই প্রতিপালন করিব।

মাতা উত্তর করিলেন, বৎস! 'সমৃদ্ধি হইবে না' পূর্ব্বেই এরূপ চিন্তা করিয়া আত্মাকে অবমানিত করা কর্ত্তব্য নহে, কেন না ঘটনাক্রমে পূর্ব্বাসিদ্ধ অর্থেরও উৎপত্তি হইতে পারে এবং উপস্থিত ধনেরও বিনাশ হইতে পারে। সমুচিত উপায় প্রয়োগ করিলে অবশ্যই সমৃদ্ধির সংস্থিতি হয়; নির্ব্বোধতা প্রযুক্ত কেবল অমর্ষমাত্র অবলম্বন করিয়াই অর্থের আরম্ভ করা কর্ত্তব্য নহে। হে তাত! সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মেরই ফলসিদ্ধি বিষয়ে নিয়ত অনিত্যতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কর্ম্মের চেষ্টা না করায় একবারেই ফলের অভাব, এই একমাত্র গুণ, আর চেষ্টা করাতে ফলসিদ্ধি হওয়া না হওয়া উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে। হে রাজপুত্র! আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্মের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করিয়া ভগ্নোদ্যম হয়, সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি উভয়কেই প্রতিকূলবর্ত্তিনী করে। অতএব 'নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইবেক' এইরূপ মনে করিয়া সতত অব্যথিত চিত্তে উদ্যম-পরায়ণ হওয়া, কার্য্যসাধনে জাগরূক থাকা এবং মাঙ্গল্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য। হে পুত্র! যে প্রজ্ঞাবান্ নরপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের আরাধনা এবং স্বস্ত্যয়নাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে কৃতসংকল্প হয়েন, অবশ্যই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। পূর্ব্ব দিক্ যেমন দিবাকরকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ লক্ষ্মীদেবী আপনা হইতেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। হে সঞ্জয়! আমি উপদেশার্থে যে সমস্ত নি-

দর্শন, উপায় ও উৎসাহ-জনক বাক্যাদি বলিলাম, তোমাকে তাহার অনুরূপই দেখিতেছি ; অতএব তুমি নিঃসংশয়ে পৌরুষ প্রকাশ কর। সর্ব্ব প্রযত্ন-সহকারে অভিপ্রেত পুরুষার্থ সমাহরণে সমুৎসুক হও। তোমার শত্রুর প্রতি যাহারা ক্রুদ্ধ রহিয়াছে, যাহারা লোভের বশীভূত আছে, শত্রুরা যাহাদিগকে পরিক্ষীণ করিয়াছে, যাহারা বিমানিত হইয়াছে, যাহারা গর্ব্বিত হইয়া রহিয়াছে এবং যাহারা শত্রুর সহিত সংগ্রামার্থে স্পর্দ্ধা করিতেছে, সমুচিত যত্ন-পরায়ণ হইয়া সেই সমস্ত লোকদিগকে হস্তগত কর। তাহাদিগের অগ্রিম বেতন প্রদান কর এবং কল্যাণ-সম্পাদনে উদ্যমশালী ও প্রিয়ম্বদ হও। এইরূপ করিলেই তুমি, সহসা-সমুদ্ভূত প্রবল-বেগযুক্ত সমীরণ যেমন ঘনতর ঘনঘটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ঐ বহুসংখ্যক মানবগণকে অনায়াসে ভেদ করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহারাও তোমারে প্রীতিভাজন ও অগ্রবর্ত্তী করিবে, সন্দেহ নাই। শত্রু যখন জানিতে পারে যে, বৈরী জীবনের প্রতি আস্থা-শূন্য হইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যম প্রকাশ করিতেছে, তখনই গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে ভীত হয়। তাহাকে পরাক্রান্ত জানিয়া সে যদি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, তবে সামদানাদি-দ্বারা অনুকূলে ব্যবস্থাপিত করিবেক ; তাহা হইলে ফলে ফলে তাহারে বশীভূত করা হইবে ; কারণ, সন্ধি স্থাপন দ্বারা স্থানলাভ করিলে কখন ধনের বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। পুরুষ ধনশালী হইলেই মিত্রেরা তাঁহারে ভজনা করেন এবং আশ্রয় রূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু দৈবক্রমে তিনি যদি অর্থ-সম্পত্তি হইতে পরিচ্যুত হন, তাহা হইলে সেই মিত্রগণ ও বান্ধববর্গ, সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যান ; কেবল পরিত্যাগ নহে, ঘৃণা করিতেও নিরস্ত হন না। যে ব্যক্তি শত্রুকে সহায় করিয়া বিশ্বস্ত থাকে, তাহার যে কোন কালে রাজ্যপ্রাপ্ত হওয়া, সে কেবল সম্ভাবনামাত্র, কার্য্যে ফলিত হইবার নহে।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৫ ॥

মাতা কহিলেন, সঞ্জয়! রাজার পক্ষে যে কোন আপদ্ উপস্থিত হউক না কেন, তদ্দ্বারা ভয়-ব্যাকুল হওয়া কখনই উচিত নহে ; যদিও মনে মনে শঙ্কার আবির্ভাব হয়, তথাপি বাহ্যে সেরূপ ভাব প্রদর্শন করা হইবে না ; কেন না রাজাকে অবসন্ন-চিত্ত দেখিলে রাষ্ট্র, বল, অমাত্য-প্রভৃতি সকলেই ভীতি-বিহ্বল ও ভিন্নমনা হইয়া পড়ে। তাদৃশ অবস্থায় কেহ কেহ প্রভুকে পরিত্যাগ করে, কেহ বা শত্রুর আশ্রয় লয় এবং যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে বিমানিত হইয়া থাকে, তাহারা সুযোগ পাইয়া প্রহার করিবার ইচ্ছা করে। যাঁহারা অত্যন্ত সুহৃদ্ তাঁহারাই কেবল প্রভুভক্তি-পরতন্ত্র হইয়া স্বামীর উপাসনা করেন। কল্যাণ-সাধনে অভিলাষী হইলেও অসামর্থ্য-প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে বদ্ধ-বৎসা ধেনু-নিচয়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিতে হয়। সুতরাং বান্ধববৃন্দকে পতিত দেখিয়া বান্ধবেরা যেমন শোক করেন, ঐ বিশ্বস্ত সুহৃদ্বর্গও সেইরূপ অনুশোক-পরায়ণ স্বামীর প্রতি শোক করিতে থাকেন। ফলত স্বামী ব্যসন প্রাপ্ত হইলে যাঁহারা কায়মনো-বাক্যে, তাঁহার রাষ্ট্র-রক্ষার বাসনা করেন, তাঁহারাই যথার্থ অভিমত সুহৃদ্ এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহারা পূজিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের পূজা করাই সার্থক। অতএব হে পুত্র! তাদৃশ সুহৃদ্বর্গকে তুমি যেন ভয়-ব্যাকুলিত করিও না ; তোমাকে শঙ্কাভিভূত দেখিয়া তাঁহারা যেন পরিত্যাগ না করেন। তোমার প্রভাব, পৌরুষ ও বুদ্ধি-পরিজ্ঞানে অভিলাষিণী হইয়া আমি যে এই সকল কথা বলিলাম, সে কেবল আশ্বাস-বিধান ও তেজোবর্দ্ধন নিমিত্তই জানিবে। যদি ইহা সম্যক্ রূপে তোমার বোধগম্য হয় এবং আমি

যথার্থই বলিতেছি, যদি এরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে ধীরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক জয়ার্থে উদ্যুক্ত হও। হে সঞ্জয়! আমাদের একটি অতিবিস্তীর্ণ বিশাল ধনাগার আছে; তাহা তোমার বিদিত নাই; আমা ভিন্ন তাহা আর কেহই জানে না; তাহাতে যে বিপুল অর্থরাশি আছে, সকলই তোমাকে প্রদান করিতেছি। হে বীর! এতদ্ভিন্ন তোমার অনেক শত মহামূল্য সুযোগ্য সুহৃদ্গণও বিদ্যমান রহিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই সুখদুঃখ-সহ, এবং সকলেই অপরাঙ্মুখ। হে শত্রুকর্ষণ! কোন কল্যাণকামী পুরুষ বল-পূর্ব্বক কোন প্রকার ইষ্টার্থ আহরণের অভিলাষ করিলে, তাদৃশ সহায়েরাই তাঁহার যথার্থ সচিবের কার্য্য করিয়া থাকেন।

সঞ্জয় স্বভাবত স্বল্পচেতা হইলেও জননীর ঈদৃশ সুচিত্র-পদপদার্থ চিত্তহর অনুশাসন-বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণমাত্র তাঁহার সেই ভয় ও অবসাদের অবসান হইল। তখন তিনি সাহসে ভর করিয়া কহিলেন, জননি! ভাবি-কল্যাণ-দর্শিনী তুমি যখন আমার শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছ, তখন আর আমার কিছুই অসাধ্য নাই। আমি উদক-মধ্যে নিমগ্নপ্রায় এই পৈতৃক রাজ্যের হয় উদ্ধার করিব, না হয় সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তোমার উপদেশ প্রদান-সময়ে আমি প্রায়ই নিস্তব্ধ-ভাবে ছিলাম, কেবল মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর করিয়াছিলাম; তাহার তাৎপর্য্য এই, যে, তোমার অপরাপর অনুশাসন-বাক্য শ্রবণ করিতে পাইব। দুর্লভ অমৃত-পানে যেমন পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ত্বদীয় বচন-সুধাস্বাদনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তা না হওয়াতেই আমি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম; এই দেখ, এক্ষণে শত্রুশাসন এবং বিজয়-লাভের নিমিত্ত এই উদ্যম-পরায়ণ হইলাম।

কুন্তী কহিলেন, বিদুলার সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণে এইরূপে প্রবিদ্ধ এবং সদশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া সঞ্জয় তাঁহার শাসনানুরূপ সমস্ত কার্য্যজাত অবাধে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। কোন মহীপতি শত্রুপীড়িত ও অবসাদ প্রাপ্ত হইলে, মন্ত্রী অরাতিদলনের উৎকৃষ্ট উপায়ভূত এই অনুত্তম তেজোবর্দ্ধন বৃত্তান্তটি তাঁহারে শ্রবণ করাইবেন। বিজিগীষু ব্যক্তির জয়-নামক এই ইতিহাসটি শ্রবণ করা অতীব কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একবারমাত্র ইহা কর্ণগোচর করে, সে অচিরেই বসুধা-বিজয়ে এবং শত্রুমর্দ্দনে সমর্থ হয়। গর্ব্বিণী স্ত্রী বীর পুত্র জননের হেতুভূত ও পুংসবন-স্বরূপ এই রমণীয় বৃত্তান্তটি পুনঃপুন শ্রবণ করিলে অবশ্যই শূরবীর কুমার উৎপন্ন করেন। যে কোন ক্ষত্রিয়া রমণী মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই বিদ্যা-বীর, দান-বীর, তপস্যা-বীর, ব্রাহ্মীশোভায় দেদীপ্যমান, সাধুগণ-গণনীয়, ঘোরতর তেজস্বী, মহাবল-সম্পন্ন, মহাভাগ, মহারথ, ধৃতিশীল, দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজিত, অসাধুগণের শাসনকারী, ধর্ম্মচারি-নিচয়ের রক্ষাকর্ত্তা, সত্যবিক্রম, বীর তনয়ের জননী হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

বিদুলা-পুত্রানুশাসনে ষট্‌ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩৬॥

কুন্তী কহিলেন, হে কেশব! তুমি অর্জ্জুনকে আমার নাম করিয়া এই কথা বলিবে, "বৎস! তোমাকে প্রসব করিয়া যৎকালে আমি নারীবৃন্দে পরিবৃতা হইয়া আশ্রম-সন্নিধানে উপবিষ্টা ছিলাম, তখন অন্তরীক্ষে এই একটি মনোহারিণী দৈববাণী হইয়াছিল "কুন্তি! তোমার এই পুত্রটি সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষের তুল্য হইবেন। ইহাঁর যশ স্বর্গ-স্পর্শ করিবে। ভীমসেনকে সহায় করিয়া ইনি সমগ্র-বসুধা-বিজয়-পূর্ব্বক সর্ব্বলোক প্রমথিত করিবেন; বাসুদেবের সাহায্যে সংগ্রামে সমবেত সমস্ত কৌরবদিগকে পরাভূত করিয়া অপহৃত পৈতৃক রাজ্যাংশের পুনরুদ্ধার করিবেন এবং ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া তিনটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন"। হে

দাশার্হ অচ্যুত! সেই সব্যসাচী বীভৎসু যেরূপ সত্য-সন্ধ ও অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন, তুমি তাহারে সেইরূপ বলবান্ ও দুরাসদ বলিয়া জান; অতএব দৈববাণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই যেন সিদ্ধ হয়। হে যদু-নন্দন! যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে অবশ্যই তাহা সত্য হইবে—তুমিই সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহা সম্পন্ন করিবে। ফলত উক্ত আকাশবাণী-দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, আমি কোন ক্রমেই তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারি না; মহীয়ান্ ধর্ম্মকে সর্ব্বথা নমস্কার। ধর্ম্মই এই অখিল-প্রজাপুঞ্জের একমাত্র ধারণ-কর্ত্তা।

হে কৃষ্ণ! ধনঞ্জয়কে ঐ রূপ কহিয়া নিত্য-উদ্যম-শালী বৃকোদরকেও এই কথা বলিবে "ক্ষত্রিয়া-রমণী যদর্থে পুত্র প্রসব করেন, তাহার উপযুক্ত সময় এই উপস্থিত; পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবরেরা বৈর প্রাপ্ত হইয়া কখনই অবসন্ন হন না"। হে মাধব! ভীমের বুদ্ধি তোমার চিরকাল বিদিত আছে; সেই শত্রুদলনকারী বৃকোদর যে পর্য্যন্ত অরাতিবর্গের সংহার করিতে না পারেন, সে পর্য্যন্ত তিনি আর শান্ত হইবার নহেন।

হে কৃষ্ণ! মহাত্মা পাণ্ডুরাজের পুত্রবধূ, সকল-ধর্ম্মের সবিশেষ জ্ঞানবতী যশস্বিনী কল্যাণী কৃষ্ণাকে এই কথা বলিবে "হে সৎকুল-সম্ভূতে! হে মহা-ভাগে! হে মনস্বিনি! আমার সমুদয় পুত্রগণের প্রতি তুমি যে সাধ্বীসমুচিত যথাবৎ আচরণ করিয়াছ, তাহা তোমার উপযুক্তই বটে"।

হে পুরুষোত্তম! অনন্তর ক্ষত্রধর্ম্ম-নিরত মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়কেও কহিবে "বৎসগণ! তোমরা প্রাণপণ করিয়াও বিক্রমার্জ্জিত ভোগ-সুখের প্রার্থনা কর; যেহেতু বিক্রম-লব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্ম-জীবী মনুষ্যের সর্ব্বদা মনঃপ্রীতিকর হয়। দেখ, তোমরা সর্ব্ব-ধর্ম্মের সম্পাদক হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাৎ-কারেই পাঞ্চালীকে পরুষ-বাক্য-সমস্ত যে উক্ত হই-য়াছিল, কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ তাহা সহ্য করিতে পারে? হে কৃষ্ণ! পুত্রদিগের রাজ্যহরণেও আমার দুঃখ নাই, দ্যূতপরাজয়েও পরিতাপ নাই এবং বনে গমন করাও শোকের কারণ নহে; কিন্তু সেই পতি-প্রাণা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী মহীয়সী দ্রৌপদী যে সভা-মধ্যে রোদন করিতে করিতে দুরাত্মগণের কটূক্তি-সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই মর্ম্মবিদারক ঘোরতর দুঃখ। আহা! ক্ষত্রধর্ম্মে নিত্য-নিরতা স্ত্রীধর্ম্মযুতা বরারোহা পাঞ্চালী অনুত্তম-নাথবতী হইয়াও তৎ-কালে অনাথা হইয়াছিলেন! হে মহাবাহো কেশব! তুমি সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র অর্জ্জুনকে বিশেষ করিয়া এই কথা বলিও, যেন তিনি দ্রৌপ-দীর প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেন। ভীমার্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে যেন যমজ-যম-যুগলের রূপ-ধারণ করিয়া অমরগণকেও যে মরণ-মার্গে উপনীত করিতে পারেন, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। তাঁহারা এতাদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন হইলেও তাঁহা-দিগের প্রিয় মহিষী পাঞ্চালী যে সভাস্থলে আনীতা হইয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষা অধিক অপমানের বিষয় তাঁহাদের আর কি হইতে পারে? হে জনা-র্দ্দন! কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমকেও দুঃশাসন যে কটুবাক্য-সকল বলিয়াছিল, তাহাও পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিও। আমার নাম করিয়া সপুত্র-কলত্র পাণ্ডবদিগকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিও এবং আমারও কুশল-বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিও; এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে শুভ পথে প্রস্থিত হও এবং তথায় উপ-স্থিত হইয়া আমার পুত্রদিগকে প্রতিপালন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু কৃষ্ণ কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া মৃগেন্দ্রের ন্যায় সবিলাস-সঞ্চারে তদীয় আবাস হইতে নির্গত হইলেন এবং ভীষ্মাদি কুরুপুঙ্গবদিগকে বিদায় প্রদান-পূর্ব্বক কেবল কর্ণকে রথোপরি আরোহণ [illegible] যদুনন্দনের গমনান্তে কৌরবেরা নির্জ্জনে সমবেত হইয়া তদীয় পরমাদ্ভুত মহদাশ্চর্য্য বৃত্তান্তের কল্পনা করিতে লাগিলেন এবং সকলেই একবাক্য হইয়া

এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, "এই সমগ্র ভূমণ্ডল মোহাশ্রিত ও মৃত্যুপাশের বশীভূত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের মূর্খতা দোষে এই রাষ্ট্র অবশ্যই সংহার দশায় উপনীত হইবে"।

এ দিকে সকল-যাদবগণের হর্ষবর্দ্ধন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, নগর হইতে নির্গমনানন্তর বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন, পরে তাঁহাকে বিদায় করিয়া মহাবেগে শীঘ্র অশ্ব চালাইয়া দিলেন। মন ও পবনের ন্যায় মহাবেগশালী সেই সমস্ত বাহনগণ দারুক-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে আকাশ পান করিতে করিতে চলিল এবং অতি দ্রুতগামী শ্যেন পক্ষীর ন্যায় মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহু পথ অতিক্রম করিয়া শার্ঙ্গধন্বা কৃষ্ণকে অচিরেই উপপ্লব্য নগরে উপনীত করিল।

কৃষ্ণ-প্রত্যাগমনে সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তীদেবী কৃষ্ণকে যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া শাসনাতিবর্ত্তী দুর্য্যোধনকে বলিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! কেশব-সন্নিধানে কুন্তী যে উগ্রতর ধর্ম্মার্থযুক্ত অনুত্তম বাক্য উক্ত করিলেন, তাহা কি তোমার শ্রুতিগোচর হইল? বাসুদেবের প্রীতিপাত্র তদীয় তনয়েরা উক্ত উপদেশবাক্য অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। হে কৌরব! পূর্ব্বে তাঁহারা ধর্ম্মপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া তোমা হইতে বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে রাজ্যলাভ-ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই শান্ত হইবেন না। সভা-মধ্যে তুমি দ্রৌপদীকে যে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ দিয়াছিলে, শুদ্ধ ধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়াই তাঁহারা তোমার সেই দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা আর সে ধর্ম্ম-ভয় নাই; এক্ষণে কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, দৃঢ়সংকল্প বৃকোদর, গাণ্ডীব কোদণ্ড, অক্ষয় তূণীর-যুগল, কপিধ্বজ রথ, অসীম-বলবীর্য্য-সমন্বিত নকুল সহদেব এবং অকুণ্ঠিত-পরাক্রম ত্রিবিক্রমকে সহায় পাইয়া যুধিষ্ঠির আর কোন প্রকারেই ক্ষান্ত হইবার নহেন। হে মহাবাহো! ইতি পূর্ব্বে বিরাট নগরে ধীমান্ পার্থ বীর একাকীই আমাদিগকে যে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিয়াছিলেন, তাহা ত তোমার প্রত্যক্ষই আছে। তদ্ভিন্ন নিবাতকবচাদি ঘোরবিক্রম দানবগণ সেই রৌদ্রাস্ত্রধারী বানরকেতনের প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিল। অপিচ ঘোষযাত্রা কালে কর্ণ-প্রভৃতি এই সকল মহারথগণ এবং কবচধারী ও রথারূঢ় তুমি, সকলেই তোমরা অর্জ্জুনের বাহুবলে গন্ধর্ব্ব-হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়াছিলে। এই সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভ্রাতৃবর্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন কর। কৃতান্তের দন্তান্তর্গতা এই সসাগরা বসুন্ধরার পরিত্রাণ কর। বিবেচনা করিয়া দেখ, যুধিষ্ঠির তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ধর্ম্মশীল, বৎসল, প্রিয়ম্বদ ও পণ্ডিত; অতএব পাপাশয় পরিহার করিয়া তাদৃশ পুরুষ-প্রবীরের সহিত সঙ্গত হওয়াই তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যুধিষ্ঠির তোমাকে যদি অপনীত-শরাসন, প্রশান্তভ্রুকুটি ও শান্তমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলেই কুরুকুলের শান্তি হয়। অতএব হে অরিন্দম নৃপনন্দন! তুমি অমাত্যবর্গের সহিত সমবেত সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন ও অভিবাদন কর। ভীমাগ্রজ কুন্তী-তনয় যুধিষ্ঠির তোমাকে অভিবাদন করিতে দেখিয়া স্নেহভরে পাণিযুগল-দ্বারা ধারণ করুন। আজানুলম্বিতস্থূল-বাহু, সিংহ-স্কন্ধ, প্রহারি-শ্রেষ্ঠ ভীমসেন তোমাকে ভুজ-দ্বয়ে আলিঙ্গন করুন; তদনন্তর কম্বুগ্রীব কমল-লোচন ধনঞ্জয় অভিবাদন করুন এবং পৃথিবীমধ্যে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্ন নরব্যাঘ্র নকুল সহদেব প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় আরাধনা করুন। দাশার্হ-প্রভৃতি নরপতিগণ তোমাদিগের মিলন দর্শনে পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। হে

রাজেন্দ্র! তুমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হও এবং সকলে একত্র হইয়া এই সমগ্র ধরা-রাজ্যের শাসন কর। সমবেত ভূপতিগণ হর্ষভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। হে বসুধাধিপ! যুদ্ধে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; সুহৃদ্গণের নিবারণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি-শূন্য হও। সংগ্রামে ক্ষত্রিয়-কুলের অবশ্যম্ভাবী সুস্পষ্ট বিনাশ-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। হে বীর! দেখ, জ্যোতিঃপদার্থ-সকল প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছে; যাবতীয় মৃগ পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়-ধ্বংসকর অন্যান্য বহুতর উৎপাত-সমস্তও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিশেষত আমাদিগের নিবেশন-মধ্যেই দুর্নিমিত্ত-সকলের অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রদীপ্ত-উল্কা-সমূহ তোমার সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতেছে; বাহন সকল হর্ষশূন্য হইয়া যেন নিরন্তর রোদন-পরায়ণ রহিয়াছে; অশুভাবহ গৃধ্র-সমস্ত সেনা-নিচয়ের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; নগর ও রাজভবনের আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই; শিবা-সকল অশিব শব্দ করিতে করিতে প্রদীপ্ত দিঙ্মণ্ডলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অতএব হে মহাবাহো! জনক জননীর এবং অস্মদাদি হিতৈষিগণের বাক্য প্রতিপালন কর; দেখ, শম ও সমর উভয়ই তোমার আয়ত্ত রহিয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! যদি একান্তই সুহৃদ্বর্গের বাক্য রক্ষা না কর, তবে নিজ বাহিনীকে পার্থবাণে প্রপীড়িতা দেখিয়া অবশ্যই তোমারে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে;—সংগ্রামে অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ভীষণ-গর্জ্জনকারী ভীমসেনের মহানাদ এবং গাণ্ডীবের প্রচণ্ড নিস্বন শ্রবণ করিয়া আমাদিগের এই বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। যদি ইহা তোমার বিপরীত জ্ঞান হয়, তবে নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্মদ্রোণ-বাক্যে অষ্টত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৮ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণে দুর্য্যোধন বিমনা ও অধোমুখ হইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত করত বক্রনয়নে ভূতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। তাঁহাকে সেইরূপ বিমনায়মান দেখিয়া উক্ত নরবরেরা পরস্পর মুখাবলোকন-পূর্ব্বক পুনরায় তৎসন্নিধানে উত্তর-বাক্য কহিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, আমরা শুশ্রূষা-নিরত অসূয়া-শূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যবাদী পার্থের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব, ইহার অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে!

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমার পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ, ধনঞ্জয়ের প্রতি তদপেক্ষা অধিক। অশ্বত্থামা আমার প্রতি যাদৃশ বহুমান প্রদর্শন করেন, কপিধ্বজ তদপেক্ষা অধিক বহুমান ও নম্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী হইয়া আমাকে পুত্রাপেক্ষাও প্রিয়তম সেই অর্জ্জুনের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে! অহো! ক্ষত্রিয়-জীবিকা কি গর্হণীয়া! লোক-মধ্যে যাঁহার তুল্য ধনুর্দ্ধারী আর কেহই নাই, সেই বীভৎসু কেবল আমার প্রসাদেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, দুষ্টভাব, নাস্তিক, সারল্য-শূন্য ও শঠতা-পূর্ণ হয়, সে যজ্ঞস্থলে সমাগত মূর্খের ন্যায় কদাপি সাধুসমাজে পূজালাভ করিতে পারে না। পাপাত্মা মনুষ্য পাপকর্ম্ম হইতে পুনঃপুন নিবারিত হইলেও যেমন পাপানুষ্ঠানেই অভিলাষী হয়, সেইরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষ পাপ-দ্বারা নিরন্তর উত্তেজিত হইলেও শুদ্ধ পুণ্য কর্ম্মেরই বাসনা করেন। হে ভরত-সত্তম! তুমি শঠতা-দ্বারা পাণ্ডবদিগকে প্রতারিত করিলেও তাঁহারা তোমার প্রিয়-কার্য্য-সম্পাদনে রত আছেন; পরন্তু তোমার দোষ-সমস্ত কেবল অহিতের নিমিত্তেই কল্পিত হইতেছে। দেখ, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আমি, বিদুর ও বাসুদেব, আমরা সকলেই তোমারে হিতোপদেশ করিয়াছি; কিন্তু

তুমি কাহারও বাক্য শ্রেয়জ্ঞান করিতেছ না। ‘আমার বিস্তর বল আছে’ এই মনে করিয়াই তুমি তিমিমকর-কুম্ভীরাদি-সঙ্কুল মহার্ণব তরণেচ্ছু গঙ্গাবেগের ন্যায় সহসা পাণ্ডব-সৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছ। পরিভুক্ত-বসন পরিধান অথবা পরিত্যক্ত মাল্যধারণের ন্যায়, তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াই অতি লোভ-বশত এরূপ মনে করিতেছ; কিন্তু তোমাকে এই এক কথা জিজ্ঞাসা করি, যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সহচর ও ধৃতায়ুধ ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বনে অবস্থান করিলেও কোন্ বীর পুরুষ রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াও তাঁহারে পরাভূত করিবে? যাবতীয় যক্ষকুল যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী কিঙ্কর হইয়া রহিয়াছে, সেই ধনেশ্বর-সন্নিধানেও ধর্ম্মরাজ সমধিক বিরাজমান হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ কুবের-ভবনে গমনানন্তর বহুতর রত্নলাভ করিয়া এক্ষণে ত্বদীয় সুবিস্তীর্ণ রাষ্ট্র আক্রমণ-পূর্ব্বক স্বরাজ্য বিস্তারের বাসনা করিতেছেন।

হে রাজন্! আমাদের ত আয়ুঃশেষ হইয়াছে; আমরা যথাসাধ্য দান, হোম ও অধ্যয়ন এবং ধনদ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি; সুতরাং আমাদিগকে এক প্রকার কৃতকৃত্য বলিয়াই অবধারণ কর। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেবল তোমাকেই রাজ্য, সুখ, মিত্র, ধন, সকলই বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইতে হইবে। ঘোরতর-তপোব্রত-পরায়ণা সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দেবী যাঁহার বিজয়াশংসা করিতেছেন, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজিত করিবে? জনার্দ্দন যাঁহার মন্ত্রী এবং সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যাঁহার ভ্রাতা, তাদৃশ পাণ্ডবকে তুমি কি প্রকারে পরাজিত করিবে? জিতেন্দ্রিয় ধৃতিশীল ব্রাহ্মণেরা যাহার সহায় রহিয়াছেন, সেই উগ্রতপা বীর্য্যশালী যুধিষ্ঠিরকে তুমি কি প্রকারে পরাভূত করিবে? সুহৃদ্গণ দুস্তর বিপদ সাগরে নিমগ্ন হইলে কল্যাণকামী সুহৃদ্ব্যক্তির যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তদনুসারে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; কুরুকুলের অভ্যুদয় নিমিত্ত সেই বীরবর্গের সহিত সন্ধিবন্ধন কর; পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত অনর্থক পরাভব প্রাপ্ত হইও না।

ভীষ্মদ্রোণ-বাক্যে ভগবদ্যান প্রকরণ ও
একোন চত্বারিংশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩৯ ॥

কর্ণবিবাদ প্রকরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মধুসূদন কৃষ্ণ রাজপুত্র ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণকে রথারোপণ-পূর্ব্বক নগর হইতে নির্গত হইয়াছেন। সেই অমেয়াত্মা পরবীরহন্তা গোবিন্দ সূতপুত্র-সন্নিধানে কোন্ কথার প্রস্তাব করিলেন, কি কি সান্ত্ববাদই বা প্রয়োগ করিলেন? জলদকাল-সমুত্থিত-নব-নীরদনিস্বন জনার্দ্দন, রাধা-পুত্রকে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তৎসমুদায় মৃদু কি তীক্ষ্ণ, বিশেষ করিয়া আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মধুসূদন আনুপূর্ব্বী ক্রমে কর্ণকে মৃদু ও তীক্ষ্ণ উভয় প্রকার বাক্যই উক্ত করিয়াছেন। সেই অমেয়াত্মা যাহা কিছু বলিয়াছেন, সকলই প্রিয়, ধর্ম্মযুক্ত, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহী; আপনকার নিকটে আমি সমুদয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

বাসুদেব এই কথা বলিয়াছিলেন, হে রাধেয়! তুমি অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছ এবং অসূয়া-শূন্য হইয়া নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা-সহকারে বহুতর তত্ত্বার্থও জিজ্ঞাসা করিয়াছ; সুতরাং তুমি সনাতন বেদবাদ-সকলেরও যথার্থ-বেত্তা এবং সূক্ষ্ম-তম ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহের পরিজ্ঞানেও সুদক্ষ। দেখ, স্ত্রীলোকের কন্যাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে দুই প্রকার পুত্র জন্মিয়া থাকে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মানবেরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদিগের

পিতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; সুতরাং কুন্তী-দেবীর কন্যাবস্থায় তোমার জন্ম হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদেশানুসারে তুমিও ধর্ম্মত পাণ্ডু-রাজেরই পুত্র হইয়াছ; অতএব আইস, যুধিষ্ঠিরের অগ্রে তুমিই রাজা হইবে। তোমার পিতৃপক্ষে পাণ্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষে বৃষ্ণিবংশ; হে পুরুষর্ষভ! এই দুই পক্ষকে তোমার নিত্য সহায় বলিয়া জান। অদ্যই আমার সমভিব্যাহারে এস্থান হইতে প্রস্থিত হও। হে তাত! তুমি যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বে কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছ, ইহা পাণ্ডবগণ অদ্য অবগত হউন। পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অপরাজিত সুভদ্রা-তনয় এবং পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সমাগত অন্ধক বৃষ্ণি-প্রভৃতি যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ, সকলেই তোমার চরণবন্দন করিবেন। পাণ্ডব-ভাবিনী দ্রুপদ-নন্দিনীও পাণ্ডবগণের ন্যায় তোমার নিকটে ষষ্ঠ-কালে উপগতা হইবেন। তোমার অভিষেক নিমিত্ত রাজন্যগণ ও রাজকন্যা-সকল কাঞ্চনময়, রৌপ্যময় ও মৃণ্ময় কুম্ভ, সর্ব্বৌষধি, সর্ব্ববীজ, সর্ব্বরত্ন ও লতা-প্রভৃতি সমগ্র-দ্রব্য-সামগ্রী আনয়ন করুন; সংশিতাত্মা দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করুন এবং পাণ্ডবদিগের বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠায়ী পুরোহিত চতুর্ব্বেদী দ্বিজাতিগণ অদ্যই তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল ও চেদিবংশীয় কুটুম্বগণ এবং আমি, সকলেই আমরা মিলিত হইয়া তোমাকে বসুধা-রাজ্যের আধিপত্যে অভিষিক্ত করিব। সংশিতব্রত ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হউন। তিনি শ্বেত-ব্যজন ধারণ-পূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথারোহণ করিবেন। হে রাজন্! তুমি অভিষিক্ত হইলে, মহাবলশালী কুন্তী-তনয় ভীমসেন তোমার মস্তকোপরি শ্বেত ছত্র ধারণ করিবেন। অর্জ্জুন কিঙ্কিণীশত-শব্দান্বিত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত, শুভ্রবর্ণ-অশ্ব নিচয়-সংযোজিত রথ পরিচালন করিবেন। তাঁহার আত্মজ অভিমন্যুও তোমার নিত্য সন্নিহিত থাকিবে। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ শিখণ্ডী ও পাঞ্চাল-দেশীয় অন্যান্য সম্বন্ধিগণ তোমার অনুগামী হইবেন। অন্ধক, বৃষ্ণি, দাশার্হ ও দশার্ণবংশীয় ভূপতিবর্গ এবং আমি, সকলেই তোমার পরিবারভূত ও অনুযায়ী হইব। অতএব হে মহাবাহো! তুমি জপ, হোম ও বহুবিধ মাঙ্গল্যকর্ম্মে সংযুক্ত থাকিয়া সহোদর পাণ্ডবগণের সহিত পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। দ্রবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও রেণুপ-দেশীয় রাজন্যগণ তোমার অগ্রযায়ী হউন এবং সুত-মাগধ বন্দী-সকল অশেষবিধ স্তুতিদ্বারা তোমাকে স্তব করিতে থাকুক। পাণ্ডবেরা "বসুষেণের জয়" এই বলিয়া সর্ব্বত্রই তোমার বিজয় ঘোষণা করুন। হে কৌন্তেয়! নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত দ্বিজরাজের ন্যায় তুমি ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হও এবং তদ্দ্বারা কুন্তীরও আনন্দবর্দ্ধন কর। তোমার মিত্রগণ প্রহৃষ্ট এবং রিপুবর্গ ব্যথিত হইতে থাকুক। ভ্রাতৃভূত পাণ্ডবগণের সহিত অদ্যই তোমার সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক।

ভগবদ্বাক্যে চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪০ ॥

কর্ণ কহিলেন, হে বৃষ্ণিনন্দন কেশব! তুমি যে সৌহার্দ্দ, প্রণয়, সখ্য ও হিতৈষিত্ব প্রযুক্তই আমাকে এই সকল কথা কহিলে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমি সকলই স্বীকার করিয়া লইতেছি। হে কৃষ্ণ! তুমি যেরূপ বিবেচনা করিতেছ, তাহাই সত্য; ধর্ম্মশাস্ত্রের নিদেশানুসারে আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্রহ বটি। জননী কন্যা কালে সূর্য্যদেব হইতে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং জন্মিবামাত্র সেই আদিত্যের বচন-ক্রমেই বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। অতএব হে জনার্দ্দন! সেইরূপে উৎপন্ন হওয়ায় আমি ধর্ম্মত পাণ্ডুরাজেরই আত্মজ বটি, কিন্তু কুন্তীদেবী আমার কিছুমাত্র কুশল চিন্তা না করিয়া

আপনা হইতেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে সূতজাতীয় অধিরথ আমাকে দেখিবামাত্র স্নেহ-সহকারে গৃহে আনয়ন করিয়া স্বীয় বনিতা রাধার হস্তে সমর্পণ করেন। হে মাধব! আমার প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত রাধার স্তন-যুগলে তৎক্ষণমাত্র ক্ষীরের আবির্ভাব হয় এবং পুত্র-নির্ব্বিশেষে তিনি আমার মূত্র পুরীষাদিও গ্রহণ করেন। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ এবং নিরন্তর ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণে নিরত হইয়াও কি প্রকারে মাদৃশ ব্যক্তি তাঁহার পিণ্ডলোপ করণে সমর্থ হইতে পারে? বিশেষত রাধার ন্যায় অধিরথও স্নেহহেতুক আমাকে পুত্র বলিয়াই জানেন এবং আমিও চিরকাল তাঁহাকে পিতা বলিয়াই জ্ঞান করি। পুত্র-প্রেমের বশম্বদ হইয়া তিনি শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দ্বিজাতিগণ-দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি-সমস্ত নির্ব্বাহ করাইয়া 'বসুষেণ' এই নামকরণ করান এবং যৌবন কাল প্রাপ্ত হইলে স্বজাতীয় কন্যাগণের সঙ্গেই বিবাহ দেন। হে মধুসূদন জনার্দ্দন! তাহাদিগের গর্ভে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদিগের প্রতিই আমার হৃদয় ও বাসনা-বন্ধন-সমস্ত নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং অপরিমেয় সুবর্ণরাশি অথবা অখণ্ড মহীমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেও—সাতিশয় হর্ষ বা ভয়ের আবেগে অভিভূত হইলেও আমি তাদৃশ প্রীতিবন্ধনের কোন ক্রমেই অপনোদন করিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! এই ধৃতরাষ্ট্র-কুলে আমি দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বর্ষ কাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিয়া আসিতেছি; এ পর্য্যন্ত বহুবিধ যজ্ঞাদিরও অনুষ্ঠান করিয়াছি; পরন্তু সূতজাতির সংস্রব ভিন্ন কখনই কোন কর্ম্ম করি নাই। আমার আবাহ বিবাহাদি সমুদয় কার্য্যই সূতদিগের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। হে বার্ষ্ণেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ ও শস্ত্র-সমুদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই হেতু তিনি দ্বৈরথ-সমরে অগ্রযায়ী এবং সব্যসাচীর পরম প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে আমাকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অতএব হে হৃষীকেশ জনার্দ্দন! এক্ষণে বধ, বন্ধ, ভয় অথবা লোভ-দ্বারা বিচলিত হইয়া সেই ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের প্রতি মিথ্যাচরণ করিতে আমার কোন ক্রমে উৎসাহ হয় না। অধুনা যদি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হই, তাহা হইলে আমার এবং পার্থের উভয়েরই ভূয়সী অকীর্ত্তি হইবে। হে মধুসূদন! তুমি নিঃসন্দেহ আমার হিতের নিমিত্তই বলিতেছ এবং তোমার বশম্বদ পাণ্ডবেরাও যে তোমার উপদিষ্ট সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করিবে, তাহাতেও আমার সংশয় নাই। হে যাদব-নন্দন মধুসূদন! এ অবস্থায় তুমি পাণ্ডবদিগের নিকটে আমাদিগের এই মন্ত্রণার বিষয় এক্ষণে গোপন করিয়া রাখ, ইহাই আমার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। হে অরিন্দম! সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যদি আমারে কুন্তীর প্রথম পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ না করিয়া আমাকেই সমর্পণ করিবেন এবং আমিও সেই সুসমৃদ্ধ বিশাল রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে দুর্য্যোধনকে প্রদান করিতে বাধ্য হইব। অতএব হে মধুসূদন! সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই চিরকালের নিমিত্ত রাজা হইয়া থাকুন। হৃষীকেশ যাঁহার নেতা, মহারথ ভীম ও ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা এবং নকুল সহদেব ও দ্রৌপদী-পুত্রেরা যাঁহার পৃষ্ঠচর, তাঁহার পক্ষে সকল ভূমণ্ডলের চির-রাজ্য-সম্ভোগেরই বা অসম্ভাবনা কি? হে কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ মহান্ সমবায় সংগৃহীত করিয়াছেন, তাহাতে অস্মদাদির সাহায্য করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। দেখ, পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, সত্যধর্ম্মা সৌমকি, চৈদ্য, চেকিতান, ইন্দ্রগোপক-কীটের ন্যায় লোহিত-বর্ণ কেকয়েরা পঞ্চ সহোদর, ভীমসেনের মাতুল শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্র-বর্ণ-যুক্ত বাহনশালী মহামনা কুন্তীভোজ, মহাবল শেনজিৎ,

বিরাট-পুত্র শঙ্খ এবং নিধির ন্যায় অক্ষয় কামপূরক স্বয়ং তুমি, এই প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণ একত্র সমবেত হইয়াছেন। হে বার্ষ্ণেয়! দুর্য্যোধন সর্ব্ব-রাজগণ-মধ্যে প্রথিত এই প্রদীপ্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে একটি সুমহান্ শস্ত্র-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হে জনার্দ্দন কৃষ্ণ! তুমি এই যজ্ঞের বেত্তা ও অধ্বর্য্যু হইবে, অর্থাৎ তোমাকেই ইহাতে অধ্যক্ষতা ও যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকের কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। সন্নাহ-যুক্ত কপিধ্বজ বীভৎসু ঋগ্বেদী হোতার কার্য্য করিবেন। গাণ্ডীব শরাসন স্রুক্ এবং প্রতিপক্ষীয় পুরুষগণের বীর্য্যই আজ্য-স্বরূপ হইবে। হে মাধব! শস্ত্রবিক্ষেপ-সময়ে সব্যসাচী ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণ-প্রভৃতি যে সমস্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন, তৎসমুদায়ই যজ্ঞীয় মন্ত্র-নিচয়ের স্থানীয় হইবে। পরাক্রমে পিতৃতুল্য অথবা তদপেক্ষাও অধিক বলশালী সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যু সম্যক্ প্রকারে গীতস্তোত্র অর্থাৎ উদ্গাতা হইবেন। সমরাঙ্গনে ঘন ঘন গর্জ্জনকারী, গজ-সৈন্যের সাক্ষাৎ অন্তক-স্বরূপ, মহাবল-পরাক্রান্ত, নরব্যাঘ্র ভীমসেন সামবেদী উদ্গাতা ও স্তোতার কার্য্য করিবেন। জপ-হোম-সংযুক্ত নিত্য-ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির আপনিই ব্রহ্মা অর্থাৎ হোম-কার্য্যের পর্য্যবেক্ষক হইবেন। শঙ্খ, মুরজ ও ভেরী-সকলের নিনাদ এবং উৎকৃষ্ট সিংহনাদ সমস্তই সুব্রহ্মণ্য অর্থাৎ কালের ভোজনার্থক আবাহন মন্ত্র-স্বরূপ হইবে। যশস্বী মহাবীর্য্য মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেব সেই যজ্ঞে সম্যক্ রূপে শামিত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পশু হিংসা করিবেন। হে জনার্দ্দন গোবিন্দ! বিচিত্রবর্ণ-দণ্ড-সমূহ-সংযুক্ত সুবিমল-রথরাজি-নিচয় এই যজ্ঞে যূপ-রূপে উপকল্পিত হইবে। কর্ণি নালীক নারাচ-প্রভৃতি অস্ত্র-সমস্ত বৎসদন্ত ও উপবৃংহণ অর্থাৎ সোমাহুতি-সাধন চমসাদির স্থানীয় হইবে। হে কৃষ্ণ! সেই যজ্ঞে তোমর-নিকর সোম-কলশ-সমুদায়ের, শরাসন-সমস্ত পবিত্র অর্থাৎ সোমোৎক্ষেপণসাধন অভিষবণ-সমূহের, খড়্গ সমুদায় কপাল সকলের, মস্তক-সমস্ত পুরোডাশ-পাকপাত্র-পুঞ্জের, শক্তিরাজি অগ্নিসন্দীপনার্থ সমিধ-কদম্বের, গদা-নিবহ পরিধি অর্থাৎ আহুতি-রক্ষণার্থে অগ্নির উভয়-পার্শ্বে স্থাপিত-কাষ্ঠ-নিচয়ের এবং রুধির হবির কার্য্য করিবে। দ্রোণ ও শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য কর্ম্ম করিবেন। গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় এবং দ্রোণ-দ্রৌণি-প্রভৃতি অন্যান্য মহারথগণ যে সমস্ত শস্ত্র বিসর্জ্জন করিবেন, তৎসমুদায় পরিস্তোম অর্থাৎ সোম-চমসাদির স্থানীয় হইবে। সাত্যকি প্রতিপ্রাস্থানিক অর্থাৎ অধ্বর্য্যুর সহকারি-সমুচিত মন্ত্রসংধারণ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ঐ যজ্ঞে দুর্য্যোধন দীক্ষিত হইবেন এবং মহতী অনীকিনীই তাঁহার পত্নী-স্বরূপা হইবে। হে মহাবাহো! অতিরাত্র যজ্ঞ-কর্ম্ম বিস্তৃত হইলে ভীমসেনাত্মজ মহাবল ঘটোৎকচ উহাতে পশুহিংসা করিবে। হে কৃষ্ণ! প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, যিনি দ্রুপদ-সভায় যজ্ঞীয় কর্ম্মারম্ভে হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিই এই যজ্ঞের দক্ষিণা-স্বরূপ হইবেন।

হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের প্রীতি নিমিত্ত আমি পাণ্ডবদিগকে যে সকল কটুবাক্য কহিয়াছিলাম, সেই অকর্ম্ম জন্য এক্ষণে যথোচিত অনুতাপান্বিত হইতেছি। যৎকালে তুমি আমাকে সব্যসাচি-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে দেখিবে, তখন মদুক্ত ঐ শস্ত্র-যজ্ঞের পুনরায় আরম্ভ হইবে। মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর যখন ঘোরতর-গর্জ্জনকারী দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখনই সোমরস পানের কার্য্য হইবে। হে জনার্দ্দন! যখন পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী, দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিবেন, তখনই ঐ যজ্ঞের অবসান অর্থাৎ কিয়ৎকালের নিমিত্তে বিরাম হইবে। হে মাধব! মহাবল ভীমসেন যখন দুর্য্যোধনকে নিহত করিবেন, তখনই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। হে কেশব! ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা ও প্রস্নুষাগণ যখন স্বামি-পুত্র-বিহীনা ও অনাথা হইয়া সকলে

একত্র সমাগম-পূর্ব্বক গান্ধারীর সহিত রোদন-পরায়ণা হইবেন, তখনই এই কুক্কুরগৃধ্রকুররর-নিকর-সঙ্কুল শস্ত্রযজ্ঞে অবভৃথ অর্থাৎ সমাপ্তি-স্নান হইবে।

হে ক্ষত্রিয়-প্রবর মধুসূদন! অবশেষে আমার প্রার্থনা এই যে, বিদ্যা ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়েরা যেন তোমার নিমিত্তে বৃথা মৃত্যু স্বীকার না করেন।—ত্রৈলোক্য-মধ্যে পুণ্যতম এই কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমৃদ্ধ ক্ষত্রিয়-মণ্ডল যেন শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হন। হে বৃষ্ণিনন্দন পুণ্ডরীকাক্ষ! এ বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় কর;—অখিল-ক্ষত্রিয়-কুল যাহাতে স্বর্গধামে গমন করিতে পারে, তাহারই সন্নিধান কর। হে জনার্দ্দন! এই জগতীতলে যে পর্য্যন্ত গিরি ও সরিৎ-সমস্ত অবস্থিত থাকিবে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই কীর্ত্তিধ্বনি প্রতিনিয়তই প্রতিধ্বনিত হইবে;—ব্রাহ্মণেরা মহাভারত-সমরের নিত্য সংকীর্ত্তন করিবেন। হে বার্ষ্ণেয়! যুদ্ধে যশ, অর্থাৎ জয় অথবা সাধ্যানুরূপ পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যে মৃত্যু, তাহাই ক্ষত্রিয়গণের ধন। অতএব হে পরন্তপ কেশব! আমাদিগের এই মন্ত্রণার বিষয় চিরকাল সংবৃত রাখিয়াই তুমি ধনঞ্জয়কে যুদ্ধের নিমিত্ত আমার নিকটে উপনীত করিও।

কর্ণ-বাক্যে একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পরবীর-হন্তা কেশব কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক পুনরায় এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! রাজ্যলাভের উপায় কি তোমাতে লব্ধাস্পদ হইল না? আমি তোমারে পৃথিবী প্রদান করিতে সম্মত হইলাম, তথাপি তাহার শাসন নিমিত্তে তোমার কি ইচ্ছা হইতেছে না? ইহাতে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, পাণ্ডবদিগের অবশ্যম্ভাবী বিজয় লাভ হইবে; তৃতীয় পাণ্ডবের বানর-কেতন রথোপরি যে প্রচণ্ডতর জয়ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হইবে, তাহা যেন স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মা কপিধ্বজে ঈদৃশী দিব্যমায়া বিস্তার করিয়াছেন যে, বোধ হইতেছে যেন ইন্দ্র-কেতুর ন্যায় প্রকাশমানা অসংখ্য পতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে এবং জয়াবহ ভয়ঙ্কর দিব্য ভূত-সমস্তও তাহাতে অবলোকিত হইতেছে। হে কর্ণ! সব্যসাচীর ঊর্দ্ধে ও প্রসারে এক যোজন পরিমিত, প্রজ্বলিত-পাবক-সদৃশ, সুশোভিত রথধ্বজ এরূপে সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে, যে, শৈল বা বৃক্ষ-নিচয়ে অবরুদ্ধ হইয়া অদৃষ্ট থাকিবার নহে। সংগ্রাম-মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়কে যখন তুমি ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য-প্রভৃতি অস্ত্র-সমস্ত বিসর্জ্জন করিতে দেখিবে এবং সাক্ষাৎ অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীব-শব্দ শ্রবণ করিবে, তখন মূর্ত্তিমান্ কলিদেবের আবির্ভাব হইবে, সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না। যখন দেখিতে পাইবে, জপ-হোম-সমাযুক্ত অপরিভবনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া স্বকীয় মহাচমূর সংরক্ষণ করিতেছেন এবং আদিত্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া শত্রুবাহিনীর সন্তাপবর্দ্ধন করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, মহাবল ভীমসেন, প্রতিদ্বিরদঘাতী মদক্ষরিত-গণ্ড প্রচণ্ড-মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায়, দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়া সমর-রঙ্গ-ভূমি-মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, মহারাজ সুযোধন, সিন্ধুনন্দন জয়দ্রথ-প্রভৃতি মহা মহা বীরবর্গ যুদ্ধার্থে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে, ভীমধন্বা সব্যসাচী অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে নিবারিত করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তিমাত্র থাকিবে না। যখন দেখিবে, পরবীর-সংহারী মহাবল নকুল সহদেব, সংগ্রামে ঘোরতর শস্ত্র-সম্পাতের আরম্ভ হইলে, প্রমত্ত-গজযুগলের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের সৈন্য-সমস্ত বিক্ষোভিত

করিতেছেন, তখন সত্য ত্রেতা বা দ্বাপরের আর প্রসক্তি-মাত্র থাকিবে না।

অহে কর্ণ! তুমি এখান হইতে গমন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপকে এই কথা বলিও যে, বর্ত্তমান মাস সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম; এ মাসে ভক্ষ্যভোজ্য ও কাষ্ঠাদি অতিশয় সুলভ; বনে সর্ব্ব প্রকার ওষধি ও ফল-সকলের প্রচুর উৎপত্তি হইয়া থাকে; মক্ষিকার উপদ্রব অতি অল্প; পথে কর্দ্দমের লেশমাত্র নাই; জল বিলক্ষণ সুরস, বায়ু ঈষৎ উষ্ণ অথচ শিশির; সুতরাং এ মাস সর্ব্বথাই সুখকর। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর অমাবাস্যা হইবে; পণ্ডিতেরা ইন্দ্রকে ঐ তিথির দেবতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; অতএব সেই দিবসেই সংগ্রামের আরম্ভ কর। এতদ্ভিন্ন যে সকল রাজন্যগণ যুদ্ধার্থে উপগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বলিবে, তোমাদিগের যাহা অভীষ্ট, তাহা আমি সম্পুর্ণ-রূপে সম্পন্ন করিব; —দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী সমুদয় রাজা ও রাজপুত্রগণ শস্ত্র-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া সদ্গতি লাভ করিবেন।

ভগবদ্বাক্যে দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪২॥

সঞ্জয় কহিলেন, কেশবের ঐ হিতকর শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ তাঁহাকে যথোচিত পূজা-পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাবাহো! তুমি জানিয়া শুনিয়াও কি নিমিত্ত আমাকে সম্মোহিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ভূমণ্ডলের এই যে সম্যক্ বিনাশ উপস্থিত হইতেছে, ইহার কারণ কেবল শকুনি, আমি, দুঃশাসন, আর রাজা দুর্য্যোধন। হে কৃষ্ণ! কুরু পাণ্ডবদিগের যে ঘোরতর মহৎ যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। বসুন্ধরা ইহাতে অবশ্যই রুধির কর্দ্দমে পঙ্কিলা হইবে। দুর্য্যোধনের বশানুবর্ত্তী যাবতীয় রাজা ও রাজপুত্রগণ সমর-ক্ষেত্রে শস্ত্রাগ্নি-দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিশ্চয়ই শমন-ভবন প্রাপ্ত হইবেন। হে মধুসূদন! রোমাঞ্চকর বহুবিধ দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত এবং বিষমতর সুদারুণ উৎপাত-সমস্ত নিরন্তর দৃষ্ট হইতেছে। তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় আর যুধিষ্ঠিরের বিজয় স্পষ্ট-রূপেই সূচিত হইতেছে। হে বার্ষ্ণেয়! দেখ, তীক্ষ্ণ গ্রহ মহাদ্যুতি শনৈশ্চর প্রাণিপুঞ্জের সমধিক পীড়া-জননার্থে প্রজাপতি-দৈবত রোহিণী-নক্ষত্রকে পীড়িত করিতেছেন। মঙ্গল বক্রভাবে জ্যেষ্ঠাতে সঞ্চরিত হইয়া মিত্রকুলের সংহারার্থেই যেন মিত্র-দৈবত অনুরাধা নক্ষত্রের সহিত সঙ্গম প্রার্থনা করিতেছেন। হে কৃষ্ণ! রাহুগ্রহ আবার চিত্রাকে বিশেষ রূপে পীড়িতা করিতেছেন, সুতরাং নিশ্চয়ই কুরুগণের মহাভয় উপস্থিত হইল। চন্দ্রের অন্তর্গত চিহ্ন ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ যথাস্থান হইতে বিচলিত হইয়াছে। রাহু সর্ব্বদাই সূর্য্যের সন্নিহিত হইতেছে। এই কম্পযুক্ত উল্কা-সমস্ত আকাশ হইতে নির্ঘাতের সহিত নিপতিত হইতেছে। মাতঙ্গগণ অনবরত অনিষ্ট-ধ্বনি করিতেছে এবং তুরঙ্গ-সকল পানীয় বা ওদনের প্রতি আদর না করিয়া অকারণ অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। হে মাধব! নিমিত্তবেদী পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই সমস্ত দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব হইলে বহুল জীব-সংহারক দারুণ ভয় উপস্থিত হয়। হে মহাবাহো মধুসূদন! দুর্য্যোধনের সমগ্র-সৈন্য-মধ্যে কি অশ্ব, কি গজ, কি মনুষ্য, সকলেরই অল্প ভোজনেও প্রভূত পুরীষ দৃষ্ট হইতেছে। বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ ইহাকে কেবল পরাভবেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

হে কৃষ্ণ! এ দিকে পাণ্ডবদিগের বাহনগণ বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট এবং মৃগাদি সমস্ত তাঁহাদিগের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনাগমন করে; এ কেবল তাঁহাদিগের বিজয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু দুর্য্যোধনের বামভাগ দিয়া মৃগ-সকলের গতিবিধি হয় এবং অমানুষী বাণী-সমস্ত অনুক্ষণ শ্রুত হইতে থাকে; তাহা পরাভবেরই লক্ষণ। পবিত্র পক্ষী ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর-নিকর পাণ্ডব-

দিগের অনুগামী হইতেছে; কিন্তু কৌরবগণের পশ্চাতে গৃধ্র, কাক, বক, শ্যেন, রাক্ষস, বৃক ও মক্ষিকা-সমূহ অনুসরণ করিতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে ভেরী সকলেরও শব্দ নাই, কিন্তু পাণ্ডবদিগের পটহ-সমস্ত আহত না হইয়াও নিনাদিত হইতেছে। হে মাধব! দুর্য্যোধনের স্কন্ধাবারে কূপাদি-জলাশয়-সমস্তও যেন মহাবৃষভের ন্যায় শব্দ বিস্তার করিতেছে; দেবগণ অনুক্ষণ মাংস-শোণিত বর্ষণ করিতেছেন; অকস্মাৎ সুন্দর দীপ্তিশীল মনোহর প্রাকার পরিঘ বপ্র ও তোরণ-বিশিষ্ট গন্ধর্ব্ব-নগর আবির্ভূত হইতেছে; তথায় কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড পরিঘ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে; উদয় ও অস্ত উভয় সন্ধ্যাই মহৎ ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে; এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক চরণ-বিশিষ্ট বিকটাকার বিহঙ্গ-সকল ঘোরতর শব্দ করত ভয়ঙ্কর দর্শন বিস্তার করিতেছে; শিবা-সকল অহর্নিশি বিষমতর অশিব রব করিতেছে; কৃষ্ণবর্ণ গ্রীবা ও রক্তবর্ণ পাদযুক্ত ভয়ানক পক্ষি-সমস্ত সন্ধ্যাভিমুখে গমনাগমন করিতেছে; সৈনিকেরা প্রথমত ব্রাহ্মণগণকে পশ্চাৎ গুরু ও ভক্তিযুক্ত ভৃত্যবর্গকেও দ্বেষ করিতেছে। হে মধুসূদন! এ সমস্তই পরাভবের লক্ষণ। দুর্য্যোধনের সেনা-সন্নিবেশ-স্থলে পূর্ব্বদিক্ লোহিতাকার ধারণ করিয়াছে; শস্ত্রের বর্ণের ন্যায় দক্ষিণ দিকের বর্ণ হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকের বর্ণ অপক্ব-মৃত্তিকা-পাত্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। সকল দিক্‌ই প্রদীপ্ত হইয়া কেবল দুর্য্যোধনের অসামান্য ভয়ের বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

হে অচ্যুত! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্র-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি প্রাসাদোপরি অধিরোহণ করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই অত্যুৎকৃষ্ট-বসনে বিভূষিত এবং শ্বেতবর্ণ-উষ্ণীষে সুশোভিত দৃষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের আসন-সমস্তও শুভ্রবর্ণ বোধ হইল। হে জনার্দ্দন কৃষ্ণ! তৎকালে ইহাও দেখিয়াছিলাম, যেন রুধিরপঙ্কে কলুষিতা ধরিত্রীকে তুমি অস্ত্রজালে পরিক্ষিপ্তা করিতেছ এবং অমিত-তেজা যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরে আরূঢ় হইয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে সুবর্ণ-পাত্রে ঘৃত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন। আরও দেখিলাম, যুধিষ্ঠির সমগ্র-বসুন্ধরাকে গ্রাস করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে, তিনি তোমার প্রদত্ত অখণ্ড মহীমণ্ডল সম্ভোগ করিবেন। যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, ভীষণকর্ম্মা নরব্যাঘ্র বৃকোদরও যেন সমুন্নত-শৈল-শিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক গদা-হস্তে লইয়া অবলীলা-ক্রমে অবনীকে কবলিতা করিতেছিলেন। ইহাতেও বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে, তিনি মহাসংগ্রামে আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবেন। হে হৃষীকেশ! যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই যে জয় হইয়া থাকে, তাহা আমার বিদিত আছে। হে কৃষ্ণ! গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুরবর্ণ বারণোপরি আরোহণ করত পরম শোভায় উদ্ভাসমান দৃষ্ট হইয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! ঐ ব্যাপারের মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তোমরা যে সমর-মধ্যে দুর্য্যোধন-প্রভৃতি অখিল পার্থিব-কুলের সংহার-সাধন করিবে, তাহাতে কি আর আমার সংশয় হইতে পারে? হে হৃষীকেশ! দেখিলাম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি, এই তিন নরশ্রেষ্ঠ মহারথেরা শুক্লবর্ণ কেয়ুর, কবচ, মাল্য ও অম্বরে বিভূষিত হইয়া উত্তম নরযানে অধিরোহণ-পূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাদিগের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র-সমস্ত ধৃত হইয়াছে। হে জনার্দ্দন কেশব! দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যেও অশ্বত্থামা কৃপ ও যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা, এই তিন ব্যক্তিকে শ্বেতোষ্ণীষ ধারণ করিতে দেখিলাম; তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত পার্থিবেরই রক্তবর্ণ শিরোবেষ্টন দৃষ্ট হইল। হে মহাবাহো মাধব! মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে এবং দুর্য্যোধনকে সমভিব্যাহারে লইয়া উষ্ট্র-যোজিত যানারোহণে যেন দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা অচির-

কাল-মধ্যেই শমন-সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিব। হে জনার্দ্দন! আমি, রাজন্যবর্গ ও সেই সেই ক্ষত্রিয় মণ্ডল, আমাদের সকলকেই যে গাণ্ডীবানলে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাতে আর আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কর্ণ! যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন বসুধা-রাজ্যের নিশ্চয়ই বিনাশ উপস্থিত হইল। হে ভ্রাতঃ! সর্ব্ব-ভূতের সংহার-সময় সন্নিহিত হইলে, সুনীতির ন্যায় প্রতীয়মানা বাস্তবিক দুর্নীতি কদাপি হৃদয় হইতে অপসারিতা হয় না।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! যদি আমরা এই বীরবংশ-ধ্বংসকর মহাসমর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত থাকিতে পারি, তবেই তোমার সহিত পুন-রায় সাক্ষাৎ করিব, নচেৎ স্বর্গধামে আমাদিগের নিশ্চয় সঙ্গম হইবে। হে অনঘ! ইদানীং সেই স্থলেই তোমার সহিত আমাদিগের মিলিত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাধাতনয় কর্ণ মাধবকে এই কথা বলিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া রথপ্রস্থ হইতে অবতীর্ণ হই-লেন; পরে সুবর্ণ-ভূষিত স্বকীয় রথে আরোহণ করিয়া দীন-মানসে আমাদিগের সহিত প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সাত্যকি-সহচর কৃষ্ণ "চল চল" সারথিকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিয়া অবিলম্বেই প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণ-কর্ণ-সংবাদে ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪৩॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ, কর্ণকে অনর্থক অনু-নয় করিয়া কুরুমণ্ডল হইতে পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিলে, বিদুর পৃথা-দেবীর সন্নিহিত হইয়া মন্দ মন্দ স্বরে শোক করত কহিতে লাগিলেন, হে জীবপুত্রি! যুদ্ধঘটনা না হওয়াই আমার যে নিত্য অভিমত, তাহা আপনকার বিদিত আছে; পরন্তু আমি সহস্র সহস্রবার চীৎকার করিলেও দুর্য্যোধন কোন ক্রমেই আমার বাক্য গ্রহণ করে না। রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, পাঞ্চাল, কৈকয়, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি-প্রভৃতি সহায়-সম্পন্ন এবং অসাধারণ বলবান্ হইয়াও স্বরাজ্য পরিহার-পূর্ব্বক উপপ্লব্য-নগরে অবস্থিত রহিয়াছেন, তথাপি জ্ঞাতি-সৌহার্দ্দ-প্রযুক্ত দুর্ব্বলের ন্যায় হইয়া কেবল ধর্ম্মেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। পরন্তু এই অন্ধ-রাজ ধৃতরাষ্ট্র গতবয়স্ক হইয়াও কোন প্রকারে শান্ত হইতেছেন না; পুত্রমদেই মত্ত হইয়া কেবল অধর্ম্ম-মার্গে বিচরণ করিতেছেন। ফলত জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ব্বুদ্ধি ক্রমে ইহাঁদের পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে। যথার্থ ধর্ম্মনিষ্ঠের প্রতি যাহারা অধর্ম্ম করিয়া ঈদৃশ বিদূষিত কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিয়াছে, তাহাদিগের সেই অধর্ম্ম অবশ্যই ফলানুবন্ধী অর্থাৎ বিনাশ-জনক হইবে। আহা! কৌরবেরা বল-পূর্ব্বক ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে, কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার না হইতে পারে! হে দেবি! কৃষ্ণ যখন সন্ধি করিতে না পারিয়া প্রতি-গমন করিলেন, তখন পাণ্ডবেরা সংগ্রামের সমু-দ্যোগ করিবেন; পশ্চাৎ কুরুগণ-কৃত-অনয়ের বীর-ধ্বংসরূপ ফল নিঃসন্দেহ ফলিত হইবে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি, কি দিন কি রাত্রি, কোন সময়েই নিদ্রালাভ করিতে পারি না।

পরম-হিতৈষী বিদুরের এই কথা শ্রবণে কুন্তী দুঃখার্ত্তা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে লাগিলেন, হা! অর্থ কি অনর্থের মূল! ইহার নিমিত্ত এই মহান্ জ্ঞাতি-বধ উপস্থিত হইল; অতএব সর্ব্বথাই ইহাকে ধিক্! এই যুদ্ধে সুহৃদ্বর্গেরই পরাভব হইবে। পাণ্ডবগণ, চেদি, পাঞ্চাল ও যাদব সকলে সমবেত হইয়া কৌ-রবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহার পর অধিক

দুঃখের বিষয় আর কি আছে! সংগ্রামে আমি নিশ্চয়ই দোষ দৃষ্টি করিতেছি এবং যুদ্ধ না করাতেও অস্মৎপক্ষের পরাভব দেখিতেছি; কেন না অর্থহীন ব্যক্তির মরণই মঙ্গল এবং অসংখ্য জ্ঞাতিবধ-দ্বারা যে জয়-লাভ করা তাহাও শ্রেয়স্কর নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণে প্রবল দুঃখপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যোধপতি শান্তনু-নন্দন পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ, ইহাঁরা দুর্য্যোধনের সহায়ভূত থাকিয়া আমার সমধিক ভয়বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু বোধ হয়, শিষ্যপ্রিয় আচার্য্য কখনই ইচ্ছাপূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন না; পিতামহই বা কি বলিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ না করিবেন? তবে মিথ্যাদর্শী একমাত্র কর্ণই যাবতীয় অনিষ্টের মূল হইতেছে। ঐ পাপাত্মা, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের মোহানুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষ করে; যাহাতে তাহাদিগের অনর্থ ঘটে, তদ্বিষয়েই অতিমাত্র নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকে; বিশেষত সে স্বয়ং অতিশয় বলবান্; সুতরাং সম্প্রতি তাহার দুশ্চরিত্রই আমার অন্তর্দাহের কারণ হইতেছে। অতএব অদ্য আমি তাহার নিকটে গমন করিয়া নিগূঢ় তথ্য বিষয় সমস্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক, যাহাতে পাণ্ডবদিগের প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করি। যে রূপে তাহার জন্ম হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বিশেষ করিয়া বর্ণন করিব। যৎকালে আমি পিতৃ-ভবনে কুন্তিভোজরাজের অধীনে অন্তঃপুর-মধ্যে বাস করিতাম, তখন ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি আমার সেবায় সন্তোষিত হইয়া একটি মন্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক আমারে এই বর দিয়াছিলেন, "তুমি সন্তান-কামনায় যে কোন দেবতাকে ইচ্ছা হয়, এই মন্ত্র-বলে নিকটে আহ্বান করিতে পারিবে"। সেইরূপ বিচিত্র বরলাভ করিয়া আমি স্ত্রীস্বভাব-সুলভ, চপলতা-হেতুক, বিশেষত বালভাবপ্রযুক্ত অস্থির অন্তঃকরণে বারম্বার বহুপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন্ত্রের বলাবল এবং ব্রাহ্মণের বাক্য-বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল; পরন্তু তৎকালে বিশ্বাসপাত্রী ধাত্রী কর্ত্তৃক সংরক্ষিতা এবং সখীবৃন্দে পরিবৃতা থাকায়, বিশেষত 'কিরূপে দোষের পরিহার হয়, কিপ্রকারে পিতার অপবাদ না হয়, কিসে আমার সুকৃত হইতে পারে, কি প্রকারেই বা আমি অপরাধিনী না হই' এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুলিতা হওয়ায় এক এক বার উক্ত সংকল্প হইতে পরাঙ্মুখী হইতে লাগিলাম। পরিশেষে একান্ত কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া দুর্ব্বাসাকে নমস্কার-পূর্ব্বক বালিশতা-প্রযুক্ত কন্যা-কালেই সেই লব্ধমন্ত্র উচ্চারণ করত সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলাম। অতএব যে ব্যক্তি কন্যাকালে মদীয় গর্ভে উৎপন্ন হইয়াও পুত্রবৎ পরিরক্ষিত হইয়াছিল, অধুনা সে আপন ভ্রাতৃগণের হিতকর মদুক্ত পথ্য-বাক্য কি নিমিত্ত রক্ষা না করিবে? কুন্তী এইরূপ উত্তম কার্য্য-নিশ্চয় ও প্রয়োজন অবধারণ করিয়া কর্ণের উদ্দেশে ভাগীরথী-তীরে গমন করিলেন। তথায় সেই পরম দয়ালু সত্যব্রত মহাবীর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া পূর্ব্বমুখে বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক জপ করিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার দুঃখিনী জননী সন্নিহিতা হইয়া, জপাবসানে স্বকার্য্য-সাধনের প্রতীক্ষায় তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মানা থাকিলেন। বৃষ্ণিবংশসম্ভূতা পাণ্ডুরাজ-গৃহিণী সুকুমারী পৃথাদেবী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে সন্তাপিতা হওয়ায় পরিশুষ্ক কমল-মালার ন্যায় ম্লানবর্ণা হইয়া পরিশেষে কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ধার্ম্মিকবর যতব্রত অমিত-বলশালী মহামানী মহাতেজা দিনকর-তনয় কর্ণ, যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ-রূপে পৃষ্ঠদেশ সন্তপ্ত না হইল, সে পর্য্যন্ত জপ করিয়া পরে পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক দেখিলেন, কুন্তীদেবী দণ্ডায়মানা। অকস্মাৎ তাঁহারে দৃষ্টি করায় তিনি সবিস্ময়-

চিত্তে কৃতাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া যথা ন্যায়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক তৎকাল সমুচিত পশ্চাদ্ভুক্ত-রূপে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

কুন্তী-কর্ণ-সমাগমে চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৪ ॥

কর্ণ কহিলেন, আমি রাধা ও অধিরথের আত্মজ কর্ণ, আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আপনি কি নিমিত্ত আমার নিকটে আসিয়াছেন, কি করিতে হইবে, ব্যক্ত করুন।

কুন্তী কহিলেন, কর্ণ! তুমি কৌন্তেয়, রাধেয় নহ; অধিরথও তোমার পিতা নহেন; তুমি সূতকুলে উৎপন্ন হও নাই। আমি তোমার জন্মের যে নিগূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতেছি, তাহাই নিশ্চয় বলিয়া জান। হে পুত্রক! আমি কন্যাবস্থায় প্রথমেই তোমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সুতরাং তুমি আমারই কানীন পুত্র, কুন্তিরাজ-ভবনে উৎপন্ন হইয়াছ। হে শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কর্ণ! এই যে সকল-লোক-প্রকাশকারী ভগবান্ ভানুমান্ নিত্যকাল গগণ-মণ্ডলে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই তোমারে মদীয় গর্ব্ভে জন্ম প্রদান করিয়াছেন। হে দুর্দ্ধর্ষ পুত্র! আমার পিতৃ-সদনে তুমি দেবকুমার-সমুচিত অসীম শোভাসমন্বিত মনোহর কুণ্ডল ও কবচে বিভূষিত হইয়া মদীয় গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলে। এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত পরিচয় না থাকায় তুমি যে মোহ-প্রযুক্ত দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ত্বাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির তাহা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হইতেছে না। হে পুত্র! মানব-ধর্ম্ম-নিরূপণে পণ্ডিতেরা পিতৃবর্গের এবং একমাত্র স্নেহরস-দর্শিনী জননীর সন্তোষ সম্পাদন করাকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। অতএব গর্ব্ভধারিণীর তুষ্টিসাধন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে। পূর্ব্বে অর্জ্জুনের উপার্জ্জিতা যে রাজলক্ষ্মী লোভবশম্বদ অসাধুগণ-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল, তুমি যুধিষ্ঠিরের সেই রাজশ্রী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া উপভোগ কর, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট তুষ্টি লাভ হয়। কৌরবেরা অদ্য কর্ণার্জ্জুনের সমাগম সন্দর্শন করুক। ঐ অসাধু পামরগণ তোমাদিগকে সৌভ্রাত্রসূত্রে সম্বদ্ধ দেখিয়া অবনতি স্বীকার করুক। লোকমধ্যে রাম কৃষ্ণের নাম যেমন একত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে, কর্ণার্জ্জুনের নামও অদ্যাবধি সেইরূপ মিলিত-ভাবে প্রচারিত হউক। আহা! তোমরা উভয়ে একাত্মা হইলে ইহলোকে তোমাদিগের আর কি অসাধ্য থাকিতে পারে?

হে কর্ণ! তুমি পঞ্চ সহোদরে পরিবৃত হইলে, মহাযজ্ঞস্থলীয় বেদীর উপরে অমরগণ-পরিবৃত প্রজাপতির ন্যায়, অবশ্যই সুশোভিত হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি সর্ব্বগুণে উপপন্ন এবং মদীয় সমস্ত শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণ-মধ্যে জ্যেষ্ঠ; অতএব "সূতপুত্র" এ শব্দটি তোমাতে যেন আর কখনই প্রযুক্ত না হয়; তুমি বীর্য্যবান্ পার্থ।

কুন্তী-বাক্যে পঞ্চচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৫ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কর্ণ সূর্য্য-মণ্ডল-বিনির্গতা একটি স্নেহময়ী আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর পুত্রস্নেহের বশম্বদ হইয়া স্বয়ং সেই সারবতী ভারতী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সে বাক্য এই "হে কর্ণ! কুন্তী সত্য কথাই কহিয়াছেন; তুমি নিঃসংশয়-চিত্তে জননীর ঐ বাক্য প্রতিপালন কর। হে নরশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বতোভাবে তদনুযায়ী আচরণ করিলে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে"।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জননী কুন্তী এবং জনক স্বয়ং সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলেও সত্যনিষ্ঠ কর্ণ বীরের মতি কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না। তিনি মাতাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়ে! আপনি যে বলিলেন, আপনকার আজ্ঞা প্রতিপালন করাই আমার ধর্ম্মের দ্বার-স্বরূপ, এ কথায়

আমি শ্রদ্ধা করিতে পারি না। হে মাতঃ! জন্মিবা-মাত্র আমারে বিসর্জ্জন দিয়া আপনি প্রাণ-বিনাশ-কর যেরূপ ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আমার যশ কীর্ত্তি সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি যদি ক্ষত্রিয়-কুলেই জন্মিয়া থাকি, তথাপি আপনকার নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের সমুচিত কোন সংস্কারই প্রাপ্ত হই নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন শত্রুও কি আপনকার অপেক্ষা অধিকতর অহিতাচরণ করিতে পারে? কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি আমাকে দয়া করিবার সময়ে দয়া না করিয়া,—বিধিবিহিত সর্ব্ব-প্রকার আচার ও সংস্কারে বিবর্জ্জিত রাখিয়া, এক্ষণে আজ্ঞা-পাশে নিবদ্ধ করিতে যত্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে যখন আপনি জননীর ন্যায় আমার কোন প্রকার হিত চেষ্টাই করেন নাই, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কেবল আত্ম-হিতৈষিণী হইয়াই এক্ষণে পুত্র বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতেছেন। কৃষ্ণ-সহচর ধনঞ্জয় হইতে কোন্ ব্যক্তি ভয়-পীড়িত হইতে না পারে? সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের সভায় বা সংগ্রামে গমন করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা আমাকে ভীত বলিয়া অবধারিত না করিবে? পূর্ব্বে আমি তাহাদিগের ভ্রাতা বলিয়া বিদিত ছিলাম না, এক্ষণে যুদ্ধকালে প্রকাশিত হইয়া যদি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে সমগ্র ক্ষত্রিয়-মণ্ডল আমাকে কি বলিবে? বিশেষত যাহাতে আমার সুখ হইতে পারে, এরূপ সর্ব্ব প্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদান-পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ আমাকে যে এ পর্য্যন্ত যার পর নাই পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই বা এক্ষণে কি বলিয়া বিফল করিতে পারি? শত্রুবর্গের সহিত বৈর-বন্ধন করিয়া যাঁহারা নিত্যকাল আমার উপাসনা করিতেছেন এবং বসুগণ যেমন বাসবকে নমস্কার করেন, সেইরূপ সর্ব্বদাই আমার নিকটে বিনম্র-ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; যাঁহারা মদীয় পরাক্রম ও বীর্য্যবল-সহকারেই শত্রু-সংহারে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশংসা করিতেছেন; তাঁহাদিগের সেই মনোরথ আমি কি প্রকারে ছিন্ন করিতে পারি? ঘোরতর দুস্তর সমর সাগরের পার পাইবার আশয়ে যাঁহারা আমাকে তরণী-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছেন, অধুনা কি বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই? যাহারা দুর্য্যোধনের উপজীবী, তাহাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মের এই প্রকৃত কাল উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এ সময়ে আমি প্রাণ-পরিরক্ষণের প্রত্যাশা না রাখিয়া অবশ্যই তাঁহার প্রত্যুপকারার্থে যুদ্ধ করিব। যে সমস্ত অস্থির-চিত্ত নরাধমেরা প্রভু-সন্নিধানে চিরকাল উৎকৃষ্ট ভরণ পোষণ প্রাপ্তে কৃতকৃত্য হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তৎকৃত উপকারের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া অনায়াসে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, সেই ভর্ত্তৃ-পিণ্ডাপহারী অবিশ্বাসী কৃতঘ্ন মহাপাতকিগণের না ইহলোক, না পরলোক, কিছুই থাকিতে পারে না।

হে জননি! আপনাকে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ নিমিত্ত আমি যাবতীয় বল ও শক্তি বিস্তার-পূর্ব্বক আপনকার নন্দনগণের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব। দয়া, ধর্ম্ম ও সৎপুরুষ-সমুচিত বিশুদ্ধ-চারিত্র আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবেক; অতএব যথার্থ হিতকর হইলেও সম্প্রতি আপনকার এ বাক্য কোন ক্রমেই প্রতিপালন করিতে পারি না। তবে আমার প্রতি আপনকার এ অনুরোধও নিষ্ফল হইবে না; আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আপনকার যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেব, এই চারি পুত্রের বিনাশ নিমিত্ত যত্ন করিব না। আপনকার নিকটে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সমরে যুধিষ্ঠিরাদি আমার সহনীয় ও বধ্য হইলেও কদাচ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার যুদ্ধ

হইবে; কেন না সমরে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিলেই আমি যথেষ্ট ফল লাভ করিব অথবা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া যশোযুক্ত হইব। হে যশস্বিনি! আপনকার পঞ্চ পুত্রের আর কদাচ বিনাশ হইবে না; কেন না অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে কর্ণকে লইয়া আপনকার পঞ্চ পুত্র থাকিবে, অথবা আমি মরিলে অর্জ্জুনের সহিত সেই পঞ্চ পুত্রই থাকিবে।

কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে কুন্তী দুঃখাবেগে কম্পিতকলেবরা হইয়া সেই অসীম-ধৈর্য্যশালী অবিচলিতচিত্ত মহাবীরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে পুত্রক! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই সম্ভবপর বোধ হইতেছে; এই উপস্থিত সংগ্রামে কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে; কি করা যায়, দৈববল সর্ব্বোপরি প্রবল। হে শত্রুকর্ষণ! তুমি যে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাটি যেন সম্যক্ রূপে প্রতিপালিতা হয়।

অনন্তর পৃথা কর্ণকে এই কথা বলিলেন, পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি অরোগী হইয়া কুশলে থাক। কর্ণও অবনত-মস্তকে তাঁহাকে 'যে আজ্ঞা' এই কথা বলিলেন; তৎপরে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দেশে গমন করিলেন।

কুন্তী-কর্ণ-সংবাদে কর্ণবিবাদ প্রকরণ ও ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৬ ॥

সৈন্যনির্য্যাণ প্রকরণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এ দিকে অরিন্দম কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে তথাকার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভাষণ ও পুনঃপুন মন্ত্রণা করিয়া পরিশেষে বিশ্রামার্থে তিনি স্বকীয় বাস-ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর দিনকর অস্ত-ভূধর-শিখর অবলম্বন করিলে, পাণ্ডবেরা পঞ্চ সহোদর, বিরাট-প্রভৃতি সমস্ত নরপতিগণকে বিদায় করিয়া কৃষ্ণের অনুধ্যান-পরায়ণ ও তদ্গত-মানস হইয়া অবিলম্বে তাঁহারে নিকটে আনয়ন-পূর্ব্বক পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি হস্তিনাপুরে গমন করিয়া সভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে কি কথা কহিয়াছিলে, তাহা বিশেষ করিয়া আমাদিগের নিকটে বর্ণন কর।

বাসুদেব কহিলেন, আমি হস্তিনায় গিয়া কুরু-সভা-মধ্যে দুর্য্যোধনকে, যাহা তথ্য, পথ্য ও হিত, তাহাই বলিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দুর্ম্মতি কোন ক্রমেই তাহা গ্রহণ করিল না।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিলেন, হে হৃষীকেশ জনার্দ্দন! দুর্য্যোধন উৎপথগামী হইলে, কুরুবৃদ্ধ পিতামহ সেই ক্রোধন-প্রকৃতি পাপাত্মাকে কিরূপ উক্তি করিলেন; ভরদ্বাজ-নন্দন মহাভাগ আচার্য্যই বা কি বলিলেন; পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারী কি কথা কহিলেন; আমাদিগের কনিষ্ঠ তাত, ধার্ম্মিকবর বিদুর, যিনি আমাদিগের নিমিত্ত সততই শোক-তাপে সন্তপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই বা দুর্য্যোধনকে কি বলিলেন এবং সভাসমাসীন সমস্ত ভূপালবর্গই বা কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন; তৎসমুদায় যথাক্রমে বর্ণন কর। হে কেশব! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সভাসদ-সমস্ত সভা-মধ্যে সেই কাম-লোভাভিভূত মন্দমতি প্রাজ্ঞমানী দুর্য্যোধনকে তাহার অপ্রিয়ভূত যে যে কথা কহিয়াছিলেন, সকলই তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়াছ, কিন্তু তৎসমুদায় আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; অতএব তাঁহাদিগের সেই বচনাবলি পুনরায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। হে বিভো গোবিন্দ! যাহাতে যোগ্য-কাল অতীত না হয়, তাহার সন্নিধান কর; হে তাত কৃষ্ণ! যেহেতু তুমিই একমাত্র আ-

মাদিগের গতি, তুমিই প্রভু এবং তুমিই গুরু-স্বরূপ হইয়াছ।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কুরু-সভা-মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন যে রূপ উক্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করুন। আমার যে কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা শ্রবণ করাইলে, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় হাস্য করিয়া উঠিল; তাহাতে ভীষ্ম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, হে দুর্য্যোধন! কুলের রক্ষা নিমিত্ত আমি তোমাকে এই যে কথা বলিতেছি, ইহা সম্যক্ রূপে বোধগম্য কর। হে রাজশার্দ্দূল! তাহা শ্রবণ করিয়া স্ব কুলের হিত-সাধনে যত্নবান্ হও। হে তাত! আমার পিতা শান্তনু লোক-বিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম। পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়াই গণনা করেন না; একারণ আর একটি পুত্রের নিমিত্ত পিতার একান্ত ইচ্ছা হইল। 'কিসে আমার কুলের উচ্ছেদ না হয়, কি প্রকারেই বা আমার যশ বিস্তৃত হয়' এইরূপ চিন্তাই তাঁহার ঐ ইচ্ছার মূলীভূত কারণ। জনকের উক্ত মনোরথ জানিতে পারিয়া আমি ব্যাসদেব-জননী কালীকে আপন মাতৃ-স্বরূপে আহরণ করিলাম। কুলরক্ষা এবং পিতার অভিলাষ পূরণার্থে আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলাম। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যে রাজা হইতে পারি নাই এবং চিরকাল ঊর্দ্ধরেতা হইয়া রহিয়াছি, তাহা তোমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। রাজ্যপদ প্রাপ্ত হই নাই বলিয়া আমার কোন কালেই বিষাদ বা পরিতাপের আবির্ভাব হয় নাই। স্বকৃত প্রতিজ্ঞাপালন করত আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট-চিত্তে জীবন ধারণ করিতেছি।

হে রাজেন্দ্র! কালক্রমে ঐ সত্যবতী জননীর গর্ভে কুরুকুল-ধুরন্ধর ধার্ম্মিকবর মহাবাহু বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল। পিতার স্বর্গলাভ হইলে, আমি ঐ অসীম-শ্রীসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইলেন, আমি অধশ্চর থাকিয়া তাঁহার পোষ্য হইয়া রহিলাম। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত কন্যা আহরণ করিয়া বিবাহ দিলাম। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমাকে যে বহুল পার্থিব-কুলকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, তাহা তুমি বহু বার শ্রবণ করিয়াছ। অনন্তর আমি পরশু-রামের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে প্রজাকুল ভয়ব্যাকুল হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে প্রবাসিত করিল। অবোধ ভ্রাতা স্ত্রীসঙ্গে সাতিশয় আসক্ত হওয়ায় অচিরেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। এইরূপে কুরু-রাজ্য অরাজক হইলে, যখন সুরেশ্বর বারি-বর্ষণে বিরত হইলেন, তখন প্রজাগণ ভয় ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া মৎসন্নিধানে সত্বর প্রধাবিত হইল। সকলে সমবেত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "হে শান্তনু-কুলবর্দ্ধন! রাজ-বিবর্জ্জিত হওয়ায় আপনকার প্রজা-সমুদায় সংহার-দশায় উপনীতপ্রায় হইল; অতএব আমাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত অধুনা আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনকার প্রসাদে আমাদিগের ঈতি অর্থাৎ শস্যহানিকর অনাবৃষ্টি-প্রভৃতির অপনোদন হউক। হে গাঙ্গেয়! সুদারুণ ব্যাধি-নিকর-দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় সমস্ত প্রজাপুঞ্জ অল্পাবশিষ্ট হইয়াছে; যাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছে, তাহা-দিগেরই পরিত্রাণার্থে মনোনিবেশ করুন। হে বীর! অধুনা আপনকার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার উপশম হইবার আর উপায়ান্তর নাই; অতএব কৃপা বিতরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা-পালন করুন; আপনি জীবিত থাকিতে যেন সমস্ত সাম্রাজ্যের বিনাশ উপস্থিত না হয়"।

প্রজাগণ এইরূপ বহুতর কাতরোক্তি প্রকাশ করিলেও আমার সুস্থির-চিত্ত কিছুমাত্র ক্ষোভিত বা বিচলিত হইল না। সাধুগণ-চরিত সদাচার স্মরণ করিয়া আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষণেই তৎপর

থাকিলাম। তখন সমস্ত পুরবাসি-বর্গ, আমার বিমাতা কল্যাণময়ী কালী, ভৃত্য, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহু-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, সকলেই অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া আমাকে রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করত কহিলেন, হে মহামতে! আমাদিগের হিতার্থে তুমি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ কর; তুমি বিদ্যমান থাকিতেও তোমার পিতামহ প্রতীপ মহারাজের রক্ষিত এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়!

তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে আমি অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে পুনঃপুন নিবেদন করিলাম, আমি পিতার গৌরব এবং কুলের রক্ষার্থে রাজত্ব-রহিত ও উর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অধুনা কি প্রকারে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি? সামান্যত সকলকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক মাতাকেও এই বলিয়া বারংবার প্রসাদিতা করিলাম, জননি! আমি আপনকার নিমিত্তই উক্ত রূপ দুশ্ছেদ্য প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, অতএব আপনি আর আমাকে রাজ্যভার গ্রহণের আজ্ঞা করিবেন না। হে অম্ব! কুরুবংশ-সম্ভূত বিশেষত শান্তনুর ঔরসে উৎপন্ন হইয়া আমি কি বলিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব? শুদ্ধ আপনকার নিমিত্তই আমি যখন ঐ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়াছি, তখন আপনিই বা কি বলিয়া উহা উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দেন? অতএব হে সুতবৎসলে! আপনকার প্রেষ্য ও দাস-স্বরূপ হইলেও আমি এ আজ্ঞাটি কোন মতেই প্রতিপালন করিতে পারি না।

মহারাজ! আমি মাতা ও পৌরজন-বর্গকে এইরূপে অনুনয় করিয়া পরিশেষে ভ্রাতৃ-জায়ার গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত মহামুনি ব্যাসদেবকে প্রার্থনা করিলাম। সে জন্য জননীও তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। হে ভরতসত্তম! মুনিবর আমাদিগের প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া তিনটি পুত্র উৎপন্ন করিলেন। তন্মধ্যে তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও ইন্দ্রিয়-বৈকল্য-হেতুক রাজা হইতে পারেন নাই। সকল-লোক-বিখ্যাত মহাত্মা পাণ্ডুই রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পুত্রেরা অবশ্যই তাঁহার উত্তরাধিকারী। অতএব হে বৎস! অনর্থক কলহ করিও না, রাজ্যের অর্দ্ধ অংশও পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি জীবিত থাকিতে কোন্ ব্যক্তি রাজ্যশাসনে সমর্থ হইতে পারে? অতএব কদাচ আমার বাক্যে অনাস্থা করিও না; আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগের কেবল শান্তি ইচ্ছা করিতেছি। তোমার ও তাহাদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আমি তোমাকে যেরূপ উপদেশ করিলাম, তোমার জনক জননী ও বিদুরেরও এই মত। হে তাত! বৃদ্ধগণের বাক্য অবশ্যই শ্রোতব্য; অতএব আমার এই কথায় কোন শঙ্কা না করিয়া আপনার ও অখিল ভূমণ্ডলের মঙ্গল-সাধন কর; নিরর্থক সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হওয়া কোন মতেই বিধেয় নহে।

কৃষ্ণ-বাক্যে সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৭ ॥

বাসুদেব কহিলেন, ভীষ্ম উক্ত রূপ কহিয়া নিরস্ত হইলে, বচনক্ষম দ্রোণাচার্য্য নৃপগণ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া আপনকার শুভকর এই বাক্য বলিলেন, হে তাত! প্রতীপ-নন্দন শান্তনু যেমন কুলরক্ষার্থে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং তদীয় পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম কুলরক্ষা নিমিত্ত যেরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন, সেইরূপ সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডু-নরপতিও কুরুকুলের ধুরন্ধর ছিলেন। সেই সমাধিনিষ্ঠ, সুব্রত-পরায়ণ ধর্ম্মাত্মা স্বয়ং রাজা হইয়াও অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র এবং কনিষ্ঠ বিদুরকে স্বকীয় রাজ্যপদ সমর্পণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ নরপতি পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া

ভার্য্যা-দ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থিত হইয়াছিলেন। তখন পুরুষব্যাঘ্র বিদুর স্বাভাবিক বিনীতভাবে অধস্তন থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় বালব্যজন হস্তে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং যাবতীয় প্রজাপুঞ্জও জনাধীশ্বর পাণ্ডুরাজের ন্যায় তাঁহাকে যথানিয়মে রাজ-সম্মান প্রদান করিতে থাকিল।

পরপুর-বিজয়ী পাণ্ডুরাজ ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের হস্তে রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া সকল মহীমণ্ডল পর্য্যটনে বহির্গত হইলে পর সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর কোষসঞ্চয়, দান, ভৃত্যবর্গের তত্ত্বাবধান ও ভরণ পোষণবিষয়ে নিযুক্ত থাকিলেন, আর পরপুরঞ্জয় মহাতেজা ভীষ্ম সন্ধি-বিগ্রহাদি বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া রাজগণ-সন্নিধানে দানাদানাদি কার্য্য সকলের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল-সম্পন্ন নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনে আরূঢ় হইলে, মহাত্মা বিদুর সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন। অতএব হে জনাধিপ! তুমি সেই ধৃতরাষ্ট্রের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কি বলিয়া কুল-ভেদ-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছ? তাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার-পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া অনুত্তম ভোগ-সমস্ত উপভোগ কর। হে রাজসত্তম! যুদ্ধ-ভীরুতা বা অর্থ-লালসাহেতুক আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি, কদাচ এরূপ বিবেচনা করিও না; ভীষ্মের প্রদত্ত অর্থই আমি ভোগ করিতেছি, তোমার দত্ত নহে। হে জনাধিপ! তোমার নিকটে জীবনোপায় প্রার্থনা করিতে আমার কখনই আকাঙ্ক্ষা হইবে না। হে শত্রুকর্ষণ! তুমি নিশ্চয় জান, ভীষ্ম যে দিকে, দ্রোণও সেই দিকে প্রস্থিত; সুতরাং যদি আমার মত গ্রহণ করিতে হয়, তবে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কর;—পাণ্ডুপুত্রদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দাও। হে তাত! আমি তোমার ও তাঁহাদিগের সমান আচার্য্য-কর্ম্ম করিয়াছি; অতএব উভয় পক্ষেই আমার সর্ব্বদা সমান স্নেহ। আমার নিকটে অশ্বত্থামা যেমন, শ্বেতবাহন ধনঞ্জয়ও সেইরূপ। ফলত বহুল বাক্য-ব্যয় করিবারই বা প্রয়োজন কি, যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়।

কৃষ্ণ কহিলেন, মহারাজ! অমিত-তেজা দ্রোণাচার্য্য এইরূপ কহিলে পর, সত্যপ্রতিজ্ঞ সকল-ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর বদন পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক ভীষ্মের মুখাবলোকন করত কহিতে লাগিলেন, হে দেবব্রত! আমি যাহা বলিতেছি, একবার নিবিষ্ট-চিত্তে বোধগম্য করুন। আপনি যে প্রনষ্ট কৌরব-বংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, সেই নিমিত্তই কি আমার ভূয়োভূয় বিলাপ ও আর্ত্তনাদের প্রতি উপেক্ষা করেন? নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে এই কুলদূষণ দুর্য্যোধন কে? ঈদৃশ দুর্ব্বিনীত পাপাত্মা কদাচ এ কুলের যোগ্য নহে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি ঐ লোভাভিভূত, অনার্য্য, অকৃতজ্ঞ, নষ্টমতির মতানুবর্ত্তন করিতেছেন! যে নরাধম ধর্ম্মার্থদর্শী জনকের শাসন অবহেলন করিতেছে, তাহার নিমিত্ত এই সমস্ত কৌরব-কুল যে নির্ম্মূল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব হে মহারাজ! যাহাতে সর্ব্বোচ্ছেদ না হয়, এখনও তাহার উপায় করুন। আপনি আমাকে, ধৃতরাষ্ট্রকে এবং অপরাপর সকলকেই যেন চিত্রার্পিত-পুত্তলিকার ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। হে মহাবাহো! প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে তাহার যেমন সংহার করেন, সেরূপ করা আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি স্বয়ং যে কুলের রক্ষা করিয়াছেন, সম্প্রতি তাহার আপাত-ধ্বংসদশা দৃষ্টি করিয়াও উপেক্ষা করিবেন না। অবশ্যম্ভাবী সংহার সময় উপস্থিত হইল বোধ করিয়া যদ্যপি আপনকার মতিভ্রংশ হইয়া থাকে, তবে আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া অরণ্যে প্রস্থান করুন, নতুবা অদ্যই এই খলবুদ্ধি সুদুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে অবিলম্বে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবগণ-পরিরক্ষিত ভারতরাজ্যের শাসন করুন। হে রাজশার্দ্দূল! দেখুন, কুরু ও পাণ্ডবগণের এবং অমিত-তেজস্বী ভূপাল-

নিচয়ের মহান্ বিধ্বংস বিলোকিত হইতেছে ; অতএব এখনও প্রসন্ন হউন।

বিদুর সুদীন-মানসে এইরূপ কহিয়া নিরস্ত হইলেন এবং অনুধ্যান-পরায়ণ হইয়া পুনঃপুন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর কুলনাশ-ভীতা সুবল-রাজ-নন্দিনী গান্ধারী নৃপগণ-সমক্ষে সেই অতি নৃশংস পাপমতি দুর্য্যোধনকে সম্বোধিয়া ক্রোধভরে ধর্ম্মার্থানুগত এইরূপ বাক্য উক্ত করিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! এই রাজসভা-মধ্যে যে সমস্ত নরাধিপ, ব্রহ্মর্ষিগণ ও অন্যান্য সভাসদ্‌বর্গ প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রবণ করুন, আমি তোর অপরাধের কথা ব্যক্ত করি ;— অমাত্যগণে পরিবৃত ও রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তুই যে কত দূর পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছিস্, তাহার সীমা নির্দ্দেশ করি। রে পাপবুদ্ধে! কুরুগণের রাজ্য আনুপূর্ব্ব ভোজ্য অর্থাৎ পর পর অধিকারি-ক্রমে ভোক্তব্য, ইহাই আমাদিগের ক্রমাগত কুলধর্ম্ম ; কিন্তু অরে নৃশংস-কর্ম্মন্! তুই দুর্নীতিপরতন্ত্র হইয়া সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক চিরন্তন কুরুরাজ্যের ধ্বংসবিধানে প্রবৃত্ত হইতেছিস্। অরে দুর্য্যোধন! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজন্মা দীর্ঘদর্শী বিদুর, ইহাঁরাই উভয়ে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এক্ষণে তুই মোহ-পরবশ হইয়া ইহাঁদিগকে অতিক্রম-পূর্ব্বক কি বলিয়া রাজত্ব প্রার্থনা করিস্? ভীষ্ম জীবিত থাকিতে মহানুভাব অন্ধরাজ ও বিদুর, ইহাঁরাও কদাপি স্বাধীন হইতে পারেন না। কিন্তু এই নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গঙ্গানন্দন ধর্ম্মপালনে সুনিশ্চল থাকিয়া রাজ্য-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই নিমিত্তই এই অপরিভবনীয় সাম্রাজ্য পাণ্ডুরাজের হস্তগত হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণ ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রভু হইতে পারে? শুদ্ধ পাণ্ডবেরাই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে, পিতৃপিতামহ-সম্বন্ধীয় এই সমগ্র রাজ্য-সম্পদের অধিকারী; আর কাহারও ইহাতে স্বত্ব নাই। অসীম-মনীষা-সম্পন্ন সত্যপ্রতিজ্ঞ কুরুকুল-মুখ্য মহাত্মা দেবব্রত যাহা বলিতেছেন, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া আমাদিগের তদনুযায়ী কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য,—স্বধর্ম্ম পরিপালন করত পাণ্ডবদিগকেই নিজ রাজ্য প্রদান করা বিধেয়। অন্ধরাজ ও বিদুর, ইহাঁরাও উভয়ে একবাক্য হইয়া মহাব্রত ভীষ্মদেবের অনুজ্ঞাক্রমে মদুক্ত এই বাক্যই ব্যক্ত করুন। তাহা হইলেই যথার্থ সুহৃদের কার্য্য এবং ধর্ম্মের পুরস্কার করা হয়। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ও পুরস্কৃত হইয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ন্যায়ানুগত এই কুরুরাজ্য ধর্ম্মানুসারে দীর্ঘকাল শাসন করুন।

কৃষ্ণ-বাক্যে অষ্টচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৮ ॥

বাসুদেব কহিলেন, মহারাজ! গান্ধারীর বাক্যাবসানে জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র রাজবৃন্দ-সন্নিধানে দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদি জনকের প্রতি তোমার ভক্তি থাকে, তবে তোমার কল্যাণের নিমিত্ত আমি যে কথা বলিতেছি, সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান কর। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দেখ, প্রথমে প্রজাপতি সোম কুরুবংশবর্দ্ধনের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন; নহুষাত্মজ যযাতি সোম হইতে ষষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার রাজর্ষি-প্রধান পঞ্চ পুত্র হয়; তন্মধ্যে মহাতেজা যদু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; সুতরাং তিনিই সকলের প্রভু ছিলেন। হে তাত! তাঁহার কনিষ্ঠ পুরু; তিনিই আমাদিগের বংশবর্দ্ধনকর্ত্তা। বৃষপর্ব্ব-রাজের দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ব্ভে তাঁহার জন্ম হয়। যদু দেবযানীর পুত্র এবং অমিত-তেজস্বী শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র। সেই মহাবীর হইতেই যাদব-কুলের উৎপত্তি হয়। দুর্ব্বুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া তিনি সম্পূর্ণ দর্প সহকারে সমস্ত ক্ষত্রিয়-মণ্ডলকে অবমানিত করিয়াছিলেন এবং বলগর্ব্বে বিমো-

হিত হইয়া জনকের শাসনও অবহেলন করিয়াছিলেন। সেই মহাবল-সম্পন্ন অপরাজিত যদু পিতাকে ও ভ্রাতৃবর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এই চতুঃসীমাবদ্ধ সমগ্র ভূমণ্ডলে বাহুবল বিস্তার-পূর্ব্বক অখিল মহীপালবৃন্দকে বশবর্ত্তী করত হস্তিনানগরে অবস্থিত হইয়াছিলেন। হে গান্ধারে! নহুষ-নন্দন যযাতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে শাপ প্রদান করিলেন এবং রাজ্য হইতেও অবরোপিত করিয়া দিলেন। নৃপসত্তম যযাতির আর যে তিন পুত্র ঐ বলদর্পিত জ্যেষ্ঠ তনয়ের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও রোষভরে অভিশপ্ত করিয়া পরিশেষে তিনি কনিষ্ঠ নন্দন পুরুকে স্বকীয় রাজ্যপদে নিবেশিত করিলেন। পুরু একান্ত বিনীত এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং কনিষ্ঠ হইয়াও স্বভাব-গুণে সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, কুপুত্র হইলে জ্যেষ্ঠও পরিত্যাজ্য হইয়া পিতৃ-রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া থাকে এবং বৃদ্ধোপসেবী কনিষ্ঠেরাও বিশদগুণনিকর-দ্বারা রাজত্ব প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ আরও একটি নিদর্শন দেখ, আমার প্রপিতামহ পৃথিবীপাল প্রতীপ সর্ব্ব-ধর্ম্মজ্ঞ ও ত্রিলোক-বিখ্যাত হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। হে তাত! সেই রাজসিংহের দেবকল্প মহাযশস্বী তিনটি পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে দেবাপি জ্যেষ্ঠ, বাহ্লীক দ্বিতীয়, আর আমার পিতামহ ধৃতিমান্ শান্তনু কনিষ্ঠ। রাজসত্তম মহাতেজা দেবাপি কোঠ-নামক কুষ্ঠরোগ-বিশেষ-দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকলেই দেবাপিকে অন্তঃকরণের সহিত প্রীতি করিত। ফলত তিনি পরম ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পিতৃসেবা-পরায়ণ, পৌর ও জানপদবর্গের প্রিয়পাত্র, সাধুগণের সৎকার-ভাজন, বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্ব্বলোকের হিত-কার্য্যে নিরত, জনক ও ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং মহাত্মা বাহ্লীক ও শান্তনুর প্রিয় ভ্রাতা ছিলেন। সেই একাত্ম-ভূত মহাত্মগণ-মধ্যে পরম সৌভ্রাত্র-ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান ছিল।

কালক্রমে নৃপসত্তম বৃদ্ধরাজ প্রতীপ শাস্ত্র-বিধানানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেক নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন;—অভিষেকের উপযোগী যাবতীয় মাঙ্গল্য দ্রব্য সমস্ত আহরণ করাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনবর্গ পৌর জানপদগণের সহিত একবাক্য হইয়া দেবাপির রাজ্যাভিষেক বিষয়ে আপত্তি উপস্থাপিত করত তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলেন। রাজা অভিষেক নিবারণ-বার্ত্তা শ্রবণে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া পুত্রের নিমিত্ত অতিশয় শোক করিতে লাগিলেন

এইরূপে দেবাপি বদান্য, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের প্রীতিপাত্র হইয়াও কেবল চর্ম্মদোষ-হেতুক রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভূপাল বিকলাঙ্গ হইলে দেবতাদিগের তুষ্টি হয় না, এই নিমিত্তই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অভিষেক বিষয়ে প্রতিষেধ করিয়াছিলেন। বিকল-দেহ রাজপুত্র দেবাপি, রাজাকে নিবারিত হইতে দেখিয়া শোক-সন্তপ্ত-মানসে অরণ্য আশ্রয় করিলেন। হে রাজন্! বাহ্লীক মাতামহের সমৃদ্ধিশালী রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বেই মাতুলকুলে অবস্থিত হইয়াছিলেন; সুতরাং পিতার পরলোকান্তে লোক-বিখ্যাত শান্তনুই বাহ্লীকের অনুজ্ঞা-ক্রমে রাজ্য-ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। হে ভারত! বাহ্লীক যেমন শান্তনুকে নিজ ভোগ্য রাজ্যপদ প্রদান করিয়াছিলেন, মতিমান্ পাণ্ডুও সেইরূপ সবিশেষ চিন্তা করিয়া আমাকে আপন রাজকার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। আমি জ্যেষ্ঠ হইলেও হীনাঙ্গ বলিয়া রাজত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলাম; সুতরাং কনিষ্ঠ হইয়াও পাণ্ডুই এই কুরু-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব হে অরিন্দম! এক্ষণে পাণ্ডু অবিদ্যমানে তদীয় পুত্রগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তির ইহাতে অধিকার হইতে পারে? আমি যে

রাজ্যের অংশী হইতে পারি নাই, তুমি কি বলিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা করিতেছ? তুমি রাজার পুত্র নহ এবং রাজ্যেরও অধিকারী নহ, কেবল দুরাশা-পরতন্ত্র হইয়া পরধন হরণে উদ্যুক্ত হইতেছ। মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র, সুতরাং রাজ্যও তাঁহার ন্যায়ানুগত। সেই মহানুভাবই এই কুরুকুলের ভরণ পোষণ ও শাসন-কর্ত্তা। রাজার পক্ষে ক্ষমা, তিতিক্ষা, দম, আর্জ্জব, সত্যনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, অপ্রমাদ, সর্ব্বভূতে অনুকম্পা ও যথা নিয়মে অনুশাসন প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, যুধিষ্ঠিরে তাহার কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। তিনি সত্যসন্ধ, সতত অপ্রমত্ত, বন্ধু-জনের নিদেশবর্ত্তী, প্রজাপুঞ্জের প্রণয়-ভাজন, সুহৃদ্গণের প্রতি দয়াবান্, জিতেন্দ্রিয়, সাধু এবং সাধুগণের ভরণ-কর্ত্তা। অতএব অরে দুর্ব্বিনীত! তুমি রাজার পুত্র না হইয়া বিশেষত অসাধু-চরিত, মহালুব্ধ এবং বন্ধুগণের অনিষ্ট চেষ্টায় নিরন্তর তৎপর হইয়া ক্রমপ্রাপ্ত পাণ্ডবদিগের এই রাজ্য কি প্রকারে অপহরণ করিতে পারিবে? যদি ভ্রাতৃগণের সহিত কিছুকাল জীবিত থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনও মোহ পরিত্যাগ করিয়া সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রদিগকে বাহন ও পরিচ্ছদ-সম্বলিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান কর।

বাসুদেব-বাক্যে একোন পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪৯ ॥

বাসুদেব কহিলেন, এইরূপে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আপন আপন উপদেশ-বাক্য উক্ত করিলেন, তথাপি সেই মন্দমতি পাপাত্মার কিছুমাত্র উদ্বোধ হইল না। সে সকলের বাক্য অবহেলন করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে গাত্রোত্থান করত সভা হইতে প্রস্থান-পরায়ণ হইল। যে সমস্ত ভূপালবর্গ তাহার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দুর্য্যোধন ঐ নষ্টমতি পার্থিবদিগকে বারংবার এইরূপ আজ্ঞা করিল "অদ্য পুষ্যানক্ষত্র, অতএব অদ্যই তোমরা কুরুক্ষেত্রে গমন কর"। অনন্তর সেই ভূপালগণ কাল-প্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করত মহাহর্ষভরে আপন আপন সৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিল। মহারাজ! কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী অনীকিনী সমাগতা হইয়াছে; তালচিহ্নিত-কেতু মহাবীর ভীষ্ম তাহাদিগের সর্ব্বাগ্রে বিরাজিত রহিয়াছেন; অতএব এক্ষণে যে রূপ করা উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয়, তাহার সম্বিধান করুন। হে ভারত! আমি গমন করিলে কুরু-সভা-মধ্যে যাহা যাহা হইয়াছিল;—ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র, আমার সমক্ষে দুর্য্যোধনকে যে যে কথা কহিয়াছিলেন; সকলই আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। হে রাজন্! যাহাতে আপনাদিগের ভ্রাতৃ-সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, ঈদৃশ সুপ্রসিদ্ধ বংশের বিধ্বংস না হয় এবং প্রজাগণের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাই ইচ্ছা করিয়া আমি প্রথমত সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, সান্ত্ববাদ গ্রাহ্য হইল না, তখন অগত্যা ভেদ-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম এবং আপনাদিগের দৈব-মানুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম-সকলেরও কীর্ত্তন করিলাম। হে ভারত! সুযোধন আমার সামপূর্ব্ব-বাক্যেও যখন অনাদর করিল, তখন আমি সমগ্র পার্থিববর্গকে সমানয়ন-পূর্ব্বক ভেদিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলাম না এবং ঘোরতর অমানুষ অদ্ভুত কর্ম্ম-সমস্ত প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিলাম না। সমবেত নরপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা-দ্বারা বারংবার ভেদিত ও ভর্ৎসিত করিয়া, সুযোধনকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া, কর্ণকে পুনঃপুন ভয়-প্রদর্শন করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের দ্যূতক্রীড়ার মূলীভূত পাপাত্মা শকুনিকে ভূয়োভূয় নিন্দা করিয়াও আমি পরিশেষে পুনরায় সান্ত্ববাদে প্রবৃত্ত হইলাম। কুরুবংশের অভেদ এবং কার্য্যের সৌকর্য্য নিমিত্তে

আমি দুর্য্যোধনকে রাজ্য সম্প্রদানের কথাও বলিলাম। কহিলাম 'সেই শূরবীর পাণ্ডবেরা মান ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমাকেই রাজ্য সমর্পণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুরের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকুন। তোমার হিতার্থে অন্ধরাজ, গাঙ্গেয় ও বিদুর যাহা কিছু বলেন, সকলই হউক; তুমিই রাজ্যাধিকারী হও, কেবল পাঁচখানি গ্রামমাত্র পাণ্ডবদিগকে প্রদান কর। হে রাজসত্তম! তাঁহারা যে কোন প্রকারে হউক, অবশ্যই তোমার জনকের ভরণীয়'।

এইরূপ অনুনীত হইয়াও সেই সুদারুণ দুষ্টাত্মা কোন প্রকারেই অংশ প্রদানে সম্মত হইল না। অতএব হে রাজন্! তাদৃশ পাপিষ্ঠগণের প্রতি সম্প্রতি চতুর্থ উপায় দণ্ডপ্রয়োগ ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাহাদিগের সহায়ভূত অবোধ নরাধিপেরাও বিনাশার্থে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছে। হে পাণ্ডব! কুরুসভা-মধ্যে যাহা কিছু হইয়াছিল, এই সকলই আপনকার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। বিনা যুদ্ধে তাহারা কখনই আপনাকে রাজ্য প্রদান করিবে না। তাহারা যে সকলেই আসন্ন-মৃত্যু এবং সর্ব্বোচ্ছেদের হেতু হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ-বাক্যে পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫০ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, হে নরসত্তমগণ! কুরুসভা-মধ্যে যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় তোমরা শ্রবণ করিলে এবং কেশবের বাক্যও অবধারণ করিলে; অতএব এক্ষণে আমার সৈন্য-বিভাগে প্রবৃত্ত হও। এই সপ্ত অক্ষৌহিণী বিজয়ের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছে। যে বিখ্যাত সপ্ত মহারথী ইহাদের অধ্যক্ষ হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও ভীমসেন, এই সপ্ত বীর সেনা-নায়ক হইবেন। ইহাঁরা সকলেই তনুত্যাগী অর্থাৎ আত্ম-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমরে সমুৎসুক, সকলেই বেদজ্ঞ, শূর, সুচরিত-ব্রত, লজ্জাশীল, নীতি-সম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ, বাণ ও অস্ত্রে সুনিপুণ এবং সকলেই সর্ব্ব প্রকার অস্ত্র-যোধী। কিন্তু হে কুরুনন্দন সহদেব! যিনি এই সপ্ত জনের নায়ক হইতে পারেন এবং সংগ্রামে শর-শিখাযুক্ত পাবকসম ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হন, সৈন্য-বিভাগবেত্তা এরূপ কোন ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! কোন্ বীর পুরুষ আমাদিগের উপযুক্ত সেনাপতি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

সহদেব কহিলেন, যে ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্বকীয় রাজ্যাংশ লাভের প্রত্যাশা করিতেছি, সেই সম্যক্ যোগযুক্ত, সম-দুঃখ-সুখ, কৃতাস্ত্র, যুদ্ধদুর্ম্মদ, বলবান্, মৎস্যরাজ বিরাট মহীপতি সংগ্রামে ভীষ্মকে ও অন্যান্য মহারথগণকে সহ্য করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেব সেইরূপ উক্তি করিলে, তদনন্তর নকুল বীর এই কথা বলিলেন, যিনি বয়সে, শাস্ত্রে, ধৈর্য্যে, কুলে কি অভিজনে, সর্ব্ব বিষয়েই প্রবীণ, লজ্জাশীল, বলান্বিত, শ্রীমান্, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, দুর্দ্ধর্ষ ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; যিনি ভরদ্বাজ-সমীপে শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন এবং মহাবল দ্রোণ ও ভীষ্মের প্রতি নিয়ত স্পর্দ্ধা করেন; রাজবংশের অগ্রগণ্য ও শ্লাঘনীয় যে বাহিনীপতি, পুত্রপৌত্রগণে পরিবৃত হওয়ায় শত-শাখাযুক্ত মহাবৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন; সমর-শোভন যে পৃথিবীপতি রোষ-হেতুক দ্রোণ বিনাশ নিমিত্তে সস্ত্রীক হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং যে পার্থিবশ্রেষ্ঠ শ্বশুর হইয়াও পিতার ন্যায় সর্ব্বদা আমাদিগকে প্রতিপালন করেন; সেই দ্রুপদরাজ আমাদিগের সেনা-নায়ক হউন। আমার বিবেচনায় তিনি অভিমুখাগত দ্রোণ ও ভীষ্মকে সহিতে পারি-

বেন, যেহেতু সেই নৃপেন্দ্র দিব্যাস্ত্র-কোবিদ, প্রতাপশালী ও দ্রোণের সখা।

মাদ্রী-পুত্রেরা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর কুরুনন্দন বাসবোপম বাসব-তনয় সব্যসাচী কহিলেন, অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণযুক্ত মহাভুজ এই যে দিব্য-পুরুষ, তপঃপ্রভাব ও ঋষি-সন্তোষণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছেন; ধনুর্দ্ধারী, কবচী, খড়্গী, দিব্য-হয়নিচয়-যুক্ত রথোপরি আরূঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া রথ-নির্ঘোষে মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে সমুত্থিত হইয়াছেন; যাঁহার মূর্ত্তি, বক্ষস্থল, ভুজ-যুগল, স্কন্ধদ্বয়, গর্জ্জন ও পরাক্রম সিংহের তুল্য এবং ভ্রূযুগল, দন্তাবলি, মুখ, কপোলদ্বয়ের উপরিভাগ, বাহু, স্কন্ধসন্ধি, বিশাল নেত্রযুগল ও পদদ্বয় অতি সুন্দর; যে মহাবল, মহাদ্যুতি, সুপ্রতিষ্ঠিত, অকৃশ, শত্রু সকলের অভেদ্য, প্রমত্ত-বারণ-তুল্য, অসীম-বীর্য্য-সম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ দ্রোণ-বিনাশার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমার বিবেচনায় সেই এই ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের বজ্রাশনি-সম-স্পর্শ, জ্বলিত-মুখ ভুজঙ্গগণ-সদৃশ, বেগে যমদূত-সম, নিপাতে পাবকোপম, সমরে পরশুরাম কর্ত্তৃক বিষহিত, বজ্র-নিষ্পেষ-দারুণ বাণ-সমস্ত সহ্য করিতে পারিবেন। মহারাজ! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে এমন পুরুষই দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি সেই মহাব্রত ভীষ্মকে সহ্য করিতে সমর্থ হয়। অতএব এই অভেদ্য-কবচধারী, শ্রীমান্, যূথপতি মাতঙ্গ-তুল্য, শীঘ্রহস্ত, চিত্রযোধী বীরবর সেনাপতি হন, ইহাই আমার অভিমত।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সমাগত সিদ্ধ ও ঋষিগণ যাঁহারে ভীষ্ম-বধার্থে সমুৎপন্ন বলিয়া বর্ণন করেন; মনুষ্যেরা সংগ্রাম-মধ্যে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগকারী যে বীরবরের মহাত্মা রামের ন্যায় রূপ সন্দর্শন করিবে; সমরে সন্নদ্ধ রথস্থিত সেই দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডীকে যুদ্ধে শস্ত্র-দ্বারা ভেদ করিতে পারে, এমন পুরুষই আমি দেখিতে পাই না। হে রাজন্! বীর্য্য-সম্পন্ন শিখণ্ডী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই দ্বৈরথ সমরে মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করিতে পারিবেন না; অতএব আমার মতে তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তাত! ধর্ম্মাত্মা কেশব সমস্ত জগতের সারাসার ও বলাবল এবং ইহাঁদিগের অভিপ্রায়, সকলই জানেন; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাঁহাকে বলিবেন, তিনি কৃতাস্ত্রই হউন আর অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধই হউন কি যুবাই হউন, নিশ্চয়ই আমার সেনাপতি হইবেন। হে তাত! কৃষ্ণই আমাদিগের বিজয় পরাজয়ের মূল; আমাদিগের প্রাণ, রাজ্য, শুভাশুভ, সুখ দুঃখ, সকলই ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; আমাদের ধাতাও ইনি, বিধাতাও ইনি; সুতরাং আমাদের সিদ্ধিও ইহাঁতে প্রতিষ্ঠিতা আছে; অতএব দাশার্হ কৃষ্ণ যাঁহাকে বলেন, তিনিই আমাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ হউন। সম্প্রতি রজনী সন্নিহিতা হইতেছে; অতএব এই সময়ে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ তাহা ব্যক্ত করুন, তদনন্তর আমরা তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া সেনাপতি নির্দ্ধারণ, শস্ত্রসকলের অধিবাসন এবং মঙ্গল কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক নিশাবিগমে রণাঙ্গনে প্রস্থান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীসম্পন্ন ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য শ্রবণে পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দ্দন ধনঞ্জয়ের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক তদীয় মতে অনুমোদন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আপনারা যে সমস্ত বিক্রান্তযোধী মহারথগণকে আপনকার সেনা-নায়ক বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা আমারও অভিমত; কেন না, তাঁহারা সকলেই আপনকার শত্রু-সংহারে সমর্থ। লোভপরীত পাপচিত্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা দূরে থাকুক, ইহাঁরা মহাসমরে ইন্দ্রেরও ভয়োৎপাদন করিতে পারেন। হে মহাবাহো! আপনকার প্রিয়-সাধন নিমিত্ত আমিও মহাসমরের শান্তি স্থাপনার্থে তথায় বিস্তর যত্ন করিয়াছি; তা-

হাতে ধর্ম্মের নিকটেও আমরা অঋণী হইয়াছি; দোষ-বচনৈষী কোন ব্যক্তিই আর আমাদিগকে নিন্দা করিতে পারিবে না। অবিচক্ষণ মূর্খ দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতাস্ত্র মনে করিতেছে এবং আতুর হইয়াও আপনাকে বলস্থ দেখিতেছে; অতএব শীঘ্র সৈন্য-যোজনা করুন, কেন না আমার বিবেচনায় বধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই তাহারা সাধ্য হইবার নহে। ধনঞ্জয়, ক্রোধপরীত ভীমসেন, যম-সম যমজ-যুগল, যুযুধান, অমর্ষণ ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, বিরাট, দ্রুপদ ও অক্ষৌহিণীপতি অন্যান্য ভীমবিক্রম নরেন্দ্রগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা আর অবস্থান করিতে পারিবে না। আমাদিগের এই দুষ্প্রধর্ষ, দুরাসদ, সারবৎ সৈন্য সমরে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে অবশ্যই নিহত করিবে, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিলে যাবতীয় নরোত্তমগণ সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদিগের সুমহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। সত্বর হইয়া ইতস্তত প্রধাবনকারী সৈন্যগণের "যোজনা কর, সজ্জা কর" এইরূপ নিনাদ, হয়-কুঞ্জর-শব্দ, নেমি-নির্ঘোষ, শঙ্খ দুন্দুভি-ধ্বনি, সর্ব্বত্রই তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সসৈন্যে প্রস্থিত পাণ্ডবগণের সেই দুর্দ্ধর্ষা বাহিনী যেন পরিপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় দৃশ্যমানা হইল। সৈন্যের অগ্রভাগে ভীমসেন, কবচধারী নকুল সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রহিলেন এবং প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর পর্ব্বকালে অর্থাৎ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা সময়ে সমুদ্রের ন্যায়, সেই সংপ্রস্থিত প্রহৃষ্ট সৈন্যগণের ঘোরতর কোলাহল শব্দ উত্থিত হইয়া যেন গগণ-স্পর্শ করিল। ফলত শত্রু-বলবিদারণকারী বর্ম্মধারী যোধগণ সকলেই সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, যান, বাহন, ধন-সঞ্চয়, গোলোক-প্রক্ষেপণ যন্ত্র, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অস্ত্র-চিকিৎসকগণ, পরিবারবর্গ এবং অসার, দুর্ব্বল ও কৃশ সৈন্য-সকল সংগ্রহ করিয়া গমন করিলেন। পাঞ্চাল-নন্দিনী সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দাস দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া স্ত্রীগণ-সহ উপপ্লব্য-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দনেরা একস্থানবর্ত্তী ও নানাস্থান সঞ্চারী রক্ষক সৈন্যদল-দ্বারা ধন-দারাদির রক্ষা-বিধান করিয়া এবং গো-সুবর্ণাদি প্রদান করত ব্রাহ্মণগণে সংবৃত ও স্তূয়মান হইয়া মণি-বিভূষিত রথনিকরে আরোহণ-পূর্ব্বক সুমহৎ স্কন্ধাবার সমভিব্যাহারে প্রস্থিত হইলেন। কেকয়-দেশীয় পঞ্চ রাজপুত্র, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ-পুত্র, শ্রেণিমান্, বসুদান, অপরাজিত শিখণ্ডী-প্রভৃতি সকলেই হৃষ্ট, তুষ্ট, কবচী, সশস্ত্র ও সমলঙ্কৃত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অনুগমন করিলেন। পশ্চার্দ্ধে বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুধর্ম্মা, কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ চত্বারিংশৎ সহস্র রথ, দুই লক্ষ অশ্ব, ষষ্টি সহস্র গজ ও বিংশতি লক্ষ পদাতি-সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকিতান, চেদিরাজ ও সাত্যকি, ইহাঁরা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বেষ্টন-পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্যূহবদ্ধ-সৈনিক প্রহারী পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া গর্জ্জনকারী বৃষভ-সমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। সেই অরিন্দমেরা কুরুক্ষেত্রে অবগাহনানন্তর শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিলেন এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও স্বীয় স্বীয় শঙ্খনাদ করিলেন। অশনি-নিনাদের তুল্য পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যই সর্ব্বতোভাবে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইল। ফলত তেজস্বিগণের ঘোরতর সিংহনাদ শঙ্খ দুন্দুভি-রবের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সাগর-সকলকে প্রতিধ্বানিত করিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বহুল তৃণ-কাষ্ঠযুক্ত, সমতল, সুস্নিগ্ধ প্রদেশে সেনা-সন্নিবেশ করিলেন। সেই মহামতি মহীপতি শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষি-

গণের আশ্রম, তীর্থ ও আয়তন-সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক মনোহর, উর্ব্বর, শুচি ও পবিত্র স্থানেই নিবেশ করাইলেন; তদনন্তর বাহনগণকে সুখে বিশ্রাম করাইয়া পুনরায় উত্থান-পূর্ব্বক শত সহস্র ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে পার্থ-সহ কেশব দুর্য্যোধনের শত শত আরক্ষ সৈনিকদিগকে অপসারিত করত সর্ব্বতঃ পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ বীর্য্যবান্ যুযুধান সাত্যকি, ইহাঁরা শিবির পরিমাণ করাইলেন। হে ভারত! কেশব কুরুক্ষেত্র-মধ্যে হিরণ্বতী-নাম্নী নির্ম্মল-জলা, কঙ্কর পঙ্ক-শূন্যা, সুতীর্থা, পুণ্য সরিৎ প্রাপ্ত হইয়া তথায় পরিখা খনন করাইলেন এবং রক্ষার নিমিত্ত তথায় অদৃশ্য বল-সকল সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের শিবির-নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নিয়ম ছিল, কেশব নরেন্দ্রগণের নিমিত্তে তাদৃশ শিবির-সমস্তই নির্ম্মাণ করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! তথায় রাজগণের প্রভূত কাষ্ঠ ও ভক্ষ্যভোজ্য অন্নপান-যুক্ত শত শত সহস্র সহস্র মহামূল্য শিবির-সমস্ত যেন বিমান-নিকরের ন্যায় মহীতলে পৃথক্ পৃথক্ নিবিষ্ট হইল। তথায় নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত, সর্ব্বপ্রকার উপকরণ-যুক্ত প্রজ্ঞাশালী শত শত শিল্পী ও শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যগণ অবস্থিত রহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রতি শিবির মধ্যেই পর্ব্বতোপম রাশি রাশি মহাযন্ত্র, শরাসন, ধনুর্গুণ, বর্ম্ম, শস্ত্র, তূণ, নারাচ, তোমর, পরশ্বধ, যষ্টি, মধু, ঘৃত, জল, পশুভক্ষ্য উত্তম তৃণাদি, তুষাঙ্গার, ধূনক-চূর্ণ-প্রভৃতি আবশ্যক বস্তুজাত সংস্থাপিত করিলেন। তথায় লৌহ-বর্ম্মাচ্ছাদিত, কণ্টকিত-সন্নাহ-যুক্ত, সহস্র-যোধী শত-যোধী বারণগণ গিরি-সদৃশ দৃশ্যমান হইতে লাগিল। হে ভারত! পাণ্ডবদিগকে কুরুক্ষেত্রে সন্নিবিষ্ট জানিয়া মিত্র রাজগণ বলবাহন সমভিব্যাহারে সেই স্থানে অভিসরণ করিলেন। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানকারী, সোমপায়ী, বহুল দক্ষিণা-দায়ী, সেই সমস্ত ভূপালগণ পাণ্ডবদিগের বিজয়-সাধনার্থে সমাগত হইলেন।

শিবিরাদি নির্ম্মাণে এক পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫১ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামতে! বাসুদেব-পালিত, সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদরাজ সমন্বিত, কৈকেয় ও বৃষ্ণিগণ-প্রভৃতি শত শত ভূপালবর্গে পরিবৃত, দেবগণ-রক্ষিত মহেন্দ্রের ন্যায় মহারথগণ-কর্তৃক সংরক্ষিত, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর-বাসনায় সসৈন্যে কুরুক্ষেত্রে সমাগত ও সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন কি কার্য্য করিলেন? সেই তুমুল সম্ভ্রম সময়ে কুরুক্ষেত্রে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। পাণ্ডবগণ বাসুদেব বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সাত্যকি-প্রভৃতি সেই সমস্ত অতুল-বিক্রান্ত মহারথেরা সমরে ইন্দ্র-সহ দেবগণকেও ব্যথিত করিতে পারিতেন; অতএব হে তপোধন! কুরু পাণ্ডবগণের যে যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহা বিস্তরক্রমে শ্রবণ করিতে আমি একান্ত অভিলাষী হইতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দাশার্হ কৃষ্ণ কুরুসভা হইতে প্রতিগমন করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে এই কথা বলিলেন, "হে নরেন্দ্রগণ! কৃষ্ণ যখন অকৃতকার্য্য হইয়াই পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিবেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত আমার যুদ্ধ হয়, ইহা বাসুদেবের নিতান্ত অভিপ্রেত। ভীমার্জ্জুনও সেই দাশার্হের মতস্থ। আবার যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনের অত্যন্ত বশানুবর্ত্তী। পূর্ব্বে তিনি সকল সহোদরগণের সহিত আমা-কর্তৃক অবমানিতও হইয়াছেন। আমি যাহাদিগের সহিত বৈরতা

করিয়াছিলাম, সেই বিরাট ও দ্রুপদও বাসুদেবের বশানুগামী হইয়া সেনা-নায়ক হইয়াছেন; সুতরাং সম্প্রতি লোমাঞ্চকর ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইবে; অতএব তোমরা আলস্য-শূন্য হইয়া সমরোপযোগী সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু স্থান-ব্যাপী শত্রুগণের দুরধিগম্য, প্রাকার-পরিখাদি-পরিকীর্ণ, সন্নিহিত-জল-কাষ্ঠ, অক্ষয্য খাদ্যযুক্ত, বিবিধ আয়ুধ-পূর্ণ, ধ্বজ-পতাকা-সমাকুল, শত শত সহস্র সহস্র শিবির সমস্ত নির্ম্মিত কর। নগরের বহির্ভাগে সৈন্যগণের গমন নিমিত্ত সমান পথ করিয়া রাখ। অদ্যই অবিলম্বে ঘোষণা করিয়া দাও যে 'কল্য যুদ্ধযাত্রা হইবে'। সেই মহাত্মগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরদিন রাজগণের নিবাসার্থে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর সমবেত পার্থিবগণ সেই রাজশাসন শ্রবণে অমর্ষান্বিত হইয়া মহার্হ আসন-সমস্ত হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; সুবর্ণ-কেয়ূর-সমুজ্জ্বল, চন্দনাগুরু-ভূষিত, পরিঘ-সদৃশ বাহু-সকল ধীরে ধীরে স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং কমল-তুল্য কর-নিকর সহকারে অন্তরীয় ও উত্তরীয় বস্ত্র, উষ্ণীষ ও ভূষা-জাত পরিধান করিতে থাকিলেন। প্রধান প্রধান রথীরা রথ-সমস্ত, হয়-কোবিদেরা অশ্বগণ এবং গজ-শিক্ষা-নিপুণেরা কুঞ্জর-সকল সজ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তদনন্তর কাঞ্চন-নির্ম্মিত বহুতর বিচিত্র বর্ম্ম ও সর্ব্ব প্রকার শস্ত্র-সমস্ত ধারণ করিলেন। পদাতি পুরুষেরাও স্বীয় স্বীয় শরীরে বিবিধ শস্ত্র ও হেম-চিত্রিত অসংখ্য কবচ-নিচয় আহরণ করিল। হে ভারত! নিরতিশয় হৃষ্ট-মানস মানবগণে সমাবৃত হওয়ায় দুর্য্যোধনের সেই নগর উৎসব-সময়ের ন্যায় উদগ্র ও সমাকুল হইয়া উঠিল। হে রাজন্! তৎকালে যৌধ-রূপ চন্দ্রোদয়ে উদ্ধূত কুরুরাজ-রূপ মহার্ণব, চন্দ্রোদয়ে বাস্তবিক অর্ণবের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। উক্ত মহাসমুদ্রে জন-সমূহ জল ও আবর্ত্ত-স্বরূপ হইল; রথ, কুঞ্জর ও তুরঙ্গসকল মীন-রূপ ধারণ করিল; শঙ্খদুন্দুভি-নিনাদ প্রবাহ-নির্ঘোষ হইল; কোষ-সঞ্চয় রত্নচয়ের স্থানীয় হইল; বিচিত্র আভরণ ও বর্ম্ম-সকল তরঙ্গ এবং উজ্জ্বল শস্ত্র-সমস্ত নির্ম্মল ফেনপুঞ্জ-স্বরূপ হইল; উন্নত-প্রাসাদ-শ্রেণী তীরস্থ পর্ব্বতাবলির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইল এবং পথ ও আপণ সমস্ত হ্রদাকার ধারণ করিল।

দুর্য্যোধন-সৈন্য-সজ্জায় দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫২ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠির বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া পুনরায় তাঁহারে জিজ্ঞাসিলেন, হে অচ্যুত! মন্দমতি দুর্য্যোধন কি রূপে এ কথা কহিল? হে বাসুদেব! এই উপস্থিত সময়ে আমাদিগের কি রূপ কার্য্য করা উপযুক্ত হয় এবং কি রূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা আমরা ধর্ম্ম হইতে পরিচ্যুত না হই? হে মহাবাহো! তুমি দুর্য্যোধনের, কর্ণের, শকুনির এবং ভ্রাতৃগণ-সহ আমারও অভিপ্রায় জান; অপিচ বিদুর ও ভীষ্মের সেই বাক্য এবং কুন্তীর অভিপ্রায়ও সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করিয়াছ; অতএব হে বিপুলপ্রজ্ঞ! বারংবার বিচার-পূর্ব্বক সে সমস্ত অতিক্রম করিয়া যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহাই অসংশয়ে ব্যক্ত কর।

কৃষ্ণ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থযুক্ত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গভীর নির্ঘোষে এই কথা কহিলেন, আপনি যে ধর্ম্মার্থ-সমন্বিত হিত-বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, খলবুদ্ধি দুর্য্যোধনে তাহা স্থান প্রাপ্ত হইল না। সেই দুর্ম্মেধা ভীষ্মের, বিদুরের, কি আমার, কাহারও কোন কথা শ্রবণ করে না; সকলই অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে। সেই দুরাত্মা ধর্ম্মেরও কামনা করে না এবং যশেরও প্রার্থনা রাখে না; কর্ণকে আশ্রয় করিয়া "সকলকেই জয় করিলাম" ইহাই মনে করে। পাপ-নিশ্চয় দুরাত্মা

দুর্য্যোধন আমারও বন্ধনাদেশ করিয়াছিল, কিন্তু সে অভিলাষ লাভ করিতে পারে নাই। তদ্বিষয়ে না ভীষ্ম, না দ্রোণ, কেহই যুক্তিযুক্ত বাক্যের উক্তি করেন নাই; একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে সকলেই তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মূঢ়মতি শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন সেই অমর্ষণ মূঢ়কে আপনকার বিষয়ে অনেক অযুক্ত বাক্য কহিয়াছিল। দুর্য্যোধন যে সকল কথা বলিয়াছে, সমুদয় বর্ণন করিবার আমার প্রয়োজন কি? তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, সেই দুরাত্মা আপনকার প্রতি উচিতমত ব্যবহার করিবে না। ফলত আপনকার সেনাভুক্ত এই সমস্ত রাজগণ-মধ্যে যে কিছু পাপ ও অকল্যাণ নাই, সে সমস্তই তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরাও বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কোন ক্রমেই কৌরবদিগের সহিত শান্তি ইচ্ছা করি না; সুতরাং এ অবস্থায় যুদ্ধই কর্ত্তব্য।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! বাসুদেবের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্থিবগণ কোন কথা না বলিয়া সকলেই রাজার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজবর্গের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের সহিত একবাক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর পাণ্ডব-সৈন্য-মধ্যে মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল; যুদ্ধ-সজ্জার আদেশ হওয়ায় সকল সৈনিকেরাই সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইল। পরন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অবধ্যগণের বধাবলোকন করত নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীমার্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন, যাহার পরিহারার্থে আমি বনবাস স্বীকার করিলাম এবং অশেষ ক্লেশ-পরম্পরা প্রাপ্ত হইলাম, সেই মহান্ অনর্থ এক্ষণে প্রযত্ন-ক্রমে আমাদিগকে আশ্রয় করিতেছে। যে বিষয়ে আমরা যত্ন করিলাম, তাহা আমাদিগের প্রযত্ন হইতে পরিচ্যুত হইল, পরন্তু কিছুমাত্র প্রযত্ন না করিলেও আমাদিগকে মহান্ কলহ প্রাপ্ত হইল! অবধ্য মান্য লোকদিগের সহিত কি রূপে সংগ্রাম হইবে! বৃদ্ধ গুরুগণকে হনন করিয়া আমাদিগের সে বিজয়ই বা কীদৃশ হইবে!

ধর্ম্মরাজের সেই কথা শুনিয়া পরন্তপ সব্যসাচী তাঁহাকে বাসুদেবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করাইলেন এবং ইহাও কহিলেন, হে রাজন্! দেবকীনন্দন কুন্তী ও বিদুর-সম্বন্ধীয় যে বাক্যের উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই আপনি অবধারণ করিয়াছেন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহারা কোন ক্রমেই অধর্ম্ম কথা বলিবেন না; বিশেষত যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগের নিবৃত্ত হওয়াও কর্ত্তব্য নহে।

তখন বাসুদেবও সব্যসাচীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে "ইহাই বটে" এইরূপ উক্তি করত তাহার বিস্তর পোষকতা করিলেন। মহারাজ! তদনন্তর যুদ্ধার্থে কৃতসংকল্প হইয়া সৈনিক-সহ পাণ্ডবেরা পরম সুখে সেই রাত্রি বাস করিলেন।

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন-সংবাদে ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৩ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যথা-নিয়মে বিভক্ত করিলেন এবং নর, হস্তী, রথ ও অশ্ব-সকলের উত্তম, মধ্যম ও অধম নির্ব্বাচণ-পূর্ব্বক ঐ সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যেই অগ্রে, মধ্যভাগে ও পশ্চাতে থাকিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অনুকর্ষ (রথের নিম্নদেশে নিবদ্ধ ভগ্ন-সংস্কারার্থ কাষ্ঠ), তূণীর (রথবাহ্য বিশাল বাণ-কোষ), বরূথ (রথাচ্ছাদন ব্যাঘ্রচর্ম্মাদি), তোমর (হস্ত-দ্বারা ক্ষেপণীয় শল্যযুক্ত দণ্ড), উপাসঙ্গ (অশ্ব-গজ-বাহ্য বাণ-কোষ), শক্তি (লৌহদণ্ড), নিষঙ্গ (পদাতি-বাহ্য বাণ-কোষ), ঋষ্টি (গুরুতর কাষ্ঠদণ্ড), ধ্বজ, পতাকা, শরাসন-তোমর (ধনুকের দ্বারা ক্ষেপণীয় স্থূল বাণ), নানা প্রকার রজ্জু, পাশ (সমীপাগত

প্রতিপক্ষের গলদেশে নিক্ষেপার্থ রজ্জু), আস্তরণাদি পরিচ্ছদ, কচগ্রহ-বিক্ষেপ (কেশে গ্রহণ-পূর্ব্বক শত্রুর প্রতি নিক্ষেপার্থ তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড-বিশেষ), তৈল, গুড়, বালুকা, সসর্প-কুম্ভ, ধুনক-চূর্ণ, ঘণ্টফলক (ঘণ্টাযুক্ত-ফলান্বিত শস্ত্র), অয়োগুড় (লৌহ গুলি), জলোপল (জলক্ষরণশীল প্রস্তর), সশূল ভিন্দিপাল (শূলযুক্ত লগুড়), মধূচ্ছিষ্ট (মোম), মুদ্গার, কণ্টকময় দণ্ড, লাঙ্গল, বিষদিগ্ধ তোমর, শূর্প, পিটক (বেত্রনির্ম্মিত বৃহৎ করণ্ড), পরশু-প্রভৃতি দাত্র, অঙ্কুশাকার তোমর, দন্তযুক্ত করপত্র, বাসী, বৃক্ষাদন (লৌহ-কণ্টক), ব্যাঘ্র-চর্ম্ম ও দ্বীপিচর্ম্মে পরিবৃত রথ, ঋষ্টি (হস্তদ্বারা ক্ষেপ-ণীয় চক্রাকার কাষ্ঠ-ফলক), শৃঙ্গ, ভল্ল-প্রভৃতি বহুতর শস্ত্র, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলক্ষৌম (তৈলাক্তবস্ত্র-বি-শেষ; প্রহার স্থলে যাহার ভস্ম প্রদত্ত হয়), সর্পিঃ (ক্ষতশোধনার্থ পুরাতন ঘৃত) প্রভৃতি অশেষ-বিধ সামরিক সামগ্রী-সমন্বিত অশেষ-বিধ সুদৃশ্য সৈন্য-গণ সুবর্ণজালে অলঙ্কৃত ও নানারত্নে বিভূষিত হও-য়ায় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। কবচধারী, সুশিক্ষিত-শস্ত্র, অশ্বজাতি-তত্ত্বজ্ঞ, সৎ-কুলোদ্ভব শূরেরা সারথ্য-কার্য্যে নিবেশিত হইলেন। রথ-সকলেতে উত্তম উত্তম চারি চারি অশ্ব যোজিত হইল; অশুভ নিবারণার্থ যন্ত্র ও ঔষধাদি, অশ্ব-গণের শিরোভূষণার্থ ঘণ্টা মালা মৌক্তিক-গুচ্ছাদি, ধ্বজ, পতাকা, মুকুট, আভরণ, অসি, চর্ম্ম ও পট্টিশ-সমস্ত নিবদ্ধ হইল এবং প্রাস, ঋষ্টিক ও এক এক শত শরাসন বিন্যস্ত হইল। সম্মুখস্থ প্রধান অশ্ব-যুগলে এক জন এবং চক্রসন্নিহিত পশ্চাদ্ভাগস্থ হয়-দ্বয়ে দুইজন সারথি নিযোজিত হইল। ঐ দুই সারথি রথিশ্রেষ্ঠ এবং রথীও হয়-তত্ত্বজ্ঞ। এইরূপে সুরক্ষিত নগরের ন্যায় শত্রুগণ-কর্ত্তৃক দুর্দ্ধর্ষণীয়, সুবর্ণমালা-মণ্ডিত সহস্র সহস্র রথ সর্ব্বদিকে সমা-কীর্ণ হইল। রথের ন্যায় হস্তী সকলও বদ্ধকক্ষ ও সমলঙ্কৃত হইল এবং প্রত্যেকের উপরে সাতজন সৈনিক পুরুষ আরোহণ করায় যেন রত্নযুক্ত গিরি-নিকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সাত-জনের মধ্যে দুইজন অঙ্কুশধারী, দুইজন উত্তম ধনু-র্দ্ধারী, দুইজন উৎকৃষ্ট খড়্গধারী আর একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী। মহারাজ! মহাত্মা দুর্য্যোধনের সেই সৈন্য বহুতর বর্ম্ম ও তূণীর যুক্ত প্রমত্ত গজ-পুঞ্জে সমাকীর্ণ হইল। বিচিত্র-কবচধারী পতাকান্বিত উত্তমালঙ্কৃত অশ্ববারগণে উপশোভিত, উল্লম্ফনাদি-দোষ-পরিশূন্য, সুশিক্ষিত, স্বর্ণালঙ্কার-পরিচ্ছদ অ-যুত অযুত লক্ষ লক্ষ তুরঙ্গমগণ অশ্ববার-সকলের বশায়ত্ত রহিল এবং নানা প্রকার ভঙ্গি-বিশিষ্ট, নানা প্রকার কবচ ও শস্ত্রযুক্ত, হেমমালা-বিভূষিত অসংখ্য পদাতি সকলও সুসজ্জিত হইল। এক এক রথের প্রতি দশ দশ হস্তী, এক এক হস্তীর প্রতি দশ দশ অশ্ব এবং এক এক অশ্বের প্রতি দশ দশ জন পদাতি পাদরক্ষক-স্বরূপ নিযোজিত রহিল। রথের পঞ্চাশৎগুণ হস্তী, হস্তীর শতগুণ অশ্ব এবং অশ্বের সপ্তগুণ মনুষ্য, ইহারা ভিন্ন-সন্ধানকারী অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যগণের পুনর্ব্বার সংযোজনার্থে নিযুক্ত হইল। পঞ্চশত গজ ও পঞ্চশত রথে এক সেনা, দশ সেনায় এক পৃতনা, দশ পৃতনায় এক বাহিনী এবং সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ, বরূথিনী ইত্যাদি পর্য্যায়ক্রমে এক অক্ষৌহিণী নি-রুক্তা হইল। ধীমান্ দুর্য্যোধন এই রীতিক্রমে সৈন্যব্যূহ রচনা করিলেন। উভয় পক্ষে সমুদায়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল। তন্মধ্যে পাণ্ডবদিগের সাত অক্ষৌহিণী আর কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌ-হিণী সৈন্য হইল। পঞ্চপঞ্চাশৎ মনুষ্যে এক পত্তি, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ বা গুল্ম এবং তিন গুল্মে এক গণ বিহিত হয়; দুর্য্যোধনের সেনা-মধ্যে এরূপ লক্ষ লক্ষ গণ সম্প্রহারী যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইয়া রহিল। মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন সম্যক্ বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে শৌর্য্যশালী বুদ্ধিমান্ মানবগণকে সেনাপতি করিলেন; কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ,

ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক, এই সকল মহাবল নরোত্তমগণকে যথানিয়মে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণীর নায়ক করিয়া সমুচিত অভিসম্ভাষণ করিলেন এবং প্রতি দিন প্রতি ক্ষণে আপনার সমক্ষে ইহাঁদিগের পুনঃপুন বহুবিধ পূজা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেইরূপ নিয়ম-নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের পার্ষ্ণিরক্ষক সৈনিকেরা সকলেই রাজার প্রিয়কার্য্য-সাধনে সমুৎসুক হইলেন।

দুর্য্যোধন-সৈন্যবিভাগে চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৪ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন সকল মহীপালগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তনুতনয় ভীষ্মকে এই কথা বলিলেন, হে পিতামহ! সেনা-নায়ক ব্যতীত সুমহতী সেনাও সমর প্রাপ্ত হইয়া পিপীলিক-সংঘাতের ন্যায় বিদীর্য্যমানা হয়; কেন না দুই জনের বুদ্ধি কোন ক্রমেই কখন সমান হয় না এবং পৃথক্ পৃথক্ বল-নায়কদিগের শৌর্য্যও পরস্পর স্পর্দ্ধা করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ! শুনিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ সকল কুশধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া অমিত-তেজস্বী হৈহয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে বৈশ্য ও শূদ্রেরাও তাঁহাদিগের অনুগামী হইয়াছিল। এইরূপে এক দিকে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ আর অন্য দিকে অপর বর্ণত্রয় মিলিত হইলেন। অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পুনঃপুন ভগ্ন হইতে লাগিলেন; সুতরাং ক্ষত্রিয়েরা এক পক্ষ হইয়াও ঐ বহুল বলনিচয়কে জয় করিলেন। তাহাতে সেই দ্বিজসত্তমেরা ক্ষত্রিয়দিগকেই তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়েরাও তাঁহাদিগকে এই যথার্থ উত্তর করিলেন যে, আমরা সমরে এক জন মহা-সম্পন্ন মানবের কথা শ্রবণ করি, কিন্তু আপনারা সকলেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির বশবর্ত্তী। হে পিতামহ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণেরা নীতিকুশল ও শৌর্য্যশালী একজন বিপ্রকে সেনাপতি করিলেন এবং তাহাতে ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিতেও সমর্থ হইলেন। এইরূপে যাহারা সুদক্ষ, শূর, হিতৈষী ও ও পাপশূন্য কোন পুরুষকে সেনাপতি করে, তাহারা সংগ্রামে শত্রুদিগকে জয় করিয়া থাকে। আপনি শুক্রাচার্য্য-তুল্য, অভেদ্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, বিশেষত সততই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; অতএব যেমন কিরণশালিগণের আদিত্য, ওষধি সকলের চন্দ্রমা, যক্ষগণের কুবের, দেবগণের বাসব, পর্ব্বত সকলের সুমেরু, পক্ষিদিগের সুপর্ণ, অমরবর্গের কার্ত্তিকেয় এবং বসুগণের হুতাশন প্রধান নায়ক, সেইরূপ আপনিই আমাদিগের প্রধান সেনাপতি হউন; কেন না ইন্দ্ররক্ষিত অমরবৃন্দের ন্যায় আমরা আপনকার বাহুবলে রক্ষিত হইয়া দেবগণেরও অধর্ষণীয় হইব, সন্দেহ নাই। আপনি দেব-সৈন্যের অগ্রযায়ী কুমারের ন্যায় আমাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রয়াণ করুন, আমরা মহাবৃষভের অনুগামী বৎসগণের ন্যায়, আপনকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এইরূপই বটে; কিন্তু আমার পক্ষে তোমরাও যেরূপ পাণ্ডবেরাও সেইরূপ। অতএব হে নরাধিপ! আমাকে তাহাদিগেরও শ্রেয় বাক্য বলিতে হইবে এবং স্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে তোমার নিমিত্তেও যুদ্ধ করিতে হইবে। সেই একমাত্র ধনঞ্জয়-ব্যতিরেকে পৃথিবী-মধ্যে আমার তুল্য যোদ্ধাও আর দেখিতে পাই না। মহাবুদ্ধি পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় অনেকানেক দিব্যাস্ত্রের অভিজ্ঞ, সুতরাং সমরে আমার সদৃশ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যুদ্ধস্থলে প্রকাশিত হইয়া কখনই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। শস্ত্রবল-সহকারে আমি ক্ষণ কাল-মধ্যেই সুরাসুর-রাক্ষস-সম্বলিত এই সমস্ত জগৎকেই নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি; কিন্তু হে জনাধিপ! পাণ্ডুপুত্রদিগকে উৎসাদিত করা আমার কোনক্রমে সাধ্য নহে, অতএব আমি শস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা প্রতি

দিন অন্য দশ সহস্র যোধগণকে নিহত করিব। সম্মুখ সংগ্রামে যদি পূর্ব্বেই তাহারা আমাকে আহত না করে, তবেই এই রীতিক্রমে তাহাদিগের নিধন সাধন করিব। হে রাজন্! আমি অপর এক নিয়ম-দ্বারা ইচ্ছানুসারে তোমার সেনাপতি হইব। সেই নিয়ম কি, তাহা শ্রবণ কর। হয় কর্ণ অগ্রে যুদ্ধ করুন, না হয় আমি করি; কেননা এই সূত-পুত্র সমরে নিত্যই আমার সহিত অতিশয় স্পর্দ্ধা করেন

কর্ণ কহিলেন, রাজন্! গঙ্গানন্দন জীবিত থাকিতে আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; ভীষ্ম নিহত হইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দুর্য্যোধন বহুল-দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক ভীষ্মকে যথাবিধি সেনাপতি করিলেন এবং তিনিও অভিষিক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে বাদক-গণ অব্যগ্র হইয়া শত শত সহস্র সহস্র ভেরী ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিল। বহুবিধ সিংহনাদ ও বাহনগণের শব্দ সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। বিনা মেঘে রুধির-বর্ষণ হইয়া কর্দ্দম হইল। নির্ঘাত, ভূমিকম্প ও বারণগণের বৃংহিত ধ্বনি-সমস্ত যাবতীয় যোধ-গণের মনঃপীড়া উৎপাদন করত উত্থিত হইতে লাগিল। আকাশ হইতে দৈববাণী ও উল্কাপাত হইতে থাকিল এবং শিবা-সকলও ভয় বিজ্ঞাপন করত বারম্বার তীব্রতর শব্দ করিতে লাগিল। হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন যখন ভীষ্মকে সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন, তখন এইরূপ শত শত ভয়ঙ্কর ব্যাপার সমস্ত উপস্থিত হইল।

পরবল-বিমর্দ্দন শান্তনুনন্দনকে সেনাপতি করণা-নন্তর কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভূরি ভূরি গো ও নিষ্ক প্রদান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ও তাঁহাদিগের জয়াশীর্ব্বাদে বর্দ্ধমান হইয়া সৈনিকগণ-সমভিব্যাহারে নির্গত হইলেন এবং ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সুমহৎ স্কন্ধাবার লইয়া কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পরিশেষে তিনি কর্ণের সহিত সমস্ত কুরুক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করত সম-তল দেশে শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রভূত তৃণ-কাষ্ঠযুক্ত, মধুর ও উর্ব্বর প্রদেশে সন্নিবেশিত সেই শিবির অবিকল হস্তিনাপুরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

ভীষ্ম-সৈনাপত্যে পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৫

জনমেজয় কহিলেন, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সদৃশ, ক্ষমায় পৃথিবীতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরসম, স্থৈর্য্যে হিমালয়-প্রতিম, ঔদার্য্যে প্রজাপতিনিভ, তেজে ভাস্করোপম, শর বর্ষণদ্বারা মহেন্দ্রের ন্যায় শত্রুকুলের সংহারকারী, সকল মহীপালগণের উপরিবর্ত্তী, শস্ত্র-ধারিশ্রেষ্ঠ, ভারতগণ-পিতামহ গঙ্গানন্দন মহাত্মা ভীষ্মকে মহাভয়ঙ্কর লোমাঞ্চকর প্রবিতত যুদ্ধযজ্ঞে দীর্ঘকালের নিমিত্ত দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া সকল-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ মহাবাহু যুধিষ্ঠির তদ্বিষয়ে কি বলিলেন, ভীমার্জ্জুনই বা কি উক্তি করিলেন এবং কৃষ্ণই বা কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, আপদ্ধর্ম্মার্থ-কুশল বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধি যুধিষ্ঠির সকল সহোদরগণকে ও যদুনন্দন বাসুদেবকে সমানয়ন-পূর্ব্বক সুমধুর-সম্ভাষণে এই কথা বলিলেন, তোমরা সন্নদ্ধ ও সুসজ্জিত হইয়া সাবধানে থাক এবং সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পরিভ্রমণ কর। অগ্রেই পিতামহের সহিত তোমা-দিগের যুদ্ধ হইবে, অতএব আমার সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে সপ্ত সেনাপতি নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! এই উপস্থিত সময়ে ভবাদৃশ ব্যক্তির যেরূপ উক্তি করা উচিত, আপনি তদনুরূপ অর্থযুক্ত বাক্যই বলিলেন। হে মহাবাহো! ইহা আমার সম্পূর্ণ স্পৃহণীয় হইতেছে; অতএব এই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন;

আপনকার সেনা-মধ্যে সাত জন নায়ক নির্দ্দিষ্ট করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব, যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষী এই সপ্ত মহাভাগ বীরগণকে আনয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যিনি দ্রোণ-বিনাশার্থে সমিদ্ধ হুতাশন হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্ব-সেনাপতি করিলেন এবং সেই সমস্ত মহাত্মা সেনাপতিগণের উপরে গুড়াকেশ ধনঞ্জয়কে আধিপত্য প্রদান করিলেন। বলরামানুজ মহাবাহু শ্রীমান্ জনার্দ্দন সেই অর্জ্জুনেরও নায়ক ও অশ্বনিয়ন্তা হইলেন।

মহারাজ! নীলপট্টাম্বরধারী কৈলাস-শিখর-সদৃশ, মদলোহিত-লোচনান্ত, সিংহলীলা-গতি, মহাবাহু, শ্রীমান্ হলায়ুধ বলদেব সেই মহাবিধ্বংসকর উপস্থিত যুদ্ধ সন্নিহিত দেখিয়া দেবগণ-রক্ষিত বাসবের ন্যায়, অক্রূর, উদ্ধব, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও চারুদেষ্ণ-প্রভৃতি বলোদ্ধত, সমাপতিত শার্দ্দূল-সঙ্ঘসদৃশ, প্রধান প্রধান বৃষ্ণিগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাণ্ডব-সদনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাদ্যুতি কেশব, ভীম-কর্ম্মা বৃকোদর, গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ও অন্যান্য রাজগণ সকলেই অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার যথাযোগ্য সমাদর করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাণিদ্বারা তাঁহার করস্পর্শ করিলেন এবং বাসুদেব-প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অরিন্দম হলায়ুধ বয়োবৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে অভিবাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই পার্থিবগণ সর্ব্ব দিকে উপবিষ্ট হইলে রোহিণী-নন্দন বলদেব বাসুদেবের মুখনিরীক্ষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, এই মহাভয়ঙ্কর দারুণ পুরুষ-ক্ষয় উপস্থিত হইবে; আমি বোধ করি ইহা নিশ্চয়ই দৈবনির্ব্বন্ধ, কোন ক্রমে অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। এক্ষণে আমার মনন এই যে তোমাদিগকে সুহৃজ্জনগণ সহ এই যুদ্ধ হইতে সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ, অরোগ ও অক্ষত-দেহ দেখি। পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কালপক্ক হইয়াই সমবেত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মাংস-শোণিত-কর্দ্দমময় মহান্ বিমর্দ্দ অবশ্যই উপস্থিত হইবে। হে ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! আমি নির্জ্জনে বাসুদেবকে পুনঃপুন বলিয়াছিলাম যে, হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা আমাদিগের যেরূপ, রাজা দুর্য্যোধনও সেইরূপ; অতএব সমান সম্বন্ধিগণে সমান ব্যবহার কর;—দুর্য্যোধনকেও সাহায্য প্রদান কর; যেহেতু তিনিও তদর্থে বারংবার সমাগত হইতেছেন। কিন্তু তোমার নিমিত্তে মধুসূদন আমার সে বাক্য রক্ষা করিলেন না; ধনঞ্জয়ের মুখাবেক্ষা করিয়া ইনি তোমাতেই সর্ব্বভাবে নিবিষ্ট হইয়াছেন। পাণ্ডবদিগের যে নিশ্চয়ই জয় হইবে, ইহা আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, কেন না বাসুদেবের সেইরূপই অভিনিবেশ। আমিও কৃষ্ণ বিনা জীবলোক সন্দর্শনে উৎসাহী হইতে পারি না, এই নিমিত্তই কেশবের অভিপ্রেত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিতেছি। গদাযুদ্ধবিশারদ বীরবর ভীম ও নরপতি দুর্য্যোধন, উভয়েই আমার শিষ্য; সুতরাং উভয়ের প্রতিই আমি সমান স্নেহান্বিত। অতএব সংপ্রতি আমি সরস্বতীর তীর্থসেবনার্থে গমন করিব; কৌরবদিগকে সমক্ষে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া উপেক্ষা করিতে পারিব না।

মহাবাহু বলরাম এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া মধুসূদনকে নিবর্ত্তন-পূর্ব্বক তীর্থযাত্রায় প্রস্থান করিলেন।

বলদেব-বাক্যে ষট্‌পঞ্চাশদধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ইত্যবসরে সাক্ষাৎ ইন্দ্র-সখা দাক্ষিণাত্যপতি অতিযশস্বী হিরণ্যরোমা ভোজ-নরপতি মহাত্মা ভীষ্মকের পুত্র, দিগ্মণ্ডলে রুক্মী-

নামে বিখ্যাত, সত্যসংকল্প মহাবাহু নরপতি জলদ-নিস্বন বিজয়ধনু লাভ করিয়া যেন সমস্ত জগতের ভয়োৎপাদন করত পাণ্ডবগণ-সন্নিধানে যাত্রা করেন। তিনি গন্ধমাদনবাসী কিংপুরুষসিংহ দ্রুমের শিষ্য হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ সম্পূর্ণ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তেজে গাণ্ডীব ও শার্ঙ্গ ধনুর তুল্য দিব্যলক্ষণ-যুক্ত বিজয়-নামক মাহেন্দ্র ধনু লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গবাসিগণ-মধ্যে বরুণের গাণ্ডীব, মহেন্দ্রের বিজয় ও বিষ্ণুর শার্ঙ্গ, এই তিন ধনুকই দিব্য ও অতি তেজস্বী বলিয়া বিখ্যাত; তন্মধ্যে পরসেনা-ভয়াবহ শার্ঙ্গ শরাসন কৃষ্ণ ধারণ করিতেন, ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন খাণ্ডব বনে পাবকের নিকট হইতে গাণ্ডীব লাভ করিয়াছিলেন, আর মহাতেজা রুক্মী দ্রুমের নিকটে বিজয় ধনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ মুরদৈত্যের যোজিত অস্ত্রময় পাশ-সমস্ত ছেদন-পূর্ব্বক বল-দ্বারা ঐ দৈত্যকে নিহত করিয়া এবং ভূমিপুত্র নরকাসুরকে নিঃশেষে জয় করিয়া অদিতির মণিকুণ্ডল-যুগল আহরণ করত ষোড়শ সহস্র রমণী, বিবিধ রত্ন ও উত্তম শার্ঙ্গ ধনুঃ প্রাপ্ত হন। স্ববাহুবল-গর্ব্বিত বীরবর রুক্মী পূর্ব্বে ধীসম্পন্ন বাসুদেবের রুক্মিণী-হরণ সহ্য করিতে না পারিয়া "আমি জনার্দ্দনকে বধ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রবৃদ্ধা গঙ্গার ন্যায় সুদূর-বিস্তৃতা বিচিত্র আয়ুধ ও বর্ম্মযুক্তা মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পরে ঐ যোগীশ্বর প্রভু বৃষ্ণিনন্দনকে প্রাপ্ত হইয়া পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া কুণ্ডিরাজ নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। পরবীরহন্তা রুক্মী যে স্থলে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হন, তথায় ভোজকট নামে একটি উত্তম নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহারাজ! প্রভূত-গজ-বাজি-সম্বলিত সুমহৎ সৈন্য-যুক্ত ঐ নগর পৃথিবীতে ভোজকট নামে বিখ্যাত আছে। সেই মহাবীর্য্য ভোজরাজ বিপুল সৈন্যগণে পরিবারিত হইয়া এক অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে সহসা পাণ্ডবগণ-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই কবচী, ধন্বী, তলধারী, খড়্গী, শরাসনী রুক্মী পাণ্ডবগণের বিদিত হইয়া বাসুদেবের প্রিয় করণেচ্ছায় আদিত্যবর্ণ ধ্বজের সহিত মহাচমূ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন। রুক্মী পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যথা ন্যায়ে পূজিত ও সুসংস্তুত হইয়া এবং তাঁহাদিগের সকলকে প্রতি পূজা করিয়া সৈনিক-সহ বিশ্রামানন্তর বীরগণ-মধ্যে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পাণ্ডব! এই যুদ্ধে অবস্থিত হইয়া যদি সাহায্য নিমিত্তে ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে শত্রুদিগের অসহনীয় সাহায্য প্রদান করিব। এই পৃথিবীতে বিক্রমে আমার তুল্য কোন পুরুষই বিদ্যমান নাই। হে পাণ্ডব! সমরে তুমি আমাকে যে অংশ প্রদান করিবে, আমি তাহাই নিহত করিব; দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম কি কর্ণ, সকলকেই বিনষ্ট করিব। অথবা এই সমস্ত রাজবর্গ নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করুন, আমি একাকীই সংগ্রামে শত্রুগণকে বধ করিয়া তোমারে পৃথিবী প্রদান করিব।

ধীমান্ ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ ও কেশবের সন্নিধানে এবং নরেন্দ্রগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-বর্গের সমক্ষে এইরূপ উক্ত হইয়া যুধিষ্ঠির ও বাসুদেবের মুখাবলোকন করিয়া সহাস্য-বদনে প্রশান্ত-ভাবে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে বীর! আমি কৌরবকুলে উৎপন্ন, বিশেষত পাণ্ডুর পুত্র হইয়া এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, বাসুদেব-সহায়-সম্পন্ন ও গাণ্ডীবধারী হইয়া "ভীত হইয়াছি" এ কথা কি প্রকারে বলিতে পারি? ঘোষযাত্রা সময়ে যখন সুমহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কোন্ ব্যক্তি আমার সহায় হইয়াছিল? খাণ্ডব বনে সেই দেব-দানব-সমাকুল ঘোরতর সংগ্রামে যখন যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল?

যখন নিবাতকবচ ও কালকেয় দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? অপিচ বিরাটনগরে যৎকালে বহু-সংখ্যক কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখনই বা কে আমার সহায় হইয়াছিল? যুদ্ধার্থে রুদ্র, মহেন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, হুতাশন, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবকে আরাধনা করিয়া, দিব্য তেজোময় সুদৃঢ় গাণ্ডীব-শরাসন ধারণ করিয়া এবং অক্ষয্য শর-সংযুক্ত ও দিব্যাস্ত্র-পরিবারিত হইয়াও "ভীত হইয়াছি" এই যশোবিলোপী বাক্যটি সাক্ষাৎ বজ্রধারী পুরন্দরকেও মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে বলিতে পারে? হে নরশার্দ্দূল! আমি ভীত হই নাই এবং আমার সহায়েরও প্রয়োজন নাই; অতএব হে মহাবাহো! আপনকার ইচ্ছা ও সুযোগানুসারে হয় অন্যত্র গমন করুন, না হয় এই খানে অবস্থিত হউন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর রুক্মী সেই সাগর-সদৃশ সৈন্য নিবর্ত্তন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের নিকটেও সেইরূপে গমন করিলেন, তাঁহাকেও সেইরূপ কহিলেন এবং সেই শূরমানী দুর্য্যোধনও সেইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অতএব বৃষ্ণিকুল-সম্ভূত রোহিণীনন্দন বলদেব ও বসুধাধিপ রুক্মী, এই দুই জন মাত্র যুদ্ধ হইতে অপগত হইয়াছিলেন। রাম তীর্থযাত্রায় গমন করিলে এবং ভীষ্মক-পুত্র সেইরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইলে পর পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার মন্ত্রণার্থে উপবেশন করিলেন। মহারাজ! পার্থিবগণ-সমাকুল ধর্ম্মরাজের সেই সভা তারকাপুঞ্জ-বিচিত্রিত দ্বিজরাজ-বিরাজিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

রুক্মি-প্রত্যাখ্যানে সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৭॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজর্ষভ! কুরুক্ষেত্রে সৈন্য সকল সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইলে কালপ্রেরিত কৌরবেরা কি করিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সৈন্যগণ সেইরূপে ব্যূহবদ্ধ হইয়া প্রস্তুত থাকিলে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই কথা বলিলেন, হে সঞ্জয়! আইস, কুরু পাণ্ডবদিগের সেনা-নিবেশ বিষয়ে যাহা যাহা হইল, তৎসমুদায় সম্পূর্ণ-রূপে আমার নিকটে ব্যক্ত কর। আমি পুরুষকারকে অনর্থক বিবেচনা করিয়া দৈবকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছি; যেহেতু বিনাশ-পরিণামী যুদ্ধ-দোষ সমস্ত বোধগম্য করিয়াও নিকৃষ্টবুদ্ধি দুর্দ্যূতদেবী পুত্রকেও নিয়মিত করিতে পারিতেছি না এবং আপনারও হিতসাধনে সমর্থ হইতেছি না। হে সূত! আমার বুদ্ধি দোষানুদর্শিনী হয় বটে, কিন্তু দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া তাহা পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। অতএব হে সঞ্জয়! এরূপ অবস্থায় যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে; রণে তনুত্যাগ করাও ক্ষত্রিয়ের প্রশংসিত ধর্ম্ম বটে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা আপনকার উপযুক্ত প্রশ্ন বটে; কিন্তু এই দোষটি দুর্য্যোধনের উপরে আরোপিত করা আপনকার উচিত নহে। হে রাজন্! আমি নিঃশেষে বলিতেছি শ্রবণ করুন। যে মানব আপন দুশ্চরিত-হেতুক অশুভ প্রাপ্ত হয়, তাহার কাল কি দৈবের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। মহারাজ! মনুষ্যগণ-মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করে, সে গর্হিতাচরণ করত সকল লোকেরই বধার্হ হয়। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় পরাভব প্রাপ্ত হইয়া কেবল আপনকার প্রতীক্ষাতেই অমাত্যগণের সহিত অবমান ও তিরস্কার সমস্ত সহ্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সমরে অশ্ব, গজ ও অমিত-তেজস্বী রাজগণের বিধ্বংস হইবার যে রূপে সূত্রপাত হইল, তাহা সর্ব্বতোভাবে আমার নিকটে শ্রবণ করুন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাযুদ্ধে সকল লোক সংহারের মূলীভূত মূল বৃত্তান্ত সুস্থির-চিত্তে শ্রবণ-পূর্ব্বক এইরূপ

অবধারণ করুন যে পুরুষ কখন শুভাশুভ কর্ম্মের স্বয়ং কর্ত্তা হন না; দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়াই ক্রিয়মাণ হয়েন। শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, লোকে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই করিয়া থাকে; কেহ কেহ বলেন, যদৃচ্ছাক্রমেই করে; আর অপর কেহ কেহ বলেন, যে বর্ত্তমান কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম-সকলের প্রয়োজকতা থাকে।

সঞ্জয়-বাক্যে সৈন্যনির্যাণ প্রকরণ ও অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৫৮॥

উলূক দূতাগমন প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবেরা হিরণ্বতী নদী সমীপে নিবিষ্ট হইলে কৌরবেরাও যথাবিধি নিবিষ্ট হইলেন। প্রতাপশালী নরপতি দুর্য্যোধন তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া, নৃপতিগণকে সম্মানিত করিয়া এবং রক্ষক সৈন্য বিন্যাসপূর্ব্বক যোধগণের রক্ষণীয় দ্রব্যজাতের রক্ষা বিধান করিয়া পরিশেষে কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে আনয়ন-পূর্ব্বক মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত সম্ভাষণ করিয়া এবং কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া নির্জ্জনে উলূককে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে কিতবনন্দন উলূক! তুমি সোমক সহ পাণ্ডবগণ সমীপে গমন কর এবং গমন করিয়া বাসুদেবের শ্রবণ-গোচরে অর্জ্জুনকে আমার এই কথা বল যে, বহু বর্ষ পর্য্যন্ত যাহা চিন্তিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ এই উপস্থিত হইল। হে কৌন্তেয়! তুমি বাসুদেব-সহকৃত হইয়া অনুজগণের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে যে সুমহৎ শ্লাঘা-বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে, যাহা সঞ্জয় আসিয়া কৌরবগণ-মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সময় এই সমাগত হইয়াছে; অতএব তোমরা যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সম্প্রতি তাহা প্রতিপালন কর।" হে উলূক! ভ্রাতৃগণ ও যাবতীয় সোমক ও কেকয়গণের সহিত সমবেত জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকেও আমার বাক্যে এই কথা বল, যে, "প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক হইয়া তুমিই বা কি বলিয়া অধর্ম্মে মন করিতেছ?—নৃশংসের ন্যায় কি প্রকারে সমস্ত জগতের বিনাশ ইচ্ছা করিতেছ? আমার মনে হয়, তুমি সর্ব্বভুতের অভয় দাতাই হইবে। হে ভরতর্ষভ! শ্রবণ করা যায়, পূর্ব্বে দেবতারা রাজ্য হরণ করিলে পর প্রহ্লাদ এই একটি শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, 'হে দেবগণ! যাহার ধর্ম্মচিহ্ন উচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় নিয়ত প্রকাশিত থাকে, কিন্তু পাপ কর্ম্ম সমস্ত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে, তাহার সেই ব্রতকে বিড়ালের ব্রত কহে'। হে নরাধিপ! এ বিষয়ে নারদ আমার পিতার নিকটে এই উত্তম আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমার নিকটে ইহার আবৃত্তি করিতেছি, শ্রবণ কর।

"হে রাজন্! কোন সময়ে একটা দুষ্টাত্মা মার্জ্জার সর্ব্বকর্ম্মে বিরত হইয়া গঙ্গা-তীরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অবস্থিত ছিল। সে জন্তুগণের বিশ্বাসার্থে হিংসারহিত হইয়া 'আমি ধর্ম্মাচরণ করিতেছি' সকল প্রাণীকেই এই কথা বলিত। হে রাজন্! এইরূপে বহুকাল গত হইলে অণ্ডজেরা তাহার প্রতি বিশ্বাস করিল এবং সকলে সমবেত হইয়া ঐ বিড়ালের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। পক্ষিভোজী মার্জ্জার সেই পক্ষিগণ-কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া মনে করিল যে, এত কালের পর আমার তপস্যার ফল ও কার্য্যোদ্ধার হইল। হে ভারত! অনন্তর দীর্ঘকালের পর মূষিকেরাও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সেই ব্রতচারী ধার্ম্মিককে দম্ভযুক্ত মহাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি করিল। হে রাজন্! তাহাতে নিশ্চয় জ্ঞান হওয়াতে তাহাদের এই মত হইল, যে, আমাদিগের অনেক শত্রু আছে, অতএব ইনি আমাদের মাতুল হইয়া বালক বৃদ্ধ সকলের

সতত রক্ষা করুন। এইরূপ মনঃস্থ করিয়া তাহারা বিড়ালের সন্নিহিত হইয়া এই কথা বলিল, যে, আপনকার প্রসাদে আমরা যথা-সুখে বিচরণ করিতে অভিলাষ করি; আপনি আমাদিগের অব্যাহতা গতি এবং আপনিই আমাদিগের পরম বন্ধু; একারণ আমরা সকলে মিলিত হইয়া আপনকার শরণাগত হইলাম; আপনি ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং নিত্যকাল ধর্ম্মেই ব্যবস্থিত আছেন; অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! বজ্রধারী যেমন দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে রাজন্! সেই মূষিকান্তকারী মার্জ্জার মূষিকগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর করিল, যে, তপস্যা ও রক্ষা, এই দুই কর্ম্মের এককালে সুযোগ দেখিতে পাই না; কিন্তু হিতসাধনের নিমিত্ত তোমাদিগের এই বাক্য আমাকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও তোমাদিগের নিত্য প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য; আমি দৃঢ়-ব্রতে অবস্থিত হইয়া তপস্যায় পরিশ্রান্ত হই, সুতরাং বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়াও গমনের কোন শক্তি দেখিতে পাইতেছি না; অতএব অতঃপর প্রতি দিন তোমরা আমাকে নদীকূলে লইয়া যাইবে। হে ভরতর্ষভ! মূষিকেরাও 'তাহাই হইবে' এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই মার্জ্জারের নিকটে বৃদ্ধ ও বালক সকল সমর্পণ করিল। অনন্তর সেই পাপ-বুদ্ধি দুষ্টাত্মা মার্জ্জার মূষিক সকলকে ভক্ষণ করত স্থূলদেহ, সুবর্ণ ও দৃঢ়বন্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে মূষিকেরা অতিশয় ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং সেই বিড়াল বলবান্ ও তেজোযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিল। অনন্তর এক দিন মূষিকেরা সমবেত হইয়া পরস্পর এই কথা কহিল, যে, মাতুল নিত্য নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছেন আর আমরা অতিশয় ক্ষীণ হইতেছি। হে রাজন্! অনন্তর ডিণ্ডিক নামে কোন বুদ্ধিমান্ মূষিক সেই অসংখ্য আখু-সমুদায়কে এই কথা বলিল, তোমরা বিশেষ-রূপে মিলিত হইয়া নদী-তীরে যাইবে, আমি মাতুলের সঙ্গেই তোমাদিগের পশ্চাতে গমন করিব। তখন 'সাধু সাধু' এই কথা বলিয়া সকলেই তাহার প্রশংসা করিল এবং ডিণ্ডিকের সেই অর্থযুক্ত বাক্য যথা-ন্যায়ে প্রতিপালন করিল। অনন্তর বিড়াল অনভিজ্ঞতা-প্রযুক্ত ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিলে মূষিকেরা সকলে একত্রিত হইয়া নির্জ্জনে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। হে রাজন্! কোকিল-নামা একটি বৃদ্ধতম মূষিক জ্ঞাতিগণ-মধ্যে এই যথার্থ-বাক্যের উক্তি করিল, যে, মাতুল ধর্ম্ম-কামী নহেন; আমাদিগের শত্রু হইয়াও কেবল ছলনার নিমিত্তে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়াছেন; যে ব্যক্তি ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহার বিষ্ঠা কখন লোমযুক্ত হয় না; দেখ, ইহাঁর গাত্র উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং মূষিকগণ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; বিশেষত অদ্য সাত আট দিন হইল, ডিণ্ডিককে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোকিলের এই কথা শুনিয়া সকল মূষিকেরাই ইতস্তত পলায়ন-পরায়ণ হইল এবং দুষ্টাত্মা মার্জ্জারও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অতএব রে দুষ্টাত্মন্! তুমিও সেই বিড়াল-ব্রত অবলম্বন করিয়াছ;—মূষিকগণ মধ্যে বিড়াল যেমন আচরণ করিয়াছিল, তুমিও জ্ঞাতিবর্গ-মধ্যে সেইরূপ আচরণ করিতেছ। তোমার বাক্যে এক প্রকার প্রকাশ পায়, কর্ম্ম অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়; তোমার বেদ ও উপশম কেবল লোক-সমীপে দম্ভপ্রকাশের নিমিত্ত মাত্র। হে রাজন্! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত, অতএব এই কাপট্য পরিহার-পূর্ব্বক ক্ষত্রধর্ম্মে সমাস্থিত হইয়া সমস্ত কার্য্য কর। হে ভরতসত্তম! বাহুবীর্য্য-দ্বারা পৃথিবী লাভ করিয়া দ্বিজাতিগণ ও পিতৃগণকে যথোচিত দান কর। তোমার মাতা বহু বৎসর ক্লেশ পাইয়াছেন, অতএব তাঁহার হিতসাধনে যত্ন-পরায়ণ হইয়া সমরে শত্রু জয়-পূর্ব্বক তদীয় অশ্রু-মোচন এবং পরম সম্মান আহরণ কর। তুমি যত্ন করিয়া পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলে, কিন্তু

আমরা ‘কিরূপে পাণ্ডবদিগকে কোপিত করিব, কি প্রকারে সমরে যুদ্ধ করিব’ এই মনে করিয়াই তাহা প্রদান করি নাই। তোমার নিমিত্তে দুষ্টাভিপ্রায় বিদুরের পরিত্যাগ ও জতুগৃহে তোমাদিগের দাহ স্মরণ করিয়া পুরুষকার অবলম্বন কর। হে নরাধিপ! তুমি কুরুসভায় আগমন সময়ে কৃষ্ণকে হে রাজন্! আমি শান্তি ও সমর উভয়ের নিমিত্তেই এই অবস্থিত আছি’ এই যে কথা বলিয়া দিয়াছিলে, সেই সমরের সময় এই সমাগত হইয়াছে। হে যুধিষ্ঠির! ইহার নিমিত্ত আমি এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি পরম লাভ জ্ঞান করিতে পারেন? হে ভরতর্ষভ! তুমি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মিয়া, পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া এবং দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে অস্ত্র শিক্ষা করিয়া সমান জন্ম ও সমান বলসত্ত্বেও বসুদেব-তনয়কে আশ্রয় করিয়াছ কেন?”

হে উলুক! তুমি পাণ্ডবগণ-সমীপে বাসুদেবকেও এই কথা বলিও, যে, তুমি আত্মার্থে ও পাণ্ডবার্থে যত্নপর হইয়া আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। পূর্ব্বে সভামধ্যে মায়া-দ্বারা যে রূপ ধারণ করিয়াছিলে, পুনরায় সেই রূপ প্রকটিত করিয়া অর্জ্জুনের সহিত আমার অভিমুখে ধাবিত হও। ইন্দ্রজাল, মায়া কি কুহক সমস্ত ভয়ঙ্কর হয় বটে, কিন্তু সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির নিকটে ভয়জনক হওয়া দূরে থাকুক বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। আমরাও নিজ শরীরে বহুতর রূপ প্রদর্শন করত স্বর্গে ও আকাশে গমনার্থে উৎসাহ করিতে পারি এবং রসাতল কি ইন্দ্রপুরেও প্রবেশ করিতে সমর্থ হই। পরন্তু মায়া ও ভয়প্রদর্শনাদি বশীকরণ প্রকার-সমূহ-দ্বারা যে সিদ্ধি, তাহা পুরুষকার-সম্পন্ন মনুষ্যের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে না; কেন না বিধাতাই মানস-মাত্রে সমস্ত প্রাণীকে বশবর্ত্তী করেন, অপরে নহে। হে যদুনন্দন! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে নিহত করিয়া পাণ্ডবগণকে উত্তম রাজ্য প্রদান করিব এবং সঞ্জয় আমার নিকটে তোমার “মৎ-সহকৃত সব্যসাচী পার্থের সহিত তোমাদিগের শত্রুতা” এইরূপ যে সকল বাক্য উক্ত করিয়াছিলেন, সম্প্রতি পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী হইয়া তৎসমুদায় প্রতিপালন করত সত্যপ্রতিজ্ঞ হও। সমরে যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা দেখি, তুমি একবার পুরুষ হও। যে ব্যক্তি শত্রুকে বিশেষ রূপে জানিয়া বিশুদ্ধ পৌরুষ অবলম্বন-পূর্ব্বক শত্রুগণের শোক বর্দ্ধন করেন, তিনিই সুজীবনে জীবিত থাকেন। হে কৃষ্ণ! লোক-মধ্যে অকস্মাৎ তোমার মহৎ যশ বিখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু পুংস্ত্বযুক্ত অনেক নপুংসকও যে আছে, তাহা এক্ষণে জানা যাইবে হে কংসভৃত্য! মৎসদৃশ কোন নৃপতিই তোমার প্রতি কখন যুদ্ধার্থে অভিযোগ করেন নাই।

হে উলূক! সেই শৃঙ্গহীন বৃষভ-তুল্য, মূর্খ, বহুভোজী, বিদ্যা-শূন্য ভীমসেনকেও পুনঃপুন আমার এই কথা বলিও, যে, হে পার্থ! পূর্ব্বে বিরাটনগরে তুমি যে বল্লভ নামে বিখ্যাত সূপকার হইয়াছিলে, সে কেবল আমারই পৌরুষ। সভা-মধ্যে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়; যদি শক্তি থাকে, দুঃশাসনের রুধির পান কর। হে কৌন্তেয়! তুমি যে বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ত্বরায় নিহত করিব, তাহার কাল এই আগত হইয়াছে। হে ভারত! তুমি ভক্ষ, ভোজ্য ও পেয় বিষয়েই পুরস্কারার্হ; ভোজন করা কোথায় আর যুদ্ধ করাই বা কোথায়? এস পুরুষ হইয়া যুদ্ধ কর। হে ভারত! তুমি গতাসু হইয়া গদা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নিশ্চয়ই ভূতলশায়ী হইবে। হে বৃকোদর! সভা-মধ্যে তোমার সেই যে আস্ফালন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

হে উলুক! তুমি নকুলকেও আমার বাক্যে বলিও, যে, হে ভারত! সম্প্রতি স্থির হইয়া যুদ্ধ কর; আমরা তোমার কেমন পৌরুষ দেখি। হে ভারত! রর প্রতি অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও

কৃষ্ণার যে পরিক্লেশ, তাহা এক্ষণে যথাবৎ স্মরণ কর।

রাজগণ-মধ্যে তুমি সহদেবকেও আমার এই কথা বলিও, যে, হে পাণ্ডব! অধুনা যত্নপর হইয়া সংগ্রামে যুদ্ধ কর। ক্লেশ-সমস্ত স্মরণ কর।

বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার বাক্যে বলিও, যে, যে পর্য্যন্ত প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে, তদবধি মহাগুণ-সম্পন্ন ভৃত্যেরাও কখন স্বামিদিগকে বিশেষ রূপে দৃষ্টি করে নাই এবং রাজারাও কখন ভৃত্যবর্গকে দেখেন নাই; অর্থাৎ স্বামি ভৃত্যের পরস্পর গুণাগুণ পরিজ্ঞান সুকর নহে; এই রাজা অশ্লাঘ্য, এই মনে করিয়া তোমরা আমারও বধার্থে আগমন করিয়াছ; এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও আপনাদিগের নিমিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ কর।

পাঞ্চাল-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকেও তুমি আমার বাক্যে এই কথা বলিও, যে, এই তোমার সময় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তুমিও তাহাকে প্রাপ্ত হইবে; সমরে দ্রোণের সন্নিহিত হইয়া আপনার উত্তম হিত জানিতে পারিবে। আইস, সুহৃদ্ ও সহচরগণের সহিত মিলিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মার্থে সুদুষ্কর কর্ম্ম কর।

হে উলূক! অনন্তর শিখণ্ডীকে আমার বাক্যে বলিও, যে, সকল ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ, মহাবাহু কুরুনন্দন গাঙ্গেয় স্ত্রী-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া তোমাকে বধ করিবেন না, অতএব তুমি এক্ষণে সুনির্ভয় হইয়া যুদ্ধ কর; রণে যত্নপর হইয়া কর্ম্ম কর; আমরা তোমার পৌরুষ দেখি।

এইরূপ কহিয়া রাজা দুর্য্যোধন হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উলূককে কহিলেন, তুমি বাসুদেবের সাক্ষাতে পুনরায় ধনঞ্জয়কে বলিও, যে, হে বীর! তুমি, হয় আমাদিগকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর, না হয় আমাদিগের নিকটে নির্জ্জিত হইয়া রণ-শায়ী হও। হে পাণ্ডব! রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন জন্য ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পৌরুষ প্রকাশ কর। ক্ষত্রিয়া জননী যে নিমিত্ত পুত্র প্রসব করেন, তাহা সকলই এই আগত হইয়াছে; অতএব সংগ্রামে বল, বীর্য্য, শৌর্য্য ও সাতিশয় শীঘ্রাস্ত্রতা-প্রভৃতি পৌরুষ প্রদর্শন করত কোপের নিষ্কৃতি বিধান কর। ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত, দীর্ঘকাল নির্ব্বাসিত, নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত ও দীনভাবাপন্ন হইলে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন মনুষ্য সৎকুল-সম্ভূত, শূর, পরধনে অগৃধ্নু কোন্ ব্যক্তির অখণ্ড রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার কোপোদ্দীপন না করে? তুমি যে সেই মহৎ আস্ফালন বাক্যের উক্তি করিয়াছিলে, এক্ষণে কর্ম্ম-দ্বারা তাহা সপ্রমাণ কর। কর্ম্ম না করিয়া কেবল মিথ্যা শ্লাঘা করিলে সাধুরা তাহাকে কুপুরুষ বলিয়া জানেন। শত্রুগণ বশে অবস্থানের নিষ্কৃতি ও রাজ্যের পুনরুদ্ধার, এই দুইটিই যুদ্ধকামী ব্যক্তির প্রয়োজন; অতএব পৌরুষ প্রকাশে করিয়া তাহা সম্পন্ন কর। তুমিও দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং কৃষ্ণাকেও সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল; ইহাতে পুরুষমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে। হে পাণ্ডব! তুমি গৃহ হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল বন-মধ্যে এবং এক বৎসর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাটের গৃহে বাস করিয়াছিলে; অতএব রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন নিবন্ধন ক্লেশ, বনবাস ও কৃষ্ণার পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও। অপিচ শত্রু-সমুচিত অপ্রিয় বিষয় সকলের পুনঃপুন উক্তিকারী দুঃশাসনাদির প্রতি অমর্ষ প্রদর্শন কর; যেহেতু অমর্ষই পৌরুষ। হে পার্থ! সংগ্রামে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞান-যোগ ও অস্ত্রলাঘব দৃষ্ট হউক; যুদ্ধ কর, পুরুষ হও। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কার নির্ব্বাহ হইয়াছে, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দম-শূন্য আছে, অশ্ব সকল পুষ্ট রহিয়াছে এবং সৈনিকেরাও ভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব কেশবের সহিত মিলিয়া কল্যই

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্ম-শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক পুরুষ হও। সংগ্রামে সুদুর্দ্ধর্ষ সূত-পুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য ও শচীপতি-সম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া কি বলিয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছ? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সমর-ধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা নিতান্তই নিরর্থক; কেন না বায়ু-কর্ত্তৃক সুমেরু গিরি উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কদাপি শ্রবণ করা যায় না। যদি সমীরণ কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভবিতে পারে; কেন না ভীষ্ম দ্রোণের অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া কোন্ মানব জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? পার্থই হউক বা অন্য কেহই হউক, কোন্ ব্যক্তি কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে? সমরে ইহাঁরা যাহারে হস্তব্যরূপে নিশ্চিত অথবা ভয়ঙ্কর শস্ত্র-প্রহারে আবিদ্ধ করেন, পদ-দ্বারা ভূতল-স্পর্শকারী এমন কোন্ মরণ-ধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়? রে মন্দমতে! তুমি কূপচারী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া, অমরগণ-রক্ষিতা স্বর্গপুরীর ন্যায়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, কুরু-মধ্যদেশীয় [illegible] এবং দ্রবিড় অন্ধ্র ও কাঞ্চী-দেশীয় পুলিন্দগণ-প্রভৃতি নরেন্দ্রগণের অতিরক্ষিতা সাক্ষাৎ দেব-সৈন্য-সদৃশী সুদুর্দ্ধর্ষা এই সমবেতা রাজ-সেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন? রে অল্পবুদ্ধে! রে মূঢ়! তুমি সংগ্রামে এই অপারণীয় গজাবেগের ন্যায় সম্যক্-রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য যোধ-সমূহের সহিত এবং নাগ-বল-মধ্যস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিপ্রকারে অভিলাষ করিতেছ? রে ভারত! তোমার যে অক্ষয় তূণদ্বয়, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্য কেতু, তাহা রণ-স্থলেই জানা যাইবে। রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থন মাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না; সম্যক্-রূপ বিক্রম প্রকাশ দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। রে ধনঞ্জয়! লোক-মধ্যে যদি শ্লাঘা-মাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে; কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জানি, তালপ্রমাণ গাণ্ডীবকেও জানি আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই, তাহাও জানি এবং জানিয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদি দ্বারা কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বিধাতাই সংকল্প-মাত্রে অনুকূল সমস্ত বশবর্ত্তী করেন। আমি ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাজ্যভোগ করিলাম; তুমি কেবল বিলাপ করিতে করিতে দেখিলে, অতঃপর তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিয়া আরও বহুকাল ইহার শাসন করিব। রে ফাল্গুন! যখন দাস্যপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডিব কোথায় ছিল এবং ভীমসেনের বলই বা কোথায় ছিল? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে, গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডিব-যুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই। তোমরা অমানুষোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাস্যকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চাল-নন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ড অর্থাৎ নিষ্ফল তিল বলিয়া উক্ত করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণীধারণ করিয়াছিলে। অপিচ বিরাটের মহানসে ভীম যে সূপকার কর্ম্মে শ্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ। রে পার্থ!

ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্ষত্রিয়েরা এইরূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন; দেখ, তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণ-পূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না, অতএব কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর; কেন না সংগ্রামে গৃহীত-শস্ত্র ব্যক্তির নিকটে মায়া, ইন্দ্রজাল কি কুহক সমস্ত কখন ভীষণ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। অব্যর্থ-শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব কি শত শত অর্জ্জুন দশ দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক-দ্বারা গিরি ভেদ কর অথবা বাহুদ্বারা পশ্চাদুক্ত অগাধ পুরুষ-সাগর সন্তরণ কর অর্থাৎ মস্তক-দ্বারা গিরিবিদারণের ন্যায় এই দুই ব্যাপারই অসম্ভব। এই অসীম পুরুষ-সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন, বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, ভীষ্ম বেগ, দ্রোণ ভীষণ গ্রাহ, কর্ণ, শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ জল, ভগদত্ত মারুত, শ্রুতায়ু ও কৃতবর্ম্মা মহাপারাবার, দুঃশাসন প্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহ-যুক্ত সম্যক্ প্রবৃদ্ধ পুরুষ-সাগরে অবগাহন করিয়া তুমি যখন পরিশ্রম-দ্বারা নষ্টচেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সকল নিহত হইয়া যাইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে; কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায় প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত সুদুষ্কর।

উলূকের প্রতি দুর্য্যোধন-বাক্যে একোনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, কিতব-তনয় উলূক পাণ্ডবের সেনা-নিবেশ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আপনি দূত-বাক্যের অভিজ্ঞ, অতএব দুর্য্যোধন যাহা আদেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই ব্যক্ত করি, শুনিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উলূক! তোমার ভয় নাই; অদীর্ঘদর্শী লুব্ধ দুর্য্যোধনের যে কিছু অভিপ্রেত, তুমি অব্যাকুলিত-চিত্তে তাহা ব্যক্ত কর।

অনন্তর উলূক অমিত-তেজস্বী মহাত্মা পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়গণ, মৎস্যগণ, যশস্বী কৃষ্ণ, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং অন্যান্য যাবতীয় ভূপালবর্গ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির! মহামনা রাজা দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের শ্রবণ-গোচরে আপনাকে এই বাক্য বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

"হে পাণ্ডব! তুমি স্বয়ং দ্যূতে পরাজিত হইয়াছিলে এবং কৃষ্ণাকেও সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, ইহাতে পুরুষমানী মনুষ্য অবশ্যই অমর্ষান্বিত হইতে পারে। তুমি গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বাদশ বর্ষ কাল বন-মধ্যে এবং এক বৎসর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিরাটের গৃহে বাস করিয়াছিলে; অতএব অমর্ষ, রাজ্যহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর পরিক্লেশ স্মরণ করত পুরুষ হও। হে পাণ্ডব! অশক্ত হইয়াও ভীম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যদি সমর্থ হয়, দুঃশাসনের রুধির পান করুক। তোমার শস্ত্র সকলের নীরাজনাদি সংস্কারও সম্পন্ন হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রও কর্দ্দম-শূন্য আছে, পথও সমান হইয়াছে এবং অশ্ব সকলও হৃষ্টপুষ্ট রহিয়াছে; অতএব কল্যই কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর। হে কৌন্তেয়! তুমি সমরে ভীষ্মের সহিত সমাগত না হইয়াই অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ কেন? কোন অবোধ মনুষ্য যেমন গন্ধমাদন-শিখরে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা গর্ব্ব করিতেছ; অতএব আত্ম-শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক পুরুষ হও। সংগ্রামে সুদুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ

শল্য ও সাক্ষাৎ শচীপতি-সম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজিত না করিয়া, কি বলিয়া রাজ্য কামনা করিতেছ? হে পার্থ! তুমি যে বেদমন্ত্রে ও ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য, উভয় বেদেরই পারপ্রাপ্ত, সমরধুরন্ধর, অক্ষোভণীয়, অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন, মহাদ্যুতি সেনাপতি দ্রোণকে জয় করিতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা নিতান্তই নিরর্থক; কেন না সমীরণ-কর্ত্তৃক সুমেরু ভূধর উন্মথিত হইয়াছে, ইহা কোন কালে শ্রবণ করা যায় না। যদি পবন কখন মেরু বহন করিতে পারে, স্বর্গ ভূতলে নিপতিত হয়, অথবা কালচক্রের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তবে তুমি আমাকে যা বল, তাহা সম্ভব হইতে পারে; কেন না এই অরিমর্দ্দনের সন্নিহিত হইলে কোন্ ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে? অশ্ববারই হউক, গজারোহীই হউক, অথবা রথীই হউক, কোন্ মানব কুশলে গৃহে গমন করিতে পারে? সমরে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ত্তৃক হন্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত অথবা ভয়ঙ্কর শস্ত্র-প্রহারে বিদ্ধ হইয়া পদদ্বারা ভূতল-স্পর্শকারী এমন কোন্ মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণ পায়? রে মন্দমতে! তুমি কূপশায়ী ভেকের ন্যায় মূঢ় হইয়া অমরবৃন্দ-রক্ষিতা স্বর্গ-পুরীর ন্যায়, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, কুরুমধ্য-দেশীয় ম্লেচ্ছ এবং দ্রবিড় অন্ধ্র ও কাঞ্চী-দেশীয় পুলিন্দগণ-প্রভৃতি অসংখ্য নরেন্দ্রগণের অভিরক্ষিতা, সাক্ষাৎ দেবচমূ-সদৃশী সুদুর্দ্ধর্ষা এই সমবেতা রাজ-সেনাকে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইতেছ না কেন? রে অল্পবুদ্ধে! তুমি সংগ্রামে এই অপারণীয় গঙ্গা-বেগের ন্যায় সম্যক্-রূপে প্রবৃদ্ধ নানাবিধ অসংখ্য-যোধ-নিবহের সহিত এবং গজসৈন্য-মধ্যে অবস্থিত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কি প্রকারে অভিলাষ করিতেছ?”

উলূক ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ অর্জ্জুনের প্রতি মুখাবর্ত্তন করত ক

“রে অর্জ্জুন! তুমি মিথ্যা শ্লাঘা পরিহার-পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; অনর্থক বহুতর বৃথা গর্ব্ব কর কেন? কেবল বিকত্থন-মাত্রেই যুদ্ধ সিদ্ধ হয় না; সম্যক্-রূপ বিক্রম প্রকাশ-দ্বারা ইহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। রে ধনঞ্জয়! লোক-মধ্যে যদি শ্লাঘামাত্রেই এই কর্ম্ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, কেন না বৃথা গর্ব্ব প্রকাশে দরিদ্র কে আছে? আমি তোমার সহায়ভূত বাসুদেবকেও জানি, তালপ্রমাণ গাণ্ডিবকেও জানি, আর তোমার মত কেহ যোদ্ধা নাই তাহাও জানি এবং জানিয়াই তোমার এই রাজ্য ধারণ করিতেছি। রে পার্থ! মনুষ্য, ছলনাদি-দ্বারা কখন সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না; একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রে অনুকূল সমস্ত বশবর্ত্তী করেন। আমি এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাজ্যভোগ করিলাম, তুমি কেবল বিলাপ করিতে করিতে দেখিলে; অতঃপর তোমাকে সবান্ধবে নিহত করিয়া আরও বহুকাল ইহার শাসন করিব। রে ফাল্গুন! যখন দাস্যপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডিব কোথায় ছিল? এবং ভীমসেনের বলই বা তখন কোথায় ছিল? তৎকালে অনিন্দিতা কৃষ্ণা ব্যতিরেকে গদাধারী ভীমসেন কি গাণ্ডিবযুক্ত ফাল্গুন হইতে তোমাদিগের মুক্তি হয় নাই। তোমরা অমানুষোচিত দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের দাস্যকর্ম্মে অবস্থিত হইলে, পাঞ্চালনন্দিনী কৃষ্ণাই তোমাদিগকে মুক্ত করিয়াছিল। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ড তিল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই বটে; কেন না তৎকালে তুমি বিরাটনগরে বেণী ধারণ করিয়াছিলে। অপিচ বিরাটের পাকশালায় ভীম যে সূদকর্ম্মে শ্রান্ত হইত, সে কেবল আমারই পৌরুষ। ফলত ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ের প্রতি সর্ব্বদা এইরূপ দণ্ডই দিয়া থাকেন; দেখ, তুমি নপুংসক-বেশী হইয়া বেণী ধারণ-পূর্ব্বক কন্যাগণকে নর্ত্তন করাইতে। রে ফাল্গুন! আমি বাসুদেবের ভয়ে, কি তোমার ভয়ে কখন পুনরায় রাজ্য প্রদান করিব না; অতএব

কেশবের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ কর; কেন না সমরে শস্ত্রধারী হইলে আমার নিকটে মায়া, ইন্দ্রজাল, কুহক কি বিভীষিকা সমস্ত কখন ভয়প্রদ হয় না, বরং কোপাবহই হইয়া থাকে। অব্যর্থ শস্ত্রধারী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন দশ দিকে পলায়ন-পরায়ণ হইবে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর বা মস্তক-দ্বারা গিরি বিদারণ কর অথবা বাহু দ্বারা পশ্চাদুক্ত অগাধ পুরুষ-সাগর সন্তরণ কর। এই অসীম পুরুষ-সাগরে কৃপাচার্য্য মহামীন, বিবিংশতি মৎস্য, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, ভীষ্ম বেগ, দ্রোণ ভয়ঙ্কর গ্রাহ, কর্ণ শল ও শল্য মৎস্য ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ জল, ভগদত্ত মারুত, শ্রুতায়ু ও কৃতবর্ম্মা মহাপারাবার, দুঃশাসন প্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ উপকূলবর্ত্তী ভূধর, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল-স্বরূপ হইয়াছেন। রে পার্থ! এই অক্ষয্য শস্ত্র-প্রবাহযুক্ত, সম্যক্ প্রবৃদ্ধ পুরুষ-সাগরে অবগাহন করিয়া তুমি পরিশ্রম-দ্বারা যখন নষ্টচেতন হইবে এবং তোমার বন্ধুবান্ধব সমস্ত নিহত হইয়া যাইবে, তখনই তোমার মনোমধ্যে পরিতাপের উদয় হইবে এবং অশুচি ব্যক্তির মন যেমন স্বর্গ-লাভের প্রত্যাশা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ পৃথিবী শাসনের প্রত্যাশা হইতে তোমার মন নিবর্ত্তিত হইবে; কেন না অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গলোক লাভের ন্যায়, প্রশাসনীয় রাজ্য লাভ করা তোমার নিতান্ত সুদুষ্কর”।

উলূক-বাক্যে ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উলূক ক্রোধ-পরীত আশীবিষ-সদৃশ সব্যসাচীকে বাক্য-রূপ শলাকা-দ্বারা সম্যক্-রূপে পীড়িত করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় উক্ত করিলেন। পাণ্ডবেরা পূর্ব্বেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষত কিতব-পুত্রের নিকটেও ধর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া একবারে অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই আসনোপরি দণ্ডায়মান হইলেন, বাহুবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন। ভীমসেন অবনত-মস্তকে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে লোহিত-প্রান্ত নেত্রযুগল-দ্বারা কেশবের মুখাবলোকন করিলেন। তখন যদুনন্দন, পবন-তনয়কে অতিমাত্র ক্রোধাভিহত ও ব্যাকুলিত দেখিয়া যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কিতব-পুত্রকে কহিলেন, হে উলূক! তুমি শীঘ্র প্রস্থান কর এবং সুযোধনকে বল, যে, তোমার বাক্যও শ্রুত হইল এবং অর্থও গৃহীত হইল, তোমার যে রূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। হে রাজসত্তম! মহাবাহু কেশব উলূককে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন করিলেন। উলূকও সমস্ত সৃঞ্জয়গণ, যশস্বী কেশব, সপুত্র দ্রুপদ ও বিরাটের সন্নিধানে এবং যাবতীয় ভূপালবর্গ-মধ্যে বাক্য-শলাকা-সহকারে ক্রোধপরীত আশীবিষ-তুল্য ধনঞ্জয়ের মর্ম্মভেদ করত দুর্য্যোধনোক্ত সমস্ত বাক্য পুনরায় ব্যক্ত করিলেন এবং কৃষ্ণ-প্রভৃতি অন্যান্য সকলকেও যথোক্ত বাক্য সমুদায় কহিলেন। পার্থ উলূকের উক্ত সেই সুদারুণ পাপময় বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিক্ষুব্ধ হইলেন এবং ঘর্ম্মাপনয়নার্থে ললাট মার্জ্জনা করিলেন। মহারাজ! তখন সেই রাজসভা পার্থকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া এককালে অধীরা হইয়া উঠিল। পাণ্ডবদিগের মহারথেরা মহাত্মা কৃষ্ণ ও পার্থের অবমানে কিছুতেই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। স্বভাবত স্থিরচিত্ত হইয়াও ঐ পুরুষব্যাঘ্রেরা উলূকের কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, কেকয়রাজনন্দনেরা পঞ্চ সহোদর, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু, ভীমসেন ও

নকুল সহদেব, সকলেই ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া রক্তচন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদ, বলয় ও কেয়ূরনিকরে বিভূষিত বাহু সকল প্রধারণ-পূর্ব্বক আসন হইতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন। বৃকোদর তাঁহাদিগের আকার ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করত স্ববেগে উত্থিত হইলেন এবং সহসা নেত্রযুগল উৎক্ষেপণ, হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও দন্ত সমস্ত কটকটায়মান করিয়া উলূক-কে কহিলেন, রে মূর্খ! দুর্য্যোধন তোকে যে কথা বলিয়া দিয়াছিল, অসমর্থের ন্যায় আমাদিগের উত্তেজন নিমিত্তক তোর সেই বচন শ্রবণ করা হইল, এক্ষণে তুই সকল ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সূত-পুত্র ও দুরাত্মা শকুনির শ্রবণ-গোচরে সুযোধনকে যে কথা বলিবি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর্। "রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিত্য প্রীতিকামী, এই নিমিত্তই তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি তাহা বহুজ্ঞান করিতেছ না। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ কেবল কুলের হিত কামনাতেই শমাকাঙ্ক্ষী হইয়া কুরুগণ-সমীপে কেশবকে প্রেরণ করিয়াছি-লেন; কিন্তু তুমি নিতান্তই কাল-প্রেরিত হইয়া শমন-সদনে গমনকামী হইতেছ; এক্ষণে আইস, আমাদিগের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাও কল্যই হইবে। রে পাপাত্মন্! আমি যে ভ্রাতৃগণ-সহ তোমাকে বধ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সেইরূপই হই-বে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। বরুণালয় জলনিধি যদি সদ্যই বেলা অতিক্রম করে; পর্ব্বত সকলও যদি বিশীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি আমার সেই বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি যম, কুবের বা রুদ্র আসিয়া তোমার সহায় হন, তথাপি পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। আমি অভিলাষানুসারে অবশ্যই দুঃশাসনের রুধির পান করিব। অপিচ তৎকালে যে কোন ক্ষত্রিয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিমুখে ধাবিত হইবে, সে যদি ভীষ্মকেও অগ্রে করিয়া আইসে, তথাপি তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। আমি ক্ষত্রিয়-সমাজে যে বাক্য উক্ত করিয়াছি, তাহা যে সত্য হইবে, তদ্বিষয়ে অন্তরাত্মার শপথ করিতেছি"।

ভীমসেনের বাক্য শুনিয়া অমর্ষণ সহদেবও ক্রোধে লোহিত-নয়ন হইয়া সৈনিক-জন-সমাজে অহঙ্কারী শূর-সদৃশ এই কথা কহিলেন, রে পাপাত্মন্! তোর পিতাকে যাহা বলিবি, আমার সেই বাক্য শ্রবণ কর্। "যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধ না হইত, তাহা হইলে কৌরবগণের সহিত, আমা-দিগের কদাচ বিচ্ছেদ হইত না। হে পাপকর্ম্মন্! তুমি ধৃতরাষ্ট্র-কুলের, আত্ম-কুলের ও সমস্ত লোকের বিনাশার্থে সাক্ষাৎ বৈর পুরুষ-রূপে উৎপন্ন হই-য়াছ"। রে উলূক! তোর পাপাত্মা পিতা আমা-দিগের জন্মাবধি নিত্যই নিদারুণ অহিতাচরণ করি-তে ইচ্ছা করে; অতএব আমি সেই শত্রুতা-সম্বন্ধের সুদুর্গম পার প্রাপ্ত হইব; শকুনির সাক্ষাতে অগ্রে তোরে নিহত করিয়া পশ্চাৎ স্পর্দ্ধা-বিশিষ্ট সকল ধনুর্দ্ধারিগণের গোচরে শকুনিকে বিনষ্ট করিব।

ভীম ও সহদেবের এই বচন শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বৃকোদরকে কহিলেন, হে ভীম! আপনকার সহিত যাহাদের শত্রুতা হয়, তাহারা জীবিত থাকে না; গৃহমধ্যে সুখ-সেবিত মন্দেরা মৃত্যুপাশের বশবর্ত্তী হইয়াই রহিয়াছে; কিন্তু হে পুরুষোত্তম! উলূককে পরুষ সম্ভাষণ করা আপনকার কর্ত্তব্য নহে; কেন না, দূতেরা কি অপ-রাধ করে? তাহারা যথোক্ত বাক্যেরই অনুবাদ করিয়া থাকে। মহাবাহু ধনঞ্জয় ভীম-পরাক্রম ভীমকে এইরূপ কহিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সুহৃদ্বীর-গণকে সম্ভাষণ করত বলিলেন, আপনারা সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের কটূক্তি, বিশেষত বাসুদেবের ও আমার কুৎসা শ্রবণ করিলেন এবং শুনিয়া আমা-দিগের হিতকামনায় সকলে রোষান্বিত হইয়াছেন। আমি বাসুদেবের [illegible] ও আপনাদিগের প্রযত্নে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকেও গণনা করি না।

এক্ষণে এই বাক্যের যাহা উত্তর হয়,—উলূক দুর্য্যোধনকে যাহা কহিবে, আপনাদিগের অনুজ্ঞা-ক্রমে আমি ইহাকে তাহা বলিয়া দিব। এই বাক্যের যাহা প্রতিবাক্য, তাহা কল্য সৈন্য-সম্মুখে গাণ্ডীব-দ্বারা ব্যক্ত করিব, কেন না ক্লীবেরাই বচন-দ্বারা উত্তর দিয়া থাকে।

অনন্তর সেই রাজসত্তম সমস্ত পার্থিবগণ ধনঞ্জয়ের ঐ বাক্যভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথা-বয়ঃক্রমানুসারে যথা-ন্যায়ে অনুনয় করিয়া স্বপ্রেরণীয় বাক্য বলিবার উদ্দেশে উলূককে কহিলেন, কোন প্রধান নরপতি আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করত ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; অতএব আমি তোমার বাক্য শ্রবণেচ্ছায় রত থাকিয়া এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর করিব।

হে ভরতর্ষভ! ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে যেন গর্ব্বিতের ন্যায় হইয়া অতি-লোহিত-নয়নে আশীবিষের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করত জনার্দ্দন ও ভ্রাতৃগণের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল ভুজদণ্ড প্রধারণ-পূর্ব্বক কিতব-নন্দনকে কহিলেন, তাত উলূক! তুমি সেই কুলপাংসন, কৃতঘ্ন, বৈরাবতার দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের নিকটে গমন করিয়া তাহাকে এই কথা বল, যে, রে পাপাত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়তই কুটিলাচরণ করিয়া থাক। রে পাপ! যে ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্যে পরাক্রম করিয়া শত্রু সকলকে আহ্বান করে এবং ভয়শূন্য হইয়া নিজ বাক্য পূর্ণ করে, তাহাকেই ক্ষত্রিয় পুরুষ বলা যায়; অতএব রে কুলাধম! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সংগ্রামে আমাদিগকে আহ্বান কর; মানভাজন অমাত্যগণকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করিও না। রে কৌরব! আত্ম-বীর্য্য ও ভৃত্য-বীর্য্য আশ্রয় করিয়া সমরে পার্থগণকে আহ্বান কর। সর্ব্বথা ক্ষত্রিয় হও। যে নরাধম পর-বীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, স্বয়ং গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহাকে নপুংসক বলিয়া গণ্য করা যায়; অতএব তুমি যখন স্বয়ং অসমর্থ হইয়া পরের বীর্য্যে আপনাকে বহুজ্ঞান করিতেছ, তখন আর কি বলিয়া আমাদিগের প্রতি এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন কর?

কৃষ্ণ কহিলেন, হে উলূক! তুমি আমার এই বাক্যও দুর্য্যোধনকে বলিও যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি বলিয়াছ, কল্য যুদ্ধ হইবে; এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হও; পুরুষকার অবলম্বন কর। রে মূঢ়! তুমি যে মনে করিতেছ, পাণ্ডবেরা জনার্দ্দনকে কেবল সারথ্য-কর্ম্মের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিবেন না এবং এই মনে করিয়াই যে নির্ভয় হইতেছ, তাহা চরম-কালেও হইতে পারে না; কেন না ক্রোধ হইলে, আমি তৃণরাশি-দহনকারী হুতাশনের ন্যায় সমস্ত পার্থিবগণকেই নির্দ্দহন করিতে পারি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত বিজিতাত্মা মহাত্মা ধনঞ্জয়ের সারথ্য কর্ম্মই করিব। তুমি যদি ত্রৈলোক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন কর, অথবা ভূগর্ত্ত-মধ্যেই প্রবেশ কর, তথাপি প্রভাতে সেই সেই স্থলে অর্জ্জুন রথ দৃষ্টি করিবে। তুমি ভীমসেনের বাক্যকে বৃথা জ্ঞান কর বটে, কিন্তু এক্ষণে ইহা অবধারণ করিয়া রাখ, যে, দুঃশাসনের রুধির পান করাই হইয়াছে এবং ইহাও নিশ্চয় জান যে, প্রতিকূলভাষী তোমার প্রতি না পার্থ, না রাজা যুধিষ্ঠির, না ভীমসেন, না নকুল সহদেব, কেহই দৃক্‌পাত-মাত্র করেন না।

কৃষ্ণ-বাক্যে একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাযশা ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কেশবের মুখ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অতি-লোহিত-নয়ন-যুগলে উলূকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিপুল-ভুজদণ্ড প্রধারণ করত বলিলেন, যে ব্যক্তি স্ববীর্য্য আশ্রয় করিয়া শত্রু-

সকলকে আহ্বান করে এবং নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করে, তাহাকেই পুরুষ বলা যায়; কিন্তু যে পর-বীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে অসমর্থতা-প্রযুক্ত লোক-মধ্যে পুরুষাধম ক্ষত্রিয়বন্ধু অর্থাৎ জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়। রে মূঢ়! তুমিও পরের বীর্য্যে আপনাকে বীর্য্যবান্ জ্ঞান করিতেছ এবং স্বয়ং কাপুরুষ হইয়াও শত্রু সকলকে ধর্ষিত করিতে অভিলাষী হইতেছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি যে, সকল রাজগণ-মধ্যে বৃদ্ধ, হিতবুদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়, মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে মরণার্থে দীক্ষিত করিয়া বৃথা শ্লাঘা করিতেছ, তাহার ভাব আমাদিগের বিদিত হইয়াছে। রে কুলপাংসন! তোমার অভিপ্রায় এই যে, অর্জ্জুন দয়া করিয়া গঙ্গানন্দনকে নিহত করিবে না। রে দুর্য্যোধন! তুমি যাঁহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া অনর্থক গর্ব্ব করিতেছ, সেই ভীষ্মকে আমি স্পর্দ্ধা-যুক্ত সকল ধনুর্দ্ধারিগণ সমক্ষে প্রথমেই বিনষ্ট করিব।

হে উলূক! তুমি কুরুগণ সমীপে গমন-পূর্ব্বক সুযোধনের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে এই কথা বল, যে, সব্যসাচী অর্জ্জুন তাহাই বলিয়াছেন, নিশাবসানে সমরারম্ভ হইবে। মহাসত্ত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম কুরুগণ-মধ্যে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করত "আমি সৃঞ্জয়-সৈন্য ও শাল্বেয়কদিগকে নিহত করিব, ইহা আমারই ভার; আমি দ্রোণ ব্যতিরেকেও একাকী সকল লোক সংহার করিতে পারি; অতএব পাণ্ডবগণ হইতে তোমার ভয় নাই" এই যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহাতেই তোমার এইরূপ নিশ্চয়-জ্ঞান হইয়াছে যে, সমস্ত রাজ্য আপনার হইল এবং পাণ্ডবেরাও চির কালের নিমিত্ত আপদ্গ্রাত হইল। তুমি তাহাতেই দর্পপূর্ণ হইয়া আপনাতেও যে অনর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছ না; অতএব তোমার সমক্ষে আমি সমরে কেই প্রথমে নিহত করিব। সূর্য্যোদয়ে সৈন্য সজ্জা করিয়া তোমরা রথী ও ধ্বজধারী হইয়া সত্যসন্ধ ভীষ্মকে রক্ষা কর; কেন না তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি ঐ দ্বীপ অর্থাৎ রক্ষক স্বরূপ মহাবীরকে শরনিকর-সহকারে রথ হইতে নিপাতিত করিব। সুযোধন কল্য পিতামহকে মদীয় শরজালে সমাকীর্ণ দেখিয়া শ্লাঘা-বাক্য যে কি রূপ, তাহা বিশেষ রূপে জানিতে পারিবে। রে সুযোধন! ভীমসেন ক্রোধপরীত হইয়া সভা-মধ্যে তোমার ভ্রাতা ক্ষুদ্রদৃষ্টি, অধর্ম্মজ্ঞ, নিত্য-বৈরী, পাপবুদ্ধি, অতিনৃশংস পুরুষাধম দুঃশাসনকে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞাটিকে তুমি অচিরেই পরিপূর্ণ দেখিবে এবং অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুবাক্য, নিষ্ঠুরতা, অবলেপ, আত্মশ্লাঘা, নির্দ্দয়তা, তীক্ষ্ণতা, ধর্ম্মবিদ্বেষ, অধর্ম্ম, অপবাদ, বৃদ্ধ-বাক্যের অতিক্রম, বক্রদর্শন ও যাবতীয় অপনয়ের বিলক্ষণ ফল দেখিতে পাইবে। রে নরাধম! রে মূঢ়! বাসুদেবকে সহায় করিয়া আমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার জীবনে বা রাজ্যে আর কি প্রকারে আশা হইতে পারে? আমি যখন ভীষ্ম ও দ্রোণকে শান্ত করিব এবং সূত-পুত্রকে নিপাতিত করিয়া ফেলিব, তখনই তুমি জীবিতে, রাজ্যে ও পুত্রগণে নিরাশ হইবে। রে সুযোধন! তুমি ভ্রাতৃ ও পুত্রগণের নিধন শ্রবণ করিয়া এবং আপনিও ভীমসেনের নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় দুষ্কৃত সমস্ত স্মরণ করিবে। রে ধূর্ত্ত! আমি কখন দুইবার প্রতিজ্ঞা করি না; তোমাকে সত্যই বলিতেছি, সম্প্রতি যে যে কথার উল্লেখ করিলাম সকলই সত্য হইবে।

যুধিষ্ঠিরও উলূককে এই কথা বলিলেন, তাত উলূক! তুমি সুযোধনের নিকটে গিয়া আমার এই বাক্য বল, যে, স্বীয় চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমার চরিত্র বোধগম্য করা তোমার উচিত নহে। উভয়ের অন্তর এবং সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ আমার বিদিত আছে। হে তাত! আমি কোন প্রকারে জ্ঞাতিগণের বধাভিলাষ করিব কি, কীট ও পিপীলিকারও অনিষ্ট কামনা করি না। রে সুদুর্ব্বুদ্ধে! কোন

প্রকারে তোমার মহাবিপদ্ দৃষ্টি করিতে না হয়, এই নিমিত্তেই আমি পূর্ব্বে পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি মূঢ়তা-প্রযুক্ত কামপরীত চিত্ত হইয়া বৃথা গর্ব্ব করিতেছ এবং বাসুদেবের হিতবাক্যও অগ্রাহ্য করিতেছ। এক্ষণে আর বহুল বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন কি? বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ কর। হে উলূক! আমার অনিষ্টকারী কৌরবকে বলিও, যে, তোমার বাক্যও শ্রবণ করা গেল এবং অর্থও গৃহীত হইল; তোমার যে রূপ অভিপ্রেত তাহাই হইবে।

অনন্তর ভীমসেন পুনর্ব্বার কহিলেন, হে উলূক! সেই দুর্ম্মতি, পাপপুরুষ, শঠ, নিকৃতি-পরায়ণ, পাপাত্মা, দুরাচার, রাজপুত্র দুর্য্যোধনকে আমার এই কথা বলিও, যে, তোমাকে হয় গৃধ্রের উদরে না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিতে হইবে। রে নরাধম! তোমার নিকটে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সভা-মধ্যে যে বাক্যের প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য করিব; সমরে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া তাহার রুধির পান করিব এবং তোমারও উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া অন্যান্য সহোদরদিগকে নিপাতিত করিব। রে সুযোধন! আমি সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের এবং অভিমন্যু সমস্ত রাজপুত্রদিগের সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ। রে দুর্য্যোধন! আমি প্রতিজ্ঞাত কর্ম্ম-দ্বারা তোমাদের সকলকেই ত সন্তুষ্ট করিব, তদতিরিক্ত আমার আরও একটি বাক্য শ্রবণ কর; আমি তোমাকে সকল সহোদরগণের সহিত নিহত করিয়া ধর্ম্মরাজের সাক্ষাতে পদদ্বারা তোমার মস্তক আক্রমণ করিব।

হে মহীপতে! অনন্তর নকুল এই কথা বলিলেন, হে উলূক! তুমি কৌরবাধম সুযোধনকে বলিও, যে, তোমার সমস্ত বাক্য যথাবৎ শ্রবণ করা হইল, হে কৌরব্য! তুমি আমাকে যে রূপ আদেশ করিতেছ, আমি তাহাই সম্পন্ন করিব।

হে নৃপতে! সহদেবও এই অর্থযুক্ত বাক্যের উক্তি করিলেন, যে, হে সুযোধন! তোমার যেরূপ মতি, তাহাই হইবে; আমাদিগের এই ক্লেশ দর্শনে তুমি যেমন হৃষ্ট হইয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছ, সেইরূপ পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত শোক-পরায়ণ হইবে।

বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদও উলূককে এই কথা বলিলেন, সাধু লোকের দাসত্ব প্রার্থনা করি, ইহা নিত্যই আমাদিগের অভিমত; কিন্তু আমরা দাস কি প্রভু, এবং যাহার যাদৃশ পুরুষত্ব, তাহা কল্যই প্রকাশ পাইবে

অনন্তর শিখণ্ডী উলূককে এই কথা বলিলেন, সতত পাপ-নিরত রাজা দুর্য্যোধনকে তুমি এই কথা বলিও, যে, হে রাজন্! আমি সমরে কি রূপ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করি, তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর। যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে বিজয় নিশ্চয় করিতেছ, তোমার সেই পিতামহকে আমি রথ হইতে নিপাতিত করিব। মহাত্মা বিধাতা আমাকে ভীষ্ম-বধার্থেই সৃষ্ট করিয়াছেন; অতএব আমি সকল ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে ভীষ্মকে অবশ্যই বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই।

ধৃষ্টদ্যুম্নও কিতব-পুত্র উলূককে এই কথা বলিলেন, তুমি রাজপুত্র সুযোধনকে আমার এই বাক্য বলিও, যে, আমি বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনগণের সহিত দ্রোণকে নিহত করিব এবং এরূপ কর্ম্ম করিব, যাহা আর কেহই কখন করিতে পারিবে না

অনন্তর ধর্ম্মরাজ করুণা প্রকাশার্থে তাহাকে এই মহৎ বাক্যের উক্তি করিলেন, হে রাজন্! আমি কোন প্রকারেই জ্ঞাতি-বধ ইচ্ছা করি না, কিন্তু তোমার দুর্ব্বুদ্ধি দোষে ইহা সর্ব্বতোভাবেই বিস্পষ্ট হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সমুদয় সেনানীদিগের মহতী প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন বিষয়ে আমাকে অবশ্যই অনুমতি করিতে হইবে। অতএব হে উলূক! যদি ইচ্ছা হয়, শীঘ্র গমন কর, না হয় এই খানেই অবস্থিত হও, কেন না আমরাও তোমার বান্ধব।

হে রাজন্! অনন্তর উলূক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দুর্যোধন-সমীপে প্রস্থান করিলেন। তথায় অমর্ষণ সুযোধন নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের যথোক্ত আদেশ বাক্য সম্পূর্ণ-রূপে কহিলেন। বাসুদেব, ভীম ও ধর্ম্মরাজের পৌরুষ, নকুল সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর বচন এবং কেশব ও অর্জ্জুনের যথোক্ত সন্দেশ-বাক্য, সমস্তই নিবেদন করিলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন উলূকের সেই কথা শুনিয়া দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বলিলেন, যে তোমরা রাজগণকে এবং স্বীয় সৈন্য ও মিত্র-সৈন্যদিগকে আজ্ঞা কর, যেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় সৈনিকেরা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকে। অনন্তর কর্ণ-সমাদিষ্ট দূতগণ সম্যক্-রূপ ত্বরান্বিত হইয়া কেহ কেহ রথে, কেহ কেহ উষ্ট্রে, কেহ কেহ অশ্বিনীতে, কেহ কেহ বা উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া কর্ণের শাসনানুসারে সমস্ত সেনা-মধ্যে শীঘ্র পরিভ্রমণ করিল এবং সমুদায় রাজবর্গকে "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সৈন্য-সজ্জা করিতে হইবে" এইরূপ বিজ্ঞাপন দিল।

উলূক-প্রত্যাগমনে দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগমা বাহিনীকে যুদ্ধ-যাত্রা করাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন-বশবর্ত্তিনী, পৃথিবীর ন্যায় অকম্পনীয়া, অশ্ব-গজ-রথ পদাতি-সমূহ-সমন্বিতা সেই চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুন-সহ ভীমসেনাদি মহারথগণ-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা হওয়ায় দুর্গম প্রশান্ত সাগরের উপমা প্রাপ্ত হইল। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রোণ-লাভার্থী যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহার অগ্রবর্ত্তী হইয়া সৈনিক সমস্ত নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ অগ্নিবর্ণ মহাধনুর্দ্ধারী, বল ও উৎসাহ অনুসারে রথিগণকে সমাদেশ করিলেন। কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনকে, দুর্য্যোধনের প্রতি ভীমকে, শল্যের প্রতি ধৃষ্টকেতুকে, কৃপের নিমিত্ত উত্তমৌজাকে, অশ্বত্থামার নিমিত্ত নকুলকে, কৃতবর্ম্মার নিমিত্ত শৈব্যকে এবং জয়দ্রথের নিমিত্ত বৃষ্ণিবংশীয় যুযুধানকে নিযোজিত করিলেন; ভীষ্মের নিমিত্ত শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিলেন; শকুনির প্রতিপক্ষে সহদেবকে, শল্যের প্রতি চেকিতানকে ও ত্রিগর্ত্তগণের প্রতি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং বৃষসেন ও অবশিষ্ট মহীপালগণের নিমিত্ত অভিমন্যুকে নিযুক্ত রাখিলেন; কেন না তাঁহাকে তিনি পার্থ অপেক্ষাও সমরে সমধিক সমর্থ জ্ঞান করিতেন। সেনাপতিপতি মেধাবী ধৃষ্টদ্যুম্ন যোধগণকে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত রূপে বিভক্ত করিয়া দ্রোণকে স্বকীয় অংশ-রূপে কল্পিত করিলেন এবং এইরূপে ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া যথোদ্দিষ্ট সৈন্য-সমস্ত যোজিত করত পাণ্ডবগণের বিজয়ার্থে রণাঙ্গনে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

সেনাপতি-নিয়োগে উলূকদূতাগমন প্রকরণ ও ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৩ ॥

রথাতিরথসংখ্যান প্রকরণ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের বধ প্রতিজ্ঞা করিলে আমার দুর্য্যোধনাদি মন্দমতি পুত্রেরা কি করিল? আমার বোধ হইতেছে, বাসুদেব-সহায়-সম্পন্ন দৃঢ়ধন্বা ধনঞ্জয় সংগ্রামে জ্যেষ্ঠ তাত গঙ্গাতনয়কে নিশ্চয়ই নিহত করিবে। হে সঞ্জয়! পার্থের প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অমিত-প্রজ্ঞাশালী, মহাধনুর্দ্ধারী, প্রহারিশ্রেষ্ঠ, কৌরব-ধুরন্ধর, মহাবুদ্ধি, পরাক্রম-সম্পন্ন ভীষ্মই বা কি বলিলেন এবং সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া কিরূপই বা চেষ্টা করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সঞ্জয়, অমিত-তেজস্বী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব যেরূপ কহিয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহারে নিবেদন করিলেন। সঞ্জয়

কহিলেন, হে নরপতে! ভীষ্ম সৈনাপত্য প্রাপ্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে আহ্লাদিত করত এই কথা বলিলেন, আমি শক্তিপাণি সেনানী কুমারকে নমস্কার করিয়া অদ্য তোমার সেনাপতি হইব, সন্দেহ নাই। আমি সেনা-কর্ম্ম ও বিবিধ ব্যূহ-রচনা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ভৃত ও অভৃত অর্থাৎ বেতন প্রাপ্ত ও মিত্রতা-হেতুক সমাগত সৈনিকদিগকে কিরূপে কর্ম্ম করাইতে হয়, তাহাও জানি। হে মহারাজ! যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও পরাস্ত্রপ্রতিকার বিষয়ে আমি বৃহস্পতির ন্যায় সমধিক পারদর্শী। আমি দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষ-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত ব্যূহরচনা জানি, তদ্দ্বারাই পাণ্ডবদিগকে মোহিত করিব; অতএব তুমি চিন্তা দূর কর। হে রাজন্! তোমার বাহিনীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করত আমি শাস্ত্রানুসারে অকপটে যুদ্ধ করিব; অতএব তোমার মানস-জ্বর অপনীত হউক।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহাবাহো গাঙ্গেয়! আপনাকে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, সমুদয় দেব ও অসুরগণেও আমার ভয় নাই; ভবাদৃশ সুদুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি সেনাপত্য গ্রহণ করিলে এবং পুরুষব্যাঘ্র দ্রোণাচার্য্য আহ্লাদ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অবস্থিত হইলে যে ভয় থাকিবে না, তাহার কথা আর কি আছে? হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পুরুষপ্রধান আপনারা দুই জন অবস্থিত হইলে আমার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে; বিজয়ের কথা দূরে থাকুক, দেব-রাজ্যও দুর্লভ হয় না। হে কৌরব! সম্প্রতি শত্রুদিগের ও আপনার কিয়ৎসংখ্যক রথী ও অতিরথী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। পিতামহ, আত্ম পর উভয় পক্ষেরই অভিজ্ঞ, একারণ আমি এই অখিল-রাজবর্গের সহিত উহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি।

ভীষ্ম কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন রাজেন্দ্র! স্বকীয় বল-মধ্যে রথসংখ্যা শ্রবণ কর। যাঁহারা রথী ও অতিরথী, সমুদায় ব্যক্ত করিতেছি। হে রাজন্! তোমার সেনা-মধ্যে বহু সহস্র, বহু লক্ষ, বহু অর্ব্বুদ রথী আছেন, তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগেরই কথা শ্রবণ কর। প্রথমত দুঃশাসন-প্রভৃতি শত সংখ্যক সহোদরগণের সহিত তুমিই এক জন প্রধান রথী। তোমরা সকলেই প্রহরণ বিষয়ে কৃতকার্য্য এবং ছেদ্য ও ভেদ্য বিষয়ে বিশারদ। তোমরা রথপ্রস্থে ও গজস্কন্ধে যেরূপ সংযন্তা, গদা, প্রাস ও অসিচর্ম্মেও সেইরূপ প্রহর্ত্তা; তোমরা সকলেই কৃতাস্ত্র, ভারবহনে সমর্থ এবং শরে ও অস্ত্রে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্য। এই মনস্বী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক কৃতাপরাধ হইয়া সমরে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চালদিগকে নিহত করিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সর্ব্ব-সেনাপতি আমিও তোমার শত্রুভূত পাণ্ডবদিগের পরাভব-সাধন-পূর্ব্বক বিধ্বংস করিব। হে রাজন্! স্বকীয় গুণ-সমস্ত ব্যক্ত করা আমার উচিত নহে; আমি যেরূপ তাহা তোমার বিদিতই আছে। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, অতিরথ, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাও সংগ্রামে তোমার অর্থসিদ্ধি করিবেন, সন্দেহ নাই। ইনি শস্ত্রজ্ঞগণের অধর্ষণীয়, দৃঢ়ায়ুধ ও দূরে অস্ত্রনিক্ষেপে সমর্থ; সুতরাং মহেন্দ্র যেমন দানবগণের সংহার করেন, সেইরূপ ইনি শত্রুসৈন্য বিনষ্ট করিবেন। আমার বিবেচনায় মহাধনুর্দ্ধারী মদ্ররাজ শল্যও এক জন অতিরথ। এই রাজসত্তম রণে রণে বাসুদেবের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; বিশেষত নিজ ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব ইনি সাগর-তরঙ্গ-সম শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুদিগকে প্লাবিত করত মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। মহাধনুর্দ্ধারী, রথযূথপতির যূথপতি, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা কৃতাস্ত্রও বটেন এবং তোমার হিতকারী সুহৃদ্‌ও বটেন; সুতরাং শত্রুসৈন্যের সুমহান্ বিধ্বংস-সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্বিগুণ রথ বলিয়া আমার অভিমত। এই রথসত্তম্ সম্পূর্ণ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সমরে যুদ্ধ করিবেন। হে রাজন্! দ্রৌপদীহরণ সময়ে পাণ্ডবেরা ইহাঁরে যে নিরতিশয় ক্লেশ দিয়াছিলেন, তাহা

সম্যক্‌রূপে স্মরণ করত এই পরবীরহন্তা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। হে রাজন্! তৎকালে ইনি সুদারুণ তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সুদুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন; অতএব হে তাত! এই রাজশার্দ্দূল জয়দ্রথ সমরে সেই বৈর স্মরণ করত সুদুস্ত্যজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজসত্তম! কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ একগুণ রথী; তোমার অর্থসিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করত ইনি সমরে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। কৌরবেরা সংগ্রামে তোমার নিমিত্ত প্রহারকারী এই রথসিংহের ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম দৃষ্টি করিবেন; যেহেতু ইহাঁর রথ-সমূহে শলভপুঞ্জের ন্যায় তীব্র-বেগান্বিত কাম্বোজগণের সুদূর বিস্তার দৃষ্ট হইবে। মহারাজ! মাহিষ্মতী-বাসী নীলবর্ম্মা নীলরাজ এক জন রথী; ইনি রথ-সমূহ-সহকারে তোমার শত্রুদিগের ধ্বংস করিবেন। হে কুরুনন্দন! পূর্ব্বে সহদেব ইহাঁর সহিত শত্রুতা করিয়াছিলেন; সুতরাং তোমার নিমিত্ত ইনি নিয়তই যুদ্ধ করিবেন। হে তাত! সুদৃঢ় বীর্য্য ও পরাক্রম-সম্পন্ন, সমরে সুনিপুণ, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, উভয়েই রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত। হে মহারাজ! সমরে ক্রীড়া-নিরত যূথপ-যুগলের ন্যায় যুদ্ধকামী হইয়া এই পুরুষব্যাঘ্রেরা যুদ্ধ-মধ্যে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করত হস্তবিচ্যুত গদা, প্রাস, অসি, নারাচ, তোমর-প্রভৃতি প্রহরণপুঞ্জ-দ্বারা তোমার শত্রুসৈন্য সমস্ত দগ্ধ করিতে থাকিবেন। হে রাজেন্দ্র! ত্রিগর্ত্তেরা পঞ্চ সহোদর রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত; বিরাটনগরে পাণ্ডবেরা ইহাঁদিগের সহিত শত্রুতাও করিয়াছিলেন; সুতরাং মকরগণ যেমন উদ্ধত-তরঙ্গ-যুক্তা গঙ্গাকে বিক্ষোভিতা করে, সমরে পাণ্ডবদিগের সমুচ্ছ্রিত-পতাকিনী বাহিনীকেও ইহাঁরা সেইরূপ বিলোড়িতা করিবেন। এই পঞ্চ রথ-মধ্যে সত্যরথ প্রধান। হে ভারত! পূর্ব্বে ভীমানুজ শ্বেত-বাহন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহাঁদিগের যে অনিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক্‌-রূপে স্মরণ করিয়া ইহাঁরা সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন;—পাণ্ডবদিগের সন্নিহিত হইয়া মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধরগণকে নিহত করিবেন।

হে রাজন্! তোমার পুত্র লক্ষণ ও দুঃশাসনের পুত্র, এই কুরুশার্দ্দূল-যুগল রথসত্তম বলিয়া আমার অভিমত; তরুণ ও সুকুমার রাজকুমার হইয়াও এই পুরুষব্যাঘ্রেরা সমরে অপরাঙ্মুখ, মহাতেজস্বী, যুদ্ধ-সকলের বিশেষজ্ঞ ও সর্ব্বতোভাবে প্রণেতা। এই বীরদ্বয় ক্ষত্রধর্ম্মে রত হইয়া সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! দণ্ডধার একগুণ রথ; ইনি নিজ সৈন্যে রক্ষিত হইয়া তোমার সংগ্রামে যুদ্ধ করিবেন। হে তাত! মহাবেগ-পরাক্রম, রথসত্তম কোশলরাজ বৃহদ্বলও এক-রথ বলিয়া আমার অভিমত। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হিতকার্য্যে নিরত হইয়া এই উগ্রায়ুধ মহাধনুর্দ্ধারী সংগ্রামে স্বকীয় বন্ধুগণকে আনন্দিত করত যুদ্ধ করিবেন।

হে রাজন্! রথযূথপতির যূথপতি কৃপাচার্য্য প্রিয়তম প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার শত্রু সকলকে দহন করিবেন। হে তাত! অজেয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় যিনি শরস্তম্ব হইতে মহর্ষি গৌতমাচার্য্যের পুত্র হইয়াছিলেন, সেই এই বীরবর বিবিধ আয়ুধ ও কার্ম্মুক-যুক্ত সুবহুল সৈন্য-সমস্ত নিঃশেষে দহন করত সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় সমরে বিচরণ করিবেন।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার মাতুল এই শকুনি এক-রথ; পাণ্ডবদিগের সহিত বৈর-যোজন করিয়া ইনি অবশ্যই যুদ্ধ করিবেন, সংশয়

নাই। সমরে প্রতিকূলে প্রধাবিত এই বীরের সৈন্য সকল বেগে সমীরণ-সদৃশ, বহুবিধ আয়ুধযুক্ত ও ও সুদুর্দ্ধর্ষ। মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সকল ধন্বীর অতিক্রমকারী, সমরে চিত্রযোধী ও দৃঢ়াস্ত্র। মহারাজ! গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের ন্যায় ইহাঁর শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত সায়ক সমস্ত সংসক্ত হইয়া প্রস্থিত হয়। আমি এই রথসত্তম মহাবীরের গুণ সংখ্যা করিতে অসমর্থ; এই মহারথ ইচ্ছা করিলে ত্রৈলোক্য দহন করিতে পারেন। ইনি আশ্রমবাসী হইয়া তপস্যা-দ্বারা ক্রোধ ও তেজ উভয়ই পোষণ করিয়াছেন এবং উদার-ধীসম্পন্ন হওয়ায় দ্রোণ-কর্ত্তৃক দিব্যাস্ত্র-সমূহ-দ্বারাও অনুগৃহীত হইয়াছেন; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! ইহাঁর একটি যে মহাদোষ আছে, তাহাতে আমি ইহাঁকে রথ বা অতিরথ বলিয়া মনে করি না। হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ নিত্যই আয়ুষ্কামী; সুতরাং জীবন ইহাঁর অত্যন্ত প্রিয়। যাহা হউক, উভয় সেনার মধ্যে ইহাঁর সদৃশ কোন যোদ্ধাই বিদ্যমান নাই। প্রশস্ত শরীরধারী এই অশ্বত্থামা একরথে দেবগণের বাহিনীকেও নিহত করিতে পারেন এবং তলনির্ঘোষ-দ্বারা পর্ব্বত-সকলকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হন। অতএব এই অপরিমিত-গুণশালী, দারুণ-দ্যুতি, অসম-প্রহারী, বীরবর, দণ্ডপাণি কালের ন্যায় অসহ্য হইয়া বিচরণ করিবেন। ক্রোধে যুগান্ত-হুতাশন-সদৃশ, মহাদ্যুতি, সিংহগ্রীব অশ্বত্থামা ভারত-যুদ্ধের পৃষ্ঠ প্রশমিত করিবেন। ইহাঁর পিতা মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য বৃদ্ধ হইয়াও যুবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সংগ্রামে ইনি যে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। সেনারূপ তৃণকাষ্ঠ-সমুত্থিত, অস্ত্রবেগ-পবনে উদ্ধূত দ্রোণ-রূপ মহানল সমরে নিশ্চল হইয়া যুধিষ্ঠিরের সৈন্য সমস্ত নির্দ্দহন করিবেন। ফলত রথযূথপযূথ-সমূহের যূথপতি এই নরশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ-নন্দন তোমার অতীব হিতকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। সকল মূর্দ্ধাভিষিক্তগণের আচার্য্য এই বৃদ্ধ গুরু, সমস্ত সৃঞ্জয়গণেরই অন্তকারী হইতে পারেন; কিন্তু ধনঞ্জয় ইহাঁর অতিশয় প্রিয়; এই মহাধনুর্দ্ধারী গুণনির্ম্মিত প্রদীপ্ত আচার্য্য কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অক্লিষ্টকারী পার্থকে কদাচ বিনষ্ট করিতে পারিবেন না। হে বীর! অর্জ্জুনের গুণনিকর-দ্বারা ভরদ্বাজ-তনয় নিত্যই শ্লাঘা করিয়া থাকেন এবং পুত্রাপেক্ষাও উহাকে অধিক বিবেচনা করেন। এই অসীম প্রতাপ-সম্পন্ন মহাবীর সমরে এক রথে দিব্যাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা একত্র সমবেত দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানুষদিগকেও নিহত করিতে পারেন। হে রাজন্! তোমার শত্রুরথ-বিমর্দ্দন মহারথ রাজশার্দ্দূল পৌরব রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। তিনি স্বকীয় বিপুল সৈন্য-সহকারে শত্রু-বাহিনীকে প্রতাপিত করত, অগ্নি যেমন শুষ্ক তৃণ দহন করে, সেইরূপ পাঞ্চালদিগকে নির্দ্দগ্ধ করিবেন। হে ভারত! সত্য-কীর্ত্তি, এক-রথ, রাজপুত্র বৃহদ্বল সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় তোমার শত্রুবল-মধ্যে বিচরণ করিবেন। ইহাঁর বিচিত্র কবচ ও আয়ুধধারী যোধগণ তোমার শত্রু সকলকে নিহত করত রণাঙ্গনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে।

হে রাজেন্দ্র! কর্ণপুত্র মহারথ বৃষসেন তোমার এক জন প্রধান রথী। এই বলিশ্রেষ্ঠ, তোমার শত্রু-সৈন্যকে প্রকৃষ্টরূপে দহন করিবেন। হে রাজন্! তোমার রথশ্রেষ্ঠ পরবীরহন্তা, মহাতেজা, মধুবংশীয় জলসন্ধ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। গজস্কন্ধ ও রথ উভয়ত্রই বিশারদ এই মহাবাহু সংগ্রামে শত্রু-বাহিনীকে বিক্ষিপ্তা করত যুদ্ধ করিবেন। মহারাজ! এই রাজসত্তম রথ বলিয়া আমার অভিমত; তোমার নিমিত্তে ইনি সসৈন্যে মহারণে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ইনি সংগ্রামে বিক্রান্ত-যোধী ও চিত্রযোধী; সুতরাং নির্ভীক হইয়া শত্রুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন।

হে রাজন্! সমরে অপরাঙ্মুখ সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ অসীম-শৌর্য্যসম্পন্ন বাহ্লীক অতিরথ বলিয়া

আমার অভিমত; কেন না সমর প্রাপ্ত হইয়া ইনি কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হয়েন না। সদাগতি মারুতের ন্যায় তিনি সংগ্রামে শত্রু সকলকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন। মহারাজ! তোমার সেনাপতি মহারথ সত্যবান্ সমরে অদ্ভুতকর্ম্মা, রথী ও শত্রুরথের পীড়াকারী। যুদ্ধ দেখিয়া ইহাঁর কোন প্রকারেই ব্যথা হয় না; ইনি রথপথে অবস্থিত শত্রুদিগকে বিস্মিত করত সহসা তাহাদিগের উপরে পতিত হন। অরাতিগণে পরাক্রান্ত এই পুরুষোত্তম তোমার নিমিত্ত সংগ্রামে সৎপুরুষোচিত সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজন্! ক্রূরকর্ম্মা, মহারথ, রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত শত্রুদিগকে নিহত করিবেন। ইনি সমস্ত রাক্ষস-সৈন্য-মধ্যে রথসত্তম, মায়াবী ও দৃঢ়বৈর, সুতরাং সমরে ঘোররূপে বিচরণ করিবেন। হে রাজেন্দ্র! প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি প্রতাপবান্ বীরবর ভগদত্ত, গজাঙ্কুশ ধারণেও শ্রেষ্ঠ এবং রথেও বিশারদ। পূর্ব্বে গাণ্ডীবধন্বার সহিত ইহাঁর যুদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেন। অনন্তর ইনি পাকশাসন ইন্দ্রকে মধ্যস্থ মানিয়া সেই মহাত্মা পাণ্ডবের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। গজস্কন্ধবিশারদ এই রাজা সংগ্রামে দেবগণ মধ্যে ঐরাবতারূঢ় বাসবের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন।

কৌরব-রথাতিরথসংখ্যায় ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৬ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! গান্ধার-প্রধান, যুবা, দর্শনীয়, মহাবল-পরাক্রান্ত, দৃঢ়ক্রোধ-পরায়ণ, দুরাধর্ষ, নরব্যাঘ্র অচল ও বৃষক উভয় ভ্রাতাই রথী; ইহাঁরা মিলিত হইয়া তোমার শত্রুগণের বিধ্বংস করিবেন। হে ভারত! তোমার এই প্রিয়তম সখা, মন্ত্রী, নায়ক, বন্ধু, অভিমানী, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, আত্মশ্লাঘাকারী, নিত্য রণ-কর্কশ, নীচ পুরুষ, সূর্য্যতনয় কর্ণ, যিনি সর্ব্বদাই তোমাকে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করেন, ইহাঁকে সংগ্রামে না রথ, না অতিরথ, কিছুই বলা যায় না। ইনি অনভিজ্ঞ ও সতত দয়ালু হওয়ায় সহজাত দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-যুগলে বিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব রামের অভিশাপ, ব্রাহ্মণের উক্তি ও কবচাদি সাধন-সকলের বিয়োগ-হেতুক অর্দ্ধ-রথ বলিয়া আমার অভিমত। সমরে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া ইনি কদাচ জীবিত থাকিয়া মুক্তি পাইবেন না।

অনন্তর সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যও কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে, ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা নাই; কর্ণ প্রতি সমরেই অভিমানী হন, কিন্তু বিমুখ হইতেও দৃষ্ট হইয়া থাকেন; অতএব এই ঘৃণী ও প্রমাদী ব্যক্তি আমারও অর্দ্ধরথ বলিয়া অভিমত। ইহা শ্রবণ করিয়া রাধেয় ক্রোধে নয়ন-দ্বয় উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক অঙ্কুশবৎ বাক্য-দ্বারা ভীষ্মকে পীড়িত করত কহিলেন, হে পিতামহ! আমি নিরপরাধ হইলেও তুমি কেবল দ্বেষ-হেতুক এইরূপ বাক্যবাণ-সহকারে আমাকে ইচ্ছানুসারে পদে পদে ছেদন করিয়া থাক; তথাপি দুর্য্যোধনের নিমিত্ত আমি সে সকলই সহ্য করি। "আমার নিকটে তুমি অর্দ্ধরথ-রূপে পরিগণিত" এই বলিয়া তুমি যে আমাকে কাপুরুষের ন্যায় মন্দজ্ঞান করিতেছ, ইহাতে কি সংশয় নাই? হে গাঙ্গেয়! আমি মিথ্যা বলিতেছি না, তুমি সমস্ত জগতের, বিশেষত কৌরবগণের নিয়ত অহিতকারী, কিন্তু রাজা তাহা জানিতেছেন না। গুণের প্রতি বিদ্বেষ-হেতুক তুমি যেমন আমার অপরাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, সমরে সমান-গুণসম্পন্ন উদারকর্ম্মা রাজগণ-মধ্যে ভেদ করণেচ্ছু হইয়া 'কোন্ ব্যক্তি আর এরূপ তেজোহানি করে? হে কৌরব! বয়ঃক্রম, পক্বকেশ, ধন, কি বন্ধু-দ্বারা ক্ষত্রিয়ের মহারথত্ব সংখ্যা করিতে পারা যায় না। ক্ষত্রিয়েরা বল-দ্বারা, ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র-দ্বারা, বৈশ্যেরা ধনদ্বারা এবং শূদ্রেরা বয়ঃক্রম-দ্বারাই জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্মৃত হয়। পরন্তু তুমি

কেবল মোহপ্রযুক্ত কামদ্বেষে সমাসক্ত হইয়া আপন ইচ্ছানুসারেই রথ ও অতিরথ সকলের ব্যাখ্যান করিয়া ভেদোৎপাদন করিতেছ।—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আপনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখুন; আপনকার অনিষ্টকারী এই দুষ্টাভিপ্রায় ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন; কেন না একবার ভিন্ন হইলে সৈন্যকে পুনরায় সংঘটিত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে। হে নরপতে! যাহারা নানা দেশ হইতে পৃথক্ পৃথক্ সঙ্কলিত হইয়া এক কার্য্যার্থে সমুত্থিত হয়, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, ভেদ প্রাপ্ত হইলে মুল সৈন্যও দুঃসন্ধেয় হইয়া থাকে। হে ভারত! ভীষ্ম এই যাবতীয় যোধগণের প্রত্যক্ষেই আমাদিগের তেজোহানি করিতেছেন; সুতরাং যুদ্ধ বিষয়ে ইহাঁদিগের বিলক্ষণ সংশয় উৎপন্ন হইল। হা! রথিগণের পরিজ্ঞান কোথায় আর অল্পবুদ্ধি ভীষ্মই বা কোথায়! আমিই একাকী পাণ্ডবগণের সৈন্যকে আবারিত করিব। শার্দ্দূল-সন্নিহিত বৃষভপুঞ্জের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা অব্যর্থ-বাণসন্ধায়ী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিবে। যুদ্ধ, বিমর্দ্দ, মন্ত্র ও সুভাষিতই কোথায়, আর বৃদ্ধ, মন্দাত্মা, কালপ্রেরিত ভীষ্মই বা কোথায়? ইনি একাকী সমস্ত জগতের সহিত নিত্যই স্পর্দ্ধা করেন এবং এরূপ অসত্যদর্শী হয়েন যে, কাহাকেও আর পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করেন না। শাস্ত্রে এরূপ নিদর্শন আছে বটে, যে বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু অতিবৃদ্ধগণের নহে; কেন না পণ্ডিতগণের বিবেচনায় তাঁহারা পুনর্ব্বার বালকত্ব প্রাপ্ত হন। হে রাজশার্দ্দূল! আমিই একাকী আপন যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমস্ত নিহত করিব, কিন্তু ভীষ্ম যশোলাভ করিবেন। হে নরপতে! আপনি এই ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়াছেন; যশ সেনাপতিতেই গমন করে, যোধগণে নহে; অতএব হে রাজন্! গঙ্গানন্দন জীবিত থাকিতে আমি কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; ভীষ্ম নিহত হইলে পর সমস্ত মহারথগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব।

ভীষ্ম কহিলেন, রে সুতপুত্র! দুর্য্যোধনের সংগ্রামে আমার এই সাগরোপম সুমহান্ ভার সমুদ্যত হইয়াছে; আমি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত ইহার চিন্তা করিতেছি; অতএব সেই লোমাঞ্চকর প্রতপ্ত সমর সময় সমাগত হইলে পরস্পর ভেদ করা আমার কর্ত্তব্য নহে, এই নিমিত্তই তুমি জীবিত রহিয়াছ। আমি বৃদ্ধ হইয়াও শিশু-স্বরূপ তোমার প্রতি বিক্রম প্রকাশ করিয়া তোমার যুদ্ধ-লালসা ও জীবনাশা ছেদ করিতে পারি, কিন্তু এই নিমিত্তেই করিলাম না। রে সূতজ! তুমি আমার কি করিবে, তোমার গুরু জামদগ্ন্য পরশুরাম মহাস্ত্র-সকল পরিত্যাগ করিয়াও আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মাইতে পারেন নাই। রে নিকৃষ্টকুলপাংসন! সাধুরা কখন ইচ্ছা করিয়া নিজ বলের প্রশংসা করেন না; কিন্তু আমি সন্তপ্ত হইয়াই তোমাকে উহা বলিতেছি। কাশীরাজ স্বয়ম্বরে সমবেত পার্থিব ক্ষত্রিয়কুলকে এক রথেই জয় করিয়া আমি বল-পূর্ব্বক কন্যা সমস্ত হরণ করিয়াছিলাম। অপিচ রণাঙ্গনে এতাদৃশ সহস্র সহস্র এবং এতদপেক্ষাও বিশিষ্ট সসৈন্য ক্ষত্রিয়গণকে একাকীই নিরস্ত করিয়াছিলাম। সংপ্রতি সাক্ষাৎ বৈর-পুরুষ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কুরুগণের মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইল; এক্ষণে বিনাশের নিমিত্ত যত্ন কর, পুরুষ হও। রে সুদুর্ম্মতে! যাহার সহিত তুমি সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, সেই পার্থের সহিত সমরে যুদ্ধ কর, আমি এই যুদ্ধ হইতে তোমাকে একবার বিমুক্ত হইতে দেখিব।

অনন্তর প্রতাপবান্ রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! আমার প্রতি নিরীক্ষণ করুন, দেখুন, মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে আমার পরম মঙ্গল হয়, একাগ্র হইয়া তাহাই চিন্তা করুন! আপনারা উভয়েই আমার মহৎ কর্ম্ম করিবেন। সম্প্রতি শত্রুদিগের রথসত্তম-

গণের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; তথায় যে সমস্ত অতিরথ ও রথযূথপতি আছে, তাহাদের বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। হে কৌরব! আমি শত্রুগণের বলাবল শ্রবণে অভিলাষী হইতেছি, যেহেতু রজনী প্রভাতা হইলেই এই যুদ্ধারম্ভ হইবে।

ভীষ্ম-কর্ণ-কলহে সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৭ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপতে! তোমার এই সমস্ত রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের বর্ণন করা হইল; অতঃপর পাণ্ডবদিগেরও রথাদির বিবরণ শ্রবণ কর। হে রাজন্! সম্প্রতি পাণ্ডবগণের বল-বিজ্ঞানে তোমার যদি কৌতূহল হয় তবে, এই সকল ভূপালগণের সহিত তাহাদিগের রথসংখ্যা অবগত হও। হে তাত! স্বয়ং রথশ্রেষ্ঠ কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমরে অগ্নির ন্যায় বিচরণ করিবেন, সন্দেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! ভীমসেন অষ্টগুণ রথী; সংগ্রামে গদায় কি সায়কে কেহই তাঁহার সমান নাই। তিনি অযুত হস্তীর বলধারী, অভিমানী এবং তেজেও মানুষ নহেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ মাদ্রীপুত্রেরাও উভয়েই রথী এবং রূপে ও তেজে সাক্ষাৎ অশ্বিনী-কুমার-সদৃশ। ইহাঁরা সৈন্যমুখে সমাগত হইয়া নিরতিশয় ক্লেশসমস্ত স্মরণ করত রুদ্রের ন্যায় যে বিচরণ করিবেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই। পাণ্ডুপুত্রেরা সকলেই মহাবল, মহাত্মা, সিংহের ন্যায় শরীর-বিশিষ্ট, শালস্তম্ভের ন্যায় উন্নত এবং প্রমাণে অন্যান্য পুরুষগণ অপেক্ষা প্রাদেশ মাত্র অধিক। হে তাত! এই পুরুষব্যাঘ্রেরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানকারী, তপস্বী, লজ্জাশীল, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলোদ্ধত এবং বেগে, প্রহারে ও সম্মর্দ্দে অলোকসাধারণ। হে ভরতর্ষভ! ইহাঁরা দিগ্বিজয় কালে সকলেই মহীপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সমরে ইহাঁদিগের আয়ুধ, গদা ও শর-সমস্ত সহ্য করিতে পারে, এমন পুরুষই অপ্রসিদ্ধ; সহ্য করা দূরে থাকুক, ইহাঁদিগের ধনুতে জ্যারোপ করিতে, গুর্ব্বী গদা সকল উত্তোলন করিতে অথবা শর সমস্ত বিক্ষিপ্ত করিতেও কেহ সমর্থ হয় না। বাল্যকালেও তাঁহারা বেগে, লক্ষ্য হরণে, ভোজ্যে ও ধূলি-প্রক্ষেপণ-ক্রীড়ায় তোমাদিগের সকল অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বলোদ্ধত, সুতরাং সংগ্রামে তোমার এই সৈন্য প্রাপ্ত হইয়া নিয়তই বিধ্বংসিত করিবেন; অতএব তাঁহাদিগের সহিত যেন সমর-সমাগম না হয়। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা একৈকে সমরে সমস্ত মহীপালগণকেই যে নিহত করিতে পারেন, তাহা রাজসূয়ে তোমার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। তাঁহারা দ্রৌপদীর পরিক্লেশ ও দ্যূতকালীন পরুষ-বাক্য-সমুদায় স্মরণ করত সংগ্রামে রুদ্রের ন্যায় বিচরণ করিবেন। নারায়ণ-সহায়-সম্পন্ন লোহিত-নয়ন যে অর্জ্জুন, উভয় সেনা-মধ্যেই তাদৃশ বীর্য্যশালী রথী আর বিদ্যমান নাই; মনুষ্যে কি, পূর্ব্বে দেব, যক্ষ, রাক্ষস বা ভুজঙ্গগণ-মধ্যেও তাদৃশ মহারথী হইয়াছে, কি উত্তর কালে হইবে, আমি কুত্রাপি এরূপ শ্রবণ করি নাই। মহারাজ! ধীমান্ পার্থের কপিধ্বজ রথ, বাসুদেব সারথি, ধনঞ্জয় যোদ্ধা, দিব্যধনু গাণ্ডীব, বাতবেগী অশ্বগণ, অভেদ্য কবচ, অক্ষয় তূণীর-যুগল, মহেন্দ্র রুদ্র কুবের যম ও বরুণ-সম্বন্ধীয় অস্ত্র-সমূহ, ভীমদর্শন গদা সমস্ত এবং বজ্রপ্রভৃতি নানা প্রকার প্রধান প্রধান প্রহরণ-জাত একত্রিত হইয়াছে। ফলত যে ব্যক্তি সমরে এক রথে হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবগণের সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার সদৃশ রথী আর কে হইতে পারে? এই অসীম-বলশালী সত্যবিক্রম মহাবাহু ক্রোধ-পরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্য রক্ষা করত তোমার সৈনিকদিগকে নিহত করিবেন। হে রাজেন্দ্র! আচার্য্য, কিম্বা আমি এই দুইজনমাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইতে পারি; এতদ্ভিন্ন উভয় সেনার মধ্যেই আর এরূপ তৃতীয় রথী বিদ্যমান নাই যে ব্যক্তি শরনিকর বর্ষণকারী

এই মহাবীরের অভিমুখে গমন করিতে পারে। গ্রীষ্মান্তে মহাবাত-প্রেরিত জীমূতের ন্যায় বাসুদেব-সহায়-যুক্ত কুন্তীনন্দন সব্যসাচী যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। তিনি যুবা ও কৃতী আর আমরা উভয়েই জীর্ণ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভীষ্মের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং সংবেগান্বিত-মানসে পাণ্ডবদিগের পুরাতন সামর্থ্য প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় সম্যক্‌রূপে স্মরণ করিয়া রাজগণের স্বর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত চন্দন-চর্চ্চিত ভুজ-সমস্ত শিথিল হইয়া পড়িল।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৮ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা সকলেই মহারথ; বিরাট-পুত্র উত্তরও আমার বিবেচনায় রথশ্রেষ্ঠ। মহাবাহু অভিমন্যু রথযূথপতির যূথপতি। সমরে পার্থ ও বাসুদেবের সমকক্ষ, শত্রুবিনাশী, শীঘ্রাস্ত্র, চিত্রযোধী, মনস্বী ও দৃঢ়ব্রত সেই মহাবীর নিজ পিতার পরিক্লেশ সমস্ত সংস্মরণ করত বিক্রম প্রকাশ করিবেন। হে রাজন্! বৃষ্ণিপ্রবীরগণ-মধ্যে সমধিক অমর্ষী, নির্ভীক, শূর-বীর সাত্যকি রথযূথপতির যূথপতি এবং উত্তমৌজা ও বিক্রান্ত যুধামন্যুও রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। হে ভারত! ইহাঁদিগের বহু সহস্র রথ, নাগ ও অশ্ব সৈন্য আছে। কুন্তীপুত্রের প্রিয় কামনায় তাঁহারা দেহ-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন,—পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিয়া পরস্পর আহ্বান করিতে করিতে অগ্নি ও মারুতের ন্যায় তোমার সেনা-মধ্যে বিচরণ করিবেন।

হে রাজেন্দ্র! সমরে অপরাজেয়, মহাবীর্য্য, পুরুষশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধরাজ বিরাট ও দ্রুপদও মহারথ বলিয়া আমার অভিমত; কেন না সেই ক্ষত্রধর্ম্ম-পরায়ণ রাজ-দ্বয় বয়সে বৃদ্ধ হইলেও শক্তি-সহকারে বীর-প্রস্থিত-পথে অবস্থিত হইয়া পরম যত্ন করিবেন। হে রাজন্! সেই আর্য্যব্রত মহাধনুর্দ্ধারীরা উভয়েই বৈবাহিক-সম্বন্ধ ও বলবীর্য্য-সম্বন্ধ-হেতুক স্নেহ-বীর্য্যে আবদ্ধ আছেন। হে কুরুপুঙ্গব! কারণ পাইয়া সমস্ত মহাভুজ মানবেরাই শূর বা কাতর হইয়া থাকেন; পরন্তু মরণৈক-পরায়ণ এই দৃঢ়ধন্বা পার্থিব-দ্বয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পরম শক্তি-সহকারে বিমর্দ্দ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। হে পরন্তপ! এই মহাধনুর্দ্ধারী লোক-বীর সমর-দারুণ উভয় নরেন্দ্রই জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া সম্বন্ধিভাব ও বিশ্বাস-পরিরক্ষণ করত পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে মহৎ কর্ম্ম করিবেন।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬৯ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! আমার মতে পাঞ্চালরাজ-পুত্র পরপুর-বিজয়ী শিখণ্ডী যুধিষ্ঠিরের একজন রথপ্রধান। এই ব্যক্তি পূর্ব্বজন্ম-সিদ্ধ স্ত্রী-স্বভাবের সংহার করিয়া সংগ্রামে তোমার সেনা-গণ-মধ্যে পরম যশোরাশি বিস্তৃত করত যুদ্ধ করিবেন। ইহাঁর পাঞ্চাল ও প্রভদ্রক-প্রভৃতি বিস্তর সেনা আছে; সেই রথ-সমূহ-সহকারে এই বীরবর মহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজন্! পাণ্ডবদিগের সর্ব্ব সেনা-মধ্যে সেনানী, দ্রোণ-শিষ্য, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নও অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত। এই বীর যুগক্ষয়ে সম্যক্ ক্রোধপরীত ভগবান্ পিনাকপাণির ন্যায় সমরে শত্রুদিগকে পীড়িত করত যুদ্ধ করিবেন। রণ-প্রিয় যোধমুখ্যেরা, সংগ্রামে দেবগণের ন্যায় ইহাঁর সেই সুমহৎ রথ-সৈন্যকে বৃহত্ত্ব-প্রযুক্ত সাগর-তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয় ক্ষত্রধর্ম্মা বালকত্ব-হেতুক অধিক পরিশ্রম করে নাই; একারণ তাহাকে আমি অর্দ্ধরথ বলিয়া মনে করি। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধারী, মহারথ, শিশুপাল-পুত্র চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধী। এই শৌর্য্যশালী চেদিপতি সপুত্রে মহা-

রথগণের সুকর মহৎ কর্ম্ম করিবেন। হে রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণ-মধ্যে ক্ষত্রধর্ম্ম-রত, পরপুর-বিজয়ী, ক্ষত্রদেব রথোত্তম বলিয়া আমার অভিমত। পাঞ্চাল-সত্তম জয়ন্ত, অমিতৌজা ও মহারথ সত্যজিৎ, ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা ও মহারথ। হে তাত! সংগ্রামে ইহাঁরা কুপিত-কুঞ্জর-পুঞ্জের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। শীঘ্রাস্ত্র, শৌর্য্যশালী, চিত্রযোধী, কৃতী, দৃঢ়বিক্রম, মহাবল পরাক্রান্ত অজ ও ভোজ এই মহারথ-দ্বয় পাণ্ডবার্থে পরম শক্তি-সহকারে যুদ্ধ করত শত্রু ক্ষয় করিবেন।

হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধদুর্ম্মদ কেকয়রাজ-পুত্র পঞ্চ সহোদরেরা সকলেই রথশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই লোহিত-ধ্বজ। হে নৃপতে! কাশিক, সুকুমার, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব, ইহাঁরাও সকলেই রথপ্রধান, সমর-কোবিদ, সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ ও মহাত্মা বলিয়া আমার অভিমত। মহারাজ! বার্দ্ধক্ষেমিকেও আমি মহারথ বলিয়া মনে করি এবং চিত্রায়ুধকে রথোত্তম স্বীকার করি, যেহেতু তিনি সমরশোভী এবং কিরীটীর ভক্ত। চেকিতান ও সত্যধৃতি, ইহাঁরাও পাণ্ডবদিগের মহারথ; এই পুরুষব্যাঘ্রেরা উভয়েই রথশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত। হে রাজেন্দ্র! ব্যাঘ্রদত্ত, চন্দ্রসেন ও সেনাবিন্দু, ইহাঁরাও পাণ্ডবদিগের রথোত্তম বলিয়া পরিগণিত, সন্দেহ নাই। অপিচ ক্রোধহন্তা-নামে যে বীরবর বাসুদেব অথবা ভীমসেনের সমান, তিনিও সমরে অসীম বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তোমার সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে বিভো! তুমি আমাকে, দ্রোণকে কি কৃপকে যেরূপ বিবেচনা কর, রথসত্তম উক্ত বীরকেও সেইরূপ সমরশ্লাঘী জ্ঞান করিবে। পরপুর-বিজয়ী পরম শীঘ্রাস্ত্র, শ্লাঘনীয়, নরোত্তম কাশিরাজ আমার নিকটে একগুণ রথ বলিয়া মন্তব্য; অপিচ এই দ্রুপদনন্দন যুদ্ধে বিক্রান্ত সমরশ্লাঘী যুবা পুরুষ সত্যজিৎ অষ্টগুণ রথ বলিয়া স্বীকার্য্য, কেন না ধৃষ্টদ্যুম্নের তুল্যকক্ষ হওয়ায় তিনি অতিরথত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যশোলিপ্সু হইয়া পাণ্ডবদিগের মহৎ কর্ম্মও নির্ব্বাহ করিবেন। মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবগণের অপর এক মহান্ রথী; ইনি অনুরক্তও বটেন এবং শূরও বটেন, সুতরাং তাঁহাদিগের ধুরন্ধর হইবেন। মহাধনুর্দ্ধারী দৃঢ়ধন্বাও পাণ্ডবদিগের আর এক মহারথ। হে পরপুরঞ্জয়! কৌরবশ্রেষ্ঠ শ্রেণিমান্ ও পার্থিবেন্দ্র বসুদান, ইহাঁরা উভয়েই অতিরথ বলিয়া পরিগণিত।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭০ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবদিগের মহারথ রোচমান সমরে শত্রু-সৈন্য-মধ্যে অমরের ন্যায় যুদ্ধ করিবেন। ভীমসেনের মাতুল মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ অতিরথ বলিয়া আমার অভিমত। এই রথ-পুঙ্গব চিত্রযোধী মহাধনুর্দ্ধারী বীরবরকে আমি বিলক্ষণ কৃতী, নিপুণ ও সমর্থ বিবেচনা করি। হে ভারত! ইন্দ্র যেমন দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার যে সমস্ত বিখ্যাত যোধগণ আছে, তাহারাও যুদ্ধ-বিশারদ; সুতরাং পাণ্ডুপুত্রগণের প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত ও অবস্থিত হইয়া সেই বীর ভাগিনেয়দিগের নিমিত্ত সংগ্রামে সুমহৎ কর্ম্ম করিবেন।

মহারাজ! ভীমসেন-পুত্র হিড়িম্বা-গর্ব্ভজাত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ বহু মায়াবী ও রথযূথপতির যূথপতি বলিয়া আমার অভিমত। সেই সমর-প্রিয় মায়াবী এবং তাহার বশবর্ত্তী সহায়ভূত যে সমস্ত বীর্য্যশালী রাক্ষস আছে, সকলেই সংগ্রামে ঘোরতর যুদ্ধ করিবে। এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুল জনপদেশ্বরগণ বাসুদেবকে অগ্রে করিয়া পাণ্ডব-কার্য্যার্থে সমবেত হইয়াছেন। হে রাজন্! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের যে সকল রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ আছেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাঁরাই প্রধান। ইহাঁরা

মহেন্দ্র-তুল্য-বীর্য্যশালী কিরীটি-কর্তৃক অভিরক্ষিতা যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সেনাকে সমরে পরিচালিতা করিবেন। হে বীর! সেই মায়াভিজ্ঞ, জয়লিপ্সু যোধগণের সহিত আমি সংগ্রামে জয় বা নিধন আকাঙ্ক্ষা করত যুদ্ধ করিব। চক্র ও গাণ্ডীবধারী রথোত্তম কৃষ্ণার্জ্জুন সন্ধ্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় সমাগত হইলে আমি তোমার নিমিত্তে তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষেও গমন করিব এবং যুধিষ্ঠিরের অন্যান্য যে সমস্ত রথশ্রেষ্ঠ সেনাপতি আছেন, নিজ নিজ সৈন্যগণ-সহ তাঁহাদিগের অভিমুখেও পতিত হইব।

হে কৌরবেন্দ্র! প্রাধান্য অনুসারে পাণ্ডবদিগের এই রথ, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ সমস্ত তোমার নিকটে কীর্ত্তিত হইল। হে ভারত! আমি যে পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব, সে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন, বাসুদেব কি অন্যান্য পার্থিবগণ, সকলকেই নিবারিত করিব; কিন্তু হে মহাবাহো! সমরে প্রতিযুদ্ধকারী উদ্যতাস্ত্র পাঞ্চালপুত্র শিখণ্ডীকে দেখিয়া আমি নিহত করিব না। পিতার প্রিয় করণে অভিলাষী হইয়া আমি যে প্রাপ্ত রাজ্যও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদকে কৌরবগণের আধিপত্যে এবং শিশু বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম, তাহা সকল লোকেরই বিদিত আছে। ভূমণ্ডলে সকল রাজগণ-গোচরে দেবব্রতত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মচারিত্ব বিজ্ঞাপন করিয়া আমি স্ত্রী কি স্ত্রীপূর্ব্ব ব্যক্তিকে কখনই বিনষ্ট করিতে পারি না। হে রাজন্! শিখণ্ডী যে স্ত্রীপূর্ব্ব, বোধ হয় তাহা তোমার শ্রুত হইয়াছে; সে পূর্ব্বে কন্যা হইয়া সম্প্রতি পুত্ররূপে জন্মিয়াছে; অতএব হে ভারত! আমি তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। অপিচ সমরে অন্যান্য যে সমস্ত পার্থিবগণের সহিত সমাগত হইব, তাঁহাদিগের সকলকেই নিহত করিব, কিন্তু কুন্তীপুত্রদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিব না।

পাণ্ডব-রথাতিরথসংখ্যায় রথাতিরথসংখ্যান প্রকরণ ও একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭১॥

অম্বোপাখ্যান প্রকরণ।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে গঙ্গানন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে মহাবাহো! "আমি সোমক-সহ পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব" পূর্ব্বে এরূপ উক্তি করিয়া সম্প্রতি সমরে আততায়ী উদ্যতাস্ত্র শিখণ্ডীকে দেখিয়া কি নিমিত্ত বধ করিবেন না, তাহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি শিখণ্ডীকে সংগ্রামে নিরীক্ষণ করিয়া যে নিমিত্ত বধ করিব না, এই ভূপালগণের সহিত সেই কথা শ্রবণ কর। হে ভরতর্ষভ! আমার পিতা লোকবিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা মহারাজ শান্তনু যথা সময়ে লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা পরিপালন করত ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে মহারাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। চিত্রাঙ্গদ নিধন প্রাপ্ত হইলে সত্যবতীর মতে অবস্থিত হইয়া বিচিত্রবীর্য্যকে বিধি-পূর্ব্বক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। হে রাজেন্দ্র! কনিষ্ঠ হইলেও ধর্ম্মানুসারে মৎকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য কেবল আমারই প্রতীক্ষা করিতেন। হে তাত! আমিও অনুরূপ কুল হইতে কন্যা আহরণপূর্ব্বক তাঁহার দারক্রিয়া নির্ব্বাহার্থে মন করিলাম। শুনিলাম, তৎকালে অপ্রতিম-রূপ-সম্পন্না অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-নামে কাশীরাজের তিনটি কন্যা স্বয়ম্বরা হইয়াছে এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপালেরাও তদর্থে আহূত হইয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! ঐ রাজকুমারীগণের মধ্যে অম্বা জ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা আর অম্বালিকা কনিষ্ঠা। হে মহাবাহো! আমি এক রথেই কাশিপতির নগরীতে গমন-পূর্ব্বক ঐ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা কন্যাদিগকে অবলোকন করিলাম। অনন্তর বীর্য্যই তাহাদিগের শুল্ক, এইরূপ অবগত হইয়া সমাহূত সমরে স্থিত যাবতীয়পার্থিব নরেন্দ্রগণকে সম্যক্‌রূপ আহ্বান-পূর্ব্বক কন্যাগুলিকে রথারোপিত করিলাম। কুমারীগণকে রথে তুলিয়া আমি সমবেত পার্থিব-বর্গকে পুনঃপুন এই কথা

বলিলাম, যে, "হে পার্থিবগণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কন্যা সকলকে হরণ করিতেছে, অতএব তোমরা পরম শক্তি-সহকারে ইহাদিগের মোচনের নিমিত্ত যত্ন কর। হে নরর্ষভগণ! তোমরা স্পর্দ্ধান্বিত হইলেও তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি এই বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছি"। অনন্তর সেই মহীপালেরা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আয়ুধ-সমস্ত উত্থাপন-পূর্ব্বক সমুৎপতিত হইলেন এবং সারথিদিগকে "যোগ যোগ" অর্থাৎ রথসজ্জা কর, এইরূপ আদেশ করিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই ভূপালগণ-মধ্যে রথীরা মেঘসদৃশ রথ-নিকরে, গজ-যোধীরা গজ-সমূহে এবং অশ্ববারেরা হৃষ্টপুষ্ট অশ্ব সকলের উপরে আরূঢ় হইয়া আয়ুধ-জাত উত্তোলন-পূর্ব্বক সমুৎপতিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া সুবিপুল রথ-সমূহ-দ্বারা সর্ব্বদিকেই আমাকে পরিবেষ্টন করিলেন। আমিও সর্ব্বত্র শর বর্ষণ-দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবারিত করিলাম এবং দেবরাজ যেমন দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ একাকীই সকল ভূপালগণকে জয় করিলাম। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা আক্রমণে উদ্যত হইলে আমি হাসিতে হাসিতে প্রদীপ্ত শর-নিকর-দ্বারা তাঁহাদিগের হেম-পরিষ্কৃত বিচিত্র-ধ্বজ সমস্ত পাতিত করিয়া ফেলিলাম এবং এক এক বাণেই অশ্ব, গজ ও সারথি সকলকে ভূতলশায়ী করিলাম। আমার সেই শীঘ্রাস্ত্রতা দৃষ্টি করিয়া রাজগণ পরাঙ্মুখ ও ভগ্ন হইয়া পড়িলেন। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি ভ্রাতার নিমিত্ত সেই কন্যা সকল আহরণ-পূর্ব্বক সত্যবতীকে সমর্পণ করিলাম এবং যুদ্ধ-বৃত্তান্তও যথাবৎ নিবেদন করিলাম।

কাশিরাজ-কন্যাহরণে দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি কৈবর্ত্ত-কন্যা বীর-জননী জননীর সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনান্তে এই কথা বলিলাম, 'মাতঃ! আমি পার্থিবগণকে জয় করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশিপতির এই কন্যা কয়েকটি আনয়ন করিয়াছি; ইহারা বীর্য্যশুল্কা, এই নিমিত্তেই বাহুবলে হরণ করিয়া আনিয়াছি'। হে নৃপতে! অনন্তর সত্যবতী হৃষ্টচিত্তা হইয়া আমার মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক বাষ্পাকুল-নয়নে কহিলেন, "বৎস! ভাগ্যক্রমে তুমি জয় লাভ করিয়াছ"। পরে সত্যবতীর অনুমতিক্রমে বিবাহ উপস্থিত হইলে, কাশিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা সলজ্জা হইয়া আমাকে এই কথা বলিলেন, "হে ভীষ্ম! আপনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা রক্ষা করা আপনকার উচিত। পূর্ব্বে আমি শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম এবং তিনিও আমার পিতার অগোচরে নির্জ্জনে আমারে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; অতএব হে রাজন্ ভীষ্ম! আপনি কুরুকুলে উৎপন্ন হইয়া কি প্রকারে ধর্ম্মের অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষিণী এই কামিনীরে নিজ গৃহে বাস করাইতে পারেন? হে মহাবাহো! বুদ্ধি-দ্বারা এ বিষয় বিশেষ রূপে মনে মনে চিন্তা করিয়া যাহা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। হে বিশাম্পতে! সেই শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমাকে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে মহাবাহো! হে ধার্ম্মিকবর! আমার প্রতি কৃপা করুন; আমরা শুনিয়াছি, আপনি পৃথিবীতে সত্যব্রত বলিয়া বিখ্যাত"।

অম্বা-বাক্যে ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর আমি গন্ধবতী কালীকে, মন্ত্রিগণকে, ঋত্বিজ্ সকলকে এবং পুরোহিত-বর্গকে বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বাকে গমনে অনুজ্ঞা দিলাম এবং তিনিও বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ-কর্ত্তৃক পরি-

রক্ষিতা ও ধাত্রী-কর্ত্তৃক অনুগতা হইয়া শাল্বরাজ-পুরে গমন করিলেন। কন্যা গমনমার্গ অতিক্রমানন্তর শাল্বরাজের সন্নিহিতা হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো! হে মহামতে! আমি আপনকার উদ্দেশে আগমন করিলাম।

হে বিশাম্পতে! তখন শাল্বপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্য-পূর্ব্বা, একারণ আমি তোমারে ভার্য্যা করিতে প্রার্থনা করি না। হে ভদ্রে! তুমি পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে গমন কর; ভীষ্ম তোমাকে বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি আর তোমার পাণি-গ্রহণে ইচ্ছা করি না। ভীষ্ম যখন ভূপালগণকে পরাভূত করিয়া করে ধারণ-পূর্ব্বক তোমারে হরণ করিয়া লন, তৎকালে তুমি বিলক্ষণ প্রীতিমতী ছিলে; অতএব হে বরবর্ণিনি! অন্যপূর্ব্বা ত্বাদৃশী রমণীতে আমি ভার্য্যার্থী নহি। বিজ্ঞানাভিজ্ঞ, অপরের ধর্ম্মনির্দ্দেশকারী মদ্বিধ ভূপতি পরপূর্ব্বা কামিনীরে কি প্রকারে স্ব গৃহে প্রবেশ করাইতে পারে? অতএব হে ভদ্রে! তুমি অবিলম্বে যথা ইচ্ছা গমন কর।

হে রাজন্! তখন অম্বা অনঙ্গ-শর-পীড়িতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহীপাল! এরূপ বলিবেন না; আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কোন প্রকারেই সত্য নহে; ভীষ্ম-কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া আমি কখনই প্রীতিযুক্তা হই নাই; ভীষ্ম যখন ভূপালগণকে দূরাকৃত করিয়া বলপূর্ব্বক আমারে গ্রহণ করেন, তৎকালে আমি রোদন করিতেছিলাম; অতএব হে শাল্বপতে! এই ভক্তা নিরপরাধা বালাকে ভজনা করুন! দেখুন, ভক্তগণের পরিত্যাগ ধর্ম্মতঃ প্রশস্ত নহে। আমি সমরে অপরাঙ্মুখ গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে পুনঃপুন আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমেই আসিয়াছি। হে বিশাম্পতে! শুনিলাম, সেই মহাবাহু ভীষ্ম স্বয়ং আমারে ইচ্ছা করেন না; ভ্রাতার নিমিত্তেই তাঁহার সেইরূপ প্রযত্ন হইয়াছিল। হে রাজন্! গঙ্গাতনয় আমার আর যে দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে লইয়া যান, তাঁহাদিগকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যে সম্প্রদান করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র শাল্বপতে! আপনা ভিন্ন আমি যে অন্য বর চিন্তা করি না, তদ্বিষয়ে মস্তক স্পর্শ-পূর্ব্বক শপথ করিতেছি। হে রাজেন্দ্র! আমি অন্যপূর্ব্বা হইয়া আপনকার নিকটে উপস্থিতা হই নাই; হে শাল্ব! আমি আত্মার শপথ-পূর্ব্বক ইহা সত্যই বলিতেছি। অতএব হে বিশালাক্ষ! ভবদীয় প্রসাদাভিলাষিণী, অনন্যপূর্ব্বা, স্বয়ং উপস্থিতা এই কুমারীকে ভজনা করুন'!

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কাশিপতির দুহিতা এইরূপ সম্ভাষণ করিলেও শাল্ব জীর্ণনির্ম্মোক-ত্যাগী ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন। কন্যা এইরূপ বহুবিধ বাক্য-দ্বারা প্রার্থনা করিলেও শাল্বপতি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা করিলেন না। অনন্তর অম্বা রোষাবিষ্টা হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে, বাষ্পগদ্গদ-বচনে কহিলেন, রাজন্! তোমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আমি যেখানে যেখানে গমন করিব, সেই খানেই সাধুরা আমার রক্ষিতা হইবেন; কেন না সত্যের কখন বিধ্বংস নাই।

হে কুরুনন্দন! তৎকালে এইরূপ সম্ভাষমাণা ও করুণস্বরে পরিদেবনকারিণী সেই কাশিরাজ-কন্যাকে শাল্ব অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন এবং "যাও যাও" পুনঃপুন এইরূপ সম্ভাষণ করত কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি ভীষ্ম হইতে ভয় করি; তুমিও ভীষ্মের পরিগৃহীতা; অতএব শীঘ্র গমন কর। অম্বা অদীর্ঘদর্শী শাল্ব-কর্ত্তৃক এইরূপ সম্ভাষিতা হইয়া কাতরা কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগর হইতে নির্গতা হইলেন।

অম্বা-শাল্বসংবাদে চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, দুঃখিতা কাশিরাজ-দুহিতা নগর

হইতে নিষ্ক্রমণ করত এইরূপ চিন্তা করিলেন, যে, পৃথিবীতে আমার মত বিষমস্থা যুবতি আর কুত্রাপি নাই; আমি বন্ধুবর্গে বঞ্চিতা হইয়াছি এবং শাল্বও আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। পুনরায় হস্তিনাপুরে গমন করাও আমার দুঃসাধ্য, যেহেতু শাল্বের নিমিত্ত ভীষ্মের নিকটে অনুমতি লইয়া আসিয়াছি; অতএব আপনাকেই নিন্দা করিব, কি দুরাসদ ভীষ্মকেই তিরস্কার করিব, না যিনি আমার স্বয়ম্বর করিয়াছিলেন, সেই মূঢ় পিতাকেই ভর্ৎসনা করিব? অথবা এ আমার আপনারই দোষ, কেন না সেই দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে আমি ভীষ্মের রথ হইতে শাল্বের নিমিত্ত গমন করিলাম না কেন? হা! এক্ষণে মূঢ়ের ন্যায় আমি সেই দুর্ব্বুদ্ধিতার ফল পাইলাম! যাঁহাদিগের দুর্নীতিক্রমে আমি এই সুদারুণ আপদে পতিতা হইলাম, তাঁহাদিগকে ধিক্! ভীষ্মকেও ধিক্, যিনি বীর্য্যপণ্যা করিয়া আমারে বেশ্যার ন্যায় স্বয়ম্বরা করিয়াছিলেন, সেই মন্দমতি মূঢ়চিত্ত পিতাকেও ধিক্, আমাকেও ধিক্, শাল্বরাজকেও ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্। মনুষ্য স্বকীয় ভাগধেয় সর্ব্বথাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শান্তনুতনয় ভীষ্মই আমার এই বিপদের প্রধান-দ্বার; অতএব সম্প্রতি তপস্যা-দ্বারাই হউক বা যুদ্ধ-দ্বারাই হউক, তাঁহার প্রতি বৈর-নির্যাতন করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে; পরন্তু কোন্ মহীপতি যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করিতে উৎসাহান্বিত হইতে পারেন? হে ভারত! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অম্বা নগরের বহির্ভাগে পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় তাপস-বৃন্দে পরিবারিতা হইয়া সে রাত্রি বাস করিলেন এবং হরণ, মোচন ও শাল্ব-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জন প্রভৃতি আত্মগত সমুদায় বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে তাঁহাদিগের নিকটে বর্ণন করিলেন।

হে মহাবাহো! তথায় তপোবৃদ্ধ, শাস্ত্রে ও আরণ্যক উপনিষদে আচার্য্য, সংশিতব্রত, বহ্নিসাধ্য শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মে সুনিপুণ, শৈখাবত্য নামে এক জন মহান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মহাতপা শৈখাবত্যমুনি অতিমাত্র কাতরা, শোক-দুঃখ-পরায়ণা, ঘন ঘন নিশ্বাস-পরিত্যাগকারিণী, সাধ্বী, বালা অম্বাকে কহিলেন, হে ভদ্রে! হে মহাভাগে! এরূপ অবস্থায় আশ্রমস্থ তপোযুক্ত মহাত্মা তপস্বীরা কি করিতে পারেন? কিন্তু অম্বা দৃঢ়তা-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে মহাভাগ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমি প্রব্রজ্যাধর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছি; দুশ্চর হইলেও তপস্যা করিব। আমি মোহযুক্তা হইয়া পূর্ব্ব জন্মে যে সমস্ত পাপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই সকলেরই এই ফল ভোগ করিতেছি, সন্দেহ নাই।—হে নিষ্পাপ তাপসগণ! পুনরায় স্বজনগণ-সমীপে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না; শাল্বও প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক আমারে দূর করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে নিরানন্দা হইয়া সম্প্রতি তপস্যা-কর্ম্মের উপদেশ ইচ্ছা করিতেছি; আপনারা দেব-তুল্য, অতএব আমার প্রতি কৃপা করুন। তখন সেই মুনিবর লৌকিক দৃষ্টান্ত, বেদ ও যুক্তি-দ্বারা সান্ত্বনা করত সেই কন্যাকে আশ্বাসিতা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদনেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

অম্বা-শৈখাবত্য-সংবাদে পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই ধর্ম্মপরায়ণ তাপসেরা তৎকালে ঐ কন্যার প্রতি কিরূপ করা কর্ত্তব্য, এই চিন্তা করত সকলেই কার্য্য-যুক্ত হইলেন। কেহ কেহ কহিলেন, ইহাঁরে পিতৃগৃহে লইয়া যাও; কেহ কেহ আমার ভর্ৎসনার্থে মতি করিলেন, কেহ কেহ বা শাল্বপতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকেই নিয়োগ করা বিধেয় বোধ করিলেন। পরন্তু কোন কোন তাপস কহিলেন, যে, না; তাঁহাকে নিয়োগ করা উচিত নহে; কেন না তিনি ইহাঁরে প্রত্যাখ্যান

করিয়াছেন। সংশিতব্রত তাপসগণ এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! এরূপ অবস্থায় মনীষীরা কি করিতে পারেন? অতএব প্রব্রজ্যায় প্রয়োজন নাই; আমাদিগের হিতবাক্য শ্রবণ কর; এস্থান হইতে নিবৃত্তা হইয়া পিতৃগৃহে যাও; তোমার পিতা কাশিরাজ যেরূপ কর্ত্তব্য হয় করিবেন। তথায় কল্যাণ-যুক্তা ও সর্ব্ব-গুণান্বিতা হইয়া তুমি পরম সুখে বাস করিবে। হে ভদ্রে! তুমি নারী, সুতরাং সম্প্রতি পিতার ন্যায় তোমার আর অন্য রক্ষক নাই। হে বরবর্ণিনি! নারীর পিতা অথবা পতিই গতি হইয়া থাকেন; সমস্থার গতি পতি আর বিষমস্থার গতিই পিতা। হে ভাবিনি! তুমি সহজে রাজপুত্রী তাহাতে সুকুমারী কুমারী; সুতরাং প্রব্রজ্যা তোমার সাতিশয় দুঃখকরী হইবে; বিশেষত আশ্রমে বাস করিলে বিস্তর দোষ আছে, পিতার গৃহে সে সকলের সম্ভাবনা হইবে না।

অনন্তর অন্য কোন কোন তাপসেরা সেই তপস্বিনীরে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! এই নির্জ্জন গহন কাননে তোমারে একাকিনী দেখিয়া ভূপালগণ প্রার্থনা করিবেন; অতএব তুমি কদাচ এরূপ মন করিও না।

অম্বা কহিলেন, হে তাপসগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক, আমি কাশিনগরে পুনর্ব্বার পিতৃভবনে গমন করিতে পারিব না; তাহাতে বান্ধবদিগের নিঃসন্দেহ অবজ্ঞা-ভাজন হইব। বাল্যকালে চিরকাল পিতার গৃহে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে আর তথায় গমন করিব না; সংপ্রতি তাপসগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া তপশ্চরণের অভিলাষ করিতেছি। হে তাপসশ্রেষ্ঠ মহাভাগগণ! পরলোকেও আমার আর এরূপ মহাবিপদ্‌জনক দৌর্ভাগ্য না হয়, এই আশয়ে তপস্যা করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণেরা এইরূপ কার্য্যাকার্য্য চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাপসেরা স্বাগত প্রশ্নপ্রভৃতি পূজাবিধি আসন ও উদক-দ্বারা সেই নরপতির পূজা করিলেন। তিনি বিশ্রান্ত হইয়া উপবেশন করিলে, বনবাসিগণ তাঁহার শ্রবণ-গোচরে পুনর্ব্বার কন্যার প্রতি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অম্বা ও কাশিরাজের সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ মহাতেজা রাজর্ষি উদ্বিগ্নমনা হইলেন। মহাতপা মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ, সুতরাং তাঁহাকে সেইরূপ সম্ভাষণ করিতে শুনিয়া ও দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইলেন এবং কম্পমান-কলেবরে উত্থিত হইয়া সেই কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক আশ্বাসিতা করিতে থাকিলেন। তিনি অম্বাকে তাঁহার ব্যসনোৎপত্তির আদি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমুদায় বিস্তারিত-রূপে নিবেদন করিলেন। অনন্তর সেই সুমহাতপা রাজর্ষি দুঃখশোক-সমন্বিত হইয়া মনে মনে কার্য্য নিশ্চয় করিলেন এবং কম্পমান-শরীরে সেই সুদুঃখিতা কাতরা কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! পিতৃগৃহে গমন করিও না; আমি তোমার মাতামহ, অতএব আমিই দুঃখচ্ছেদন করিব। হে পুত্রিকে! তুমি আমারই অনুগতা থাক। তুমি যে এরূপ পরিশুষ্কা হইয়াছ, ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার অন্তঃকরণ দুঃখভারে পরিপূর্ণ হইয়াছে; অতএব আমার বাক্যে তুমি তপস্বী জামদগ্ন্য পরশুরামের নিকটে গমন কর। রাম তোমার সুমহৎ দুঃখ ও শোক নিবারণ করিবেন; ভীষ্ম যদি তাঁহার বাক্য রক্ষা না করেন, তবে সমরে তাঁহারে নিহত করিবেন; অতএব তুমি সেই কালাগ্নি-সদৃশ-তেজস্বী ভার্গব সমীপে গমন কর; সেই মহাতপা তোমারে সমপথে প্রতিষ্ঠাপিতা করিবেন।

অনন্তর অম্বা পুনঃপুন বাষ্প পরিত্যাগ করত মাতামহ হোত্রবাহনকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করি-

য়া মধুর স্বরে কহিলেন, আপনকার আদেশে আমি গমন করিব, কিন্তু সেই লোকবিখ্যাত মহাত্মা ভার্গবকে কি দেখিতে পাইব? তিনি কি প্রকারে আমার তীব্র দুঃখ নাশ করিবেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহার নিকটে যাইব, ইহা জানিতে ইচ্ছা করি।

হোত্রবাহন কহিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্যসন্ধ মহাবল জামদগ্ন্য রামকে মহাবনে উগ্রতর তপস্যায় বর্ত্তমান দেখিবে। রাম গিরিশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্র-শিখরে নিত্য অবস্থিতি করেন এবং বেদবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণও তথায় বিদ্যমান থাকেন। তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া সেই দৃঢ়ব্রত তপোবৃদ্ধকে মস্তক-দ্বারা অভিবাদন-পূর্ব্বক আমার কথা বল এবং তোমার অভিপ্রেত কার্য্যও বিজ্ঞাপন কর। হে বৎসে! সেই সর্ব্বশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ বীরবর জমদগ্নিতনয় আমার সখা ও প্রীতিযুক্ত সুহৃদ্; অতএব আমার নাম করিলে, তিনি তোমার সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিবেন। নরেন্দ্র হোত্রবাহন কন্যাকে এই কথা বলিতেছেন, ইত্যবসরে রামের প্রিয় অনুচর অকৃতব্রণ তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র মুনিগণ ও বয়োবৃদ্ধ রাজা হোত্রবাহন সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সেই বনবাসিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া তাঁহার আতিথ্য-সম্পাদনান্তে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, পরে প্রীতিপ্রফুল্ল ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুতর দিব্য, ধন্য ও মনোরম কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কথাবসানে মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে মহর্ষিশ্রেষ্ঠ রামের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কহিলেন, হে মহাবাহো অকৃতব্রণ! বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য সম্প্রতি কোথায় দৃষ্ট হইতে পারেন?

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে প্রভাব-সম্পন্ন পার্থিব! রাম "রাজর্ষি হোত্রবাহন আমার প্রিয় মিত্র" এই বলিয়া সততই আপনকার কীর্ত্তন করেন; আমার বোধ হয়, আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি কল্য প্রভাতে এই স্থানে উপস্থিত হইবেন; অতএব এই খানে আইলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। হে রাজর্ষে! এই কন্যাটি কি নিমিত্ত বনে আসিয়াছেন, ইনি কাহার কন্যা, আপনকারই বা কে হন, ইহা জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

হোত্রবাহন কহিলেন, হে বিভো! এটি আমার দৌহিত্রী, কাশিরাজের প্রিয় পুত্রী; ইহার নাম অম্বা। হে তপোধন! কাশিরাজের এই জ্যেষ্ঠা কন্যা, অম্বিকা ও অম্বালিকা-নাম্নী দুইটি কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্বয়ম্বরে অবস্থিতা হইয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল কন্যা-লাভার্থে কাশিপুরীতে সমাগত হইয়াছিলেন। হে বিপ্রর্ষে! তৎকালে তথায় মহা উৎসব হইয়াছিল। অনন্তর মহাবীর্য্য মহাতেজাঃ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম রাজগণকে পরাস্ত করিয়া ঐ তিনটি কন্যা হরণ করিয়াছিলেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা প্রভাবশালী ভীষ্ম মহীপাল-বর্গকে নিঃশেষে জয় করিয়া কন্যাত্রয় সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করিলেন এবং সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ নিমিত্ত আজ্ঞা দিলেন। হে দ্বিজর্ষভ! তখন এই কন্যা বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহার্থে উদ্যত এবং মাঙ্গল্য সূত্রবন্ধনাদিদ্বারা সংস্কৃত হইতে দেখিয়া মন্ত্রিগণ-মধ্যে ভীষ্মকে কহিল, হে বীর! আমি মনে মনে শাল্বপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! অন্যাসক্তা এই কামিনীরে ভ্রাতৃ-হস্তে সমর্পণ করা আপনকার উচিত নহে। ভীষ্ম সেই কথা শুনিয়া মন্ত্রিগণ-সহ মন্ত্রণা করিয়া এবং সত্যবতীর মতস্থ হইয়া বিচার-পূর্ব্বক ইহাকে বিসর্জ্জন করিলেন। তখন এই কন্যা ভীষ্মের অনুজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে সৌভপতি শাল্বের সন্নিহিতা হইয়া কহিল, হে রাজেন্দ্র! আমি পূর্ব্বে আপনাকেই মনে মনে বরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে ভীষ্ম আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। পরন্তু শাল্ব ইহার চরিত্র বিষয়ে শঙ্কিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করি-

লেন, সেই নিমিত্তই এ তপস্যায় সাতিশয় অভিলাষিণী হইয়া তপোবনে আসিয়াছে এবং আমিও বংশের কীর্ত্তন-দ্বারা ইহাকে জানিতে পারিলাম। হে তপোধন! দুঃখের উৎপত্তি বিষয়ে এ ভীষ্মকেই কারণ বলিয়া মনে করিতেছে।

অম্বা কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আমার জননীর জনক এই রাজর্ষি সৃঞ্জয় হোত্রবাহন যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে। হে মহামুনে! লজ্জা ও অপমান ভয়ে পুনরায় স্ব নগরে গমন করিতে আমার উৎসাহ হয় না; অতএব হে ভগবন্! সম্প্রতি আমার এই মতি হইতেছে, যে, ভগবান্ পরশুরাম আমাকে যাহা বলিবেন, সেই কার্য্যই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

অকৃতব্রণ ও অম্বা-সংবাদে ষট্সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৬ ॥

অকৃতব্রণ কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই দুঃখদ্বয় উপস্থিত, ইহার মধ্যে তুমি কোন্‌টির প্রতিকার ইচ্ছা কর, তাহা আমাকে যথার্থ করিয়া বল। হে অবলে! যদি সৌভপতিকে বিবাহার্থে নিয়োগ করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে মহাত্মা রাম তোমার হিতকামনায় অবশ্যই নিয়োগ করিবেন; অথবা যদি গঙ্গাতনয় ভীষ্মকে ধীসম্পন্ন রাম-কর্ত্তৃক সমরে নির্জ্জিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ভার্গব তাহাও করিতে পারেন; অতএব হে শুচিস্মিতে! এই রাজর্ষি সৃঞ্জয়ের ও তোমার বাক্য শুনিয়া এ বিষয়ে তোমার যাহা একান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহা অদ্যই বিশেষ রূপে চিন্তিত হউক।

অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! ভীষ্ম না জানিয়াই আমাকে হরণ করিয়াছিলেন। আমার মন যে শাল্বপতির প্রতি অভিনিবিষ্ট হইয়াছিল, ভীষ্ম তাহা জানিতেন না; অতএব হে ব্রহ্মন্! ইহা বিচার করিয়া এ বিষয়ে আপনি ন্যায়ানুসারে মনে মনে যেরূপ কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করেন, তাহারই বিধান করুন। কুরু-শার্দ্দূল ভীষ্মে কি শাল্বরাজে অথবা উভয়ের প্রতিই যেরূপ আচরণ করা উপযুক্ত হয়, তাহাই করুন। হে ভগবন্! আমার দুঃখের মুল এই যথাবৎ নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যুক্তি অনুসারে তদ্বিষয়ে যেরূপ বিধান হয়, তাহা আপনিই করুন।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই যে কথা বলিতেছ, ইহা উপযুক্তই বটে; এ বিষয়ে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে ভীরু! যদি ভীষ্ম তোমারে হস্তিনায় লইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে শাল্ব রামের আদেশে তোমারে মস্তক-দ্বারা গ্রহণ করিতেন। হে ভাবিনি! ভীষ্ম তোমারে জয়-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্তই তোমার প্রতি শাল্বরাজের সংশয় হইয়াছে। হে সুমধ্যমে! ভীষ্ম পুরুষমানী ও জয়যুক্ত; অতএব তাঁহার প্রতি বৈরনির্য্যাতন করানই তোমার উচিত হইতেছে।

অম্বা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমারও অন্তঃকরণে এই নিত্য কামনা রহিয়াছে, যে কোনক্রমে ভীষ্মকে সমরে নিহত করাইতে পারি। হে মহাবাহো! যাহার নিমিত্তে আমি সুদুঃখিতা হইয়াছি, সেই ভীষ্মই হউক বা শাল্বই হউক, যাহাকে আপনি দোষী স্থির করেন, তাহারই শাসন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সেই দিবস গত হইল এবং সুখকর-শীতোষ্ণ-বায়ুসেবিতা রজনীও অতিবাহিতা হইল। অনন্তর জটাচীরধারী তেজঃপ্রদীপ্ত পরশুরাম মুনি শিষ্যবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। হে রাজশার্দ্দূল! সেই পরশুবাহী, খড়্গধারী, ধনুষ্পাণি, পাপ-শুন্য, মহাত্মা, ভূপাল হোত্রবাহনের উদ্দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দৃষ্টি করিয়া তাপসগণ, সেই মহাতপা নরপতি ও তপস্বিনী কন্যা, সকলেই অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং অব্যগ্র হইয়া

মধুপর্ক-দ্বারা ভার্গবের পূজা করিলেন। তিনিও যথান্যায়ে অর্চ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। হে ভারত! অনন্তর জামদগ্ন্য ও হোত্রবাহন উভয়ে বসিয়া প্রথমে অতীতবৃত্তান্তের কথোপকথন করিতে লাগিলেন; পরে তৎপ্রসঙ্গের অবসানে রাজর্ষি সৃঞ্জয় অবসর বুঝিয়া মহাবল ভৃগুশ্রেষ্ঠকে এই অর্থযুক্ত মধুর বাক্য কহিলেন, হে রাম! এই কন্যাটি কাশিরাজের দুহিতা এবং আমার দৌহিত্রী; হে কার্য্যবিশারদ! ইহার একটি কার্য্য আছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ করুন। ইহাতে রাম সম্মত হইয়া সেই কন্যাকে বলিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন অম্বা জ্বলন্ত-পাবক-সদৃশ পরশুরামের সন্নিহিতা হইয়া কমল-দল-তুল্য করযুগল-দ্বারা তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ-পূর্ব্বক মস্তক-দ্বারা অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং শোক-পরায়ণা ও বাষ্পাকুল-লোচনা হইয়া রোদন করিতে করিতে সেই শরণ্য ভৃগুনন্দনের শরণাপন্না হইলেন।

রাম কহিলেন, হে নৃপনন্দিনি! তুমি এই ভূপতির যেরূপ, আমারও সেইরূপ; অতএব তোমার যে মনোদুঃখ আছে ব্যক্ত কর, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব।

অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! হে মহাব্রত! অদ্য আমি আপনকার শরণাপন্না হইলাম, অতএব ঘোরতর শোকপঙ্কার্ণবে নিমগ্না এই দুঃখিনীরে তাহা হইতে উদ্ধার করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরাম তাঁহার রূপ, অভিনব দেহ ও পরম সৌকুমার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তাপর হইলেন এবং এ কি বলিবে, এইরূপ আন্দোলন করত কৃপাবিষ্ট হইয়া বহু ক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিলেন; পরিশেষে কহিলেন, তোমার কি কথা আছে বল। তখন সেই শুচিস্মিতা ভার্গবের এই কথায় তাঁহারে যথাবৎ সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। জামদগ্ন্য, রাজপুত্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ-পূর্ব্বক সেই বরারোহাকে কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকটে সন্দেশ প্রেরণ করিব; সেই নরাধিপ আমার বাক্য শুনিয়া অবশ্যই রক্ষা করিবেন। গঙ্গাতনয় যদি একান্তই মদুক্ত বাক্য প্রতিপালন না করেন, তাহা হইলে আমি শস্ত্র-তেজদ্বারা সমরে তাঁহারে অমাত্যগণের সহিত দগ্ধ করিব। অথবা তাঁহা হইতে তোমার মন যদি নিবৃত্ত হয়, তবে শাল্বপতিকে বিবাহার্থে নিযোজিত করি।

অম্বা কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! শাল্বপতির প্রতি আমার পূর্ব্ব সংকল্পিতা অভিরতি শ্রবণ করিয়াই ভীষ্ম আমাকে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমি সৌভরাজের নিকটে আসিয়া সেই দুর্ব্বচ বচনের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু তিনি চারিত্রে পরিশঙ্কিত হইয়া আমারে গ্রহণ করিলেন না। অতএব হে ভৃগুনন্দন! স্ববুদ্ধি-দ্বারা এই সমস্ত বিষয় বিনিশ্চিত করিয়া সম্প্রতি যে উপায় করা কর্ত্তব্য হয়, তাহার চিন্তা করুন। মহাব্রত ভীষ্মই আমার এই বিপদের মূল; যেহেতু তিনি বলে উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক আমারে বশবর্ত্তিনী করিয়াছিলেন। অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার নিমিত্ত আমি ঈদৃশ দুঃখ পাইলাম, সেই ভীষ্মকেই বিনষ্ট করুন। হে ভৃগুশার্দ্দূল! ইহার দ্বারাই আমি উত্তম অপ্রিয় অর্থাৎ বৈর-শোধনের অনুষ্ঠান করি। হে ভার্গব! ভীষ্ম অতিলুব্ধ, নীচ ও জয়গর্ব্বিত; অতএব তাঁহার প্রতিহিংসা করা আপনকার উচিত হইতেছে। হে বিভো! যৎকালে ভীষ্ম আমারে হরণ করেন, তখন আমার হৃদয়ে 'কোন প্রকারে সেই মহাব্রতকে নিহত করাইব' এইরূপ সংকল্পই হইয়াছিল। অতএব হে রাম! অধুনা আমার সেই কামনা সম্পাদন করুন। হে মহাবাহো! পুরন্দর যেমন বৃত্রাসুরের সংহার করিয়াছিলেন, আপনিও ভীষ্মকে সেইরূপ বিনষ্ট করুন।

রাম ও অম্বা-সংবাদে সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭৭ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, তখন রাম "ভীষ্মকে নিহত করুন" এইরূপ উক্ত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রেরণকারিণী রোদন-পরায়ণা অম্বাকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি কাশি-কন্যে! ব্রহ্মবাদিগণের প্রয়োজন-ব্যতিরেকে আমি আর শস্ত্র গ্রহণ করি না; অতএব তোমার আর কি করিতে হইবে বল। হে রাজ-নন্দিনি! ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়েই আমার যথেষ্ট বশানুবর্ত্তী হইবেন, অতএব হে অনিন্দনীয়-সর্ব্বাঙ্গি! তুমি শোক করিও না, আমি তোমার কার্য্যোদ্ধার করিব; কিন্তু হে ভাবিনি! বিপ্রগণের নিয়োগ ভিন্ন আমি কোন ক্রমেই শস্ত্র গ্রহণ করিব না; কেন না আমার এইরূপই নিয়ম করা হইয়াছে।

অম্বা কহিলেন, প্রভো! যে কোন প্রকারে হউক, আমার দুঃখ-মোচন করা আপনকার কর্ত্তব্য; সেই দুঃখও ভীষ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব তাঁহাকেই শীঘ্র বিনষ্ট করুন।

রাম কহিলেন, হে কাশি-কন্যে! তুমি যদি বল, তবে ভীষ্ম তোমার বন্দনীয় হইয়াও আমার বাক্যে তোমার চরণ-দ্বয় মস্তক-দ্বারা গ্রহণ করিবেন।

অম্বা কহিলেন, হে রাম! যদি আমার প্রিয় ইচ্ছা করেন, তবে সমরে সমাহূত হইয়া, গর্জ্জনকারী অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে নিহত করুন; যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা সত্য করা আপনকার উচিত হইতেছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! রাম ও অম্বার এইরূপ বাদানুবাদ হইতেছে, এমন সময়ে পরমধর্ম্মাত্মা অকৃতব্রণ ঋষি এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো ভৃগুনন্দন! শরণাগতা কন্যাকে পরিত্যাগ করিবেন না; আপনা-কর্ত্তৃক সমরে সমাহূত হইয়া ভীষ্ম যদি "পরাস্ত হইলাম" বলেন, অথবা আপনকার বাক্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে ইহাঁরও কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে এবং আপনকার বাক্যও সত্য করা হইবে। হে মহামুনে! পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে জয় [illegible] য়াছিলেন, যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র, যে কোন ব্যক্তি ব্রহ্মদ্বেষ্টা হইবে, তাহাকে বিনষ্ট করিব এবং ভয়প্রাপ্ত শরণার্থী লোকেরা শরণাপন্ন হইলে জীবিত থাকিতে কোন ক্রমেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; অপিচ যে ব্যক্তি সমরে সমাগত সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুলকে পরাস্ত করিবে, সেই দীপ্তাত্মা মানবকেও নিহত করিব। হে ভৃগু-নন্দন! সেই কুরুকুল-ধুরন্ধর ভীষ্মও এইরূপ বিজয়ী হইয়াছেন, অতএব সংগ্রামে সমাগত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করুন।

রাম কহিলেন, হে ঋষি-সত্তম! আমি পূর্ব্ব-কৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিতেছি, তথাপি সাম-দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই করিব। হে ব্রহ্মন্! কাশি-কন্যার মনোগত এই কার্য্যটি অতি মহৎ; অতএব ইহাঁরে সমভিব্যাহারে লইয়া আমি স্বয়ং তাঁহার নিকটে গমন করিব। রণশ্লাঘী ভীষ্ম যদি আমার বাক্য রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার এই নিশ্চয় সংকল্প রহিল যে, সেই উদ্ধত-স্বভাব ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট করিব। মদীয় কর-নির্ম্মুক্ত সায়ক-সমস্ত মানব-শরীরে যে সংসক্ত হইয়া রহে না, তাহা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় সমরেই তোমার বিদিত হইয়াছে।

মহাতপা পরশুরাম এই কথা বলিয়া সেই ব্রহ্মবাদিগণের সহিত প্রস্থানার্থে সংকল্প করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সেই তাপসেরা তথায় সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে হোম ও জপক্রিয়া সমাধানান্তে আমার হিংসার্থে প্রস্থিত হইলেন। হে ভারত! পরিশেষে রাম সেই ব্রহ্মবাদিগণ ও কন্যার সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্র-সমীপে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মা তাপসগণ ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে অগ্রে করিয়া সরস্বতী তীরে নিবিষ্ট হইলেন।

রামের কুরুক্ষেত্র গমনে অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাব্রত জামদগ্ন্য তথায় অবস্থিত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমার নিকটে এইরূপ সন্দেশ প্রেরণ করিলেন, যে, আমি আগত হইয়াছি, আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। সেই প্রভাব-সম্পন্ন মহাবল তপোনিধি আমার বিষয়ান্তে আগত হইয়াছেন শুনিয়া আমি প্রীতচিত্তে দেবকল্প ঋত্বিক্, পুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণে পরিবারিত হইয়া একটি গোধন লইয়া অতিবেগে শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমাকে অভিগত দেখিয়া সেই পূজা গ্রহণ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, ভীষ্ম! তুমি কামহীন হইয়াও কি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া এই কাশিরাজ-দুহিতাকে স্বয়ম্বর-সময়ে হরণ করিয়াছিলে এবং কি নিমিত্তই বা পুনরায় পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমার পরিত্যাগ করাতেই এই যশস্বিনী ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্টা রহিয়াছেন, কেন না তুমি যখন স্পর্শ করিয়াছ, তখন আর কোন্ ব্যক্তি ইহাঁরে গ্রহণ করিতে পারে? হে ভারত! তুমি হরণ করিয়াছিলে বলিয়া শাল্ব ইহাঁরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; অতএব আমার আদেশে তুমি ইহাঁকে প্রতিগ্রহ কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! এই রাজ-পুত্রী স্বধর্ম্ম লাভ করুন; হে অনঘ! ইহাঁর এরূপ অবমান করা তোমার উচিত নহে।

অনন্তর তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া আমি এই কথা বলিলাম, ব্রহ্মন্! আমি কোন প্রকারেই ইহাঁরে পুনরায় ভ্রাতৃহস্তে সম্প্রদান করিতে পারি না। হে ভার্গব! পূর্ব্বে ইনি আমাকেই বলিয়াছিলেন "আমি শাল্বের হইয়াছি" এবং আমিই ইহাঁকে শাল্বের নিকট যাইতে অনুমতি দিয়াছিলাম। আমার অনুমতি ক্রমে ইনি সৌভনগরে গমন করিয়াছিলেন; অতএব সম্প্রতি ভয়, দয়া, অর্থ-লোভ কি কামনা-দ্বারা আমি ক্ষত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেন না ইহাই আমার চিরব্রত।

হে নরপুঙ্গব! অনন্তর রাম রোষ-পর্য্যাকুল-নয়নে আমাকে বলিলেন, "তুমি যদি আমার বাক্য রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমাকে অমাত্যগণের সহিত অদ্যই নিহত করিব।"

হে অরিন্দম! রাম ক্রোধে পর্য্যাকুল-নেত্র হইয়া সংরম্ভভরে বারম্বার আমাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমি বিনয়-গর্ব্ভ-বচনাবলি-দ্বারা তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলাম, তথাপি তিনি শান্ত হইলেন না। তখন আমি সেই ব্রাহ্মণসত্তম ভৃগুনন্দনকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার কহিলাম, হে মহাবাহো! আপনি যে আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছেন, তাহার কারণ কি? হে ভার্গব! আমার বাল্যকালে আপনিই আমাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন; আমি আপনকার শিষ্য।

অনন্তর রাম ক্রোধ-সংরক্ত-নয়নে আমাকে পুনরায় কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমাকে গুরু বলিয়া জানিতেছ অথচ আমার প্রীতি নিমিত্তে এই কাশিরাজ-দুহিতাকে গ্রহণ করিতেছ না; হে কুরুনন্দন! ইহা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই; অতএব হে মহাবাহো! ইহাঁরে গ্রহণ করিয়া আপনার কুল রক্ষা কর; তোমা-কর্ত্তৃক বিভ্রংশিতা হওয়াতেই ইনি স্বামী প্রাপ্ত হইতেছেন না।

এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুর-বিজয়ী পরশুরামকে আমি পুনর্ব্বার কহিলাম, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অনর্থক শ্রম করিতেছেন কেন? ইহা আর কোন প্রকারেই হইতে পারিবে না। হে জামদগ্ন্য! আপনি আমার পুরাতন গুরু, সেই প্রতীক্ষাতেই আমি আপনাকে প্রসাদিত করিতেছি। হে ভগবন্! ইহাকে আমি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের হেতু, ইহা অবগত থাকিয়া কোন্ মানব সাক্ষাৎ সর্পিণীর ন্যায় অন্যাসক্তা রমণীরে নিজ গৃহে বাস করাইতে পারে? হে মহাব্রত! আমি বাসবের ভয়েও ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারি না; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন

হউন; অথবা আপনকার যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, তাহা অচিরেই সম্পন্ন করুন। হে বিভো! হে বিশুদ্ধাত্মন্! পুরাণে মহাত্মা মরুত্তের কীর্ত্তিত এই শ্লোকটিও শ্রবণ করা যায়, যে,

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, গর্ব্ব-পরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়। আপনিও আমার গুরু, এই নিমিত্তই আমি প্রেম-বশত পুনঃপুন আপনাকে সম্মানিত করিলাম, কিন্তু আপনি গুরুর ধর্ম্ম জানিতেছেন না, একারণ আমি আপনকার সহিত যুদ্ধ করিব। গুরু, বিশেষত তপোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সমরে নিহত করিতে পারি না, এই মনে করিয়াই আমি আপনাকে ক্ষমা করিয়াছি। পরন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে এই নিশ্চয় আছে, যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে কুৎসিত ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উদ্যাস্ত্র, ক্রুদ্ধ ও অপরাঙ্মুখে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিনষ্ট করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা হয় না। হে তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি যাদৃশ আচরণ করে, তাহার প্রতিও তাদৃশ আচরণ করিলে সে অধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় না এবং অকল্যাণেও পতিত হয় না। ধর্ম্মার্থ বিচারে সমর্থ, দেশকালজ্ঞ পুরুষ যদি অর্থ বিষয়ে অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়াপন্ন হন, তবে অর্থে সংশয়াপন্ন হইয়া অর্থাৎ অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া ধর্ম্মে নিঃসংশয় হইলে, অর্থাৎ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেয়ো লাভ করেন। অতএব হে রাম! সংশয়িত অর্থেও আপনি যখন অযথা-ন্যায়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন আপনকার সহিত আমি অবশ্যই মহাসমরে যুদ্ধ করিব। হে ভৃগুনন্দন! আমার বাহুবীর্য্য ও অলৌকিক বিক্রম দর্শন করুন। এরূপ অবস্থায় আমি যাহা করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিব; কুরুক্ষেত্রে আপনকার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; অতএব হে মহাদ্যুতে! দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থে ইচ্ছানুসারে সজ্জীভূত হউন। হে রাম! যে স্থলে আমার শত শত শরনিকরে পীড়িত হইয়া আপনি নিধন প্রাপ্ত হইবেন এবং মহারণে শস্ত্রপূত হইয়া নির্জ্জিত লোক সমস্ত লাভ করিবেন, সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। হে মহাবাহো! হে তপোধন! তথায় আমি যুদ্ধপ্রিয় আপনকার সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইব। হে রাম! পূর্ব্বে যে স্থলে আপনি পিতার শুদ্ধি করিয়াছিলেন, আমিও সেই স্থলে আপনাকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষত্রিয়-কুলের বৈর-শুদ্ধি করিব। হে বিপ্রাভিমানিন্ যুদ্ধদুর্ম্মদ! তথায় সত্বর প্রস্থান করুন, আমি আপনকার পুরাতন দর্পের অপনোদন করিব। হে ভার্গব! "আমি একাকীই পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে নির্জ্জিত করিয়াছি" বহু কাল পর্য্যন্ত আপনি এই যে গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাহার হেতু শ্রবণ করুন; তৎকালে ভীষ্ম অথবা ভীষ্ম-সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই। হে তপোধন! আপনি কেবল তৃণরাশিমধ্যেই জ্বলিত হইয়াছিলেন, তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় সকল পশ্চাৎ জন্মিয়াছে। হে মহাবাহো! যে ব্যক্তি আপনকার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষের অপনোদন করিতে পারে, সেই পরপুর-বিজয়ী ভীষ্ম এক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে রাম! সমরে আমি অবশ্যই আপনকার দর্পাপনোদন করিব, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম-বাক্যে একোনাশীত্যধিক শততম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭৯॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রাম কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! ভাগ্যক্রমে তুমি সংগ্রামে আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ। হে কৌরব্য! এই আমি তোমার সহিত কুরুক্ষেত্রে চলিলাম; হে পরন্তপ! তুমি তথায় গমন কর, আমি তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। হে ভীষ্ম! তোমার মাতা জাহ্নবী তোমাকে তথায় শরশত-সমন্বিত, নিহত এবং গৃধ্র, কাক ও বক সকলের

ভক্ষ্য হইতে দৃষ্টি করুন। হে পার্থিব! যিনি তোমার মত মন্দমতি, যুদ্ধকামী, আতুর ব্যক্তিকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধচারণ-সেবিতা ভগীরথ-সুতা মহাভাগ্যা দেবী মহানদী রোদনের অযোগ্যা হইলেও অদ্য তোমাকে দীনভাবাপন্ন ও মৎ-কর্ত্তৃক বিনিহত দেখিয়া রোদন করিতে থাকুন। রে দুর্ম্মদ যুদ্ধকামুক! এস, আমার সহিত চল, তোমার রথাদি যাহা কিছু আছে, সমুদায় গ্রহণ কর।" এইরূপ উক্তিকারী সেই পরপুরঞ্জয় পরশুরামকে আমি মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া বলিলাম, ভাল, তাহাই হউক। হে মহাদ্যুতে! রাম আমারে ঐ কথা বলিয়া যুদ্ধ-বাসনায় কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং আমিও নগরে প্রবেশিয়া সত্যবতীকে ঐ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। হে ভরতসত্তম! অনন্তর আমি কৃত-স্বস্ত্যয়ন ও জননী-কর্ত্তৃক প্রতিনন্দিত হইয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে "পুণ্যাহং স্বস্তি" ইত্যাদি স্বস্তি-বাচন করাইয়া ধনুর্যুক্ত পাণ্ডুর-বর্ণ কবচে শরীরাচ্ছাদন ও পাণ্ডুর-বর্ণ কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক উত্তম সূতকুলে সম্ভূত বীর অশ্বশাস্ত্র-বিশারদ বহুল-সমরদর্শী বিশিষ্ট সারথি-কর্ত্তৃক পরিচালিত, শোভন চক্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃত, মহা শস্ত্র-সমূহে পরিপূর্ণ, সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত, পাণ্ডুর হয়-চতুষ্টয়-যুক্ত, রজত-নির্ম্মিত, মনোহর রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থিত হইলাম। হে ভরতর্ষভ! মস্তকে পাণ্ডুর বর্ণ আতপত্র-দ্বারা বিরাজমান, শুক্লচামর-নিকরে বীজ্যমান, শুভ্রবাসা, শ্বেতোষ্ণীষধারী, সকল-শুক্লাভরণে ভূষিত ও জয়াশীর্ব্বাদে স্তূয়মান হইয়া আমি হস্তিনা হইতে নিষ্ক্রমণ-পূর্ব্বক রণক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। হে রাজন্! মন ও পবন-তুল্য বেগশালী অশ্ব সকল সেই সুনিপুণ সূত-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে উত্তম রূপে বহন করত মহাসমরে উপনীত করিল। হে রাজন্! আমি ও প্রতাপবান্ রাম উভয়েই সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া যুদ্ধার্থে পরস্পর সহসা পরাক্রান্ত হইলাম। অনন্তর আমি সেই অতিতপস্বী রামের দর্শন-পথে অবস্থিত হইয়া উত্তম শঙ্খবর গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রধ্মাত করিলাম। তখন বনবাসী তাপসগণ ও ইন্দ্র-সহ অমরবৃন্দ তথায় দিব্য সমর সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুতর দিব্য মাল্য, দিব্য বাদিত্র ও জলধর-সমূহ ইতস্ততঃ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর ভার্গবের অনুযায়ী সেই তাপসগণ রণাঙ্গন পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক দর্শক হইয়া রহিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর সর্ব্ব-ভূতহিতৈষিণী মদীয় জননী জাহ্নবী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এ কি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি জামদগ্ন্যের নিকটে যাইয়া এই বলিয়া পুনঃপুন যাচ্ঞা করিব, যে, তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না। হে পুত্র! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া বিপ্র জামদগ্ন্যের সহিত সমরে যুদ্ধার্থে নির্ব্বন্ধ করিও না। হর-তুল্য-পরাক্রমশালী পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুল-সংহারকারী, তাহা কি তোমার বিদিত নাই, যে তাঁহার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছ?

হে ভারত! মাতা এইরূপ আমারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দেবীকে অভিবাদন-পূর্ব্বক, স্বয়ম্বরে যে বৃত্তান্ত হইয়াছিল, তাহা সমুদয় নিবেদন করিলাম; অপিচ পূর্ব্বে রামকে যেরূপ নিয়োগ করিয়াছিলাম এবং কাশিরাজ-কন্যার যে পূর্ব্বতন কর্ম্ম, তাহাও ব্যক্ত করিলাম। অনন্তর আমার সেই জননী দেবী মহানদী ঋষিবর ভার্গবের সন্নিহিতা হইয়া "তুমি নিজ শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিও না" এই বলিয়া আমার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসাদিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি সেই প্রার্থনাকারিণী জাহ্নবীরে কহিলেন, আপনি ভীষ্মকেই নিবর্ত্তিত করুন, তিনি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন না, এই নিমিত্তই আমি যুদ্ধার্থে তাঁহার নিকটে আগমন করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গঙ্গা পুত্র-স্নেহ-

বশত পুনরায় ভীষ্ম-সমীপে আগমন করিলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধে পর্য্যাকুল-নেত্র হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষা করিলেন না। তদনন্তর দ্বিজসত্তম মহাতপা ধর্ম্মাত্মা ভৃগুশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট হইলেন এবং যুদ্ধার্থে আমারে আহ্বান করিলেন।

গঙ্গা-বাক্যে অশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮০ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, তখন আমি কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে করিতে, সমরে ব্যবস্থিত জামদগ্ন্যকে কহিলাম, হে বীর! আমি রথস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠ আপনকার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না; অতএব হে মহাভুজ! যদি সমরের অভিলাষ হয়, তবে রথারোহণ ও কবচ পরিধান করুন। তখন রাম হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, হে ভীষ্ম! পৃথিবীই আমার রথ, বেদ সকলই সদশ্ব-সদৃশ বাহন, সমীরণই সারথি এবং বেদ-মাতৃগণ অর্থাৎ গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীই আমার কবচ। হে কুরুনন্দন! আমি তাঁহাদিগের দ্বারা সুন্দর রূপে আচ্ছাদিত হইয়া যুদ্ধ করিব।

হে গান্ধারী-নন্দন! সত্যবিক্রম পরশুরাম এই কথা বলিতে বলিতে বহুল শর-সমূহ-দ্বারা সর্ব্ব দিক্ আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহাবাহো! অনন্তর আমি জামদগ্ন্যকে সহসা আবির্ভূত, অদ্ভুত-দর্শন, মানস-বিনির্ম্মিত, বিস্তীর্ণ-নগরোপম, দিব্যাশ্ব-যুক্ত, সন্নদ্ধ, কাঞ্চন-কবচ-ভূষিত, চন্দ্র-সূর্য্য-চিহ্নিত, সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট আয়ুধ-সমন্বিত, পবিত্র, শ্রীযুক্ত, রথ-মধ্যে ব্যবস্থিত দেখিলাম। ঐ রথে ভার্গবের প্রিয়তম সখা বেদজ্ঞ অকৃতব্রণ গোধা, অঙ্গুলিত্র, তূণ ও শরাসনধারী হইয়া সারথ্য কর্ম্ম করিতেছিলেন। ভার্গব "আইস আইস" আক্রোশ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে পুনঃপুন এইরূপ আহ্বান করত আমাকে হৃষ্টচিত্ত করিতে লাগিলেন। আমি সেই উত্থানশীল আদিত্য-তুল্য, অনাধৃষ্য, মহাবল, ক্ষত্রিয়ান্তকর, একক পরশুরামকে একাকী প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর যখন তিন বার বাণ পাত হইল, তখন আমি অশ্ব সকল নিরুদ্ধ ও শরাসন বিন্যস্ত করিয়া রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক পদব্রজে সেই ঋষিসত্তম গুরুকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলাম এবং তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া এই উত্তম বাক্য বলিলাম, যে, হে রাম! আপনি সদৃশই হউন বা অধিকই হউন, আপনকার সহিত আমি যুদ্ধ করিব; হে বিভো! আপনি গুরু ও ধর্ম্মশীল, অতএব আমাকে জয়াশীর্ব্বাদ করুন।

রাম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মঙ্গলেচ্ছু পুরুষের এইরূপ করাই কর্ত্তব্য বটে; কেন না যাহারা বিশিষ্ট লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করে, ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। হে মহাবাহো! তুমি যদি এরূপ করিয়া না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমারে শাপ দিতাম। হে কৌরব! সম্প্রতি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক সাবধান হইয়া যুদ্ধ কর। হে রাজন্! আমি স্বয়ং তোমাকে জয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, সুতরাং তোমার জয়াশংসা করিতে পারি না; অতএব যাও, ধর্ম্ম-সহকারে যুদ্ধ কর; আমি তোমার চরিত্র দ্বারা প্রীত হইলাম।

অনন্তর আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সত্বর রথারোহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার হেমপরিষ্কৃত শঙ্খধ্বনি করিলাম। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহার ও আমার পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষায় বহু দিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমে তিনি নয় শত ষষ্টিসংখ্যক নতপর্ব্ব কঙ্কপত্র-যুক্ত শর-দ্বারা আমার রথোপরি প্রহার করিলেন এবং আমার অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকেও প্রতিরুদ্ধ করিলেন, তথাপি আমি সেইরূপ দংশিত হইয়া সমরে নিশ্চেষ্ট রহিলাম। অনন্তর দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে বিশেষ রূপে নমস্কার করিয়া রণে ব্যবস্থিত সেই ঋষিবরকে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আপনি মর্য্যাদা-শূন্য হইলেও আমি আপনকার গুরুত্বের সম্মান করিয়াছি

এবং ধর্ম্মসংগ্রহ বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনকার শরীরস্থ যে সমস্ত বেদ ও মহৎ ব্রাহ্মণ্য আছে এবং তাহার দ্বারা আপনকার যে মহতী তপস্যা সঞ্চিত রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রতি আমি প্রহার করিতেছি না। হে রাম! আপনি যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, আমি তাহারই প্রতি প্রহার করিতেছি; যেহেতু শস্ত্রোদ্যম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন। হে বীর! আমার ধনুকের বীর্য্য ও বাহুর বল দেখুন; আমি এই নিশিত শর-সহকারে আপনকার কার্ম্মুক ছেদন করি। হে ভরতর্ষভ! এই বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি নিশিত ভল্ল নিক্ষেপ করিলাম এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ধনুর অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম। তাঁহার রথের প্রতিও কঙ্কপত্র-যুক্ত শত শত নতপর্ব্ব শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করিলাম। হে রাজন্! অগ্রে শরীর মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ পশ্চাৎ বায়ু-কর্ত্তৃক সমীরিত হইয়া সেই শর সকল যেন সর্প-সমূহের ন্যায় রুধির ক্ষরণ করত ইতস্তত সঞ্চরণ করিতে লাগিল। তৎকালে রাম রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতু-ক্ষরণকারী সুমেরু ভূধরের ন্যায়, হেমন্তান্তে রক্ত-স্তবক-মণ্ডিত অশোকের ন্যায় অথবা প্রফুল্ল কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া অপর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক হেমপুঙ্খ-যুক্ত সুশাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করিলেন। সেই মহাবেগশালী, সর্প অনল ও বিষ-সদৃশ, বহু প্রকারে মর্ম্মভেদী, ভীষণ বাণ-নিচয় আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এককালে কম্পিত করিয়া তুলিল। তখন আমি কোন প্রকারে সমরে আপনাকে পুনরায় স্থিরীভূত করিয়া ক্রোধভরে শত-সংখ্য শর-দ্বারা রামকে সমাকীর্ণ করিলাম। তিনি সেই সূর্য্যানল-তুল্য আশীবিষ-সদৃশ নিশিত শত শরে সমর্দ্দিত হইয়া যেন সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় হইলেন। হে ভারত! তৎকালে আমি কৃপাবিষ্ট হইয়া আপনিই আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলাম, সর্ব্বথা যুদ্ধব্যাপারে ধিক্ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেও ধিক্! হায়! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা হওয়াতেই এই পাপ করিলাম! এই ধর্ম্মাত্মা, ব্রাহ্মণ, বিশেষত গুরুকে শর-নিকরে পীড়িত করিলাম! হে রাজন্! আমি শোকাবেগে ব্যাকুলিত হইয়া বারম্বার এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলাম, তাহার পর আর জামদগ্ন্যকে প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান্ ভানুমান্ প্রখর-কর-নিকরে ধরণীকে তাপিতা করিয়া দিনাবসানে অস্ত গমন করিলেন এবং যুদ্ধও নিরস্ত হইল।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে একাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮১॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে বিশাম্পতে! অনন্তর আমার সুনিপুণ সারথি আপনার, অশ্বগণের ও আমারও শল্য সমস্ত অপনীত করিল এবং পর দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে স্নাত, লুণ্ঠিত, পীতোদক ও অম্লানতেজোযুক্ত তুরঙ্গগণ-দ্বারা আমাকে রণস্থলে উপনীত করিল। তাহার পর যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রতাপবান্ ভার্গব আমাকে রথ-স্থিত, কবচ-যুক্ত ও দ্রুতবেগে সমাগত দেখিয়া নিরতিশয় রথসজ্জা করিলেন। অনন্তর আমি সমরাকাঙ্ক্ষী রামকে আগমন করিতে দেখিয়া উৎকৃষ্ট শরাসন পরিহার-পূর্ব্বক সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলাম এবং পূর্ব্ববৎ অভিবাদনান্তে পুনরায় রথারোহণ করিয়া যুদ্ধ-কামনায় তাঁহার সম্মুখে নির্ভয়ে অবস্থিত হইলাম। তদনন্তর সুমহৎ শরবর্ষণ-সহকারে পরস্পর পরস্পরকে সমাকীর্ণ করিলাম। জামদগ্ন্য সম্যক্ ক্রোধ-যুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি সুশাণিত, প্রদীপ্ত-মুখ-ভুজঙ্গগণের ন্যায় ঘোররূপ শর-সমূহ প্রেষণ করিলেন। তখন আমি সহসা শত শত সহস্র সহস্র নিশিত-ভল্ল-নিচয়-দ্বারা অন্তরীক্ষে পুনঃপুন তৎসমুদায় ছেদন করিতে লাগিলাম। তাহার পর প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য আমার প্রতি দিব্য অস্ত্র সমস্ত

প্রয়োগ করিলেন। আমিও তাঁহার অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্য প্রকাশে অভিলাষী হইয়া শস্ত্র-পুঞ্জ-দ্বারা তৎসমুদায় প্রতিষিদ্ধ করিলাম। অনন্তর গগণমণ্ডলে সর্ব্ব দিক্ হইতে মহানাদ প্রাদুর্ভূত হইল। হে ভারত! তদন্তে আমি জামদগ্ন্যের প্রতি বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম এবং তিনিও গুহ্যকাস্ত্র-দ্বারা তাহা প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর আমি মন্ত্রপূত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; রামও বারুণাস্ত্র-দ্বারা তাহা নিবারিত করিলেন। এইরূপে আমিও রামের দিব্যাস্ত্র সমস্ত নিরস্ত করিতে লাগিলাম এবং সেই দিব্যাস্ত্র-বিশারদ, তেজস্বী, অরিন্দম রামও আমার দিব্য শস্ত্র সকল নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর অসীম-প্রতাপ-সম্পন্ন জামদগ্ন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বাম-ভাগস্থ করত বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে আমি রথোপরি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন সারথি আমাকে মূর্চ্ছাবিষ্ট দেখিয়া সত্বর রথ নিবৃত্ত করিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে অকৃতব্রণ-প্রভৃতি রামের অনুচরগণ ও কাশিকন্যা আমাকে তদীয় বাণে প্রপীড়িত, অতিশয় বিদ্ধ, গ্লানিযুক্ত, বিচেতন ও পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে চীৎকার করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমি চেতন ও জ্ঞান পাইয়া সারথিকে বলিলাম, সূত! আমি বেদনা-শূন্য ও সজ্জিত হইয়াছি; অতএব পুনরায় রাম-সমীপে চল। হে কৌরব্য! তৎপরে সারথি আমারে পরম শোভিত অশ্বগণ-দ্বারা বহন করিয়া চলিল এবং গমনে বায়ু-তুল্য তুরঙ্গমেরাও যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবিত হইল। অনন্তর আমি রামের নিকটে গমন করিয়া সম্যক্-ক্রোধ-পরীত ও জিগীষায় ব্যবসিত হইয়া তাঁহাকে বাণ-বর্ষ-দ্বারা পরিকীর্ণ করিলাম। রামও তিন তিন বাণ-দ্বারা সরলভাবে আপতিত মদীয় শর সমস্ত পথি-মধ্যেই এক এক করিয়া ছেদন করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমার সেই শত শত সহস্র সহস্র সুদংশিত বাণ-জাত রাম বাণে দুই দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর আমি জামদগ্ন্যের বধেচ্ছায় তাঁহার প্রতি সাক্ষাৎ কালকল্প, অতিপ্রভান্বিত একটি প্রদীপ্ত অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিলাম। তদ্দ্বারা অভিহত হওয়ায় রাম সেই বাণবেগের বশবর্ত্তী হইয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে নিপতিত হইলেন। হে ভারত! প্রভাকরের পতন হইলে জগৎ যেরূপ ব্যাকুলিত হইতে পারে, রাম ধরাশ্রয় করিলে সকলই সেইরূপ হাহাকারময় হইল। সেই তপোধনগণ ও কাশিকন্যা সকলেই সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া সহসা তাঁহার নিকটে প্রধাবিত হইলেন এবং অল্পে অল্পে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জলশীতল হস্ত ও জয়াশীর্ব্বাদ-দ্বারা আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম উত্থিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান-পূর্ব্বক বিহ্বল-বচনে আমাকে বলিলেন, "ভীষ্ম! থাক, থাক, এই হত হইলে"। মহাসমরে সেই শর নির্ম্মুক্ত হইয়া অতিবেগে আমার বামপার্শ্বে নিপতিত হইল। তদ্দ্বারা আমি বায়ু-ঘূর্ণিত বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। রাম শীঘ্রাস্ত্র-সহকারে অশ্ব সমস্ত নিহত করিয়া বিশ্রব্ধ-চিত্তে লোম-যুক্ত বাণ-জালে আমাকে অবাকীর্ণ করিলেন। আমিও সমর-প্রতিরোধী শীঘ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। হে মহাবাহো! রামের ও আমার সেই শর সমস্ত সহসা গগণতলে সমন্ততঃ ব্যাপ্ত হইয়া অন্তরেই অবস্থিত রহিল; সুতরাং শরজালে সমাবৃত হওয়ায় সূর্য্যও কিরণ বিতরণে বিরত হইলেন এবং পবনও যেন ঘন-নিরুদ্ধের ন্যায় নিশ্চল হইলেন। অনন্তর সমীরণের প্রকম্পন, প্রভাকরের কিরণ ও অভিঘাতের প্রভাবে পাবকের উৎপত্তি হইল। তখন যাবতীয় শর-সমূহ স্বসমুত্থিত হুতাশন-দ্বারা প্রদীপ্ত ও ভস্মীভূত হইয়া ধরা লগ্ন হইল। হে কৌরব! অনন্তর রাম সম্যক্ ক্রোধ-যুক্ত হইয়া আমার প্রতি শত, সহস্র, অযুত, প্রযুত, অর্ব্বুদ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব-প্রভৃতি বহু-সংখ্যক শর-নিকর অতিবেগে বর্ষণ

[ক]রিতে লাগিলেন। আমিও আশীবিষ-সদৃশ শর-[জ]াল-সহকারে তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড [illegible] থাকিলাম। হে ভরতসত্তম! তৎকালে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরে সন্ধ্যাকাল অতীত হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিবৃত্ত হই-লাম।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পর দিন আমি রামের সহিত সমাগত হইলে পুনর্ব্বার অতিদারুণ তুমুল যুদ্ধ হইল। সেই দিব্যাস্ত্রবিৎ শূর ধর্ম্মাত্মা বিভু জামদগ্ন্য প্রতি দিন অনেকানেক দিব্যাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং আমিও তৎপ্রতি-ঘাতক অস্ত্রপুঞ্জ-দ্বারা তৎসমুদায় দগ্ধ করিতে লাগি-লাম। হে ভারত! আমি তুমুল সমরে সুদুস্ত্যজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াই ঐ রূপ করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহু-প্রকার অস্ত্ররাশি হত প্রতিহত হইলে সেই মহাতেজা পরশুরামও প্রাণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সেই মহাত্মা প্রজ্বলিত উল্কা-সদৃশী, প্রদীপ্তমুখা, তেজে সকল লোক-ব্যাপিনী, সাক্ষাৎ কাল-প্রেরিতার ন্যায় ঘোররূপা শক্তি ক্ষেপণ করিলেন। আমিও শর-নিকর-সহকারে সেই পতনোন্মুখী প্রলয়-কালীন প্রভাকরের ন্যায় প্রদীপ্তা, দীপ্যমানা শক্তিকে তিন-খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলশায়িনী করিলাম। তখন পুণ্যগন্ধি বায়ু বহিতে লাগিল। হে ভারত! সেই শক্তিটি ছিন্না হইলে রাম ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া আর দ্বাদশটি ঘোররূপা শক্তি প্রেরণ করিলেন। তেজ-স্বিত্ব ও শীঘ্রত্ব-প্রযুক্ত তাহাদিগের রূপ নির্ব্বাচন করা দুঃসাধ্য। রূপ নিরূপণ করিব কি, সর্ব্ব দিক্ হইতে আপতিত, অগ্নির মহোল্কা-তুল্য নানারূপ-বিশিষ্ট, লোকান্ত-কালীন দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় উগ্রতেজে প্রদীপ্ত সেই শক্তি-সমস্ত নিরীক্ষণ করি-য়াই আমি বিহ্বল হইলাম। অনন্তর সেই আ[illegible] ভেদ করিয়া দ্বাদশ বাণ প্রেরণ করিলাম এবং তদ্দ্বারা সেই ঘোররূপা শক্তি সমস্তও দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম। হে রাজন্! তৎপরে মহাত্মা জামদগ্ন্য পুনরায় হেমদণ্ড-যুক্ত, বিচিত্রিত, কাঞ্চন-পট্টবদ্ধ, প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভীষণ শক্তি-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন। সে সকলও আমি চর্ম্ম-দ্বারা নিবারিত ও খড়্গ-দ্বারা নিপাতিত করিয়া দিব্য-বাণরাজি-দ্বারা তাঁহার সারথি-সম্বলিত দিব্য তুরঙ্গ সকলকে অভি-বৃষ্ট করিলাম। তখন হৈহয়াধীশ্বর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অন্তকারী মহাত্মা জামদগ্ন্য কঞ্চুক-নির্ম্মুক্ত ভুজগ-রাজির ন্যায় সেই হেমচিত্রিত শক্তি সকল ছিন্ন হইতে দেখিয়া সাতিশয় রোষাবেশে দিব্যাস্ত্র প্রাদু-র্ভূত করিলেন। অনন্তর উগ্রতর প্রদীপ্ত বিশিখা-বলি শলভ-শ্রেণির ন্যায় সমাপতিত হইল এবং আমার অশ্বগণের ও রথ সহ সারথির শরীরে অতি-শয় সংলগ্ন হইল। হে রাজন্! সেই শরজালে আ-মার রথ, বাহনগণ ও সারথি সর্ব্বতঃ পরিকীর্ণ হইল এবং রথের যুগ, ঈশা, চক্র ও অক্ষ, সকলই শর-চ্ছিন্ন হইয়া ভগ্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই শর-বর্ষণ অতীত হইলে আমিও তাঁহারে বিশিখ-সমূহে অভিবৃষ্ট করিলাম। তখন সেই ব্রহ্মরাশি মার্গণগণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া দেহ হইতে অজস্র রক্ত মোচন করিতে লাগিলেন। আমার বাণজালে রাম যেমন অভিতপ্ত হইলেন, আমিও তাঁহার শর-নিকরে সেই রূপ সাতিশয় বিদ্ধ হইলাম। পরিশেষে অপরাহ্ণে দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলে যুদ্ধ নিবৃত্ত হইল।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর প্রভাতে প্রভাকর প্রকাশিত হইলে আমার সহিত ভার্গবের

পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রহারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম পরিভ্রমণশীল রথোপরি অবস্থিত হইয়া ভূধরোপরি জলধরের ন্যায় আমার উপরে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে আমার সুহৃদ্ সারথি শরবর্ষে তাড়িত হইয়া আমার অন্তঃকরণ বিষাদিত করত রথোপস্থ হইতে অপগত হইল। মহতী মূর্চ্ছা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিল; সুতরাং সে মোহযুক্ত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! রাম-বাণে প্রপীড়িত হইয়া আমার সারথি মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং আমিও তৎকালে ভয়াবিষ্ট হইলাম। সারথি নিহত হইলে আমি প্রমত্ত-মানসে তাহার নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেছি, এমন সময়ে রাম আমার প্রতি মৃত্যুকল্প শর-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন। আমি সুতাভাবে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বিলাপ করিতেছিলাম, তথাপি সেই ভার্গব বল-পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া শর-দ্বারা আমাকে প্রগাঢ় রূপে তাড়িত করিলেন। হে রাজন্! সেই রুধির-ভোজী বিশিখ আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গেই ধরাতল প্রাপ্ত হইল। তখন রাম আমারে নিহত মনে করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে মেঘের ন্যায় পুনঃপুন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! আমি সেইরূপ পতিত হইলে রাম হর্ষযুক্ত হইয়া অনুচরগণের সহিত মহানাদে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তথায় আমার পার্শ্বস্থিত যে সমস্ত কৌরবগণ ছিল এবং যাহারা যুদ্ধ দর্শনেচ্ছু হইয়া সমাগত হইয়াছিল, আমি পতিত হইলে তাহারা সকলেই অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হইল।

হে রাজসিংহ! অনন্তর আমি পতিত থাকিয়া দেখিলাম, সূর্য্য ও অগ্নি-তুল্য আটজন ব্রাহ্মণ রণস্থলে আমারে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক নিজ নিজ বাহু-দ্বারা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সেই বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় আমি আর ভূতল-স্পর্শ করি নাই; তাঁহারা বান্ধবের ন্যায় হইয়া আমাকে অন্তরীক্ষেই ধারণ করিয়াছিলেন। আমি ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলাম, তাঁহারা জলবিন্দু-দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন। হে রাজন্! তৎকালে সেই ব্রাহ্মণেরা আমারে ধারণ করিয়া সকলেই বারম্বার কহিতে লাগিলেন, "তুমি ভয় করিও না, তোমার কল্যাণ হউক।" তাঁহাদিগের এই কথায় আমি তর্পিত ও আশ্বস্ত হইয়া সহসা উত্থিত হইলাম এবং দেখিলাম, তরঙ্গিণীপ্রবরা আমার জননী জাহ্নবী রথস্থিতা রহিয়াছেন। হে কৌরবেন্দ্র! সেই মহানদী সমরে আমার অশ্ব সকলও সংযমন করিয়াছিলেন। অনন্তর আমি জননীর ও পিতৃগণের চরণ বন্দন করিয়া রথারোহণ করিলাম। তখন সেই মাতা রথ, অশ্বগণ ও অন্যান্য সামগ্রী-সহ আমাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলাম। অনন্তর আপনিই সেই বাতবেগী অশ্ব সকল সংযমিত করিয়া দিনাবসান পর্য্যন্ত জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিলাম। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! তাঁহার প্রতি আমি একটি হৃদয়চ্ছেদী মহাবলশালী বেগবান্ বাণ পরিত্যাগ করিলাম। আমার সেই বাণে প্রপীড়িত হওয়ায় রাম মোহের বশবর্ত্তী হইয়া শরাসন পরিহার-পূর্ব্বক জানু-যুগল-দ্বারা ধরাবলম্বী হইলেন। সেই বহু সহস্র সুবর্ণপ্রদ জামদগ্ন্য নিপতিত হইলে বহুল জলদাবলি ভূরি ভূরি রুধির ক্ষরণ করত গগণতল আচ্ছাদিত করিল; নির্ঘাত ও বিদ্যুদ্যুক্ত শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল; স্বর্ভানু প্রদীপ্ত ভানুকে সহসা সমাবৃত করিল; কর্কশ বায়ু বহিতে লাগিল; অচলা চলিতা হইল; গৃধ্র কাক বকপ্রভৃতি মাংসলোলুপ পক্ষি সকল হর্ষযুক্ত হইয়া পতিত হইতে থাকিল; দিঙ্মণ্ডল সহসা প্রদীপ্ত হইল; শৃগাল সকল মুহুর্মুহু দারুণ শব্দ করিতে লাগিল এবং আহত না হইয়াও দুন্দুভি সকল অতিশয় কর্কশ-শব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল। হে ভারত! মহাত্মা পরশুরাম বিচেতন প্রায় হইয়া ধরণীগত

হইলে এইরূপ ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত চিহ্ন সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর মরীচিমালী দিবাকর ধূলিজালে আবৃত হওয়ায় মন্দমরীচি হইয়া অস্ত-শিখরে বিলীন হইলেন এবং সুখকর শীতল সমীরণ-যুক্তা যামিনীর আবির্ভাব হইল। তখন আমরাও সমরের প্রতিসংহার করিলাম। হে রাজন্! এইরূপে সন্ধ্যাকালে প্রতিসংহার এবং প্রভাতে পুনর্ব্বার আরম্ভ হইতে লাগিল। এই রীতিক্রমে উপর্য্যুপরি ত্রয়োবিংশতি দিবস ঘোরতর সুদারুণ যুদ্ধ হইল।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধে চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নিশা সময়ে আমি ব্রাহ্মণগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, রাত্রিচর ভূতগণ ও রাজন্যগণকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম করিয়া একান্তে শয্যাগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যে, অদ্য বহু দিন হইল রামের সহিত আমার মহা-নিষ্টকর পরম দারুণ যুদ্ধ হইতেছে, তথাপি আমি সেই মহাবলসম্পন্ন মহাবীর্য্য বিপ্রকে পরাজিত করিতে পারিতেছি না। প্রতাপশালী জামদগ্ন্যকে যদি সমরে পরাজয় করা আমার সাধ্য হয়, তবে দেবতারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য রজনীতে আমারে দর্শন প্রদান করুন। হে রাজন্! আমি শর-বিক্ষত হইয়া রাত্রিকালে এইরূপ চিন্তা করত দক্ষিণ পার্শ্বে প্রসুপ্ত আছি, এমন সময়ে প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, যে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে আমাকে রথ হইতে পতিত হইবার সময়ে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ধারণ-পূর্ব্বক 'তোমার ভয় নাই' এইরূপ সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহারাই আমারে স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিলেন এবং সকলে পরিবেষ্টন করিয়া যে কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ কর। তাঁহারা কহিলেন, "ভীষ্ম! গাত্রোত্থান কর; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; আমরা তোমারে রক্ষা করিব; যেহেতু তুমি আমাদিগেরই নিজ শরীর। হে কৌরব্য! জামদগ্ন্য কোন ক্রমেই তোমারে সমরে পরাজিত করিতে পারিবেন না, বরং তুমিই তাঁহারে পরাস্ত করিবে। হে ভরতর্ষভ! বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত প্রস্বাপ নামে এই যে সুপ্রিয় প্রাজাপত্য অস্ত্র, ইহা তোমার জ্ঞানগোচর হইবে; যেহেতু পূর্ব্ব জন্মেও ইহা তোমার বিদিত ছিল। হে ভারত! রাম কি পৃথিবীস্থ অন্য কোন পুরুষ, কেহই আর কখন ইহার তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই; অতএব হে মহাবাহো! তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ কর এবং দৃঢ়রূপে সন্ধানও কর। হে নরাধিপ! ঐ অস্ত্র-দ্বারা রাম বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না; সুতরাং তোমাকেও ব্রহ্মহত্যা পাপে কদাচ লিপ্ত হইতে হইবে না। হে ভীষ্ম! তোমার বাণ-বলে পীড়িত হইয়া রাম কেবল শয়ন করিবেন মাত্র; অনন্তর তাঁহাকে জয় করিয়া তুমিই পুনরায় প্রিয়তম সম্বোধনাস্ত্র-দ্বারা উত্থাপিত করিবে। অতএব হে পার্থিব! প্রভাতে রথস্থিত হইয়া এইরূপ কর; প্রসুপ্ত অথবা মৃত, উভয়ই আমরা তুল্যজ্ঞান করি। হে কৌরব! রামের কদাচ মৃত্যু হইবে না; অতএব সম্যক্ উৎপন্ন এই প্রস্বাপ অস্ত্রের যোজনা কর।"

হে রাজন্! সেই ভাস্বর-মূর্ত্তি, সমান-রূপ বিশিষ্ট অষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।

ভীষ্ম-স্বপ্নোপদেশে পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৫ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! অনন্তর রজনী অতীতা হইলে আমি জাগরিত হইলাম এবং সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া যথেষ্ট হর্ষলাভ করিলাম। পরে রামের ও আমার সর্ব্বলোক-লোমহর্ষকর পরমাদ্ভুত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে ভারত! তৎকালে ভার্গব আমার উপরে বাণময় বৃষ্টিপাত করিলেন এবং আমিও শরজাল-দ্বারা তাহা নিবারিত করিলাম। অনন্তর সেই মহাতপা তৎকালের

ও পূর্ব্ব দিনের কোপে সংক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি বাসবের বজ্র তুল্য কঠিনা, সাক্ষাৎ যমদণ্ড-সদৃশী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! সেই ঘোর-রূপা শক্তি, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্তি-মতী হইয়া, যেন সমরের সর্ব্বদিকে পরিলেহন করিতে লাগিল এবং পরিশেষে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় দ্রুতবেগে আসিয়া আমার স্কন্ধের সন্ধিস্থলে পতিতা হইল। হে লোহিতাক্ষ মহাবাহো! তখন রাম-কর্ত্তৃক বিক্ষত হওয়ায় গৈরিক ধাতু নিস্রবকারী ভূধ-রের ন্যায় আমার অজস্র রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া জামদগ্ন্যের প্রতি সর্পবিষোপম, মৃত্যু-সদৃশ বাণ নিক্ষেপ করি-লাম। মহারাজ! সেই বীরবর দ্বিজ-সত্তম তদ্দ্বারা ললাটে অভিহত হইয়া শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সংরম্ভ-পরবশ হইয়া বল সহকারে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুবিমর্দ্দন কালান্তক-সদৃশ শর সন্ধান করিলেন। সেই উগ্রশর গর্জ্জনকারী সর্পের ন্যায় আমার বক্ষঃ-স্থলে পতিত হইল। তাহাতে আমি রুধিরে কলুষিত হইয়া ধরাতলগামী হইলাম, কিন্তু পুনরায় চেতন লাভ করিয়া ধীসম্পন্ন জামদগ্ন্যের প্রতি জ্বলন্তী অশনীর ন্যায় দীপ্তিমতী শক্তি নিক্ষেপ করিলাম। হে রাজন্! ঐ শক্তি সেই দ্বিজবরের বক্ষঃস্থলে পতিতা হইল। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়মিত্র মহাতপা অকৃতব্রণ তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক শুভ বাক্যাবলি দ্বারা অনেক প্রকারে আশ্বাস দিতে থাকি-লেন। অনন্তর মহাব্রত রাম সমাশ্বস্ত ও ক্রোধামর্ষ-সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন তাহার প্রতিঘাত নিমিত্ত আমিও পরম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। মহারাজ! সেই মহাস্ত্র যেন যুগান্ত প্রদর্শন করত প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। হে ভরত-সত্তম! রামকে কি আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া অন্তরীক্ষ মধ্যে সেই উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের সমাগম হইল। তখন সমগ্র গগণতল তেজোময় হইয়া উঠিল এবং সমস্ত প্রাণিবর্গই সাতিশয় পীড়া প্রাপ্ত হইল। অস্ত্র তেজে সম্পীড়িত হইয়া কি ঋষি, কি গন্ধর্ব্ব কি দেবতা, সকলেই অতিমাত্র সন্তাপান্বিত হইলেন। পর্ব্বত, বন ও বৃক্ষ সকলের সহিত পৃথিবী বিচলিতা হইল এবং প্রাণি-মাত্রেই সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইল। নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইল এবং দশদিকে প্রভূত ধূমরাশি সঞ্চরিত হইতে লাগিল; সুতরাং খেচরেরাও আকাশে অবস্থান করিতে পারিলেন না। অনন্তর দেবাসুররাক্ষস-গণ-সম্বলিত সমস্ত লোকে হাহাকার উৎপন্ন হইলে 'এই উত্তম অব-সর' এইরূপ চিন্তা করত আমি ত্বরান্বিত হইয়া ব্রহ্মবাদি-গণের বচন ক্রমে প্রস্বাপাস্ত্র-প্রয়োগে অভিলাষী হইলাম। তৎকালে সেই বিচিত্র অস্ত্রও আমার মনোমধ্যে প্রতিভাত হইল।

রাম-ভীষ্মযুদ্ধে ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৬ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অন্তরীক্ষে "হে কৌরব-নন্দন ভীষ্ম! প্রস্বাপাস্ত্র পরিত্যাগ করিও না" এইরূপ মহান্ হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। তথাপি আমি ভৃগুনন্দনের প্রতি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। তখন নারদ আমাকে কহি-লেন, হে কৌরব্য! দেখ আকাশে এই দেবগণ অবস্থিত রহিয়াছেন; ইহাঁরা সকলেই তোমারে নিবারণ করিতেছেন, অতএব তুমি প্রস্বাপাস্ত্র প্র-য়োগ করিও না। হে ভারত! রাম তপস্বী ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, বিশেষত গুরু; অতএব কোন প্রকারে তাঁহার অবমান করিও না।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর আমি সেই আট জন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণকে আকাশস্থ দেখিলাম। তাঁহারা ঈষৎ হাস্য করত আমাকে কহিলেন, "হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! নারদ যাহা বলিতেছেন, তাহাই কর; যে হেতু ইহা লোকের পরম হিতকর"।

অনন্তর আমি সেই মহৎ প্রস্বাপনাস্ত্রের প্রতিসংহার করিয়া বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্রই দীপিত করিলাম। হে রাজ-সিংহ! তখন রোষাবিষ্ট পরশুরাম সেই প্রস্বাপনাস্ত্র নিবর্ত্তিত হইল দেখিয়া সহসা এই কথা বলিলেন, ভীষ্ম আমাকে পরাজিত করিল; আমি অতিশয় মন্দবুদ্ধি।

তদনন্তর জামদগ্ন্য মাননীয় স্বকীয় পিতৃপিতামহগণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই স্থলে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তৎকালে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, “হে তাত! তুমি পুনর্ব্বার কোন ক্রমেই এরূপ সাহস করিও না;—ভীষ্মের, বিশেষত ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আর কখনই উৎসাহ করিও না। হে ভৃগুনন্দন! যুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণদিগের কেবল স্বাধ্যায় ও ব্রত-চর্য্যাই পরম ধন। পূর্ব্বে কোন কারণোপলক্ষে আমরা তোমারে এই শস্ত্রধারণের কথা বলিয়াছিলাম এবং তুমিও সেই অতি প্রচণ্ড অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। হে মহাবাহো! সমরে ভীষ্মের সহিত তোমার এই যুদ্ধ এই পর্য্যন্তই পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে বৎস! সংপ্রতি এই রণস্থল হইতে অপগত হও। হে ভার্গব! তোমার ধনুর্দ্ধারণও এই পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত হইল; অতএব হে দুরাধর্ষ! ইহা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক তপস্যা কর। সমস্ত দেবগণ এই শান্তনুনন্দন ভীষ্মকে „ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এই সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও; গুরু জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিও না; ইহাঁরে সমরে পরাজয় করা তোমার উচিত নহে; হে গাঙ্গেয়! রণাঙ্গনে এই ব্রাহ্মণের যথোচিত সম্মান কর„ পুনঃ পুন এই কথা বলিয়া নিবারিত ও প্রসাদিত করিয়াছেন। অতএব হে বৎস! আমরাও তোমার গুরু, একারণ তোমারে বারণ করিতেছি। হে পুত্রক! ভীষ্ম বসুগণের মধ্যে একজন প্রধান; অতএব ভাগ্যক্রমে তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট। হে ভার্গব! শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ব্ভে উৎপন্ন এই মহাযশা বসুকে, তুমি কি প্রকারে পরাজয় করিতে পারিবে? অতএব সম্প্রতি নিবৃত্ত হও! স্বয়ম্ভু বিধাতা, পুরন্দর-পুত্র বলশালী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে ভীষ্মের যথাকালে মৃত্যুরূপে নির্ম্মিত করিয়াছেন।”

ভীষ্ম কহিলেন, রাম নিজ পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি যুদ্ধে কখন নিবৃত্ত হইব না, এইরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছি; এবং পূর্ব্বেও আর কোন কালে সমরে নিবর্ত্তিত হইনাই; অতএব হে পিতামহগণ! ইচ্ছা হয়, আপনারা গঙ্গাতনয়কেই যুদ্ধ হইতে নিবর্ত্তিত করুন, আমি এই যুদ্ধ হইতে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত হইব না।

হে রাজন্! অনন্তর সেই ঋচীক-প্রভৃতি মুনিগণ তৎকালে নারদের সহিত মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাত! সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও; এই দ্বিজোত্তমের সম্মান কর। তখন আমিও ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতীক্ষায় তাঁহাদিগকে এইকথা বলিলাম, লোকে আমার এই ব্রত আছে, যে, আমি যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে শর দ্বারা অভিহত হইয়া কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমি না লোভ, না কৃপণতা, না ভয়, না অর্থলিপ্সা, কিছুতেই চিরন্তন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।

হে নরপতে! অনন্তর নারদ-প্রভৃতি সমস্ত মুনিগণ ও আমার মাতা ভাগীরথী রণমধ্যে আগমন করিলেন, তথাপি আমি সেইরূপ ধনুঃশরধারী ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিলাম। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় ভৃগুনন্দনকে কহিলেন, হে ভার্গব! বিপ্রগণের হৃদয় নবনীত-তুল্য কোমল; অতএব তুমিই শান্ত হও। হে রাম! হে রাম! হে দ্বিজোত্তম! এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও! হে ভৃগুনন্দন! ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের অবধ্য। সেই পিতৃগণ রণস্থল প্রতিরোধ করিয়া সকলেই এই কথা বলিতে বলিতে রামকে শস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন। অনন্তর আমি সেই সমুদিত

গ্রহপুঞ্জের ন্যায় দীপ্যমান ব্রহ্মবাদী অষ্ট ঋষিকে পুনরায় দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা সমরে স্থিত আমাকে প্রণয়-সম্বলিত এই বাক্য কহিলেন, হে মহাবাহো! লোকের হিতকার্য্য কর; বিনীতভাবে তোমার গুরু পরশুরামের সন্নিহিত হও। তখন আমি রামকে সেই সুহৃদ্বাক্যে নিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া লোকের হিত করণার্থে স্বীয় সুহৃদ্বাক্য গ্রহণ করিলাম। অনন্তর অত্যন্ত বিক্ষত হইয়াও রাম-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে বন্দনা করিলাম। মহাতপা রামও প্রেমভরে ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে কহিলেন, ভীষ্ম! এই পৃথিবীতলস্থ সমস্ত লোক মধ্যে তোমার সমান ক্ষত্রিয় পুরুষ আর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; এই যুদ্ধে তুমি আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিলে, সম্প্রতি গমন কর। আমারে এই কথা বলিয়া ভার্গব সেই মহাত্ম-গণ-মধ্যে আমার সমক্ষেই সেই কন্যাকে আহ্বান-পূর্ব্বক দীন বচনে পশ্চাদুক্ত রূপে সম্ভাষণ করিলেন।

রাম-ভীষ্ম-যুদ্ধ-নিবর্ত্তনে সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৭ ॥

রাম কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি যে সামর্থ্য অনুসারে পরম পৌরুষ প্রকাশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিলাম, ইহা সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ হইল। নিরতিশয় উত্তমাস্ত্র সমস্ত প্রদর্শন করিলাম, তথাপি শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। আমার যতদূর শক্তি ও বল আছে, তাহা এই প্রকাশ করিলাম, অতএব হে ভদ্রে! এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। তোমার অপর কার্য্যই বা আমি কি করিব, সম্প্রতি তুমি ভীষ্মেরই শরণাপন্না হও; এতদ্ভিন্ন তোমার আর অন্য গতি নাই; দেখ, আমি পরমাস্ত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নির্জ্জিত হইলাম। মহামনা পরশুরাম এইরূপ উক্তি করিয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইলেন। অনন্তর অম্বা তাঁহারে কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাহা বলিতেছেন যথার্থ বটে; এই উদার-বুদ্ধি ভীষ্ম সমরে অমরগণেরও অজেয়। আপনকার যাদৃশী শক্তি ও যেরূপ উৎসাহ, আপনি তদনুসারেই আমার কার্য্য করিয়াছেন, রণে অনিবার্য্য বীর্য্য ও বহুবিধ অস্ত্রজাত প্রদর্শন করিলেন, তথাপি ভীষ্ম অপেক্ষা বিশিষ্ট হইতে পারিলেন না; কিন্তু হে তপোধন! আমিও ঐ ভীষ্মের নিকটে পুনর্ব্বার আর কোন ক্রমেই গমন করিব না; সেই স্থলে যাইব, যেখানে আপনিই উহাকে সমরে পরাস্ত করিতে পারিব। এই কথা বলিয়া কন্যা রোষে ব্যাকুল-নয়না হইয়া গমন করিলেন এবং আমার বধ চিন্তা করত তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইলেন। অনন্তর ভৃগু-সত্তম জামদগ্ন্য সেই মুনিগণের সহিত আমাকে বিদায়-কাল-সমুচিত সম্ভাষণ করিয়া, যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেই রূপেই মহেন্দ্র-শিখরে গমন করিলেন। হে ভারত! তখন আমি রথারোহণ করিয়া দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক জননী সত্যবতীরে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম এবং তিনিও আমাকে প্রতিনন্দিত করিলেন। মহারাজ! তৎপরে আমি অম্বার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞানার্থে প্রজ্ঞা-সম্পন্ন সুনিপুণ পুরুষ সকলকে আদেশ করিলাম। সেই নিযুক্ত চারেরাও আমার প্রিয় ও হিত-কার্য্যে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া সেই কন্যার দৈনন্দিন গতি, ভাষিত ও চেষ্টিত সমস্ত প্রত্যাহরণ করিতে লাগিল। হে তাত! অম্বা যখন তপস্যায় কৃতসংকল্পা হইয়া বনে গমন করিলেন, তখনই আমি ব্যথিত, দীনভাবাপন্ন ও গত-চেতন হইলাম; যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞের নিকটেই আমার ভয় হইয়া থাকে, তপস্যায় সংশিতব্রত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতিরেকে আর কোন ক্ষত্রিয়ই বীর্য্য-দ্বারা আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে নাই। হে রাজন্! আমি নারদ ও ব্যাসের নিকটেও এই কার্য্য নিবেদন করিলাম; তাহাতে তাঁহারা আমারে বলিলেন, ভীষ্ম! তুমি কাশি-কন্যার প্রতি বিষাদ করিও না; পুরুষকার-দ্বারা

কোন্ মানব দৈবকে অতিক্রম করিতে উৎসাহান্বিত হয়?

মহারাজ! সেই কন্যা আশ্রম-মণ্ডলে প্রবেশ-পূর্ব্বক যমুনার তীর আশ্রয় করিয়া অলৌকিক তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি নিরাহারা, কৃশা, রুক্ষা, জটিলা, মলপঙ্কবাহিনী ও স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলা হইয়া ছয় মাস কাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যায় অবস্থিতা রহিলেন, তাহার পর এক বৎসর যমুনা জল আশ্রয় করিয়া নিরাহারে উপবাস করত ব্রত ধারণ করিলেন, পরে একটিমাত্র গলিত পত্র ভোজন-দ্বারা অপর এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। সেই তীব্রকোপা তপোধনা পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ-দ্বারা অধিষ্ঠিতা হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বর্ষ কাল তপস্যা-দ্বারা স্বর্গ ও ধরণীকে তাপিতা করিলেন। জ্ঞাতিগণ বিস্তর চেষ্টা পাইলেও কিছুতেই আর তাঁহাকে নিবৃত্তা করিতে পারিলেন না। অনন্তর অম্বা পুণ্যশীল মহাত্মা তাপসগণের আশ্রমভূতা সিদ্ধ-চারণ-সেবিতা বৎসভূমিতে গমন করিলেন। তথায় পুণ্য-তীর্থ সকলে দিবানিশি অবগাহন করত যথেচ্ছ-বিচারিণী হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! তিনি ক্রমে ক্রমে নন্দাশ্রমে উলূকাশ্রমে, চ্যবনের আশ্রমে, ব্রহ্মস্থানে, প্রয়াগে, দেবযজনে, দেবারণ্যে, ভোগবতীতে, বিশ্বামিত্রের আশ্রমে, মাণ্ডব্যের আশ্রমে, দিলীপের আশ্রমে, রামহ্রদে ও ঐলমার্গের আশ্রমে বিচরণ করিলেন। হে বিশাম্পতে! সেই কাশিরাজ-কন্যা দুষ্কর ব্রতাবলম্বন-পূর্ব্বক তৎকালে এই সমস্ত তীর্থে কলেবর ধৌত করিয়াছিলেন।

হে কৌরব্য! কোন দিন জলে অবস্থিতা আমার জননী তাঁহারে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ আমারে যথার্থ করিয়া বল। তাহাতে সেই অনিন্দিতা কাশিকন্যা অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে দেবি! হে চারুলোচনে! ভীষ্ম রামকে সমরে নির্জ্জিত করিয়াছে; অন্য আর কোন্ মহীপতি সেই উদ্যতাস্ত্র মহাবীরকে জয় করিতে পারে? অতএব আমি ভীষ্মের বিনাশার্থে সুদারুণ তপস্যা করিব এই মনে করিয়াই পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছি। হে দেবি! কোন ক্রমে সেই নৃপতিকে নিহত করিতে পারি, ইহাই আমার ব্রতের পরম ফল।

অনন্তর সাগরগামিনী জননী তাঁহারে কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি কুটিলতাচরণ করিতেছ, হে অবলে! তোমার এ অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। হে কাশিকন্যে! যদি ভীষ্মের বধার্থে তুমি এই ব্রতাচরণ কর, এবং ব্রতস্থা হইয়া যদি শরীর বিসর্জ্জন কর, তবে কুটিল-সঞ্চারিণী নদীরূপ প্রাপ্ত হইবে। কেবল বর্ষাকালেই তোমার জল হইবে, অন্য অষ্ট মাস তুমি শুষ্কা হইয়া থাকিবে। অপিচ তোমার তীর্থ সকল কদর্য্য হইবে এবং কেহই তোমাকে জানিতে পারিবে না। তুমি ভীষণ-গ্রাহবতী ও ঘোররূপা হওয়ায় সর্ব্বভূতের ভয়ঙ্করী হইবে।

হে রাজন্! আমার মাতা মহাভাগা ভাবিনী ভাগীরথী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কাশিকন্যাকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর সেই বরবর্ণিনী পুনর্ব্বার ব্রতাবলম্বিনী হইয়া কখন অষ্ট মাস, কখন বা দশ মাসেও জল পর্য্যন্ত আহার করেন না। হে কৌরব্য! তিনি তীর্থ লোভে ইতস্ততঃ পরিধাবন করত পুনরায় বৎস ভূমিতে পতিতা হইলেন। এবং তথায় বর্ষাকাল-বাহিনী বহুল-গ্রাহবতী, দুস্তীর্ণা, কুটিলা নদীরূপে প্রথিতা হইলেন। হে রাজন্! অম্বা সেই তপস্যা-দ্বারা দেহের অর্দ্ধভাগে বৎসভূমিতে নদী হইলেন এবং অপর অর্দ্ধভাগে কন্যাও থাকিলেন।

অম্বা তপস্যায় অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮৮॥

ভীষ্ম কহিলেন, অনন্তর সেই তাপসেরা সকলে কাশিরাজ-কন্যাকে তপস্যায় ধৃত সংকল্পা দেখিয়া

নিবারিতা করিলেন এবং তাঁহার কার্য্য কি, ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন অম্বা সেই তপোবৃদ্ধ ঋষিগণকে কহিলেন, হে তপোধনগণ! আমি ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নিরাকৃতা ও পতি-ধর্ম্ম হইতে ভ্রংশিতা হইয়াছি; অতএব তাহারই বধের নিমিত্ত আমার এই দীক্ষা, স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তির নিমিত্তে নহে। ভীষ্মকে নিহত করিয়া শান্তি লাভ করিব, ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়। হে তাপসবর্গ! যাহার নিমিত্ত আমি এই চিরন্তনী দুঃখবসতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পতিলোক হইতে বিহীনা হইয়া না স্ত্রী, না পুরুষ হইয়া রহিয়াছি, সেই গঙ্গাতনয়কে যুদ্ধে বিনষ্ট না করিয়া আর নিবৃত্তা হইব না। আপনাদিগকে এই যে কথা বলিলাম, ইহাই আমার হৃদয়স্থিত সংকল্প। আমি স্ত্রী ভাবে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্তা হইলাম, এক্ষণে পুরুষত্ব লাভে কৃতনিশ্চয়া হইয়া ভীষ্মের প্রতি বৈরনির্যাতন নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনারা আর আমারে নিবারণ করিবেন না।

হে ভারত! অনন্তর দেবদেব শূলপাণি উমাপতি সেই মহর্ষিগণ-মধ্যে নিজরূপে ঐ তাপসীরে দর্শন দিলেন এবং তাঁহার কি অভীষ্ট আছে, প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন বর প্রার্থনা নিমিত্ত প্রেরিতা হইয়া সেই মনস্বিনী আমার পরাজয়-কামনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব "অবশ্য বধ করিবে" তাঁহারে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন। অনন্তর অম্বা পুনরায় রুদ্রকে কহিলেন, হে দেব! আমি স্ত্রী হইয়া যুদ্ধে জয় করিব, ইহা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? হে ভূতেশ্বর উমাপতে! স্ত্রীভাব বিশেষত তপস্যাদ্বারা আমার মন প্রগাঢ় রূপে শান্ত হইয়াছে; আপনিও ভীষ্মের পরাজয় অঙ্গীকার করিলেন, অতএব হে বৃষধ্বজ! শান্তনু-তনয় ভীষ্ম যাহাতে আমার বধ্য হয়, তাহা করুন। আমি তাহার সহিত যুদ্ধে সমাগতা হইয়া যাহাতে তাহাকে নিহত করিতে পারি, তাহার উপায় বিধান করুন।

তখন মহাদেব বৃষধ্বজ সেই কন্যাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না, ইহা অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি ভীষ্মকে সমরে বিনষ্ট করিবে, পুরুষত্বও লাভ করিবে এবং অন্য দেহে গমন করিয়া পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সমস্তও স্মরণ করিবে। দ্রুপদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তুমি মহারথ, শীঘ্রাস্ত্র, তীক্ষ্ণযোধী ও সুসম্মত যোদ্ধা হইবে। হে কল্যাণি! আমি যাহা বলিলাম, সকলই সত্য হইবে; তুমি কিয়ৎ কাল পরে পুরুষ হইবে। বৃষধ্বজ কপর্দ্দী মহাদেব এইরূপ উক্তি করিয়া বিপ্রগণের সাক্ষাতেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর অনিন্দিতা বরবর্ণিনী অম্বা সেই মহর্ষিগণের গোচরে বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ-পূর্ব্বক যমুনা নদী সমীপে মহতী চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে হুতাশন সংযোগ করিলেন। মহারাজ! সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে ঐ কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা রোষ-প্রদীপ্ত-চিত্তে "ভীষ্মের বধার্থে আমি এই অগ্নিতে প্রবেশ করি" এই বলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অম্বা-হুতাশন-প্রবেশে একোননবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮৯ ॥

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে যোধপ্রবর গঙ্গানন্দন পিতামহ! শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা থাকিয়া পশ্চাৎ কিরূপে পুরুষ হইল, তাহা বর্ণন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সুবিখ্যাত মহীপতি দ্রুপদরাজের প্রিয়তমা মহিষী অপুত্রা ছিলেন। মহারাজ! এই সময়ে দ্রুপদরাজ আমার বধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোরতর তপস্যা অবলম্বন-পূর্ব্বক আশুতোষকে তোষিত করিয়াছিলেন। "হে ভগবন্! আমি ভীষ্মের প্রতিহিংসা কামনায় পুত্র ইচ্ছা করিতেছি; অতএব হে শঙ্কর! কন্যা ব্যতিরেকে আমার যেন একটি পুত্র হয়" তাঁহার এই প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণে দেব দৈব কহিলেন, তোমার স্ত্রী অথচ পুরুষ এরূপ এক সন্তান হইবে; হে মহীপাল! তুমি

নিবৃত্ত হও, আমি যে কথা বলিলাম, কদাচ ইহার অন্যথা হইবেক না। দ্রুপদ মহাদেব-কর্ত্তৃক এই-রূপ উক্ত হইয়া নগরে গমনানন্তর ভার্য্যারে কহিলেন, হে মহাদেবি! আমি বিস্তর যত্ন করিয়া তপস্যায় শম্ভুকে প্রসাদিত করিয়াছি; তিনি বলিলেন, তোমার কন্যা অথচ পুত্র এরূপ এক সন্তান হইবে। তাহাতে আমি পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেও শঙ্কর কহিলেন, ইহা দৈব, কদাচ অন্যথা হইবার নহে। অতএব হে ভাবিনি! তাহার আর অন্যথা হইবে না; কেন না সেইরূপই ভবিতব্য।

অনন্তর মনস্বিনী দ্রুপদ-রাজ-পত্নী ঋতু-কালে নিয়মবদ্ধা হইয়া দ্রুপদের সহিত সহবাস করিলেন এবং শাস্ত্রদৃষ্ট কর্ম্ম-দ্বারা যথা-কালে গর্ভ লাভ করিলেন। মহারাজ! নারদ আমাকে শিখণ্ডীর যে-রূপ জন্ম-বৃত্তান্ত বলিয়াছিলেন, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি।

হে কুরুনন্দন! সেই রাজীব-নয়না মহাদেবী গর্ভ-ধারণ করিলে মহাবাহু দ্রুপদরাজ পুত্র-স্নেহ-হেতুক সর্ব্বতোভাবে ভার্য্যার সুখ-পরিচর্য্যা করিলেন। হে রাজন্! দ্রুপদ অপুত্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভার্য্যা যে যে অভিলাষ করিলেন, সকলই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই নৃপ-মহিষী যথা কালে উৎকৃষ্ট-রূপা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দ্রুপদরাজের পুত্র না থাকায় তাঁহার মনস্বিনী ভামিনী ‘আমার এই পুত্র হইল’ বলিয়া প্রচার করিলেন। হে নরাধিপ! অনন্তর দ্রুপদরাজা সেই প্রচ্ছন্না কন্যাকে পুত্রবৎ জ্ঞান করিয়া তাহার সমস্ত পুত্রকার্য্য করাইলেন এবং তাঁহার মহিষীও পুত্র পুত্র বলিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে মন্ত্র রক্ষা করিলেন। নগর-মধ্যে একমাত্র দ্রুপদ ভিন্ন আর কোন পুরুষই সেই কন্যাকে কন্যা বলিয়া জানে না। হে রাজন্! দ্রুপদ অচ্যুত-তেজা মহাদেবের বাক্যে শ্রদ্ধালু হইয়াই সেই কন্যাকে প্রচ্ছন্ন করত পুরুষ বলিয়া প্রচার করিলেন এবং পুরুষবদ্বিধান-যুক্ত জাতকর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইলেন। লোকে ঐ কন্যাকে শিখণ্ডী বলিয়া জানে, কিন্তু আমিই একাকী চার-দ্বারা এবং নারদের বচন, দেব-বাক্য ও অম্বার তপস্যা-দ্বারা তাহার স্বরূপ জানিতে পারিয়াছি।

শিখণ্ডি-জন্মগ্রহণে নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯০॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! পরন্তপ দ্রুপদরাজ কন্যার লেখ্য ও শিল্প-প্রভৃতি সর্ব্ব কর্ম্মে যত্ন করিলেন। শিখণ্ডী বাণ ও অস্ত্র শিক্ষায় দ্রোণের শিষ্য হইল। তাহার বরবর্ণিনী জননী পুত্রের ন্যায় কন্যার দারপরিগ্রহ নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন; মহারাজ! তখন দ্রুপদরাজা কন্যাকে প্রাপ্ত-যৌবনা দেখিয়া এবং মনে মনে স্ত্রী জ্ঞান করিয়া ভার্য্যার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

দ্রুপদ কহিলেন, দেখ, আমার এই শোকবর্দ্ধিনী কন্যা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইল; আমি শূলপাণির বচনক্রমে ইহারে প্রচ্ছন্না করিয়া রাখিয়াছি।

ভার্য্যা কহিলেন, মহারাজ! তাহা কখনই মিথ্যা হইবে না; ত্রৈলোক্যের কর্ত্তা হইয়া মহাদেব কি প্রকারে মিথ্যা বলিবেন। হে রাজন্! যদি আমার বাক্যে আপনকার আস্থা হয়, তবে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন এবং শুনিয়া আপন মতানুসারে কার্য্য করুন। যত্ন সহকারে বিধি-পূর্ব্বক ইহার দারসংগ্রহ করুন; আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শিব-বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে।

অনন্তর তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে সেই কার্য্যে নিশ্চয় করিয়া দশার্ণাধিপতির কন্যাকে নিজ কন্যার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। রাজসিংহ দ্রুপদরাজ কুলানুসারে সমস্ত রাজগণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দশার্ণ ভূপতির দুহিতাকেই শিখণ্ডীর দারার্থে বরণ করিলেন। হিরণ্যবর্ম্মা নামে বিখ্যাত দশার্ণ মহীপতিও সেই শিখণ্ডীরে কন্যা প্রদান করিলেন। সেই মহামনা হিরণ্যবর্ম্মা দশার্ণ-দেশে মহান্, সুদুর্জ্জয়, মহতা

সেনা বিশিষ্ট, দুৰ্দ্ধর্ষ রাজা ছিলেন। হে রাজসত্তম! বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে সেই কন্যা ও শিখণ্ডিনী উভয়েই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ যুবতী হইল। শিখণ্ডী দার-পরিগ্রহ করিয়া কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাগমন করিল। কিয়ৎ কাল পরে সেই কন্যা উহাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিল। হিরণ্যবর্ম্মার কন্যা শিখণ্ডীকে শিখণ্ডিনী জানিয়া লজ্জা-নম্র-বদনে ধাত্রী ও সখী-গণের নিকটে ঐ পাঞ্চালরাজ-দুহিতার স্বরূপ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। হে রাজশার্দ্দূল! তখন দশার্ণ-রাজের ধাত্রীগণ পরম দুঃখান্বিতা হইয়া প্রভু-সন্নিধানে দূতী সমস্ত প্রেরণ করিল। সেই দূতীরাও দশার্ণাধিপের নিকটে প্রবঞ্চনার বৃত্তান্ত যথাবৎ বিজ্ঞাপন করিল এবং রাজাও শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। এ দিকে শিখণ্ডীও নারীভাব গোপন করত আহ্লাদ-যুক্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় রাজকুলে বিচরণ করিতে থাকিল।

হে রাজেন্দ্র! রাজা হিরণ্যবর্ম্মা কতিপয় দিবসান্তরে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষে পীড়িত হইলেন, অনন্তর অতিশয় কোপান্বিত হইয়া দ্রুপদ-সদনে দূত প্রেরণ করিলেন। হিরণ্যবর্ম্মার দূত দ্রুপদের সন্নিহিত হইয়া একাকী তাঁহাকে একান্তে লইয়া নির্জ্জনে এই কথা বলিল, হে রাজন্! আপনি প্রতারণা করায় দশার্ণরাজ আক্রোশে প্রকুপিত হইয়া আপনারে এই কথা বলিয়াছেন, যে, হে নর-পতে! তুমি যে মোহ-প্রযুক্ত নিজ কন্যার্থে আমার কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলে, সে তোমার নিশ্চয়ই দুষ্টমন্ত্রণার কার্য্য। তুমি আমার অবমাননা করিতেছ বটে, কিন্তু রে দুর্ম্মতে! সম্প্রতি তোমার সেই প্রতারণার ফল প্রাপ্ত হও। আমি এই তোমাকে অমাত্য-বন্ধুবান্ধবগণের সহিত নিহত করি; স্থির হও।

হিরণ্যবর্ম্ম-দূতপ্রেষণে একনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৯১॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! দূত-কর্ত্তৃক ঐ রূপ উক্ত হইয়া গৃহীত-তস্করের ন্যায় দ্রুপদের মুখে আর বাক্য সরিল না। তিনি মধুর-সম্ভাষী দূতগণ-দ্বারা "এরূপ নহে" এই প্রকার সন্দেশ প্রেরণ করত বৈবাহিকের প্রসাদনার্থে অত্যন্ত যত্ন করিলেন। কিন্তু রাজা হিরণ্যবর্ম্মা পুনরায় সন্ধান করিয়া জানিলেন, শিখণ্ডী পাঞ্চালের কন্যাই বটে; সুতরাং ত্বরান্বিত হইয়া যুদ্ধ-যাত্রার অভিসন্ধি করিলেন। অনন্তর তিনি ধাত্রীগণের বচন-ক্রমে দুহিতার সেই প্রতারণা-বৃত্তান্ত অমিত-তেজস্বী মিত্রগণের নিকটে প্রেরণ করিলেন। হে ভারত! সেই রাজসত্তম হিরণ্যবর্ম্মা সুমহৎ বল সংগ্রহ করিয়া দ্রুপদের প্রতি অভিযোগে মতি করিলেন এবং মন্ত্রিবর্গে মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাহাতে সেই মহাত্মা রাজগণের এইরূপ নিশ্চয় হইল, যে, শিখণ্ডী কন্যা, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা পাঞ্চালরাজকে বন্ধন করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিব এবং অন্য কোন নরেশ্বরকে পাঞ্চালে রাজা করিয়া শিখণ্ডীর সহিত দ্রুপদকে নিহত করিব। তখন নরাধিপ হিরণ্যবর্ম্মা তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া "তোমাকে বধ করি, স্থির হও!" এই বলিয়া পুনর্ব্বার দ্রুপদের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! দ্রুপদরাজা স্বভাবতই ভীত, তাহাতে সেই পাপ-হেতুক অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শোককর্ষিত হইয়া হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে দূত প্রেষণ-পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত নির্জ্জনে সমাগত হইয়া ভয়াবিষ্ট ও শোকাভিহত-চিত্তে সেই শিখণ্ডিনী-জননী প্রেয়সী মহিষীকে কহিলেন, হে সুশ্রোণি! আমাদিগের বৈবাহিক সুমহাবল হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক কোপ-ভরে আমার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন। এক্ষণে এই কন্যার প্রতি আমরা কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিলাম, তোমার পুত্র শিখণ্ডী

কন্যা বলিয়া পরিশঙ্কিত হইয়াছে; এই নিমিত্তে হিরণ্যবর্ম্মা 'আমি প্রবঞ্চিত হইয়াছি' ইহা মনে করিয়া যত্ন-সহকারে পরিচিন্তন-পূর্ব্বক মিত্র, বল ও অনুচরগণের সহিত মিলিয়া আমার উচ্ছেদসাধনে ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব হে ভদ্রে! এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। তোমার বাক্য শুনিয়া আমি তদনুরূপ বিধান করিব। হে বরবর্ণিনি! দেখ, আমিও সংশয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এই বালা শিখণ্ডিনী ও তুমি, তোমরাও উভয়ে মহাক্লেশগ্রস্ত হইয়াছ; অতএব আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি সকলের মোচনার্থে যথার্থ তত্ত্ব বল। হে শুচিস্মিতে! আমি শুনিয়া সেইরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করি। হে বরারোহে! তুমি যদিও আমাকে পুত্রধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়াছ, অর্থাৎ কন্যার প্রতি পুত্রের কার্য্য করাইয়াছ, তথাপি শিখণ্ডীর কি আপনার বিষয়ে ভয় করিও না; আমি কৃপা করিয়া তোমাদিগের প্রতি যথাবৎ বিধান করিব। কিন্তু হে মহাভাগে! মহীপতি দশার্ণরাজকে আমি যে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিরূপ হিত বিধান করিব বল।

পাঞ্চালরাজ জানিয়া শুনিয়াও কেবল অপরের নিকটে আপনার নির্দ্দোষতা প্রচারার্থে এইরূপ প্রকাশ্যভাবে মহিষীরে জিজ্ঞাসিলেন এবং তিনিও তাঁহাকে পশ্চাদুক্ত-রূপে প্রত্যুত্তর দিলেন।

দ্রুপদ-প্রশ্নে দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯২ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে নরাধিপ! অনন্তর শিখণ্ডীর মাতা ভর্ত্তাকে কন্যা শিখণ্ডিনীর যথার্থ বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন; বলিলেন, মহারাজ! আমার পুত্র না থাকায় সপত্নীগণের ভয়-প্রযুক্তই, এই কন্যা শিখণ্ডিনী জন্মিলে, ইহাকে পুরুষ বলিয়া আপনকার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম; আপনিও আমার প্রতি প্রীতি-হেতুক সেই বাক্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং কন্যার পুত্রবৎ জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অপিচ আপনি দশার্ণাধিপের কন্যার সহিত ইহার বিবাহও দিয়াছিলেন এবং আমিও বাক্য-দ্বারা তাহার প্রতি পোষকতা করিয়াছিলাম। হে রাজন্! "কন্যা হইয়া পুরুষ হইবে" দেব-বাক্যের এইরূপ অর্থ দর্শন জন্যই আমি তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

হে ভারত! ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ মন্ত্রজ্ঞদিগকে সমস্ত তত্ত্ব বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক প্রজারক্ষণ বিষয়ে যথাযুক্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি আপনি যথাবৎ প্রতারণা করিয়াও "আমি দশার্ণক নরপতির সহিত উপযুক্ত সম্বন্ধই করিয়াছি" এইরূপ উপপাদন-পূর্ব্বক মন্ত্রণায় একাগ্র হইয়া কার্য্যনিশ্চয় অবধারণ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহার নগর স্বভাবতই পরিরক্ষিত ছিল, তথাপি আপৎ কাল উপস্থিত হওয়ায় তিনি সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাহার রক্ষা বিধান করিলেন।

হে ভরতর্ষভ! দশার্ণপতির সহিত বিরোধে পাঞ্চালরাজ ভার্য্যার সহিত অতীব পীড়া প্রাপ্ত হইলেন। বৈবাহিকের সহিত কি প্রকারে আমার এই মহান্ বিগ্রহ উপস্থিত না হয়, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তৎকালে তিনি দেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তখন নৃপ-মহিষী তাঁহাকে সেইরূপ দেবপরায়ণ ও পূজা-তৎপর দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ! দেবগণের আরাধনা নিত্যই কল্যাণ-সাধন বলিয়া সাধুলোকদিগের অভিমত; যে ব্যক্তি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার কথা আর কি আছে? অতএব আপনি দশার্ণের প্রতিষেধ নিমিত্ত দেবারাধনার্থে ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা করুন এবং বহুল দক্ষিণা প্রদান-পূর্ব্বক সমস্ত দেবতা-বর্গের পূজা ও অগ্নি সকলের হবন করুন। হে প্রভো! যাহাতে বিনা যুদ্ধে শান্তি হয়, মনে মনে তাহাই চিন্তা করুন। দেবগণকে প্রসাদিত করিলে সকলই হইবে। হে বিশালাক্ষ! পুরের অবিনাশ নিমিত্ত আপনি

মন্ত্রিগণের সহিত যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহারও যথাবৎ অনুষ্ঠান করুন; কেন না পুরুষকার-যুক্ত হইলেই দৈব সম্পূর্ণ-রূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে; উভয়ের পরস্পর বিরোধে সিদ্ধি হয় না। অতএব হে রাজেন্দ্র! সচিবগণের সহিত নগর রক্ষার বিধান করিয়া কামনানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন। তৎকালে তাঁহারা শোকপরায়ণ হইয়া এইরূপ সন্তারণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদিগের কন্যা তপস্বিনী শিখণ্ডিনী লজ্জিতার ন্যায় হইল। অনন্তর 'ইহাঁরা আমার নিমিত্তই দুঃখিত হইয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে প্রাণ-বিনাশের সংকল্প করিল। হে রাজন্! শিখণ্ডিনী এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অতিশয় শোক-পরায়ণা হইয়া গৃহ-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক নির্জ্জন গহন বনে গমন করিল। ঐ বন স্থূণাকর্ণ-নামে এক জন সমৃদ্ধিশালী যক্ষের রক্ষিত। তাহার ভয়ে মনুষ্য মাত্রই উহা পরিত্যাগ করে। তথায় স্থূণাকর্ণের একটি উন্নত প্রাকার ও তোরণ-যুক্ত, চূর্ণ-মৃত্তিকা-লেপিত, উশীর-পরিমলবাহি-ধূম-সমন্বিত আবাস ছিল। দ্রুপদ-নন্দিনী শিখণ্ডিনী ঐ আবাসে প্রবেশিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। তখন স্থূণাকর্ণ দয়ান্বিত হইয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, কি নিমিত্ত তোমার এরূপ উদ্যম হইয়াছে বল, আমি অচিরে তাহা সম্পন্ন করিব। তাহাতে শিখণ্ডিনী পুনঃপুন বলিতে লাগিল "সে অসাধ্য ব্যাপার, আপনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবেন না।" তাহাতে যক্ষ প্রত্যুত্তর করিল, আমি অবশ্যই করিব; হে নৃপ-নন্দিনি! আমি ধনেশ্বরের অনুচর, সুতরাং বরপ্রদানে সমর্থ; অতএব তোমার যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বল, আমি অদেয় হইলেও প্রদান করিব। হে ভারত! তখন শিখণ্ডী সেই যক্ষ-প্রধান স্থূণাকর্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

শিখণ্ডী কহিল, হে যক্ষ! আমার পুত্রহীন পিতা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন; কেন না দশার্ণাধিপতি ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সেই হিরণ্যবর্ম্মা নরপতি মহাবল ও মহোৎসাহ-সম্পন্ন; অতএব হে যক্ষ! আমাকে ও আমার জনক-জননীকে রক্ষা করুন। হে অনিন্দিত! আপনি আমার দুঃখ নিবারণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অতএব আপনকার প্রসাদে যাহাতে আমি পুরুষ হই, তাহাই করুন। হে মহাযক্ষ! যে পর্য্যন্ত রাজা হিরণ্যবর্ম্মা আমার নগর হইতে অপগত না হন, সেই পর্য্যন্তই আমারে এই প্রসাদ করুন।

শিখণ্ডি-স্থূণাকর্ণ-সংবাদে ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর সেই যক্ষ শিখণ্ডীর বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈবোপহত হইয়া মনে মনে চিন্তা করত প্রত্যুত্তর করিল, ভদ্রে! আমি অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু যেরূপ নিয়ম করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়ৎ কালের নিমিত্ত আমি আপনার এই পুংচিহ্ন তোমাকে প্রদান করিব, পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তুমি আমার নিকটে আগমন করিবে, সত্য করিয়া বল। আমি সংকল্প-সিদ্ধ কামচারী খেচর; যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি; অতএব তুমি আমার প্রসাদে নগরের ও বন্ধুবর্গের সম্পূর্ণ-রূপে পরিত্রাণ কর। হে নৃপনন্দিনি! আমি তোমার এই স্ত্রী-চিহ্ন ধারণ করিব; তুমি সত্য করিয়া আমার নিকটে প্রতিজ্ঞা কর, আমি অবশ্যই তোমার প্রিয় সাধন করিব। হে কৌরব! যক্ষ এই যে কথা কহিল, আমার দুঃখ নিমিত্ত ইহাই ভবিতব্য ছিল। যাহা হউক, শিখণ্ডী ঐ কথা শুনিয়া বলিল, ভগবন্! আমি আপনকার পুংচিহ্ন পুনঃ প্রদান করিব; হে নিশাচর! আপনি কিয়ৎ কালের নিমিত্ত স্ত্রীভাব ধারণ করুন। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ম্মা প্রতিগমন করিলে আমি কন্যাই হইব এবং আপনিও পুনর্ব্বার পুরুষ হইবেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়েই তদ্বিষয়ে শপথ করিল এবং পরস্পর লিঙ্গ-সংক্রামণ করিল। স্থূণাকর্ণ স্ত্রীলিঙ্গ ধারণ করিল এবং শিখণ্ডী সেই প্রদীপ্ত যক্ষ-রূপ প্রাপ্ত হইল। হে পার্থিব! অনন্তর পাঞ্চাল-নন্দন শিখণ্ডী পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নগরে প্রবেশ-পূর্ব্বক পিতার সন্নিহিত হইল এবং যাহা যাহা হইয়াছিল, দ্রুপদের নিকটে সমুদায় নিবেদন করিল। তখন দ্রুপদ তাহার সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন এবং ভার্য্যার সহিত মহেশ্বরের বাক্য স্মরণ করিলেন। অনন্তর তিনি দশার্ণাধিপ-সমীপে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন, যে, আমার এই পুত্র পুরুষই বটে, আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন। তৎকালে রাজা হিরণ্যবর্ম্মাও দুঃখ-শোক-সমন্বিত হইয়া সহসা পাঞ্চালরাজের অভিমুখে আগমন করিলেন। অনন্তর সেই দশার্ণাধিপতি কাম্পিল্য নগরের সন্নিহিত হইয়া একজন ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ দূতকে সৎকার-পূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন; কহিলেন, হে দূত! আপনি আমার বাক্যে সেই নৃপাধম পাঞ্চালকে এই কথা বলিবেন, যে, রে দুর্ম্মতে! তুমি যে নিজ কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যা বরণ করিয়াছিলে, সম্প্রতি সেই গর্ব্বের ফল দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজসত্তম! তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া সেই পুরোহিত ব্রাহ্মণ দশার্ণরাজ-প্রেরিত দূত-স্বরূপে নগরে গমন করিয়া দ্রুপদ-পুরে উপনীত হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ শিখণ্ডীর সহিত তাঁহার নিমিত্ত গো ও অর্ঘ্য-প্রভৃতি সমুচিত সৎকার প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া, বীরবর নরপতি হিরণ্যবর্ম্মা যে কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করত কহিলেন, "রে অধমাচার! তুমি যে কন্যা-দ্বারা আমারে প্রতারিত করিয়াছ, সেই পাপকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হও। রে দুর্ম্মতে! রণ-ভূমিতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ দান কর; আমি তোমকে অমাত্য, পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত সদ্যই উচ্ছিন্ন করিব"।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদরাজ মন্ত্রিগণ-মধ্যে পুরোহিতের মুখে দশার্ণপতির উক্ত সেই তিরস্কার-সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়াবনত হইয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! বৈবাহিকের বচন-ক্রমে আপনি আমাকে যে বাক্য বলিলেন, আমার দূত গিয়া রাজার নিকটে ইহার উৎকৃষ্টতর উত্তর বাক্য কহিবেক। অনন্তর দ্রুপদও মহাত্মা হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে একজন বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে দূত-স্বরূপে প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তখন দশার্ণাধিপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া দ্রুপদ যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই বাক্যের উল্লেখ করত কহিলেন, "আপনি সাক্ষ্যাদি-দ্বারা পরীক্ষা করুন, আমার এই পুত্র নিঃসন্দেহ কুমারই বটে; আপনারে কে মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধেয় নহে"।

অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদের সেই বাক্য শ্রবণে বিমর্ষযুক্ত হইয়া, শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ জানিবার নিমিত্ত সুচারু-রূপা উত্তমা যুবতী সমস্ত প্রেরণ করিলেন। তাহারাও তথ্য জানিয়া শিখণ্ডী যে মহানুভব পুরুষ, তদ্বিষয়ক সমুদয় বিবরণ দশার্ণ-রাজ-সমীপে নিবেদন করিল। তখন সেই মহীপতি সাক্ষিবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীতিমান্ হইলেন এবং বৈবাহিকের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে একত্র সহবাস করিলেন। হে কৌরবেন্দ্র! জনেশ্বর হিরণ্য-বর্ম্মা আহ্লাদ-যুক্ত হইয়া শিখণ্ডীকেও বহুল অর্থ, হস্তী, অশ্ব, গো ও মেষ সমস্ত প্রদান করিলেন এবং পরিশেষে পূজিত হইয়া স্বীয় কন্যারে ভর্ৎসনা করিয়া স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন। হে রাজন্! হিরণ্যবর্ম্মা বিনীত-রোষ ও সন্তোষ-প্রাপ্ত হইয়া দশার্ণে প্রতিগমন করিলে শিখণ্ডিনী অতিমাত্র হৃষ্টরূপা হইল।

কিয়ৎ কালের পর ধনেশ্বর যক্ষরাজ কুবের লোক-মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে স্থূণাকর্ণ-ভবনে

আগমন করিলেন। তিনি স্থূণের গৃহোপরিভাগে বর্ত্তমান হইয়া দেখিলেন, উহা অতি বিশিষ্ট আবাস; বিচিত্র-মাল্যদাম-নিচয়ে অলঙ্কৃত, চন্দ্রাতপ-পুঞ্জে উপসেবিত, উশীর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য-দ্বারা সুগন্ধীকৃত, সৰ্জ্জরসধূপিত, ধ্বজ-পতাকা-নিকরে বিভূষিত এবং মাংস ও অন্যান্য ভক্ষ্যভোজ্য পেয় দ্রব্য-সমূহে সুসম্পন্ন। যক্ষপতি সেই সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃত, মণি-রত্ন-সুবর্ণরাজি-পরিপূরিত, নানা কুসুম-গন্ধাঢ্য, সিক্ত ও সংমার্জ্জিত সুশোভিত ভবন সন্দর্শন করিয়া অনুচর যক্ষদিগকে কহিলেন, হে অমিত-বিক্রম-সম্পন্ন যক্ষগণ! স্থূণের এই গৃহটি সুন্দর অলঙ্কৃত দেখিতেছি, কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি সম্প্রতি আমার নিকটে আসিতেছে না কেন? সেই মন্দাত্মা যখন জানিয়া শুনিয়াও আমার সন্নিহিত হইতেছে না, তখন তাহার প্রতি মহাদণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

যক্ষেরা কহিল, হে রাজন্! দ্রুপদরাজের শিখণ্ডিনী নামে এক কন্যা জন্মিয়াছিল; স্থূণাকর্ণ কোন কারণোপলক্ষে তাহারে নিজ পুরুষ-লক্ষণ অর্পণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং স্ত্রী-চিহ্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক হইয়া গৃহে রহিয়াছেন; সুতরাং স্ত্রীভাবাপন্ন হওয়ায় লজ্জায় অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। হে রাজন্! তিনি এই নিমিত্তই আপনকার নিকটে আসিতেছেন না, ইহা শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন; বিমান এই স্থানেই থাকুক।

অনন্তর যক্ষাধিরাজ পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, স্থূণকে শীঘ্র আনয়ন কর, আমি তাহার সমুচিত নিগ্রহ করিব। মহারাজ! সেই স্ত্রী-স্বরূপ স্থূণাকর্ণ যক্ষেন্দ্র-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তৎসমীপে আগমন-পূর্ব্বক লজ্জান্বিত হইয়া রহিল। তখন মহাত্মা যক্ষ-পতি ধনেশ্বর সম্যক্ ক্রোধযুক্ত হইয়া "হে গুহ্যক-গণ! এই পাপাত্মার এইরূপ স্ত্রীত্বই হউক" এই বলিয়া তাহারে শাপ প্রদান করিলেন; কহিলেন, রে পাপবুদ্ধে! তুই যক্ষগণের অবমাননা করিয়া শিখণ্ডীরে নিজ লক্ষণ অর্পণ করিয়াছিস্ এবং আপনি তাহার স্ত্রী লক্ষণ লইয়াছিস্; রে পাপকর্ম্মন্! যে-হেতু তুই এই অভূতপূর্ব্ব অযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, এই নিমিত্ত অদ্য-প্রভৃতি তোর স্ত্রীত্বই হইবেক এবং সে পুরুষ হইয়া থাকিবেক।

হে তাত! অনন্তর যক্ষেরা "শাপান্ত করুন" পুনঃ-পুন এই কথা বলিয়া স্থূণের নিমিত্ত কুবেরকে প্রসাদিত করিল। তখন মহাত্মা যক্ষরাজ শাপান্ত করণে অভিলাষী হইয়া সেই অনুচরগণকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে যক্ষগণ! শিখণ্ডী নিহত হইলে স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে; অতএব এই মহামনা যক্ষ নিরুদ্বেগ হউক। এই কথা বলিয়া ভগবান্ যক্ষপতি সুপূজিত হইয়া সমুদায় অনুচরগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থূণাকর্ণও শাপগ্রস্ত হইয়া সেই স্থলেই নিবসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর শিখণ্ডী যথা-সময়ে সেই নিশাচরের নিকটে সত্বর আগমন করিল এবং সমীপস্থ হইয়া কহিল, ভগবন্! আমি আসিয়াছি। তখন স্থূণাকর্ণ "আমি প্রীত হইলাম" পুনঃপুন এই কথা বলিতে লাগিল। হে ভারত! সে রাজপুত্র শিখণ্ডীকে সরল-ভাবে আগত দেখিয়া তাহারে, যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল; কহিল, হে নৃপনন্দন! আমি তোমার নিমিত্ত কুবের-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে যাও, ইচ্ছানুসারে যথা-সুখে লোক-মধ্যে বিচরণ কর; তোমার এ স্থানে আগমন এবং কুবেরের দর্শন উভয়ই আমি পুরাতন দৈব-নির্ব্বন্ধ মনে করিতেছি; কোন ক্রমে ইহা অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী স্থূণযক্ষ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া মহাহর্ষভরে নগরে প্রত্যাগমন করিল এবং মহামূল্য বিবিধ গন্ধ-মাল্যাদি-দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, পূজনীয় বৃক্ষ ও চতুষ্পথ সকলের পূজা করিল। হে কুরুনন্দন! দ্রুপদরাজা নিজ পুত্র সিদ্ধার্থ শিখণ্ডী ও বান্ধবগণের সহিত নিরতি-

শয় আনন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই স্ত্রীপূর্ব্বী কুমার শিখণ্ডীকে শিষ্য হইবার নিমিত্ত দ্রোণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহারাজ! সেই নৃপনন্দন শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমাদিগের সহিত চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছে। হে তাত! আমি দ্রুপদের প্রতি জড়, অন্ধ ও বধিরাকার যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারাই আমারে ইহা যথাবৎ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্রুপদ-তনয় রথসত্তম শিখণ্ডী এইরূপে স্ত্রী হইয়া পুরুষ হইয়াছে। অম্বা নামে বিখ্যাতা কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্রুপদের কুলে জন্মিয়া শিখণ্ডী হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! সে যুদ্ধ-কামনায় ধনুষ্পাণি হইয়া সমুপস্থিত হইলে আমি তাহারে মুহূর্ত্ত-মাত্রও অবলোকন করিব না এবং প্রহারও করিব না। পৃথিবী-মধ্যে আমার এই নিত্য-ব্রত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, যে, স্ত্রীতে কি স্ত্রীপূর্ব্বিক, স্ত্রী-স্বরূপ অথবা স্ত্রীনাম-যুক্ত পুরুষে আমি বাণ প্রয়োগ করি না। অতএব হে কৌরব-নন্দন! আমি এই কারণে শিখণ্ডীরে বধ করিব না। হে তাত! আমি শিখণ্ডীর এই জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি, সুতরাং সমরে আততায়ী হইলেও তাহারে নিহত করিব না। ভীষ্ম যদি স্ত্রীহত্যা করে, তাহা হইলে সাধুলোকেরা নিন্দা করিতে পারিবেন; অতএব আমি তাহাকে সমরে অবস্থিত দেখিয়াও বিনষ্ট করিব না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তৎকালে কুরুনন্দন রাজা দুর্য্যোধন এই কথা শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তাপূর্ব্বক ভীষ্মের পক্ষে তাহা উপযুক্ত বোধ করিলেন।

শিখণ্ডীর পুরুষত্ব-লাভে চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রজনী প্রভাতা হইলে আপনকার পুত্র, সমস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে পুনরায় পিতামহকে জিজ্ঞাসিলেন, হে গাঙ্গেয়! যুধিষ্ঠিরের প্রভূত পদাতি হস্তী ও অশ্ব-নিকরে পরিকীর্ণ, মহারথসমাকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পুরোগম, ভীমার্জ্জুন-প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধারী মহাবল-সম্পন্ন লোকপাল-তুল্য মহারথগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, অপ্রধৃষ্য, অনিবার্য্য, উদ্ধূত-সাগর-সদৃশ, মহারণে দেবগণেরও অক্ষোভণীয় এই যে অসীম-সৈন্য-সাগর উদ্যত হইয়াছে, আপনি কত কালে ইহার ক্ষয় করিতে পারেন? মহাধনুর্দ্ধারী আচার্য্য, সুমহাবল কৃপ, সমরশ্লাঘী কর্ণ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামা, ইহাঁরাই বা কত কালে পারেন? কেন না আমার সৈন্য-মধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্র-কোবিদ। হে মহাবাহো! আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি; এই পরম কৌতূহল আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে; অতএব আপনি ইহা ব্যক্ত করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি যে এক্ষণে সেই অমিত্রগণের বলাবল জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্তই বটে। হে মহাভুজ! সমরে আমার যত দূর শক্তি, শস্ত্রবীর্য্য ও বাহুবল হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর। হে রাজন্! সমর-ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই যে, ইতর লোকের সহিত সরল-যুদ্ধে এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধে যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। হে মহাভাগ! আমি প্রতি দিন পূর্ব্বাহ্নে দশ সহস্র যোধী ও এক সহস্র রথী, এইরূপ ভাগ কল্পনা করিয়া পাণ্ডব-সৈন্য বিনষ্ট করিতে পারি। হে ভারত! আমি সন্নদ্ধ ও সতত উদ্যম-সম্পন্ন হইয়া এইরূপ অংশ ও কাল নিয়মে সেই মহৎ সৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ। অথবা সমরে অবস্থিত হইয়া যদি শত-ঘাতী সহস্র-ঘাতী-প্রভৃতি মহাস্ত্র-সমস্ত প্রয়োগ করি, তাহা হইলে এক মাসেই সমুদায় সৈন্য নিঃশেষ করিতে পারি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ ভরদ্বাজ-শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসিলেন, গুরো! আপনি কত কালে যুধিষ্ঠিরের সৈনিকদিগকে নিহত করিতে পারেন? তখন দ্রোণ ঈষৎ হাস্য করত তাঁহারে

এই প্রত্যুত্তর দিলেন, হে মহাবাহো! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার তেজ ও চেষ্টারও লাঘব হইয়াছে; তথাপি আমার বোধ হয় শান্তনুতনয় ভীষ্মের ন্যায় আমিও এক মাসে শস্ত্রানল-সহকারে পাণ্ডব-সেনা নির্দ্দহন করিতে পারি; ইহাই আমার পরমাশক্তি, ইহাই আমার পরম বল। অনন্তর কৃপাচার্য্য দুই মাসে, অশ্বত্থামা দশ রাত্রে এবং মহাস্ত্রবেত্তা কর্ণ পাঁচ দিবস মধ্যেই বল-ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিলেন। সূতপুত্রের সেই কথা শুনিয়া গঙ্গানন্দন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন এবং এই কথা বলিলেন, রাধেয়! তুমি যে পর্য্যন্ত সংগ্রামে শঙ্খ-শরাসনধারী, বাসুদেব-সহকৃত, রথারোহণে অভিধাবিত ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে সমাগত না হইতেছ, সেই পর্য্যন্তই এইরূপ মনে করিতেছ। এইরূপ কি, তুমি ইচ্ছানুসারে এতদপেক্ষা অধিকও বলিতে পার।

ভীষ্মাদি-শক্তি-কথনে পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥১৯৫॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধিষ্ঠির এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নির্জ্জনে আহ্বান-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমি দুর্য্যোধনের সৈন্য-মধ্যে যে সকল চার-পুরুষ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহারা অদ্য প্রভাতে আমারে এই সংবাদ প্রদান করিল যে, দুর্য্যোধন মহাব্রত গঙ্গাতনয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কত কালের মধ্যে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল বিনষ্ট করিতে পারেন? তাহাতে তিনি সেই দুর্ম্মতিকে বলিয়াছেন "এক মাসের মধ্যে" এবং দ্রোণও সেই সময়ের মধ্যে আমার সৈন্য ক্ষয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। শুনিলাম কৃপাচার্য্য দুই মাসে এবং মহাস্ত্রবিৎ অশ্বত্থামা দশ রাত্রে নিঃশেষ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অপিচ দিব্যাস্ত্রবেত্তা কর্ণও কুরুসভামধ্যে জিজ্ঞাসিত হইয়া পাঁচ দিনের মধ্যেই সৈন্য-বিনাশের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! আমিও তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে ফাল্গুন! তুমি কত সময়ের মধ্যে শত্রুগণের সংহার করিতে পার বল।

ধনঞ্জয় নরেন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বাসুদেবের মুখাবলোকন-পূর্ব্বক এই প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! ইহাঁরা সকলেই মহাত্মা, কৃতাস্ত্র ও চিত্রযোধী; সুতরাং অবশ্যই বিনষ্ট করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু আপনকার এ মনস্তাপ অপগত হউক, আমি সত্যই বলিতেছি বাসুদেবকে সহায় করিয়া এক রথে নিমেষ-মাত্রেই কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতবর্গের এমন কি, অমরগণ-সম্বলিত ভুবন-ত্রয়েরও সংহার করিতে পারি। কিরাতীয় দ্বন্দ্বযুদ্ধে ভগবান্ পশুপতি আমাকে এই যে ঘোরতর মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা আমার নিকটে বিদ্যমান রহিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! যুগান্ত সময়ে পশুপতি সর্ব্বভূত সংহারার্থে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন সেই এই মহাস্ত্র আমার নিকটে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সূতপুত্র তাহা জানিবে কি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাও জানেন না। কিন্তু দিব্যাস্ত্র-দ্বারা সামান্য লোককে সমরে নিহত করা উচিত নহে; একারণ আমি সরল-যুদ্ধেই শত্রুগণকে পরাজিত করিব। অপিচ এই যে পুরুষব্যাঘ্রেরা আপনকার সহায় রহিয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই সমরকামী; দারপরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যজ্ঞস্নাত হইয়াছেন। হে রাজন্! এই অপরাজিত মহারথেরা সমরে অমর-সৈন্যও বিনষ্ট করিতে পারেন। শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীষ্ম দ্রোণ-তুল্য বিরাট ও দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, ইহাঁর পুত্র মহাবল-পরাক্রান্ত অঞ্জনপর্ব্বা, রণকোবিদ মহাবাহু সাত্যকি, বলবান্ অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এই সমস্ত মহা-

রথগণ আপনকার সহায়। হে পাণ্ডব! আপনিও ত্রৈলোক্যের উৎসাদনে সমর্থ। হে বাসবকল্প! আমি নিশ্চয় জানি, আপনি ক্রোধভরে যে পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সে আর ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকে না।

অর্জ্জুন-বাক্যে ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৬ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবিমল প্রভাত-কালে দুর্য্যোধনের প্রেরিত রাজগণ স্নানান্তে শুচি হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান, মাল্যধারণ ও শস্ত্র ধ্বজাদি গ্রহণ করিয়া হোম ও স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক পাণ্ডব-দিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ, সুচরিতব্রত ও শৌর্য্যশালী; সকলেই অভীষ্ট-সম্পাদনকারী, সকলেই সমর-দক্ষ। সেই মহাবল ক্ষত্রিয়গণ সকলেই পরস্পর শ্রদ্ধাযুক্ত ও একাগ্র-চিত্ত হইয়া সংগ্রামে পরম লোক-সমস্ত জয় করিবার অভিলাষে প্রস্থিত হইলেন। প্রথমত অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ এবং বাহ্লিক-সহ কেকয়গণ, ইহাঁরা সকলেই দ্রোণকে অগ্রসর করিয়া গমন করিলেন; পরে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, গান্ধাররাজ শকুনি, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য, উদীচ্য ও পার্ব্বতীয় নরেন্দ্রগণ এবং শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশাতি গণ, এই সমস্ত মহারথেরা নিজ নিজ সৈন্য-সমূহে পরিবারিত হইয়া দ্বিতীয় সৈন্য-শ্রেণীতে নির্গত হই-লেন। তাহার পর সসৈন্য কৃতবর্ম্মা, মহারথ ত্রিগর্ত্ত, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত নরপতি দুর্য্যোধন, শল, ভুরি-শ্রবা, শল্য ও কোশলরাজ বৃহদ্রথ, ইহাঁরা ধার্ত্তরাষ্ট্র-দিগকে অগ্রে করিয়া পশ্চাদ্ভাগে চলিলেন। হে ভারত! সেই মহাবল ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যথা-ন্যায়ে মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের পশ্চার্দ্ধভাগে ব্যবস্থিত হইয়া সুসজ্জিত রহিলেন। দুর্য্যোধন নিজ শিবিরকে দ্বিতীয় হাস্তিনপুরের ন্যায় সমলঙ্কৃত করাইলেন। হে রাজেন্দ্র! নগরবাসী সুনিপুণ মানবেরাও পুরের ও শিবিরের কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারেন নাই। মহীপতি কৌরবরাজ অপর রাজগণেরও তাদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দুর্গম শিবির নির্ম্মাণ করাইলেন। হে রাজন্! সেই রণক্ষেত্রের পঞ্চ-যোজন-পরিমিত-পরিধিযুক্ত স্থান ব্যাপ্ত করিয়া সহস্র সহস্র সেনা-নিবেশ সন্নিবিষ্ট হইল। তথায় সেই মহীপালগণ উৎসাহ ও বলানুসারে বহুতর দ্রব্যযুক্ত অসংখ্য শিবির নিবিষ্ট করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও বাহকগণ-সম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের অনুত্তম ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদ্ভিন্ন তথায় যে সমস্ত শিল্প-জীবী, অনু-গত সূত মাগধ স্তুতিপাঠক, বণিক্, বেশ্যা, চার ও দর্শক লোক সকল আসিয়াছিল, কৌরবরাজ তাহা-দিগেরও বিধি-পূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগি-লেন

কৌরব-সৈন্যনির্যাণে সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯৭ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীরগণকে প্রেরণ করিলেন। চেদি কাশি ও করূষগণের নেতা দৃঢ়-বিক্রম শত্রুসংহারক সেনাপতি ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, মহাধনুর্দ্ধারী পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, সকলকেই আদেশ করি-লেন। সেই মহারথ শূর বীরেরা বিচিত্র কবচ ও সুবর্ণ-কুণ্ডলধারী হইয়া, আয়স্থানবর্ত্তী ঘৃতাবসিক্ত প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় অথবা প্রদীপ্ত গ্রহ-পুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ মহীপতি যুধিষ্ঠির সমস্ত সৈন্যগণকে যথা-যোগ্য পূজা করিয়া প্রয়াণার্থে অনুমতি করিলেন এবং সেই অশ্ব গজ পদাতি ও বাহকগণ-সম্বলিত সসৈন্য মহাত্মগণের এবং যাবতীয় শিল্পজীবীদিগের অনুত্তম ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পাণ্ডনন্দন প্রথমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া অভি-

মন্যু, বৃহন্ত ও দ্রৌপদীর পুত্র সকলকে প্রেরণ করিলেন; পরে ভীম, যুযুধান ও ধনঞ্জয়কে দ্বিতীয় সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত করিলেন। তথায় অশ্বগণের ভূষণ সমারোপণে তৎপর, ইতস্তত বিচরণকারী, প্রধাবনকারী, হৃষ্টচিত্ত যোধগণের কোলাহল শব্দ যেন গগণতল-স্পর্শ করিতে লাগিল। মহীপতি যুধিষ্ঠির পরিশেষে বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপালগণের সহিত স্বয়ং প্রস্থিত হইলেন। অগ্রে নিশ্চলা থাকিয়া পশ্চাৎ স্যন্দমানা অর্থাৎ নিঃসরণে প্রবৃত্তা হইলে পরিপূর্ণা গঙ্গাকে যেরূপ দেখা যায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিরক্ষিতা, ভীমধন্বা সৈনিকগণের প্রচারযুক্তা, পাণ্ডব-সেনাও সেইরূপ দৃশ্যমানা হইল। অনন্তর বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইবার নিমিত্ত পুনরায় অন্য প্রকারে সৈন্যযোজনা করিলেন। মহাধনুর্দ্ধারী দ্রৌপদী-পুত্রগণ অভিমন্যু, নকুল, সহদেব ও সমস্ত প্রভদ্রকগণ এবং দশ সহস্র অশ্ব, দুই সহস্র গজ, অযুত পদাতি ও পঞ্চ শত রথ, এই দুর্দ্ধর্ষ প্রথম সৈন্য ভীমসেনের রক্ষাধীন থাকিবে, এইরূপ আদেশ করিলেন; মধ্যম সৈন্যে বিরাট, জয়ৎসেন ও গদা-কার্ম্মুকধারী বীর্য্যশালী মহারথ মহাত্মা পাঞ্চালনন্দন যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তৎকালে কৃষ্ণার্জ্জুনও মধ্যভাগে অনুগত হইলেন। তথায় নিরতিশয় উৎসাহ-সম্পন্ন কৃতযুদ্ধ সৈনিকগণ ছিলেন; তাঁহাদিগের শূরনিকরে অধিষ্ঠিত বিংশতি সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী ও রথ-সমূহ ছিল এবং অগ্রে ও পশ্চাতে কার্ম্মুক খড়্গ ও গদাধারা সহস্র সহস্র শৌর্য্যশালী পদাতিগণ রহিল। যে সৈন্য-সাগরে যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে বহুল-মহীপালগণের অবস্থিতি-হইয়াছিল। হে ভারত! তথায় বহু সহস্র মাতঙ্গ, বহু অযুত তুরঙ্গ, বহু সহস্র রথ ও পদাতিগণ ছিল। স্বকীয় বিপুল সৈন্যসহ চেকিতান ও চেদিগণের প্রণেতা মহীপতি ধৃষ্টকেতু চলিলেন। বৃষ্ণিগণ-মধ্যে প্রধান রথী, মহাধনুর্দ্ধারী বলশালী সাত্যকি শত সহস্র রথে পরিবৃত হইয়া সৈন্য পরিচালন করিলেন এবং রথস্থিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব পার্ষ্ণিরক্ষা করত পশ্চাদ্ভাগে প্রস্থিত হইলেন। তদ্ভিন্ন শকট, আপণ, বেশ, যুদ্ধোপযোগী বাহন ও সামান্য বাহন, সকলই পশ্চাতে চলিল। যুধিষ্ঠির সহস্র সহস্র কুঞ্জর, অযুত অযুত অশ্ব, যাবতীয় বালক, স্ত্রী, কৃশ ও দুর্ব্বল সৈন্য, ধনসঞ্চয়বাহী অশ্বগণ ও শস্যাগার, গজ-সৈন্য দ্বারা এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। সত্যসংকল্প যুদ্ধদুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান ও কাশিরাজপুত্র বিভু এবং তাঁহাদিগের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র রথ, কিঙ্কিণী-যুক্ত মহাপ্রমাণ দশ কোটি অশ্ব ও ঈষের ন্যায় দন্তযুক্ত কৃতযুদ্ধ, সৎকুলজাত, ভিন্নগণ্ড, বিসর্পি-জলদপুঞ্জের ন্যায় বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। তদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের সংগ্রামস্থিতা সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা-মধ্যে প্রভিন্ন-গণ্ডস্থল, বর্ষুক জীমূত-কদম্বের ন্যায় মদস্রাবী আর যে প্রধান প্রধান সপ্ততি সহস্র হস্তী ছিল, সে সকলও যেন সচল অচল-নিচয়ের ন্যায় তাঁহার পশ্চাতে চলিল। হে ভারত! সেই ধীসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের ভীষণ সৈন্য এইরূপে যোজিত হইল; তাহা আশ্রয় করিয়া তিনি সুযোধনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত হস্তিযূথ ভিন্ন শত শত, সহস্র সহস্র, অযুতাযুত মনুষ্য ও তাঁহাদিগের সহস্র সহস্র সৈন্যগণ গর্জ্জন করিতে করিতে পশ্চাতে প্রস্থিত হইল। মহারাজ! সেই সহস্র সহস্র অযুতাযুত সৈনিকেরা সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় সহস্র সহস্র ভেরী ও অযুতাযুত শঙ্খ সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগিল।

পাণ্ডব-সৈন্যনির্যাণে অম্বোপাখ্যান প্রকরণ ও
অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ১৯৮ ॥

উদ্যোগপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

ভীষ্মপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌চন্দ্‌ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীশ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ দ্বারা বঙ্গভাষায় অনুবাদিত

এবং শোধিত হইয়া

বৰ্দ্ধমান

স্বীয় সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল

শকাব্দাঃ ১৭৮৯।

মহাভারতীয় ভীষ্মপর্ব্বের সূচীপত্র।

ভীষ্মবধ প্রকরণ

সমাপ্ত ॥

মহাভারত

ভীষ্মপর্ব্ব।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুমহাত্মা কুরু, পাণ্ডব ও চন্দ্রবংশীয় বীরগণ এবং নানা দেশ-সমাগত পার্থিবগণ কি রূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! কুরু, পাণ্ডব ও সোম বংশীয় বীরগণ তপঃক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। বেদাধ্যয়ন-সম্পান্ন, সমর-প্রিয়, বিজয়কাঙ্ক্ষী, মহাবল পাণ্ডবেরা সকলে সৈন্যগণ ও সোমকদিগের সহিত কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন। সেই দুরাধর্ষ সসৈনিক সোমক ও পাণ্ডব গণ যুদ্ধে বিজয়াশংসা করত দুর্য্যোধনের সৈনিক বর্গের সম্মুখ দিয়া গমন-পূর্ব্বক পশ্চিম ভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্নিবেশ করিলেন। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির সমন্তপঞ্চকের বহির্ভাগে যথোপযুক্ত সহস্র সহস্র শিবির সংস্থাপন করাইলেন। হে পার্থিবসত্তম! তৎকালে যেন সমস্ত ভূমণ্ডল পুরুষ-শূন্য, নিরশ্ব, বিরথ ও কুঞ্জর-বিবর্জ্জিত হইল। সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। জম্বুদ্বীপমণ্ডলে যে স্থান পর্য্যন্ত দিবাকর কর প্রসারণ করেন, সেই প্রদেশ হইতে সকলে যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া সৈন্য রূপে সমবেত হইল। সর্ব্ব জাতীয় সমস্ত মানবগণ একত্র হইয়া বহু যোজন বিস্তীর্ণ ভূমি পরিসরে অনেকানেক দেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন সমূহ পরিব্যাপ্ত করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বল বাহন-সমন্বিত সেই অসংখ্য যোধগণের উত্তম রূপে ভক্ষ্য ভোজ্যের ব্যবস্থা আদেশ করিয়া দিলেন এবং যুদ্ধ কালে বিশৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য স্ব পক্ষ সৈন্যদিগের এক নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন যে, যে এই রূপ নাম বলিবে, তাহাকে পাণ্ডব পক্ষ বলিয়া বোধ করা যাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেক দলের অভিজ্ঞান সুচক চিহ্ন-বিশেষ, সংজ্ঞা-বিশেষ ও ভাষা-বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ওদিকে মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্রে সুশোভিত, নাগ সহস্র মধ্যবর্ত্তী, ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত, মহামানী দুর্য্যোধন পাণ্ডব পক্ষীয় ধ্বজাগ্রভাগ নিরীক্ষণ করত স্ব পক্ষীয় মহীপাল বর্গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডব-প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ-প্রিয় পাঞ্চাল যোধগণ দুর্য্যোধনকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল মানসে মহারবে শঙ্খ ও মধুর স্বন ভেরী সমস্ত শব্দিত করিতে লাগিল। পাণ্ডব গণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব সেই সৈন্য দলকে তাদৃশ হর্ষ প্রাপ্ত দেখিয়া অতীব প্রীত হইলেন। রথস্থিত পুরুষেন্দ্র বসুদেবসূনু ও ধনঞ্জয় যোধগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব দিব্য

শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইতস্তত যোধগণ তাঁহাদিগের সেই পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া মুত্র পুরীষ পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। যে প্রকার শব্দায়মান মহা সিংহের গর্জ্জন শুনিয়া অপরাপর পশুকুল ভয় ব্যাকুল হয়, তদ্রূপ সেই দিব্য বারিজ নিস্বন শ্রবণে সেই সকল সৈন্য দল অবসন্ন হইয়া পড়িল। তৎকালে ভূমি হইতে এতাদৃশ ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইতে লাগিল, যে তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দিবাকর যেন অস্ত গমন করিলেন; কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনন্তর পর্জন্য সেই স্থলে সমস্ত সৈন্য গণের উপরে মাংস শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। মরুত্বান্ প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে শর্করাকর্ষণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র যোধগণকে আহত করিতে থাকিল। এই সকল যেন অদ্ভুতের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। হে রাজেন্দ্র! তথাপি সেই ক্ষুভিত সাগর তুল্য উভয় সৈন্য দল যুদ্ধার্থে অতিশয় আগ্রহান্বিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত রহিল। যুগান্তকালীন মহার্ণব যুগলের ন্যায় সেই ভারত সেনা দ্বয়ের সমাগম অদ্ভুতরূপ হইল। কুরুপাণ্ডবেরা সৈন্য সমূহ সংগ্রহ করাতে বসুন্ধরা শূন্যপ্রায় রহিল; কেবল বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীবৃন্দ মাত্র সর্ব্বত্র স্ব স্ব দেশে অবশিষ্ট ছিল।

হে ভরত প্রবর! কুরু, পাণ্ডব ও সোমক গণ যুদ্ধের এই রূপ প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন যে সমযোগ্য ব্যক্তিরাই পরস্পর ন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিবেক; কেহই কোন প্রকারে ছল প্রয়োগ করিতে পারিবেক না; ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইলে আমাদিগের উভয় পক্ষেরই পরস্পর প্রীতি হইবে। যাহারা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদিগের সহিত বাক্য দ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবেক। যাহারা সৈন্য মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে আঘাত করা হইবেক না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতিক পদাতিকের সহিত যুদ্ধ করিবেক। যোগ্যতা, অভিলাষ, উৎসাহ ও পরাক্রম অনুসারে সম্ভাষণ করিয়া প্রহার করিতে হইবেক। বিশ্বস্ত অথবা বিহ্বল ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিবে না। অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, শরণাপন্ন, যুদ্ধ পরাঙ্মুখ, ক্ষীণ-শস্ত্র অথবা বর্ম্মহীন লোকদিগকে কোন প্রকারে প্রহার করা হইবেক না, এবং সারথি, বাহন, শস্ত্র বাহক ও ভেরী-শঙ্খাদি বাদ্যকরের প্রতি কোন প্রকারে আঘাত কর্ত্তব্য হইবেক না। কুরু, পাণ্ডব ও সোমক গণ এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর সৈন্যদল নিরীক্ষণ করত অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এই রূপে সেই পুরুষ-প্রধান মহাত্মা গণ সৈনিকগণের সহিত সেনা সন্নিবেশ করিয়া পরম হৃষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থে সমুৎসুক রহিলেন।

সৈন্যসন্নিবেশ ও প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভূত ভব্য ভবিষ্যবিৎ, প্রত্যক্ষদর্শী, সর্ব্ববেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, ভরতবংশীয় গণের পিতামহ সত্যবতী-নন্দন ভগবান্ ব্যাস ঋষি নিদারুণ ভাবি সংগ্রামে পূর্ব্ব পশ্চিম ভাগে অবস্থিত সেই সকল সৈন্য নিরীক্ষণ করিয়া পুত্রের দুর্নীতি চিন্তায় শোকাকুল বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে নির্জনে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার পুত্রেরা ও অপরাপর ভূপাল বর্গ কালপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংগ্রামে পরস্পর সমবেত হইয়া পরস্পরকে নিহত করিবে, কালপরীত হইয়া সংহার দশায় উপনীত হইবে, তন্নিমিত্তে তুমি কালের পর্য্যায় বোধগম্য করিয়া শোকে চিন্তার্পণ করিও না। হে পুত্র! যদি সংগ্রাম স্থলে ইঁহাদিগকে তোমার দেখিবার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তোমাকে নয়ন প্রদান করি, তদ্দ্বারা যুদ্ধ দর্শন করিতে পারিবে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষি সত্তম! জ্ঞাতিবধ

সন্দর্শনে আমি অভিলাষ করি না, কিন্তু আপনকার তেজঃপ্রভাবে এই যুদ্ধের সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে মানস করি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সংগ্রাম দর্শনে অনিচ্ছা ও শ্রবণে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বর প্রদানের ঈশ্বর ব্যাস সঞ্জয়কে বর দিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, এই সঞ্জয় তোমার নিকটে এই যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবেন। সংগ্রামের সমস্ত ব্যাপারই ইহাঁর পরোক্ষ থাকিবে না; ইনি দিব্যচক্ষুঃসমন্বিত হইবেন, তাহাতেই সমস্ত জানিতে পারিবেন ও যুদ্ধবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন। প্রকাশে বা অপ্রকাশে, দিবসে বা নিশা সময়ে যে কোন ব্যাপারের ঘটনা হইবে, ইনি মনে মনে চিন্তা করিবা মাত্র তৎসমস্ত অবগত হইবেন। শস্ত্র সমস্ত ইহাঁকে ছিন্ন করিতে পারিবে না এবং পরিশ্রমও ইহাঁকে ক্লান্ত করিতে সমর্থ হইবে না। হে সৌম্য! এই গবল্গণসুত সঞ্জয় এই সমর হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি শোকাভিভূত হইও না, আমি এই কুরুপাণ্ডব সকলের কীর্ত্তি বিখ্যাত করিয়া দিব। হে নরেন্দ্র! এই উপস্থিত ব্যাপার দৈবারব্ধ জানিবে। দৈব কৃত বিষয়ে কখনই শোক করা উচিত নহে। বিশেষত ইহা নিবারণ করিবারও সাধ্য নাই, যেহেতু যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেরই জয় হইয়া থাকে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের পিতামহ মহাভাগ ভগবান্ ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ বলিয়া পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! এই যুদ্ধে মহান্ ক্ষয় হইবে। তাহার অনুমাপক বহুবিধ ভয়ঙ্কর নিমিত্ত সমস্ত লক্ষিত হইতেছে। শ্যেন, গৃধ্র, কাক, কঙ্ক ও বক এই সকল পক্ষী বৃক্ষের উপরে আসিয়া পতিত হইতেছে এবং সকলে সমবেত হইয়া আনন্দ ভরে সমীপবর্ত্তী যুদ্ধস্থল নিরীক্ষণ করিতেছে। মাংসভোজী শৃগাল কুক্কুরাদি গণ গজবাজিগণের মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া বিচরণ করিতেছে। বিকটাকার কঙ্কপক্ষি সকল নির্দ্দয়ভাবে শব্দ করিয়া ভয় প্রদর্শন করত দক্ষিণ দিক্ দিয়া মধ্যস্থলে সঞ্চরণ করিতেছে। হে ভারত! পূর্ব্বাপর উভয় সন্ধ্যাকালেই নিত্য নিত্য দৃষ্ট হইতেছে যে উদয়াস্ত কালে সূর্য্যদেব যেন কবন্ধগণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকেন। উভয় প্রান্তভাগে শ্বেত ও লোহিত বর্ণ এবং মধ্যভাগে কৃষ্ণবর্ণ এই ত্রিবর্ণ মেঘ পরিবেষাকারে সন্ধ্যা কালে প্রভাকরকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। আমি দেখিয়াছি, অমাবস্যার দিবস চন্দ্র-সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র পাপগ্রহে সমাক্রান্ত হইয়াছে, আবার সেই অহোরাত্রেই ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা ভয়ের নিমিত্তই হইতেছে। চন্দ্রমা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে প্রভাহীন ও রক্তবর্ণ হইয়া অলক্ষ্য হইয়াছেন। অতএব বহু সংখ্যক শৌর্য্যশালি, পরিঘ বাহু, বীর রাজা ও রাজপুত্র গণ নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরা আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিবেন। রাত্রি কালে যুদ্ধকারী বরাহ ও বিড়ালের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর শব্দ অন্তরীক্ষ পথে শ্রুত হইতেছে। দেব-প্রতিমা সকল কখন কম্পিত হইতেছে, কখন হাস্য করিতেছে, কখন বদন দ্বারা রুধির বমন করিতেছে, কখন ঘর্ম্মযুক্ত হইতেছে, কখন বা ধরাতলে পতিত হইতেছে। হে নরপাল! দুন্দুভি সকল আহত না হইয়াও শব্দ করিতেছে। ক্ষত্রিয় গণের প্রধান প্রধান রথ অশ্বযোজিত না হইয়াও চলিত হইতেছে। কোকিল, শতপত্র, চাস, ভাস, শুক, সারস, ময়ূর, এই সকল পক্ষিগণ কঠোর ধ্বনি করিতেছে। স্থানে স্থানে অশ্বারোহ গণ বর্ম্ম পরিধান ও শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্পর্দ্ধা করিতেছে। অরুণোদয় কালে শত শত শলভ দল দৃষ্ট হইতেছে, এবং উভয় সন্ধ্যাকালে দিগ্‌দাহ প্রকাশিত হইতেছে। হে ভারত! মেঘ সকল ধূলি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে। হে রাজন্! সাধুজনপুরস্কৃতা, ত্রিলোক বিশ্রুতা, যে এই অরুন্ধতী,

তিনি স্বীয় স্বামী বশিষ্ঠকে পৃষ্ঠে করিয়া রহিয়াছেন। শনিগ্রহ রোহিণীর পীড়োৎপাদন করিতেছেন। চন্দ্রের মৃগচিহ্ন আর যথা স্থানে দৃষ্ট হয় না। নভোমণ্ডলে বিনা মেঘে ঘোরতর ঘনধ্বনি শ্রুত হইতেছে, এবং বাহন গণ রোদন করিতেছে, তাহাদিগের অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইতেছে। মহারাজ! এই সমস্ত দেখিয়া প্রতীতি হইতেছে যে মহা ভয়াবহ ব্যাপার উপস্থিত হইবে।

ব্যাসোক্তিপ্রকরণেদ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২॥

ব্যাস কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার নগরে গো গর্ব্ভে গর্দ্দভ প্রসূত হইতেছে। সন্তানেরা মাতার সহিত কেলি করিতেছে। বন জাত বৃক্ষ সকল অকালোচিত পুষ্পফল প্রদর্শন করিতেছে। গর্ব্ভিণী গণ ভীষণ-মূর্ত্তি ক্ষত্রিয় পুত্র উৎপাদন করিতেছে। মাংস ভোজী পশুপক্ষি গণ মিলিত হইয়া একত্র ভোজন করিতেছে। কাহারো তিন শৃঙ্গ, কাহারো চারি নেত্র, কাহারো পঞ্চ পদ, কাহারো দুই শিশ্ন, কাহারো দুই মস্তক, কাহারো দুই লাঙ্গুল, কাহারো বা বিশাল দন্ত, এই রূপ অশিবমূর্ত্তি পশু সকল উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহারা জাত মাত্রই মুখ ব্যাদান করিয়া অমঙ্গল ধ্বনি করিতেছে। কাহারো তিন পদ, কাহারো চারি দন্ত, কোন টা শিখা-বিশিষ্ট, কোন টা বা শৃঙ্গ-যুক্ত এই রূপ বিকৃতাকার ঘোটক সকল উৎপন্ন হইতেছে, এবং কোন কোন ব্রহ্মবাদিগণের সহধর্ম্মিণীদিগকে গরুড় পক্ষী ও ময়ূর প্রসব করিতে দেখা যাইতেছে। হে মহীপতে! ঘোটকী গোবৎস এবং কুকুরী অকল্যাণ রব কারী শৃগাল, কুক্কুট, করভ ও শুক পক্ষি প্রসব করিতেছে। কতকগুলি স্ত্রীলোক চারি পাঁচ টি কন্যা প্রসব করিয়াছে; ঐ কন্যারা জন্মিবা মাত্র নৃত্য, গীত ও হাস্য করিয়াছে। চাণ্ডালাদি ইতর জাতীয় ক্ষুদ্র লোকেরা নৃত্য, গীত ও হাস্য করিতেছে; তাহাতেই তাহারা মহা ভয় বিজ্ঞাপন করিতেছে। শিশুগণ যেন কাল প্রেরিত হইয়া সশস্ত্র প্রতিমা লিখিতেছে, দণ্ড হস্তে করিয়া পরস্পর প্রহার নিমিত্ত ধাবিত হইতেছে, এবং যুদ্ধেচ্ছু হইয়া পরস্পর নির্ম্মিত কৃত্রিম নগর সকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতেছে। কমল উৎপল কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বৃক্ষে উৎপন্ন হইতেছে। প্রচণ্ডতর বায়ু সর্ব্ব দিগে প্রবাহিত হইবায় ধূলিজাল উড্ডীন হইতেছে, উপশান্ত হইতেছে না। বসুন্ধরা মুহুর্ম্মুহু কম্পিতা হইতেছেন। রাহু গ্রহ সূর্য্যকে অনুক্ষণ আক্রমণ করিতেছেন; এবং কেতু গ্রহ চিত্রা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন; ইহাতে কুরুবংশ ধ্বংসের বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে এবং মহাঘোর মহাগ্রহ ধূমকেতু পুষ্যাকে আক্রমণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাতেও সেনা-দ্বয়ের বিষমতর অনিষ্ট উৎপাদন করিবেন। মঙ্গল মঘাতে এবং বৃহস্পতি শ্রবণায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করিতেছেন। শনি পূর্ব্বফল্গুণীকে আক্রমণ করিয়া পীড়া দিতেছেন। শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদে আরোহণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন এবং পরিঘ নামক উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া পরিক্রম পূর্ব্বক উত্তরভাদ্রপদকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন। কেতু নামক দ্বিতীয় উপগ্রহ ধূমযুক্ত পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্র-দৈবত তেজস্বী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। ধ্রুব নক্ষত্র ভয়ানক রূপে দেদীপ্যমান হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শশী ও ভাস্কর উভয়েই রোহিণীকে পীড়া দিতেছেন। পরুষগ্রহ রাহু চিত্রা ও স্বাতির অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাবক সদৃশ প্রভাশালী মঙ্গল বক্রানুবক্রভাবে সঞ্চরণ করিয়া বৃহস্পতির অধিষ্ঠিত শ্রবণা নক্ষত্রকে সম্পূর্ণ রূপে বেধ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

মহারাজ! সময় বিশেষে বিশেষ বিশেষ শস্যশালিনী যে ধরিত্রী, তিনি অধুনা সর্ব্ব প্রকার শস্য সমূহে যুগপৎ সমাকীর্ণ হইতেছেন। যব সকলের পাঁচ পাঁচ এবং ধান্য সকলের শত শত শীষ দৃষ্ট

হইতেছে। জগৎ রক্ষার কারণভূত, সর্ব্ব লোক মধ্যে প্রধান ধেনুগণকে বৎসের পানাবসানে দোহন করিলে তাহারা শোণিত ক্ষরণ করিয়া থাকে। শরাসন সকল হইতে সহসা তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতেছে; খড়্গ সমস্ত অকস্মাৎ অতিমাত্র প্রভাযুক্ত হইতেছে; শস্ত্র সকল যেন উপস্থিত সমর কার্য্যকে স্পষ্ট রূপেই নিরীক্ষণ করিতেছে। হে ভারত! যখন ধ্বজ, কবচ, শস্ত্র ও জলের আভা অগ্নিবর্ণ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে যে, মহান্ ধ্বংস হইবে,—কুরু পাণ্ডবগণের পরস্পর হিংসা ব্যাপারে পৃথিবী ধ্বজা রূপ ভেলা সমুহে সমাকুলা শোণিতাবর্ত্তময়ী নদী রূপে পরিণতা হইবে। সর্ব্ব দিকে মৃগ পক্ষিগণ প্রদীপ্ত মুখে নিরন্তর কর্কশ ধ্বনি করিতেছে এবং অত্যাহিত প্রদর্শন করত মহাভয় বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিতেছে। এক পক্ষ, এক চক্ষু ও এক পদ বিশিষ্ট একটা শকুনি রাত্রি কালে সঞ্চরণ করত শস্ত্র সকলকে শোণিত বমন করাইবার নিমিত্তেই যেন অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। হে রাজেন্দ্র! সংপ্রতি সমুদায় শস্ত্রই যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। উদার ভাবাপন্ন সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সম্যক্ রূপে আচ্ছাদিত হইতেছে। তেজোময় বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর, এই দুই টি গ্রহ বিশাখার সমীপবর্ত্তী হইয়া সম্বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছেন। এক পক্ষে দুই দিন ত্র্যহস্পর্শ হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে যে ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হয়, সেই দিবসে পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে চন্দ্র বা সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যেন প্রজা ক্ষয়ই ইচ্ছা করিতেছেন। দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে ধুলি বর্ষণে সমাকীর্ণ হইয়া অশুভ সূচক হইয়াছে। উৎপাত-লক্ষণ ভীষণাকার মেঘ সমস্ত রাত্রি কালে শোণিত বর্ষণ করিতেছে। ক্রূরকর্ম্মা রাহু কৃত্তিকার পীড়োৎপাদন করত অবস্থিতি করিতেছে। বায়ু সমস্ত, উৎপাতবিশেষ লক্ষ্য করিয়া পুনঃপুন প্রবাত হইতেছে, ইহাতে মহান্ আক্রন্দ জনন বৈরযুদ্ধ উপস্থিত হইবে। রাজাদিগের অশ্বপতি, গজপতি ও নরপতি, এই ত্রিবিধ ছত্র-চক্র কথিত হইয়াছে; অশ্বিনী প্রভৃতি নয় টি নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে অশ্বপতির বিঘ্ন হয়; মঘাদি নব সংখ্যক নক্ষত্রের মধ্যে কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে গজপতির অরিষ্ট হইয়া থাকে; এবং মুলাদি নয় টি নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে পাপগ্রহের বেধ হইলে নরপতির অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হে নরপতে! সংপ্রতি ঐ ত্রিবিধ ছত্র সম্বন্ধীয় প্রতি নব-সংখ্য নক্ষত্রের অন্তর্গত কোন কোন নক্ষত্রে শিরঃস্থানে পাপগ্রহ পতিত হইতেছে; ইহা অতীব ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়াছে। কখন এক পক্ষের মধ্যে এক দিবস তিথি ক্ষয় হইলে প্রতিপদ্ অবধি গণনা মতে চতুর্দ্দশ দিবসে, তাহা না হইলে পঞ্চদশ দিবসে, এবং কখন বা এক দিবস তিথি বৃদ্ধি হইলে ষোড়শ দিবসে চন্দ্র বা সূর্য্য পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে রাহুগ্রস্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক মাসের মধ্যে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই দুই দিবস করিয়া তিথি ক্ষয় হইয়া যে ত্রয়োদশ ত্রয়োদশ দিবসে পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুগ্রস্ত হন, ইহা কখন দেখি নাই, অতএব যখন এই চন্দ্র সূর্য্য উভয় গ্রহ ঐ রূপ ত্রয়োদশ দিবসে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা যে প্রজা সমূহ ক্ষয় করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাক্ষস গণ তৎকালে বক্ত্র পূরণ করিয়া রক্ত পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না। মহারাজ! মহানদীর প্রবাহ সমস্ত প্রতিকূলগামী হইতেছে। যাবতীয় সরিৎপুঞ্জের জল সকল শোণিত বর্ণ ধারণ করিতেছে। কূপ সমুদায় ফেননিচয়ে পরিকীর্ণ হইয়া বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে। শুষ্কাশনি সদৃশ দেদীপ্যমান সনির্ঘাত উল্কা সকল পতিত হইতেছে, এবং অদ্য নিশাবসানে উদয় কালে প্রভাকর, সর্ব্বদিক্ প্রজ্বলিত বহু উল্কার সহিত

সঞ্চরণ করিয়াছেন। মহর্ষিগণ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন যে এইরূপ উৎপাত উৎপত্তি হইলে পৃথিবী সহস্র সহস্র পৃথিবীপতির শোণিত পান করিবেন। অপিচ, হিমালয়, কৈলাস ও মন্দরগিরিনিকর হইতে প্রচণ্ডতর সহস্র সহস্র শব্দ ও শিখর সমস্ত নিপতিত হইতেছে। এতাদৃশ ভূমিকম্প হইতেছে যে তাহাতে সাগর চতুষ্টয় অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া যেন বসুন্ধরাকে ক্ষোভিত করত স্বীয় স্বীয় উপকূল অতিক্রম করিতেছে। কঙ্করবাহী প্রচণ্ড বায়ুসমস্ত বৃক্ষসকল বিলোড়িত করিয়া বহন করিতেছে, গ্রাম ও নগর মধ্যে বৃক্ষ ও চৈত্য সকল উগ্রতর সমীরণে ভগ্ন ও বজ্রাহত হইয়া পতিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা যে অগ্নিতে হোম করিতেছেন, সেই অগ্নি নীল, লোহিত বা পীতবর্ণ হইয়া দুর্গন্ধ বিস্তার, কঠোর শব্দ নিঃসারণ ও বাম ভাগে শিখাসঞ্চালন-পূর্ব্বক জ্বলিত হইতেছেন। স্পর্শ, গন্ধ, রস, এসকলই বিপরীত ভাব হইতেছে। ধ্বজা সকল মুহুর্মুহু কম্পমান হইয়া ধুম পরিত্যাগ করিতেছে। ভেরী পটহ বাদ্য সমস্ত অঙ্গার বর্ষণ করিতেছে। চতুর্দ্দিগে বায়স গণ মহোন্নত মহীরুহ পুঞ্জের উপরি ভাগে বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে সঞ্চরণ করত অতিমাত্র ভৈরব রবে 'পক্কা পক্কা' শব্দ করিতেছে। অন্যান্য পক্ষি সকল পুনঃপুন ধ্বনি করিতে করিতে রাজন্যগণের ধ্বংস সূচনা করত ধ্বজাগ্রে আসিয়া পড়িতেছে। দুরন্ত দন্তী সকল কম্পিত কলেবর ও চিন্তা যুক্ত হইয়া মল মূত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এবং অশ্ব হস্তী দীনভাবাপন্ন ও ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে। হে ভারত! তুমি এই সমস্ত বিষমতর ঘটনাপুঞ্জ শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহাতে লোকের সমুচ্ছেদ না হয়, তাহাতে যে রূপ বিধান করা উচিত বোধ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র পিতা ব্যাস দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, সম্প্রতি যে, নরক্ষয় হইবে, ইহা অবশ্যই দৈব নির্বন্ধ বলিতে হইবে। যাহা হউক, রাজন্যগণ যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, তবে বীর-লভ্য স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে পারিবেন। পুরুষ প্রধান গণ মহা সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে দীর্ঘ কাল মহৎ সুখ লাভ করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজ সত্তম! কবীশ্বর ব্যাস দেবকে তাঁহার পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এই রূপ কহিলে, ব্যাস পরম ধ্যানে চিত্ত নিবেশ করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! কালই জগতের ধ্বংস বিধান করেন এবং পুনর্ব্বার উৎপত্তিরও প্রয়োজক হয়েন। ইহ লোকে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে, ইহাতে সংশয় নাই, তথাপি কুরু পাণ্ডব ও অন্যান্য সুহৃদ্ বান্ধব দিগকে ধর্ম্ম্য পথ প্রদর্শন করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে; যেহেতু তুমিই তাহাদিগের প্রবৃত্তি নিরোধে সমর্থ। পণ্ডিতেরা জ্ঞাতিবধকে অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম বলিয়াছেন; অতএব হে রাজন্! তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুমোদন করিও না। হে নরপতে! সাক্ষাৎ কাল আসিয়া তোমার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেদে হিংসার প্রশংসা নাই; উহা কোন মতেই শুভ নহে। যে, স্বকীয় তনু স্বরূপ কুলধর্ম্ম হনন করে, সেই কুলধর্ম্মই তাহাকে সংহার করে। তুমি সাধ্যতা সত্ত্বেও কাল হেতুই আপদ্গ্রস্তের ন্যায় এই কুলের ও অপরাপর ক্ষত্রিয় বংশের সংহার নিমিত্তে উৎপথ গন্তা হইতেছ; রাজ্য লোভ হেতুই তোমার এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছে; তোমার নিতান্তই ধর্ম্ম লোপ হইতেছে; অতএব এখনও তুমি পুত্রদিগকে ধর্ম্মপথ প্রদর্শন কর। হে দুর্দ্ধর্ষ! যে রাজ্য নিমিত্তে তোমাকে পাপাক্রান্ত হইতে হইবে, এতাদৃশ রাজ্যে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি যশ, কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর, তাহাতে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে। পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করুক, কৌরবগণ শান্তি প্রাপ্ত হউক।

অম্বিকা নন্দন বাগ্মী ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের বাক্য শেষ না হইতেই পুনরায় এই কথা কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি অভিজ্ঞান-সম্পন্ন আপনার যথার্থ ভাবাভাব যে রূপ বিদিত হইতেছে, আমারও তাহা অবিদিত নাই, কিন্তু মনুষ্য, স্বার্থ বিষয়ে স্বভাবতই বিমুগ্ধ হইয়া থাকে; আমাকেও আপনি এক জন সাধারণ মনুষ্য বলিয়া জানিবেন। হে অতুলপ্রভাব মহর্ষি! আপনি ধীর, উপদেষ্টা, এবং আমাদিগের গতি; আমি আপনকার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। আমার মতি অধর্ম্ম করিতে চায় না, পরন্তু আমার সেই পুত্রেরা আমার বশম্বদ নহে। আপনি ভরত বংশের কীর্ত্তি, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও যশের নিদানভূত এবং কুরুপাণ্ডবদিগের মান্য পিতামহ।

ইহা শুনিয়া ব্যাসদেব কহিলেন, হে বিচিত্রবীর্য্যনন্দন মহারাজ! তোমার মনে যদি কোন সংশয় থাকে ইচ্ছানুসারে ব্যক্ত কর, আমি তাহা অপনোদন করি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! সংগ্রামে বিজয়িদিগের পক্ষে যে সমস্ত শুভ নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় যথার্থ রূপে শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে।

তখন দ্বৈপায়ন কহিতে লাগিলেন, আহুত পাবকের ধুম থাকে না, প্রভা নির্ম্মল হয়, দীপ্তি ঊর্দ্ধদিকে ও শিখা দক্ষিণ-ভাগে সঞ্চারিত হইয়া থাকে; এবং অগ্নিতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা চতুর্দ্দিকে পবিত্র গন্ধ বিস্তার করে; পণ্ডিতেরা ভাবি বিজয়ের লক্ষণ এই রূপ বলিয়াছেন। শঙ্খ ও মৃদঙ্গের শব্দ গম্ভীর অথচ বহু দূরে বিস্তৃত হয় এবং দিবাকর ও শশধর উভয়েই অতীব বিশুদ্ধ কিরণ প্রকাশ করেন, পণ্ডিতেরা এই সকলকে ভাবি বিজয়ের লক্ষণ কহিয়াছেন, এবং কি অবস্থিত, কি প্রস্থিত, সকল বায়সেরই শুভ ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। যে বায়সেরা পশ্চাৎভাগে থাকে, তাহারা যোধগণকে ত্বরান্বিত করে, আর যাহারা অগ্রে অভিগমন করে, তাহারা নিষেধ করিতে থাকে। যে স্থলে শকুনি, রাজহংস, শুক, বক ও শতপত্র বিহঙ্গেরা মাধুর্য্য সূচক শুভ শব্দ করিতে থাকে এবং দক্ষিণ দিক্ দিয়া সঞ্চরণ করে, সে স্থলে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই তাহাকে যুদ্ধের জয় লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহাদিগের সৈন্য অলঙ্কার, বর্ম্ম ও ধ্বজাবলি দ্বারা অতিশয় দীপ্তিশালী ও দুর্নিরীক্ষ্য হয়, এবং বাহন গণ সুশ্রাব্য হ্রেষা রব করে, তাহারা শত্রু জয় করিয়া থাকে। হে ভারত! যাহাদিগের যোদ্ধারা উৎসাহ সহকারে হর্ষ ধ্বনি করে এবং যাহাদিগের সত্ত্ব ও মাল্য ম্লান হইয়া না যায়, তাহারা সমর-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যোধগণ পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'মারিয়াছি মারিয়াছি' এই রূপ যে অভীষ্ট সূচক বাক্য প্রয়োগ করে, পর সৈন্যে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়া 'তোরা মরিলি মরিলি' এইরূপ কৌশলক্রমে যে সকল বচন বিন্যাস করে, এবং আর 'যুদ্ধ করিস না মরিবি' এবম্বিধ অগ্রে প্রতিষেধক যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে, এই সকল বাক্য ভাবি বিজয়ের সূচক হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এ সকল অবিকৃত হইলে শুভসূচক হইয়া থাকে। যে সকল যোধগণ জয়শীল হয়, তাহাদিগের হর্ষভাব সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতে থাকে। বায়ু, মেঘ ও পক্ষিগণ অনুকূলগামী হয় এবং মেঘ ও ইন্দ্রধনু জলপ্লাবন করে। হে রাজন্! জয়শীলদিগের এই সমস্ত শুভ লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, আর পরাজয়ী মুমূর্ষুগণের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়।

সৈন্য অল্পই হউক বা অধিকই হউক যোধগণের এক মাত্র হর্ষই জয়ের লক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় উক্ত হইয়াছে। নিরুৎসাহ প্রযুক্ত এক জন পলায়ন করিয়া সুমহৎ সৈন্যকেও ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে। সৈনিক দিগকে ভগ্ন হইতে দেখিলে অতি শৌর্য্যশালী বীর পুরুষেরাও ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। সেই মহতী সেনা এক বার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া

পড়িলে, তখন প্রবলতর নদীবেগ অথবা ত্রাস-যুক্ত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদিগকে পুনরায় নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। রণ-কোবিদ পুরুষেরাও বিশৃঙ্খল মহা-সৈন্য মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারেন না, প্রত্যুত, তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া তাঁহারা আপনারাই নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। আবার, তাহাদিগকে ভীত ও প্রভগ্ন দেখিয়া অবশিষ্ট সৈনিকদিগেরও অতিশয় ভয় হইতে থাকে; সুতরাং সমস্ত সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সহসা দিগ্ দিগন্তরে পলায়ন করে। তখন শৌর্য্যবন্ত সৈন্যাধ্যক্ষেরা চতুরঙ্গিণী সেনায় সমবেত হইয়াও তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হন।

হে নরপতে! মেধাবী ব্যক্তি সততোত্থিত হইয়া সামাদি উপায় দ্বারা জয়লাভে যত্ন করিবেন। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, সামাদি উপায় দ্বারা যে জয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ; ভেদ দ্বারা যে জয়, তাহা মধ্যম; আর যুদ্ধ দ্বারা যে জয় লব্ধ হয়, তাহা অতীব জঘন্য। ফলত সমর ব্যাপার অশেষ দোষের আকর, যে হেতু মনুষ্য ক্ষয়ই তাহার প্রধান ফল কথিত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরকে অবগত, উৎসাহ-সম্পন্ন, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত চিত্ত, দৃঢ় অধ্যবসায়ী, এরূপ পঞ্চাশৎ বীরপুরুষেরা বিশাল সৈন্য দলকেও দলন করিতে পারে। অপিচ, দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে অর্থাৎ কোন রূপে পরাঙ্মুখ না হইলে পাঁচ, ছয় বা সাত ব্যক্তিও বিজয় লাভে সমর্থ হয়। বিনতানন্দন সুপর্ণ গরুড়, অসংখ্য স্বর্ণচূড় পক্ষীর একত্র সমবায় দৃষ্টি করিলেও তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্তে বহু জনের সাহায্য প্রার্থনা করেন না; অতএব মহতী সেনার বাহুল্য হইলেই যে অবশ্য জয় লাভ হয়, এমত নহে। বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই; তাহা দৈবের আয়ত্ত; বিজয়ী ব্যক্তিরাও সংগ্রামে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জয় পরাজয় সুচক নিমিত্ত কথনে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহাত্মা ব্যাসদেব ধীসম্পন্ন ধৃতরাষ্ট্রকে এই রূপ কহিয়া প্রস্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার সেই সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন। তিনি মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশংসিতাত্মা সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসিলেন, হে সঞ্জয়! যখন এই সকল সমরপ্রিয় শৌর্য্যশালী মহীপাল ক্ষত্রিয় গণ ঐশ্বর্য্যের অভিলাষী হইয়া পৃথিবীর নিমিত্তে বহুতর শস্ত্রনিকর সহকারে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইতেছেন, জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়াছেন, সংহার দ্বারা কৃতান্ত ভবন সম্বর্দ্ধিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত হইতেছেন না, তখন পৃথিবীর বহু প্রকার গুণ থাকাই প্রতীত হইতেছে; অতএব তুমি আমার নিকটে পৃথিবীর গুণ বিবরণ বর্ণন কর। এই কুরুক্ষেত্রে বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু কোটি, বহু অর্ব্বুদ বীর পুরুষের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁরা যে যে স্থান হইতে সমাগত হইয়াছেন, সেই সমস্ত দেশ ও নগর সমূহের প্রকৃত রূপ আকৃতি প্রকৃতি শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে। তুমি সেই অমিত-তেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রভাবে দিব্য বুদ্ধি-প্রদীপ জ্ঞান নেত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কিছুই তোমার অগোচর নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতেন্দ্র! আমি আপনকাকে প্রণাম করিয়া পৃথিবীর গুণ সমস্ত যথা মতি বর্ণন করি, আপনি শাস্ত্র নয়নে তৎ সমুদায় অবলোকন করুন। এই ভূমণ্ডলে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দ্বিবিধ জীব; তন্মধ্যে জঙ্গম-যোনি তিন প্রকার, স্বেদজ, অণ্ডজ, ও জরায়ুজ। যাবতীয় জঙ্গম জীবের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ। জরায়ুজগণের মধ্যে মনুষ্য ও নানারূপ ধারী যজ্ঞ সাধন পশু সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সেই পশু চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে সপ্ত আরণ্য ও সপ্ত গ্রাম্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক

ও বানর, এই সাত টি আরণ্য পশু; আর গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সাত টি গ্রাম্য পশু; ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন। হে রাজন্! এই চতুর্দ্দশ বিধ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু বেদে কথিত হইয়াছে, যাহাতে যজ্ঞ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য পশু মধ্যে মনুষ্য এবং আরণ্য পশু মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। প্রাণি মাত্রই পরস্পর পরস্পরের উপজীব্য। এবং স্থাবর জীবদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। তাহাদিগের পঞ্চ প্রকার জাতি; যথা, বৃক্ষ (অশ্বত্থাদি.) গুল্ম (কুশ কাশাদি স্তম্ব,) লতা (বৃক্ষাদিতে আরূঢ় গুড়ুচ্যাদি.) বল্লী (বর্ষ মাত্র স্থায়ি কুষ্মাণ্ডাদি) ও ত্বক্ সার তৃণ (বংশপ্রভৃতি)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিকৃতিভূত এই ঊন বিংশতি প্রকার জীব, আর ইহাদিগের প্রকৃতিভূত পঞ্চ মহাভূত, এই চতুর্ব্বিংশতি-সংখ্য কার্য্য কারণ সমস্তকে চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরাত্মক ত্রিলোক-বিখ্যাত ব্রহ্ম রূপ গায়ত্রী বলিয়া উদ্দিষ্ট হইয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি জগতে এই সর্ব্ব গুণান্বিতা পবিত্রা গায়ত্রীকে প্রকৃত রূপে জানিতে পারেন, তাঁহার আর বিনাশ হয় না। মহারাজ! ভূমি হইতে সকলের উৎপত্তি ও ভূমিতে সকলের লয় হইয়া থাকে, এবং ভূমিই সর্ব্বভূতের প্রতিষ্ঠা ও পরায়ণ হইয়াছে। যে ব্যক্তি ভূমির অধিকারী, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই তাহার হস্তগত, এই নিমিত্তেই ভূপালগণ ভূমির অভিলাষী হইয়া পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে প্রমাণজ্ঞ সঞ্জয়! সম্প্রতি সমগ্র বসুন্ধরার এবং তত্রত্য যাবতীয় নদী, পর্ব্বত, কানন, জনপদ ও অন্যান্য যে কিছু বস্তু ভূমির আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তৎসমুদায়ের নাম ও পরিমাণ আমার নিকট অশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! জগতীস্থ সমস্ত বস্তুতে পঞ্চ মহাভূতের সংগ্রহ আছে, এই হেতু মনীষী গণ জগতীস্থ সমস্ত বস্তুকে পরস্পর তুল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি, এই পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেকেতে ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণ আছে, এবং পর পর মহাভূতে ক্রমশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাভূতের গুণও বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে ক্ষিতি প্রধান; যেহেতু তত্ত্ববেদী ঋষি গণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ টি গুণই ক্ষিতিতে আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলে গন্ধ নাই, অন্য চারিটি গুণ রহিয়াছে। তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, এই তিন টি গুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, এই দুই টি গুণ এবং আকাশে শব্দ মাত্র গুণ রহিয়াছে। হে রাজন্! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সর্ব্ব ভূতের আশ্রয়ভূত পঞ্চ মহাভূতে উক্ত পঞ্চ গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যৎকালে ঐ পঞ্চ মহাভূতের তুল্যতা হয়, তখন তৎসমস্ত মহাভূত পরস্পর অবলম্বন করিয়া থাকে না, অর্থাৎ তৎকালে যাবতীয় ভৌতিক পদার্থের লয় হইয়া যায়। যখন তাহাদিগের পরস্পর বৈষম্য হয়, তখনই প্রাণীগণ দেহবিশিষ্ট হইয়া আবিষ্কৃত হয়, অর্থাৎ জগৎ বর্ত্তমান থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। আনুপূর্ব্বী ক্রমে সকলের ধ্বংস হয় এবং আনুপূর্ব্বী ক্রমেই সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভূমিতে জলের, জলে অগ্নির, অগ্নিতে বায়ুর ও বায়ুতে আকাশের লয়, এবং আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল হইতে ভূমির উৎপত্তি হয়। মহারাজ! কোন ভূতেরই পরিমাণ হইবার বিষয় নাই, সকলই অপরিমেয়, সকলই ঐশ্বরিক। প্রত্যেক পদার্থেই পাঞ্চভৌতিক প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যেরা তর্ক শক্তি পরিচালনা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান পঞ্চ-ভূতময় পদার্থপুঞ্জের প্রমাণ কথনে উদ্যুক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু যে সকল ভাব চিন্তার বিষয়ীভূত নহে, তাহা তর্ক দ্বারা নিরূপণ করি-

তে উদ্যুক্ত হইবে না। যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়।

হে কুরুবর্দ্ধন! সুদর্শন নামে জম্বু বৃক্ষ বিশেষ, তন্নামে বিশ্রুত সুদর্শন দ্বীপ আপনকার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন; উহা গোলাকার, চক্রের ন্যায় সংস্থিত এবং নদী, অপরাপর জলাশয়, মেঘসন্নিভ পর্ব্বত, বিবিধাকার নগর ও রমণীয় জনপদ সমূহে সংছন্ন; পুষ্প ফলান্বিত বৃক্ষবৃন্দে সমুপেত; ধনধান্য সম্পন্ন ও চতুর্দ্দিকে লবণ সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। যেপ্রকার পুরুষ দর্পণে আপন আনন দর্শন করেন, তদ্রূপ চন্দ্র মণ্ডলে উক্ত সুদর্শন দ্বীপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সুদর্শন দ্বীপ সর্ব্বত্র সর্ব্বৌষধি সমবায়ে পরিবারিত, এবং উহার দুই দুই অংশে পিপ্পল আছে এবং দুই দুই অংশ শশস্থান; তদ্ভিন্ন সমুদায় স্থান জলময় জানিবেন। এতদ্ভিন্ন ইহার কিয়ৎ বিষয় সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন, অপর বিষয় পরে কহিব।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়! তুমি সর্ব্ব বিষয়ের যথাবিধানক্রমে তত্ত্বজ্ঞ, পরন্তু সুদর্শন দ্বীপের কথা যাহা সংক্ষেপ রূপে কহিলে, তাহা বিস্তার ক্রমে বল, এবং উহার শশস্থানে যাবতীয় ভূমি স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কীর্ত্তন কর; পিপ্পলের বিষয় পরে কহিবে।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে এই রূপ জিজ্ঞাসিলে, সঞ্জয় কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হিমবান্, হেমকুট, নগোত্তম নিষধ, বৈদূর্য্যময় নীল, শশিসন্নিভ শ্বেত ও সর্ব্বধাতুপিনদ্ধ শৃঙ্গবান্, এই ছয় টি বর্ষ-পর্ব্বত রহিয়াছে; এই সকল গিরি সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত। ইহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান সহস্র সহস্র যোজন পরিমিত। সেই সকল স্থান পুণ্য-দেশ ও বর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নানাজাতি প্রাণীগণ সর্ব্বতোভাবে সেই সকল স্থানে বাস করিয়া থাকে। এই ভারত বর্ষ, ইহার উত্তরে হৈমবত বর্ষ এবং হেমকুটের উত্তরে হরিবর্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! নীল গিরির দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে পূর্ব্ব পশ্চিমে আয়ত মাল্যবান্ নামে শৈল আছে। সেই মাল্যবানের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত। সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে গোলাকার কনকপর্ব্বত মেরু রহিয়াছে। ঐ মেরু পর্ব্বতের প্রভা তরুণাদিত্য ও ধূমরহিত পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত। হে মহীপতে! উহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্র যোজন এবং নিম্নে চতুরশীতি যোজন ভূমিগর্ভে নিবিষ্ট আছে, এবং ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব প্রদেশে লোক সমস্ত সমাবৃত রহিয়াছে। হে বিভো! তাহার চতুর্দ্দিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ-প্রধান ভারত বর্ষ ও কৃতপুণ্য ব্যক্তিদিগের আবাস ভূমি উত্তর কুরু, এই চারি টি, দ্বীপ-সদৃশ স্থান আছে। সুমুখ নামে গরুড়-পুত্র বিহঙ্গম মেরু গিরিতে পক্ষি মাত্রকে সুবর্ণময় দেখিয়া চিন্তা করিয়াছিল যে 'এই মেরুগিরিতে উত্তম মধ্যম অধম পক্ষিদিগের কোন ইতর বিশেষ নাই, অতএব আমি এস্থান পরিত্যাগ করি।' মহারাজ! মহা জ্যোতিষ্মান্ আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণ ও পবন সেই পর্ব্বতকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করিয়া থাকেন। দিব্য পুষ্প ও ফল সকল সেই পর্ব্বতে বিদ্যমান আছে, এবং সুবর্ণময় শুভ ভবন সকল তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে রাজন্! ঐ পর্ব্বতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষস গণ অপ্সরাগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তথায় ব্রহ্মা, রুদ্র ও সুরেশ্বর ইন্দ্র সমবেত হইয়া অনেক-দক্ষিণক বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ তথায় যাইয়া অমরগণকে নানাবিধ স্তুতি বাক্যে স্তব করিয়া থাকেন, এবং মহাত্মা

সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ, প্রতি পর্ব্বাহে তথায় গমন করেন। হে মহীপতে! ঐ পর্ব্বতের শিখর প্রদেশে কবি-প্রধান দৈত্যগুরু দৈত্যগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এই সকল রত্ন পর্ব্বত ও সুবর্ণ প্রভৃতি যে কিছু রত্ন, তৎসমস্তই সেই সুমেরু সম্বন্ধীয়। ভগবান্ কুবের মেরু হইতেই সেই রত্নের চতুর্থাংশ উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং তাহার ষোড়শাংশ মর্ত্যগণকে প্রদান করেন। মেরুর উত্তর পার্শ্বে সর্ব্ব কালোৎপন্ন কুসুম সমূহে পরিব্যাপ্ত, শিলা-জাল-সম্ভুত রমণীয় দিব্য কর্ণিকার-বন আছে। ভূতভাবন ভগবান্ পশুপতি স্বয়ং দিব্য ভূতগণে পরিবৃত হইয়া উমা সহ তথায় বিহার করেন। তিনি আপাদ-লম্বমানা কর্ণিকারময়ী মালা ধারণ করিয়া থাকেন এবং উদিত সূর্য্যত্রয়-সদৃশ নেত্র-ত্রয় দ্বারা দীপ্তি পাইয়া থাকেন। উগ্রতপা সত্যবাদী, ব্রতপরায়ণ সিদ্ধগণই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পান; দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। হে নরনাথ! পুণ্যাত্মা দিগের পরিষেবিতা শুভদায়িনী বিশ্বরূপা পুণ্যা ভাগীরথী গঙ্গা সেই মেরু গিরির শিখর হইতে ক্ষীর-সদৃশ শুভ্র ধারা রূপে বিনিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে ভীষণ নির্ঘাত নিস্বন সহকারে শুভ চন্দ্র-হ্রদে প্লবমানা হইতেছেন। গঙ্গাদ্বারাই সেই সাগর সদৃশ হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন গঙ্গা নিঃসৃতা হইয়া প্রবল বেগে প্লবমানা হন, তখন পর্ব্বত সমূহ কর্ত্তৃক দুর্ধারণীয়া সেই গঙ্গাকে পিনাকধারী মহেশ্বর শত সহস্র বৎসর মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।

হে মহীপাল! জম্বুখণ্ডে মেরুর পশ্চিম পার্শ্বে কেতুমাল দ্বীপে মহান্ দেশ আছে। তত্রত্য মনুষ্য দিগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ; স্ত্রীগণ অপ্সরা তুল্য এবং তাহাদিগের আয়ু দশ সহস্র বৎসর। সেখানে মানব সকল তপ্ত কাঞ্চন তুল্য কান্তিমান্, নিত্য প্রফুল্ল-চিত্ত, অনাময় ও শোক রহিত হইয়া থাকে।

গুহ্যকাধিপতি কুবের অপ্সরা গণে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত গন্ধমাদন শৃঙ্গে আমোদ করিয়া থাকেন। গন্ধমাদনের পার্শ্ব দেশে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ুর সংখ্যা একাদশ সহস্র বৎসর। হে রাজন্! ঐ স্থানের মনুষ্যেরা হৃষ্টচিত্ত, তেজস্বী ও মহাবল-পরাক্রান্ত; স্ত্রীলোক মাত্রই উৎপলপত্র-বর্ণাভা ও প্রিয়দর্শনা।

নীল পর্ব্বতের উত্তরে শ্বেত বর্ষ, শ্বেতের উত্তরে হৈরণ্যক বর্ষ, এবং তাহার উত্তরে নানা জনপদাবৃত ঐরাবত বর্ষ; সর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত উক্ত ঐরাবত বর্ষ ও সর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত ভারত বর্ষ, এই দুই বর্ষের আকৃতি ধনুকের আকার। হে মহারাজ! উক্ত শ্বেত ও হৈরণ্যক, অপর ইলাবৃত বর্ষ এবং পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ষ ও হৈমবত বর্ষ, এই পাঁচ টি বর্ষ মধ্যস্থলবর্ত্তী, পরন্তু ইলাবৃত বর্ষ সর্ব্ব বর্ষের মধ্য স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভারত বর্ষ প্রভৃতি সপ্ত বর্ষে উত্তরোত্তর ক্রমে ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, আরোগ্য ও পরমায়ু পরিমাণের আধিক্য আছে। হে ভারত! এই সকল বর্ষে প্রাণীগণ পরস্পর মিত্রভাবে সমন্বিত থাকে। মহারাজ! এই রূপে সমস্ত পৃথিবী পর্ব্বত শ্রেণীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। হে রাজন্! কৈলাস নামক অতি মহান্ যে হেমকূট গিরি, তাহাতে কুবের গুহ্যকগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। কৈলাসের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বত নিকটে হিরণ্ময় শৃঙ্গ বিশিষ্ট দিব্য সুমহান্ মণিময় শৈল আছে। তাহার পার্শ্বে সুবর্ণ বালুকা বিশিষ্ট, রমণীয়, মহৎ, শুভ দিব্য বিন্দুসরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থানে রাজা ভগীরথ গঙ্গার সাক্ষাৎ পাইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় চৈত্য সমস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং মহাযশা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র তথায় যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ঐ স্থানে ভূতগণ সর্ব্ব-লোক-স্রষ্টা তিগ্মতেজা সনাতন ভূতপতিকে সমন্তাৎ পরিবেষ্টিত

হইয়া উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ স্থানেই নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু এবং স্থাণু বিরাজ করিয়া থাকেন, এবং ত্রিপথগামিনী দিব্যা গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া প্রথমে ঐ স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা হইয়া বস্বোকসারা, নলিনী, পবিত্রা সরস্বতী, জম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা এবং সিন্ধু, এই সপ্ত নামে সপ্তধা বিভক্তা হন। বিধাতা এই অচিন্তনীয়া দিব্যসঙ্কাশা সপ্তবিধা গঙ্গা বিষয়ক বিধান করিয়াছেন। যুগ-প্রলয়ের পর এই স্থানে ঋষি ও দেবগণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে সরস্বতী কোন কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোন কোন স্থানে অদৃশ্যা হইয়া থাকেন। এই দিব্য সপ্ত গঙ্গা ত্রিলোক বিখ্যাতা হইয়াছেন। হিমালয়ে রাক্ষসগণ, হেমকূটে গুহ্যক গণ ও নিষধ গিরিতে নাগ সর্পগণ বাস করিয়া থাকেন। গোকর্ণ পর্ব্বত তপস্বীদিগের স্থান এবং শ্বেত পর্ব্বত সমস্ত দেব ও অসুর গণের আবাস ভূমি হইয়াছে। গন্ধর্ব্ব গণ নিষধ গিরিতে এবং ব্রহ্মর্ষিরা নীল শৈলে নিত্য অবস্থিতি করেন। হে মহারাজ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতেও দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন। মহারাজ! বিভাগ ক্রমে এই সপ্ত বর্ষ কথিত হইল। এই সমস্ত বর্ষ, স্থাবর জঙ্গম সকল ভূতেরই আবাস ভূমি; তাহাদিগের দৈবী ও মানুষী বহুবিধা সমৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসাধ্য; কল্যাণাকাঙ্ক্ষীরা তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। মহারাজ! আপনি যে শশ স্থানের দিব্য আকৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা এই উক্ত হইল, এবং তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ভারত বর্ষ ও উত্তর পার্শ্বে ঐরাবত বর্ষ, এই দুই টি বর্ষ যে আছে, তাহাও কথিত হইল। অপর নাগদ্বীপ ও কাশ্যপ দ্বীপ ঐ শশ স্থানের কর্ণ স্বরূপ হইয়াছে। হে রাজন্! তাম্রপত্র সদৃশ-শিলা সংযুক্ত সুশোভিত যে মলয় পর্ব্বত, তাহা এই জম্বুদ্বীপের শশস্থানের দ্বিতীয় অবয়ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি মেরুর উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের বৃত্তান্ত অশেষ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, নীল গিরির দক্ষিণে এবং মেরু গিরির উত্তর পার্শ্বে সিদ্ধগণ নিষেবিত পবিত্র উত্তর কুরু আছে। ঐ স্থানের বৃক্ষে মধুময় ফল ও নিত্য নিত্য পুষ্প ফল হইয়া থাকে। পুষ্প সকল সুগন্ধি ও ফল সকল রসাল। হে নরনাথ! ঐ স্থানের কোন কোন বৃক্ষে ইচ্ছামত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর, ক্ষীরী নামে কতক গুলি বৃক্ষ আছে, তাহারা সর্ব্বদা অমৃতোপম ক্ষীর ও ছয় প্রকার রস ক্ষরণ করিয়া থাকে, এবং বস্ত্র উৎপন্ন করে। ঐ বৃক্ষের ফল হইতে আভরণ সকলও উৎপন্ন হয়। ঐ স্থানের সমস্ত ভূমি মণিময়ী ও তথায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঞ্চনের বালুকা সকল পতিত থাকে। ঐ স্থান, সমস্ত ঋতুতেই সুখস্পর্শ এবং তথায় কখন কর্দ্দম হয় না। মানবগণ দেবলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া তথায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ আভিজাত্য সম্পন্ন ও সাতিশয় প্রিয়দর্শন হন। তথায় এক কালে যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র জন্মে। স্ত্রীগণ অপ্সরা সদৃশী হয়। তাহারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষীরীবৃক্ষের অমৃতোপম ক্ষীর পান করিয়া থাকে। যুগ্ম মনুষ্য—কন্যা পুত্র যথাকালে জন্ম গ্রহণ করিয়া সমান রূপে বর্দ্ধিত হয়। তাহারা তুল্য রূপ, তুল্য গুণ ও তুল্য বেশ সম্পন্ন এবং চক্রবাক সদৃশ প্রণয়-বদ্ধ হয়। হে বিভো! তাহারা রোগবিহীন ও সদানন্দ। মহারাজ! তত্রত্য লোকসকল একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে ও পরস্পর পরস্পরকে সৌহার্দ্দ বশত পরিত্যাগ করে না। তীক্ষ্ণ তুণ্ড বিশিষ্ট মহাবল, ভারুণ্ড নামে পক্ষী গণ ঐ স্থানের মৃত ব্যক্তিদিগকে গ্রহণ করিয়া পর্ব্বত গুহায় প্রক্ষেপ করে। মহারাজ! উত্তর কুরুর বিষয় এই সংক্ষেপে কহিলাম।

এক্ষণে মেরুর পূর্ব্বপার্শ্ব যথাবৎ কীর্ত্তন করি। হে প্রজানাথ! মেরুর পূর্ব্বপার্শ্বের ভদ্রাশ্ব স্থান

প্রধান; যে স্থানে ভদ্রশাল বন ও কালাম্র নামে মহাদ্রুম আছে। মহারাজ! সেই কালাম্র বৃক্ষ এক যোজন উচ্চ, নিত্য পুষ্প ফলে সমন্বিত, শুভ কর ও সিদ্ধ চারণগণের পরিষেবিত। ঐ স্থানের পুরুষ সকল মহাবলিষ্ঠ, তেজস্বান্ ও শ্বেত কলেবর। স্ত্রী-গণ কুমুদবর্ণা, সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা; তাহাদিগের কান্তি চন্দ্র-সদৃশ, আনন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় এবং অঙ্গ চন্দ্র-সদৃশ শীতল, এবং তাহারা নৃত্যগীত বিষয়ে নিপুণা হইয়া থাকে। হে ভরত নন্দন! তত্রত্য লোক দিগের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর; তাহারা কালাম্রের রস পান করিয়া চির কাল স্থিরযৌবন হইয়া কালাতিপাত করে।

নীলের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে সুদর্শন নামে মহান্ জম্বুবৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষ আবহমান কাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সিদ্ধচারণগণের সেবিত। ঐ পবিত্র বৃক্ষে সর্ব্ব কাম ফল লব্ধ হয়। এই জম্বু-দ্বীপ সেই জম্বু বৃক্ষের নামেই চিরকাল বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। হে ভরত-নন্দন মনুজেশ্বর! ঐ বৃক্ষ একাদশ শত যোজন উচ্চ হইয়া অন্তরীক্ষ স্পর্শ করিয়াছে। উহার রসভেদী ফলের পরিণাহ-পরিমাণ সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অরত্নি। সেই ফল ভূমিতে পতমান হইয়া মহা শব্দ করিয়া থাকে এবং রজত বর্ণ রস রাশি নিঃসারিত করে। সেই জম্বুফলের রস নদী হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করত উত্তর কুরুতে গমন করে। সেই ফল-রস পান করিলে শ্রান্তি দূর হয়, পিপাসা থাকে না, এবং জরাতে আক্রান্ত হই-তে হয় না। ঐস্থানে উজ্জ্বল কান্তি, ইন্দ্রগোপ-সদৃশ জাম্বুনদ নামে দেব ভূষণ কনক উৎপন্ন হয়। তত্রত্য মানব জাতির অঙ্গ-কান্তি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় হই-য়া থাকে।

হে ভরত নন্দন! মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরে সম্বর্ত্তক নামে কালাগ্নি বহ্নি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়; এই পর্ব্বতের পরিমাণ একাদশ সহস্র যোজন। এবং উহার পূর্ব্ব শৃঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত সকল পূর্ব্ব দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তৎপ্রদেশে কাঞ্চন-সঙ্কাশ কান্তিমান্ মানবগণ জন্ম গ্রহণ করে; উহারা সকলেই ব্রহ্মলোক-চ্যুত ও ব্রহ্মবাদী এবং ঊর্দ্ধরেতা হইয়া থাকেন, ও কঠোর তপস্যাচরণ করেন। সেই ষট্ ষষ্টি সহস্র সংখ্য পুরুষ দিবাকরকে বেষ্টন করিয়া অরুণের অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাঁহারা ষট্ ষষ্টি সহস্র বৎসর আদিত্য তাপে তাপিত হই-য়া পরে শশিমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

মাল্যবান্ গিরি-প্রভৃতি বর্ণনে সপ্তম
অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সমস্ত বর্ষ, পর্ব্বত ও পর্ব্বত-বাসীদিগের নাম আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, শ্বেত গিরির দক্ষিণে নিষধ গি-রির উত্তরে রমণক নামে বর্ষ আছে। সেখানে যে সকল মনুষ্য জন্মেন, তাঁহারা সকলেই বিশুদ্ধ-আভি-জাত্য-সম্পন্ন, প্রিয়দর্শন ও নিঃশত্রু হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিত্য হৃষ্টচিত্ত হইয়া একাদশ সহস্র পঞ্চ শত বৎসর জীবিত থাকেন। নীল পর্ব্বতের দক্ষিণ ও নিষধ শৈলের উত্তরে হিরণ্ময় নামে বর্ষ আছে, যেখানে হিরণ্বতী নদী রহিয়াছে। মহারাজ! ঐ স্থানে সুপ্রসিদ্ধ পতগোত্তম পক্ষিরাজ গরুড় অব-স্থিতি করেন। হে রাজন্! তত্রত্য লোক সকল যক্ষের অনুগত, প্রিয় দর্শন, মহা বলবান্, ধনশালী ও প্রফুল্ল চিত্ত। উহাঁরা সার্দ্ধ দ্বাদশ সহস্র বর্ষ জী-বিত থাকেন।

হে মনুজাধিপ! শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের তিন টি বি-চিত্র শৃঙ্গ আছে। এক টি মণিময়, এক টি অদ্ভুত সুবর্ণময় এবং অপর একটি সর্ব্বরত্নময় ও ভবন সমূহে উপশোভিত। সেখানে স্বয়ংপ্রভা শাণ্ডিলী দেবী নিত্য বসতি করিয়া থাকেন। শৃঙ্গবান্ গিরির উত্তরে সমুদ্র পর্য্যন্ত ঐরাবত নামে বর্ষ। উহার সন্নিহিত তাদৃশ মহিমান্বিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত থাকা-

তেই উহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। তথায় সূর্য্য উত্তাপ প্রদান করেন না, মানব গণ জরাগ্রস্ত হয় না; নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া যেন চতুর্দ্দিগে আবৃত হইয়া থাকেন। সেখানে পদ্ম-পলাশলোচন, পদ্মবর্ণ, পদ্ম-প্রভাবন্ত ও পদ্ম দল-তুল্য সুগন্ধ যুক্ত মনুষ্য সকল উৎপন্ন হন। তাঁহারা সকলেই দেবতুল্য, ইষ্টগন্ধান্বিত, অনাহারোপজীবী, জিতেন্দ্রিয়, নিষ্পাপ ও দেব লোক চ্যুত। হে ভরত সত্তম! তাঁহারা ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর আয়ুষ্মান্ হইয়া জীবিত থাকেন।

হে জনাধিপ! সেই রূপ ক্ষীরোদসাগরের উত্তরে কনকময় শকটে প্রভু বৈকুণ্ঠ হরি বাস করেন। সেই যান অষ্টচক্র সংযুক্ত, ভূত সমুহান্বিত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, অগ্নিবর্ণ, মহাতেজঃসম্পন্ন এবং উৎ-কৃষ্ট সুবর্ণে সুভূষিত। সেই বিভু হরি সর্ব্বভূতের প্রভু। তাঁহাতেই জগৎ উপসংহৃত হয় এবং তাঁহা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনিই কর্ত্তা ও প্রবর্ত্তক। তিনিই পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু ও তেজঃস্বরূপ। তিনিই সর্ব্বভূতের যজ্ঞ-স্বরূপ, এবং হুতাশন তাঁহারই মুখ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় মহামনা নরপতি রাজাধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ কহিলে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-দিগের বিষয়ে ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী কিয়ৎ কাল চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সূতনন্দন! কালই জগৎ সমস্ত সংহার করেন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিও করেন; এই সংসারে চিরস্থায়ী বস্তু কিছুই নহে, ইহাতে সং-শয় নাই। সর্ব্বজ্ঞ নর নারায়ণই সর্ব্বভূতের সং-হার কর্ত্তা। দেবতারা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ এবং মনু-ষ্যেরা তাঁহাকে প্রভু বিষ্ণু বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

রমণক-প্রভৃতি বর্ষ বর্ণনে অষ্টম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এই যে ভারত বর্ষ, যাহার নিমিত্তে এই সমস্ত সৈন্য মুগ্ধ, মৎপুত্র দুর্য্যোধন অতিমাত্র লুব্ধ ও পাণ্ডুনন্দনেরা লোলুপ হইয়াছে, এবং আমার মনও মগ্ন হইয়াছে, তাহার যথার্থ বি-বরণ তুমি আমার নিকট বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু আমি তোমাকে এতদ্বিষয়ে বিজ্ঞ জানি।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পাণ্ডুনন্দনগণের ভারতবর্ষে লোভ নাই। দুর্য্যোধন, সুবলনন্দন শকুনি এবং অন্যান্য নানা জনপদেশ্বর ক্ষত্রিয়গণই এই ভারতবর্ষে লুব্ধ হই-য়াছেন। ইহাঁরা তন্নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমা করিতেছেন না। হে ভরতনন্দন! এই ভারতবর্ষের বিবরণ আপনার নিকট কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। এই ভারতবর্ষ ইন্দ্র দেবের প্রিয়। এবং বৈবস্বত মনু, পৃথু, বৈণ্য, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযা-তি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, শিবি, ঋষভ, ঐল, নৃগ, কুশিক, মহাত্মা গাধি, সোমক, রাজর্ষি দিলীপ, এই সকল রাজা ও অন্যান্য সমস্ত বলিষ্ঠ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণেরও প্রিয় হইয়াছে। হে অরিন্দম! আপনি যে এই ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথাতথ ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! এই ভারত-বর্ষে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্ বিন্ধ্য ও পারিপাত্র, এই সপ্ত কুল-পর্ব্বত আছে। এই সমস্ত পর্ব্বতের সমীপে অপরিজ্ঞাত সহস্র সহস্র বিপুল, সারবান্, বিচিত্র সানুমান্ পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। তদ্ব্যতীতও নীচলোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিজ্ঞাত আছে। আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্রজাতি সকলে এই সকল নদী ব্যবহার করিয়া থাকে—বিপুলা গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গো-দাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবালুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণ্ণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতি, বেদশিরা, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, কৃমি, করী-ষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধুতপাপা,

চন্দনা, কৌশিকী, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, দিশ্, শরাবতী, বেণ্বা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বাপী, শতবলী, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রাজিনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, অসিক্নী, কুশচীরা, মরুহী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুনাবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বস্ত্র, সুবর্ণা, গৌরী, কিম্পুনা, সহিরণ্বতী, বরা, বীরকরা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুবীরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণ্না, বিদিশা, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিশ্রাবা, মহাপগা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, শোণা, চন্দ্রমা, দুর্গামন্ত্রশিলা, ব্রহ্মমেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনদী, সুরসা, দাসী, সামান্যা, বরণা, অসী, নীলা, ধৃতিকরী, পর্ণাসা, মানবী, বৃষভা, বসা, ভাসা, এই সকল ও অন্যান্য অনেক মহানদী আছে—সদানিরাময়া, কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোষা, মুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষসাহ্বয়া, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকাহ্বয়া, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, মন্দাকিনী, সুপুণ্যা ও সর্ব্বা গঙ্গা, ইহারা সকলে জগতের মাতা স্বরূপ এবং মহা ফল দায়িনী। এই প্রকার অন্য অন্য সহস্র সহস্র শত শত নদী জনগণের নিকট অপ্রকাশিত আছে। পরন্তু যেমন স্মরণ হইল, তদনুসারে এই সকল নদী কীর্ত্তন করিলাম।

মহারাজ! ইহার পর জনপদ সমূহের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কুরু পাঞ্চাল, শাল্ব, মদ্রজাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্য, কুশট্ট, কৌশল্য, কুন্তি, কাশি, কোশল, চেদি, মৎস্য, করূষ, ভোজ, সিন্ধু, দাশার্ণ, মেকল, উৎকল, পাঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, যুগন্ধর, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, দশার্ণ কুকুর, অবন্তি, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মল্লক, পাণ্ড্য, বিদর্ভ, অনূপবাহিক, অশ্বক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, মল্লরাষ্ট্র, কেরল, বারবাশ্য, আপবাহ, বক্র, বক্রাতি, শক, বিদেহ, মগধ, স্বক্ষ, মলয়, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, যকৃল্লোমা, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্রাদ, মাহিষ, শশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঙ্কল, চর্ম্মচণ্ডক, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, সুরাষ্ট্র, কেকয়, কুট্ট, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্রনিষ্কুট, বহুঅন্ধ্র দেশ, অন্তর্গির্য্য, বহির্গির্য্য, অঙ্গমলদ, মালবাজ্জট, মহুত্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুণ্ড্র, ভার্গ, কিরাত, যামুন, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত্ত, নৈঋত, দুর্গল, পূতিমৎস্য, কুন্তল, কুশল, তীরগ্রহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্যকাগণ, তিলভার, মসীর, মধুমন্ত, সুকন্দুক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীসার, উলূত, শৈবাল, বাহ্লিক, দর্ব্বীচর, নব, দর্ব্ব, বাতজ, আমরথ, উরগ, বাহুবট্ট, সুদামা, সুমল্লিক, বধ্র, করীষক, কুলিন্দ, উপত্যক, বানায়ু, দশ, পার্শ্ব, রোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকচ্ছ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্ব্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্তক, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৈরিন্ধ্র ও পার্ব্বতীয়।

হে ভরত-নন্দন! ইহার পর দক্ষিণ দেশীয় জনপদ সকল শ্রবণ করুন। দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, মুষিক, বনবাসিক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্প, মুষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নলকানন, কোকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালব, নর, সমঙ্গ, কনক, কুকুর, অঙ্গার, মারিষ, ধ্বজিনী, উৎসব, সঙ্কেত, ত্রিগর্ত্ত, শাল্বসেনি, ব্যঢ়ক, কোরক, প্রোষ্ঠ, সমবেগবশ, বিন্ধ্য, পুলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপর বর্ত্তক, কুলিন্দ, কালদ, দণ্ডক, করট, মূষক, স্তনবাল, সনীয়, অঘট, সৃঞ্জয়, অলিদায়, শিবাট,

স্তনপ, সুনয়, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গন ও পরতঙ্গন।

মহারাজ! অপর উত্তর দেশ সকলের কথা শ্রবণ করুন। যবন, কাম্বোজ, সক্রদ্বহ, কুলথ্য, হুন, পারসিক, রমণ, চীন ও দশমালিক, এই সকল দেশে দারুণ ম্লেচ্ছ জাতি বাস করে এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির বসতি প্রদেশ, আভীর, দরদ, কাশ্মীর, পশু, খাশীক, অন্তচার, পহ্লব, গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, স্তনপোষিক, দ্রোষক, কলিঙ্গ, কিরাত জাতি দিগের বাস প্রদেশ, তোমর, হন্যমান ও করভঞ্জক। হে ভারত! পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের এই সকল ও অন্যান্য দেশের বিবরণ আমি উদ্দেশ মাত্রে কহিলাম।

কামদুঘা ধেনু স্বরূপ এই সমস্ত ভূমি, গুণ ও বল অনুসারে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলে ইহা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দোহন করিতে পারে। ধর্ম্মার্থ কোবিদ শূর রাজগণ এতাদৃশ ভূমির নিমিত্তে উৎসুক হইয়াছেন। সেই তরস্বী ক্ষত্রিয় গণ ধন-সম্পত্তি লোলুপ হইয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছেন। ভূমিই দেব ও মানবগণের কামনানুরূপ পরম গতি হইয়াছে। যে প্রকার কুক্কুরগণ পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে আমিষ লাভের নিমিত্তে ব্যাকুল হয়, ক্ষত্রিয়গণ বসুন্ধরা ভোগাভিলাষে সেই রূপ হইয়াছেন। কেহ কামনার শেষ করিয়া তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং কুরু পাণ্ডবেরা সাম, ভেদ, দান, বা দণ্ড দ্বারা ভূমি পরিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। ভূমির প্রতি সম্যক্ দৃষ্টি রাখিলে, ভূমিই মাতা, পিতা, পুত্র, সকলের অবলম্বন আকাশ ও স্বর্গ স্বরূপ হয়।

ভারতবর্ষীয়নদী-প্রভৃতি কথনে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হেসূত সঞ্জয়! হৈমবত বর্ষ, হরিবর্ষ ও এই ভারত বর্ষ বাসীদিগের আয়ুঃপরিমাণ, বল; শুভ ও অশুভ এবং অনাগত, অতিক্রান্ত ও বর্ত্তমান বিষয় সকল আমার নিকট তুমি সবিস্তার কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতেন্দ্র! এই ভারত বর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি, এই চারি যুগ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রথম সত্য, তদনন্তর ত্রেতা, পরে দ্বাপর, সর্ব্ব শেষে কলিযুগ। হে রাজ সত্তম! মনুষ্যের আয়ুঃসংখ্যা সত্য যুগে চতুঃসহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগে ত্রি সহস্র বৎসর এবং দ্বাপরে দ্বি সহস্র বৎসর; পরন্তু কলি যুগে পরমায়ুর সংখ্যা নিরূপিত নাই; ঐ যুগে মনুষ্য, গর্ভে থাকিয়াও মৃত হয় এবং জাত মাত্রও মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। কৃত যুগে মানব সকল মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, বীর্য্যবন্ত, প্রিয়দর্শন ও প্রজ্ঞাগুণ সমন্বিত হন। তাঁহারা শত শত সহস্র সহস্র সন্তান প্রজনন করেন, এবং মহোৎসাহ-সম্পন্ন, মহাত্মা, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও তপোধন মুনি হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় সকল প্রিয়-দর্শন, প্রশস্ত শরীর-বিশিষ্ট, মহাবীর্য্য, ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধ-কুশল ও শূরসত্তম হইয়া থাকেন। ত্রেতা যুগে সমুদায় ক্ষত্রিয়ই স্ব স্ব চক্রে আধিপত্য করত স্বাধীন থাকেন। দ্বাপর যুগে সকল বর্ণই সর্ব্বদা মহোৎসাহ, মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ও পরস্পর বধৈষী হন। এবং কলিযুগে লোক সকল অল্প তেজস্বী, ক্রোধপরায়ণ, লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। এবং তাহাদিগের ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, মায়া, অসূয়া, রাগ ও লোভ, এ সকলের আবির্ভাব হয়। হে নরাধিপ! এক্ষণে এই দ্বাপর যুগের অল্প অবশিষ্ট আছে। এই ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবত বর্ষে গুণের আধিক্য ও তাহার পর হরিবর্ষের তদপেক্ষাও গুণাধিক্য আছে।

ভারতবর্ষ প্রভৃতির বিবরণ কথনে জম্বুখণ্ডনির্ম্মাণ ও দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

ভূমিপর্ব্ব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে গবল্গণ-সুত সম্যগ্দর্শী সঞ্জয়! তুমি জম্বুখণ্ডের বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলে, এক্ষণে উহার বিস্তৃতি ও পরিমাণ যথার্থত আমার নিকট ব্যক্ত কর এবং সমুদ্রের পরিমাণ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শাল্মলি দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ দ্বীপ, রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয় স্বরূপত সম্যক্ রূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বহুসংখ্য দ্বীপ আছে, যদ্দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সপ্ত দ্বীপ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিবরণ আমি কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। হে নরাধিপ! জম্বু পর্ব্বত সম্পূর্ণ অষ্টাদশ সহস্র ষট্ শত যোজন বিস্তৃত; ইহার দ্বিগুণ বিস্তৃত লবণ সমুদ্র। ঐ লবণ সমুদ্র নানা জনপদে সমাকীর্ণ, মণি বিদ্রুম-সমূহে বিচিত্রিত, অনেক ধাতু চিত্রিত পর্ব্বত দ্বারা উপশোভিত, সিদ্ধ চারণগণে সংকীর্ণ এবং গোলাকার।

হে কুরুনন্দন পৃথ্বীনাথ! এই ক্ষণে শাক দ্বীপের বিষয় যথান্যায়ে অনুরূপ কীর্ত্তন করি, আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। শাক দ্বীপ বিস্তারে জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত। সেই শাক দ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরে পরিবেষ্টিত। তাহার বিস্তৃতি-পরিমাণ শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐ শাক দ্বীপে যে সকল পুণ্য দেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, তত্রত্য লোক সকল অল্পায়ু হয় না, সকলেই ক্ষমাশীল ও তেজস্বী; সুতরাং সেখানে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! শাক দ্বীপের এই সংক্ষেপ বিবরণ আপনার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম, অপর আর কি কহিব, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি শাক দ্বীপের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলে, বিস্তার ক্রমে যথার্থ রূপ বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মণি বিভূষিত রত্নাকর সপ্ত পর্ব্বত ও সরিৎ সকল বিদ্যমান আছে; তাহাদিগের নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন, আপনি ঐ সকল পর্ব্বতের সমস্ত বিষয়ই অতীব গুণবৎ জানিবেন। প্রথম মেরু গিরি; উহা দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের আলয়। তৎপরে মলয় নামে পর্ব্বত পূর্ব্ব দিকে আয়ত হইয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মেঘ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিগে ব্যাপ্ত হয়। তাহার পরে জলধার নামে মহাগিরি। ইন্দ্র ঐ গিরি হইতে উৎকৃষ্ট জল নিত্য নিত্য গ্রহণ করেন, তৎপরে বর্ষা কালে বর্ষণ করেন। তাহার পরে রৈবতক নামে উচ্চ গিরি, যেখানে আকাশে রেবতী নক্ষত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; পিতামহ ব্রহ্মারই এই সৃষ্টি চির কাল বিহিত আছে। হে রাজেন্দ্র! উহার উত্তরে শ্যাম নামে মহাগিরি। উহা নব মেঘ সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন, উচ্চ, সুন্দর শোভান্বিত ও উজ্জ্বল-বিগ্রহ। ঐ পর্ব্বতের শ্যাম বর্ণ হেতু তত্রত্য প্রজাগণ শ্যাম বর্ণ হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে এই ক্ষণে আমার এই অতীব সংশয় হইল যে তত্রত্য প্রজাগণ কি রূপে শ্যাম বর্ণ হয়?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সকল দ্বীপেই গৌর, কৃষ্ণ ও তদুভয়ের মিশ্র বর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু এই গিরি হইতে শ্যাম বর্ণ মাত্র হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই এই গিরি শ্যাম গিরি বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর মহোদয় দুর্গ শৈল; এবং কেশরী পর্ব্বত। বায়ু কেশরযুক্ত হইয়া ঐ কেশরী গিরি হইতে প্রবাত হয়। উক্ত এই সমস্ত পর্ব্বতের বিস্তার-পরিমাণ ক্রমশ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এই সাত টি পর্ব্বতের সাত টি বর্ষ মনীষী গণ কহিয়াছেন। মেরু পর্ব্বতের মহাকাশ, জলদ মলয় পর্ব্বতের কুমুদোত্তর, মহাগিরি জলধার শৈলের সুকুমার, রৈবত পর্ব্বতের কৌমার, শ্যাম গিরির মণিকাঞ্চন, কেশর শৈলের মৌদাকী এবং দুর্গ শৈলের মহাপুরুষ বর্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে কুরুনন্দন!

সেই শাক দ্বীপের মধ্যে শাক নামে মহাদ্রুম আছে; তাহার দীর্ঘতা ও বিস্তার জম্বূদ্বীপস্থ জম্বু-বৃক্ষের সমান। প্রজা গণ সেই বৃক্ষের উপাসনানুবর্ত্তী। সেই শাক দ্বীপের সমস্ত রাষ্ট্রই পবিত্র। সেখানে শঙ্কর দেব. সকলের পূজ্যমান হয়েন এবং সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেখানে গমন করিয়া থাকেন। হে ভারত রাজ! সেখানে চতুর্ব্বিধ প্রজাই অতীব ধার্ম্মিক এবং সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণানুযায়ি কর্ম্মে নিরত থাকে। তথায় চৌর্য্যবৃত্তি দেখা যায় না; প্রজা গণ জরামৃত্যু বিবর্জ্জিত ও দীর্ঘায়ু হইয়া প্রাবৃট্ কালীন নদীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পুণ্যজলা নদী সকল বিদ্যমান আছে; গঙ্গা বহুধা হইয়া গমন করিয়াছেন, এবং মহানদী সুকুমারী, কুমারী, শীতা, শীবেণিকা, মণিজলা, বংক্ষু ও বর্দ্ধনিকা, এই সকল ও অন্যান্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যতোয়া নদী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঐ সকল নদী হইতে জল গ্রহণ-পূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া থাকেন। ঐ সকল নদীর নাম ও পরিমাণ সংখ্যা করা অশক্য। তৎ-সমস্ত নদীই প্রধানা ও পুণ্যজনিকা।

মহারাজ! ঐ শাক দ্বীপে মগ, মশক, মানস ও মন্দগ, লোক-সম্মত এই পুণ্য দেশ চতুষ্টয় আছে। মগ দেশে স্ব কর্ম্ম নিরত বহুল ব্রাহ্মণ বসতি করিয়া থাকেন। মশক দেশে সর্ব্বকামপ্রদ ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় গণ অবস্থিতি করেন। মহারাজ! মানস জনপদে সর্ব্বাভিলাষ-সম্পন্ন, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মোপজীবী শূর বৈশ্যগণ নিবসতি করিয়া থাকেন, এবং মন্দগ রাষ্ট্রে ধর্ম্মশীল পৌরুষ-সম্পন্ন শূদ্রজাতি সর্ব্বদা নিবাস করে। হে রাজেন্দ্র! সেই শাকদ্বীপে রাজা নাই, দণ্ড নাই এবং দণ্ডার্হ ব্যক্তিও নাই; সমস্ত প্রজা স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারেই পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। সেই মহাপ্রভাব-সম্পন্ন শাক দ্বীপের বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় এবং ইহাই শ্রোতব্য।

শাকদ্বীপ বর্ণনে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উত্তর প্রদেশীয় দ্বীপ সকলের কথা যে রূপ শ্রুত হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র ও সুরাসমুদ্র, ঐ সকল দ্বীপে সন্নিবেশিত আছে; ঐ সকল দ্বীপে ধর্ম্মের আবির্ভব হেতু তৎপ্রদেশীয় সেই সকল সমুদ্রকে ধর্ম্মসাগর বলা যায়। হে নরাধিপ! সেই সমস্ত দ্বীপের পরিমাণ পর পর দ্বিগুণ, এবং পর্ব্বত সকল সেই সেই সমুদ্রে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। মধ্যম দ্বীপে মনঃশিলাধাতুময় মহান্ গৌর গিরি ও পশ্চিম দ্বীপে নারায়ণসখ কৃষ্ণপর্ব্বত রহিয়াছে। সেখানে স্বয়ং কেশব প্রজাগণের সুখ বিধানার্থে প্রজাপতির উপাসনা করত দিব্য রত্ন সকল রক্ষা করিয়া থাকেন। কুশ দ্বীপে জনপদের মধ্যে কুশস্তম্বকে, শাল্মলক দ্বীপে শাল্মলি বৃক্ষকে এবং ক্রৌঞ্চদ্বীপে রত্ন সমূহের আকর মহাক্রৌঞ্চ গিরিকে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজা পূজা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! কুশ দ্বীপে সর্ব্ব ধাতুময়, অতি মহান্, গোমন্ত নামে এক পর্ব্বত আছে, তাহাতে শ্রীমান্ প্রভু নারায়ণ কমললোচন হরি, মোক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগের সহিত নিত্য সঙ্গত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। দ্বিতীয়, বিদ্রুম-নিচিত সুনামা নামে দুর্দ্ধর্ষ দ্যুতিমান্ হেম পর্ব্বত; তৃতীয়, কুমুদ গিরি; চতুর্থ পুষ্পবান্ নামে শৈল; পঞ্চম কুশেশয়; ষষ্ঠ হরি গিরি নামে পর্ব্বত আছে। এই ছয় টি পর্ব্বতই প্রধান; তাহাদিগের পরস্পর অন্তর স্থান পর পর ক্রমে দ্বিগুণ। প্রথম ঔদ্ভিদ বর্ষ, দ্বিতীয় বেণুমণ্ডল বর্ষ, তৃতীয় সুরথ বর্ষ, চতুর্থ লম্বন বর্ষ, পঞ্চম ধৃতিমৎ বর্ষ, ষষ্ঠ প্রভাকর বর্ষ এবং সপ্তম কাপিল বর্ষ, এই সাত টি বর্ষ-লম্ভক পর্ব্বত আছে। হে পৃথিবীশ্বর! দেব, গন্ধর্ব্ব ও অন্যান্য প্রজা সকল এই সকল বর্ষে বিহার ও ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তত্রত্য জনগণ অল্পায়ু হয় না। হে নৃপ! সেখানে ম্লেচ্ছ জাতি ও দস্যুবৃত্তি লোক নাই। সকল লোকই প্রায় গৌর বর্ণ ও সুকুমার হয়।

হে মনুজেশ্বর! অবশিষ্ট সমস্ত দ্বীপের বিষয় যে রূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এক্ষণে তাহা আপনি অব্যগ্র চিত্তে শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ দ্বীপে ক্রৌঞ্চ নামে মহাগিরি আছে; তাহার পর বামনক, বামনের পর অন্ধকারক, অন্ধকারের পর পর্ব্বতোত্তম মৈনাক; মৈনাকের পর উৎকৃষ্ট গোবিন্দ গিরি; এবং গোবিন্দের পর নিবিন্দ নামে পর্ব্বত আছে। ইহাদিগের পরস্পর দূরতা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর গিরির দ্বিগুণ। এক্ষণে তত্রত্য দেশ সকল কীর্ত্তন করি, তাহা শ্রবণ করুন। ক্রৌঞ্চ গিরির সন্নিহিত কুশল দেশ, বামন গিরির সন্নিহিত মনোনুগ রাষ্ট্র, মনোনুগের পর উষ্ণ দেশ, উষ্ণদেশের পর প্রাবরক দেশ, প্রাবর দেশের পর অন্ধকারক দেশ, অন্ধকারের পর মুনি দেশ, এবং মুনি দেশের পর সিদ্ধচারণ গণ-সংকীর্ণ দুন্দুভিস্বন জনপদ কথিত হইয়া থাকে। তত্রত্য লোক সকল প্রায় গৌরবর্ণ হয়; মহারাজ! এই সকল দেশে দেব গন্ধর্ব্ব গণ বিহার করিয়া থাকেন। পুষ্কর দ্বীপে পুষ্কর নামে মণিরত্নবান্ পর্ব্বত আছে; সেখানে স্বয়ং প্রজাপতি দেব নিত্য বাস করিয়া থাকেন। হে নরাধিপ! সমস্ত দেব ও মহর্ষিগণ নিত্য নিত্য মনোনুকূল বাক্যে তাঁহার পূজা করত উপাসনা করিয়া থাকেন। জম্বূদ্বীপোৎপন্ন নানাবিধ রত্ন সকল এই সমস্ত দ্বীপস্থ প্রজাদিগের ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত দ্বীপের প্রজাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, দম, আরোগ্য ও পরমায়ুর পরিমাণ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্বীপ হইতে ক্রমশ পর পর দ্বীপস্থ লোকের দ্বিগুণ দ্বিগুণ হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই সমস্ত দ্বীপে যত দেশ আছে, সেই সকল দেশকে একই দেশ বলিতে হইবে, যেহেতু ঐ সমস্ত দেশে একই ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। নিয়ন্তা প্রজাপতি স্বয়ং দণ্ড উদ্যত করিয়া সর্ব্বদা সেই সমস্ত দেশ রক্ষা করত অবস্থান করিতেছেন। তিনিই রাজা, তিনিই শিব, তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ; তিনিই সচেতন অচেতন সমস্ত প্রজাকে পালন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই চিরকাল প্রস্তুত অন্ন স্বয়ং উপস্থিত হয়, প্রজা সকল তাহা ভোজন করিয়া থাকে।

মহারাজ! তাহার পর সমা নামে চতুষ্কোণ লোকালয় আছে; সেই স্থান ত্রয়স্ত্রিংশৎ মণ্ডল বিশিষ্ট। সেখানে লোক-প্রসিদ্ধ বামন, ঐরাবত ও প্রভিন্নকরটা-মুখ সুপ্রতীক প্রভৃতি চারি দিগ্‌গজ আছে, তাহাদিগের পরিমাণ সংখ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না, যেহেতু সেই গজ-চতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধ, অধ ও পার্শ্ব চিরকাল অপরিমিত। সেখানে বায়ু বিশৃঙ্খলা রূপে নানা দিক্ হইতে বহন করে, সেই সকল দিগ্‌গজ কর্ষণকারী, পদ্ম সদৃশ, মহাপ্রভ স্ব স্ব শুণ্ডাগ্র দ্বারা সেই সকল প্রবাত বায়ুকে গ্রহণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার তাহাদিগকে শতধা করিয়া নিত্য নিত্য মোচন করে। বায়ু সকল নিত্য নিত্য সেই সকল দিগ্‌হস্তীর নিশ্বাসে মুচ্যমান হইয়া আগমন করিয়া থাকে, তাহাতেই প্রজাগণ জীবিত রহিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি দ্বীপের বিষয় সাতিশয় বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন করিলে এবং তাহার সংস্থানও প্রদর্শন করিলে; এই ক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পরের বৃত্তান্ত বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বীপ সকলের বৃত্তান্ত উক্ত হইল, এই ক্ষণে চন্দ্র, সূর্য্য ও প্রভাবান্ রাহু গ্রহের বৃত্তান্ত যথার্থ রূপে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! শ্রুত হওয়া গিয়াছে, রাহু গ্রহ গোলাকার, তাঁহার ব্যাস-পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র যোজন, এবং বিপুলতা প্রযুক্ত পরিধি দ্বিচত্বারিংশৎ সহস্র যোজন; ইহা পুরাণবেত্তা বুধ গণ কহিয়াছেন। মহাত্মা চন্দ্রের ব্যাস একাদশ সহস্র যোজন, এবং পরিধি ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র একোন ষষ্টি শত যোজন পরম উদার শীঘ্রগামী সূর্য্যের ব্যাস দশ সহস্র যোজন এবং পরিধি পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র অষ্ট শত যোজন শুনিতে পাওয়া যায়। হে ভারত! ইহ সংসারে সূর্য্যের এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই রাহু

অজস্র গমনশীল অস্ত্র সমূহের ভয়ানক সাগর স্বরূপ হইয়াছিলেন; যে সাগরে বাণ সকল হিংস্র জল জন্তু ও কার্ম্মুক সকল তরঙ্গ হইয়াছিল; এবং যাহাতে আশ্রয় স্থান দ্বীপ ও তরণি ছিল না; যাহা গদা ও অসি স্বরূপ মকরের আলয়; যাহার আবর্ত্ত অশ্ব সকল; যাহা গজ গণে সমাকুল, পদাতি স্বরূপ মৎস্য সংঘে পরিপূর্ণ, দুরাসদ ও অক্ষোভ্য; এবং যাহার শব্দ শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি স্বরূপ হইয়াছিল; এবং যে সাগর বহুল হয়, গজ, পদাতি ও রথ সকলকে বেগে নিমগ্ন করিতেছিল এবং ক্রোধ স্বরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইতেছিল; সেই বীর শত্রু-হন্তা শত্রুতাপন ভীষ্ম রূপ অস্ত্র সাগরকে, বেলা-ভূমির সমুদ্র নিরোধের ন্যায়, কোন্ কোন্ যো-দ্ধারা অবরোধ করিয়াছিল? সঞ্জয়! যখন অরি-হন্তা ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হিত নিমিত্তে সমর কার্য্য করিয়াছিলেন, তখন কে কে তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হই-য়াছিল? সেই অমিত তেজস্বী ভীষ্মের দক্ষিণ চক্র কোন্ কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তিরা দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া প্রধান বীর দিগকে নিবারণ করিয়াছিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সন্নিহিত হইয়া অগ্র-ভাগ রক্ষার নিমিত্তে বর্ত্তমান ছিল? কোন্ বী-রেরা সেই যুধ্যমান বীরের উত্তর চক্র রক্ষা করিয়া-ছিল? কোন্ সকল যোদ্ধা তাঁহার বাম চক্রে থা-কিয়া সৃঞ্জয়গণকে প্রহার করিয়াছিল? কাহারা তাঁ-হার অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের দুরাক্রম্য অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল? কাহারা দুর্গম গতি স্বীকার করিয়া তাঁহার পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল? এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে কাহারাই বা সমবায় যুদ্ধে প্রধান বীরদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিয়াছিল? যদি বীর গণ তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, এবং তিনিও তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে সেই সকল বীর গণ কি হেতু যুদ্ধে বল-পূর্ব্বক দুর্জ্জয় পাণ্ডবদিগের সৈন্য জয় করিতে পারিল না?

সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা, সর্ব্ব লোকেশ্বর পরমেষ্ঠী ব্র-হ্মার সদৃশ সেই ভীষ্মের প্রতি কি প্রকারে প্রহার করিতে সমর্থ হইল? যিনি আশ্রয়ভূত দ্বীপ স্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অবলম্বনে আশ্বাসিত হইয়া কুরু গণ শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, সেই নর-সিংহ ভীষ্ম রূপ দ্বীপের নিমজ্জন বৃত্তান্ত তুমি ব্যক্ত করিতেছ! মহাবল মদীয় পুত্র যাঁহার বল বীর্য্য আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে গণনাই করে নাই, তিনি কি প্রকারে শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? পুরা কালে সমস্ত দেব গণ, দানব গণ-হনন-কালীন যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাব্রত মৎপিতা ভীষ্মকে সাহায্য নিমিত্তে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এবং পুত্র-লক্ষণ-সম্পন্ন মহাবীর্য্য যে ভীষ্ম জন্ম গ্রহণ করিলে লোক-বিখ্যাত রাজা শান্তনুর শোক, দুঃখ, দৈন্য দূরীভূত হইয়াছিল; সেই বিখ্যাত পরমাশ্রয় প্রাজ্ঞ স্বধর্ম্ম-নিরত শুচি বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্মকে কি প্রকারে আমার নিকট তুমি হত বলিয়া ব্যক্ত করিতেছ! সঞ্জয়! সর্ব্বাস্ত্রে কুশল বিনয়ী শান্ত দান্ত সেই মহানুভব শান্তনুনন্দনকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমি অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্যকেই নিহত মনে করি-তেছি। সঞ্জয়! আমার বিবেচনায় হইতেছে, ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্ম বলবান্ রূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু পাণ্ডবেরা বৃদ্ধ গুরু হত্যা করিয়া রাজ্যভোগ অভিলাষ করিতেছে। পূর্ব্ব কালে সর্ব্বাস্ত্রবেত্তার অগ্রগণ্য জামদগ্ন্য রাম অম্বার নি-মিত্তে যে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-প্রধান ইন্দ্র সম কৃতী ভীষ্মকে নিহত বলিয়া যে আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, ইহার পর দুঃখ আর কি আছে! যিনি বারংবার ক্ষত্রিয়বৃন্দকে যুদ্ধে পরাজিত করি-য়াছিলেন, বীর শত্রুহন্তা জামদগ্ন্য রাম যে মহাবুদ্ধি-মান্ ভীষ্মকে হনন করিতে পারেন নাই, তিনি অদ্য শিখণ্ডীর হস্তে হত হইলেন, অতএব দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডী যে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবীর্য্যবান্ ভৃগু-নন্দন

পরশুরাম হইতে তেজ, বল ও বীর্য্যে অধিক, তাহাতে আর সংশয় নাই; যে শিখণ্ডী, যুদ্ধ নিপুণ সর্ব্ব-শাস্ত্রবিশারদ পরমাস্ত্রবেত্তা শূর বীর ভরতবংশ-প্রবর ভীষ্মকে হনন করিল।

সঞ্জয়! কোন্ বীরগণ শস্ত্রযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সেই শত্রু-ঘাতী বীরের সহবর্ত্তী হইয়াছিল, এবং পাণ্ডব-দিগের সহিত ভীষ্মের যে প্রকার যুদ্ধ হইল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। মৎ পুত্র দুর্য্যোধনের সেনা এক্ষণে হতবীরা—পতি পুত্র বিহীনা যোষার ন্যায় হইয়াছে! মৎ পক্ষীয় তৎ সমস্ত সৈন্যই গো-পাল রহিত গো যূথের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে! মহারণে যাঁহার সর্ব্ব লোক অপেক্ষায় পরম পৌরুষ প্রকাশ পাইত, সেই মহা পুরুষ যখন রণশায়ী হইলেন, তখন তোমাদিগের মন কি রূপ হইয়াছিল? সঞ্জয়! মৎ পিতা মহাবীর্য্য সেই ধার্ম্মিক বরকে অদ্য নিপাতিত করিয়া আমাদিগের জীবনে আর কি সামর্থ্য রহিল! সঞ্জয়! আমার বোধ হইতেছে, যে প্রকার, পার গমনোদ্যত ব্যক্তিরা অগাধ সলিলে নিমগ্ন নৌকা দেখিয়া কাতর হয়, সেই প্রকার, ভীষ্মকে নিহত দেখিয়া আমার পুত্রেরা দুঃখে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে! সঞ্জয়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণময়, যেহেতু সেই পুরুষসিংহকে নিহত শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না। যে পুরুষ সিংহেতে অপ্রমেয় অস্ত্র, মেধা ও নীতি বিদ্যমান ছিল, এবং যিনি শত্রুর দুর্ধর্ষ ছিলেন, এতাদৃশ পুরুষ যুদ্ধে কি রূপে নিহত হইলেন? কোন ব্যক্তি কি অস্ত্র, কি শৌর্য্য, কি তপস্যা, কি মেধা, কি ধৈর্য্য, কি ত্যাগ, কিছুতেই মৃত্যু হইতে মুক্ত হইতে পারে না, মহাবীর্য্য কালই নিশ্চয় সমুদায় লোকের দুরতিক্রম্য, সেই কাল হেতুই সঞ্জয়! তুমি ভীষ্মের বিনাশ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে। আমি পুত্র শোকের আশঙ্কায় কাতর হইয়া মহৎ দুঃখ চিন্তা করত ভীষ্ম হইতে পরিত্রাণ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। সঞ্জয়! যখন দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ভূতল পতিত আদিত্যের ন্যায় দেখিলেন, তখন কি অবলম্বন করিলেন? সঞ্জয়! আমি স্ব পক্ষ কি পর পক্ষ রাজাদিগের প্রত্যেক সৈন্য বিষয়ে বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়া কিছুই শেষ বুঝিতে পারিতেছি না। ঋষি গণ এই ক্ষত্রধর্ম্মকে কি নিদারুণ করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছেন। আমরা যে সেই মহাব্রত ভীষ্মকে নিহত করাইয়া রাজ্য ইচ্ছা করিতেছি, এবং পাণ্ডবেরাও যে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যাভিলাষ করিতেছেন, ইহাতে আমাদিগের অপরাধ হইতে পারে না, যেহেতু আমরা উভয় পক্ষই ক্ষত্রধর্ম্মের আশ্রিত। কৃচ্ছ্র জনক আপদ্ উপস্থিত হইলে এই রূপ নিষ্ঠুর কার্য্য আর্য্যগণেরও কর্ত্তব্য, যেহেতু শত্রুর প্রতি আক্রমণ, পরম শক্তি প্রকাশ ও উক্ত প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ সেই ক্ষত্রধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সঞ্জয়! অপরাজিত লজ্জাশীল শান্তনু-নন্দন পিতা মহাশয় সৈন্য বিনাশ করিতেছিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে নিবারিত করিলেন? কি রূপে সৈন্য সকল নিযুক্ত ও কি প্রকারে মহাত্মা-দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল? এবং কি প্রকারে মৎ পিতা ভীষ্ম মহাশয় শত্রু গণ কর্ত্তৃক নিহত হইলেন? দুর্য্যোধন, কর্ণ, সুবল-পুত্র ধূর্ত্ত শকুনি ও দুঃশাসন, ইহাঁরা তিনি হত হইলে কি বলিয়াছিলেন? যে সভায় শর, শক্তি, গদা, খড়্গ তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল অক্ষ; নর, বারণ ও বাজি-গণের শরীর সমূহ আস্তরণ এবং প্রাণ প্রদান রূপ ভয়ঙ্কর পণ হইয়াছিল, এতাদৃশ দ্যুত সভায় কোন্ কোন্ যুদ্ধ বিশারদ দ্যুতক্রীড়ক অল্পবুদ্ধি নর-শ্রেষ্ঠেরা প্রবেশ করিয়া দ্যুত ক্রীড়া করিয়াছিল, তাহাতে ভীষ্ম ব্যতীত কাহারা জয়ী এবং কাহারাই বা পরাজিত, কৃতলক্ষ ও নিপাতিত হইয়াছিল, এ সমস্ত আমার নিকট বর্ণন কর। সঞ্জয়! এক্ষণে সেই যুদ্ধ-শোভী দেবব্রত ভীম-কর্ম্মা পিতা

ভীষ্মকে নিহত শুনিয়া আমার আর শক্তি নাই। পুত্রের বিনাশ জন্য মহা শোকানল আমার অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়াছিল, তুমি যেন ঘৃতদ্বারা সেই অগ্নি উদ্দীপিত করিয়া দিলে। সর্ব্বলোক সম্মত বিখ্যাত ভীষ্মকে মহাভার গ্রহণ করিয়া নিহত হইতে দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোকগ্রস্ত হইয়াছে বোধ হইতেছে। সঞ্জয়! আমার দুর্য্যোধন কৃত সেই সমস্ত দুঃখের কথা শ্রবণ করিবার মানস হইয়াছে, অতএব সেখানে যে যে ঘটনা ও যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই সংগ্রামস্থলে মন্দ জনের বুদ্ধি দোষে যে কিছু অপনীত বা সুনীত হইয়াছিল, তাহা আমার সকাশে কীর্ত্তন কর। সেই রণক্ষেত্রে জয়েচ্ছু কৃতাস্ত্র ভীষ্ম তেজ-সহকারে যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধ কুরুপাণ্ডবদিগের যেরূপ সৈন্যের, যে প্রকারে, যেরূপ ক্রমে যে সময়ে, যে প্রকার হইয়াছিল ও সেই যুদ্ধে যাহা যাহা হইয়াছিল, তৎসমুদায় অশেষ রূপে বর্ণন কর।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে প্রশ্ন করিলেন, ইহা, আপনি যেমন যোগ্য, তদুপযুক্তই হইয়াছে; কিন্তু আপনি দুর্য্যোধনের প্রতি এই দোষ আরোপ করিবেন না, যেহেতু যে মনুষ্য আপনার দুশ্চরিত হইতে অমঙ্গল প্রাপ্ত হন, তিনি সেই আত্মকৃত অপরাধে অন্যের প্রতি আশঙ্কা করিতে যোগ্য হন না। মহারাজ! যে, মনুষ্যদিগের প্রতি সমুদায় নিন্দিত কর্ম্ম আচরণ করে, সেই নিন্দিতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি সর্ব্ব লোকের বধ্য হয়। সরলস্বভাব পাণ্ডবেরা অমাত্যগণের সহিত, আপনকার প্রতীক্ষায় বহু কাল অপকার অনুভব করিয়াছেন, এবং বনবাসী হইয়া সহ্য করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করা উপযুক্ত হয় না।

মহারাজ! অশ্ব, হস্তী ও অমিত তেজস্বী রাজাদিগের বিষয় যাহা আমি প্রত্যক্ষ নয়ন গোচর করিয়াছি, এবং যোগবলেও যাহা যাহা দর্শন করিয়াছি; তৎ সমস্ত শ্রবণ করুন, শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; ইহা নিশ্চয়ই পূর্ব্ব হইতে দৈব নির্ব্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহার প্রসাদে আমি অনুত্তম দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, যে মহাত্মার বর দানে এই যুদ্ধ বিষয়ে আমার অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দৃষ্টি, দূর হইতে শ্রবণ, পরচিত্তের বিজ্ঞান, অতীত ও অনাগত বিষয়ে অবগতি, শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনকারীদিগের উৎপত্তির কারণ-জ্ঞান, আকাশে শুভগতি ও অস্ত্র শস্ত্রের সহিত অসঙ্গ, এই সমস্ত লাভ হইয়াছে; আপনার পিতা সেই ধীমান্ পরাশর-নন্দনকে নমস্কার করিয়া আমি এই লোম হর্ষণ জনক কুরু পাণ্ডবীয় পরমাদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ বৃত্তান্ত বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ! সেই সকল সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহ রচনাক্রমে অবস্থিত ও সযত্ন হইলে, দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে রথ সকল শীঘ্র যোজনা কর, এবং শীঘ্র সমুদায় সৈন্য নিয়োগ কর। আমি বহু বৎসরাবধি যে যুদ্ধার্থ সসৈন্য কুরু পাণ্ডবদিগের সমাগম চিন্তা করিয়াছি, তাহা আমার নিকট এই উপস্থিত হইয়াছে। এই রণে ভীষ্মের রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য প্রধান কার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে না, যেহেতু ইনি রক্ষিত হইলে, পাণ্ডব, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে পারিবেন। বিশুদ্ধাত্মা ভীষ্ম মহাশয় কহিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, যেহেতু পূর্ব্ব হইতে শুনা-যাইতেছে, শিখণ্ডী স্ত্রীজাতি, অতএব যুদ্ধে শিখণ্ডী আমার পরিত্যাজ্য।" অতএব আমার বিবেচনা হইতেছে, ভীষ্মকে বিশেষ রূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং মৎপক্ষীয় সকলে শিখণ্ডীর বধে যত্নবন্ত হউক। অপর, সর্ব্ব শস্ত্র বিশারদ বীরগণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত হইয়া পিতামহকে

রক্ষা করুন। মহাবল সিংহও যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তবে বৃকও তাহাকে হনন করিতে পারে, অতএব দুঃশাসন! শৃগাল-কর্ত্তৃক সিংহ হননের ন্যায়, যেন শিখণ্ডী দিয়া ভীষ্মকে হনন করাইও না। যুদ্ধ স্থলে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের বাম চক্রে যুধামন্যু ও দক্ষিণ চক্রে উত্তমৌজা রক্ষক হইয়াছেন, অতএব অর্জ্জুন এতাদৃশ রূপে রক্ষিত হইয়া যে শিখণ্ডীকে রক্ষা করিতেছেন, বিশেষত পিতামহ মহাশয় যাহাকে আঘাত করিবেন না, এমত স্থলে শিখণ্ডী যে রূপে পিতামহ মহাশয়কে নিহত করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, মহীপালগণ 'যোজনা কর, যোজনা কর,' এইরূপ মহাশব্দ করিতে লাগিলেন। এবং সিংহনাদ সদৃশ শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, অশ্বগণের হেষা রব, রথ সকলের নেমি স্বন, গজগণের বৃংহিত ধ্বনি এবং গর্জ্জনকারি যোধগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎ-ক্রুষ্ট রবে সর্ব্বত্র তুমুল হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! সূর্য্যোদয় সময়ে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষীয় মহা-সৈন্য উত্থিত ও সকলেই অশেষ রূপে উদ্যুক্ত হইল। তৎপরে প্রকাশ হইলে আপনকার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের দুরাধর্ষ অস্ত্র, শস্ত্র ও কবচ সকল এবং আপনকার ও পর পক্ষের শস্ত্রবন্ত মহান্ সৈন্য দল সমস্ত দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। সুবর্ণ বিভূষিত রথ ও নাগ সকল সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল, এবং ভুরি ভুরি রথের সহিত সৈন্য সমূহ যেন নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকিল। তন্মধ্যে আপনকার পিতা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অতীব শোভা পাইতে ছিলেন। দেখিলাম, যোধগণ ধনু, ইষু, খড়্গ, গদা, শক্তি, তোমর প্রভৃতি শুভ্র শুভ্র অস্ত্রের দ্বারা স্ব স্ব অনীক মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে নরনাথ! শত শত সহস্র সহস্র গজ, পদাতি, রথী ও তুরঙ্গ সকল যেন শত্রু বন্ধনার্থে জাল রূপে অব-স্থিত রহিয়াছে। স্বকীয় ও পরপক্ষীয় সমুচ্ছ্রিত দীপ্তি-মান্ সহস্র সহস্র বিবিধাকার ধ্বজ সকল শোভা পাই-তেছে। রাজগণের সহস্র সহস্র, জ্বলন্ত পাবক সদৃশ, মণি চিত্রিত কাঞ্চনময় উজ্জ্বল ধ্বজ সকল, অমরা-বতীর শুভ্র ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, দীপ্তি পাইতেছে। বদ্ধ-সন্নাহ সেই সকল বীর গণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করত তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃষভ-লোচন প্রধান প্রধান মানবেন্দ্রগণ বর্ম্মী, তূণীর ধারী ও জ্যাঘাত-ত্রাণ-বদ্ধ হইয়া উদ্যত বিচিত্র আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক চমূ মুখে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন। সুবল-পুত্র শকুনি, শল্য, জয়দ্রথ, অবন্তি-রাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, কলিঙ্গাধিপতি শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, কোশল-পতি বৃহদ্বল ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, এই দশ-সংখ্য ভূরি-দক্ষিণ যাগশীল পরিঘ-বাহু পুরুষ-প্রবর শূর ভূপতি, প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণীপতি হই-য়াছেন। এই দশ জনকে ও এতদ্ভিন্ন বহু সংখ্য নীতিকুশল মহারথ রাজা ও রাজপুত্রগণকে দুর্য্যো-ধনের বশবর্ত্তী হইয়া বর্ম্ম পরিধান-পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে অবস্থান করিতে দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই ধ্বজী ও মনোহর মাল্য ধারী হইয়া কৃষ্ণাজিন বন্ধন-পূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে দুর্য্যোধনার্থে ব্রহ্ম লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সমৃদ্ধি-সম্পন্ন দশ অক্ষৌহিণী বাহিনী পরিগ্রহ করত অবস্থিত রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কৌরব দিগের ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় এক অক্ষৌহিণী মহা সৈন্য উক্ত দশ অক্ষৌহিণী সেনার অগ্রবর্ত্তী ও একাদশ সংখ্যার পূরণীভূত হইয়াছে, এবং শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম মহা-শয় উহার প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন। মহা-রাজ! সেই অক্ষয় পুরুষ ভীষ্মের শ্বেত বর্ণ উষ্ণীষ, অশ্ব ও বর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম। যাহার হেমময় তালধ্বজ শোভা পাইতেছিল, সেই রজতময় রথে অবস্থিত ভীষ্মকে কৌরব ও পাণ্ডবেরা শুভ্র মেঘ মধ্যস্থিত সূর্য্যের

ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিলেন। পুরোবর্ত্তী ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধর সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে চমূমুখে অবস্থিত দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। যে প্রকার জৃম্ভমাণ মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগ গণ উদ্বিগ্ন হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই পুনঃপুন উদ্বেগাবিষ্ট হইলেন। হে রাজন্! যেমন আপনকার এই একাদশ দল শ্রীসম্পন্ন বাহিনী, প্রধান প্রধান পুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, সেই রূপ পাণ্ডবদিগেরও সপ্ত দল সেনা প্রধান প্রধান পুরুষেরা রক্ষা করিতেছিলেন। এই উভয় পক্ষের দুই দল সৈন্য যেন উন্মত্ত মকর সমূহে আবর্ত্তিত ও মহাগ্রাহ বৃন্দে সমাকুল যুগান্ত-কালীন সাগর দ্বয়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! কৌরবদিগের এতাদৃশ সৈন্য সমাবেশ পূর্ব্বে কখন দৃষ্টি করি নাই এবং শ্রবণও করি নাই।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যে প্রকার কহিয়াছিলেন, যে দিবস রাজ গণ যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আগমন করিলেন, সেই দিবস সেই রূপই হইল। যুদ্ধে মৃত ব্যক্তি দিগের দিব্য দেহ প্রাপণ জন্য চন্দ্রমণ্ডল পিতৃলোকের সন্নিহিত হইল। রাহু কেতুর দীপ্যমান সপ্ত উপগ্রহ রূপ মহাগ্রহ আকাশে পতিত হইলেন। ভানুমান্ আদিত্যকে যেন উদয় কালে জ্বলন্তী শিখা সংযুক্ত ও দ্বিধাভূত হইয়া উদিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল। মাংস শোণিত ভোজী শৃগাল ও কাক সকল মৃতদেহ লাভের লালসায় প্রদীপ্ত চতুর্দ্দিক্ হইতে শব্দ করিতে থাকিল।

অরিন্দম কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম ও ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ ইহাঁরা উভয়ে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া সংযত হইয়া পার্থদিগের নিমিত্তে, পাণ্ডু-পুত্রদিগের জয় হউক, এই কথা বলিতেন এবং আপনকার নিমিত্তে যে প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদনুসারে যুদ্ধও করিতেন। আপনকার পিতা সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ দেবব্রত, সমুদায় রাজাদিগকে আনাইয়া এই কথা কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! তোমাদিগের নিমিত্তে এই মহৎ স্বর্গ দ্বার অনাবৃত রহিয়াছে, এই দ্বার দিয়া ইন্দ্র ও ব্রহ্ম লোকে গমন কর। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ তোমারদিগের নিমিত্তে এই সনাতন পথ বিধান করিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা অব্যগ্রচিত্ত হইয়া আপনাকে যুদ্ধে নিযোজিত কর। নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগ, এই সকল রাজা ঈদৃশ কর্ম্ম দ্বারা সংসিদ্ধ হইয়া পরম ধাম লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের পীড়া দ্বারা গৃহেতে যে মরণ, তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে অধর্ম্ম এবং যুদ্ধে যে নিধন প্রাপ্তি, তাহাই তাঁহাদিগের পক্ষে সনাতন ধর্ম্ম।

হে ভরত-প্রবর! মহীপালগণকে ভীষ্ম মহাশয় এই রূপ কহিলে, তাঁহারা উত্তম উত্তম রথে আরোহণ করত শোভমান হইয়া স্ব স্ব সৈন্যাভিমুখে গমন করিলেন। হে ভারত! বিকর্ত্তন-নন্দন কর্ণ স্বীয় অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত, ভীষ্ম নিমিত্ত অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমরে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি-ব্যতীত ভবৎ পক্ষীয় রাজগণ ও আপনকার পুত্রগণ, সিংহনাদ দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিয়া স্ব স্ব সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল সৈন্য শ্বেত ছত্র, পতাকা, ধ্বজ, বারণ, বাজি, রথ ও পদাতি সমূহে শোভা পাইতে লাগিল। ভেরী, পণব, দুন্দুভি ও রথ নেমির শব্দে পৃথিবী আকুলিতা হইয়া উঠিল। মহারথ গণ কাঞ্চনময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কার্ম্মুক দ্বারা যেন অনল-পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। কুরু পিতামহ ভীষ্ম পঞ্চ তারক সংযুক্ত মহাতাল ধ্বজ দ্বারা শোভিত হইয়া কুরু-সৈন্যমুখে যেন বিমল সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সকল রাজ গণ আপনকার পক্ষ, তাঁহারা ভীষ্মের আদেশ ক্রমে যথাস্থানে রহিলেন। গোবাসন দেশাধিপতি শৈব্য, পতা-

কাম্বিত রাজ যোগ্য গজরাজ দ্বারা সেই সকল রাজার সহিত গমন করিলেন। পদ্মবর্ণ অশ্বত্থামা, যাঁহার রথ ধ্বজ সিংহ-লাঙ্গুলাকারে বিচিত্রিত, তিনি সকল সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী ও সযত্ন হইয়া গমন করিলেন শ্রুতায়ুধ, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও মহারথ বিকর্ণ এই সাত জন উত্তম বর্ম্ম-পরিধায়ী মহাধনুর্দ্ধর, রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের পুরোবর্ত্তী এবং অশ্বত্থামা ইহাঁদিগের পুরোগামী হইলেন। ইহাঁর দিগের অতি উচ্চ স্বর্ণময় দীপ্যমান ধ্বজ সকল উৎকৃষ্ট রথ সকলকে সুশোভিত করত বিরাজমান হইতে লাগিল। আচার্য্য-প্রধান দ্রোণের ধ্বজে কমণ্ডলু ও ধনুকের আকৃতি-বিভূষিত স্বর্ণময় বেদির আকৃতি শোভা পাইতে লাগিল। অনেক শত সহস্র সৈন্য পরিচালনকারি দুর্য্যোধনের ধ্বজে মণিময় নাগ বিরাজিত হইতে থাকিল। পৌরব, কলিঙ্গাধিপতি, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা ও শল্য এই কয় জন রথী, দুর্য্যোধনের অগ্রবর্ত্তী হইয়া থাকিলেন। কৃপাচার্য্য মহার্হ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বৃষভাকৃতি চিত্রিত ধ্বজে শোভিত হইয়া মাগধ সেনা পরিচালনা করত তদগ্রভাগে গমন করিলেন। শারদীয় নিবিড় মেঘ সদৃশ সেই প্রাচ্য দেশীয় অতি মহৎ সৈন্য দল অঙ্গপতি কর্ণ-পুত্র ও মনস্বী কৃপ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। মহাযশা জয়দ্রথ বরাহ-চিহ্নিত রজতময় প্রধান ধ্বজে সুশোভিত হইয়া সৈন্য প্রমুখে অবস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী জয়দ্রথের লক্ষ রথ, অষ্ট সহস্র নাগ ও ছয় অযুত অশ্ব ছিল। অনন্ত রথ নাগ বাজি সঙ্কুল ধ্বজিনী-মুখ সেই মহৎ সৈন্য দল, সিন্ধুপতি রাজা জয়দ্রথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিল। সমস্ত কলিঙ্গ দেশের অধিপতি, কেতুমানের সহিত ষষ্টি সহস্র রথ ও অযুত নাগ লইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পর্ব্বত সদৃশ মহাগজ সকল যন্ত্র, তোমর, তূণীর ও পতাকা সমূহ দ্বারা শোভিত হইয়া রোচমান হইতে লাগিল। কলিঙ্গরাজ অগ্নিতুল্য মুখ্যধ্বজ, শ্বেত ছত্র, কণ্ঠাভরণ ও চামর ব্যজন দ্বারা শোভমান হইলেন। কেতুমানও বিচিত্র পরম অঙ্কুশ যুক্ত মাতঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক মেঘস্থিত সূর্য্যের ন্যায় সমরে সমাগম করিলেন। তেজঃপ্রদীপ্ত রাজা ভগদত্ত প্রধান মাতঙ্গে অবস্থিত হইয়া বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিলেন। ভগদত্ত সদৃশ অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেতুমানের অনুব্রত হইয়া গজস্কন্ধে অবস্থিতি পূর্ব্বক সমর যাত্রা করিলেন। মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য, নৃপতি শান্তনুপুত্র, আচার্য্য-পুত্র, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরা যে রূপ রথের সহিত সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন, ঐ ব্যূহের অঙ্গ হস্তী গণ, মস্তক রাজ গণ ও পক্ষ অশ্ব গণ হইল; সর্ব্বতোমুখ ঈদৃশ দারুণ ব্যূহ টি যেন হাস্য করত উৎপতিত হইতে থাকিল।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মুহূর্ত্ত কাল পরে যুযুৎসু যোধগণের তুমুল হৃদয়-কম্পন শব্দ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিত ও রথ সকলের নেমি ধ্বনি দ্বারা যেন বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইল। তখন হয় গণের হ্রেষা রব ও যোধগণের গর্জ্জন রবে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত হইল! আপনকার পুত্রগণের ও পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমূহ, পরস্পর সমাগমে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। সেই রণ স্থলে স্বর্ণ-বিভূষিত রথ সকল ও নাগ দল, সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। হে নরাধিপ! আপনকার পক্ষের কাঞ্চনাঙ্গদ বিভূষিত বহু বিধাকার ধ্বজ সকল প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের পতাকা সকল মহেন্দ্র ভবনের শুভ্র মহেন্দ্রকেতুর ন্যায় নয়ন গোচর হইতে থাকিল, এবং প্রদীপ্ত সূর্য্য সম প্রভ কাঞ্চন কবচ দ্বারা সন্নদ্ধ বীরগণকে প্রদীপ্ত ভাস্কর তুল্য প্রভাযুক্ত বোধ হইতে লাগিল। মহারাজ! বৃষভ-লোচন, মহাধনুর্ধর, বিচিত্রায়ুধ কার্ম্মুকধারী, তলবদ্ধ কুরু যোধবর গণ পতাকা ও

উদ্যত বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সুশোভিত হইয়া সৈন্যমুখে শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পুত্র দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, ইহাঁরা এবং সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, ভূরিশ্রবাঃ ও শল ইহাঁরাও ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। বিংশতি সহস্র রথী ইহাঁদিগের অনুগামী হইল, এবং অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্ব, মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রৈগর্ত্ত, কৈকয়, সৌবীর, কিতব ও প্রাচ্য, এই পশ্চিম ও উত্তর দিকের দ্বাদশ জনপদের শূর সমস্ত তনুত্যাগে কৃতোৎসাহ হইয়া মহৎ রথ বর্গ দ্বারা কুরু পিতামহ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মগধাধিপতি, দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্য লইয়া সেই রথ-সৈন্যের অনুগামী হইলেন। বাহিনী মধ্যে ষষ্টি লক্ষ ব্যক্তি রথ মণ্ডলের চক্ররক্ষক ও দন্তি দলের পাদ রক্ষক হইল। নখর ও প্রাস অস্ত্র যোধী অনেক শত সহস্র পদাতি, অসি, চর্ম্ম ও ধনু হস্তে লইয়া অগ্রভাগে গমন করিল। মহারাজ! আপনার পুত্রের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য, গঙ্গার অন্তরে যমুনার সংগতি হইলে যে রূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

সৈন্য বর্ণনে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ব্যূহিত দেখিয়া স্বকীয় অল্প সৈন্য দ্বারা কি প্রকারে প্রতি পক্ষে ব্যূহ রচনা করিলেন? যিনি মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব ও আসুর ব্যূহ জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহার বিপক্ষে পাণ্ডু-পুত্র কি প্রকারে প্রতি ব্যূহ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য ব্যূহ রচনা দেখিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! মহর্ষি বৃহস্পতির বচন হেতু অনেকেই জানেন, যে, অল্প সৈন্যকে সংহত করিয়া এবং বহু সৈন্যকে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করিয়া যুদ্ধ করাইবে; অতএব বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধে সুচীমুখ সৈন্যব্যূহ রচনা করাই বিধেয়। পর পক্ষ অপেক্ষা আমাদিগের সৈন্য অল্প, অতএব তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির বচনানুসারে ব্যূহ রচনা কর।

অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাজসত্তম! বজ্রপাণি ইন্দ্র যে বজ্রাখ্য নামে অচল ব্যূহের বিধান করেন, আমি আপনকার নিমিত্তে সেই দুর্জ্জয় বজ্রাখ্য ব্যূহ রচনা করি। যিনি উদ্ধূত বায়ু সদৃশ, সমরে শত্রু দুঃসহ এবং প্রহারকের অগ্রগণ্য, সেই ভীমসেন আমাদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধোপায়-বিচক্ষণ সেই পুরুষ-সত্তম সেনাপতি হইয়া রিপু সৈন্যের তেজ মর্দ্দন করত আমাদিগের অগ্রে গমন করিবেন। যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগযূথ সংত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, সেই প্রকার দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমুদায় পার্থিবগণ তাঁহাকে দেখিয়া নিবৃত্ত হইবে। যে রূপ দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রূপ আমরা সকলে অকুতোভয়ে সেই প্রহারক প্রধান ভীমকে প্রাকার স্বরূপ করিয়া আশ্রয় করিব। লোকে এতাদৃশ পুরুষ কেহ বিদ্যমান নাই যে, অত্যুগ্র কর্ম্মা পুরুষ প্রবর বৃকোদরকে ক্রুদ্ধ দেখিতে সমর্থ হয়।

মহাবাহু ধনঞ্জয় ফাল্গুন ইহা বলিয়া সেই রূপ করিলেন, সমস্ত সৈন্যকে লইয়া আশু ব্যূহ রচনা করিয়া প্রয়ান করিলেন। কুরু সৈন্যকে চলিত দেখিয়া পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা, পরিপূর্ণা সংস্তব্ধা ও মন্দগতি ক্রমে চলিতা গঙ্গার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীমসেন, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, রাজা ধৃষ্টকেতু ও বিরাট সেই সকল সেনার অগ্রণী হইলেন। পরন্তু বিরাট নৃপতি এক অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পৃষ্ঠরক্ষক হইলেন। মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব ভীমসেনের চক্ররক্ষায় প্রবৃত্ত থাকিলেন। বেগশীল সুভদ্রানন্দন ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন।

পাঞ্চাল রাজ-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, সৈন্যগণের মধ্যে শূর রথি-প্রধান প্রভদ্রকগণের সহিত, তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। তৎ পশ্চাৎ শিখণ্ডী, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বিনাশের নিমিত্তে প্রয়ান করিতে লাগিলেন। মহাবল যুযুধান অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষায় সযত্ন রহিলেন। পাঞ্চাল্য যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এবং কৈকেয় গণ, ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাঁহার চক্র রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ঐ সময়ে বীভৎসু, রাজা যুধিষ্ঠিরকে মহাবল ভীমসেনকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, হে জনাধিপ! এই ভীমসেন বজ্রসার ময় দৃঢ় গদা ধারণ করিয়া মহাবেগে বিচরণ করিলে সমুদ্রও শোষণ করিতে পারেন, এবং সেই এই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকলও অমাত্যগণের সহিত, উহাঁকে অবলোকন করত অবস্থান করিতেছে। হে ভারত! রণক্ষেত্রে পার্থ ঐ রূপ বলিতেছেন, তখন তাঁহাকে সমস্ত সৈন্যেরা তদনুকূল বাক্য দ্বারা পূজা করিলেন।

পরন্তু কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনীকের মধ্য ভাগে চলিত পর্ব্বত সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ মত্ত কুঞ্জরগণে পরিবারিত হইয়া অবস্থিত রহিলেন। মহা মনস্বী পরাক্রমশালী পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে এক অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবারিত হইয়া বিরাটের পশ্চাৎ অনুগামী হইলেন। এই সকল রাজাদিগের রথে আদিত্য ও চন্দ্র তুল্য আভা বিশিষ্ট উত্তম কনক ভূষণে বিভূষিত নানাবিধ চিহ্নযুক্ত মহাধ্বজ সকল শোভা পাইতেছিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সকল রাজাদিগের পশ্চাৎ ভাগ উৎসারিত করিয়া পুত্রগণ ও ভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুনের রথধ্বজে এক মাত্র মহাকপি আপনকারদিগের ও বিপক্ষদিগের বিপুল ধ্বজ সকলকে অভিভব করিয়া অবস্থিত রহিলেন। অনেক শত সহস্র পদাতি ভীমসেনের রক্ষার্থে অসি, শক্তি ও ঋষ্টি ধারী হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। শৌর্য্য-সম্পন্ন, গলিত-মদ, হেমময় জালে দীপ্যমান, পদ্মগন্ধী, বর্ষণকারী মেঘ সমান, বর্ষ পর্ব্বত সদৃশ, মহার্হ দশ সহস্র হস্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী হইল। মহানুভাব দুরাধর্ষ ভীমসেন পরিঘ তুল্য ভীষণ গদা প্রকর্ষণ করত মহাসৈন্যদিগকে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগের, অর্কতুল্য ও তপন্ত পাবক সদৃশ দুষ্প্রেক্ষণীয় সেই ভীমসেনকে সমীপে প্রতিবীক্ষণ করিতে সাধ্য হইল না। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন সর্ব্বতোমুখ, শত্রুভয় রহিত, শরাসন রূপ বিদ্যুৎ ধ্বজ বিশিষ্ট বজ্র নামে এই ঘোর ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা আপনকার বাহিনী ব্যূহের প্রতিপক্ষে এই বজ্র ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থিত রহিলেন; পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ ব্যূহ মর্ত্ত্য লোকে অজেয় হইল।

মহারাজ! প্রাতঃসন্ধ্যাকালে সৈন্যগণ ব্যূহ রচনা ক্রমে অবস্থিত হইলে, বিনা মেঘে বিদ্যুৎ ও জল বিন্দুর সহিত বায়ু প্রবাত হইতে লাগিল ও নীচ স্থল হইতে কঙ্করাকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে বহন করিতে থাকিল। এবং ঘোর অন্ধকারে জগৎ আচ্ছাদিত করত ধূলিপটলী উদ্ধূত হইতে থাকিল। হে ভরতবর! মহতী উল্কা প্রাঙ্মুখী হইয়া পতিত হইতে লাগিল এবং উদিত সূর্য্যকে আহত করিয়া মহা শব্দ করত বিকীর্ণ হইতে থাকিল। মহারাজ! সৈন্য সকল সজ্জীয়মান হইলে তখন সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া উদিত হইলেন। পৃথিবী স শব্দে কম্পমানা এবং নিনাদ সহকারে বিশীর্ণা হইতে লাগিল। মহারাজ! তখন সকল দিকেই বহু সংখ্য নির্ঘাত হইতে থাকিল। এমন রজোরাশি প্রাদুর্ভূত হইল যে, কিছুই দৃষ্টিগোচর রহিল না। কিঙ্কিণী জাল মণ্ডিত, কাঞ্চন মাল্যাম্বর শোভিত, আদিত্য সম দীপ্যমান, সপতাক, মহৎ ধ্বজ সকল সহসা পবন কর্ত্তৃক কম্পমান হওয়াতে, তাল বনের ন্যায় সর্ব্বত্র ঝণঝণীভূত ধ্বনি হইয়া উঠিল।

হে ভরত প্রধান! পুরুষ ব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা আপনকার পুত্রের সৈন্য ব্যূহের বিপক্ষে সৈন্য ব্যূহ রচনা

করিয়া এবং গদাপাণি ভীমসেনকে অগ্রে অবস্থিত দেখিয়া যুদ্ধোৎসাহী হইয়া যেন আমাদিগের যোধগণের মজ্জা গ্রাস করত অবস্থিত রহিলেন।

পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহ রচনা কথনে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে ভীষ্ম-নেতব্য অস্মৎ পক্ষ ও ভীম-নেতব্য পাণ্ডব পক্ষ এই উভয় পক্ষের কোন্ পক্ষ প্রথমে হৃষ্ট হইয়া সমীপে যুযুৎসু হইল? চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদিগের প্রতি অরিষ্ট কর হইল? কাহাদিগের প্রতি শ্বাপদ গণ অশুভ শব্দ করিল? এবং কোন্ যুবাদিগেরই বা মুখবর্ণ প্রসন্ন ছিল, এই সমস্ত তুমি আমার নিকট যথাবৎ কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরেন্দ্র! উভয় সৈন্যই তুল্য ভাবে উপক্রান্ত, উভয় পক্ষই ব্যূহিত হইয়া হৃষ্টরূপ, উভয় সৈন্য দলই বনরাজির শোভা ধারণ করিয়া অদ্ভুত রূপ, উভয়েই হস্তী, রথ ও অশ্বে পরিপূর্ণ, উভয় পক্ষ সৈন্যই বৃহৎ ও ভীষণাকৃতি, উভয়েই পরস্পরের দুঃসহ, উভয় ব্যূহই স্বর্গ জয়ের নিমিত্তে নির্ম্মিত, এবং উভয়ই সৎপুরুষ কর্ত্তৃক উপজুষ্ট হইয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয় কুরু সৈন্য পূর্ব্ব দিকে থাকিয়া পশ্চিমাভিমুখ এবং পাণ্ডব সৈন্য পশ্চিম দিকে থাকিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যুদ্ধার্থে সমুৎসুক হইল। কুরু সৈন্য দৈত্যেন্দ্র সেনার ন্যায় এবং পাণ্ডব সেনা দেবেন্দ্র সেনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বায়ু পাণ্ডবদিগের পশ্চাৎ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাত হইতে লাগিল। শ্বাপদগণ কুরু সৈন্যের প্রতি শব্দ করিতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের গজেন্দ্রগণের তীব্র মদ গন্ধ আপনকার পুত্রের নাগগণের অসহ্য হইয়া উঠিল।

দুর্য্যোধন জালযুক্ত, সুবর্ণ কক্ষা-বিভূষিত, পদ্মবর্ণ, গলিত-মদ গজে অবস্থিত হইয়া কুরু সৈন্যের মধ্য ভাগে রহিলেন। মাগধ ও বন্দিগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। তাঁহার মস্তকোপরি সুবর্ণ মালা বিভূষিত চন্দ্রপ্রভ শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গান্ধার রাজ শকুনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত প্রদেশীয় গান্ধার দেশজ সৈন্যগণের সহিত অনুগামী হইলেন। শ্বেত ধনুক, শ্বেত খড়্গ ও শ্বেত উষ্ণীষধারী বৃদ্ধ ভীষ্ম শ্বেত অশ্ব, শ্বেত ধ্বজ ও মস্তকোপরি ধৃত শ্বেত ছত্র দ্বারা শ্বেত শৈলের ন্যায় শোভমান হইয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রে অবস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সকল, বাহ্লীক প্রদেশের এক দেশাধিপতি শল, সিন্ধু দেশীয় যে সকল অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় গণ, সৌবীর এবং পঞ্চনদ দেশীয় শূরগণ ইহাঁরা সকলে তাঁহার সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট রহিলেন। রক্ত বর্ণ ঘোটক সংযুক্ত রুক্ম রথে অবস্থিত অদীনসত্ত্ব মহাত্মা গুরু দ্রোণ শরাসন-হস্তে প্রায় সমস্ত রাজার পশ্চাৎ ভাগে থাকিয়া ইন্দ্রের ন্যায় সৈন্য রক্ষা করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবাঃ, পুরুমিত্র, জয়, শাল্ব ও মৎস্য দেশীয় এবং কেকয় রাজ সমস্ত ভ্রাতা ইহাঁরা সমুদায় সৈন্য মধ্যে গজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থে সমুদ্যত রহিলেন। যাঁহার যানের অগ্রভাগ উৎকৃষ্ট, সেই মহাত্মা গোতম-বংশীয় শরদ্বৎ-পুত্র বিচিত্র-যোধী মহাধনুর্দ্ধর কৃপ শক, কিরাত, যবন ও পহ্লবদিগের সহিত, উত্তর ভাগে অভিগমন করিলেন। বিখ্যাত মহারথী আয়ুধধারী বৃষ্ণি ও ভোজগণ এবং সুরাষ্ট্র দেশীয় যোধগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত যে বৃহৎ সৈন্যদল, যাহা কৃতবর্ম্মা রক্ষা করিতেছিলেন, ঐ বৃহতী সেনা আপনকার সৈন্যের দক্ষিণ ভাগে গমন করিল। হে রাজন্! অযুত-সংখ্য রথী যে সংশপ্তকগণ, তাহারা, অর্জ্জুনের মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, যেন সেই নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছে; সেই হেতু তাহারা যেখানে অর্জ্জুন ছিলেন, কৃতাস্ত্র হইয়া সেই স্থানেই গমন করিল এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন শস্ত্রধারী ত্রিগর্ত্তেরাও তথায় প্রযাত হইল।

হে ভারত! আপনকার সৈন্য মধ্যে এক লক্ষ প্রধান গজারোহী যোদ্ধা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি হস্ত্যারোহীর প্রত্যেক হস্ত্যারোহীর নিকট এক এক শত

রথী, প্রত্যেক রথীর নিকট এক এক শত অশ্বাবার, প্রত্যেক অশ্বারোহীর নিকট দশ জন করিয়া ধানুষ্ক, এবং এক এক ধানুষ্কের নিকট দশ জন করিয়া চর্ম্মী অবস্থিত হইল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম প্রধান সেনাপতি হইয়া এই রূপে আপনকার সৈন্য ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি কোন দিবসে মানুষ ব্যূহ, কোন দিবসে দৈব ব্যূহ, কোন দিনে গান্ধর্ব্ব ব্যূহ ও কোন দিনে বা আসুর ব্যূহ রচনা করেন। মহারথ সমূহে বিপুলীভূত, সমুদ্রের ন্যায় নির্ঘোষবান্ কুরু সৈন্য ব্যূহ যুদ্ধে পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থিত রহিল। হে নরেন্দ্র! আপনকার সৈন্য অসীম-সংখ্য হইয়া ভীষণ রূপ হইল। যদিও পাণ্ডবদিগের সে রূপ নহে; তথাপি তাঁহাদিগের সেনাকে বৃহতী ও দুর্ধর্ষণীয় বোধ হইতে লাগিল; কেননা কেশব ও অর্জ্জুন তাহার নেতা হইয়াছিলেন।

সৈন্য বর্ণনে বিংশতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সেনাকে বৃহতী ও উদ্যতা দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। তিনি ভীষ্ম রচিত ব্যূহ অভেদ্য দেখিয়া যেন প্রকৃতই তাহা অভেদ্য বিবেচনা করত বিবর্ণ হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাবাহু ধনঞ্জয়! যাহাদিগের যোদ্ধা পিতামহ হইয়াছেন, এতাদৃশ ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগের সহিত সংগ্রামে আমরা কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ভুরিতেজাঃ অমিত্রকর্ষণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক শাস্ত্র দৃষ্ট বিধি দ্বারা অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ কৃত হইয়াছে। হে শত্রুকর্ষণ! ইহাতে আমরা সৈন্যগণ সহ সংশয় প্রাপ্ত হইতেছি, এই ব্যূহ হইতে আমাদিগের কি প্রকারে জয় হইবে?

হে রাজন্! অমিত্রহা অর্জ্জুন আপনকার অনীকিনী অবলোকনে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! অল্পতর শূর সকল বুদ্ধি দ্বারা যে প্রকারে গুণযুক্ত বহু সংখ্য সমধিক শূরদিগকে জয় করে, তাহা শ্রবণ করুন, আপনি অসূয়া-রহিত, আপনাকে ইহার কারণ বলিতেছি অবধান করুন। নারদ ঋষি ইহা জানেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণও ইহা জানেন। পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মা এই তাৎপর্য্যই অবলম্বন করিয়া দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "জয়েষি ব্যক্তিরা বল বীর্য্য দ্বারা তাদৃশ বিজয়ী হয় না, যেরূপ সত্য, আনৃশংস্য, ধর্ম্ম ও উদ্যম দ্বারা জয়ী হয়। অতএব তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও লোভ অবগত, উদ্যমের আশ্রিত ও অনহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, যেহেতু যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।" হে রাজন্! আপনিও এইরূপ জানুন, রণে আমাদিগেরই জয় হইবে। নারদ কহিয়াছেন যে, যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়। জয় কৃষ্ণেতে গুণভূত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং তাহা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তাঁহার যেরূপ এক গুণ বিজয়, সেই রূপ অপর এক গুণ নম্রতাও বিদ্যমান আছে। যে গোবিন্দ অনন্ততেজস্বী, সনাতনতম পুরুষ, শত্রু সমূহেও ব্যথা রহিত; সেই কৃষ্ণ যে পক্ষে, সেই পক্ষেরই জয়। এই অপ্রতিহত-শস্ত্র বৈকুণ্ঠ হরি পূর্ব্ব কালে আবির্ভূত হইয়া দেবাসুরদিগের প্রতি অতি গম্ভীর স্বরে কহিয়াছিলেন, 'কাহারা জয়ী হইবে?' অনন্তর যাঁহারা তখন এইরূপ কহিলেন, 'হে কৃষ্ণ! আমরা কি রূপে জয়ী হইতে পারি?' তাঁহারাই জয়ী হইলেন। সেই কৃষ্ণের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ রূপ কহিয়া জয় লাভ করত ত্রৈলোক্য প্রাপ্ত হইলেন। অতএব হে ভারত! বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বর সেই হরি যখন আপনকার জয়াকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন এই জয় বিষয়ে আপনকার কোন কষ্ট দেখি না।

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন কথোপকথনে একবিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম-সৈন্যের প্রতিপক্ষে ব্যূহ রচনান্তে

স্বকীয় সেনার প্রতি আদেশ করিলেন, "হে বিশুদ্ধাশয়গণ! পাণ্ডবেরা বিপক্ষের প্রতিপক্ষে যথোদ্দিষ্ট অনীক ব্যূহ রচনা করিলেন, তোমরা পরম স্বর্গের অভিলাষী হইয়া সুযুদ্ধ কর।" সব্যসাচী, সসৈন্য শিখণ্ডীকে মধ্য ভাগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্রভাগে ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতে লাগিলেন। সাত্বত বংশের প্রধান ধনুষ্মান্ শ্রীমান্ যুযুধান মঘবানের ন্যায় দক্ষিণ দিক্‌স্থ অনীকগণের রক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নাগ সমূহ মধ্যে মহেন্দ্র-যান-সদৃশ শিল্প-সজ্জিত স্বর্ণরত্ন-বিচিত্রিত কাঞ্চনময়-হয়ভূষণ-ভূষিত-যোক্ত্র-সংযুক্ত রথে অবস্থিত হইলেন। তাঁহার গজদন্ত শলাক যুক্ত সুপাণ্ডুর বর্ণ সমুচ্ছ্রিত ছত্র অতীব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত স্তুতি বচনে উপচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে পুরোহিত ও শ্রুতবন্ত ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধ গণ জপ্য মন্ত্র ও ওষধী দ্বারা এবং স্বস্ত্যয়ন বাক্য কথন দ্বারা শত্রুবধ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুরূত্তম মহাত্মা যুধিষ্ঠির বস্ত্র, গো, ফল, পুষ্প ও নিষ্ক সমূহ ব্রাহ্মণসাৎ করিতে করিতে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের শ্বেতাশ্ব-যোজিত সুচক্র-যুক্ত শত কিঙ্কিণী-শোভিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট জাম্বুনদ সুবর্ণে বিচিত্রিত সহস্র সূর্য্যপ্রভ রথখানি অর্চ্চিমালী অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহার সারথি কেশব হইলেন। পৃথিবীতে যাঁহার সমান ধনুর্দ্ধর নাই ভবিষ্যতেও আর কদাচিৎ হইবেক না, এবং যাঁহার রথ ধ্বজে কপিবর বিরাজমান, এতাদৃশ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ও বাণ করে গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই রথে অবস্থিত হইলেন। যে সুভুজ ভীমসেন অস্ত্র রহিত হইয়াও কেবল ভুজদ্বয় দ্বারা মনুষ্য, অশ্ব ও নাগদলকে যুদ্ধে ভস্মবৎ চূর্ণ করিতে পারেন, তিনি ভবদীয় পুত্র ও সেনা ঘর্ষণ করিবেন বলিয়া যেন অতীব রৌদ্র রূপ ধারণ করিলেন এবং নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে বীর রথীগণের রক্ষক হইলেন। ভবৎ পক্ষীয় যোধগণ লোক মধ্যে মহেন্দ্র কল্প ও গজরাজের ন্যায় দর্পবান্ সেই ভীমসেনকে তথায় মত্ত সিংহ-বরের খেলন সদৃশ খেলনশীল, দুরাসদ ও সেনাগ্রগত দেখিয়া ভয়োদ্বিগ্ন চিত্ত হইয়া পঙ্কমগ্ন কুঞ্জর গণের ন্যায় প্রকৃষ্ট রূপে ব্যথিত হইতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জনার্দ্দন কৃষ্ণ অনীক মধ্যে অবস্থিত দুরাসদ রাজপুত্র গুড়াকেশকে কহিলেন, হে পুরুষপ্রবীর! যিনি ত্রিশত বাজিমেধ আহরণ করিয়াছিলেন, সেই কুরুবংশকেতু ঐ ভীষ্ম বিক্রম সহকারে সৈন্য মধ্যে অবস্থিত হইয়া সৈন্যগণের রক্ষক হইয়াছেন; উনি অস্মৎ পক্ষীয় হইতে স্বকীয় সেনাদিগকে সিংহের ন্যায় রক্ষা করিতেছেন। যে প্রকার মেঘমালা রশ্মিবান্ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় ঐ সমস্ত সৈন্য ঐ মহানুভাব ভীষ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি ঐ সকল সেনা বিনাশ করিয়া ঐ ভরতবরের সহিত যুদ্ধ করিতে আকাঙ্ক্ষা কর।

সঞ্জয় কহিলেন, কৃষ্ণ যুদ্ধোদ্যত ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য দেখিয়া অর্জ্জুনের হিত নিমিত্তে তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি শত্রু পরাজয় নিমিত্ত শুচি ও সংগ্রামাভিমুখ হইয়া দুর্গাস্তোত্র কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, ধীমান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে এই রূপ কহিলে, পার্থ রথ হইতে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন, হে আর্য্যে! হে সিদ্ধসেনানি! হে মন্দর বাসিনি! হে কুমারি! হে কালি! হে কাপালি! হে কপিলে! হে কৃষ্ণপিঙ্গলে! তোমাকে নমস্কার। হে ভদ্রকালি! তোমাকে নমস্কার। হে মহাকালি! তোমাকে নমস্কার। হে চণ্ডি! হে চণ্ডে! হে তারিণি! হে বরবর্ণিনি! তোমাকে নমস্কার। হে কাত্যায়নি! হে মহাভাগে! হে করালি! হে বিজয়ে! হে জয়ে! হে শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণি! হে নানাভরণভূষিতে! হে অট্টশূল-প্রহরণে! হে খড়্গ খেটক ধারিণি! হে গোপেন্দ্র কন্যে! হে জ্যেষ্ঠে! হে নন্দগোপ-

কুলোদ্ভবে! হে সতত মহিষরুধির প্রিয়ে! হে কৌশিকি! হে পীতবাসিনি! হে অট্টহাসিনি! হে বৃকমুখি! হে রণপ্রিয়ে! তোমাকে নমস্কার। হে উমে! হে শাকম্ভরি! হে শ্বেতে! হে কৃষ্ণে! হে কৈটভনাশিনি! হে হিরণ্যাক্ষি! হে বিরূপাক্ষি! হে সুধূম্রাক্ষি! তোমাকে নমস্কার। হে বেদশ্রুতি-মহাপুণ্যে! হে ব্রহ্মণ্যে! হে জাতবেদসি! জম্বুদ্বীপ ও দেবালয় তোমার নিত্য সন্নিহিত স্থান। তুমি বিদ্যা সমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেহীদিগের মহানিদ্রা। হে স্কন্দমাতঃ! হে ভগবতি! হে দুর্গে! হে দুর্গম-পথ-বাসিনি! তুমি স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, সাবিত্রী, বেদমাতা ও বেদান্ত রূপে উক্ত হইতেছ। হে মহাদেবি! আমি বিশুদ্ধ চিত্তে তোমাকে স্তব করিতেছি, তোমার প্রসাদে রণ-চত্বরে আমার নিত্য জয় হউক। কান্তারে, ভয় স্থলে, দুর্গে, ভক্তদিগের আলয়ে এবং পাতালে তুমি নিত্য বাস করিয়া থাক, এবং যুদ্ধে দানবদিগকে পরাজিত কর। তুমি জৃম্ভণী, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, শ্রী, দীপ্তি, চন্দ্র-সূর্য্য-বর্দ্ধিনী এবং ভূতিশালীদিগের ভূতি হইতেছ এবং সিদ্ধ চারণ গণের তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানগম্য হইয়া থাক।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর মানব-বৎসলা দুর্গা অর্জ্জুনের ভক্তি দেখিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূতা ও গোবিন্দের অগ্রে অবস্থিতা হইয়া কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি অল্প কাল মধ্যেই শত্রুদিগকে জয় করিবে। হে দুর্দ্ধর্ষ! তুমি নারায়ণ-সহায়বান্ নর; তুমি রণে শত্রুদিগের অজেয়, তোমাকে বজ্রধারী ইন্দ্রও স্বয়ং জয় করিতে সমর্থ নহেন।

বরদাত্রী দেবী অর্জ্জুনকে এই রূপ কহিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন বর লাভ করিয়া মনে মনে আত্ম বিজয় বিবেচনা করিলেন, অনন্তর পরম সম্মত রথে আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে অবস্থিত হইয়া দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। যে মানব প্রত্যূষে উত্থিত হইয়া এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার কখন যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচ হইতে ভয় থাকে না, রিপু থাকে না এবং দংষ্ট্রী ও সর্প প্রভৃতি যে সকল হিংস্র জীব, তাহাদিগ হইতে ও রাজ কুল হইতে ভয় থাকে না। তিনি অবশ্যই বিবাদে জয় লাভ করেন, বন্ধন হইতে মুক্ত হন, দুর্গ হইতে উত্তীর্ণ হন, সংগ্রামে নিত্য বিজয় লাভ করেন, তাঁহার চৌর্য্য ভয় থাকে না, অচলা লক্ষ্মী তাঁহাকে আশ্রয় করেন এবং তিনি আরোগ্য ও বলসম্পন্ন হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

হে ভারত! আমি ধীমান্ ব্যাসের প্রসাদে ইহা জানিয়াছি, কিন্তু তোমার দুরাশয় পুত্র সকল ক্রোধবশানুগ ও কাল পাশে গুণ্ঠিত হইয়া এই নর নারায়ণ ঋষিকে মোহ প্রযুক্ত জানিতে পারিতেছে না এবং এই রাজ্য যে কাল প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাও জানিতেছে না। দ্বৈপায়ন, নারদ, কণ্ব, রাম, নভ, ইহাঁরা আপনকার পুত্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা আপনকার পুত্র গ্রাহ্য করিলেন না। যেখানে ধর্ম্ম, দ্যুতি ও কান্তি, যেখানে লজ্জা, শ্রী ও মতি, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই কৃষ্ণ; এবং যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়।

দুর্গাস্তোত্র কথনে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই রণে কোন্ পক্ষের যোধ গণ অগ্রে প্রহৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারা উৎসাহিত চিত্ত, কাহারাই বা দীন চিত্ত হইয়াছিল? সেই হৃৎকম্প সংগ্রামে অস্মৎ পক্ষীয় অথবা পাণ্ডব পক্ষীয়, কোন্ পক্ষীয় যোধ গণ অগ্রে প্রহার করিয়াছিল? কোন্ পক্ষের সেনা সকলের গন্ধ ও মাল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল? এবং কোন্ পক্ষের অভিগর্জ্জনকারী যোদ্ধা গণ কর্ত্তৃক অনুকূল বাক্য ব্যক্ত হইয়াছিল? এ সমুদায় আমার নিকট ব্যক্ত কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুলেন্দ্র! সেই সংগ্রামে

তখন উভয় পক্ষ সেনারই যোদ্ধা গণ হর্ষান্বিত হইয়াছিল; উভয় পক্ষেরই মাল্য ও সুগন্ধের সমান প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মহারাজ! সমুন্নত বদ্ধবর্ম্মা ব্যূহিত সমস্ত সৈন্যের পরস্পর সংসর্গে সুমহান্ বিমর্দ্দ সংঘটিত হইল। শঙ্খ ভেরী বিমিশ্রিত বাদিত্র শব্দ ও রণদক্ষ শূরগণের পরস্পর গর্জ্জন ধ্বনি তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! পরস্পর বীক্ষণ কারী হৃষ্টচিত্ত ও নিনাদকারী উভয় পক্ষীয় সৈন্য, যোধগণ ও কুঞ্জর ব্যূহের মহান্ ব্যতিকর হইল।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় কথোপকথনে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৩॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! অস্মৎ পক্ষীয় যোধ গণ ও পাণ্ডবগণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত ও যুযুৎসু হইয়া কি রূপ করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন তখন পাণ্ডব সৈন্যকে ব্যূহিত দেখিয়া আচার্য্য সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে আচার্য্য! ঐ দেখুন, আপনকার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদ-পুত্র পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহিত করিয়াছেন। ঐ পক্ষের শূর সকল মহাধনুর্দ্ধর ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন সদৃশ—যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রান্ত যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রা-নন্দন এবং দ্রৌপদী-পুত্রগণ, ইহাঁরা সকলেই মহারথ। পরন্তু হে দ্বিজোত্তম! আমারদিগের পক্ষে যে সকল প্রধান যোদ্ধা, তাহা শ্রবণ করুন, যাঁহারা মদীয় সৈন্যের নায়ক হইয়াছেন, আপনকাকে জানাইবার নিমিত্তে তাহা কীর্ত্তন করি। আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবাঃ, জয়দ্রথ ও অন্যান্য বহু শূর আমার নিমিত্তে জীবনাশা পরিত্যাগী হইয়া যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; সকলেই নানা শস্ত্র প্রহরণ-সমর্থ ও যুদ্ধ-বিশারদ। আমাদিগের এই সৈন্য বহু-সঙ্খ্য ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতেও অসমর্থ এবং ঐ পাণ্ডবদিগের অল্প সৈন্যও ভীম রক্ষিত হওয়াতে সমর্থ বোধ হইতেছে, অতএব আপনারা সকলেই রণ ভূমির পূর্ব্বাপরাদি যথা যোগ্য স্ব স্ব দিগ্ বিভাগ স্থলে অবস্থিত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন।

প্রতাপবান্ কুরু পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম, রাজা দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন করত উচ্চৈঃ শব্দে শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। অনন্তর রণ স্থলের সর্ব্বত্র সহসা শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহ ও গোমুখ বাদিত হইয়া তুমুল শব্দ উঠিল। পরে শ্বেতাশ্ব-যোজিত মহান্ রথে অবস্থিত মাধব ও অর্জ্জুন উভয়েই দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ ধ্বনি করিলেন। যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। হে ধরণীপতে! মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রেরা সকলে ও মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, ইহাঁরা প্রত্যেকে পৃথক্ রূপে শঙ্খ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই তুমুল শঙ্খ ধ্বনি ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিয়া ভবৎপক্ষীয় গণের হৃদয় বিদারণ করিল। হে মহীপাল! তদনন্তর অস্ত্র শস্ত্র, প্রয়োগাভিমুখ হইলে তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় যোদ্ধাগণকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া শরাসন উদ্যত করত হৃষীকেশকে এই কথা কহিলেন, হে অচ্যুত! যাঁহারা যুদ্ধেচ্ছু হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি যাহাতে অবলোকন করিতে পারি, তুমি এরূপ করিয়া উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্য স্থলে রথ রক্ষা কর। এই রণ সমুদ্যমে আমারে কাহার দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, কাহারা যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া এখানে সমাগত হইয়াছেন, সেই সকল যুদ্ধোদ্যতদিগকে আমি নিরীক্ষণ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ, হৃষীকেশ

কৃষ্ণকে এই রূপ কহিলে, হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদিগের সম্মুখে রথবর স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! এই সকল সমবেত কুরু পক্ষীয়দিগকে অবলোকন কর।

পার্থ সেই স্থানে দেখিলেন যে, পিতৃব্য গণ, পিতামহ গণ, আচার্য্য গণ, মাতুল গণ, ভ্রাতৃ গণ, পুত্র গণ, পৌত্র গণ, শ্বশুর গণ, সুহৃদ্ গণ ও সখা গণ, সকলেই উভয় সেনার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন সেই সমস্ত বন্ধু বান্ধবদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া পরম কৃপাপরায়ণ ও বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সকল যুযুৎসু স্বজন গণকে সমবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র অবসন্ন, মুখ শুষ্ক, শরীর কম্প, লোমহর্ষ, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত, ত্বক্ উত্তপ্ত এবং মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে; আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। আমি অনিষ্ট সূচক নিমিত্ত সকল উপলব্ধি করিতেছি। আমি সংগ্রামে স্বজন হনন করিয়া শ্রেয় দেখিতেছি না। আমি বিজয়াকাঙ্ক্ষা করি না এবং আমার রাজ্য বা সুখেরও প্রার্থনা নাই। হে গোবিন্দ! আমাদিগের রাজ্য বা ভোগ অথবা জীবনে প্রয়োজন কি? যাঁহাদিগের নিমিত্তে আমাদিগের রাজ্য, ভোগ বা সুখ অভিলষিত, এই তাঁহারাই ধন প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া যুদ্ধে অবস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও অন্যান্য স্ব সম্পর্কীয় সকলেই এই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাদিগকে হনন করিলেও ইহাঁদিগকে এই পৃথিবী নিমিত্তে কি ত্রৈলোক্য রাজ্য লাভের নিমিত্তেও হনন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে হনন করিয়া আমাদিগের কি প্রীতি জন্মিবে? ইহারা আততায়ী—অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্র হস্তে ধনোদ্যত, ভূম্যপহারী ও দারাপহারী হইলেও ইহাদিগকে হনন করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব হে মাধব! সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে বিনাশ করা আমাদিগের উচিত নহে। আমরা স্ব জন বিনাশ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইতে পারিব? যদিও ইহারা রাজ্য লোভে অবিবেক-চিত্ত হইয়া মিত্রদ্রোহ জন্য পাতক ও কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিতে পাইতেছে না, তাহা হইলেও আমরা কি হেতু কুলক্ষয়-জনিত দোষ দর্শন করিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে বিবেচনা না করিব? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মে কৃৎস্ন কুল আক্রান্ত হয়, এবং অধর্ম্মের সঞ্চার হইলে কুলস্ত্রী সকল দূষিত হয়। হে কৃষ্ণ! স্ত্রী দোষান্বিতা হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সঙ্করদোষ সেই কুল ঘাতীদিগের কুলের নরক নিমিত্তেই হয়, এবং বংশ লোপ হওয়াতে তাহাদিগের পিতৃলোকও পিণ্ডোদক ক্রিয়া-বর্জ্জিত হইয়া নরকে পতিত হয়। কুলক্ষয়কারী দিগের ঐ বর্ণসঙ্কর দোষে পরম্পরাগত জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি, যে মনুষ্য দিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, তাহাদিগের নরকে নিয়ত বাস হইয়া থাকে। হা কষ্ট! আমরা মহৎ পাপ করিতে ব্যবসিত হইতেছি! রাজ্য সুখ লাভের নিমিত্ত স্বজনগণকে হনন করিতে সমুদ্যত হইয়াছি! অতএব যদি আমি শস্ত্রহীন ও প্রতীকার চেষ্টা রহিত হই, আর ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা শস্ত্র হস্ত হইয়া রণস্থলে আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলেও আমার পক্ষে কল্যাণতর হয়।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া রণক্ষেত্রে শর শরাসন পরিত্যাগ করিয়া শোক সন্তপ্তচিত্তে রথক্রোড়ে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন বিষাদ প্রকরণ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪

সঞ্জয় কহিলেন, মধুসূদন তথাবিধ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুলিত-লোচন বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! এই সঙ্কট সময়ে কি হেতু তোমার আর্য্য-

গণের অসেবিত, অস্বর্গ-সাধন ও অকীর্ত্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ? হে পরন্তপ কৌন্তেয়! তুমি কাতর হইও না, কাতর হওয়া তোমার উপযুক্ত হয় না; তুচ্ছ হৃদয় দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন! আমি পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সংগ্রামে অস্ত্র দ্বারা কি রূপে প্রতিযুদ্ধ করিব ? মহানুভাব গুরুদিগকে হনন না করিয়া ইহ লোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়; যেহেতু এই গুরু লোকদিগকে হনন করিয়া ইহ লোকেই রুধির-লিপ্ত অর্থ কাম উপভোগ করিতে হইবে। যদি আমরা বিপক্ষদিগকে জয় করি, কিম্বা বিপক্ষেরা আমাদিগকে জয় করে, এ উভয় পক্ষের কোন পক্ষই শ্রেয় বোধ করিতেছি না, যেহেতু যাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলেই সম্মুখে রহিয়াছেন। ইহাঁদিগকে সংহার করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব এই ভাবনারূপ দৈন্যভাবে ও কুলক্ষয় জন্য দোষ ভাবনায় আমার স্বভাব অভিভূত ও চিত্ত ধর্ম্ম বিষয়ে কিং-কর্ত্তব্যতা-মূঢ় হইয়াছে। আমি তোমার বশবর্ত্তী ও শরণাপন্ন, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহা শ্রেয় হয়, তাহা তুমি নিশ্চিত রূপে আদেশ কর। আমার পৃথিবী মধ্যে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং সুর লোকের আধিপত্য লাভ হইলেও এমত কর্ম্ম আমি দেখিতেছি না যে তাহা আমার ইন্দ্রিয়শোষক শোকের অপনোদন করিতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ হৃষীকেশ গোবিন্দকে ‘আমি যুদ্ধ করিব না’ ইহা বলিয়া তুষ্ণী অবলম্বন করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর হৃষীকেশ সহাস্য বদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ-ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি, শোকের অবিষয় যে বন্ধু গণ, তাহাদিগের নিমিত্তে শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের বাক্য সকলও কহিতেছ; বিবেকী ব্যক্তিরা, জীবিত-বন্ধু ব্যক্তিরা বন্ধুবিহীন হইয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিবে, এই ভাবিয়া তাহাদিগের নিমিত্তে বা মৃত-বন্ধু ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে অনুশোচন করেন না। যেহেতু আমি যে কখনই ছিলাম না এমন নহে, তুমি যে কখন ছিলে না এমনও নহে, এই সকল রাজারাও যে কখন ছিলেন না তাহাও নহে, এবং ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না এমনও নহে। দেহাভিমানী জীবের যে প্রকার এই স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থা হইয়া থাকে এবং কৌমারাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার বিনাশে পর পর অবস্থা হইলেও তাহার স্বত কোন অবস্থান্তর হয় না, সে সমভাবেই থাকে, সেই প্রকার এই দেহ বিনাশ হইলে লিঙ্গ দেহের অবলম্বনে তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হয় কিন্তু স্বত কোন অবস্থান্তর বা হানি হয় না। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহের উৎপত্তি বা বিনাশে বিমুগ্ধ হন না। হে কুন্তীপুত্র! ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যে সংযোগ, তাহাই কখন শীত, কখন উষ্ণ, কখন সুখ ও কখন দুঃখ প্রদান করে। ঐ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ কখন উৎপন্ন, কখন বা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং তাহা অনিত্য; অতএব তাহাতে হর্ষ বা বিষাদ না করাই তোমার উচিত হয়; তাহা হইলে বন্ধুবিয়োগ জনিত দুঃখ তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। হে পুরুষবর! উক্ত শীতোষ্ণাদি, যে সুখ-দুঃখসমজ্ঞানী ধীর পুরুষকে ব্যথিত করিতে না পারে, সেই পুরুষ মোক্ষ সাধনে সমর্থ হয়। এবং অনাত্ম স্বভাব প্রযুক্ত অবিদ্যমান পদার্থ যে শীতোষ্ণাদি তাহা আত্মাতে বিদ্যমান থাকে না; সেইরূপ সৎস্বভাব যে আত্মা, তাহারও অভাব কখন সম্ভবে না। বস্তু তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা সৎ ও অসৎ এই উভয় পদার্থের এইরূপ নির্ণয় জ্ঞাতা হইয়াছেন। অতএব দুঃসহ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ করিলে কদাচিৎ তোমার বিনাশ সম্ভাবনা নাই। যিনি, উৎপত্তি বিনাশ শালী এই সমস্ত দেহাদিতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই আত্মাকে অবিনাশী জানিবে; যেহেতু

তাঁহার অবয়ব না থাকায় দেহাদির ন্যায় ক্ষয় হয় না, অতএব কেহ তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভারত! এই নশ্বর দেহ, সর্ব্বদা এক-রূপ অবিনাশী অপরিচ্ছিন্ন দেহ-স্থিত আত্মারই, ইহা বিবেকী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, অতএব তুমি মোহ-জনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিও না। যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হনন-কর্ত্তা জানে, এবং যে ব্যক্তি সেই আত্মাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই তাঁহাকে জানে না, কেননা তিনি হনন করেন না এবং হতও হয়েন না। তিনি কখন জন্মেন না, মরেন না এবং অন্যান্য জাত বস্তুর ন্যায় জন্মিয়া বিদ্যমানও থাকেন না, যেহেতু তিনি স্বভাবতই জন্ম-রহিত হইয়া চির কাল বর্ত্তমান আ-ছেন। এবং তিনি নিত্য—সর্ব্বদা এক রূপ; তিনি শাশ্বত ক্ষয়-বিহীন; তিনি পুরাণ—পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, তিনি পরিণাম দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না; এবং তিনি শরীর হন্যমান হই-লেও হত হন না। হে পার্থ! যে পুরুষ সেই আত্মাকে ক্ষয় ও জন্ম রহিত এবং অবিনাশী জানেন, তিনি কা-হাকে হনন করিবেন, কি প্রকারেই বা হনন করিবেন, এবং কাহাকে দিয়াই বা হনন করাইবেন? যে প্রকার মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বস্ত্র গ্রহণ করে, সেই প্রকার জীব জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই আত্মাকে শস্ত্র সকল ছেদন করিতে, অগ্নি দগ্ধ করিতে, জল দ্রবীভূত করিতে এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না, যেহেতু তিনি অবয়ব রহিত; সুতরাং অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। সেই আত্মা অবিনাশী, সর্ব্বগত, রূপান্তর অপ্রাপ্ত, পূর্ব্ব রূপের অপরিত্যাগী, অনাদি, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, মন ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বলিয়া অভি-হিত হইয়াছেন, অতএব আত্মাকে এই প্রকার জা-নিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না।

হে মহাবাহু! যদ্যপি সেই আত্মাকে চির কালই দেহ জন্মিলে জাত ও দেহ বিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তোমার এই রূপ শোক করা উচিত নহে; কেননা জাত বস্তুর অবশ্যই মৃত্যু হয় এবং মরিলে অবশ্যই জন্ম হইয়া থাকে, অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে তোমার শোকের বিষয় কি? ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে অদর্শন এবং নিধনের পরেও অদর্শন হয়, কেবল মধ্যে—উৎপত্তির পরে ও নিধনের পূর্ব্বে দৃশ্য হয়, অতএব এতাদৃশ ভূত সকলের নিমিত্তে আর শোক বিলাপ কি? শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় কীর্ত্তন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন; কেহ বা দর্শন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জা-নিতে পারেন না; সুতরাং বিদ্বান্ হইয়াও আত্ম-জ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন। হে ভারত! সকলের দেহেতে সকল অবস্থাতেই এই আত্মা অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্তে তোমার শোক করা উচিত হয় না। এবং স্বকীয় ক্ষত্রধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া সমুচিত হয় না; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ হইতে আর অন্য কিছুই শ্রেয় নাই। হে পার্থ! বিনা প্রার্থনায় উদ্ঘাটিত স্বর্গ দ্বার উপস্থিত হইয়াছে, যে ক্ষত্রিয়দিগের ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ হয়, তাঁহারা সুখী হইয়া থাকে। প্রত্যুত, যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধে নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমাকে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি বিহীন হইয়া পাপ ভোগ করিতে হইবে এবং লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শৌর্য্যাদি গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি দিগের অকীর্ত্তি, মরণ অপেক্ষাও অধিক। মহারথ সকল তোমাকে ভয়-প্রযুক্ত সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে, তাহা হইলে, তুমি তাহাদিগের নিকট পূর্ব্বে গুণবান্ বলিয়া সম্মানিত থাকিয়া এক্ষণে লাঘব প্রাপ্ত হইবে। অপর. তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যকে নিন্দা করত

অনেক অবক্তব্য বাক্যও বলিবে, তাহা অপেক্ষা আর দুঃখতর কি আছে? হে কৌন্তেয়! যদি তুমি যুদ্ধে হত হও, তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিবে, যদি জয়ী হও, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও। সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয়াজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হও; তাহা হইলে তোমাকে পাপ, স্পর্শ করিতে-পারিবে না।

হে পার্থ! আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে রূপ বুদ্ধি কর্ত্তব্য, তাহা তোমাকে বলিলাম, ইহাতেও যদি তোমার তাহা প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ নিমিত্ত কর্ম্ম যোগ বিষয়ক এই বুদ্ধি শ্রবণ কর, যে বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম যোগ দ্বারা শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে লব্ধ—প্রত্যক্ষীভূত আত্মতত্ত্ব দ্বারা কর্ম্ম বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের প্রারম্ভ নিষ্ফল হয় না, ঈশ্বরোদ্দেশ নিবন্ধন বিঘ্ন বৈগুণ্যের অসম্ভব হেতু ইহাতে কোন প্রত্যবায়ও জন্মে না এবং ঈশ্বরারাধনার্থ এই ধর্ম্ম স্বল্প কৃত হইলেও মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে। কুরুনন্দন! ঈশ্বরারাধন রূপ কর্ম্ম-যোগে নিশ্চয়াত্মক সেই বুদ্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হেতুই একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ঈশ্বরারাধন-বহির্ম্মুখ স্বার্থ-কাম ব্যক্তি দিগের বুদ্ধি, অসংখ্য কামনা হেতু অনন্ত ও বিবিধ ফলের প্রকার ভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হে পার্থ! যাঁহারা অবিবেকী—কামনায় আকুলিত চিত্ত হয়েন, সুতরাং স্বর্গকেই পুরুষার্থ বোধ করেন, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অক্ষয় ফল ও সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার বেদের ফলশ্রুতি বাক্যেতে প্রীত ও ইহা হইতে আর অন্য প্রাপ্য পদার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এই রূপ কথনশীল হইয়া ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনভূত ক্রিয়া বিশেষের বোধক, জন্ম কর্ম্ম রূপ ফলপ্রদ, পুষ্পিত বিষ লতা সদৃশ আপাতত রমণীয়, বেদের অর্থবাদ রূপ স্বর্গাদি ফলশ্রুতি বাক্যকেই পরমার্থ সাধন বলিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের চিত্ত আপাতত রমণীয় উক্ত বেদ বচন দ্বারা অপহৃত হইয়া থাকে; এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যাসক্ত ব্যক্তি দিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি অভিমুখ হয় না। হে অর্জ্জুন! বেদের বহুল অংশ সকাম ব্যক্তি দিগের কর্ম্ম ফল প্রতিপাদক, কিন্তু তুমি নিষ্কাম হও, সুখ দুঃখ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য কর, সর্ব্বদা সত্ত্বগুণের আশ্রিত হও, অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষা করিতে নিবৃত্ত ও প্রমাদ রহিত হও। যে প্রকার বাপী কূপ তড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে ভ্রমণ করিয়া বিভাগক্রমে স্নান পানাদি যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা এক মাত্র মহাহ্রদেই হইয়া থাকে, সেই প্রকার সমস্ত বেদেতে তত্তৎ বেদোক্ত যাবতীয় কর্ম্ম ফল রূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৎ সমস্তই নিশ্চয়াত্মক-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির হইয়া থাকে। তুমি তত্ত্বজ্ঞানের প্রার্থী, অতএব তোমার কর্ম্মেতে কামনা হউক, কিন্তু সংসার বন্ধের হেতু যে কর্ম্ম ফল, তাহাতে যেন কামনা না থাকে; অর্থাৎ ফলের নিমিত্তে যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তি না হয় এবং কর্ম্ম না করিতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে, সিদ্ধি হউক কিম্বা না হউক উভয়েতেই সমদর্শী হইয়া কর্ম্ম করিবে, যেহেতু সমভাবই যোগ বলিয়া কথিত হয়। ধনঞ্জয়! সমভাবাপন্ন বুদ্ধি দ্বারা কৃত যে কর্ম্ম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট, অতএব তুমি বুদ্ধিতে, পরিত্রাতা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা কর; কেননা ফল-কাম ব্যক্তিরা দীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। সমভাবাপন্ন-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তি স্বর্গাদি সাধন সুকৃত ও নরকাদি সাধন দুষ্কৃত এই উভয়কেই পরিত্যাগ করেন, অতএব তুমি যোগে নিযুক্ত হও। ঈশ্বরে চিত্তার্পণ নিবন্ধন কর্ম্মেতে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি বিষয়ে সমত্ব বুদ্ধি রূপ যে কৌশল, তাহাই যোগ শব্দে কথিত হয়। সমত্ব-বুদ্ধি-যুক্ত ব্যক্তিরা—ঈশ্বরারাধন মাত্র

নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীরা ইষ্টানিষ্ট দেহ প্রাপ্তি রূপ কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানযুক্ত ও জন্ম বন্ধ-বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রব রহিত পরম পদে গমন করেন। এই রূপে ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে যখন তাঁহার প্রসাদে তোমার বুদ্ধি মোহময় দুর্গ গহন হইতে বিশেষ রূপে উত্তীর্ণ হইবে, তখন তুমি শ্রোতব্য বা শ্রুত অর্থের প্রতি বৈরাগ্য লাভ করিবে। তোমার নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি যখন বিষয়ান্তরে অনাকৃষ্ট ও স্থির হইয়া পরমেশ্বরে অবস্থিতি করিবে, তখন তুমি যোগ ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? এবং তিনি কি প্রকার কথন, উপবেশন বা গমন করেন?

ভগবান্ কহিলেন, পার্থ! যখন সাধক মনোগত কামনা সকল পরিত্যাগ করেন, পরমানন্দরূপ আত্মাতেই আত্মা-দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। দুঃখ উপস্থিত হইলে যাঁহার মন উদ্বিগ্ন না হয়, সুখেতে স্পৃহা না থাকে, এবং রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার নিকট হইতে বিদূরিত হয়, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলাযায়। যিনি পুত্র-মিত্রাদিতে স্নেহ শূন্য হন, শুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত না হন এবং অশুভ প্রাপ্ত হইয়াও দ্বেষী না হন, অর্থাৎ এসমস্ত বিষয়ে ঔদাস্য ভাব করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে স্থিত-প্রজ্ঞ বলাযায়। কূর্ম্ম যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সমস্ত সর্ব্ব প্রকারে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি যখন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলকে তাহাদিগের বিষয় শব্দাদি হইতে প্রত্যাহরণ-পূর্ব্বক সঙ্কুচিত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। জড়, আতুর বা উপবাস-পরায়ণ ব্যক্তির সামর্থ্য না থাকায় তাহারা বিষয় গ্রহণ করে না, সুতরাং তাহাদিগেরও নিকট হইতে বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলাযায় না, যেহেতু তাহাদিগের বিষয়ে বাসনা নিবৃত্ত হয় না; পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাহাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। কুন্তীপুত্র! বিবেকী পুরুষ, সযত্ন হইলেও তাঁহার মনকে প্রমথনকারী ইন্দ্রিয় সকল বল-পূর্ব্বক হরণ করে, এই নিমিত্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া পরমেশ্বর-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া উপবিষ্ট হইবেন; কেন না ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশে থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তদ্বিষয়ে আসক্তি জন্মে; আসক্তি জন্মিলে অভিলাষ হয়; সেই অভিলাষ কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ আসিয়া আক্রম করে; ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেকে সামর্থ্য শূন্য হয়; মোহ হইতে স্মৃতিভ্রম জন্মে; স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধি নাশ হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি বিনাশ হইলে আপনাকে বিনষ্ট হইতে হয়। যাঁহার মন বশীভূত হয়, সেই পুরুষ মনের বশম্বদ রাগদ্বেষ-রহিত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও শান্তি—চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। শান্তি লাভ হইলে ঐ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির সর্ব্বদুঃখ নাশ এবং বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। যাহার ইন্দ্রিয় অবশীকৃত, তাহার বুদ্ধি আত্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; সুতরাং তাহার আত্ম বিষয়ক চিন্তার সম্ভাবনা থাকে না; আত্মচিন্তা না হইলে তাহার শান্তিরও উদয় হয় না; শান্তি শূন্য ব্যক্তির কি হেতু সুখ হইবে? মন যদি বিষয়ে-বিচরণকারী ইন্দ্রিয় গণের অনুগামী হয়, তবে বায়ু যে প্রকার প্রমাদবান্ কর্ণধারের নৌকাকে জলে ভ্রমণ করায়, সেই প্রকার ঐ যোগী ব্যক্তির বুদ্ধিকে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করে। অতএব হে মহাবাহু! যাহার ইন্দ্রিয় সকল তত্তৎ বিষয় শব্দাদি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিগৃহীত হয়, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকে। সাধারণ প্রাণী সকলের পক্ষে আত্মনিষ্ঠা, নিশা স্বরূপ হইয়া থাকে। ঐ আত্মনিষ্ঠা-নিশাতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী যোগী ব্যক্তি জাগরণ করেন। অপর সাধারণ

প্রাণী, যে বিষয় নিষ্ঠাতে জাগরণ করেন, তাহা আত্ম-দর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ হইয়া থাকে, তাহাতে তিনি জাগরিত থাকেন না। জলরাশি-পূর্ণ অচল-ভাবে অবস্থিত সমুদ্রে যেমন জল প্রবেশ করিয়া লীন হয়, সেইরূপ যে যোগী পুরুষে কামনা সকল প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া যায়, তিনিই শান্তি লাভ করেন; অপর—বিষয়কাম ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারে না। যে পুরুষ প্রাপ্ত-সকল বিষয়ে উপেক্ষা-কারী, অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহা রহিত ও নিরহঙ্কার, সুতরাং ভোগসাধন বস্তুতে মমতা-শূন্য হইয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম বশত ভোগ্য বস্তুর উপভোগ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন। হে পার্থ! ব্রহ্মনিষ্ঠা এই প্রকার হয়। পুরুষ ইহা লাভ করিলে মোহ প্রাপ্ত হন না। যদি মৃত্যু সময়েও ইহাতে অবস্থান হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্তি হয়; তবে যাবজ্জীবন ইহাতে স্থিতি করিলে তাহার আর বক্তব্য কি?

সাংখ্যযোগ কথন পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥২৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যদি জ্ঞানই কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া তোমার অভিপ্রেত, তবে হে কেশব! হিংসাত্মক কর্ম্মে আমাকে কি হেতু নিয়োগ করিতেছ? কোথাও কর্ম্মের প্রশংসা, কোথাও বা জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া মিশ্রিত বাক্য-দ্বারা যেন আমার বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতেছ, তাহা না করিয়া ঐ উভয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি।

ভগবান্ কহিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ধ্যানাদি-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা আর জ্ঞানভূমিতে অনারূঢ় কর্ম্ম-যোগাধিকারি ব্যক্তিদিগের জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায় ভূত চিত্তশুদ্ধি সাধন কর্ম্মযোগ-দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা এই দুই প্রকার নিষ্ঠা পূর্ব্বাধ্যায়ে আমি বলিয়াছি। আমি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এই দুই বিষয়কে পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক্ রূপে মোক্ষ সাধন বলি নাই যে ঐ উভয় বিষয়ের মধ্যে এক বিষয় নিশ্চয় করিয়া বলিবার নিমিত্তে আমাকে তোমার প্রশ্ন করা সঙ্গত হইতে পারে। পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে জ্ঞান উপভোগ করিতে পারে না এবং বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধিতে কেবল সংন্যাস মাত্র-দ্বারা মোক্ষ লাভে অধিকারী হয় না। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী কেহই কোন অবস্থাতে ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু সকলেই স্বভাব-জাত রাগ দ্বেষাদি গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; অতএব এস্থলে কর্ম্মেতে যে আসক্তি না থাকা, তাহাকেই সংন্যাস বলিয়া জ্ঞাত হইবে। যে ব্যক্তি বাক্য পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অন্তঃকরণে বিষয় স্মরণ করত অবস্থিতি করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাচার বলা যায়। পরন্তু যে ব্যক্তি মন দ্বারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া ফলাভিলাষ রহিত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মরূপ উপায় অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে জ্ঞান-বান্ বলাযায়। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি নিয়-মিত কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ; প্রত্যুত কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই হইবে না। কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থক ভিন্ন কর্ম্ম মাত্রই লোকের বন্ধন কারণ হয়, অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মাচরণ কর। প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞাধিকার সহকারে ব্রাহ্মণাদি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা এই যজ্ঞ কার্য্যদ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও, এই যজ্ঞ তোমাদিগের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হইবেক। তোমরা এই যজ্ঞদ্বারা দেবতা-দিগকে বর্দ্ধিত করিবে, এবং দেবতারাও বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এই রূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরম শ্রেয় লাভ করিতে থাকিবে।

দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি-দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগদ্রব্য প্রদান করিবেন, অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা পঞ্চসূনা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা কেবল আপনার নিমিত্তে অন্ন পাক করে, সেই দুরাচারেরা কেবল পাপই ভোগ করিতে থাকে।" অন্ন হইতে ভূত সমস্ত, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, যজমানাদির ব্যাপার হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে যজমানাদির ব্যাপার এবং অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদ উৎপন্ন জানিবে। অতএব যখন কর্ম্মই জগৎরক্ষার মূল, তখন জগৎকর্ত্তার বাক্যরূপ বেদ সর্ব্বার্থগত হইলেও তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্বদা যজ্ঞেই প্রতিষ্ঠিত বোধ করিতে হইবে। ঈশ্বর-বাক্য-বেদ হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলে তদ্দ্বারা পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য দ্বারা অন্ন, অন্ন দ্বারা ভূত সকল পালিত হইয়া থাকে, এই রূপে প্রবর্ত্তিত যে জগৎচক্র, তাহার প্রতি ইহ লোকে যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তী না হয় অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার আয়ু পাপ স্বরূপ হয়। হে পার্থ! এতাদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় উপভোগেই আরাম করিয়া থাকে, সুতরাং সে বৃথা জীবন ধারণ করে। কিন্তু যে মনুষ্য আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত, আত্মানন্দ উপভোগেই চরিতার্থ, সুতরাং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই; যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম করা জন্য পুণ্য বা না করা জন্য প্রত্যবায় জন্মে না, এবং মোক্ষ নিমিত্তে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত কোন ভূতের মধ্যে কাহাকেও আশ্রয় করিতে হয় না। যখন এতাদৃশ জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, অপরের পক্ষে অপেক্ষা করে, তখন তুমি সতত ফলাসক্তি রহিত হইয়া অবশ্য-বিধেয় কর্ম্মের আচরণ কর, কেননা পুরুষ ফলাসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ করিলে তজ্জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে। জনক প্রভৃতি মহাত্মারা কর্ম্ম দ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন। যদ্যপি তুমি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাক, তথাপি লোক রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ "আমি কর্ম্ম করিলে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, নতুবা আমার দৃষ্টান্তে অজ্ঞানীরাও স্ব স্ব ধর্ম্ম নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতে পারে," এরূপ বিবেচনা করিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, ইতর ব্যক্তিরা সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠ জন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা কর্ম্ম নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কোন কর্ম্মই করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। হে পার্থ! যদি আমি নিরলস হইয়া কদাচিৎ কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তবে মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকারে আমারই পথে অনুবর্ত্তী হইতে পারে। যদি আমি কর্ম্ম না করি, তবে এই সমস্ত লোক কর্ম্ম না করিয়া ধর্ম্ম লোপ দ্বারা উৎসন্ন হইতে পারে, এবং আমা হইতে বর্ণসঙ্করও উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রজা সকলকে মলিনভাবাপন্ন করা হয়। অতএব হে ভারত! অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেমন কর্ম্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিও লোক রক্ষা চিকীর্ষু হইয়া আসক্তি ত্যাগ-পূর্ব্বক সেই রূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মেতে আসক্ত অজ্ঞদিগের প্রতি আত্মোপদেশ করিয়া কর্ম্ম বিষয়ক বুদ্ধির অন্যথা ভাব জন্মাইয়া দেওয়া বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত নয়। প্রত্যুত, অবহিত হইয়া স্বয়ং কর্ম্মাচরণ করত তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাই উচিত। ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মজ্ঞান নিবন্ধন যাহার বুদ্ধি বিমূঢ় হয়, সেই ব্যক্তি সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতির কার্য্য-ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারে ক্রিয়মাণ যে কর্ম্ম সকল, তাহা আমি করিতেছি, বলিয়া মনে করে। হে মহাবাহু! ইন্দ্রিয় ও কর্ম্মের বিভাগতত্ত্ববিৎ পুরুষ, ইন্দ্রিয়

সকলই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, আমি প্রবৃত্ত হই না, এই রূপ বিবেচনা করিয়া তাহাতে আসক্ত হন না। যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণে সম্যক্ মোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি সেই অল্পজ্ঞ মন্দমতি দিগের বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া দিবেন না। অতএব যখন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় হইতেছে এবং তুমিও অদ্যাপি তত্ত্বজ্ঞ হও নাই, তখন তুমি অধ্যাত্মজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হইয়া কর্ম্ম করি' এই রূপ বুদ্ধি দ্বারা আমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া—'এই কর্ম্ম আমার ফল সাধন' এরূপ মমতা জ্ঞান ও শোক রহিত হইয়া যুদ্ধ কর। যে মানবেরা আমার প্রতি অসূয়া রহিত ও শ্রদ্ধাবন্ত হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈ কর্ম্ম করিতে করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানীর ন্যায় কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হন। আর যাহারা আমার এই মতকে নিন্দা করত ইহার অনুষ্ঠান না করে, সেই সর্ব্বজ্ঞান-বিমূঢ় অবিবেকী ব্যক্তি দিগকে বিনাশ প্রাপ্ত বলিয়া জানিবে। গুণ দোষজ্ঞ ব্যক্তিও স্বকীয় প্রাক্তন কর্ম্ম জন্য প্রকৃতির স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মেরই চেষ্টা করিয়া থাকেন, যেহেতু প্রাণী মাত্রই প্রকৃতির অনুবর্ত্তী হয়, এমত স্থলে আমার বা অন্যের নিষেধ তাহাদিগের কি করিবে? প্রত্যুত, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয় অনুকূল হইলে তাহাতে অনুরাগ ও প্রতিকূল হইলে তাহাতে দ্বেষ অবশ্যই হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য নয়, যেহেতু উহা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির বিরোধী হয়। আর সম্পূর্ণ রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও শ্রেয়, কেননা স্বধর্ম্মে নিধনও স্বর্গ সাধন হয়, এবং পরধর্ম্ম নিষিদ্ধ, এজন্য নরক জনক হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বৃষ্ণি-নন্দন! পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও যেন কেহ তাহাকে বল-পূর্ব্বক পাপ কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করে, অতএব পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে?

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি পুরুষের পাপাচরণে যে হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, উহা কাম; উহা কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। ঐ কামকে মোক্ষ পথের বৈরী জানিবে; উহাকে দান দ্বারা পরিতৃপ্ত বা সাম দ্বারা ক্ষান্ত করা যায় না। উহা রজ গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা রজ গুণকে ক্ষয়িত করিতে পারিলে উহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যেপ্রকার, ধূম দ্বারা বহ্নি, মল দ্বারা আদর্শ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত হয়, সেই প্রকার কাম দ্বারা বিবেক জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! দুঃসন্তোষণীয়, অনল তুল্য সন্তাপপ্রদ এবং জ্ঞানীগণের নিত্য বৈরী স্বরূপ যে কাম, তাহা বিবেক জ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখে। বিষয় দর্শনাদি, সংকল্প ও অধ্যবসায় দ্বারা কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই হেতু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে ঐ কামের অধিষ্ঠানভূত বলা যায়। ঐ কাম দর্শনাদি ব্যাপার বিশিষ্ট ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বিবেক জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব হে ভরতকুলেন্দ্র! তোমাকে বিমোহিত করণের পূর্ব্বেই তুমি ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপরূপ কাম পরিত্যাগ কর। ইন্দ্রিয় সকল দেহাদিকে গ্রহণ করে, সুতরাং দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও তাহাদিগের প্রকাশক হয়, এজন্য ইন্দ্রিয় সকলকে দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন। মন ইন্দ্রিয়গণকে প্রবৃত্ত করে, এ নিমিত্তে মন ইন্দ্রিয় সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মকত্ব শক্তি আছে, এই হেতু সংকল্পাত্মক মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। এবং সেই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে যিনি অবস্থান করেন, তিনি বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ হন, তিনিই আত্মা শব্দে বাচ্য। হে মহাবাহু! এই রূপে সেই আত্মাকে বুদ্ধির অতীত জানিয়া বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া দুরাসদ কাম রূপ শত্রুকে বিনাশ কর।

কর্ম্মযোগ নামে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন! অব্যয় ফল সাধন এই যোগ আমি পূর্ব্বে আদিত্য বিবস্বান্‌কে কহিয়াছিলাম, বিবস্বান্ স্বীয় পুত্র মনুকে বলেন, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে কহেন; এই রূপে পরম্পরাগত এই যোগ রাজর্ষি গণ অবগত হন; দীর্ঘ কাল বশত এক্ষণে ঐ যোগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগও উৎকৃষ্ট, এই হেতু অদ্য তোমাকে এই পুরাতন যোগ বলিলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, বিবস্বানের জন্ম পূর্ব্বে এবং তোমার জন্ম পরে হয়, অতএব তুমি যে পূর্ব্বে বিবস্বান্‌কে এই যোগ কহিয়াছিলে, ইহা কি প্রকারে আমি বোধ করিতে পারি?

ভগবান্ কহিলেন, হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার জ্ঞান শক্তি বিলোপ না হওয়ায় সেই সমস্ত জানিতেছি; তুমি অজ্ঞানাবৃত, এজন্য জানিতে পারিতেছ না। আমি জন্ম রহিত, অনশ্বর স্বভাব এবং সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হইয়াও স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি। হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন তখন আমি আপনার শরীর সৃষ্টি করিয়া সাধুদিগের পরিত্রাণ ও দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার নিমিত্তে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। হে অর্জ্জুন! যিনি আমার এই রূপ অলৌকিক জন্ম কর্ম্ম পরানুগ্রহ নিমিত্ত বলিয়া জানেন, তাঁহাকে দেহ ত্যাগ করিয়া আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, প্রত্যুত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। অনেকে রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিহীন, আমার প্রতি একনিষ্ঠ এবং আমারই আশ্রিত হইয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান মলা হইতে পূত হইয়া মদীয় ভাব লাভ করিয়াছে। হে পার্থ! যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদানে অনুগ্রহ করিয়া থাকি, যেহেতু তাহারা যে কোন প্রকারে হউক, আমারই বর্ত্মে অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই মর্ত্ত্য লোকে প্রায় মনুষ্যেরা কর্ম্ম ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই ইন্দ্রাদি দেবতা দিগকে যজন করে, সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না, কেননা কর্ম্মজ ফল শীঘ্রই ফলিত হইয়া থাকে, এবং দুর্লভ জ্ঞান ফল কৈবল্য শীঘ্র লাভ হয় না। ব্রাহ্মণদিগের সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহাদিগের কর্ম্ম শম দমাদি; ক্ষত্রিয় দিগের সত্ত্ব ও রজগুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; বৈশ্যদিগের রজ ও তম গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষি বাণিজ্যাদি এবং শূদ্রদিগের তম গুণ প্রধান, তাহাদিগের কর্ম্ম ত্রিবর্ণ শুশ্রূষাদি; এই রূপে গুণ কর্ম্মের বিভাগ ক্রমে আমিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি। আমি এই কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও তুমি আমাকে অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে, যেহেতু এই কর্ম্মে আমার আসক্তি রাহিত্য নিবন্ধন শ্রমের প্রসক্তি নাই। বিশ্বসৃষ্টি আদি কর্ম্ম সকল আমাতে লিপ্ত হইতে পারে না, যেহেতু কর্ম্ম ফলে আমার স্পৃহা নাই; যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপ জানিতে পারে, সে কর্ম্মে আবদ্ধ হয় না। অহঙ্কার ব্যতিরেকে কৃত যে কর্ম্ম, তাহা বন্ধের কারণ হয় না, এই রূপ জানিয়া জনকাদি পূর্ব্বতন মহাত্মারা মুমুক্ষু হইয়া সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্তে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন পুরুষদিগের সেবিত বেদোক্ত কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্তে আচরণ কর।

কীদৃশ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কীদৃশ কর্ম্মই বা অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে বিবেকী ব্যক্তিরাও মোহিত হইয়া থাকেন, অতএব যে রূপ কর্ম্ম করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সংন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ত্যাগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মেরই মর্ম্ম জানা কর্ত্তব্য, কেননা এই ত্রিবিধ কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপার বর্ত্তমান থাকিতেও আত্মার দেহাদি ব্যতিরেক ভাবের অনুভব দ্বারা স্বাভাবিক নিষ্কর্ম্ম ভাব দৃষ্টি করেন, এবং জ্ঞান

রহিত যে কাম্য কর্ম্ম, তাহা দুঃখ জনক বোধ করিয়া তাহার পরিত্যাগকে কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তিনি মানব গণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহার যদৃচ্ছা প্রাপ্ত আহারাদি সমুদায় কার্য্যসত্ত্বেও কর্ত্তৃত্ব ভাব রহিত আত্ম জ্ঞান দ্বারা সমাধিভাবে অবস্থান করা হয়। যাঁহার কর্ম্ম সকল ফল কামনা রহিত হয়, তাঁহার সেই নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞান জন্মে, তখন কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকায় কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন থাকে না, সুতরাং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দগ্ধ হইয়া যায় অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়; এমত ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়াছেন। যিনি কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিত্য-নিজানন্দে পরিতৃপ্ত এবং অপ্রাপ্ত বিষয়ের চেষ্টা ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা করণে আশ্রয়ণীয় রহিত হন, তিনি শাস্ত্র বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম সকল অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। যাঁহার কামনা নাই, চিত্ত ও দেহ বশীভূত এবং বিষয় পরিগ্রহ ত্যাগ হইয়াছে, কেবল শরীর মাত্র নির্ব্বাহ যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি বিহিত কর্ম্ম না করা জন্য দোষে দোষী হন না। যিনি অপ্রার্থিত লাভে সন্তুষ্ট, শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, শত্রুতা ভাব রহিত এবং অপ্রার্থিত লাভের সিদ্ধি হউক বা অসিদ্ধিই হউক, তাহাতে হর্ষ বিষাদ রহিত, তিনি বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়াও সংসারে বদ্ধ হন না। যিনি রাগ দ্বেষাদি হইতে বিমুক্ত, যাঁহার কামনা নাই এবং জ্ঞান রূপ পরমেশ্বরে চিত্ত অবস্থান করে, এমত ব্যক্তি পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার সকাম কর্ম্মও বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্ম ভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম ও তদঙ্গেতে ব্রহ্মকেই অনুস্যূত দেখেন;—যদ্দ্বারা ঘৃতাদি অগ্নিতে অর্পণ করা যায়, সেই শ্রুবাদি পাত্র ব্রহ্ম; ঘৃতাদি যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাও ব্রহ্ম; যে অগ্নিতে হবন করা যায়, সেই অগ্নিও ব্রহ্ম; তাহাতে যিনি হোম করেন, সেই কর্ত্তাও ব্রহ্ম; ব্রহ্মই হবন করিয়া থাকেন; অতএব এতাদৃশ কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মেতে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতা, তাঁহার প্রাপ্য ফল ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। কর্ম্ম-যোগীরা, যাহাতে ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার যজন করিতে হয়, এতাদৃশ দৈব যজ্ঞের অনুষ্ঠান শ্রদ্ধা সহকারে করিয়া থাকেন। জ্ঞান যোগীরা কর্ম্মে ব্রহ্ম অনুস্যূত বোধে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মাত্মক ব্রহ্ম-যজ্ঞ রূপ উপায় দ্বারা ব্রহ্ম রূপ অগ্নিতেই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় সংযম রূপ অগ্নিতে হবন করেন। গৃহস্থেরা শব্দাদি বিষয় সকলকে তত্তৎ ইন্দ্রিয় রূপ অগ্নিতে হোম কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ধ্যাননিষ্ঠ যোগীরা, শ্রোত্রত্বক্-প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে শ্রবণ স্পর্শনাদি, বাক্পাণি-প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম যে বচন গ্রহণাদি ও প্রাণ অপান-প্রভৃতি বায়ু সকলের কর্ম্ম যে শ্বাস প্রশ্বাসাদি, তাহাদিগকে জ্ঞান প্রজ্বলিত যে আত্ম সংযম—আত্মাতে ধ্যানের একাগ্রতা—যোগরূপ অগ্নি, তাহাতে হবন করেন, অর্থাৎ ধ্যেয় ব্রহ্মকে সম্যক্ জানিয়া তাঁহাতে মনঃসংযম করিয়া সমস্ত কর্ম্ম উপরত করিয়া থাকেন। কোন কোন প্রযত্নশীল তীব্রব্রতধারী মনুষ্যেরা দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; কোন কোন যত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মনুষ্যেরা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা রূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; কোন কোন যত্নবান্ তীব্রব্রত মনুষ্যেরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ-দ্বারা সমাধিরূপ যজ্ঞ করেন; কোন কোন প্রযত্নশীল তীক্ষ্ণব্রত মানবেরা বেদাধ্যয়ন রূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন এবং কোন কোন প্রযত্নশীল কঠোরব্রত মনুষ্যেরা বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা প্রাণবায়ুকে অপান বায়ুতে হবন করিয়া পূরক নামক প্রাণায়াম করেন, অপান বায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন করিয়া রেচক নামক প্রাণায়াম করেন এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি রোধ করিয়া কুম্ভক নামক প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা পরিমিতাহারী হইয়া প্রাণ-

প্রভৃতি বায়ু বিশেষেতে প্রাণ-প্রভৃতি বায়ু বিশেষকেই হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রাণ অপান আদির মধ্যে যে বায়ুকে নিরুদ্ধ করেন, অন্য বায়ু তাহাতে লীনপ্রায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবেত্তা, তাঁহাদিগের উক্তপ্রকার সমস্ত যজ্ঞদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে, তাঁহারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়া যজ্ঞ শেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন, এতাদৃশ জ্ঞানীরা জ্ঞান-দ্বারা সনাতন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। হে কুরুসত্তম! যিনি এই সমস্ত যজ্ঞের কোন এক যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার পক্ষে এই অল্প সুখবিশিষ্ট মনুষ্য লোকই থাকে না, অন্য বহুসুখজনক স্বর্গ লোকের বিষয় কি? এইরূপ বহু প্রকার যজ্ঞ যে, সাক্ষাৎ বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্তকে বাচিক, মানসিক ও কায়িক কর্ম্ম জনিত বলিয়াই জানিবে, আত্মার সহিত তাহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই; এই রূপ জানিলে তুমি সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে। হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হয়, কেননা ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি, সম্যগ্দর্শী জ্ঞানী আচার্য্যদিগের সমীপে গমন-পূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার, সেবা ও প্রশ্ন করিয়া জ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাদিতে অনুকূল হইয়া জ্ঞানোপদেশ করিবেন। হে পাণ্ডুনন্দন! সেই জ্ঞান লাভ করিলে তুমি আর এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, সমস্ত ভূতগণ আত্মাতেই দেখিতে পাইবে; অনন্তর, পরমাত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাতে আপনাকে অভেদ রূপে দেখিতে পাইবে। তুমি যদি সমুদয় পাপকারী হইতেও অধিক পাপী হও, তথাপি জ্ঞান পোত দ্বারাই সেই পাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবে। অর্জ্জুন! যে প্রকার জ্বলন্ত অগ্নি কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার আত্ম জ্ঞান রূপ অগ্নি, প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতীত সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। ইহ সংসারে আত্মজ্ঞান সদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই। সেই আত্মজ্ঞান কর্ম্ম যোগ ও সমাধি যোগে সংসিদ্ধ পুরুষ কাল ক্রমে অনায়াসে আপনাতেই লাভ করিয়া থাকে। সংযতেন্দ্রিয় শ্রদ্ধাবান্ তদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিয়া অচির কালে পরম্ শান্তি প্রাপ্ত হন। অনাত্মজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা, ইহারা সকলেই বিনষ্ট হয়, বিশেষত সংশয়াত্মা ব্যক্তির না ইহ লোক, না পর লোক, না সুখ, কিছুই থাকে না। হে ধনঞ্জয়! যাঁহার কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরের আরাধন রূপ যোগ দ্বারা পরমেশ্বরেতে সমর্পিত হয়, তাঁহাকে সেই কর্ম্ম সকল ফল দ্বারা আবদ্ধ করে না এবং যাঁহার আত্ম বোধ দ্বারা দেহাদি বিষয়ক অভিমান ছিন্ন হয়, সেই প্রমাদ রহিত পুরুষকে স্বাভাবিক কর্ম্ম সকল বদ্ধ করে না। অতএব হে ভারত! তুমি আপনার অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ শোকাদি জনক এই সংশয়কে দেহাত্ম বিবেক জ্ঞান রূপ খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্ম যোগ আশ্রয় কর, উত্থান কর।

জ্ঞান কর্ম্মসন্ন্যাস যোগনামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৭॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি শাস্ত্রীয় কর্ম্মের পরিত্যাগ করিতেও কহিতেছ, আবার অনুষ্ঠান করিতেও কহিতেছ, পরন্তু এই উভয়ের মধ্যে একটি যাহা শ্রেয় হয়, তাহাই নিশ্চয় করিয়া আমাকে বল

ভগবান্ কহিলেন, কর্ম্মের পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষ সাধন, কিন্তু ঐ উভয়ের মধ্যে কর্ম্মের পরিত্যাগ অপেক্ষা অনুষ্ঠান, বিশিষ্ট হয়। হে মহাবাহু! যিনি দুঃখ, সুখ ও তৎ সাধনে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা না করেন, তিনি পরমেশ্বর-প্রীতি নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী হইলেও তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে, যেহেতু সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ নিষ্কাম কর্ম্ম জন্য চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা অনায়াসেই সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান এই দুইয়ের পৃথক্ ফল বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না, যেহেতু ঐ উভয়ের মধ্যে

একের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও উভয়ের যে একই মোক্ষ ফল, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তিরা যে সাক্ষাৎ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন, স্বার্থফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া যাঁহরা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও জ্ঞান দ্বারা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব কর্ম্ম সন্ন্যাস ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়কে এক ফল জনক বলিয়া যিনি একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী হন। হে মহাবাহু! কর্ম্ম যোগ ব্যতিরেকে যে সন্ন্যাস, তাহা দুঃখের নিমিত্তেই হয়, যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম জনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞাননিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু কর্ম্ম-যোগ-যুক্ত ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়া অচির কালেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া শরীর ও ইন্দ্রিয় বশতাপন্ন করিয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ বোধ করেন, স্বাভাবিক বা লোক সংগ্রহার্থে কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে আবদ্ধ হন না। ক্রমে তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিশ্বাস, প্রশ্বাস, কথন, মল মূত্রাদি পরিত্যাগ, কোন বস্তুর গ্রহণ, উন্মীলন ও নিমীলন, এই সকল কর্ম্ম করিয়াও, ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই প্রকার বোধে 'আমি কিছুই করি না' এই রূপ নিশ্চয় করেন। যিনি তত্ত্বজ্ঞ না হন, এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, এমত ব্যক্তি যদি ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর কর্ম্ম করণের ন্যায়, কর্ম্ম ফল পরমেশ্বরেতে সমর্পণ করত কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, কর্ম্মে লিপ্ত হন না। কর্ম্ম-যোগীরা চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে ফলাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কায় দ্বারা স্নানাদি, মন দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি এবং কর্ম্মাভিনিবেশ রহিত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ হইয়া কর্ম্ম ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে মোক্ষ লাভ হয়, আর পরমেশ্বর-বহির্ম্মুখ হইয়া কামনা দ্বারা প্রবৃত্তি হেতু কর্ম্ম ফলে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সুতরাং সংসার বন্ধে বদ্ধ হইতে হয়। শুদ্ধচিত্ত দেহী না স্বয়ং কোন কর্ম্ম করেন, না অন্যকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তিনি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বার যুক্ত দেহে অবস্থিতি মাত্র করেন। প্রভু ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম বা ফল সংযোগ সৃষ্টি করেন না, জীবের অবিদ্যা প্রকৃতিই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পরিপূর্ণ আপ্তকাম ঈশ্বর কাহারও পাপ পুণ্য গ্রহণ করেন না, 'ঈশ্বর সকলের পক্ষেই সমান' এই রূপ জ্ঞান, 'ঈশ্বরের নিগ্রহরূপ দণ্ডই তাঁহার অনুগ্রহ' এইরূপ অজ্ঞানে আবৃত হয়, তদ্দ্বারা জীব সকল ঈশ্বরের প্রতি বৈষম্য জ্ঞান করিয়া থাকে। যাঁহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা সেই বৈষম্য বোধক অজ্ঞান বিনাশিত হয়, তাঁহাদিগের সেই জ্ঞান, যে প্রকার আদিত্য, বস্তুজাতকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার পরিপূর্ণ ঈশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যাঁহা দিগের ঈশ্বর বিষয়েই বুদ্ধি, প্রযত্ন ও নিষ্ঠা, এবং তাঁহাকেই পরমাশ্রয় জ্ঞান, তাঁহাদিগের তৎপ্রসাদে লব্ধ আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসার-কারণ দোষ সকল নির্ধূত হইয়া যায়, তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। সেই জ্ঞানীরা বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে আর চাণ্ডালে এবং গো, হস্তী ও কুক্কুরে সমদর্শী হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের মন সমভাবে স্থিত হয়, তাঁহারা ইহ জীবনেই সংসারকে পরাজিত করেন, যেহেতু ব্রহ্ম সমভাবাপন্ন নির্দ্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শী জ্ঞানীরা ব্রহ্ম ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মেতেই অবস্থিত হন, তিনি কোন প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট বা কোন অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না, যেহেতু তাঁহার মোহ নিবৃত্ত হওয়াতে বুদ্ধি স্থির হইয়াছে; কারণ, তিনি বাহ্য বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া, অন্তঃকরণে যে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ, তাহাই লাভ করেন; সমাধি দ্বারা তাঁহার আত্মা ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করিতে থাকেন। হে কুন্তীসুত! বিষয় ভোগজনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই কা-

রণ হয় এবং তাহার আদি ও অন্ত আছে, এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকল সুখে রত হন না। যিনি যাবজ্জীবন কাল কাম ক্রোধোৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, সেই সমাহিত ব্যক্তিই সুখী। অন্তরেই যাঁহার সুখ, অন্তরেই যাঁহার ক্রীড়া, এবং অন্তরেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মেতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন। যাঁহাদিগের চিত্ত সংযত, সংশয় ছিন্ন এবং পাপাদি দোষ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সর্ব্বভূত হিতকারী সম্যগ্ দর্শী পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত সন্ন্যাস-বিশিষ্ট সংযত-চিত্ত আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিত ও মরণোত্তর উভয় কালেই মোক্ষ বর্ত্তমান। যিনি সন্ন্যাস-বিশিষ্ট ও মোক্ষ-পরায়ণ হইয়া ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযমন-পূর্ব্বক রূপরসাদি বাহ্য বিষয় সকলকে বহিঃস্থ করিয়া অর্থাৎ তাহারা অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য তদ্বিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, চক্ষুকে ভ্রূ মধ্যস্থ অর্থাৎ অর্দ্ধ নিমীলন দ্বারা ভ্রূ মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে, যে প্রকারে ঐ বায়ু দ্বয় নাসিকার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে, অর্থাৎ মন্দ মন্দ উচ্ছ্বাস নিশ্বাস দ্বারা সমভাবাপন্ন হয়, এরূপ করিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ ও তপস্যার পালক, সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব ভূতের নিরপেক্ষ উপকারী যে আমি, আমাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হয়।

যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাস যোগ নামে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, পাণ্ডব! যিনি কর্ম্ম ফলে নিরপেক্ষ হইয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, অথচ তাঁহাকে অগ্নি সাধ্য ইষ্ট কর্ম্মের ও অনগ্নি সাধ্য আরামাদি ক্রিয়ার পরিত্যাগী বলা যায় না। শ্রুতি স্মৃতি বিদ্ ব্যক্তিরা কর্ম্ম ফল ত্যাগ রূপ যে সন্ন্যাসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসকেই কর্ম্মানুষ্ঠান রূপ যোগ বলিয়া জানিবে, যেহেতু কর্ম্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞান নিষ্ঠই হউন, যিনি ফল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন নাই, এমত কোন ব্যক্তি যোগী হইতে পারেন না। জ্ঞান যোগে আরোহণ করণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই তদারোহণে কারণ বলিয়া কথিত হয় এবং সেই ব্যক্তি জ্ঞান যোগে আরূঢ় হইলে সেই জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তিই জ্ঞান পরিপাকে কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যখন পুরুষ আসক্তির মূলীভূত সমুদায় বিষয় ভোগ ও কর্ম্ম বিষয়ক সঙ্কল্পের পরিত্যাগী হইয়া ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ও তৎ সাধন কর্ম্মে আসক্তি না করেন, তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু, অতএব আপনিই আপনাকে উদ্ধৃত করিবে, অবসন্ন করিবে না। যে আত্মা কর্ত্তৃক আত্মা বশীকৃত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হইয়াছে, তথাবিধ আত্মার আত্মাই বন্ধু; আর যে আত্মার ইন্দ্রিয় সকল বশতাপন্ন হয় নাই, সে আত্মার আত্মাই শত্রুর ন্যায় অপকারী হয়। যিনি আত্মাকে জয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন, সেই প্রশান্ত চিত্ত রাগাদি রহিত ব্যক্তির হৃদয়ে শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মান ও অপমান সত্ত্বেও পরমাত্মা অবস্থিত হয়েন। শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান ও শাস্ত্রত জ্ঞাত পদার্থের স্ববুদ্ধি দ্বারা অনুভব এই উভয় রূপ জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন এবং তাঁহার লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সম জ্ঞান হইয়া থাকে; ঈদৃশ যোগী ব্যক্তিকে যোগারূঢ় বলা যায়। সুহৃৎ, মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সদাচার ও দুরাচার, এই সকল ব্যক্তিতে যাঁহার সম বুদ্ধি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট হন। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর একান্তে স্থিত, সঙ্গ শূন্য, সংযত চিত্ত, সংযত দেহ, নিরাকাংক্ষ ও পরিগ্রহ শূন্য হইয়া মনঃ সমাধান করিবেন। পবিত্র স্থানে অতি উচ্ছ্রিত

ও অতি নিম্ন না হয় এরূপ করিয়া কুশোপরি অজিন ও তদুপরি বস্ত্র আস্তরণ-পূর্ব্বক অচঞ্চল আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে উপবেশন করত মনের একাগ্রতা সহকারে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে সংযত করণ পূর্ব্বক মনের বিশুদ্ধি নিমিত্তে যোগানুষ্ঠান করিবেক। দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাকে অবক্র ও অচল ভাবে ধারণ করত ইতস্তত দৃষ্টিপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ অবলোকন ও মনকে তাহার বৃত্তি সকল হইতে উপসংহৃত করিয়া দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে প্রশান্ত চিত্ত, বীত ভয়, ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত, আমার প্রতি নিবিষ্ট চিত্ত ও অহং-পরায়ণ হওত সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবেন। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা উক্ত প্রকারে সংযত-চিত্ত হইয়া আত্মাকে সমাহিত করিলে নির্ব্বাণ প্রাপ্তির সাধন ভূত, মৎ স্বরূপে অবস্থিতি স্বরূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। অর্জ্জুন! যিনি অধিক ভোজন করেন, কিম্বা যিনি কিছু মাত্র ভোজন না করেন এবং যিনি অতিশয় নিদ্রাশীল, কিম্বা যিনি অতিশয় জাগরণশীল হন, ইহাদিগের মধ্যে কাহারো যোগানুষ্ঠানের সম্ভাবনা হয় না। যিনি আহার, গতি, কার্য্য-চেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত রূপে করেন, তাঁহার সংসার-ক্ষয়কর যোগ সিদ্ধ হয়। যখন সাধকের চিত্ত বাহ্য চিন্তা হইতে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই স্থিত হয়, তখন সেই সর্ব্ব কাম নিস্পৃহ সাধক, যোগী বলিয়া কথিত হন। চিত্ত প্রচারদর্শী যোগজ্ঞ ব্যক্তিরা যোগী ব্যক্তির চিত্তের দৃষ্টান্ত এই রূপ কহিয়াছেন যে, যে প্রকার বায়ু শূন্য স্থানে দীপ অকম্পিত থাকে, সেই প্রকার আত্ম বিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগী ব্যক্তির চিত্ত অকম্পিত হইয়া থাকে। যে অবস্থায় জ্ঞানীর চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা কোন বিষয়ে প্রচারিত না হইয়া উপরত হয়, যে অবস্থায় জ্ঞানীব্যক্তি সমাধি-বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা সর্ব্বতোজ্যোতিঃ স্বরূপ পর চৈতন্য আত্মাকে উপলব্ধি করত স্বীয় আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যে অবস্থায় বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত কেবল আত্মাকার বুদ্ধিরই গ্রাহ্য যে নিত্য সুখ, তাহা অনুভব করেন, তাহাতে অবস্থিত হইয়া আত্ম স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না যেহেতু তিনি সেই নিরতিশয় সুখ আত্ম স্বরূপ লাভ করিয়া তাহা অপেক্ষা অপর লাভকে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে শীতোষ্ণাদি মহৎ দুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না, এবং বৈষয়িক সুখ দুঃখের সংস্পর্শ দ্বারা যে অবস্থার বিয়োগ হয়, সেই অবস্থা-বিশেষের নাম যোগ বলিয়া জানিবেক। সঙ্কল্প জনিত কামনা ও সমুদায় কাম্য-বস্তু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিচরণশীল ইন্দ্রিয় গ্রামকে বিষয় দোষ দর্শী মন দ্বারা সংযত করত এবং যদিই শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি ক্লেশ কর বলিয়া প্রযত্ন শৈথিল্য না করিয়া শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা উক্ত যোগের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। ধারণাবতী বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে সম্যক্ স্থিত করিয়া শনৈঃশনৈ অভ্যাস ক্রমে উপরত হইবে, কিছু মাত্র চিন্তা করিবে না অর্থাৎ আপনিই প্রকাশমান পরমানন্দ-নির্বৃত হইয়া আত্মধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইবে না। মনকে ধারণা করিলেও মন স্বাভাবিক চাঞ্চল্য বশত অস্থির হইয়া যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতেই স্থিরীভূত করিবেক। এই রূপ করিলে তাঁহার রজ গুণ ক্ষয়, মন শান্ত ও সংসার জনক দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন, এতাদৃশ যোগীর নিকট নিরতিশয় সুখ স্বয়ংই আসিয়া উপনীত হয়। এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে বশীভূত করিলে সেই বীত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোত্তম সুখ ভোগ করেন। সেই যোগ-সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে এবং সর্ব্ব ভূতকে আত্মাতেই দর্শন করেন। সমুদায়ের আত্মা স্বরূপ যে আমি, আমাকে যিনি সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সমুদায় বস্তুকে আমাতেই দেখেন, আমি তাঁহার

অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। যে একত্বাবলম্বী যোগী আমাকে সর্ব্বভূত স্থিত বলিয়া ভজনা করেন, তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকিলেও আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন। অর্জ্জুন! যিনি সুখ দুঃখকে সর্ব্ব প্রাণীতে আত্ম তুল্য সমান দেখেন, সেই ব্যক্তিই আমার মতে শ্রেষ্ঠ যোগী।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মধুসূদন! লয়-বিক্ষেপশূন্য মন দ্বারা আত্মাকারে অবস্থান রূপ যে এই যোগ তুমি কহিলে, মনের চাঞ্চল্য হেতু সেই যোগের দীর্ঘ কাল স্থিতির সম্ভাবনা আমি বোধ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই চঞ্চল, দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বিচার দ্বারা অজেয় এবং বিষয় বাসনানুবন্ধ হেতু দুর্ভেদ্য; অতএব যে প্রকার আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে কুম্ভাদিতে নিরোধ করা অতি দুষ্কর, সেই প্রকার মনকে নিগ্রহ করা অতি দুষ্কর বোধ করিতেছি।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু কুন্তীপুত্র! তুমি যে চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা দুঃসাধ্য বলিতেছ, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু অভ্যাস ও বিষয়-বিতৃষ্ণা দ্বারা মনকে-নিগৃহীত করিতে পারা যায়। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা সংযত হয় নাই, তিনি এই যোগ আয়ত্ত করিতে পারেন না, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ আছে। যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা বশবর্ত্তী হইয়াছে, সেই প্রযত্নশীল পুরুষ উক্ত প্রকার উপায়ে এই যোগ লাভ করিতে পারেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যিনি প্রথমত শ্রদ্ধা বশত যোগে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাস শৈথিল্য হেতু চিত্ত বিচলিত হওয়াতে যোগ সিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন, তাঁহার কি রূপ গতি প্রাপ্তি হয়? হে মহাবাহু! ঈশ্বরের প্রতি কর্ম্ম ফল অর্পণ কিংবা কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করা হেতু স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তিমা হন এবং যোগ সিদ্ধি না হওয়াতেও ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় পথে বিমূঢ় হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে না পারেন, এতাদৃশ উভয় ভ্রষ্ট নিরাশ্রয় ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হন কি না? হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় অশেষ রূপে অপনয়ন করিতে তুমিই যোগ্য; তোমা ব্যতীত অন্য কেহই এই সংশয়ের অপনয়কারী নাই।

ভগবান্ কহিলেন, হে তাত পার্থ! তাঁহার ইহ লোকে পাতিত্য, বা পর লোকে নরক প্রাপ্তি হয় না; যেহেতু কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, অশ্বমেধ যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য স্বর্গ লোকে গমন-পূর্ব্বক তথায় বহু সংবৎসর বাস করিয়া পরে সদাচার ধনীদিগের গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করেন। যদি চিরাভ্যস্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীদিগের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন; এতাদৃশ কুলে জন্ম গ্রহণ, লোকমধ্যে দুর্লভতর। হে কুরুনন্দন! সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ, সদাচার ধনীর গৃহে বা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদেহ জনিত ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন, পরে মোক্ষ লাভে অধিকরূপে প্রযত্নবান্ হন। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কোন বিঘ্ন বশত ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্ব দেহ কৃত অভ্যাসই তাঁহাকে বিষয় হইতে পরাঙ্ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। যিনি যোগে প্রবৃত্ত মাত্র হইয়াও যদি পাপ বশত যোগভ্রষ্ট হন, তথাপি তিনি ক্রমে মুক্ত হন; অতএব যে যোগী উত্তরোত্তর অধিক রূপে যত্নবান্ হইয়া অনুষ্ঠিত যোগ দ্বারা বিধূত পাপ হন, তিনি যে জন্ম জন্মান্তরের উপচিত যোগ দ্বারা সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? হে অর্জ্জুন! আমার মতে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানী ও ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারী ব্যক্তি হইতেও যোগী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি যোগী হও। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মদ্গত অন্তঃকরণ দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমার মতে তিনি সমুদায় যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদে আত্ম সংযম যোগ নামে একোনত্রিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার প্রতি আসক্ত-চিত্ত ও আমারই শরণাপন্ন হইয়া মনঃ সমাধান করত, বিভূতি বল শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন যে আমি, আমাকে যে প্রকারে নিঃসংশয় রূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাকে মদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও স্বকীয় অনুভব অশেষরূপে বলিতেছি, ইহ সংসারে যাহা জানিলে অন্য আর জ্ঞাতব্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্তে যত্ন করেন; সহস্র যত্নকারীর মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কেহ, পরমাত্মা যে আমি, আমাকে স্বরূপত জানিতে পারেন। আমার প্রকৃতি—মায়া—জড়রূপ শক্তি, ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে বিভিন্ন হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি যাহা উক্ত হইল, ইহা নিকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সংসার বন্ধন স্বরূপ। হে মহাবাহু! ইহা ব্যতীত জীব স্বরূপ আমার অপর প্রকৃতিকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে, সেই চেতন রূপ প্রকৃতি কর্তৃকই স্বকর্ম্ম দ্বারা জগৎ সংসার চলিতেছে। এই দুই প্রকৃতিকে স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের কারণ বোধ কর। জড় প্রকৃতি, দেহ রূপে পরিণত হয় এবং চেতন প্রকৃতি, মদীয় অংশে সম্ভূত ও ভোক্তা রূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকর্ম্ম দ্বারা স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে ধারণ করিয়া থাকে। হে ধনঞ্জয়! এই দুইটি প্রকৃতি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব আমিই সমস্ত জগতের পরম কারণ ও সংহারক; সুতরাং আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ আর অন্য কিছুই নাই। যে প্রকার সূত্রে মণি নিচয় গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতে এই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। হে কুন্তীপুত্র! আমি জল মধ্যে রস, আমি চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, আমি সর্ব্ব বেদ মধ্যে প্রণব, আমি আকাশ মধ্যে শব্দ, আমি পুরুষের পৌরুষ, আমি পৃথিবীতে অবিকৃত গন্ধ, আমি অগ্নিতে তেজ, আমি সর্ব্ব ভূতের জীবন এবং আমি তপস্বীর তপস্যা; হে পার্থ! তুমি আমাকে সমুদায় ভূতের সনাতন বীজ বলিয়া বোধ কর। হে ভরতকুল পাবন! আমি বুদ্ধিমান্ দিগের বুদ্ধি, আমি তেজস্বী সকলের তেজ, আমি বলবান্ দিগের কাম রাগ বর্জ্জিত বল অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে সামর্থ্য, এবং প্রাণী দিগের ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যে কাম, তাহাও আমি। যে সকল শম দমাদি সাত্ত্বিক, হর্ষ দর্পাদি রাজসিক ও শোক মোহাদি তামসিক ভাব প্রাণীদিগের স্বকর্ম্ম বশত হইয়া থাকে, সে সমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে; অর্থাৎ সে সকল আমারই প্রকৃতির কার্য্য। পরন্তু জীবের ন্যায় আমি তাহাদিগের অধীন নহি, তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বর্ত্তমান থাকে। পূর্ব্বোক্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব কর্ত্তৃক এই সমস্ত প্রাণিজাত মোহিত হইয়া থাকে, এই হেতু আমাকে জানিতে পারে না। যেহেতু আমি ঐ ত্রিবিধ গুণের অস্পৃষ্ট ও উহাদিগের নিয়ন্তা, সুতরাং আমার কোন বিকার সম্ভাবনাই নাই। আমার ঐ অলৌকিকী গুণময়ী মায়া রূপ শক্তি দুস্তরণীয়া; পরন্তু যাহারা আমার শরণাপন্ন হয়, তাহারা ঐ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে নরাধমেরা বিবেক শূন্য ও পাপশীল, যাহাদিগের শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান জন্মিলেও মায়া দ্বারা তাহা নিরস্ত হইয়া যায়, সুতরাং দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাদি আসুরিক ভাবের আশ্রিত হয়, তাহারা আমাকে ভজনা করে না। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, আত্ম জ্ঞানেচ্ছু, ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ সাধন অর্থের অভিলাষী ও আত্মজ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি যদি পূর্ব্ব জন্মে কৃতপুণ্য হন, তবে আমাকে ভজনা করিয়া থাকেন। উক্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ও মদেকভক্ত হইয়া থাকেন, এবং আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয় হন, অতএব

তিনি পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐ চতুর্বিধ ব্যক্তি মহৎ, কিন্তু তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আমার মতে আত্মার স্বরূপ, যেহেতু তিনি মদেক-চিত্ত হইয়া, যাহার পর নাই উত্তম গতি যে আমি, আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অনেক জন্মের পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা চরম জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া, সমস্ত চরাচর জগৎই এক মাত্র বাসুদেব, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, এতাদৃশ মহাত্মা অতি দুর্লভ। যাহারা পুত্র, কীর্ত্তি ও শত্রু জয়াদি কামনা দ্বারা হতবিবেক ও স্বকীয় প্রকৃতির বশম্বদ হইয়া আমা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাকে সেই সেই দেবতার আরাধনা-প্রকরণোক্ত উপবাসাদি নিয়ম স্বীকার করিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত, যে যে দেবতা রূপ মদীয় মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সেই সেই ভক্ত দিগের সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ক শ্রদ্ধাকে অন্তর্যামী আমি দৃঢ় করিয়া দিই। তিনি সেই দৃঢ় শ্রদ্ধা বশত সেই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সেই আরাধিত দেব মূর্ত্তি হইতে মদ্বিহিত কাম্য বিষয় সকল লাভ করেন। সেই অল্প বুদ্ধি—পরিচ্ছিন্নদর্শী দিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিলেও তাহা অন্তবৎ হইয়া থাকে, দেবযাজকেরা অন্তবৎ দেব লোক প্রাপ্ত হন এবং মদ্ভক্তেরা, অনাদ্যনন্ত পরমানন্দ যে আমি, আমাকে লাভ করেন। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা, অব্যক্ত—প্রপঞ্চাতীত যে আমি, আমাকে মনুষ্য মৎস্য কূর্ম্মাদি ভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার যাহার পর নাই উত্তম স্বরূপ নিত্য ভাব জানে না। আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না, যেহেতু আমি যোগ মায়া দ্বারা অর্থাৎ গুণ ত্রয়ের যোগ স্বরূপ মায়া দ্বারা সংছন্ন; অতএব এই সমস্ত লোক মদীয় স্বরূপ জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া, অজ ও অব্যয় রূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না। হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর জঙ্গম সমুদায় আমি জানি; কিন্তু আমাকে কেহ জানে না। হে পরন্তপ ভারত! দেহ উৎপন্ন হইলে তাহার অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ এই উভয় দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বন্দ্বমোহ অর্থাৎ শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব জনিত মোহ—বিবেক ভ্রংশ, তদ্দ্বারা সমস্ত প্রাণী মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি সুখী আমি দুঃখী এই রূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাকে ভজনা করে না। যে সকল পুণ্যকর্ম্মী জনের প্রতিবন্ধক পাপ সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই দ্বন্দ্ব মোহ-বিমুক্ত ব্যক্তিরাই দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্তি নিমিত্তে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে সমাহিত চিত্ত হইয়া যত্ন পরায়ণ হন, তাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন এবং সমস্ত অধ্যাত্ম ও নিখিল কর্ম্মও জ্ঞাত হইয়া থাকেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানিতে পারেন, মৎ প্রতি আসক্ত-চিত্ত সেই মহাত্মারা মৃত্যুকালেও আমাকে জানেন, অর্থাৎ তৎ কালেও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিজ্ঞান যোগ নামে ত্রিংশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩০

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষোত্তম কৃষ্ণ! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব যাহা তুমি কহিলে, সে সকল কি প্রকার এবং অধিযজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মের প্রযোজক ও ফল দাতাই বা কে? কি প্রকারেই বা তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন! নিয়ত-চিত্ত পুরুষেরাই বা অন্তকালে কি প্রকারে তোমাকে জ্ঞানগোচর করেন?

ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনি ব্রহ্ম। সেই পর ব্রহ্মের যে জীব ভাব, যাহা দেহকে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। জরায়ুজাদি প্রাণিজাতের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যে দেবোদ্দেশ্যক দ্রব্য ত্যাগ রূপ যজ্ঞাদি, তাহার নাম কর্ম্ম। হে দেহধারি শ্রেষ্ঠ! নশ্বর যে দেহাদি পদার্থ

যাহা প্রাণী মাত্রকে অধিকার করিয়া হয়, তাহাকে অধিভূত বলা যায়। যিনি সর্ব্ব প্রাণীর ইন্দ্রিয়জাতের প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব দেবতার অধিপতি, হিরণ্যগর্ব্ভ নামে পুরুষ অর্থাৎ দেহ স্বরূপ পুরেশয়নকারী, তিনি অধি দৈবত শব্দের বাচ্য। আর এই দেহে আমি যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও তাহার ফল দাতা রূপে বর্ত্তমান থাকি, এই হেতু আমাকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া জানিবে। এই রূপ অন্তর্যামী পরমেশ্বর যে আমি, আমাকে যিনি অন্তকালে স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণ পথে গমন করেন, তিনি মদীয় স্বরূপ লাভ করেন, তাহাতে সংশয় নাই। হে কুন্তীসুত! যিনি অন্তকালে দেবতান্তর বা অপর যে যে ভাব স্মরণ করত কলেবর ত্যাগ করেন, তিনি সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে ভাবিত হওয়াতে সেই সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন। যেহেতু পূর্ব্ব বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় এবং তৎ কালে বিবশ হইয়া পড়িলে স্মরণের সম্ভাবনা থাকে না, সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা অনুচিন্তন কর; কিন্তু চিত্ত শুদ্ধি ব্যতিরেকে সর্ব্বদা স্মরণ সঙ্ঘটন হয় না, এজন্য চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে স্বধর্ম্ম যুদ্ধাদিরও অনুষ্ঠান কর; এই রূপে আমার প্রতি চিত্ত ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে পার্থ! যিনি অভ্যাস রূপ উপায়যুক্ত ও বিষয়ান্তরে অগমনশীল চিত্ত দ্বারা সেই দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে অনুচিন্তন করেন, তিনি তাঁহাকেই লাভ করেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, জগতের নিয়ন্তা, আকাশ ও কাল প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থ হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের ধাতা, মলিন মন ও বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যের ন্যায় স্বরূপ প্রকাশক এবং অজ্ঞান রূপ মোহান্ধকারের অতীত; এবম্ভূত পরমেশ্বরকে যিনি অন্তকালে ভক্তিযুক্ত ও প্রমাদ-শূন্য হইয়া যোগ বলে অর্থাৎ সমাধি জনিত সংস্কার সমুৎপন্ন চিত্ত স্থৈর্য্য বলে ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে প্রাণ বায়ু সংস্থাপন করত বিক্ষেপ রহিত মন দ্বারা অনুস্মরণ করেন, তিনি দ্যোতনাত্মক সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা যাঁহাকে অক্ষর বলেন; বিগতরাগ যত্নবন্ত ব্যক্তিরা যাঁহাতে অভিনিবেশ করেন এবং অনেকে যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরু কুলে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন, তৎ প্রাপ্তির উপায় তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার সংযত, হৃদয়েতে মনকে নিরুদ্ধ ও আপনার প্রাণ বায়ুকে ভ্রূ মধ্যে স্থাপিত করিয়া যোগ ধারণা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মের অভিধান স্বরূপ ওঁ এই এক টি অক্ষর উচ্চারণ এবং তাহার বাচ্য যে আমি, আমাকে অনুস্মরণ করত যিনি দেহ ত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি প্রকৃষ্ট গতি লাভ করেন। হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত যোগী ব্যক্তির সুলভ হই। সেই মহাত্মারা আমাকে পাইয়া দুঃখালয় অনিত্য জন্ম আর প্রাপ্ত হন না, যেহেতু তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম লোক বাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকেরই বিনাশ আছে, সকলকেই জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়, কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

মনুষ্য লোক দিগের এক বৎসরে দেব লোক দিগের এক অহোরাত্র হয়; তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষমাসাদি গণনা ক্রমে যে এক বৎসর হয়; তাদৃশ দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়, তাদৃশ সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং ঐ রূপ অপর সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হইয়া থাকে। এই রূপ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ মাসাদি গণনা ক্রমে যে বৎসর হয়, তাদৃশ এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। প্রসিদ্ধ অহোরাত্র-বিৎ ব্যক্তিরা তথাবিধ সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক দিন ও ঐ রূপ অপর সহস্র চতুর্যুগকে ব্রহ্মার এক রাত্রি বলিয়া জানেন; তাদৃশ দিনের আগমনে চরাচর ভূত সকল কারণাত্মক অব্যক্ত

হইতে প্রাদুর্ভূত এবং তাদৃশ রাত্রির আগমনে চরাচর ভূত সকল সেই কারণাত্মক অব্যক্তেতেই লীন হইয়া থাকে। হে পার্থ! চরাচর ভূত সমূহ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মদিবসের আগমে উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম রাত্রির আগমে কারণ রূপ অব্যক্তেতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহারাই পুনর্ব্বার উক্ত দিবসের আগমে প্রাক্তন কর্ম্মের বশম্বদ হইয়া জন্মিয়া থাকে। সমস্ত চরাচরের কারণ-ভূত যে অব্যক্ত, সেই অব্যক্তের কারণ এবং তাহা হইতে ভিন্ন যে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদির অগোচর অনাদি ভাব, তাহা সমস্ত ভূত বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয় না। সেই অব্যক্তই অক্ষর অর্থাৎ উৎপত্তি নাশ শূন্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহাকেই পরম গম্য স্থান পুরুষার্থ কহিয়াছেন, যাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধামই আমার স্বরূপ। হে পার্থ! যাহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিতি করে এবং যিনি এই সমুদায় জগতে ব্যাপ্ত আছেন, সেই পরম পুরুষ আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি।

হে ভরতকুলবর! উপাসকেরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে গমন করিয়া সংসারে আবৃত্ত না হন এবং কর্ম্মীরা যে কালাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া সংসারে আবৃত্ত হন, তাহা আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা অর্চ্চিরভিমানী, দিবসাভিমানী, শুক্লপক্ষাভিমানী ও ষণ্মাস রূপ উত্তরায়ণাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা ধূমাভিমানী রাত্র্যভিমানী, কৃষ্ণপক্ষাভিমানী, ষণ্মাসরূপ দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতার পথে প্রয়াণ করিয়া চান্দ্রমস জ্যোতি অর্থাৎ তদুপলক্ষিত স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করণান্তে পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হন। জগতের অনাদি কালাবধিই জ্ঞানী কর্ম্মী ভেদে এই শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় বিধ গতি হইয়া আসিতেছে। এই দ্বিবিধ গতির মধ্যে শুক্লা গতি দ্বারা সংসারে অনাবৃত্তি আর কৃষ্ণা গতি দ্বারা পুনরায় সংসারে আবৃত্তি লাভ হইয়া থাকে। হে পার্থ! এই উভয় বিধ পথ জানিতে পারিয়া কোন যোগীই মুগ্ধ হন না, অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল কামনা না করিয়া পরমেশ্বর নিষ্ঠ হন; অতএব তুমি সর্ব্বদা যোগ যুক্ত হও। অর্জ্জুন! এই অধ্যায়োক্ত প্রশ্ননির্ণয়ার্থ জ্ঞাত হইলে, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরীর শোষণাদি তপস্যা ও দানে যে পুণ্য ফল উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎ সমুদায় ও তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ যে অখিল-মূলীভূত বিষ্ণুপদ, তাহা লাভ হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা যোগ শাস্ত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে তারক ব্রহ্ম যোগ নামে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩১॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমি পুনঃপুন স্বীয় মাহাত্ম্য উপদেশ করিতেছি, কিন্তু আমি পরম কারুণিক বলিয়া সেজন্য আমার প্রতি তোমার দোষ দৃষ্টি নাই এই হেতু পুনর্ব্বার তোমাকে উপাসনা সহিত এই গুহ্যতম ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান বলিব, যাহা জানিয়া তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। উক্ত জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞানীদিগের প্রত্যক্ষ গম্য, ধর্ম্ম্য, গোপনীয় যত বিদ্যা আছে তদপেক্ষা অতি রহস্য, সুখ সাধ্য এবং অক্ষয় ফলজনক। হে শত্রুতাপন! যে পুরুষেরা এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যু ব্যাপ্ত সংসার বর্ত্মেই পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অতীন্দ্রিয়-মূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি, সমস্ত জগৎও আমাতে অবস্থিত আছে, কিন্তু আকাশের ন্যায় আমি এই সকল জগতে লিপ্ত নহি। আমার আশ্চর্য্য অসাধারণ ঐশিক শক্তি দেখ, এই সকল চরাচর আমাতে স্থিতি করে অথচ আমি নির্লিপ্ত থাকায় ইহারা আমাতে বিদ্যমান থাকে না।

আরও আশ্চর্য্য দেখ, আমি এই সকল চরাচর ধারণ ও পালন করিয়া থাকি, অথচ আমার স্বরূপ এই সকলেতে থাকে না অর্থাৎ যে প্রকার জীব, দেহকে ধারণ ও পালন করত অহঙ্কার বশত তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, সেইরূপ আমি ভূত সকলকে ধারণ ও পালন করিতে থাকিয়াও ঐ ভূত সকলেতে সংশ্লিষ্ট থাকি না, কেননা আমি নিরহঙ্কার। যে প্রকার মহান্ ও সর্ব্বগ বায়ু সর্ব্বদা আকাশস্থ হইয়াও আকাশে সংশ্লিষ্ট হয় না, সেই প্রকার সমস্ত চরাচর আমাতে অবস্থিত অথচ আমাতে অসংশ্লিষ্ট জানিবে। কুন্তীপুত্র! সমস্ত চরাচর কল্পক্ষয়ে প্রলয় কালে মদীয় প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক মায়াতে লীন হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কল্পের আদিতে সৃষ্টিকালে সেই সমুদায় চরাচর আমি বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া এই সকল চতুর্ব্বিধ অস্বতন্ত্র ভূত গ্রামকে তাহাদিগের প্রাক্তন কর্ম্ম বশত পুনঃপুন বিশেষ রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকি। ধনঞ্জয়! সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম সকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না, যেহেতু আমি সেই সকল কর্ম্মেতে আসক্তি রহিত হইয়া উদাসীনের ন্যায় আসীন থাকি। অবিকার ভাবাপন্ন জ্ঞান স্বরূপ যে আমি, আমার অধিষ্ঠান দ্বারা আমার ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যা রূপ প্রকৃতি সচরাচর জগৎ উৎপন্ন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান মাত্র হেতুতেই সমস্ত জগৎ পুনঃপুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা আমার সর্ব্বভূত-মহেশ্বর রূপ পরম তত্ত্ব জানে না, সেই মূঢ় জনেরা, আমার শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ হইলেও ভক্তদিগের ইচ্ছাধীন মানবদেহ ধারী যে আমি, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহারা আমাব্যতীত দেবতান্তর শীঘ্র ফল প্রদ বলিয়া আশা করে, কিন্তু তাহাদিগের সে আশা ব্যর্থ হয়, যেহেতু তাহারা আমার প্রতি বিমুখ হওয়াতে তাহাদিগের কর্ম্ম সকল ফল জনক হয় না এবং তাহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়াতে তাহাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কেননা তাহারা হিংসাদি প্রচুরা তামসী, কাম দর্পাদি বহুলা রাজসী ও বুদ্ধি ভ্রংশ করী প্রকৃতির আশ্রিত হইয়া পড়ে সুতরাং আমাকে অবজ্ঞা করে।

হে পার্থ! যাঁহাদিগের চিত্ত কামাদিতে অভিভূত না হয়, তাঁহারা শম দম দয়া শ্রদ্ধাদি-লক্ষণা দৈবী প্রকৃতির আশ্রিত ও অনন্যমনা হইয়া আমাকে জগৎ কারণ ও নিত্য জানিয়া ভজনা করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা দৃঢ় নিয়ম, অবহিত ও যত্নবন্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক আমাকে স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন ও প্রণাম করত উপাসনা করেন। অনেকে আমাকে, সকলই সেই এক মাত্র বিষ্ণু, এই রূপ সর্ব্বাত্ম দর্শন-জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা পূজা করত উপাসনা করেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ, আমি দাস, এই রূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ বা, বিশ্বতোমুখ—সর্ব্বাত্মক যে আমি, আমাকে ব্রহ্মা রুদ্র ইত্যাদি বহুধা ভাবনা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। আমি শ্রুতি-বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতি বিহিত পঞ্চ যজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোক নিমিত্তক শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি যজমান পুরোধার বাক্যাদি, আমি হোমাদি সাধন আজ্য, আমি আহবনীয় অগ্নি, আমি হোমস্বরূপ, আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ও পিতামহ, আমি কর্ম্ম ফলের বিধাতা, আমি জ্ঞেয়, পাবন ও ওঙ্কার, আমি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ, আমি প্রাণীগণের গতি, পোষণ কর্ত্তা, নিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ এবং অবিনাশী। আমি আদিত্যরূপে নিদাঘ কালে জগতে তাপ প্রদান করি, প্রাবৃট্ সময়ে বর্ষণ করি, এবং কদাচিৎ বর্ষণ আকর্ষণও করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! আমি অমর গণের অমৃত, আমি মর্ত্ত্য গণের মৃত্যু, আমি দৃশ্য স্থূল বস্তু এবং আমিই অদৃশ্য সূক্ষ্ম বস্তু, এই রূপে বহুধা ভাবনা দ্বারা আমাকে অনেকে উপাসনা করিয়া থাকে। বেদত্রয় বিহিত কর্ম্ম

পরায়ণ যে সকল ব্যক্তিরা, আমারই রূপ যে ইন্দ্রাদি দেবতা, তাহা না জানিয়াও বাস্তবিক ইন্দ্রাদি দেবতা রূপে আমাকে বেদ বিহিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ দ্বারা পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষ সোম পান করত তদ্দ্বারা বিধুত পাপ হইয়া স্বর্গতি প্রার্থনা করে, তাহারা পুণ্য ফল সুরেন্দ্রলোক স্বর্গে গমন পূর্ব্বক তথায় দেব ভোগ্য উত্তম ভোগ উপভোগ করিতে থাকে। তাহারা প্রার্থিত বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহাদিগের কৃত পুণ্য কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলে মর্ত্য লোকে পুনর্ব্বার প্রবেশ করে এবং পুনর্ব্বার তথায় ভোগ কাম ও বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুগত হইয়া যাতায়াত লাভ করিতে থাকে। আর যাহারা অনন্য কাম হইয়া আমাকে চিন্তা করত উপাসনা করে, সেই সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ দিগের অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা আমিই নির্ব্বাহ করিয়া দিই। হে কুন্তীনন্দন! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা আমাব্যতীত অন্য ইন্দ্রাদি দেবতাকে ভক্তি পূর্ব্বক যজন করে, তাহাদিগেরও আমারই উপাসনা করা হয়, কিন্তু তাহারা মোক্ষ প্রাপক বিধি অনুসারে উপাসনা করে না; আমি যে, সমস্ত যজ্ঞের তত্তৎ দেবতা রূপে ভোক্তা এবং সমুদায় যজ্ঞের ফল দাতা, এরূপে আমাকে যাথার্থ রূপে তাহারা জানে না, এই নিমিত্তেই সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকে। দেব পূজকেরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিরা পিতৃলোক, বিনায়ক ও মাতৃগণ প্রভৃতি ভুত যাজকেরা ভুত লোক এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল বা জল মাত্র আমাকে প্রদান করে, সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তি করণক সমর্পিত সেই পত্র পুষ্পাদি আমি প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। হে কুন্তীপুত্র! তুমি ভোজন, হবন, দান বা তপস্যা যে কিছু কর এবং শাস্ত্রত বা স্বভাবত যে কোন কর্ম্ম কর, তৎসমস্তই যাহাতে আমাতে সমর্পিত হয়, এরূপ কর। এরূপ করিলে তুমি কর্ম্ম নিবন্ধন শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে; তাহা হইলে আমার প্রতি কর্ম্ম সমর্পণ রূপ সন্ন্যাস-যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত প্রাণীর প্রতিই আমার সমভাব, এই হেতু আমার কেহ দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই, তবে যে, যাহারা আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে বর্ত্তমান থাকে এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে বর্ত্তমান থাকি, ইহা কেবল মদ্বিষয়ক ভক্তিরই মাহাত্ম্য। অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, সে ব্যক্তিও সাধু বলিয়া মন্তব্য, কেন না তাহার অধ্যবসায় উত্তম। সুদুরাচার হইলেও আমাকে ভজনা করাতে সে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়, অনন্তর সুতরাং তাহার চিত্তোপপ্লবের উপরম স্বরূপ পরমেশ্বর-নিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত যে বিনষ্ট হয় না, অপিচ কৃতার্থ হয়, ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার। হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজ কুলে জন্ম গ্রহণ করে, যাহারা কেবল কৃষি বাণিজ্যাদিতেই নিরত, এবং যাহারা অধ্যয়নাদি রহিত স্ত্রী শূদ্রাদি, তাহারাও যখন আমার সেবা করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিসম্পন্ন পুণ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিরা যে পরম গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই সুখ রহিত অনিত্য মর্ত্য লোকে আসিয়া দুর্লভ পুরুষার্থ সাধন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া আমাকে ভজনা কর, আমার প্রতি এক চিত্ত হও, আমার উপাসক হও, আমার পূজা কর, এবং আমাকে নমস্কার কর; এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাতে মনঃ সমর্পণ করিলে, পরমানন্দ রূপ যে আমি, আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজ গুহ্য যোগ নামে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩২॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহু! তুমি আমার বচন দ্বারা প্রীতি লাভ করিতেছ, তোমার হিতাভিলাষে আমি পুনর্ব্বার, পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য যাহা বলি-

তেছি, শ্রবণ কর। আমার নানা বিভূতি দ্বারা আবির্ভাব দেব গণ ও মহর্ষিগণও অবগত নহেন,

আমি, যে উপায়ে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, এমন বুদ্ধি যোগ প্রদান করি। অনন্তর তাহাদিগের প্রতি

প্রবৃত্তির কারণ; সুতরাং আমার অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই আমাকে জানিতে পারে না। যিনি আমাকে জন্ম শূন্য, অনাদি ও লোক-মহেশ্বর জানেন, তিনি মর্ত্যগণের মধ্যে মোহ রহিত হইয়া সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হন। বুদ্ধি—সারাসার বিবেক নৈপুণ্য, জ্ঞান—আত্ম জ্ঞান, অসংমোহ—অব্যাকুলতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য—যথার্থ ভাষণ, দম—বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, শম—অন্তঃকরণ সংযম, সুখ, দুঃখ, উদ্ভব, অনুদ্ভব, ভয়, অভয়, অহিংসা—পর পীড়া-নিবৃত্তি, সমতা রাগ দ্বেষাদি রাহিত্য, তুষ্টি—দৈবাধীন লাভে সন্তোষ, তপস্যা—ইন্দ্রিয় সংযম-পূর্ব্বক শরীর-পীড়ন, দান—ন্যায়ার্জ্জিত ধনাদির পাত্রে অর্পণ, যশ—সংকীর্ত্তি, অযশ—দুষ্কীর্ত্তি, এই সকল নানা বিধ ভাব প্রাণীদিগের আমা হইতেই হয়। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, তাঁহাদিগেরও পূর্ব্বতন সনক প্রভৃতি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনু গণ আমারই প্রভাব ও সংকল্প মাত্রে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদিগের পুত্র পৌত্রাদি সন্তান ও শিষ্য প্রশিষ্যাদি রূপে এই সকল প্রজা, লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি আমার ভৃগু প্রভৃতি এই বিভূতি ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশ্বর্য্য যাথার্থ ভাবে জানেন, তিনি নিসংশয়-সম্যক্ দর্শী হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমিই সমস্ত জগদুৎপত্তির হেতু, আমা হইতেই বুদ্ধি, জ্ঞান ও অসংমোহ ইত্যাদি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই রূপ জানিয়া বিবেকী ব্যক্তিরা আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন। তাঁহারা মদ্গত চিত্ত ও মদ্গতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পর ন্যায়োপেত শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং বোধগম্য করিয়া ও অন্যকে বোধগম্য করাইয়া মদীয় তত্ত্ব সতত কীর্ত্তন করত সন্তুষ্ট থাকেন ও নির্ব্বৃতি লাভ করেন। এই রূপ মদ্গত-চিত্ত ও প্রীতি-পূর্ব্বক ভজনাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগকে স্থিত হইয়া ভাস্বর জ্ঞান দীপ দ্বারা অজ্ঞান-জনিত তম রূপ সংসার বিনাশ করিয়া থাকি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমিই পরম পবিত্র পরমাশ্রয় পরম ব্রহ্ম, যেহেতু ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত ঋষি গণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস, ইহাঁরা তোমাকে নিত্য পুরুষ, দ্যোতনাত্মক, আদি দেব, জন্ম রহিত ও ব্যাপক বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ। হে ভগবন্! যাহা আমাকে বলিতেছে, এ সমস্তই আমি সত্য জ্ঞান করিতেছি। হে পুরুষোত্তম! তোমার আবির্ভাব যে দেবতাদিগের অনুগ্রহার্থে এবং দানবদিগের নিগ্রহার্থে, তাহা না দেবগণই জানেন, না দানবেরাই জানে। হে ভূতভাবন! হে ভূতনিয়ন্তা! হে দেবদেব! হে বিশ্ব পালক! তুমি আপনিই আপনাকে আপনা দ্বারাই জান, অতএব তোমার যে অদ্ভুত আত্ম-বিভূতি সকল, যদ্দ্বারা এই সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া তুমি অবস্থান কর, তাহা অশেষ রূপে বলিতে তুমিই যোগ্য। হে যোগিন্! আমি সর্ব্বদা কিপ্রকারে পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব, কোন্ কোন্ পদার্থেতে তোমাকে চিন্তা করিব? হে ভগবন্! হে জনার্দ্দন দেবারি-পীড়ন! তোমার স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তিত্বাদি রূপ যোগ ও বিভূতি পুনর্ব্বার বিস্তার ক্রমে কীর্ত্তন কর, যেহেতু তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ হইতেছে না।

ভগবান্ কহিলেন, হে কুরুকুল প্রবর! আমার দিব্য বিভূতি বিস্তর, তাহার অন্ত নাই, তন্মধ্যে প্রাধান্য ক্রমে তোমার নিকট কীর্ত্তন করি। হে গুড়াকেশ—জিতনিদ্র! আমি সর্ব্ব ভূতের অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ দ্বারা নিয়ন্তা রূপে অবস্থিত পরমাত্মা। আমি সর্ব্ব ভূতের জন্ম, স্থিতি ও সংহারের হেতু।

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু নামে আদিত্য; আমি জ্যোতিষ্মান্ দিগের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মি যুক্ত সূর্য্য; আমি সপ্ত মরুৎ গণের মধ্যে মরীচি নামে মরুৎ; আমি নক্ষত্রগণের মধ্যে শশী; আমি সমস্ত বেদের মধ্যে সাম বেদ; আমি রুদ্রাদিত্যাদি যাবৎ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র; আমি একাদশ ইন্দ্রিয় মধ্যে মন; আমি ভূতগণের চেতনা; আমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর; আমি যক্ষ রাক্ষস দিগের মধ্যে কুবের; আমি অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি এবং যাবৎ পর্ব্বতের মধ্যে মেরু গিরি। হে পার্থ! তুমি আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি জানিবে। আমি সেনাপতি গণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; আমি তাবৎ জলাশয় মধ্যে সাগর; আমি মহর্ষি গণের মধ্যে ভৃগু; আমি বাক্য সকলের মধ্যে প্রণব; আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপ যজ্ঞ; আমি স্থাবর সকলের মধ্যে হিমালয়; আমি বৃক্ষ সমুদায়ের মধ্যে অশ্বত্থ; আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি। হে পার্থ! অমৃত নিমিত্তক ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উৎপন্ন যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব ও ঐরাবত নামে হস্তী, তাহাও আমারই বিভূতি এবং আমাকে মনুষ্যগণের মধ্যে নৃপতি জানিবে। আমি আয়ুধ সকলের মধ্যে বজ্র; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কাম ধেনু; আমি প্রজা উৎপত্তির কারণ কন্দর্প; আমি বিষ বিশিষ্ট সর্পগণের মধ্যে বাসুকি; আমি নির্ব্বিষ সর্প গণের মধ্যে অনন্ত; আমি যাদোগণের মধ্যে বরুণ; আমি পিতৃ গণের মধ্যে অর্য্যমা; আমি নিয়মকারী সকলের মধ্যে যম; আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; আমি গণনাকারীগণের মধ্যে কাল; আমি পশুগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র; আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়; আমি বেগবানের মধ্যে পবন; আমি শস্ত্রধারী সকলের মধ্যে দাশরথি রাম; আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বতীর মধ্যে জাহ্নবী। হে অর্জ্জুন! সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। আমি বিদ্যা সকলের মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা; আমি বাদিগণের তত্ত্ব নিরূপণার্থ কথন রূপ বাদ, অর্থাৎ তাহাও আমার বিভূতি; আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; আমি সমাস সকলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস; আমি প্রবাহ রূপ অক্ষয় কাল; আমি কর্ম্ম ফল বিধাতার মধ্যে বিশ্বতোমুখ বিধাতা; আমি সংহারক সকলের মধ্যে সর্ব্বহর মৃত্যু; আমি উৎকর্ষ-প্রাপ্তি-যোগ্য দিগের তৎ প্রাপ্তির হেতু; আমি নারীদিগের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, অর্থাৎ এ সকলও আমার বিভূতি; আমি সাম বেদের মধ্যে বৃহৎ সাম—মোক্ষপ্রতিপাদক সামবেদ বিশেষ; আমি ছন্দোযুক্ত মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী; আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ; আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত; আমি ছলকারীদিগের দ্যূত; আমি তেজস্বীদিগের তেজ; আমি জয়শীল দিগের জয়; আমি উদ্যমশালীদিগের উদ্যম; আমি সাত্ত্বিক দিগের সত্ত্ব; আমি বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; আমি পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয় অর্থাৎ তুমিও আমার বিভূতি; আমি বেদার্থ মননশীল—মুনিদিগের মধ্যে ব্যাসদেব; আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য; আমি দমনকর্ত্তাদিগের দণ্ড অর্থাৎ যদ্দ্বারা অসংযত ব্যক্তিরা সংযত হয়, সেই দণ্ডও আমার বিভূতি; আমি জিগীষু দিগের সামাদি উপায় রূপ নীতি; আমি গোপনীয় বিষয়ের গোপনের হেতু মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জ্ঞান। হে অর্জ্জুন! সমুদায় ভূতের যে বীজ, তাহাও আমি। আমা ব্যতীত যে, কোন চরাচর বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এমত বস্তুই নাই। হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই, সুতরাং তৎসমুদায় বলিতে শক্য হয় না, অতএব ঐ বিভূতি-বিস্তার সংক্ষেপে কহিলাম। ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত, শ্রীযুক্ত ও প্রভাব বলাদি দ্বারা অতিশয়িত যে কোন বস্তু, তৎ সমস্তই মদীয় তেজের অংশ-সম্ভূত জানিবে। হে অর্জ্জুন! আমার এই

মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে জগৎ যে প্রহৃষ্ট ও অনুরাগ প্রাপ্ত হয়, রাক্ষস সকল যে ভীত হইয়া দিগ্ দিগন্তর পলায়ন করে এবং যোগ, তপস্যা ও মন্ত্রাদি সিদ্ধ ব্যক্তি সকল যে প্রণত হন, তাহা উপযুক্তই বটে। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধগণ কি হেতু তোমাকে নমস্কার না করিবেন, যেহেতু তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহা হইতেও গুরুতর। তুমি, সৎ—ব্যক্ত, তুমি অসৎ—অব্যক্ত এবং এ উভয়ের মূল কারণ যে ব্রহ্ম, তাহাও তুমি। হে অনন্ত রূপ! তুমি আদি দেব, পুরুষ—দেহশায়ী ও চিরন্তন; তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, বিশ্ব জ্ঞাতা এবং যে কোন বেদ্য বস্তু, তৎ সমুদায়ও তুমি; পরম ধাম যে বিষ্ণুপদ, তাহাও তুমি এবং তোমা কর্ত্তৃকই এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক ও পিতামহ প্রজাপতি, এ সকলই তুমি; তুমি পিতামহ ব্রহ্মা এবং তাঁহারও জনক, অতএব তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্র নমস্কার, তোমাকে পুনঃ পুন সহস্র নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন্! তোমাকে পূর্ব্ব দিগে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাৎ দিগে নমস্কার, তোমাকে সর্ব্ব দিকেই নমস্কার। তোমার অনন্ত সামর্থ্য ও অপরিমিত পরাক্রম; তুমি জগতের অন্তর্ব্বাহ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছ, অতএব তুমি সমুদায় পদার্থ স্বরূপ। হে অচ্যুত! আমি তোমার এই মহিমা না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয় হেতু তোমাকে সখা মনে করিয়া অভিভব করত "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!" এই রূপ বাক্য যে কহিয়াছি, এবং তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমাকে সখাগণের সমক্ষে বা অসমক্ষে ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন বা ভোজনে পরিহাস নিমিত্ত যে পরিভব করিয়াছি, তন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে অনুপম প্রভাব! তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর, অতএব ত্রিভুবন মধ্যে তোমার তুল্য কেহই নাই, তবে আর তোমা অপেক্ষা মহান্ কেহ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তুমি জগতের নিয়ন্তা ও স্তবনীয়, অতএব হে দেব! আমি শরীরকে দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি, যে প্রকার পুত্রের অপরাধ পিতা, সখার অপরাধ সখা এবং প্রিয় জনের অপরাধ প্রিয় ব্যক্তি ক্ষমা করে, সেই রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে যোগ্য হও। হে দেবেশ! হে জগতের নিবাস ভূমি! তোমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি এবং ভয়েতেও আমার মন বিচলিত হইয়াছে, অতএব হে দেব! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্ব রূপ আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমাকে পূর্ব্ববৎ কিরীট-যুক্ত গদা ও চক্র ধারী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; হে সহস্র বাহু! হে বিশ্বমূর্ত্তি! তুমি এই বিশ্ব রূপ উপসংহার করিয়া সেই চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হও।

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি নিমিত্তে ভয় পাইতেছ? আমি প্রসন্ন হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্য সামর্থ্য হেতু এই আদিভূত বিশ্বাত্মক অনন্ত তেজোময় রূপ তোমাকে দর্শন করাইলাম, যাহা তোমা ব্যতীত অপর কেহ কখন দর্শন করে নাই। হে কুরু-প্রবীর! বেদ ও যজ্ঞ বিদ্যার অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও চান্দ্রয়ণাদি উগ্র তপস্যা দ্বারাও মর্ত্ত্য লোক মধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহারও আমার এই রূপ দর্শন করিতে সামর্থ্য হয় না। আমার ঈদৃশ ঘোর রূপ দেখিয়া তোমার ভয় ও মোহ ভাব হইতেছে, অতএব যাহাতে তাহা না হয়, এই নিমিত্তে তোমাকে সেই রূপ দেখাইতেছি, তুমি বীত-ভয় ও প্রীতচিত্ত হইয়া তাহাই দর্শন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব, অর্জ্জুনকে ভীত দেখিয়া ঐ রূপ বলিয়া প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক যে রূপে পূর্ব্বে ছিলেন, সেই স্বকীয় রূপ পুনর্ব্বার দেখাইলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিলেন। পরে অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! এই ক্ষণে আমি

তোমার এই সৌম্য মানুষ-রূপ দেখিয়া স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম, আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল।

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! আমার সেই বিশ্বরূপ যাহা তুমি দেখিয়াছ, তাহা নিতান্তই দৃষ্টি করিতে অশক্য, দেবতারাও সর্ব্বদা সেই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। হে পরন্তপ! তুমি যেরূপ আমাকে দেখিয়াছ, এবম্বিধ রূপ বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও যজ্ঞ করিয়াও কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু মদেক-নিষ্ঠ ভক্তি দ্বারা আমার সেই বিশ্বরূপ পরমার্থত জ্ঞাত হইতে, শাস্ত্রত প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাদাত্ম্য ভাবে তাহাতে প্রবেশ করিতে শক্য হয়। হে পাণ্ডব! যিনি আমার নিমিত্তেই কর্ম্ম করেন ও আমারই আশ্রিত এবং যাঁহার আমাতেই পুরুষার্থ জ্ঞান, পুত্রাদিতে আসক্তি রাহিত্য ও সর্ব্ব ভূতে নির্বৈর ভাব, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

বিশ্বরূপ দর্শন নামে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, এই রূপে তোমাতে কর্ম্ম সমর্পণাদি দ্বারা ত্বন্নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তেরা, বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ যে তুমি, তোমাকে উপাসনা করে, আর যাহারা অক্ষর অব্যক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে উপাসনা করে, এই উভয় গণের মধ্যে কাহারা অতি শ্রেষ্ঠ যোগজ্ঞ?

ভগবান্ কহিলেন, যাহারা বিশ্ব স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব শক্তিমান্ যে আমি, আমাতে মনঃ সমাবেশ করিয়া আমার নিমিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা মন্নিষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমাকে উপাসনা করে, তাহাদিগকেই আমার মতে যুক্ততম জানিবে। আর যাহারা সর্ব্ব প্রাণি হিতে রত ও সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযম পূর্ব্বক ধ্রুব স্পন্দন-রহিত মায়া-প্রপঞ্চে অধিষ্ঠাতা অচিন্তনীয় সর্ব্বত্র:ব্যাপী অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষরকে ধ্যান করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে সেই অব্যক্তাসক্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী দিগের অব্যক্তে নিষ্ঠা অতি কষ্টে সংঘটিত হয়। আর যাহারা মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনন্য যোগ অর্থাৎ আমার প্রতি একান্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা আমাকে ধ্যান করত উপাসনা করে, হে পার্থ! সেই আমার প্রতি আবেশিত-চিত্ত ব্যক্তি দিগকে মৃত্যু-যুক্ত সংসার সাগর হইতে আমি অচির কালেই উদ্ধার করিয়া থাকি, অতএব তুমি আমাতে মনঃ স্থির কর ও আমাতে বুদ্ধি নিবেশিত কর; তাহা হইলে তুমি এই দেহান্তে আমাতে নিবাস করিতে পারিবে, ইহাতে সংশয় নাই।

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে আমার অনুস্মরণ রূপ অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তে ইচ্ছা কর। যদি অভ্যাসেও অশক্ত হও, তবে আমার প্রীতি নিমিত্তে যে সকল কর্ম্ম, তদনুষ্ঠান-পরায়ণ হও; ঐ রূপ কর্ম্ম সকল আমার নিমিত্তে করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে। যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও যত-চিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকলের ফল ত্যাগ কর। সম্যক্ জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তি সহিত উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; সেই জ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞান পূর্ব্বক ধ্যান শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা অপেক্ষাও যথোক্ত রীতি পূর্ব্বক কর্ম্ম ফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ হয়; এই রূপ কর্ম্ম ফলে আসক্তি নিবৃত্তি হইলে পর সংসার শান্তি হয়। উত্তম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ-শূন্য, সমান ব্যক্তির প্রতি মিত্রভাবাপন্ন ও হীন ব্যক্তির প্রতি কৃপালু, এমন কি সকল প্রাণীরই অদ্বেষ্টা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, লাভ কি অলাভে সুপ্রসন্নচিত্ত, প্রমাদ-শূন্য, সংযত স্বভাব এবং মদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় ও যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন না হয়, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন না হন

এবং যিনি স্বকীয় ইষ্ট লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহিষ্ণুতা, ত্রাস ও ভয়াদি নিমিত্তক চিত্ত ক্ষোভ, এ সকল হইতে বিমুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়। যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয়ে নিস্পৃহ, অন্তর্ব্বাহে শৌচ-সম্পন্ন, নিরলস, পক্ষপাত রহিত, আধি শূন্য এবং দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয়ের উদ্যম-ত্যাগী, এই রূপ মদ্ভক্ত যে ব্যক্তি, সেই আমার প্রিয়। প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট না হন, এবং অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে তাহাতে দ্বেষ, ইষ্ট বিষয় বিনাশে শোক ও অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা না করেন, এই রূপ মদ্ভক্ত যিনি, তিনিই আমার প্রিয়। এবং শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখে সমভাবাপন্ন, কিছুতেই আসক্ত না হন, স্তুতি নিন্দায় তুল্য-ভাব, সংযত বাক্, যে কোন রূপে যথা লাভে সন্তুষ্ট, নিয়ত বাস শূন্য ও ব্যবস্থিত চিত্ত, এই রূপ ভক্তিমান্ যে মনুষ্য, সেই আমার প্রিয়। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া এই যথোক্ত ধর্ম্ম রূপ অমৃতের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয় হন।

ভক্তি যোগ নামে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে কুন্তীপুত্র! এই ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত হয়, কেননা এই শরীর সংসারের প্ররোহ ভূমি স্বরূপ। এই শরীরকে যিনি জানেন অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই রূপ যাঁহার জ্ঞান হয়, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয় তত্ত্ব-বেত্তা ব্যক্তিরা তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। হে ভারত! আমাকেই সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক যে জ্ঞান, আমার মতে সেই জ্ঞানই জ্ঞান, কেননা তাহাই মোক্ষের হেতু। সেই ক্ষেত্র যেরূপ জড় চৈতন্যাদি-স্বভাবক, যেরূপ ইচ্ছাদি বিশিষ্ট, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকার যুক্ত, যেরূপ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগাধীন উৎপন্ন এবং যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি প্রভেদে বিভিন্ন; আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যেরূপ ও অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য যোগ দ্বারা যেরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, তাহা তুমি সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর। সেই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক ঋক্ প্রভৃতি বেদে বিবিধ ছন্দ, মন্ত্র ও সংশয় রহিত যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক পদ দ্বারা বিবিক্ত রূপে বহুধা নিরূপিত হইয়াছে। ভূমি প্রভৃতি পঞ্চ মহাভূত, তৎ কারণভূত অহঙ্কার, জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়ের সংহতি, মনোবৃত্তি চেতনা ও ধৈর্য্য, এই কএকটি ক্ষেত্রের ধর্ম্ম সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। স্বগুণ-শ্লাঘা রাহিত্য, দম্ভ শূন্যতা, পরপীড়া বর্জ্জন, সহিষ্ণুতা, অকুটিলত্ব, সদ্গুরু-সেবন, বাহিরে মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা প্রক্ষালন ও অন্তরে রাগাদি মল ত্যাগ রূপ শৌচ, সৎপথ প্রবৃত্তিতে এক নিষ্ঠতা, শরীর সংযম, ইহ পর লোকে ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জন্য দুঃখ রূপ দোষ দর্শন, পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ, অনভিষ্বঙ্গ অর্থাৎ উহাদিগের সুখে সুখানুভব ও দুঃখে দুঃখানুভব ইত্যাদি রূপ অধ্যাস রাহিত্য, ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমভাব, আমাতে সর্ব্বাত্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক একান্ত ভক্তি, চিত্ত-প্রসাদকর স্থানে অবস্থিতি, প্রাকৃত জন সমাজে বিরতি, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞান নিমিত্তক মোক্ষের আলোচন, এ সকল জ্ঞানসাধন এবং ইহার বিপরীত স্বগুণ-শ্লাঘা ও দাম্ভিকতা ইত্যাদি সকল, জ্ঞান-বিরোধী বলিয়া কথিত হইয়াছে।

উক্ত জ্ঞানসাধন সকল দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, তাঁহাকে জানিলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার আদি নাই, সেই ব্রহ্ম আমার নির্ব্বিশেষ রূপ। তাঁহাকে, প্রমাণের বিষয় যে সৎবস্তু, এবং নিষেধের বিষয় যে অসৎ বস্তু, এ উভয় হইতে

অতিরিক্ত বলা যায়। তাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র, তাঁহার চরণ সর্ব্বত্র, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বত্র, তাঁহার মুখ সর্ব্বত্র এবং তাঁহার কর্ণও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; তিনি লোকে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ সর্ব্ব প্রাণি-বৃত্তি হস্ত পদাদি উপাধি দ্বারা সর্ব্ব ব্যবহারের আস্পদ রূপে অবস্থিত আছেন। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের বিষয় সকলের প্রকাশক এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত। তিনি সঙ্গ শূন্য অথচ সকলের আধার। তিনি সত্ত্বাদি গুণ রহিত ও তাহাদিগের উপলব্ধা। তিনি স্বকার্য্য চরাচর সকলের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি স্থাবর ও জঙ্গম, যেহেতু তিনি সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডলাদির উপাদান কারণ সুবর্ণের ন্যায় স্থাবর ও জঙ্গমের উপাদান কারণ। তাঁহার রূপাদি না থাকাতে সূক্ষ্মতা হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অবিদ্বানের দূরস্থ ও বিদ্বানের নিত্য সন্নিহিত। তিনি স্থাবর জঙ্গমে কারণ রূপে অভিন্ন থাকিয়াও কার্য্য ভেদে বিভিন্ন রূপে স্থিতি করেন। তাঁহাকে ভূত গণের স্থিতি কালে পোষণকারী, প্রলয় কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টি কালে নানা কার্য্য ভেদে উৎপত্তিশীল জানিবে। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থের জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশক। তিনি অজ্ঞানের অতীত অর্থাৎ অসংস্পৃষ্ট বলিয়া কথিত হন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত। তিনি রূপ রসাদি বিষয়াকারে জ্ঞেয়। তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বগুণ-শ্লাঘা-রাহিত্যাদি জ্ঞান-সাধন গুণ-সকল দ্বারা প্রাপ্য, এবং তিনিই প্রাণি মাত্রের হৃদয়ে অপ্রচ্যুত ও নিয়ন্তা রূপে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই তোমাকে ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় সংক্ষেপে কহিলাম। পূর্ব্বোক্ত মদ্ভক্ত ব্যক্তি ইহা জানিয়া মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হন।

প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটি অনাদি জানিবে, এবং দেহেন্দ্রিয়াদি ও সুখ দুঃখ মোহাদিকে প্রকৃতি-সম্ভূত জানিবে। কপিলাদি মুনিরা প্রকৃতিকে শরীর ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নির্ব্বাহক এবং পুরুষকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞকে সুখ দুঃখ ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য দেহে তাদাত্ম্য ভাবে থাকেন, এই হেতু তিনি প্রকৃতি জনিত সুখ দুঃখাদি উপভোগ করেন। সেই পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়ের সংসর্গই দেব তির্য্যক্ প্রভৃতি সৎ ও অসৎ জন্মের প্রতি কারণ। তিনি প্রকৃতি কার্য্য দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও তাহা হইতে পৃথক্ থাকেন, যে হেতু শ্রুতিতে তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যিনি এই রূপে পুরুষকে ও সুখ দুঃখাদি রূপ পরিণামের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকিলেও তাঁহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। কেহ কেহ মনে আত্মাকার প্রত্যয় দ্বারা দেহ মধ্যেই সেই আত্মাকে দেখেন; তাঁহারা উত্তম অধিকারী। কেহ কেহ প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য আলোচন রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা মধ্যম অধিকারী। কেহ কেহ ঈশ্বরার্পণ নিমিত্তক অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে দেখেন, তাঁহারা অধম অধিকারী। অপর কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত সাধন না জানিয়া অন্যান্য আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে চিন্তন করে, তাহারা অত্যধম অধিকারী। তাহারাও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া ক্রমে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে ভরতেন্দ্র! স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তৎ সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগাধীন অবিবেক কৃত আত্মাধ্যাসে হইয়া থাকে জানিবে, কিন্তু যিনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতে পরমাত্মাকে সমান ভাবে অবস্থিত ও সেই সমস্ত স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইলে তাঁহাকে অবিনষ্ট দেখেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী। তিনি পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র অপ্রচ্যুত রূপে অবস্থিত দেখিয়া আত্মা দ্বারা সচ্চিদানন্দ রূপ আত্মাকে তিরস্কার করিয়া বিনাশ করেন না, সেই হেতুই মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি, দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত প্রকৃতিই সকল কর্ম্ম সর্ব্ব প্রকারে করেন,

এবং আত্মার দেহাভিমান দ্বারাই কর্ত্তৃত্ব, কিন্তু স্বরূপত অকর্ত্তৃত্ব দেখেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী। যখন স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ের পৃথক্ ভাব এক আত্মাতেই প্রলয় কালে অবস্থিত এবং সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতেই উহাদিগের উৎপত্তি দেখেন, তখনই তিনি ব্রহ্ম স্বরূপ হন। হে কুন্তীনন্দন! যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার আদি আছে; যাহার গুণ আছে, সেই গুণের বিনাশ হইলে তাহারও ব্যয় হইয়া থাকে; কিন্তু এই পরমাত্মার উৎপত্তি নাই, একারণ ইনি অনাদি; এবং ইহাঁর কোন গুণও নাই যে তাহার কখন বিনাশ হইবেক, অতএব ইনি অব্যয় অর্থাৎ অবিকারী; সুতরাং ইনি শরীরে স্থিত হইয়াও কিছু মাত্র কর্ম্ম করেন না ও কোন কর্ম্ম ফলে লিপ্তও হন না। যে প্রকার আকাশ সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত প্রস্তর ও পঙ্ক প্রভৃতি সর্ব্বত্র অবস্থিত হইলেও তাহাতে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উত্তম, মধ্যম বা অধম, সর্ব্ব প্রকার দেহে অবস্থিত হইয়াও দৈহিক গুণ দোষে লিপ্ত হন না। হে ভারত! যে রূপ এক রবি এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেই রূপ ক্ষেত্রী এক পরমাত্মা সমুদায় জগৎকে প্রকাশ করেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত হন না। যাঁহারা বিবেক জ্ঞান চক্ষু দ্বারা এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং যাহা ভূত-প্রকৃতি পূর্ব্বে কথিত হইল, তাহা হইতে মোক্ষোপায় ধ্যানাদি জানেন, তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ব্রহ্ম লাভ করেন।

প্রকৃতি পুরুষ যোগ নামে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন! পুনর্ব্বার তোমাকে তপঃ কর্ম্মাদি জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ সকলের মধ্যে উত্তম উপদেশ বলিতেছি, যাহা জানিয়া সমুদায় মুনিরা এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপদেশ আশ্রয় করিলে লোকে মৎ স্বরূপ লাভ করত সৃষ্টি কালেও জন্মে না এবং প্রলয় কালেও দুঃখানুভব করে না অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না। হে ভারত! দেশ ও কালে অপরিচ্ছিন্ন, স্বকার্য্য বৃদ্ধির হেতু ও গর্ব্ভাধান স্থান যে আমার প্রকৃতি, তাহাতে পরমেশ্বর রূপ আমি জগৎ বিস্তারের হেতু চিদাভাস নিহিত করিয়া থাকি অর্থাৎ প্রলয় কালে আমাতে লীন যে সকল অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মানুশায়ী ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহাদিগকে সৃষ্টি কালে ভোগোপযোগ্য ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করি; এই রূপ গর্ব্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত যোনিতে যে সমস্ত স্থাবর জঙ্গম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, সেই সকল মূর্ত্তির সেই প্রকৃতিই গর্ব্ভাধান স্থান, আমিই তাহাতে সেই সকল মূর্ত্তির পিতা রূপে বীজ প্রদান করিয়া থাকি। হে মহাবাহু! প্রকৃতি জন্য দেহে আসক্ত যে চিদংশ জীব, তিনি স্বরূপত অবিকারী হইলেও প্রকৃতি জনিত সত্ত্ব, রজ ও তম গুণ, তাঁহাকে সুখ দুঃখ মোহাদিতে সংযুক্ত করে। হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণ ত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব গুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশক ও শান্ত ভাবাপন্ন, এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্ব কার্য্য সুখ সঙ্গ ও জ্ঞান সঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব গুণ হইতে দেহাভিমানী জীব, 'আমি সুখী, আমি জ্ঞানী,' এই রূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়। হে কুন্তীনন্দন! রজ গুণকে অনুরাগ রূপ জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফল জনক কর্ম্মাসক্তিতে আবদ্ধ করে। হে ভারত! তম গুণকে আবরণ শক্তি বিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে; সুতরাং উহা জীব মাত্রেরই ভ্রান্তি জনক হইয়া থাকে; অতএব উহা অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে। হে ভারত! পুরুষকে সত্ত্বগুণ সুখে অভিমুখ, রজগুণ কর্ম্মে অভিমুখ এবং তম গুণ সদুপদেশ জন্য জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া আলস্যাদিতে সংযুক্ত করে।

হে ভরত-নন্দন! সত্ত্ব গুণ অদৃষ্ট বশত রজ ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-সুখাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে; রজ গুণ অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও তমকে অভিভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-তৃষ্ণা-সঙ্গাদিতে পুরুষকে সংযুক্ত করে, এবং তম গুণও অদৃষ্ট বশত সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া জন্মে, এই হেতু উহা স্বকীয় কার্য্য-প্রমাদ আলস্যাদিতে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করে। যখন এই ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে শব্দাদি প্রকাশ রূপ জ্ঞান হয়, তখন সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি জানিবে, এবং সুখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্ব গুণকে বর্দ্ধিত বোধ করিবে। হে ভরত-কুল-পাবন! রজ গুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মের উদ্যম, অনুপশম অর্থাৎ ইহা করিয়া উহা করিব ইত্যাদি সংকল্প বিকল্পের অনুপরম ও স্পৃহা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। হে কুরু-নন্দন! তম গুণ বর্দ্ধিত হইলে বিবেক ভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুসন্ধানাভাব ও মিথ্যাভিনিবেশ, এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি সত্ত্ব গুণ বর্দ্ধিত হইলে জীব মরে, তবে হিরণ্যগর্ব্ভাদির উপাসক দিগের ভোগ্য যে প্রকাশময় লোক, তাহা প্রাপ্ত হয়। বর্দ্ধিত রজ গুণে জীব মৃত হইলে, কর্ম্মাসক্ত মর্ত্ত্য লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বর্দ্ধিত তম গুণে জীব মরিলে, পশু প্রভৃতি মূঢ় যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। কপিলাদি ঋষিগণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান কহিয়াছেন। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল নির্ম্মল সুখ; রজ হইতে লোভ জন্মে, এই হেতু তাহার ফল কর্ম্ম জন্য দুঃখ এবং তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান জন্মে, এই হেতু তাহার ফল অজ্ঞানের কার্য্য হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণশীল পুরুষেরা সত্ত্বোৎকর্ষ তারতম্যানুসারে মনুষ্য গন্ধর্ব্বাদি লোক অবধি উত্তরোত্তর সত্য লোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। রজ গুণাবলম্বী পুরুষেরা তৃষ্ণা-দিতে সমাকুল হইয়া মনুষ্য লোকে গমন করে এবং জঘন্য তম গুণাশ্রিত প্রমাদ-মোহাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তমো-বৃত্তির তারতম্যানুসারে তামিস্রাদি নিরয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন যিনি বিবেক পূর্ব্বক বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ ব্যতিরিক্ত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া না দেখেন এবং তদ্ব্যতিরিক্ত তৎ সাক্ষী রূপ আত্মাকে অবগত হন, তখন তিনি মদীয় ভাব ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। দেহাদি রূপে পরিণত উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিলে, সেই গুণ ত্রয় জনিত জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! কি রূপ লক্ষণ সকল দ্বারা এবং কি আচার ও কি উপায়েই বা উক্ত গুণ ত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়?

ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! যিনি সত্ত্ব গুণের কার্য্য-প্রকাশ রূপ জ্ঞান, রজ গুণের কার্য্য-প্রবৃত্তি, তম গুণের কার্য্য-মোহ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য উপস্থিত হইলে, তাহাতে দুঃখ জ্ঞান করিয়া দ্বেষ না করেন; ঐ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কার্য্য নিবৃত্ত হইলে তাহাতে আকাঙ্ক্ষা না করেন; উদাসীনের ন্যায় স্থিত হইয়া সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের কার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত না হন; 'গুণ সকলই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই' এই রূপ বিবেক জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন, কিছুতেই টলেন না; স্ব-রূপে অবস্থান করেন; সুতরাং যাঁহার সুখ ও দুঃখে সমভাব; লোষ্ট, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমান জ্ঞান; প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে তুল্য বোধ; আপনার স্তুতি ও নিন্দায় তুল্য দৃষ্টি; মান ও অপমানে সম-চিত্ততা; মিত্র-পক্ষ ও শত্রু-পক্ষে অভিন্ন ভাব এবং যিনি সমুদায় দৃষ্টাদৃষ্ট ফল জনক কর্ম্ম বিষয়ক উদ্যম পরিত্যাগী; এতাদৃশ আচার-সম্পন্ন ধীর ব্যক্তিকে সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অতীত বলা যায়। যিনি একান্ত

ভক্তি যোগ দ্বারা আমাকে সেবা করেন, তিনি ঐ সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব মোক্ষের যোগ্য হন; যেহেতু আমি অবিনাশী, অবিকারী, নিত্য, জ্ঞান-যোগ-প্রাপ্য ও আনন্দ-স্বরূপ অব্যভিচারী ব্রহ্মের স্থান।

গুণ-ত্রয়ের বিভাগ যোগ নামে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৭॥

ভগবান্ কহিলেন, শ্বঃ এই শব্দের অর্থ প্রভাত কাল, এই শ্বঃ শব্দের সহিত স্থিতি অর্থ বোধক স্থা ধাতুর যোগে 'শ্বস্থ' এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া, প্রভাত পর্য্যন্ত থাকিবেক, এই অর্থ বুঝায়, অতএব যাহার প্রভাত পর্য্যন্তও থাকিবার নিশ্চয় নাই, তাহাকে অশ্বত্থ বলা যায়; সংসারকে প্রভাত পর্য্যন্তও স্থায়ী বলা যায় না, এই নিমিত্তে বেদে ইহাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলেন। ইহার মূল ঊর্দ্ধ অর্থাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা; ইহার শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি জীব; ইহার পত্র সকল জীবের আশ্রয়-ছায়া রূপ কর্ম্ম-ফল-প্রতিপাদক বেদ অর্থাৎ বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা ইহা সেবনীয়; ইহা প্রবাহ রূপে চির কাল চলিয়া আসিতেছে, এই হেতু ইহাকে অব্যয়ও বলা যায়; যিনি সংসারকে এই রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানেন, তিনি বেদার্থ জানেন। পুণ্যবান্ জীব সকল দেবাদি যোনিতে বিস্তারিত হন, তাঁহারা এই সংসার বৃক্ষের ঊর্দ্ধগত শাখা এবং দুষ্কৃতবান্ জীব সকল পশ্বাদি যোনিতে বিস্তারিত হইয়া থাকে, তাহারা অধঃস্থ শাখা। ঐ শাখা সকল জল-সেচন রূপ সত্ত্বাদি গুণ-বৃত্তি দ্বারা বর্দ্ধিত ও শাখাগ্রস্থানীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি সংযুক্ত রূপ রসাদি বিষয় দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। ঈশ্বর ইহার প্রধান মূল, ভোগ বাসনা সকল ইহার অন্তরাল মূল রূপে অনুপ্রবিষ্ট। ঐ অন্তরাল মূল সকল হইতেই মর্ত্ত্য লোকে জীবের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই সংসার-স্থিত প্রাণীরা সংসার বৃক্ষের উক্ত প্রকার ঊর্দ্ধমূল উপলব্ধি করিতে পারে না, ইহার অন্ত বা আদিও বোধগম্য করিতে পারে না এবং ইহা কি প্রকারে স্থিতি করে, তাহাও বুঝিতে পারে না। এই সংসার বৃক্ষের অবচ্ছেদ নাই এবং ইহা অনর্থকর, এই হেতু এই বদ্ধমূল বৃক্ষকে অসঙ্গ করিয়া অর্থাৎ মমতা ত্যাগ ও সম্যক্ বিচার রূপ দৃঢ় শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া "যাঁহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, আমি সেই আদ্য পুরুষের শরণাপন্ন হই" এই প্রকারে এই সংসার বৃক্ষের মূলীভূত সেই বিষ্ণুপদকে অন্বেষণ করিবে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না। মনুষ্যেরা অহঙ্কার ও মোহ বিহীন, পুত্রাদি সঙ্গদোষ বিজয়ী, আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ, নিবৃত্ত কাম ও সুখ দুঃখ জনক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব বিমুক্ত, সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। যে পদে গমন করিলে আর পুনরাগমন করিতে হয় না, সেই পরম ধাম অব্যয় পদ, আমি যে বিষ্ণু, আমার পদ; সে ধামকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না।

আমারই অংশ অবিদ্যা বশত সর্ব্বদা সংসারী ও জীব রূপে প্রসিদ্ধ; সেই জীবের শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, মন ও অন্যান্য কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রভৃতি, সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে আমার প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে, সেই জীব পুনর্ব্বার জীব লোকে সংসার উপভোগ নিমিত্তে উহাদিগকে আকর্ষণ করেন। যখন কর্ম্ম বশত শরীরান্তর প্রাপ্ত হন, তখন যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, সেই দেহাদি-স্বামী জীব সেই শরীর হইতে, বায়ুর কুসুমাদি হইতে গন্ধ গ্রহণের ন্যায়, উক্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া শরীরান্তরে গমন করেন। তিনি অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করেন। বিমূঢ় ব্যক্তিরা এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমনকারী বা সেই দেহেই অবস্থিত বা বিষয় ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না, কিন্তু জ্ঞান চক্ষু ব্যক্তিরাই দেখিতে

পান। ধ্যানাদি দ্বারা যত্নবন্ত কোন কোন যোগীরা সেই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন; পরন্তু অশুদ্ধ-চিত্ত মন্দমতি ব্যক্তিরা শাস্ত্রাভ্যাসাদি দ্বারা যত্নবন্ত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যে আদিত্য-গত তেজ, সমস্ত জগৎ প্রকাশ করিতেছে, এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমারই তেজ জানিবে; আমি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া বল দ্বারা চরাচর ভূত সকল ধারণ করি; আমি রসময় সোম হইয়া ব্রীহি যবাদি ওষধি সকল পোষণ করি; আমি প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে জঠ-রাগ্নি রূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহাদিগের ভুক্ত চর্ব্ব্য চো-ষ্যাদি চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি; আমি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামী রূপে প্রবিষ্ট থাকি, এই হেতু আমা হইতেই তাহাদিগের স্মরণ, ইন্দ্রিয়-সংযোগ জন্য জ্ঞান ও উহাদিগের অপায়ও হইয়া থাকে, এবং আমিই সমস্ত বেদ দ্বারা বেদ্য, বেদান্ত কর্ত্তৃ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও বেদার্থ বেত্তা।

ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত তাবৎ শরীরকে ক্ষর ও দেহ বিনষ্ট হইলেও যিনি অবস্থান করেন, বিনষ্ট হন না; তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া বিবেকীরা কহিয়া-ছেন। ঐ ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, তিনি পরমাত্মা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন; যিনি নির্ব্বিকার ও নিয়ন্তা রূপে ত্রিলোকে আবিষ্ট হইয়া সমুদায় পালন করিতে-ছেন। যেহেতু আমি নিত্য মুক্ত স্বভাব হেতু জড় জগৎ হইতে অতিক্রান্ত এবং নিয়মকারিত্ব হেতু চেতন বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছি। হে ভারত! যিনি এই রূপ উক্ত প্রকারে নিশ্চিত-মতি হইয়া, আমি যে পুরুষোত্তম, আমাকে জানেন, তিনি সর্ব্ব প্রকারে আমাকেই জানেন; সেই হেতুই তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। হে ব্যসন-শূন্য ভরত-নন্দন! এই প্রকারে অতি রহস্য এই শাস্ত্র তোমাকে আমি কহিলাম, মনুষ্য ইহা জানিলে সম্যগ্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।

পুরুষোত্তম যোগ নামে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ভারত! অভয়, চিত্ত প্রস-ন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, দর্শপৌর্ণ-মাসাদি যজ্ঞ, ব্রহ্ম যজ্ঞাদি, শরীর সংযমাদি, অকুটি-লতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, চিত্তোপ-রতি, পরোক্ষে পরদোষের অপ্রকাশ, দীনের প্রতি দয়া, অলোভ, মৃদুতা, অকার্য্য প্রবৃত্তিতে লোক লজ্জা, ব্যর্থ কর্ম্মের অননুষ্ঠান, প্রাগল্ভ্য, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্য ও অভ্যন্তরে শুচিতা, অবিদ্রোহ ও আপনাকে অতি পূজ্য বলিয়া অভিমান না করা, এ সকল, দৈবী—সাত্ত্বিকী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হই-য়া থাকে; এবং দম্ভ—ধর্ম্মধ্বজিত্ব, দর্প, ধন বিদ্যাদি নিমিত্তক চিত্তৌৎসুক্য, অভিমান—আপনাকে পূজ্য বলিয়া বোধ করা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেক, এ সকল, আসুরী-সম্পদ্-অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়া থাকে। হে পার্থ! দৈবী সম্পদ্ মোক্ষের নিমিত্তে এবং আসুরী সম্পদ্ সংসারের নিমিত্তে হইয়া থাকে। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী সম্পদ্-অভিমুখে জন্মিয়াছ, অতএব তুমি শোক করিও না।

হে পার্থ! এই সংসারে দৈব ও আসুর এই দুই প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দৈব বিষয় বিস্তার ক্রমে কহিয়াছি, এক্ষণে আসুর বিষয় শ্রবণ কর। আসুর মনুষ্যেরা যে, পুরুষার্থ সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হয় ও অনর্থ জনক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহা জানে না। তাহাদিগের শৌচ নাই, আচার নাই, সত্যও নাই। তাহারা কহে, জগতের বেদ পুরাণাদি প্রমাণ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ প্রতিষ্ঠা নাই ও ঈশ্বর—নিয়ন্তা নাই; এই জগৎ স্ত্রীপুরুষ সঙ্গাধীনই সমুৎপন্ন; ইহার উৎপত্তির

অন্য কারণ আর কি আছে? স্ত্রীপুরুষের অভিলাষ বিশেষই ইহার প্রবাহ রূপে চলিয়া আসিবার হেতু হইয়াছে; তাহারা এই রূপ নাস্তিক মত অবলম্বন করিয়া মলিন চিত্ত, দৃষ্ট পদার্থ মাত্র দর্শী, জগতের বৈরী ও হিংস্রকর্ম্মশীল হইয়া জগতের ক্ষয় নিমিত্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দাম্ভিক, মানী, মদান্বিত ও অশুচি মদ্য মাংসাদিতে ব্রতী হইয়া মোহ প্রযুক্ত 'আমি এই মন্ত্র দ্বারা এই দেবতার আরাধনা করিয়া প্রচুর ধন সাধন করিব' ইত্যাদি রূপ দুরাগ্রহ স্বীকার করত ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনাদিতে প্রবৃত্ত হয়। কামোপ-ভোগে তৎপর, কাম ক্রোধের বশীভূত, শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও 'কাম ভোগই পরম পুরুষার্থ' এই রূপ নিশ্চয় করত আমরণ অপরিমেয় চিন্তায় সমাক্রান্ত হইয়া কাম ভোগ নিমিত্ত অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করে। অদ্য এই ধন আমার লব্ধ হইল, অপর মনোরথ পরে লাভ হইবে, এক্ষণে এই ধন আমার আছে, পরে আমার এত ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি নিহত করিলাম, অপর শত্রুদিগকে পরে বিনাশ করিব, আমি প্রভু, আমি সর্ব্ব প্রকারে ভোগবান্, আমি পুত্র পৌত্র নপ্তৃ প্রভৃতিতে সম্পন্ন, আমি বলবান্, আমি সুখী, আমি কুলীন, আমার সদৃশ অন্য আর কে আছে! আমি যাগাদি ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া অন্যান্য সকলকে পরাভব করিব, আমি স্তাবক দিগকে দান করিব ও হর্ষ লাভ করিব, ইত্যাদি প্রকার অজ্ঞানে বিমোহিত হইয়া অনেক বিধ মনোরথ বিষয়ে চিত্ত বিক্ষেপ দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত ও কাম ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া কশ্মল নরকে পতিত হয়। তাহারা আপনার দ্বারা আপনি পূজিত, অনম্র, ধন দ্বারা মান মদে সমন্বিত, অহঙ্কার বল দর্প কাম ও ক্রোধের আশ্রিত ও সৎপথবর্ত্তীদিগের প্রতি অসূয়া-পরবশ হইয়া, তাহাদিগের স্ব স্ব ও অপরাপর দেহে অবস্থিত যে আমি, আমাকে দ্বেষ করত দম্ভ-পূর্ব্বক নাম মাত্র যজ্ঞ দ্বারা অবিধি-পূর্ব্বক যজন করে। সেই ক্রূর, অশুভকর্ম্মা, বিশ্ব বিদ্বেষী নরাধমদিগকে ক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি আসুরী যোনিতে আমি অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়! সেই মূঢ়েরা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া প্রতি জন্মেই আমাকে পাওয়া দূরে থাকুক, পাইবার উপায়ও না পাইয়া সেই সেই অধম জন্ম হইতেও অতি অধম কৃমি কীটাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন টি আত্ম-নাশক নরক দ্বার, এই হেতু এ তিনকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে কুন্তীনন্দন! মনুষ্য, নরকের দ্বারভূত ঐ কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে বিমুক্ত হইলে আপনার শ্রেয় সাধন তপোযোগাদি আচরণ করিয়া থাকে, সেই হেতু তাহার মোক্ষ লাভ হয়। যে, বেদ বিহিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টাচারবর্ত্তী হয়, সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, উপশম লাভ করিতে পারে না, মোক্ষ প্রাপ্ত হইতেও সমর্থ হয় না। কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রই তোমার পক্ষে প্রমাণ, অতএব তুমি শাস্ত্র বিধি বিহিত কর্ম্ম অবগত হইয়া তদাচরণে যোগ্য হও।

দৈবাসুর সম্পদ্ বিভাগ যোগ-নামে
ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! যাহারা দুঃখ জ্ঞান বা আলস্য হেতু কেবল আচার পরম্পরা প্রমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে, তাহাদিগের স্থিতি বা আশ্রয় কি রূপ, তাহাদিগের দেব পূজাদি প্রবৃত্তি সাত্ত্বিকী কি রাজসী কিম্বা তামসী?

ভগবান্ কহিলেন, হে ভরতকুল-ভূষণ! শাস্ত্র তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকীই হইয়া থাকে; আর লোকাচার মাত্র হেতু প্রবৃত্ত দেহীদিগের শ্রদ্ধা পূর্ব্ব জন্মকৃত সংস্কার নিবন্ধন সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ

কর। কি বিবেকী কি অবিবেকী, সকল লোকেরই পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে শ্রদ্ধা জন্মে। এই সংসারী পুরুষ সকল, ত্রিবিধ শ্রদ্ধা কর্ত্তৃক বিকৃতি-ভাবাপন্ন হয়। যে পুরুষ পূর্ব্ব জন্মে যাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্ত থাকে, সে সেই রূপ শ্রদ্ধাতে সমন্বিত হয়। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের যজন করে; রাজসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ রজঃ-প্রকৃতি যক্ষ রাক্ষস-দিগের আরাধনা করে; তামসী শ্রদ্ধা যুক্ত পুরুষ ভূত প্রেত গণের উপাসনা করে, এবং যে অবিবেকীরা কাম, রাগ ও বল সমন্বিত হইয়া দম্ভ ও অহঙ্কার প্রযুক্ত বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পৃথিব্যাদি ভূতগ্রাম আকর্ষণ করত অর্থাৎ শরীর কৃশ করত, দেহ মধ্যে অবস্থিত যে আমি, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাকে কর্ষণ করত অশাস্ত্র-বিহিত ভয়ঙ্কর তপস্যার আচরণ করে, তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরাশয় জানিবে।

হে অর্জ্জুন! লোকের ত্রিবিধ আহার প্রিয়, এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও দানও ত্রিবিধ হয়; তাহার প্রভেদ শ্রবণ কর। যাহা আয়ু, উৎসাহ, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসন্নতা ও প্রীতি, এ সকলের বৃদ্ধি-কর, রস-সংযুক্ত, স্নেহ-যুক্ত, সারাংশ দ্বারা দীর্ঘ কাল স্থায়ী ও দৃষ্টি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম হয়, এতাদৃশ আহার সাত্ত্বিক দিগের প্রিয়। যাহা অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রূক্ষ ও অতি বিদাহী সর্ষপাদি, এতাদৃশ আহার দুঃখ, শোক ও রোগ-প্রদ হয়, ইহা রাজস দিগের প্রিয়। যাহা প্রস্তুত হইবার পরে প্রহর কাল গত হইয়াছে, অর্থাৎ শীতল, যাহার সার নিষ্পীড়িত হয়, দুর্গন্ধ, দিনান্তরে পক্ক অর্থাৎ পর্য্যুষিত, অন্যভুক্তাবশিষ্ট ও অভক্ষ্য অর্থাৎ কলঞ্জাদি, এতাদৃশ আহার তামস দিগের প্রিয়।

ধনঞ্জয়! ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য-জ্ঞানে মনের একাগ্রতা পূর্ব্বক বিধি সমাদিষ্ট যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই যজ্ঞ সাত্ত্বিক। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ফলাভিসন্ধান করিয়া দম্ভের নিমিত্তে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, সেই যজ্ঞকে রাজস যজ্ঞ জানিবে। যে যজ্ঞ শাস্ত্রোক্ত বিধি পূর্ব্বক নিষ্পন্ন করা না হয় ও যাহাতে ব্রাহ্মণাদি নিমিত্তে অন্ন নিষ্পাদিত না হয়, এবং যাহা মন্ত্রহীন, দক্ষিণা-রহিত ও শ্রদ্ধা-শূন্য, সেই যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন।

দেব, দ্বিজ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞ দিগের পূজা, শুচিতা, সারল্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা, এ সকল শারীরিক তপস্যা। পরিণামে সুখকর, প্রিয়, সত্য ও অভয়-জনক বাক্য এবং বেদাভ্যাস, এ সকল বাচনিক তপস্যা, এবং মনের স্বাচ্ছন্দ্য, অক্রূরতা, মনন, বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার ও ব্যবহারে ছল-রাহিত্য, এ সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক, এই ত্রিবিধ তপস্যা যদি মনুষ্যেরা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া পরম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সেই তপস্যাকে সাত্ত্বিকী তপস্যা বলা যায়। লোকে সাধু বা তাপস বলিবে, দেখিলেই অভ্যুত্থান বা অভিবাদন করিবে অথবা অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান রক্ষা করিবে, এই নিমিত্তে দম্ভ পূর্ব্বক যে তপস্যা করা হয়, সেই তপস্যা অনিয়ত ও ক্ষণিক, তাহা রাজস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অবিবেক জন্য কষ্ট সাধ্য ব্যাপার দ্বারা আত্ম পীড়াকর বা অন্যের উৎসাদনার্থ যাহা কৃত হয়, তাদৃশ তপস্যা তামসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

দান কর্ত্তব্য এই রূপ বোধে যাঁহা হইতে উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই, এবং যিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও সচ্চরিত্র হন, এমত পাত্রে দেশ বিশেষে বা কাল বিশেষে যাহা দেওয়া হয়, সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় বা স্বর্গাদি শুভ ফল উদ্দেশে ক্লেশ পূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং অশুচি স্থানে বা অশুচি কালে বা মূর্খ তস্করাদিকে এবং অসৎকার বা অবজ্ঞা পূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দানকে পণ্ডিতেরা তামস দান কহিয়াছেন।

ব্রহ্মবেত্তারা বেদান্তে ওঁ, তৎ, সৎ, ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সেই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ দ্বারাই পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, এই হেতু সর্ব্ব কালে 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদী দিগের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা, এই সকল শাস্ত্র-বিহিত ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে। মোক্ষাভিলাষীরা 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও অন্যান্য বিবিধ ক্রিয়া কলাপ করিয়া থাকেন। হে পার্থ! অস্তিত্ব ভাবে ও সাধু ভাবে 'সৎ' এই শব্দ প্রয়োগ হয়; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞ, দান ও তপস্যাতে যে নিষ্ঠা, তাহাও 'সৎ' বলিয়া উক্ত হয়, এবং যে কর্ম্মের ফল সেই পরমাত্মা, সেই কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত তৎ সম্পর্কীয় উদ্যান-নির্ম্মাণ ও ধনোপার্জ্জনাদি যে কোন কার্য্য, তৎসমস্তই 'সৎ' এই শব্দে কথিত হয়, অতএব উল্লিখিত কর্ম্ম সকলের সাফল্য নিমিত্ত 'সৎ' শব্দ কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। হে পার্থ! হবন, দান বা তপস্যা ও তদ্ভিন্ন যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কৃত হয়, তৎ সমস্তই অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়, যেহেতু সেই কর্ম্ম বিগুণ হওয়াতে লোকান্তরে ফল প্রদান করে না এবং অযশস্কর হেতু ইহ লোকেও ফল দায়ক হয় না।

শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ নামে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহু কেশি-নিসূদন হৃষীকেশ! আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের যাথার্থ্য ভাব পৃথক্ রূপে জানিতে ইচ্ছা করি।

ভগবান্ কহিলেন, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন, আর সমস্ত কর্ম্মের ফল মাত্র পরিত্যাগকে ত্যাগ বলেন। কোন কোন মনীষী গণ কর্ম্মে হিংসাদি দোষ আছে বলিয়া কর্ম্ম ত্যাজ্য বলিয়াছেন; কোন কোন মনীষী গণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম অত্যাজ্য বলিয়াছেন; হে ভরত সত্তম পুরুষেন্দ্র! ইহার সিদ্ধান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর। তত্ত্বজ্ঞ গণ তিন প্রকার ত্যাগ কহিয়াছেন। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐ সকল কর্ম্ম বিবেকীদিগের চিত্তশুদ্ধি জনক হয়। হে পার্থ! সঙ্গ অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য, ইহা আমার নিশ্চিত মত; ইহাই উৎকৃষ্ট মত। নিত্য কর্ম্মের পরিত্যাগ সুসংগত হয় না, যেহেতু উহা সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষের হেতু হয়; অতএব উহার যে পরিত্যাগ, তাহা মোহ প্রযুক্তই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম আয়াস সাধ্য, কেবল দুঃখেরই কারণ, ইহা মনে করিয়া কায় ক্লেশ ভয়ে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগকে রাজস ত্যাগ বলা যায়, যিনি এই রূপে কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞান নিষ্ঠা রূপ তৎ ফল প্রাপ্ত হন না। হে অর্জ্জুন! অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে যে, সঙ্গ ও ফল পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাদৃশ ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিমত। সত্ত্ব-সমাবিষ্ট অর্থাৎ সাত্ত্বিক ত্যাগী ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি হন অর্থাৎ পর কর্ত্তৃক পরাভবাদি সহ্য ও স্বর্গাদি সুখ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনি এই সাংসারিক সুখ দুঃখ স্বল্প কালের নিমিত্ত বিবেচনা করেন, তাঁহার দৈহিক সুখ দুঃখ গ্রহণাগ্রহণেচ্ছা ছিন্না হইয়া যায়; এতাদৃশ পুরুষ দুঃখাবহ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না ও সুখকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না। দেহাভিমানী ব্যক্তি দিগের কর্ত্তৃক নিঃশেষত সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা হয় না, অতএব যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ কর্ম্ম ফল ত্যাগী হন, তাঁহাকেই প্রকৃত ত্যাগী বলা যায়। ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট, কর্ম্মের এই তিন প্রকার ফল যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তৎ সমস্ত অত্যাগী দিগের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মী দিগেরই পর

লোকে হইয়া থাকে; সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্ম ফল ত্যাগী দিগের কখনই হয় না।

হে মহাবাহো! সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির প্রতি কারণ এই পাঁচটি যাহা তত্ত্ব-নির্ণায়ক সাংখ্য শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট অবগত হও। শরীর, কর্ত্তা অর্থাৎ উপাধি লক্ষণান্বিত আত্মা, পৃথক্ প্রকার ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ুর পৃথক্ প্রকার ব্যাপার ও চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক সূর্য্যাদি, এই পাঁচটি, মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্ম্ম্য বা অধর্ম্ম্য যে কর্ম্ম করেন, সেই সকল কর্ম্মেরই হেতু হয়; অতএব যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশের অভাবে অসংস্কৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত উপাধি রহিত অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের হেতু কর্ত্তা বলিয়া বোধ করে, সে সম্যগ্‌দর্শী নহে। যাঁহার অহঙ্কার-ভাব নাই, অতএব যাঁহার বুদ্ধি ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মেতে লিপ্ত না হয়, সেই দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মদর্শী ব্যক্তি এই সমস্ত প্রাণীদিগকে লোক-দৃষ্টি ক্রমে হনন করিয়াও হনন করেন না, সুতরাং তৎ ফলেও আবদ্ধ হন না।

'ইহা ইষ্ট সাধন' এই রূপ জ্ঞান, জ্ঞেয় ইষ্ট সাধন কর্ম্ম ও ঐ জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা আত্মা, এই তিন টি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে; এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, অভীপ্সিত কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ত্তা, এই তিন টি, কার্য্যের আশ্রয়। সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি সত্ত্বাদি গুণ-ভেদে কথিত হইয়াছে, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। যে জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্ব ভূতে অবিভক্ত এক নির্ব্বিকার পরমাত্মতত্ত্বকে দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জানিবে। যে জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্ব প্রাণিতে সুখী দুঃখী ইত্যাদি রূপে পৃথক্ প্রকার অনেক-ভাবাপন্ন জানে, সেই জ্ঞান রাজস জ্ঞান জানিবে। এবং কোন এক দেহে বা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণ ঈশ্বর বোধ করিয়া 'ইনিই ঈশ্বর, অন্য আর ঈশ্বর কেহ নাই' এই রূপ অভিনিবেশ-যুক্ত হেতু-শূন্য অযথার্থ যে অল্প জ্ঞান, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আসক্তি, ফলকামনা, রাগ ও দ্বেষ রহিত হইয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে নিয়মিত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কাম্য বিষয়ের অভিলাষে বা 'আমার তুল্য আর শ্রোত্রিয় কে আছে' ইত্যাদি প্রকার অহঙ্কার বশত বহুল আয়াস পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। পশ্চাদ্ভাবি শুভ বা অশুভ, অর্থ ক্ষয়, পরপীড়া ও আত্ম সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহ বশত যে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মকে পণ্ডিতেরা তামসিক বলেন। আসক্তি ত্যাগী, গর্ব্বোক্তি রহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যম সমন্বিত ও কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ শূন্য, এবম্ভূত কর্ত্তাকে পণ্ডিতেরা সাত্ত্বিক বলিয়া থাকেন পুত্রাদিতে প্রীতি বিশিষ্ট, কর্ম্ম ফলের লাভাকাঙ্ক্ষী, পরবিত্তাভিলাষী, হিংসা-স্বভাব, বিহিত শৌচ বিবর্জ্জিত ও লাভালাভে হর্ষ শোকান্বিত, ঈদৃশ কর্ত্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অসমাহিত, বিবেক-শূন্য, অনম্র, শঠ, পরাবমানকারী, অনুদ্যমশীল, শোকশীল ও দীর্ঘসূত্রী, এতাদৃশ কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়।

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন প্রকার প্রভেদ পৃথক্ ও অশেষ রূপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম বিষয়ে নিবৃত্ত হইতে হয়, যে স্থানে ও যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, যে কার্য্য নিমিত্ত ভয় ও যে কার্য্য নিমিত্ত অভয় লাভ হয় এবং কি প্রকারে বন্ধ ও কি প্রকারে মোক্ষ হয়, এ সকল বিষয় যে বুদ্ধি জানিতে পারে, সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কার্য্যাকার্য্য সকলকে অযথাবৎ জানে, সেই বুদ্ধি রাজসী। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে এবং সকল জ্ঞেয় পদার্থকে বিপরীত বোধ করে, সেই বুদ্ধি তামসী। হে পার্থ! যে ধৃতি, বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া চিত্তৈকাগ্রতা হেতু মন, প্রাণ ও

ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়াকে নিয়মিত করিয়া রাখে, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী। হে পৃথানন্দন অর্জ্জুন! যে ধৃতি দ্বারা মনুষ্য ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করিয়া থাকে কখন পরিত্যাগ করে না, এবং তৎপ্রসঙ্গাধীন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী। যাহা দ্বারা বহুবিধ অবিবেক-বুদ্ধি-যুক্ত পুরুষ স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ পরিত্যাগ না করে, সেই ধৃতি তামসী বলিয়া অভিমতা হইয়াছে।

হে ভরত-কুলরত্ন! তুমি সংপ্রতি আমার নিকট ত্রিবিধ সুখ শ্রবণ কর। পুরুষ অভ্যাস নিবন্ধন যে সুখে রত হইয়া থাকে, ও দুঃখের উপশম লাভ করে, যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায় দুঃখাবহ ও পরিণামে অমৃত সদৃশ এবং যাহা, আত্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রসাদে রজ ও তম পরিত্যাগ করত স্বচ্ছন্দতা পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাদৃশ অবস্থা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সুখকে যোগীরা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাধীন উৎপন্ন, প্রথমে অমৃত তুল্য পরিণামে বিষবৎ যে সুখ, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা প্রথমে ও পরিশেষেও আত্ম-মোহকর, এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদাধীন সমুত্থিত হয়, সেই সুখ তামস বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদি লোকে বা স্বর্গে দেব লোকে এই প্রকৃতি-সম্ভূত-সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই।

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পূর্ব্ব জন্ম সংস্কারাধীন সমুৎপন্ন সত্ত্বাদি গুণ ত্রয় দ্বারা কর্ম্ম সকল বিভাগ ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বিহিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব কেবল সত্ত্বগুণাত্মক; ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; বৈশ্যদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ তমোমিশ্রিত রজোগুণাত্মক; এবং শূদ্রদিগের স্বভাব কিঞ্চিৎ রজোমিশ্রিত তমোগুণাত্মক। শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রীয় জ্ঞান, অনুভব ও আস্তিক্য, এ সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত। শৌর্য্য, প্রাগল্ভ্য, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও নিয়মন-শক্তি, এ সকল কর্ম্ম ক্ষত্রিয়দিগের স্বভাব-সম্ভূত। কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য কর্ম্ম বৈশ্যদিগের স্বভাবোৎপন্ন। এবং ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বভাব-সংজাত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরা স্ব স্ব কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত হইলে জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করিতে পারে; স্ব স্ব কর্ম্মে নিরত হইলে যে প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাঁহা হইতে প্রাণীদিগের চেষ্টা হইয়া থাকে, যিনি এই বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, মনুষ্য সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে স্ব জাত্যুক্ত কর্ম্ম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে। স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন ও পরধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম পর-ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, কেন না, পূর্ব্বোক্ত স্বভাবত নিয়মিত কর্ম্ম করিলে মনুষ্য পাপগ্রস্ত হয় না। হে কুন্তীনন্দন! স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে দোষ থাকিলেও তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই কোন না কোন দোষে সমাবৃত; যে প্রকার অগ্নির ধূম-দোষ পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার বিনাশ ও শীতাদি নিবৃত্তি নিমিত্তে তাহার উত্তাপের সেবা করিতে হয়, সেই রূপ তোমার স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও উহার দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধি নিমিত্তে গুণাংশই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে সঙ্গশূন্যা এবং যিনি নিরহঙ্কার ও ফল-স্পৃহা-রহিত, তিনি সন্ন্যাস দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম নিবৃত্তি রূপ পরম সিদ্ধি লাভ করেন। হে কুন্তীপুত্র! সেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জ্ঞানের পরা নিষ্ঠা যাহাতে হয়, তাদৃশ ব্রহ্মকে যে প্রকারে প্রাপ্ত হন, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও। তিনি সাত্ত্বিক-বুদ্ধিযুক্ত, যথোক্ত শুচি স্থানে অবস্থিত, পরিমিত-ভোজী, সংযত-বাক্য, সংযত-দেহ, সংযত-চিত্ত, ধ্যান-পূর্ব্বক ব্রহ্মস্পর্শপরায়ণ, সতত বৈরাগ্যাশ্রিত ও মমতা-শূন্য হইয়া সাত্ত্বিকী ধৃতি দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত, শব্দাদি বিষয়

সকল পরিত্যাগ ও রাগ দ্বেষে ঔদাস্য ভাব করত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার, সামর্থ্য, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিমোচন পূর্ব্বক পরমা শান্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মেতে নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতে যোগ্য হন। ব্রহ্মে অবস্থিত পুরুষ প্রসন্নচিত্ত হইয়া নষ্ট বস্তুর নিমিত্তে শোক ও অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহার রাগ দ্বেষাদি না থাকায় তিনি সমজ্ঞানী হইয়া সর্ব্ব ভূতে মদ্‌বিষয়ক ধ্যান-রূপ পরম ভক্তি লাভ করেন; সেই পরম ভক্তি দ্বারা, আমিই যে উপাধি কৃত বিস্তর ভেদ বিশিষ্ট অথচ উপাধি-ভেদ-শূন্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, এবম্ভূত আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাত হন। আমাকে যাথার্থ্য রূপে অভিজ্ঞাত হইলে পর সেই জ্ঞানের উপরম হইলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দ-রূপ হন। আমাকেই আশ্রয়ণীয় জ্ঞান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করত মৎ প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। তুমি মৎপরায়ণ হইয়া চিত্ত দ্বারা আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যোগাশ্রয় করত সর্ব্বদা এমন কি, কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমুদায় বস্তু ব্রহ্ম বোধে মদেকচিত্ত হও। আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার প্রসাদে সাংসারিক সমস্ত দুস্তর দুর্গ হইতে তরিবে। যদি অহঙ্কার-প্রযুক্ত আমার এবম্বিধ বাক্য না শুনিবে, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। তুমি অহঙ্কার-প্রযুক্ত 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই রূপ অধ্যবসায় করিতেছ, কিন্তু এ অধ্যবসায় তোমার মিথ্যা, যেহেতু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবে। হে কুন্তী-পুত্র! তুমি মোহ প্রযুক্তই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, পরন্তু তোমার পূর্ব্ব-কর্ম্ম-সংস্কার জন্য শৌর্য্যাদিতে তুমি আবদ্ধ আছ, ইহাতে উহার বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে এই যুদ্ধ ক্রিয়া অবশ্যই করিতে হইবে। হে অর্জ্জুন! অন্তর্যামী ঈশ্বর সমুদায় ভূতের হৃদয় মধ্যে আছেন এবং মায়া দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্র-রূপ শরীরে আরোপণ পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করাইতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহারই প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। গোপনীয় হইতেও গোপনীয়তম এই জ্ঞান আমি তোমাকে কহিলাম, তুমি ইহা অশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যেমন তোমার ইচ্ছা হয়, সেই রূপ কর।

হে পার্থ! সকল গুহ্য হইতে গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর; তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই নিমিত্ত তোমার হিত বলিতেছি। তুমি আমার প্রতি মন অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার যজন কর, আমাকে নমস্কার কর; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে সংশয় করিও না। তুমি আমার প্রিয়, এই হেতু তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, তুমি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

এই গীতার্থ-তত্ত্ব তুমি কদাচিৎও তপস্যা-হীন, ভক্তি-শূন্য বা শুশ্রূষা-হীন ব্যক্তিকে বলিবে না, এবং যে আমার প্রতি অসূয়া করে, তাহাকেও কদাচ বলিবে না। যিনি আমার প্রতি পরম ভক্তি করিয়া এই পরম রহস্য আমার ভক্তকে বলিবেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই। যিনি মদীয় ভক্ত-সমীপে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন, তাঁহা-ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভূমণ্ডলে মনুষ্যগণ মধ্যে আমার প্রিয়তম নাই, এবং কালান্তরেও তাঁহা হইতে অপর প্রিয়তর কেহ হইবে না। আমার মত এই, যে ব্যক্তি আমাদিগের উভয়ের এই ধর্ম্ম্য সংবাদ পাঠ করিবে, সে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন করিবে, আমি তাহার সেই যজ্ঞের ভোক্তা হইব। যে মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-রহিত হইয়া ইহা শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য-

কর্ম্মী দিগের প্রাপ্য শুভ লোক-সকলে গমন করেন। হে পৃথা-নন্দন ধনঞ্জয়! তুমি একাগ্র মনে ইহা শুনিলে তো? তোমার অজ্ঞান সংমোহ বিনষ্ট হইয়াছে তো?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানুসন্ধান-রূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি অধর্ম্ম বিষয়ে গত-সন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি, অতএব তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি মহাত্মা পার্থ ও বাসুদেবের এই অদ্ভুত ও লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। হে রাজন্! সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং এই পরম গুহ্য যোগ কহিলেন, আমি ব্যাসের প্রসাদে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। আমি কেশব ও অর্জ্জুনের এই পুণ্য অদ্ভুত সংবাদ মুহুর্মুহু স্মরণ করিয়া পুনঃ পুন হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি। হে রাজন্! হরির সেই অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুন আমার স্মরণ হইতেছে, তাহাতে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে এবং বারংবার আমি হর্ষ লাভ করিতেছি। যে পক্ষে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যে পক্ষে ধনুর্দ্ধর পার্থ, সেই পক্ষেই শ্রী, বিজয়, ঐশ্বর্য্য ও অব্যভিচারিণী নীতি, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে।

ব্রহ্মবিদ্যা যোগ শাস্ত্রে একচত্বারিংশ অধ্যায়
ও ভগবদ্গীতা সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

ভীষ্মবধ প্রকরণ।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার বাণ ও গাণ্ডীবধারী দেখিয়া মহারথ সকল মহানাদ করিয়া উঠিলেন। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এবং যে সকল বীর তাঁহাদিগের অনুগত, তাঁহারাও সকলে সাগরজাত শঙ্খ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং ভেরী, পেশী, ক্রকচ ও গোশৃঙ্গ সকল সহসা বাজিয়া উঠিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে জনেশ্বর! অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ দর্শনাভিলাষে আগমন করিলেন। মহাভাগ ঋষিগণ মিলিত হইয়া শতক্রতুকে অগ্রে করিয়া সেই মহা হত্যাকাণ্ড দেখিবার মানসে তথায় সমাগত হইলেন।

পরে যুদ্ধে স্থৈর্য্যশীল ধর্ম্মরাজ বীর যুধিষ্ঠির, সেই সাগর সদৃশ উভয় পক্ষীয় সেনাকে যুদ্ধ নিমিত্ত সমুদ্যত ও পুনঃপুন প্রচলিত দেখিয়া কবচ পরিত্যাগ ও আয়ুধ-বর নিক্ষেপ পূর্ব্বক রথ হইতে সত্বর অবরোহণ করিয়া পিতামহ ভীষ্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত বাগ্যত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া শত্রু-সৈন্যের প্রতি পূর্ব্বাভিমুখে পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে দেখিয়া রথ হইতে শীঘ্র অবতরণ পূর্ব্বক মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পথে গমন করিতেছিলেন সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ গামী হইলেন। হে রাজন্! বাসুদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পার্থিব গণও উৎসুক হইয়া রাজার অনুগামী হইলেন। অর্জ্জুন রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এ কি কার্য্য করিতেছেন! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রিপুবাহিনীর দিকে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পদব্রজেই গমন করিতেছেন! ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব রাজেন্দ্র! আপনি কবচায়ুধ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধোদ্যত অরি সৈন্যের দিকে কোথায় গমন করিবেন? নকুল কহিলেন, হে ভরত-নন্দন! আপনি আমার দিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আপনি এক্ষণে এ প্রকার ভাবে গমন করাতে আমার হৃদয় ভয়ে সন্তাপিত হইতেছে, আপনি বলুন কোথায় গমন করিবেন? সহদেব কহিলেন, হে নৃপ! এই যোদ্ধব্য মহাভয়ানক রণ সমূহ বর্ত্তমান সময়ে আপনি শত্রুদিগের অভিমুখে কোথায় গমন করিতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! বাগ্যত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক এই রূপ কথ্যমান হইয়াও কিছুই

উত্তর করিলেন না, গমন করিতেই লাগিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মহামনা বাসুদেব যেন হাস্য করত অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে কহিলেন, ইহাঁর অভিপ্রায় আমার বিদিত হইয়াছে। ইনি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্য প্রভৃতি সমস্ত গুরু জনের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আমি পুরা-কল্পে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের অনুমতি লইয়া মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে তাহার নিশ্চয়ই জয় হয়, ইহা আমার বিবেচনা হইতেছে। কৃষ্ণ এই প্রকার উক্তি করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ হইল। অন্যান্য অনেকে নিঃশব্দ হইয়া থাকিল। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় নিষ্ঠুর সৈনিক পুরুষেরা যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এই কুলপাংশন যুধিষ্ঠির স্পষ্টই ভীত হইয়া ভীষ্ম সমীপে আগমন করিতেছে। এই রাজা সহোদরগণের সহিত শরণার্থী ও যাচক হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব সহায় সত্ত্বে যুধিষ্ঠির কি হেতু ভীত হইয়া আগমন করিতেছে! এই অল্প-সত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণ যখন যুদ্ধ জন্য ভয়াকুল হইয়াছে, তখন পৃথিবী-খ্যাত এই যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তদনন্তর, সমুদায় সৈনিকেরা পৃথক্ পৃথক্ কৌরবদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং হৃষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দ মনে উত্তরীয় বসন কম্পিত করিল। হে নরনাথ! তৎ পরে সমস্ত যোধগণ কেশব ও সহোদরগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করিতে লাগিল। হে নরপাল! অনন্তর সেই কুরু সৈন্যগণ যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার করিয়া শীঘ্র নিঃশব্দ হইল, যেহেতু এই রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কি বলিবেন, ভীষ্ম কি প্রত্যুত্তর করিবেন, সমর-শ্লাঘী ভীম কি বলিবেন, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনই বা কি কহিবেন, এবং এই যুধিষ্ঠিরের বলিবার বিষয়ই বা কি আছে, যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তে উভয় পক্ষ সৈন্যেরই এই রূপ অত্যন্ত সংশয় হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া শর শক্তি সমাকুল শত্রু সৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন, এবং যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণ-দ্বয় কর-দ্বয় দ্বারা দৃঢ় ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনকাকে নিবেদন করিতেছি, আপনকার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথ্বীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এই রূপে না আসিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম। হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয় লাভ কর এবং অন্য যাহা তোমার অভিলাষ থাকে, তাহাও প্রাপ্ত হইবে; তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিবে, তাহা ব্যক্ত কর, এরূপ হইলে তোমার পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরব্যদিগের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব তোমার নিকট আমার এই নিরর্থক বাক্য বলা হইতেছে যে "আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থের বশতাপন্ন হইয়া ভৃতিভুক্ হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি ইচ্ছা কর, প্রকাশ করিয়া বল।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনিও ইহা বিবেচনা করুন, আমার সতত প্রার্থনা এই যে, আপনি নিত্য নিত্য আমার হিতার্থী হইয়া কৌরবদিগের নিমিত্ত যুদ্ধ করেন

ভীষ্ম কহিলেন, হে নৃপ কুরু-নন্দন! পর পক্ষের নিমিত্তে আমি ইচ্ছানুসারেই যুদ্ধ করিব, অতএব তোমার কি সাহায্য করিব, যুদ্ধ ব্যতীত যাহা তোমার বলিবার ইচ্ছা হয়, তাহা ব্যক্ত কর।

র কহিলেন, আপনি সংগ্রামে অপরাজেয়, আমি আপনার নিকট কি প্রকারে যুদ্ধে জয়ী

হইতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি শ্রেয় ও হিতকর যদি কিছু দেখিতে পান, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুন্তীনন্দন! আমি সংগ্রামে যুদ্ধ করিলে, কোন পুরুষ যে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, এমত কাহাকেও আমি দেখিতেছি না; সাক্ষাৎ শতক্রতুও আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! আপনকাকে প্রণাম করি, আমি ঐ নিমিত্তই আপনকাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনি সমরে শত্রু-কর্তৃক আপনার পরাজয়ের উপায় বলুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে তাত! সমরে আমাকে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা আমি দেখিতেছি না, এবং এক্ষণে আমার মৃত্যু কালও উপস্থিত হয় নাই, অতএব তুমি পুনর্ব্বার এক বার আমার নিকট আগমন করিও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! তদনন্তর মহাবাহু যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শিরোধৃত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত, সর্ব্ব সৈন্যদিগের সাক্ষাতে তাহাদিগের মধ্য দিয়া পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যের রথাভিমুখে গমন করিলেন। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাজা দ্রোণের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক আত্ম শ্রেয়স্কর এই কথা বলিলেন, হে ভগবন্ দ্বিজ! আমি কি প্রকারে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং কি প্রকারেই বা সকল রিপুকে জয় করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি অনুজ্ঞা করুন।

দ্রোণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যদি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনাকে সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম, অতএব হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! আমি আপনা কর্তৃক পূজিত হইয়া আপনকার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, আপনি যুদ্ধ করুন, জয় লাভ করুন। মহারাজ! আপনার যাহা বলিবার বাসনা থাকে বলুন, আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব; এই উপস্থিত অবস্থায় যুদ্ধ ব্যতীত আপনি কি ইচ্ছা করেন? পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থ বশত বদ্ধ হইয়াছি, অতএব আপনাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে "আপনি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ করেন" আমি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিব বটে, কিন্তু আপনকার জয় আমার প্রার্থনীয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনকার নিকট আমার ইহা প্রার্থনীয় যে, আপনি কৌরবদিগের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, পরন্তু আমার প্রতি জয় আশীর্ব্বাদ ও মদীয় হিত-সাধন কার্য্য মন্ত্রণা করেন।

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! যখন হরি আপনার মন্ত্রী রহিয়াছেন, তখন আপনার অবশ্যই জয় হইবে; আমিও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি শত্রু বিজয়ী হইবেন। হে কৌন্তেয়! যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে কৃষ্ণ; যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই জয়; অতএব গমন করুন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, এক্ষণে আমাকে কিছু যদি জিজ্ঞাসা করেন, করুন, আমি তাহা বলিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজ প্রধান! আমার যাহা বলিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপনি সংগ্রামে অপরাজিত, আপনাকে কি প্রকারে পরাজিত করি?

দ্রোণ কহিলেন, হে রাজন্! আমি যাবৎ কাল রণে যুদ্ধ করিব, তাবৎ আপনকার বিজয়ের সম্ভাবনা নাই, অতএব আপনি সোদরগণের সহিত সত্বর হইয়া আমার নিধনে যত্ন করিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহু আচার্য্য! তৎ প্রযুক্তই আমি প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতেছি এবং অতি দুঃখ সহকারে জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন।

দ্রোণ কহিলেন, হে তাত! আমি রণে অবস্থিত হইয়া উৎসাহ সহকারে শর সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আমাকে যে বধ করিতে পারে, এতাদৃশ শত্রু আমি দেখি না; তদ্ব্যতীত আমি রণ স্থলে শস্ত্র-ত্যাগী যোগাসক্ত ও মরণ নিমিত্ত নিযত হইলে যে আমাকে তাদৃশ অবস্থাতে বধ করিবে, সেই বধ করিতে পারিবে, ইহা আমি সত্যই বলিলাম। যাহার বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাদৃশ পুরুষের মুখে অত্যন্ত অপ্রিয় কথা শুনিয়া রণ মধ্যে আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতেও পারি, ইহাও আমি সত্যই ব্যক্ত করিলাম।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ধীমান্ দ্রোণাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমত হইয়া শারদ্বত কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। বাক্য-বিশারদ রাজা, দুর্দ্ধর্ষতর কৃপাচার্য্যকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, হে বিশুদ্ধাত্মন্ গুরো! আমি আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি, যাহাতে নির্দ্দোষ অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিতে পারি এবং সমস্ত শত্রু জয় করিতে পারি, এমত অনুজ্ঞা করুন।

কৃপ কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট না আসিতেন, তবে আমি আপনার সর্ব্ব প্রকারে পরাভব নিমিত্ত আপনকাকে অভিশাপ দিতাম। মহারাজ! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের বশীভূত হইয়াছি। মহারাজ! আমার ইহা নিশ্চয় আছে, আমি কৌরবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিব, অতএব আপনকাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতে হইল যে, আপনি যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কি অভিলাষ করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে আচার্য্য! আমি সেই হেতুই অতি দুঃখিতান্তঃকরণে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, ঐ রূপ কহিয়া রাজা ব্যথিত ও গত-চেতন হইয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কৃপাচার্য্য তাঁহার বক্তব্য অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! আমি অবধ্য, পরন্তু আপনি যুদ্ধ করুন, জয়ী হইবেন। হে নরাধিপ! আপনি আমার সকাশে আগমন করাতে আমি প্রীত হইয়াছি, আমি নিত্য নিত্য গাত্রোত্থান করিয়া আপনকার জয় প্রার্থনা করিব, ইহা আমি সত্যই বলিতেছি

মহারাজ! রাজা তখন গৌতম-নন্দন কৃপের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট অনুমত হইয়া, যেখানে মদ্ররাজ শল্য ছিলেন, সেই পথে গমন করিলেন। তিনি দুর্দ্ধর্ষ শল্যের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া আত্ম-শ্রেয়স্কর এই বাক্য বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ মহীপাল! আমি আপনকার সকাশে অনুমতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমি যাহাতে নির্দ্দোষ চিত্তে যুদ্ধ করিতে পারি এবং যুদ্ধে প্রবল রিপু সকলকে পরাজিত করিতে পারি, আপনি এমত অনুজ্ঞা করুন।

শল্য কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া আমার নিকট অভিগমন না করিতে, তাহা হইলে, রণে তোমার পরাভব নিমিত্তে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। তুমি আমাকে সম্মানিত করিলে, তাহাতে আমি প্রীত হইলাম, তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা সিদ্ধ হউক; আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, জয় লাভ কর। হে বীর! তোমার কি বিষয় প্রয়োজন, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব, এই উপস্থিত অবস্থায় তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি ইচ্ছা কর, বল। হে বৎস ভাগিনেয়! পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা যথার্থই; আমি অর্থ বশত কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ হইয়াছি। অতএব তোমাকে এই নিরর্থক বাক্য বলিতেছি যে, আমি তোমার যথাভিলষিত কামনা পূর্ণ করিব ও তুমি যুদ্ধ ব্যতীত কি অভিলাষ কর

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আপনি স্বেচ্ছানুসারে পর-পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করুন, পরন্তু আমি এই বর প্রার্থনা করি, আমার যাহাতে সাতিশয় হিত হয়, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করেন।

শল্য কহিলেন, হে নৃপসত্তম! আমি কৌরবদিগের অর্থে ভৃত হইয়াছি, অতএব আমি অভিলাষানুসারেই তোমার বিপক্ষে যুদ্ধ করিব, এমত স্থলে তোমার কি সহায়তা করিব, তাহা বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যুদ্ধের উদ্যোগ কালে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, আপনি সংগ্রাম স্থলে কর্ণের তেজো-বিনাশ করিবেন, সেই বরই আপনকার নিকট আমার প্রার্থনীয়।

শল্য কহিলেন, হে কুন্তী-পুত্র যুধিষ্ঠির! তোমার এ অভিলাষ সম্পন্ন হইবে, তুমি গমন কর, ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ কর, তোমার জয়ের উপায় করিতে অঙ্গীকার করিলাম।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তদনন্তর মাতুল মদ্রাধিপতির অনুমত ও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া মহা সৈন্য মধ্য হইতে নির্গত হইলেন। গদাগ্রজ বাসুদেব রণস্থলে রাধা-নন্দন কর্ণের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর তিনি পাণ্ডবদিগের প্রয়োজন সিদ্ধি নিমিত্তে কর্ণকে এই কথা বলিলেন, কর্ণ! আমার শ্রুত হইয়াছে, তুমি ভীষ্মের দ্বেষ প্রযুক্ত যুদ্ধ করিবে না, অতএব যে পর্য্যন্ত ভীষ্ম নিহত না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত তুমি আমাদিগকে বরণ কর। যদি তুমি উভয় পক্ষই সমান বোধ কর, তাহা হইলে ভীষ্মের নিধনান্তে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধনের সাহায্য নিমিত্তে তৎপক্ষীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! আমি দুর্য্যোধনের অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিব না, তুমি আমাকে দুর্য্যোধনের হিতৈষী ও তাঁহার নিমিত্তে ত্যক্ত-প্রাণ বোধ কর। হে ভারত! কৃষ্ণ কর্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন, পরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব গণের সহিত একত্রিত হইলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্য মধ্যে উচ্চস্বরে এই কথা বলিলেন, যিনি এই রণে আমাদিগের সাহায্য নিমিত্তে আমাদিগকে বরণ করিবেন, আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিব।

তদনন্তর যুযুৎসু তাঁহাদিগকে এই রূপ দেখিয়া প্রীত চিত্তে ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিলেন, হে বিশুদ্ধাশয় মহারাজ! যদি আমাকে আপনি বরণ করেন, তাহা হইলে আমি স্পর্দ্ধাকারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সহিত সংগ্রামে আপনকার নিমিত্ত যুদ্ধ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যুযুৎসু! আইস আইস, আমরা সকলে তোমার মূর্খ ভ্রাতৃ গণের সহিত যুদ্ধ করিব। বাসুদেব ও আমরা সকলেই তোমাকে বলিতেছি, হে মহাবাহু! তোমাকে যুদ্ধ কার্য্যে বরণ করিতেছি, তুমি আমার নিমিত্তে যুদ্ধ কর; ধৃতরাষ্ট্রের পিণ্ড ও বংশ-রক্ষা তোমাতেই দেখা যাইতেছে। হে মহোজ্জ্বল-রূপ-সম্পন্ন রাজ-পুত্র! তোমাকে আমরা গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, তুমিও আমাদিগকে গ্রহণ কর, অতি ক্রুদ্ধ দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন আর থাকিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর, যুযুৎসু আপনকার পুত্র কৌরব দিগকে পরিত্যাগ করিয়া দুন্দুভি বাদ্য-ধ্বনি করাইয়া পাণ্ডবদিগের সেনা মধ্যে গমন করিলেন। তৎ পরে মহাভুজ রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সুবর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিযুক্ত কবচ পুনর্ব্বার পরিধান করিলেন। সেই সমস্ত পুরুষ-সিংহেরা সকলে স্ব স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব সজ্জিত ব্যূহ পূর্ব্ববৎ প্রতি-ব্যূহিত করিলেন, এবং শত শত দুন্দুভি ও পুষ্কল বাদ্য এবং নানা বিধ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদয় পার্থিবগণ তখন পুরুষ সিংহ পাণ্ডবদিগকে রথস্থ দেখিয়া পুনর্ব্বার হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। সেই সকল মানী ব্যক্তিদিগের সম্মান রক্ষাকারী পাণ্ডব দিগের গৌরব দেখিয়া রাজগণ তথায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং মহাত্মা

পাণ্ডবদিগের যথা সময়ে সুহৃদ্-ভাব ও কৃপা-স্বভাব, বিশেষত জ্ঞাতিগণের প্রতি পরম দয়ার কথা বলাবলি করিতে লাগিলেন। সেই কীর্ত্তিমান্ পুরুষদিগের প্রতি সর্ব্ব দিক্ হইতে 'সাধু সাধু,' এই কথা এবং স্তুতি সংযুক্ত পুণ্য বাক্য সকল প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাতে তত্রস্থ জনগণের মন ও হৃদয় আকৃষ্ট হইতে থাকিল। ম্লেচ্ছ বা আর্য্যগণ, যাঁহারা তথায় পাণ্ডবদিগের চরিত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গদ্গদ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মনস্বীগণ হৃষ্ট হইয়া শত শত মহা ভেরী, পুষ্কল ও গোদুগ্ধ সদৃশাভ শঙ্খ সকল বাদ্য করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ভীষ্মাদি সমীপে গমন প্রকরণ
দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪২॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মদীয় ও পর পক্ষীয় সৈন্যের ঐ প্রকারে ব্যূহ রচিত হইলে কোন্ পক্ষীয় যোধগণ প্রথমে প্রহার আরম্ভ করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনার সহিত সমরাভিমুখে গমন করিলেন। সেই প্রকার পাণ্ডবেরাও সকলে হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধাভিলাষে অগ্রসর হইলেন। হে রাজন্! তদনন্তর গোবিষাণ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও মুরজের বাদ্য ধ্বনি, ক্রকচের শব্দ, অশ্ব হস্তীর রব, যোধগণের সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দ উভয় সৈন্য মধ্যেই হইতে লাগিল। পাণ্ডবেরা সিংহনাদাদি শব্দ সহকারে আমাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন, আমরাও তাঁহাদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত ধাবিত হইলাম, এই উভয় দলের বিবিধ শব্দ মহা তুমুল হইয়া উঠিল। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষের মহৎ সৈন্য দল সেই মহা সমুচ্ছ্রিত সমাগমে ও শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে, বায়ু দ্বারা কম্পিত বনরাজির ন্যায়, কম্পিত হইতে লাগিল। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে সমাগত রাজগণ, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সমাকুল সৈন্য সমস্তের তুমুল নির্ঘোষ, পবনোদ্ধত সাগর সমূহের ন্যায় হইয়া উঠিল।

তাদৃশ তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ উত্থিত হইলে মহাবাহু ভীমসেন গোবৃষের ন্যায় নিনাদ করিয়া উঠিলেন। ভীমসেনের সেই নিনাদ শঙ্খ দুন্দুভির নির্ঘোষ, হস্তীগণের বৃংহিত, হয়গণের হেষারব ও সহস্র সহস্র সৈন্যদিগের সিংহনাদকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। মেঘ সদৃশ গর্জ্জনকারী ভীমসেনের সেই শক্রাশনি তুল্য শব্দ শ্রবণ করিয়া আপনকার সৈন্যেরা ত্রাসান্বিত হইল। যে প্রকার সিংহের রব শুনিয়া অপরাপর পশুগণ মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ সমুদায় বাহন অশ্ব হস্তী প্রভৃতি সেই বীরের শব্দে মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলিল। সেই বীর ঘনতর ঘন বৃন্দের ন্যায় নিনাদ করিয়া আপনাকে ভয়ঙ্কর রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভবদীয় পুত্র দিগের ভয়োৎপাদন করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, সহ, অতিরথ দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, মহারথ বিকর্ণ, পুরুমিত্র ও জয় এই সকল সহোদরগণ এবং ভোজ-বংশীয় কৃতবর্ম্মা ও বীর্য্যবান্ সোমদত্ত-পুত্র, ইহাঁরা মেঘ কর্ত্তৃক কম্পিত বিদ্যুতের ন্যায় মহাধনুক বিধুনন করত মোক-বিমুক্ত সর্প সদৃশ নারাচ সমূহ গ্রহণ করিয়া, যে প্রকার মেঘ সকল দিবাকরকে আচ্ছাদন করে, সেই রূপ তাঁহাকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক পরিবেষ্টিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীর পুত্রেরা ও মহারথ সুভদ্রানন্দন, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, পর্ব্বত শিখর সমূহের উপর মহাবেগ-বিশিষ্ট বজ্র নিক্ষেপের ন্যায়, শাণিত শর সমূহ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে অর্দ্দিত করত তাঁহাদিগের প্রতি আপতিত হইলেন। ভীষণ ধনুর্গুণ ও করতলের ধ্বনি বিশিষ্ট সেই প্রথম সংগ্রামে

আপনকার পক্ষের বা পর পক্ষের মধ্যে কেহ পরাঙ্মুখ হইলেন না। হে ভরত-সিংহ মহারাজ! দ্রোণ-শিষ্য দিগকেই হস্ত-লাঘব সহকারে পুনঃপুন শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে ও লক্ষ্য বেধ করিতে দেখিলাম। তৎকালে শব্দায়মান ধনুক সকলের নির্ঘোষ বিশ্রান্ত হইল না, গগণতল হইতে বিচলিত জ্যোতিঃ-পদার্থের ন্যায় প্রদীপ্ত শর সকল চলিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অন্যান্য মহীপালেরা সকলে তখন দর্শকের ন্যায় হইয়া সেই দর্শনীয় ভয়ানক জ্ঞাতি-সমাগম দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই মহারথেরা পরস্পর জাতক্রোধ ও বধৈষী হইয়া স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক ব্যায়াম করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সঙ্কুল সেই কুরু পাণ্ডব সৈন্য দ্বয় চিত্রিত পটের ন্যায় রণ স্থলে অতীব শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সেই সকল রাজগণ, আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে আপতিত হইলেন। সেই সকল রাজাদিগের সৈন্য সহ রণ স্থলে আপতন কালে হস্তী ও অশ্বের রব, বীর গণের সিংহনাদ এবং শঙ্খ ও ভেরীর বাদ্য ধ্বনি একত্র মিশ্রিত হওয়াতে বাত কম্পিত ক্ষুব্ধ সমুদ্রের শব্দ সদৃশ হইয়া উঠিল; এই ক্ষুব্ধ সমুদ্রের কুম্ভীর, বাণ সকল; সর্প, ধনুক সকল; কচ্ছপ, খড়্গ সকল, এবং পবন প্রবাহ, অগ্রভাগে যোধগণের তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফনাদি।

ও দিকেও সেই সকল সহস্র সহস্র মহীপাল রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে সিংহনাদ করত আপনকার সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন। সৈন্য সমাগম উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরই ঘোর রূপ হইল। সেই সকল সৈন্যের সমাগমে দিবাকর ধূলি পটলীতে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। কি স্ব পক্ষীয়, কি পর পক্ষীয়, কাহার দিগেরও যুদ্ধ করিতে, ভগ্ন হইতে বা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কোন বিশেষ দেখিলাম না। সেই মহাভয়ঙ্কর সুতুমুল যুদ্ধ স্থলে আপনকার পিতা ভীষ্ম তাদৃশ অতি বহুল সৈন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন।

যুদ্ধারম্ভে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! সেই ভয়ঙ্কর দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাজাদিগের দেহ-কর্ত্তনকর মহা ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরস্পর জয়েচ্ছু কুরু ও সৃঞ্জয়গণের সিংহনাদে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ নিনাদিত হইল। তল ধ্বনি ও শঙ্খ রবের সহিত কিল কিলা শব্দ হইতে লাগিল, তাহাতে আবার মনুষ্যদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে সিংহনাদ হইয়া উঠিল। হে ভরত-সিংহ! ধনুর্গুণ ও তলত্রাণের শব্দ, পদাতিদিগের পদ শব্দ, অশ্বগণের মহা হেষা রব, তোত্র ও অঙ্কুশের নিপাত, আয়ুধ সকলের ধ্বনি, পরস্পরের প্রতি ধাবিত হস্তিগণের ঘণ্টারব, তাহাতে আবার মেঘ-গম্ভীর রথনির্ঘোষ, ইহাতে তুমুল লোমাঞ্চকর শব্দ উত্থিত হইল। কৌরবেরা সকলেই জীবন পরিত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও ক্রূরমনা হইয়া ধ্বজ উচ্ছ্রিত করণ পূর্ব্বক পাণ্ডব দিগের প্রতি আপতিত হইলেন। শান্তনু-পুত্র স্বয়ং কালদণ্ড সদৃশ ভয়ানক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবিত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয়ও লোক বিখ্যাত গাণ্ডীব লইয়া রণ-মুখে ধাবন করিলেন; সেই উভয় কুরুশার্দ্দূলই পরস্পর বধৈষী হইলেন। বলশালী গঙ্গা-পুত্র রণে পার্থকে বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সেই রূপ অর্জ্জুনও ভীষ্মকে যুদ্ধে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি অভিগত হইলেন; তাঁহাদিগের উভয়ের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে কৃতবর্ম্মাও সাত্যকিকে পরস্পর অস্ত্র প্রহার করত তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। সেই সাত্বত-বংশীয় দুই পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ শর ভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; তাঁহারা উভয়ে বসন্ত কালের পুষ্পিত ও পুষ্প দ্বারা বিচিত্র

বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কোশলাধিপতি বৃহদ্বলকে আক্রমণ করিলেন। বৃহদ্বল সমরে অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি নিপাতিত হইলে পর অরিমর্দ্দন সুভদ্রা-নন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নয় বাণ দ্বারা বৃহদ্বলকে বিদ্ধ করিলেন, পরে শাণিত উৎকৃষ্ট এক ভল্ল দ্বারা বৃহদ্বলের ধ্বজ ও অন্য এক শাণিত উৎকৃষ্ট ভল্ল দ্বারা তাঁহার পার্ষ্ণি-রক্ষককে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দুই অরিন্দম তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। মহারাজ! ভীমসেন সমরে প্রদীপ্ত, মহারথ, মানী ও শত্রুতা-সৃজনকারী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিলেন। সেই নরসিংহ মহারথ কুরু প্রধান-দ্বয় রণাঙ্গনে পরস্পর শর বৃষ্টি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই কৃতী মহাত্মা দুই পুরুষকে বিচিত্র যুদ্ধ করিতে দেখিয়া সর্ব্ব প্রাণীর বিস্ময় জন্মিল। দুঃশাসন মহারথ নকুলকে আক্রমণ করিয়া মর্ম্মভেদী শাণিত দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রীপুত্র নকুল হাস্য পূর্ব্বক শাণিত বাণ সকল দ্বারা তাঁহার শরের সহিত শরাসন ও ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক শর নিক্ষেপ করিলেন। পরে দুর্দ্ধর্ষ দুঃশাসন সেই মহা রণে নকুলের রথের অশ্ব সকল ও ধ্বজ নিপাতিত করিলেন। দুর্ম্মুখ মহা রণে যত্নবান্ মহাবলবান্ সহদেবের প্রতি ধাবন পূর্ব্বক শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বীর সহদেব মহা যুদ্ধে অতি তীক্ষ্ণ শর দ্বারা দুর্ম্মুখের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যুদ্ধ-দুর্ম্মদ, সুতরাং পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরস্পর-কৃত-প্রতীকার-চেষ্টায় ঘোর শর সমূহ দ্বারা ত্রাসিত করিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মদ্ররাজ তাঁহার নয়ন গোচরেই তাঁহার ধনুক দ্বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। কুন্তী-নন্দন যুধিষ্ঠির সেই ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-সহন-শীল দৃঢ় অপর ধনুক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা মদ্রেশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের অভিমুখে আপতিত হইলেন। মহারথ দ্রোণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক বাণ দ্বারা পাঞ্চালরাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের মারণ-সাধন দৃঢ় ধনুক কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন, এবং কাল-দণ্ডোপম মহাঘোর অপর এক বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; সেই বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের শরীরে নিমগ্ন হইল। দ্রুপদ-পুত্র অন্য শরাসন লইয়া চতুর্দ্দশ বাণ দ্বারা দ্রোণকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পর জাতক্রোধ হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বেগশীল বিরাট-পুত্র শঙ্খ বেগবান্ সোমদত্ত-নন্দনকে আক্রমণ করিলেন এবং 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে লাগিলেন। সেই বীর বাণ দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ ভুজ ভেদ করিলেন। অনন্তর সোমদত্ত-পুত্র, শঙ্খের জত্রু দেশ আহত করিলেন। হে নরনাথ! সেই দর্পশীল উভয় বীরের যুদ্ধ সত্বরই দেব দানবের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ-রূপ বাহ্লীকের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎপরে বাহ্লীক, অমর্ষণ ধৃষ্টকেতুকে বহু শর দ্বারা মোহিত করিলেন, অনন্তর সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অতি ক্রোধ-পরবশ হইয়া মত্ত হস্তীর প্রতি মত্ত হস্তীর ন্যায় আক্রমণ করত ত্বরা পূর্ব্বক নব-সংখ্য শর দ্বারা বাহ্লীককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন তর্জ্জন গর্জ্জন করত অতি ক্রুদ্ধ হইয়া মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রূরকর্ম্মা ঘটোৎকচ ক্রূরাত্মা রাক্ষস অলম্বুষকে, ইন্দ্রের বলাসুরের প্রতি আক্রমণের ন্যায়, আক্রমণ করিল। সে সংক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল অলম্বুষকে নবতি-সংখ্য তীব্র

বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। অলম্বুষও মহাবল ভীমসেন-নন্দনকে বহু প্রকার সন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিল। যে প্রকার দেবাসুরের যুদ্ধে মহাবল ইন্দ্র ও বলাসুর দীপ্তি পাইয়াছিলেন, সেই প্রকার তাহারা উভয়ে সংগ্রাম ক্ষেত্রে শর দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। হে রাজন্! বলশালী শিখণ্ডী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার প্রতি সমর নিমিত্ত অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যত শিখণ্ডীকে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা অতি বিদ্ধ করিয়া বিকম্পিত করিলেন। পরে শিখণ্ডীও সুতীক্ষ্ণ শাণিত সুপীত, (উত্তম রূপে পানান) শায়ক দ্বারা দ্রোণ-পুত্রকে প্রহার করিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর বহু বিধ শর সমূহ দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। বাহিনী-পতি বিরাট সত্বর হইয়া শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্তের প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। হে ভারত! মেঘ যেমন পর্ব্বতে বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, বিরাট সংক্রুদ্ধ হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্তকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভগদত্তও মেঘ কর্ত্তৃক উদিত সূর্য্য আচ্ছাদনের ন্যায় রাজা বিরাটকে সত্বর সমাচ্ছাদিত করিলেন। শারদ্বত কৃপ কৈকেয়াধিপতি বৃহৎক্ষত্রের প্রতি গমন করিলেন, এবং শর বর্ষণ দ্বারা তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। কৈকেয়রাজও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শর বৃষ্টি দ্বারা গোতম সন্তানকে পরিপূরিত করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অশ্ব ও ধনুক ছেদন করিয়া উভয়ে বিরথ হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে খড়্গ যুদ্ধ করিতে মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোর রূপ দুরাসদ সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাজা দ্রুপদ ক্রোধ জন্য ত্বরাপর হইয়া সিন্ধুপতি হৃষ্টরূপ জয়দ্রথকে আক্রমণ করিলেন। তৎ পরে সিন্ধুরাজ তিন বাণ দ্বারা দ্রুপদকে তাড়িত করিলেন; দ্রুপদও তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের ন্যায় তাঁহাদিগের উভয়ের সুদারুণ ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকিল; তাহা দেখিয়া দর্শকদিগের প্রীতি জন্মিতে লাগিল। আপনকার পুত্র বিকর্ণ বেগশীল অশ্ব দ্বারা মহাবল সুতসোমের প্রতি ধাবিত হইলেন; অনন্তর তাঁহাদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিকর্ণ সুতসোমকে বাণ বিদ্ধ করিয়া কম্পিত করিতে পারিলেন না এবং সুতসোমও বিকর্ণকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইয়া উঠিল। পরাক্রমশীল মহারথ চেকিতান সমুৎসুক হইয়া পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে সুশর্ম্মার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সুশর্ম্মাও মহারথ চেকিতানকে মহৎ শর বর্ষণ করিয়া নিবারিত করিতে লাগিলেন। চেকিতান সেই মহাসংগ্রামে ক্রোধ-সত্বর হইয়া পর্ব্বতের উপর মেঘ মণ্ডলীর ন্যায় সুশর্ম্মার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরাক্রমী শকুনি পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি, মত্ত হস্তীর উপর সিংহের ন্যায়, অভিদ্রুত হইলেন। যে রূপ ইন্দ্র দনু-সন্তানকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ যুধিষ্ঠির-নন্দন প্রতিবিন্ধ্য সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া শাণিত বহু শর দ্বারা সুবল-পুত্রকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। পরাক্রমশীল শকুনিও সংগ্রামে মহাপ্রাজ্ঞ পরাক্রান্ত প্রতিবিন্ধ্যকে সন্নত-পর্ব্ব বহু বাণ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শ্রুতকর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় মহারথ মহাবল পরাক্রান্ত সুদক্ষিণের প্রতি ধাবিত হইলেন। সুদক্ষিণ সহদেব-নন্দন মহারথ শ্রুতকর্ম্মাকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যে প্রকার মৈনাক পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারেন নাই, তদ্রূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। পরে শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কাম্বোজ দেশীয় মহারথ সুদক্ষিণকে বহু শর দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ক্ষত বিক্ষত করত যেন মোহিত করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন-পুত্র শত্রুতাপন ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও সযত্ন হইয়া যত্নবান্ অমর্ষণ শ্রুতায়ুর প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। অর্জ্জুন-পুত্র মহারথ বলবান্ ইরাবান্ শ্রুতা-

মুর ঘোটক সকল সংহার করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার সেই কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিল। শ্রুতায়ুও অতি ক্রোধাপন্ন হইয়া ইরাবানের ঘোটক সকল প্রবল গদা দ্বারা নিহত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সসৈন্য সপুত্র মহারথ বীর কুন্তিভোজের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের আশ্চর্য্য ঘোর পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম। তাঁহারা মহতী সেনার সহিত স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনুবিন্দ গদা দ্বারা কুন্তিভোজের প্রতি প্রহার করিলেন, পরন্তু কুন্তিভোজ লঘুহস্তে শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিলেন। কুন্তি-ভোজ-সুত শায়ক সমূহ দ্বারা বিন্দকে বেধ করিতে লাগিলেন। বিন্দও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার দিগের উভয়ের যুদ্ধ যেন অদ্ভুতের ন্যায় হইতে লাগিল। কৈকেয় রাজ পঞ্চ ভ্রাতা সসৈন্যে সৈন্য সহ পঞ্চ গান্ধার রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্র বীরবাহু, রথিশ্রেষ্ঠ বিরাট-পুত্র উত্তরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি শাণিত শর সমূহ ক্ষেপণ করিলেন। উত্তরও সেই বীরকে সুশাণিত বাণ-নিচয় দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলেন। চেদিরাজ, উলূকের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন এবং শর বর্ষণ দ্বারা উলূককে প্রহার করিতে লাগিলেন। উলূকও তাঁহার প্রতি লোমবাহী শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই অপরাজিত ও ক্রোধাপন্ন হইয়া উভয়কেই পরস্পর ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষীয় রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগের এই প্রকারে সহস্র সহস্র সঙ্কুল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইতে লাগিল। দেখিতে মনোহর দর্শন এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইয়াছিল। পরে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। গজ গজের সহিত, রথী রথির সহিত, অশ্বাবার অশ্বাবারের সহিত ও পদাতি পদাতির সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎ পরে পরস্পর মিলিত হইয়া শূরগণের দুর্দ্ধর্ষ ব্যাকুল যুদ্ধ হইয়া উঠিল। দেবর্ষি, সিদ্ধ ও চারণ গণ তথায় সমাগত হইয়া পৃথিবী মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম-সম সেই ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরুষ সমূহ, অশ্ব সমূহ, সহস্র সহস্র রথ ও গজ বিপরীত ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রথী, হস্ত্যারোহী, সাদী ও পদাতি সকলকে স্থানে স্থানে পুনঃপুন যুদ্ধ করিতে দেখা গেল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহস্র সহস্র পদাতিদিগের যেখানে সেখানে মর্য্যাদাতিক্রম পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট রূপে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আপনার নিকট বলিতেছি। কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে যেন ভূতাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে পুত্র পিতাকে, পিতা ঔরস পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে ও সখা সখাকে জানিতে পারিলেন না। কোন কোন নরসিংহেরা রথ সমূহের সহিত রথ সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। রথের যুগ কাষ্ঠ সকলের দ্বারা রথ-যুগ সকল, রথ-দণ্ড সকলের দ্বারা রথ-দণ্ড সকল এবং রথ-কূবর সকল দ্বারা রথ-কূবর সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। কোন কোন যোধগণ পরস্পর জিঘাংসু হইয়া মিলিত বহু যোধগণের সহিত মিলিত হইল। কোন কোন রথী গণ বহু রথের সহিত মিলিত হইয়া আর চলিতে সমর্থ হইল না। গলিত-মদ বৃহৎ বৃহৎ গজ সকল বৃহদাকার গজ সকলের সহিত মিলিত ও পরস্পর ক্রুদ্ধ হইয়া দন্তাঘাতে বহুধা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। হস্তী সকল তোমর ও পতাকা যুক্ত বেগশীল মহাবল বড় বড়

হস্তী সকলের অভিমুখে গিয়া তাহাদিগের দন্তাঘাতে অভিহত ও অতি ব্যথিত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল। শিক্ষা দ্বারা অভিনীত অপ্রভিন্ন-মদ গজ সকল তোত্র ও অঙ্কুশে আহত হইয়াও নিবারিত না হইয়া গলিত-মদ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গজ সকলের সম্মুখে যাইতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ সকলও গলিত-মদ মহাগজ সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতে করিতে স্থানে স্থানে ধাবমান হইল। এবং সম্যক্-শিক্ষিত প্রভিন্ন-করটামুখ প্রকাণ্ড-কায় গজগণ ঋষ্টি, তোমর ও নারাচ দ্বারা নির্ব্বিদ্ধ হইতে লাগিল; তাহারা মর্ম্ম স্থানে নিহত হইয়া চিৎকার করিয়া প্রাণ ত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল, এবং কোন কোন মাতঙ্গ গণ ভয়ানক রব করিতে করিতে দিগ্ দিগন্তরে ধাবিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! দেখিলাম, গজগণের পাদ রক্ষক বিশাল-বক্ষা পুরুষ সকল পরস্পর সংক্রুদ্ধ ও জিঘাংসু হইয়া ঋষ্টি, ধনুক, বিমল পরশ্বধ, গদা, মুষল, ভিন্দিপাল, তোমর, লৌহময় পরিঘ ও শাণিত বিমল অসি ধারণ পূর্ব্বক প্রহার করত ইতস্তত ধাবন করিতে লাগিল। পরস্পরের উপর ধাবিত পরস্পর শূরগণের খড়্গ সকল মনুষ্য রক্তে সংসিক্ত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। বীরগণের বাহু দ্বারা অবক্ষিপ্ত, কম্পিত ও পর মর্ম্মে পতনোন্মুখ অসি সকলের তুমুল শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল। সমরাঙ্গনে স্থানে স্থানে গদা ও মুষলের আঘাতে রুগ্ন, খরতর খড়্গে ছিন্ন, গজগণ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত ও তাহাদিগের দন্তাঘাতে অবভিন্ন মনুষ্য সমুহের পরস্পর ক্রন্দনের দারুণ বাক্য সকল যেন নারকী জীবের বাক্যের ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। অশ্বারোহীগণ হংসের ন্যায় চামর ভূষিত মহাবেগশীল অশ্বগণ দ্বারা পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। তাহাদিগের কর্ত্তৃক বিমুক্ত স্বর্ণ-ভূষিত আশুগ তীক্ষ্ণ বিমল সর্প সদৃশ মহাপ্রাস সকল পতিত হইতে লাগিল। কতক গুলি বীর অশ্বারোহী অতি বেগশীল অশ্ব দ্বারা লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক গমন করিয়া মহৎ রথ হইতে কতক গুলি রথির মস্তক লইতে লাগিল। কোন কোন রথী বহুল অশ্বারোহীদিগকে বাণ গোচরে সমাগত পাইয়া সন্নত পর্ব্ব ভল্লাস্ত্র সকলের দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। কনক ভূষণালঙ্কৃত নব মেঘ সদৃশ কোন কোন মত্ত গজগণ অশ্বদিগকে স্বীয় পদতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত অপর সাদিগণ কর্ত্তৃক প্রাসাস্ত্রে প্রমথিত ও পরম ব্যথিত হইয়া নিনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন প্রকাণ্ডকায় হস্তী সেই সঙ্কুল ভীষণ রণ সময়ে আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে বল দ্বারা উন্মথিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিল। কোন কোন দন্তীগণ দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্বদিগকে উৎক্ষেপণ করিয়া ধ্বজ সংযুক্ত রথ সমূহ মর্দ্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কোন কোন মহা প্রকাণ্ড পুরুষ-হস্তীগণ পুরুষত্ব ও গলিত মদ প্রযুক্ত শুণ্ড ও পদ দ্বারা আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বারণগণের ললাট, পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে সর্পোপম বিমল তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিপতিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! ইতস্তত বীরগণের বাহু নিক্ষিপ্ত মহোল্কা সদৃশ সুমার্জ্জিত ভয়ানক শক্তি সকল লৌহ কবচ ভেদ করিয়া মনুষ্য ও অশ্ব শরীরে নিপতিত হইতে থাকিল। যোধগণ ব্যাঘ্র চর্ম্মাবনদ্ধ নির্ম্মল খড়্গ সকল কোশ মুক্ত করিয়া শত্রুদিগকে হনন করিতে লাগিল। অনেকে আপনাকে ক্রোধ দ্বারা দন্তে ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভয় শূন্য হইয়া সম্মুখে অভিধাবিত ও বাম পক্ষাবলম্বনে অভিগত প্রদর্শন করত খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশ্বধের সহিত আপতিত হইতে লাগিল। কোন কোন গজগণ শুণ্ড দ্বারা অশ্বগণের সহিত রথ সকল আকর্ষণ পূর্ব্বক আক্ষেপণ করিয়া ক্রন্দনকারী সকলের শব্দানুসারে চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিল।

মহারাজ! কোন কোন মনুষ্যেরা শঙ্কু-দ্বারা বিদারিত, কোন কোন মনুষ্যেরা পরশ্বধ দ্বারা সংছিন্ন, কোন কোন মনুষ্যেরা হস্তী কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কোন কোন মনুষ্যেরা তুরঙ্গমগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ, কেহ কেহ বা রথচক্র দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া স্ব স্ব বান্ধবদিগকে আহ্বান করত ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকে পুত্রদিগকে, অনেকে পিতাকে, অনেকে ভ্রাতাদিগকে অনেকে সখাদিগকে, অনেকে মাতুলদিগকে, অনেকে ভাগিনেয়দিগকে, অনেকে অপরাপরকেও আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল। বহু মনুষ্যের অন্ত্র বিকীর্ণ, উরুদেশ ভগ্ন, বাহু ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদারিত হওয়া প্রযুক্ত তাহাদিগকে জীবিতাভিলাষে ক্রন্দন করিতে দৃষ্ট হইল। কোন কোন অল্পসত্ত্ব মনুষ্যেরা তৃষ্ণার্ত্ত ও ভুমিতে পতিত হইয়া জল প্রার্থনা করিতে লাগিল। অনেকে রুধির সমূহে পরিক্লিন্ন ও ক্লিশ্যমান হইয়া অতিশয় আত্ম নিন্দা ও আপনকার পুত্রদিগকেও সাতিশয় নিন্দা করিতে লাগিল। পরস্পর কৃত-বৈর কোন কোন শৌর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্র পরিত্যাগ বা রোদন করিল না; প্রত্যুত সংহৃষ্ট হইয়া তর্জ্জন করিতে লাগিল এবং দন্ত দ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন পূর্ব্বক ভ্রূকুটী কুটিল বক্ত্রদ্বারা পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপর কঠোর চিত্ত মহাবল কোন কোন যোধগণ শর দ্বারা আর্ত্ত, ব্রণ পীড়িত ও ক্লিশ্যমান হইয়াও নীরব হইয়া রহিল। কোন কোন শূর প্রকাণ্ডকায় হস্তীগণ কর্ত্তৃক বিরথ, সংক্ষুণ্ণ ও নিপতিত হইয়া অন্যের রথ প্রার্থনা করিতে থাকিল। অনেকে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইল। অনেকে অনীক মধ্যে ভীষণ রব করিতে থাকিল। সেই মহাবীর-ক্ষয়-জনক ভীষণ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে নিহত করিতে থাকিল। এই রূপে কুরু পাণ্ডবীয় সৈন্য ক্ষয় পাইতে লাগিল। হে ভরতেন্দ্র! সেই মর্য্যাদা শূন্য দারুণ মহা সংগ্রামে পাণ্ডবদিগের সৈনিকগণ ভীষ্ম সমীপে কম্পিত হইতে লাগিল। যে রূপ চন্দ্রমা মেরু গিরি দ্বারা শোভমান হয়, সেই রূপ মহাবাহু ভীষ্ম তখন মহারথে সমুচ্ছ্রিত রজত ময় পঞ্চতারান্বিত তাল ধ্বজ দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন।

পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত-কুলভূষণ! সেই অতি ভয়ানক দিবসে পূর্ব্বাহ্ণের বহুল অংশ গত হইলে নর বীর ক্ষয়কারী সেই ভীষণ সংগ্রামে দুর্ম্মুখ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শল্য ও বিবিংশতি, ইহাঁরা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে ভীষ্মের সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহারথী ভীষ্ম এই পঞ্চ অতিরথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য মথিত করিতে থাকিলেন। ভীষ্মের তালধ্বজ চেদি, কাশি, করূষ ও পাঞ্চাল দেশীয় সৈন্য মধ্যে বহুধা বিচলিত হইতে দৃষ্ট হইল। সেই বীর নতপর্ব্ব মহাবেগশীল ভল্ল সমূহ দ্বারা যুগ ও ধ্বজের সহিত রথ সকল ও যোধগণের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; তখন তিনি যেন রথবর্ত্মে নৃত্য করিতে থাকিলেন। কতক গুলি নাগ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া অভিমন্যু অতি ক্রোধান্বিত হইয়া পিঙ্গলবর্ণ উত্তম তুরগ যুক্ত সুবর্ণ-বিচিত্রিত কর্ণিকার ধ্বজ-শোভিত রথে ভীষ্মের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন, এবং ভীষ্ম ও তাঁহার রক্ষক সেই পঞ্চ রথি প্রধানের প্রতি শর বর্ষণ করিলেন। সেই বীর ভীষ্মের ধ্বজ তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আহত করিয়া ভীষ্ম ও তাঁহার পঞ্চ রক্ষকের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কৃতবর্ম্মাকে এক বাণ ও শল্যকে পঞ্চ বাণ প্রহার করিয়া প্রপিতামহের প্রতি অগ্রভাগ শাণিত নয় বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত সম্যক্ প্রযুক্ত এক বাণ দ্বারা দুর্ম্মুখের স্বর্ণ বিভূষিত ধ্বজ আহত করিলেন। অনন্তর সর্ব্বাবরণ-ভেদী নতপর্ব্ব এক ভল্ল

দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। তৎ পরে অগ্রভাগ শাণিত এক ভল্ল দ্বারা কৃপাচার্য্যের স্বর্ণ ভূষিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং সেই মহারথ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে তীক্ষ্ণ-মুখ শর সমূহ দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত লাঘব দেখিয়া দেবতারাও সন্তুষ্ট হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি সমস্ত রথী ধনঞ্জয়-পুত্রের লক্ষ্যবেধ-নৈপুণ্য হেতু তাঁহাকে সাক্ষাৎ ধনঞ্জয়ের ন্যায় সত্ত্ববান্ বোধ করিলেন। তাঁহার শরাসন তৎকালে লাঘব পথে অবস্থিত ও গাণ্ডীব সদৃশ শব্দায়মান হইয়া অলাত চক্রের ন্যায় প্রভা ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

বীর শত্রুহন্তা যতব্রত ভীষ্ম সত্বর অভিমন্যুর সম্মুখস্থ হইয়া বেগ পূর্ব্বক নব-সংখ্য বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে তাড়িত করিলেন এবং তিন ভল্ল দ্বারা পরম তেজস্বী অভিমন্যুর ধ্বজ ছেদন ও তিন বাণ দ্বারা তাঁহার সারথিকে আহত করিলেন। সেই রূপ কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও শল্য অভিমন্যুকে শর প্রহার করিয়াও অকম্পিত মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় কম্পিত করিতে পারিলেন না। শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় মহারথগণে পরিবৃত হইয়াও তাঁহাদিগের প্রতি শর-সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর শর বৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের মহাস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া বলবৎ নিনাদ পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি শর সমূহ বিসর্জ্জন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! যৎ কালে তিনি সমরে যত্ন সহকারে শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পীড়া দিতেছিলেন; তৎ কালে তাঁহার বাহু দ্বয়ের সুমহৎ বল দৃষ্ট হইতে লাগিল। এবম্বিধ পরাক্রমশীল সেই বীরের প্রতি ভীষ্মও অনবরত শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং তিনিও ভীষ্ম শরাসন চ্যুত সেই সকল বাণ ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎ পরে অব্যর্থবাণ সেই বীর নয় বাণ দ্বারা ভীষ্মের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দে সাধুবাদ করিয়া উঠিল। রজত নির্ম্মিত মহাস্কন্ধ-বিশিষ্ট স্বর্ণ-বিভূষিত সেই তালধ্বজ সুভদ্রানন্দনের বাণে ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভীষ্মের তালধ্বজ সুভদ্রা-পুত্রের বাণ দ্বারা পতিত হইতে দেখিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম হৃষ্ট হইয়া সুভদ্রানন্দনের হর্ষোৎপাদন করত শব্দ করিয়া উঠিলেন। অনন্তর অমেয়াত্মা মহাবল ভীষ্ম সেই মহা রৌদ্র রণ স্থলে বহুল দিব্য মহাস্ত্রের প্রাদুর্ভব করিলেন; পরে নতপর্ব্ব শত সহস্র শর অভিমন্যুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথী সপুত্র বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, কেকয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকি এই দশ জন মহারথী রথের সহিত সত্বর হইয়া অভিমন্যুর রক্ষার্থে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদিগের বেগে আপতিত হইবার সময়ে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণ ও সাত্যকিকে নয় বাণ দ্বারা প্রহার করিলেন এবং আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যক্ত শাণিত পক্ষযুক্ত এক মাত্র ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ভীমসেনের ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে নরসত্তম! ভীমসেনের স্বর্ণময় সিংহ ধ্বজ ভীষ্ম কর্ত্তৃক মথিত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল। তখন ভীমসেন সেই রণ স্থলে ভীষ্মকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া কৃপাচার্য্যকে এক, কৃতবর্ম্মাকে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন।

বিরাট-পুত্র উত্তর মদ্রাধিপতি রাজা শল্যের প্রতি কুণ্ডলীকৃত-শুণ্ড এক হস্তী আরোহণে ধাবিত হইলেন। যখন সেই হস্তিরাজ শল্যের রথে বেগে আপতিত হইতে লাগিল, তখন শল্য তাহার অনুপম বেগ নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, পরন্তু সেই নাগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শল্যের রথ যুগের উপর আরোহণ করিয়া পদ দ্বারা তাঁহার সাধুবাহী বৃহৎ চারি অশ্বকে নিহত করিল। রাজা শল্য হতাশ্ব রথে অবস্থিত হইয়া সর্প সদৃশ লৌহময় এক শক্তি উত্তরকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শক্তি উত্তরের তনুত্রাণ ভেদ

করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইল এবং তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্কুশ ও তোমর স্রস্ত হইয়া গেল। তিনি সাতিশয় মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া গজস্কন্ধ হইতে পতিত হইলেন। তখন শল্য খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রম সহকারে রথ বর হইতে লম্ফ প্রদান করত সেই গজরাজের বৃহৎ শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই হস্তীর পূর্ব্বে শর সমূহ দ্বারা মর্ম্ম ভেদ হইয়াছিল, পরে ছিন্ন শুণ্ড হইয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িল ও মরিল। রাজা মদ্রাধিপতি এতাদৃশ ভীষণ মহৎ কার্য্য করিয়া সত্বর হইয়া কৃতবর্ম্মার উজ্জ্বল রথে আরোহণ করিলেন।

তদনন্তর ভ্রাতা উত্তরকে হত ও শল্যকে কৃতবর্ম্মার সহিত অবস্থিত দেখিয়া বিরাটের অন্য পুত্র শঙ্খ ক্রোধে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। সেই বলশালী ইন্দ্রধনুঃ সদৃশ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া মদ্রাধিপতিকে যুদ্ধে হনন করিবার ইচ্ছায় অভিধাবিত হইলেন, চতুর্দ্দিকে মহৎ রথ সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়াও বাণ বর্ষণ করিতে করিতে শল্যের রথের সমীপে প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সেই মত্ত হস্তি-সদৃশ বিক্রমশীল শঙ্খকে আপতিত হইতে দেখিয়া মৃত্যুর করাল দন্তের অন্তর্গত মদ্র রাজকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া আপনকার পক্ষীয় সপ্ত রথী, শঙ্খকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তৎ পরে মহাবাহু ভীষ্ম মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নিনাদ করিয়া তাল পরিমিত ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শঙ্খের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাধনুর্ধর মহাবল ভীষ্মকে উদ্যত দেখিয়া পাণ্ডবী সেনা বাতবেগাহত নৌকার ন্যায় সংত্রস্ত হইল। এক্ষণে শঙ্খকে ভীষ্মের হস্ত হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া অর্জ্জুন, ত্বরা পূর্ব্বক শঙ্খের অগ্রবর্ত্তী হইলেন, তখন যুদ্ধ আরব্ধ হইল। তখন যুদ্ধকারী যোধগণের মহান্ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল; এক তেজ অন্য তেজে মিলিত হইল বলিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। ও দিগে শল্য গদা হস্তে মহারথ হইতে নামিয়া শঙ্খের রথ-যোজিত চারি টি অশ্ব সংহার করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব হত হইলে শঙ্খ সত্বর খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় রথ হইতে বিদ্রুত হইয়া অর্জ্জুনের রথে আরোহণ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন।

পরে ভীষ্মের রথ হইতে দ্রুতগামী পতত্রি সকল অন্তরীক্ষ ও ভূমিতলে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল। প্রহারক প্রধান ভীষ্ম সেই সকল শর সমূহ দ্বারা পাঞ্চাল, মৎস্য, কেরল ও প্রভদ্রক গণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তিনি পাণ্ডব সব্যসাচীকে পরিত্যাগ করিয়া বহুল শর বিকিরণ করিতে করিতে পাঞ্চালাধিপতি সেনাবৃত প্রিয় বান্ধব দ্রুপদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দ্রুপদের সৈন্য সকলকে শিশিরান্তে অগ্নিদগ্ধ বনের ন্যায় শরদগ্ধ দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভীষ্ম তৎ কালে ধূম-শূন্য পাবক সদৃশ হইয়া অবস্থিত রহিলেন। যে প্রকার মধ্যাহ্ণ সময়ে তপন্ত তেজস্বান্ সূর্য্যকে সহ্য করা যায় না, তদ্রূপ পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণ ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, ভয়ার্ত্ত হইয়া শীতার্দ্দিত গো যূথের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও আপনার দিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না। সৈন্য সকল হত, বিমর্দ্দিত, নিরুৎসাহ ও বিদ্রুত হইলে তাহাদিগের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। শান্তনুনন্দন অনবরত আশীবিষ ভুজঙ্গ সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সমূহ মোচন্ করিতে লাগিলেন। তৎ কালে তাঁহার ধনুক মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি যতব্রত হইয়া শর দ্বারা সমস্ত দিক্ এক মাত্র পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথিদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতে থাকিলেন; তাহাতে সৈন্য সকল মথিত ও ভগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর দিবাকর অস্তগত হইল, কিছুই আর দৃষ্টি গোচর রহিল না। তৎ কালে পার্থগণ ভীষ্মকে সেই মহাসংগ্রামে উগ্রভাবে উদীযামাণ দেখিয়া সৈন্যগণের অবহার করিলেন।

প্রথম দিন যুদ্ধ প্রকরণ ও ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! প্রথম দিবসের যুদ্ধে সৈন্যাবহার করিলে পর রাজা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মের প্রভাব ও পরাক্রম এবং দুর্য্যোধনের হর্ষ দেখিয়া সাতিশয় শোকান্বিত হইয়া আপনার পরাজয় চিন্তা করত ভ্রাতৃগণ ও সমস্ত আত্মীয় রাজগণের সহিত সত্বর বৃষ্ণিকুলতিলক কৃষ্ণের সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, কৃষ্ণ! দেখ! ভীষ্ম যে রূপ ভীষণ-পরাক্রম ও মহাধনুর্ধর! উনি গ্রীষ্মকালে অনল-কর্ত্তৃক শুষ্ক তৃণ দহনের ন্যায় শরদ্বারা সৈন্য দগ্ধ করিতেছেন; ঘৃতযুক্ত অগ্নির ন্যায় মদীয় সৈন্য লেহন করিতেছেন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষকে রণস্থলে কি প্রকারে নিরীক্ষণ করি? মহাবলশালী ঐ পুরুষব্যাঘ্রকে কার্ম্মুক-হস্ত দেখিয়া শরাহত আমাদিগের সৈন্য সকল পলায়িত হইতে লাগিল। ক্রুদ্ধ-যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাহস্ত কুবের ইহাঁদিগকেও রণে জয় করা যায়, কিন্তু মহাবল মহাতেজা ভীষ্মকে কোন প্রকারেই পরাজিত করিতে পারা যাইবে না। এই রূপ অবস্থায় আমি ভীষ্ম স্বরূপ অগাধ জলে মগ্ন হইয়া আপ্লুত হইয়াছি, সুতরাং আপনার বুদ্ধি দৌর্বল্য প্রযুক্ত সংগ্রামে ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আমার বনেই জীবিত থাকা শ্রেয়, অতএব আমি বনে যাই। এই রাজগণকে ভীষ্মরূপ যমের হস্তে দেওয়া উচিত নহে; মহাস্ত্রবিৎ ভীষ্ম আমার সেনা ক্ষয় অবশ্য করিবেন। যে প্রকার পতঙ্গগণ আত্ম বিনাশের নিমিত্তই ধাবিত হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নিতে পড়িতে যায়, আমার সৈনিক জনেরা সেই রূপই ভীষ্মের সমীপে গমন করিতেছে। কৃষ্ণ! আমি রাজ্যের নিমিত্তে পরাক্রমী হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইলাম, আমার বীর ভ্রাতারাও ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত আমার নিমিত্তে রাজ্য ও সুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শরপীড়িত ও দুঃখে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এইক্ষণে জীবনই দুর্লভ, জীবিত থাকাই বহু করিয়া মানিতেছি। আমার এই অবশিষ্ট জীবনে দুষ্কর তপস্যাচরণ করিব, এই মিত্রদিগকে রণে বিনাশ করাইব না। মহাবল ভীষ্ম আমার বহু সহস্র প্রধান প্রহারক রথীদিগকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা অনবরত নিহত করিতেছেন। হে মাধব! এক্ষণে আমার কি করিলে ভাল হয়, তাহা তুমিই অবিলম্বে বল। সব্যসাচীকে তো রণে মধ্যস্থের ন্যায় দেখিতেছি; এই এক মহাবাহু ভীমই ক্ষত্রধর্ম্ম স্মরণ করত কেবল বাহু বলে শত্রু সহ যথা শক্তি যুদ্ধ করিতেছেন। এই মহামনা, স্বীয় উৎসাহানুসারে বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতিদিগের প্রতি অতি দুষ্কর কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু ইনি একাকী কোন ক্রমেই পর সৈন্য ক্ষয় করিতে সমর্থ হইবেন না এবং আর্জ্জব ভাবে যুদ্ধ করিলে শত বৎসরেও শত্রু সৈন্য ক্ষয় করিতে পারা যাইবে না। তোমার সখা ঐ অর্জ্জুনই এক আমাদিগের মধ্যে অস্ত্রযুদ্ধে কৃতী, উনি আমাদিগকে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক দহ্যমান দেখিয়াও উপেক্ষা করিতেছেন। ঐ দুই মহাত্মারই দিব্যাস্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া পুনঃপুন ক্ষত্রিয় সকলকে দগ্ধ করিবে। কৃষ্ণ! ভীষ্মই ক্রুদ্ধ ও সর্ব্ব পার্থিবের সহিত একত্রিত হইয়া স্বীয় পরাক্রমানুসারে নিশ্চয়ই আমাদিগকে ক্ষয় করিবেন। হে মহাভাগ! হে যোগেশ্বর! যে প্রকার জলদপটলী দাবাগ্নি শমতা করে, সেই প্রকার সংগ্রামে ভীষ্মকে শমতা করে, এমত কোন মহারথী দেখ। হে গোবিন্দ! তাহা হইলে বান্ধব গণের সহিত পাণ্ডবেরা তোমার প্রসাদে হত-শত্রু হইয়া স্ব রাজ্য লাভ করত সুখী হইতে পারিবে। মহামনা যুধিষ্ঠির এই রূপ বলিয়া শোকাহত-চেতন ও অন্তর্মনা হইয়া দীর্ঘ কাল চিন্তা-মগ্ন হইয়া রহিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দুঃখাবৃত-চিত্ত ও শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সমস্ত-পাণ্ডব পক্ষীয়দিগকে আনন্দিত করত বলিলেন, হে ভরত-প্রবর! তুমি শোক করিও না, শোক করা তোমার উচিত নয়, তোমার এই সমুদায় ভ্রাতারা শূর ও লোক মধ্যে ধনুষ্মান্; আমি, মহারথী সাত্যকি, বিরাট,

দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার প্রিয়কারী। হে রাজ-সত্তম! স্ব স্ব সৈন্যগণ সহিত এই সমস্ত রাজারা তোমার প্রসাদ প্রতীক্ষা করিতেছেন, বিশেষত ইহাঁরা তোমারই ভক্ত। হে মহাবাহো! এই পৃষত-নন্দন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বদাই তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্য-রত হইয়া সেনাপতির কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ভীষ্মের মৃত্যু স্বরূপ শিখণ্ডীও তোমার হিতৈষী ও প্রিয় কার্য্যরত।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া সেই সভাতেই কৃষ্ণের সাক্ষাতে মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর, আমার বাক্য অতিক্রম না হয়। বাসুদেবের সম্মতিক্রমে তুমি আমার সেনা-পতি পদ গ্রহণ করিয়াছ। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে কার্ত্তিকেয় সর্ব্বদাই দেবগণের সেনাপতি ছিলেন, হে পুরুষর্ষভ! সেই প্রকার তুমিও পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইয়াছ। অতএব হে পুরুষসিংহ! তুমি বিক্রম প্রকাশ করিয়া কৌরবদিগকে বিনাশ কর। ভীমসেন, কৃষ্ণ, নকুল, সহদেব, দ্রুপদের দায়াদগণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যে সকল মহীপালেরা যুদ্ধার্থে বদ্ধসন্নাহ হইয়াছেন, ইহাঁরা সকলে এবং আমি তোমার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইব।

পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তত্রস্থ সকলকে হর্ষিত করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! ভগবান্‌ শম্ভু পূর্ব্বেই আমাকে দ্রোণ বিনাশের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। আজি আমি বদ্ধসন্নাহ হইয়া রণে দর্পিত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও জয়দ্রথ, সকলের সহিতই প্রতিযুদ্ধ করিব। শত্রুতাপন পার্থিবেন্দ্র ধৃষ্টদ্যুম্ন উদ্যম সহ-কারে এই প্রকার ব্যক্ত করিলে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধ-দুর্ম্মদ পাণ্ডব পক্ষীয়েরা হর্ষ, দর্প ও উৎসাহ সহ-কারে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। পরে পার্থ যুধি-ষ্ঠির, সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ধৃষ্ট-দ্যুম্ন! ক্রৌঞ্চারুণ নামে সর্ব্ব শত্রু-সূদন একটি ব্যূহ আছে, যাহা দেবাসুর যুদ্ধ কালে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন; বিপক্ষ সৈন্য বিনাশক সেই ক্রৌঞ্চা-রুণ ব্যূহ যথাবিধানে প্রতিব্যূহিত কর, কৌরব ও অন্যান্য রাজগণ যাহা পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, তাহা দেখুন।

যে প্রকার দেবরাজ বিষ্ণুকে বলেন, সেইরূপ, ধর্ম্ম-রাজ নরদেব ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যূষ কালে ধনঞ্জয়কে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিলেন। ধনঞ্জয়ের রথধ্বজ, যাহা দেবরাজের শাসনানুসারে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কেতু সূর্য্য-পথগামী হইয়া অদ্ভুত মনোরম হইল। ইন্দ্রায়ুধ-সবর্ণ পতাকা সকলে অলঙ্কৃত সেই কেতু, আকাশ-গত গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় রথ-চর্য্যাতে আকাশ মধ্যে যেন নৃত্যমান হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই রত্ন যুক্ত কেতু, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন দ্বারা ও গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন সেই রত্ন ভূষিত কেতু দ্বারা পরস্পর, যেন সূর্য্য সন্নিহিত ব্রহ্মার ন্যায়, পরমশোভিত হইল। মহতী সেনাতে সমাবৃত পাঞ্চালরাজ সেই ক্রৌঞ্চা-রুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিপতি এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাত দেশীয় রাজ গণ উহার গ্রীবা হইলেন। পটচ্চর, হুণ্ড, কৌরবক ও নিষাদ প্রদেশীয় গণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, মহারথ অভিমন্যু ও সাত্যকি, ইহাঁরা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুণ্ডীবৃষ, মারুত, ধেনুক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য, এই সকল দেশীয় যোদ্ধা গণ দক্ষিণ পক্ষ, আর অগ্নিবৈশ্য, গজতুণ্ড, মলদ, দাশকারি, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুল দেশীয় যোধ গণের সহিত নকুল ও সহদেব বাম পক্ষ আশ্রয় করি-লেন। পক্ষভাগে অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠ-ভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ থাকিল। পক্ষ কোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ

পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশিরাজ ও শৈব্য উহার জঘন দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভারত-সত্তম পাণ্ডবগণ এই রূপ মহাব্যূহ ব্যূহিত করিয়া বদ্ধসন্নাহ হইয়া সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষায় যুদ্ধের নিমিত্তে অবস্থিত রহিলেন। তখন তাঁহাদিগের রথ ও হস্তীতে মহৎ শ্বেত ছত্র সকল বিমল অরুণবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অমিততেজা পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সুরচিত সেই ক্রৌঞ্চ নামক মহাঘোর অভেদ্য মহা ব্যূহ দেখিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, শল্য, সৌমদত্তি, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, দুঃশাসনাদি সমস্ত ভ্রাতৃগণ ও যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য বহুল শূরগণকে আহ্বান পূর্ব্বক হর্ষোৎপাদন করত তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলেই মহারথ, শাস্ত্রার্থ-কোবিদ এবং নানা শস্ত্র প্রহারে সমর্থ; তোমরা প্রত্যেকেই পাণ্ডু-পুত্রদিগকে নিহত করিতে পার, তবে সকলে সংহত ও সৈন্য সহ একত্রিত হইয়া যে, নিহত করিবে, তাহার আর বক্তব্য কি! অপিচ আমাদিগের সৈন্য অপর্য্যাপ্ত এবং ভীষ্মের রক্ষিত; এবং উহাদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত ও ভীমের রক্ষিত। শত্রুঞ্জয়, সুবীর দুঃশাসন, বিকর্ণ, নন্দ, উপনন্দ, চিত্রসেন ও মণিভদ্রকের সহিত সংস্থান, শূরসেন, বিকর্ণ, কুকুর, রেচক, ত্রিগর্ত্ত, মদ্রক ও যবন দেশীয় বীরগণ সসৈন্য, পুরোগামী হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুক।

মহারাজ! তৎ পরে ভীষ্ম, দ্রোণ ও আপনকার পুত্রেরা পার্থদিগের ব্যূহের প্রতি পক্ষে এক মহা ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। মহতী সেনায় চতুর্দ্দিকে পরিবারিত হইয়া ভীষ্ম, মহাসৈন্য দল প্রকর্ষণ করত দেবরাজের ন্যায় অগ্রসর হইলেন। প্রতাপশালী মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ কুন্তল, দশার্ণ, মাগধ, বিদর্ভ, মেকল ও কর্ণ প্রাবরণগণের সহিত ভীষ্মের অনুগামী হইলেন। এবং সর্ব্ব সৈন্যের সহিত গান্ধার, সিন্ধু, সৌবীর, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোধগণ যুদ্ধ-শোভী ভীষ্মের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। শকুনি স্বকীয় সৈন্যের সহিত, ভরদ্বাজনন্দনকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত সোদরগণে সমবেত রাজা দুর্য্যোধন হর্ষান্বিত হইয়া অশ্বাতক, বিকর্ণ, চামল, কোশল, দরদ, শক, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত পাণ্ডব বাহিনীর উপর অভিদ্রুত হইলেন। ভূরি-শ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত, অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বাম পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌম-দত্তি, সুশর্ম্মা, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ু দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, নানা দেশীয় রাজগণ, কেতুমান্, বসুদান এবং বিভু কাশীরাজ-পুত্র মহতী সেনার সহিত, সেনা-পৃষ্ঠে অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর ভবৎপক্ষীয় সকলেই হৃষ্ট হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিলেন। তাঁহাদিগের হর্ষসূচক সেই সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বণি শ্রবণ করিয়া প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মও সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন। তৎ পরে অপরাপর সকলেই শঙ্খ, ভেরী, নানাবিধ পেশী ও আনক সমূহ বাদ্য করিতে লাগিল, তাহাতে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল।

অনন্তর, শ্বেতাশ্ব সংযোজিত মহৎরথে অবস্থিত হৃষীকেশ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় হেমরত্ন বিভূষিত স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদ্য করিতে লাগিলেন, হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য ও ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহা শঙ্খ, রাজা যুধিষ্ঠির অনন্ত বিজয় নামে শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামে ও সহদেব মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ বাজাইয়া উঠিলেন। কাশিরাজ, শৈব্য, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, মহারথ সাত্যকি, পাঞ্চালাধিপতি, মহাধনুর্ধর দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইহাঁরা সকলে স্ব স্ব মহাশঙ্খ বাদ্য করিলেন,

এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত বীর গণের সমুদীরিত অতি মহান্ নির্ঘোষ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অনুনাদিত করত তুমুল হইয়া উঠিল। মহারাজ! কুরু ও পাণ্ডব পক্ষীয় ঐ সকল যোধগণ হৃষ্ট হইয়া উক্ত রূপে পরস্পর ত্রাসোৎপাদন করত পুনর্যুদ্ধ নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া রহিলেন।

অষ্ট চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! উভয় পক্ষের সৈন্যব্যূহ ঐ রূপ সজ্জিত হইলে প্রধান প্রহারকেরা কি প্রকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ রূপ রচিত সৈন্য ব্যূহ মধ্যে যোধগণ বদ্ধসন্নাহ হইয়া রহিল, তাহাদিগের মনোহর ধ্বজ সকল দীপ্তি পাইতে লাগিল। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অপার সাগরোপম সেই সকল সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাবকীয় সমুদায় যোধগণকে কহিলেন, তোমরা সকলেই সংগ্রামোদ্যত ও বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া প্রস্তুত হইয়াছ, এক্ষণে সংগ্রামারম্ভ কর।

তখন তাঁহারা সকলেই নিষ্ঠুর চিত্ত হইয়া জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ধ্বজ সকল উচ্ছ্রিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর আপনকার স্ব পক্ষ ও পর পক্ষের রথী ও হস্ত্যারোহীতে লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। স্বর্ণপুঙ্খ, সুতেজিত ও অগ্রভাগ অকুণ্ঠিত বাণ সকল রথীগণ কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হইয়া নাগ ও অশ্বগণের উপর পতিত হইতে লাগিল। তথাবিধ সংগ্রাম আরব্ধ হইলে পরিহিত-বর্ম্মা ভীমপরাক্রম কুরু পিতামহ মহাবাহু বিভু ভীষ্ম মহারথ অভিমন্যু, ভীমসেন, অর্জ্জুন, কৈকেয়, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদি ও মৎস্যরাজ, এই সকল নর বীরের সমীপে গমন পূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই ভীষ্ম বীরের সমাগমে পূর্ব্বোক্ত মহা ব্যূহ কম্পিত হইতে লাগিল; পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্যেরই মহা ব্যতিক্রম সঙ্ঘটিত হইল; সাদী, রথী ও প্রবর বাজি সকল হত হইতে লাগিল। রথ-সেনা সকল বিপ্রযাত হইতে থাকিল।

তখন নর সিংহ অর্জ্জুন মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ! যেখানে পিতামহ আছেন, সেখানে রথ লইয়া চল। স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে, দুর্য্যোধন-হিতৈষী ঐ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের সেনা ক্ষয় করিবেন। দ্রোণ, কৃপ, শল্য, বিকর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ ইহাঁরা দৃঢ়ধন্বা ভীষ্মের রক্ষিত হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিবেন, অতএব আমি সৈন্য রক্ষা নিমিত্ত ভীষ্মকে বধ করিব।

বাসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি সযত্ন হও, এই আমি তোমাকে পিতামহ রথ সমীপে লইয়া যাই।

মহারাজ! কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে এই বলিয়া সেই লোকবিশ্রুত রথ ভীষ্মের রথ সমীপে লইয়া গেলেন। ধনঞ্জয় চঞ্চল বহু পতাকান্বিত, বকশ্রেণী সবর্ণ বাজি সংযোজিত, মহা ভীষণ নিনাদকারী বানরাধিষ্ঠিত সমুচ্ছ্রিত কেতু বিরাজিত, আদিত্য কান্তি বিশিষ্ট মহৎ রথ দ্বারা মেঘ গম্ভীর শব্দে শূরসেন ও অন্যান্য কৌরব সেনা ধ্বংস করিতে করিতে আগমন করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, প্রাচ্য, সৌবীর ও কৈকেয়গণে সুরক্ষিত শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, রণস্থলে শূরগণকে ত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে করিতে বেগ-সহকারে আগমনশীল প্রভিন্ন বারণের ন্যায় দ্রুতবেগে আগচ্ছন্ত সেই সুহৃদ্গণের হর্ষবর্দ্ধন ধনঞ্জয়ের সম্মুখে সহসা প্রত্যুদ্গত হইলেন। মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রথী গাণ্ডীবধন্বার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইতে পারে?

পরে ভীষ্ম সপ্ত সপ্ততি নারাচ, দ্রোণ পঞ্চবিংশতি, কৃপ পঞ্চাশৎ, দুর্য্যোধন চতুঃষষ্টি, শল্য নব, সিন্ধুরাজও নব এবং শকুনি পঞ্চ শর ও বিকর্ণ দশ ভল্ল দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহা-

বাহু অর্জ্জুন, চতুর্দ্দিক্ হইতে শাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও ভিদ্যমান অচলের ন্যায় ব্যথিত হইলেন না। সেই অমেয়াত্মা কিরীটী ভীষ্মকে পঞ্চবিংশতি, কৃপকে নব, দ্রোণকে যষ্টি, বিকর্ণকে তিন, শল্যকেও তিন এবং রাজা দুর্য্যোধনকে পঞ্চ বাণ দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তখন সাত্যকি, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু, ইহাঁরা ধনঞ্জয়ের নিকট পরিবৃত হইলেন। তদনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সোমকগণের সহিত, গঙ্গা-পুত্র ভীষ্মের প্রিয় কার্য্যারত মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণের নিকট সমাগত হইলেন। পরন্তু রথি-প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া অশীতি সংখ্য শাণিত বাণ ধনঞ্জয়ের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন, তাহা দেখিয়া আপনকার পক্ষীয়গণ হর্ষ সহকারে চিৎকার করিয়া উঠিল। পরে রথিসিংহ প্রতাপবান্ ধনঞ্জয়, সেই হর্ষোৎফুল্ল যোধগণের নিনাদ শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রহৃষ্টের ন্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রবরদিগের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ করিয়া ধনুকের দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! তখন রাজা দুর্য্যোধন, সংগ্রামে স্বসৈন্য দিগকে পার্থ দ্বারা পীড্যমান দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! আপনি এবং দ্রোণ রথী গণের প্রধান, আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিতে ঐ বলী অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত, আমাদিগের সৈন্য সমস্ত নিপাতিত করত আমাদিগের মূল কৃন্তন করিতে লাগিলেন। কর্ণ আমার দিগের হিতৈষী, উনি আপনকার নিমিত্তই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রণে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব যাহাতে ফাল্গুন হত হয়, আপনি এমত উপায় করুন।

মহারাজ! আপনার পিতা দেবব্রত এই রূপে দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া, 'ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ধিক্' বলিয়া পার্থের রথের নিকট গমন করিলেন। উভয় শ্বেতাশ্ববান্‌কে যুদ্ধে সংসক্ত দেখিয়া ভূপাল গণ অত্যন্ত সিংহনাদ ও শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। দ্রোণপুত্র, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও সকলে ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া মহাযুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত রহিলেন। তদনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। গঙ্গানন্দন নয় শর পার্থের প্রতি, পার্থও মর্ম্মভেদী দশ বাণ গঙ্গানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সমর-শ্লাঘী অর্জ্জুন সহস্র শর প্রয়োগ করিয়া ভীষ্মের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। ভীষ্মও তখন শর জাল দ্বারা অর্জ্জুনের সেই শরজালকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই যুদ্ধানন্দিত, উভয়েই পরম হর্ষ সহকারে পরস্পর কৃত প্রতীকারার্থী হইয়া নির্ব্বিশেষ রূপে রণ করিতে লাগিলেন। যে সকল শর জাল ভীষ্ম শরাসন হইতে প্রমুক্ত হইতে থাকিল, তাহা অর্জ্জুন বাণে ছিন্ন ও শীর্য্যমাণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই প্রকার যে সকল শরজাল অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হইতে প্রমুক্ত হইতে লাগিল, তাহা ভাগ ভাগ হইয়া ভীষ্মের শরে ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইতে দৃষ্ট হইল। অর্জ্জুন পঞ্চবিংশতি শরে ভীষ্মকে প্রহার করিলেন, ভীষ্মও নব সংখ্য বাণে পার্থকে প্রহার করিলেন। সেই অরিন্দম দুই বীর পরস্পর অবলীলা ক্রমে পরস্পরের অশ্ব, ধ্বজ, রথের ঈশা ও চক্র বেধ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যোধবর ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন সারথি বাসুদেবের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ দ্বারা আঘাত করিলেন। মধুসূদন ভীষ্ম শরাসন চ্যুত বাণ ত্রয়ে বিদ্ধ হইয়া সেই রণ স্থলে সপুষ্প কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন। অর্জ্জুন মাধবকে নির্ব্বিদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীষ্মের সারথিকে তিন বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎ কালে সেই দুই বীর সযত্ন হইয়াও পরস্পর রথ মধ্য হইতে পরস্পরকে লক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন না, কেন না উভয়েই সারথির নৈপুণ্য সামর্থ্য বশত লাঘব প্রযুক্ত রথের বিচিত্র মণ্ডলকারিত গতি প্রত্যাগতি

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উভয়েই প্রহার করিবার অবকাশ বর্ত্ম অনুসন্ধানে পুনঃপুন অন্তরপথস্থ হইতে লাগিলেন, এবং সিংহ রব সহকারে শঙ্খ শব্দ ও শরাসন নির্ঘোষ করিতে থাকিলেন। তাঁহাদিগের শঙ্খ ধ্বনি ও রথনেমি শব্দে পৃথিবী সহসা দারিতা, কম্পিতা ও অনুনাদিতা হইল। তাঁহারা উভয়েই উভয়ের সদৃশ, শূর ও বলবান্, উভয়ের মধ্যে কেহই কিছু মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইলেন না। কৌরব পক্ষীয়েরা তাদৃশ যুদ্ধ সময়ে যে ভীষ্মের রক্ষার্থে সমীপে গমন করিলেন, তাহা কেবল ভীষ্মের চিহ্ন মাত্র দ্বারা; সেই রূপ পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও পার্থের চিহ্ন মাত্র দ্বারাই তাঁহার রক্ষার্থে সমীপস্থ হইলেন। মহারাজ! সেই নরসিংহ দ্বয়ের সংগ্রামে তাদৃশ পরাক্রম দেখিয়া সকল প্রাণীই বিস্ময়াপন্ন হইল। যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কদাপি কেহ পাপ দেখিতে পায় না, সেই প্রকার কেহই সেই রণ স্থলে তাঁহাদিগের রন্ধ্র দর্শনে সমর্থ হইল না। উভয়েই কখন শরজালে অদৃশ্য, কখন বা অতি শীঘ্র প্রকাশিত হন।

উভয়ের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ দর্শক দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই দুই সংরব্ধ মহারথকে সমস্ত লোক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমবেত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় করিতে কোন প্রকারে সমর্থ নহে। লোক মধ্যে এই যুদ্ধ আশ্চর্য্যভূত অতি অদ্ভুত ব্যাপার, এতাদৃশ যুদ্ধ কখনই আর হইবার সম্ভাবনা নাই। ভীষ্ম অশ্ব সংযুক্ত রথের সহিত চাপহস্তে রণ স্থলে বাণ প্রবপন করিতে থাকিলে, ধীমান্ পার্থ উহাঁকে যুদ্ধে কোন ক্রমেই জয় করিতে পারিবেন না। সেই রূপ ভীষ্মও দেবগণেরও দুরাসদ ঐ ধনুর্দ্ধর পার্থের সহিত রণে জয়ী হইতে উৎসাহ করিতে পারেন না। ইহাঁরা যদি প্রলয় কাল পর্য্যন্তও যুদ্ধ করেন, তথাপি এই যুদ্ধ সমান রূপেই হইতে থাকিবে। উহাঁদিগের প্রতি এই রূপ স্তুতি বাক্য ইতস্তত প্রচারিত হইতে শ্রুত হইল।

মহারাজ! উহাঁদিগের উভয়ের পরাক্রম প্রকাশ সময়ে আপনার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় শূরগণই শাণিত-ধার খড়্গ, পরশ্বধ, বহুবিধ বাণ ও অন্যান্য শস্ত্র সমূহ দ্বারা পরস্পর কাটাকাটি করিতে লাগিল। সেই সুদারুণ ঘোর সংগ্রামে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নেরও মহান্ সমর ব্যাপার হইতে থাকিল।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহেশ্বাস দ্রোণ ও পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে সযত্ন হইয়া রণে সমবেত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বল। সঞ্জয়! যখন ভীষ্ম পাণ্ডবগণ হইতে যুদ্ধে পরিত্রাণ পাইলেন না, তখন পৌরুষ অপেক্ষা অদৃষ্টকেই প্রধান মানিতে হইবে, নতুবা ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত চরাচর সংহার করিতে পারেন, তিনি যুদ্ধে পাণ্ডব সাগর হইতে কেন উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের সহিত দেবগণেরও পাণ্ডবদিগকে রণে জয় করা অসাধ্য। সম্প্রতি এই মহাভয়ানক যুদ্ধের কথা স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। আচার্য্য দ্রোণ বিবিধ বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ করিলেন এবং ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ নীড় হইতে নিপাতিত করিলেন, তৎ পরে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া চারিটী উত্তম শায়ক দ্বারা তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয়কে পীড়িত করিলেন। তদনন্তর বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন হাস্য বদনে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া নবতি সংখ্য শাণিত শর দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে অপরিমেয়াত্মা প্রতাপশালী ভরদ্বাজ-নন্দন ক্রুদ্ধ ধৃষ্টদ্যুম্নকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন, এবং ইন্দ্রের অশনিসমস্পর্শ ও দ্বিতীয় যম দণ্ড স্বরূপ একটি ঘোর শর ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন। দ্রোণের সেই বাণ সন্ধান দেখিয়া সমস্ত সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উঠিল। মহারাজ! সেই স্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলাম যে, সেই বীর একাকী, গিরির ন্যায়, অচল হইয়া রহিলেন এবং

আপনার মৃত্যু স্বরূপ আগম্যমান সেই প্রদীপ্ত মহা ঘোর বাণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং দ্রোণের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই রূপ অতি দুষ্কর কার্য্য দেখিয়া পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ হর্ষ সহকারে চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পরে সেই পরাক্রমশীল মহাবীর, দ্রোণের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্বর্ণ-বৈদূর্য্য-ভূষিত মহাবেগশীল এক শক্তি দ্রোণের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন যেন হাসিতে হাসিতে সেই কনক ভূষিত পতন্ত শক্তি তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই শক্তি নিহত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযশা দ্রোণ তাঁহার শর বর্ষণ নিবারণ করিয়া শরাসনের মধ্য স্থান ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহা যশস্বী বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন হইলে, তিনি গিরিসারময় ভার বিশিষ্ট এক গদা দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই গদা তাঁহার করমুক্ত হইয়া দ্রোণ বিনাশের নিমিত্তে চলিল; কিন্তু এই স্থলে দ্রোণের অদ্ভুত বিক্রম দেখিলাম, তিনি রথচালনা কার্য্যে লাঘব নৈপুণ্য হেতু সেই সুবর্ণ ভূষিত গদা বিফল করিলেন। গদা বিফল করিয়াই শিলাশাণিত সুশাণিত সুপীত স্বর্ণপুঙ্খ কতক গুলি ভল্ল ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল ভল্ল তাঁহার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। পরে মহামনা ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই যুদ্ধে পরাক্রম-পূর্ব্বক অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিয়া পাঁচটি বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর উভয় নর বীরই রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া বসন্ত কালের পুষ্পিত বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! তৎ পরে দ্রোণ ক্রোধ পরবশ হইয়া চমূমুখে পরাক্রম সহকারে দ্রুপদ-পুত্রের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে তাঁহার ধনুক ছিন্ন হইলে অমেয়াত্মা দ্রোণ, পর্ব্বতের উপর মেঘের জল বর্ষণের ন্যায়, সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ তাঁহার উপর বর্ষণ করিলেন। তৎ পরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তৎ পরেই চারিটি শাণিত বাণে তাঁহার রথের চারিটি অশ্ব সংহার করিলেন, এবং সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তাহার পরেই আবার অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন এবং সারথি ও অশ্ব হত হইলে তিনি মহৎ পৌরুষ প্রকাশ করত গদা হস্তে লইয়া রথ হইতে অবরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই দ্রোণ সত্বর হইয়া কতকগুলি শর দ্বারা তাঁহার গদা বিনাশিত করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তদনন্তর বলশালী সুভুজ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত চন্দ্র যুক্ত মনোরম সুবিপুল চর্ম্ম ও বিপুল দিব্য খড়্গ লইয়া, মত্ত হস্তীর প্রতি মাংসার্থী সিংহের ন্যায়, দ্রোণের বধাভিলাষে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। তখন ভরদ্বাজ-নন্দনের বাহু দ্বয়ের বল, অস্ত্র প্রয়োগ লাঘব ও পৌরুষ আশ্চর্য্য অবলোকন করিলাম, তিনি একাকীই বাণ বর্ষণ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারিত করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাদৃশ বলবান্ হইয়াও দ্রোণ সমীপে যাইতে পারিলেন না, দেখিলাম, সেই মহারথ সেই পথি মধ্যেই অবস্থিত হইয়া হস্ত লাঘব সহকারে চর্ম্ম দ্বারা সেই বাণ বর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল মহাবাহু ভীমসেন মহাত্মা দ্রুপদ-পুত্রের সাহায্য নিমিত্ত তথায় আপতিত হইলেন। তিনি শাণিত সপ্ত সংখ্য বাণ দ্বারা দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন, তৎ পরেই সত্বর হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে অন্য রথে আরোহণ করাইলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বৃহৎ এক সৈন্য দল যুক্ত কলিঙ্গরাজকে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষার্থে আদেশ করিলেন। কলিঙ্গরাজের ভয়ানক মহতী সেনা আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইল। রথি প্রধান দ্রোণ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া সমবেত বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নও সমরে

ধর্ম্মরাজের সমীপে গমন করিলেন। তৎ পরে মহাত্মা ভীমের সহিত কলিঙ্গ সৈন্যদিগের তুমুল, লোমহর্ষণ, ভয়ানক, জগৎ ক্ষয়কর ঘোর-রূপ রণ প্রবৃত্ত হইল।

দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন যুদ্ধে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! বাহিনীপতি কলিঙ্গরাজ সেনা দল সহিত, দুর্য্যোধনের সমাদিষ্ট হইয়া, দণ্ড হস্ত অন্তকের ন্যায় গদা হস্তে সমরে বিচরণকারী অদ্ভুতকর্ম্মা মহাবল ভীমসেনের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাবল কলিঙ্গরাজ আপনকার পুত্রের নিকট তাদৃশ আদিষ্ট হইয়া মহতী সেনা লইয়া ভীমের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। ভীমসেন চেদিগণের সহিত, রথাশ্ব-নাগকলিল গৃহীত-মহাস্ত্র-সমূহ কলিঙ্গ দেশীয় মহৎ সৈন্য দল ও নিষাদ-তনয় কেতুমান্‌কে আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অভিগত হইলেন। রাজা কেতুমানের সহিত শ্রুতায়ুও ক্রুদ্ধ ও বদ্ধসন্নাহ হইয়া ব্যূহিত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণে ভীম সমীপে আগমন করিলেন। কলিঙ্গাধিপতি অনেক সহস্র রথীর সহিত এবং নিষাদ গণ ও অযুত গজের সহিত কেতুমান্, ভীমসেনের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। চেদি, মৎস্য, করূষ ও রাজগণের সহিত ভীমসেন সহসা নিষাদগণের উপর ধাবিত হইলেন। তদনন্তর যোধগণ পরস্পর হননেচ্ছায় ধাবিত হইলেন, তাঁহাদিগের ভয়ানক ঘোর রূপ যুদ্ধারম্ভ হইল। মহারাজ! যে প্রকার দৈত্য সেনা সহ ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়, তদ্রূপ বিপক্ষ দলের সহিত ভীমসেনের সহসা ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই মহৎ সৈন্যের সংগ্রাম সময়ে গর্জ্জিত সাগরের ন্যায় মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। মহারাজ! যোধগণ পরস্পর কাটাকাটি করিয়া সমস্ত পৃথিবী যেন মাংস শোণিতের চিতা করিয়া তুলিল, জিঘাংসা বশত সমর দুর্জ্জয় শূরগণের স্বপক্ষ পরপক্ষ জ্ঞান থাকিল না,—তাহারা স্বপক্ষ হইয়া স্বপক্ষদিগকেই প্রহার করিতে আক্রম করিল। বহু সংখ্য নিষাদ ও কলিঙ্গগণের সহিত অল্প সংখ্য চেদি যোধগণের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইতে লাগিল। মহাবল চেদিগণ যথা শক্তি পৌরুষ প্রকাশানন্তর ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নিরৃত্ত হইল। পরন্তু চেদিগণ নিবৃত্ত হইলে মহাবল ভীমসেন সমুদায় কলিঙ্গগণে সমাবৃত ও আক্রান্ত হইয়াও নিবৃত্ত হইলেন না, স্বকীয় বাহুবলকেই আশ্রয় করিয়া রণ মগ্ন থাকিলেন।

মহারাজ! মহাবাহু বৃকোদর স্বকীয় রথোপস্থ হইতে বিচলিত না হইয়া সুশাণিত বাণ সমূহ দ্বারা কলিঙ্গ বরূথিনী সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। এবং মহাধনুর্দ্ধর মহারথী কলিঙ্গরাজ ও শক্রদেব নামে বিখ্যাত তাঁহার পুত্র, ইহাঁরা উভয়েই ভীমের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীম স্বীয় বাহুবলের আশ্রয়ে মনোহর ধনুক বিকম্পিত করত শক্রদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শক্রদেবও সমরে বহু সায়ক নিক্ষেপ করত ভীমসেনের অশ্ব চতুষ্টয় বিনাশ করিলেন। তখন অরিন্দম ভীমসেনকে বিরথ দেখিয়া শক্রদেব শাণিত বাণ বিকিরণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যে প্রকার মেঘমণ্ডলী গ্রীষ্মান্তে জল বর্ষণ করে, সেই রূপ মহাবল শক্রদেব তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন ঘোটকবিহীন রথে অবস্থিত হইয়াই সর্ব্বশৈক্যায়সী গদা শক্র দেবের উপর নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! সেই নিক্ষিপ্ত গদা দ্বারা কলিঙ্গরাজ-পুত্র ধ্বজ ও সারথির সহিত নিহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ! কলিঙ্গাধিপতি, আত্ম পুত্রকে হত দেখিয়া সহস্র সহস্র রথী দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। পরে মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু বৃকোদর ভীষণ কার্য্য করিবার অভিলাষে গদা

পরিত্যাগ করিয়া হেমময় অর্দ্ধচন্দ্র ও বহুল নক্ষত্রে নিচিত অনুপম এক আর্ষভ চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তৎ পরে কলিঙ্গরাজ ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া ভীমের বধাভিলাষে ধনুর্গুণ মার্জ্জন পূর্ব্বক সর্প বিষ সদৃশ এক ভয়ানক শর গ্রহণ করিয়া ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই প্রেরিত শাণিত শর বেগে আগত হইতেছে দেখিয়া ভীমসেন সেই বিপুল খড়্গ দ্বারাই তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং আপনকার সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করত হর্ষ সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর কলিঙ্গরাজও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক শিলা শাণিত চতুর্দ্দশ তোমর ভীমের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। মহাবাহু পাণ্ডব শূন্যপথস্থ সেই তোমর সকল গাত্র-সংলগ্ন না হইতে হইতেই অবলীলা ক্রমে শ্রেষ্ঠ খড়্গ দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রণ মধ্যে সেই চতুর্দ্দশ বাণ ছেদন করিয়া কলিঙ্গরাজ-পুত্র ভানুমান্‌কে লক্ষ্য করত ধাবিত হইলেন, ভানুমান্‌ও বাণ বর্ষণ করিয়া ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত নভস্তল নিনাদিত করিয়া বলবৎ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই মহারণে ভীম ভানুমানের সিংহনাদ সহ্য না করিয়া মহোচ্চ স্বরে মহাশব্দ করিতে থাকিলেন, সেই শব্দে কলিঙ্গ সেনা ত্রাসান্বিতা হইল এবং সমরে ভীমকে মানুষ বলিয়া মনে করিল না। মহারাজ! তৎপরেই অসিধারী ভীমসেন বিপুল শব্দ করত বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান করিয়া ভানুমানের নাগরাজের দন্ত দ্বয় অবলম্বন-পূর্ব্বক সেই গজরাজের মধ্যস্থলে আরোহণ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই মহাখড়্গ দ্বারা ভানুমানের দেহের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অরিন্দম বৃকোদর তাঁহার মধ্যভাগ ছেদন করিয়াই সেই গুরুভার সহ খড়্গ নিকটবর্ত্তী গজস্কন্ধে পাতিত করিলেন। গজযূথপতি ছিন্নস্কন্ধ ও আরুগ্ন হইয়া নিনাদ করিতে করিতে, সানুমান্ পর্ব্বতের সিন্ধু বেগ দ্বারা পতনের ন্যায়, পতিত হইল। হস্তী পতিত না হইতে হইতেই বদ্ধসন্নাহ অদীন-সত্ত্ব ভরত-নন্দন ভীম খড়্গ হস্তে গজ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন, এবং নির্ভীক হইয়া গজ সকল নিপাতিত করিতে করিতে রণ স্থলে বহুল পথ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন; তৎকালে তাঁহাকে, ভ্রমন্ত অগ্নি চক্রের ন্যায়, সর্ব্বত্র দেখা যাইতে লাগিল। কখন ঘোটক বৃন্দ, কখন বহুল হস্তী, কখন রথসৈন্য, কখন বা পদাতি সঙ্ঘ নিহত করত শোণিত সিক্ত হইয়া সর্ব্ব স্থলেই ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। রণ কালে উৎকট বলশালী ও মহাবেগবান্ হইয়া অশ্ব, পদাতি, রথী ও গজ যোধীদিগের দেহ ও মস্তক শিত ধার খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে করিতে যেন শ্যেন পক্ষীর ন্যায় রণ মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সহায় বিহীন ও পদচারী হইয়াও ক্রোধভরে কালান্তক যম সদৃশ হইয়া শত্রুগণের ভয় বর্দ্ধন করত সেই সকল শূরদিগকে মোহিত করিতে থাকিলেন। যখন তিনি মহা রণে অতি বেগ সহকারে খড়্গ হস্তে বিচরণ করেন, তখন মূঢ়েরাই নিনাদ করত তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধার্থে ধাবিত হইতে লাগিল। শত্রুমর্দ্দন মহাবীর বৃকোদর রথী গণের রথের ঈষা ও যুগ ছেদন করিয়া রথী দিগকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে বহুল বর্ত্মে বিচরণ করিতে দেখা গেল,—তিনি ভ্রমণ, উদ্‌ভ্রমণ, আবেধ, আপ্লবন, প্রসরণ, প্লবন, সম্পাত ও উদীরণ, এই সকল গতি বিশেষ রণস্থলে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ভীমসেনের খড়্গে ছিন্ন হইয়া কোন কোন হস্তী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; কোন কোন হস্তী মর্ম্ম স্থানে ভিন্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল; কোন কোন হস্তীর দন্ত ও শুণ্ডাগ্র ভাগ ছিন্ন, কোন কোন নাগের কুম্ভ বিদীর্ণ হইলে, উহারা যোধ বিহীন হইয়া স্বপক্ষীয় অনীকগণকেই হনন করিতে লাগিল এবং মহারবে নিনাদ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত

হইল। মহারাজ! তোমর সকল, হস্তীপকের মস্তক সকল, বিচিত্র পরিস্তোম, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, গজ কণ্ঠভূষণ, শক্তি, পতাকা, কুণপ, তূণীর, যন্ত্র, বিচিত্র ধনুক, শুভ্র অগ্নি দণ্ড, তোত্র, অঙ্কুশ, বিবিধাকার ঘণ্টা, হেমগর্ভ খড়্গমুষ্টি ও সাদিগণকে রণ ক্ষেত্রে পতিত ও পতিত হইতে দেখিলাম। নিহত হস্তী-গণ এবং হস্তীগণের ছিন্ন গাত্রের পূর্ব্বভাগ ও ছিন্ন শুণ্ড দ্বারা যেন পতিত পর্ব্বত সমূহে সেই রণ ভূমি পরিব্যাপ্তা হইল।

মহারাজ! নরসিংহ ভীমসেন, এই রূপে মহাগজ সকল মর্দ্দন করিয়া অশ্ব ও প্রধান প্রধান অশ্বা-রোহী নিপাতিত করিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধ উভয় পক্ষেরই ঘোরতর হইল। সেই মহারণে বিচিত্র বল্গা, কনকোজ্জ্বল কক্ষা, পরিস্তোম, প্রাস, মহামূল্য ঋষ্টি, কবচ, চর্ম্ম ও বিচিত্র আস্তরণ ছিন্ন ও পতিত দেখা যাইতে লাগিল। সেই বীর বিচিত্র প্রোথ যন্ত্র ও বিমল শস্ত্র সমূহে পৃথিবীতল সমাকীর্ণ করি-লেন, তাহাতে পৃথ্বীতল যেন কুমুদ নিচয়ে শবল বর্ণ হইল। মহাবল ভীমসেন লম্ফ প্রদান করিয়া খড়্গাঘাতে কোন কোন রথীদিগকে ধ্বজের সহিত পাতিত করিতে লাগিলেন। যশস্বী বৃকোদর রণ ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পুনঃপুন উৎপতন, ধাবন এবং বিচিত্র পথ সৃজন পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া জনগণকে বিস্ময়াপন্ন করিতে থাকিলেন। কোন কোন যোধ-গণকে পদাঘাতে নিহত, কোন কোন যোধগণকে আক্ষেপণ করিয়া প্রোথিত, অপর কতক গুলিকে খড়্গ দ্বারা ছিন্ন, অন্যান্য কতক লোকদিগকে গর্জ্জন শব্দে ভয়ার্ত্ত ও কতক যোধদিগকে ঊরুবেগে ভূ-তলে পাতিত করিতে লাগিলেন। অনেকে উহাঁকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং বহুল বলবান্ কলিঙ্গ সেনা চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল।

মহারাজ! ভীমসেন শ্রুতায়ুকে কলিঙ্গ সেনার অগ্রভাগে দেখিয়া তাঁহার উপর ধাবমান হইলেন। অমেয়াত্মা কলিঙ্গাধিপতি, ভীমসেনকে ধাবমান দেখিয়া তাঁহার স্তন দ্বয়ের মধ্যভাগে নব সংখ্য শর বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন কালিঙ্গ বাণে অভি-হত হওয়াতে তোত্র পীড়িত হস্তী সদৃশ হইয়া ক্রোধে ইন্ধন প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে সারথি অশোক, হেম পরিষ্কৃত রথ আনিয়া রথী প্রধান ভীমসেনের নিকট উপস্থিত করিল। শত্রুসূদন কুন্তীপুত্র ত্বরা সহকারে রথারোহণ করিয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিতে বলিতে কালিঙ্গের সম্মুখে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর বলবান্ শ্রুতায়ু সংক্রুদ্ধ হইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত শাণিত বাণ সমূহ ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহা-বল ভীমসেন কলিঙ্গরাজের চাপবর বিনির্ম্মুক্ত শা-ণিত নব সংখ্য বাণে অত্যন্ত সমাহত হইয়া দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় সাতিশয় কোপিত হইলেন। বলি-প্রধান ভীম, ক্রোধ বশত এক বলবৎ শরাসন আ-য়ত করিয়া লৌহময় সপ্ত সংখ্য শর দ্বারা কালিঙ্গকে হনন করিলেন, এবং তাঁহার সত্যদেব ও সত্য নামে দুই জন বলবান্ চক্র-রক্ষককে দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা বৃকোদর, শাণিত তিন নারাচ দ্বারা কেতুমান্‌কে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তাহা দেখিয়া কালিঙ্গ ক্ষত্রিয়গণ ক্রোধ পরবশ হইয়া বহু সহস্র সৈন্য লইয়া অমর্ষণ ভীমের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিলেন। শত শত কালিঙ্গগণ শক্তি, গদা, খড়্গ, তোমর, ঋষ্টি ও পরশ্বধ সমূহে ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করি-লেন। মহাবল ভীম সমুত্থিত শর বৃষ্টি নিবারণ করিয়া বেগ সহকারে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া সপ্ত শত বীরকে যম ভবনে পাঠাইলেন এবং পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ দুই সহস্র কালিঙ্গকে মৃত্যু লোকে প্রেরণ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। ভীম-পরাক্রম ভীম এই রূপে পুনঃপুন বহুল কলিঙ্গ সৈন্য নিপাত করিতে লাগিলেন। মাতঙ্গগণ ভীম কর্ত্তৃক হতারোহী ও শরার্ত্ত হইয়া, বাত নিহত মেঘের

ন্যায়, অনীক মধ্যে নিনাদ করিতে করিতে স্বকীয় সৈন্য সকল মর্দ্দন করিয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল। তদনন্তর বলশালী খড়্গধারী মহাবাহু ভীম হর্ষ সহকারে মহা নির্ঘোষ শঙ্খ ধ্বনি করিলেন। তাহাতে সমস্ত কালিঙ্গদিগের চিত্ত কম্পিত ও মোহ উপস্থিত হইল। সর্ব্ব স্থলেই গজেন্দ্র সদৃশ ভীমসেন দ্বারা সৈন্য গণ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বাহন গণ মল মূত্র পরিত্যাগ করিল। তিনি রণস্থলে বহুল পথে ইতস্তত ধাবন ও উৎপতন-পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া বিপক্ষ দলের মোহ জন্মাইতে লাগিলেন। যে প্রকার বৃহৎ সরোবর গ্রাহ দ্বারা আলোড়িত হয়, তদ্রূপ কালিঙ্গ সৈন্য ভীমসেন ভয়ে ত্রাসান্বিত ও বাধা-শূন্য হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

সমস্ত কালিঙ্গ বীর যোধগণ, অদ্ভুতকর্ম্মা ভীমসেন কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া ইতস্তত বিদ্রবণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইলে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন 'যুদ্ধ কর' বলিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে সংগ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। শিখণ্ডী প্রভৃতি বীরগণ সেনাপতির বাক্য শুনিয়া প্রহার-পটু রথি সৈন্যের সহিত, ভীমের সমীপে আগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজও মেঘবর্ণ মহানাগ সৈন্যের সহিত, তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন স্ব পক্ষ সমস্ত সেনাকে আদেশ করিয়া বীর পুরুষগণে সমাবৃত হইয়া ভীমসেনের পার্শ্ব ভাগ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঞ্চাল রাজ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভীম ও সাত্যকি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তদ্‌ভিন্ন অপর কেহ জগতে প্রিয়কারী নাই। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবাহু অরিসূদন ভীমসেনকে কলিঙ্গ সেনা মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া হর্ষ সহকারে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্খ ধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্নের পারাবত সদৃশ ঘোটক যোজিত হেম পরিষ্কৃত রথের রক্ত কাঞ্চন ধ্বজ দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। অমেয়াত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীমসেনকে কালিঙ্গ গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। জয়শীলগণের শ্রেষ্ঠ শিনি-পৌত্র পুরুষ-প্রবর সাত্যকি, দূর হইতে মনস্বী বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে কালিঙ্গ যোধগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া বেগে তথায় গমন-পূর্ব্বক উভয়ের পার্শ্ব রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চিত্ত ক্রূরতা অবলম্বন ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন ভীমও কালিঙ্গদিগের মাংস শোণিত দ্বারা কর্দ্দমময়ী ও রুধির দ্বারা স্রোতস্বতী নদী প্রাবর্ত্তিতা করিলেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে মহাবল ভীমসেনই উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তে দুস্তরণীয় কলিঙ্গ সেনা মধ্যে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! ভীমসেনকে তথাবিধ দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় যোধগণ উচ্চ শব্দে এই রূপ বলিতে লাগিলেন, 'সাক্ষাৎ কাল ভীম রূপে কালিঙ্গগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন।' তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম রণ মধ্যে ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যূহিত সৈন্যে সমাবৃত ও সত্বর হইয়া ভীমের নিকট আগত হইলেন। তখন সাত্যকি, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মের হেমপরিষ্কৃত রথ সমীপে ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সকলে গঙ্গা-পুত্রকে বেগ সহকারে পরিবেষ্টন করিয়া প্রত্যেকে তিন তিন বাণে সহসা ভীষ্মকে প্রহার করিলেন। আপনকার পিতা দেবব্রতও সেই যত্নবান্ মহাধনুর্দ্ধরদিগের প্রত্যেকের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। পরে সহস্র শর দ্বারা মহারথীদিগকে নিবারিত করিয়া ভীমের কাঞ্চনবর্ম্মিত অশ্বদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া গঙ্গা-নন্দনের রথের উপর বেগ সহকারে শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। আপনকার পিতা দেবব্রত সেই শক্তি আগত না হইতে হইতেই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং তাহা ভূতলে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইল। মনুষ্যসিংহ ভীমসেন,

তৎ পরে শৈক্য-লৌহময়ী মহতী গদা গ্রহণ করিয়া ত্বরা পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। রথি-প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন যশস্বী ভীমসেনকে তৎক্ষণাৎ স্ব রথে উঠাইয়া লইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাত্যকিও তৎক্ষণাৎ ভীমের প্রিয় কার্য্যাভিলাষে বাণ সমূহ দ্বারা কুরুবৃদ্ধের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তাঁহার সারথি নিহত হইলে রথের অশ্ব সকল বাত বেগে রণ ভূমি হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল। মহারাজ! মহারথী ভীষ্ম রণ স্থল হইতে অপনীত হইলে ভীমসেন, কক্ষ দহনকারী উল্বণ বহ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—সেনা মধ্যে অবস্থিত হইয়া সমস্ত কালিঙ্গদিগকে হনন করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় কোন যোধগণই ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারিল না। তিনি পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করণ পূর্ব্বক সাত্যকির সমীপবর্ত্তী হইলেন। যদুবংশসিংহ অব্যর্থ-বিক্রম সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের হর্ষ বর্দ্ধন করত তাঁহার সাক্ষাতে ভীমসেনকে কহিলেন, কলিঙ্গরাজ, তৎ পুত্র কেতুমান্ এবং শক্রদেব ও অন্যান্য কালিঙ্গগণকে তুমি সৌভাগ্য ক্রমেই যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছ। গজ, ঘোটক ও রথ সমূহে সঙ্কুল, বহুল মহাপুরুষ ও যোধগণ-নিষেবিত কালিঙ্গ সৈন্য ব্যূহ তুমি একাকীই বাহু বল বীর্য্য দ্বারা মর্দ্দিত করিয়াছ। অরিন্দম দীর্ঘ বাহু শিনি-পৌত্র এই রূপ বলিয়া রথস্থ ভীমসেনকে স্বীয় রথ হইতে লম্ফ প্রদানে তাঁহার রথে গিয়া আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। সেই মহারথ পুনর্ব্বার স্ব রথে আসিয়া ভীমের বলাধান করিবার নিমিত্ত ক্রোধ সহকারে আপনকার পক্ষীয় যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন।

কলিঙ্গরাজ বধ প্রকরণ ও এক পঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সময় গত হইলে রথ, অশ্ব, হস্তী ও সাদিগণের সাতিশয় ক্ষয় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-পুত্র, শল্য, কৃপ, এই তিন মহারথ মহাত্মাদিগের সহিত সংগ্রামে সংসক্ত হইলেন। পাঞ্চালরাজ-পুত্র মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার লোক বিদিত অশ্ব কয়েকটি শাণিত দশ বাণে নিহত করিলেন। বাহন হত হইলে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া শল্যের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুভদ্রানন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্নকে অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে মিলিত দেখিয়া শাণিত বাণ সকল বিকিরণ করিতে করিতে তথায় আপতিত হইলেন। এবং শল্যের উপর পঞ্চ বিংশতি, কৃপের প্রতি নব সংখ্য এবং অশ্বত্থামার উদ্দেশে অষ্ট বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎ পরে অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া অভিমন্যুকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং শল্য দ্বাদশ ও কৃপ তিন বাণ দ্বারা অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণ, অভিমন্যুকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, পরে তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত বাণে অভিমন্যুকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। অভিমন্যুও ক্রুদ্ধ হইয়া ত্বরা-পূর্ব্বক লঘুহস্তে পঞ্চ শত শরে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণ শর দ্বারা অভিমন্যুর ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া জন সকল চিৎকার শব্দ করিয়া উঠিল। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক বেগবান্ বিচিত্র চাপ গ্রহণ করিলেন। সেই পুরুষ-প্রধান দ্বয় যুক্ত ও পরস্পর কৃত প্রতীকারৈষী হইয়া শাণিত তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা পরস্পর হনন করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন আপনকার পৌত্র অভিমন্যু কর্ত্তৃক মহাবল স্বীয় পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া তাহার সমীপে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রবৃত্ত

হইলে সমস্ত রাজারাই অভিমন্যুকে রথ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। কৃষ্ণ-তুল্য পরাক্রম-শীল যুদ্ধ-দুর্জ্জয় শৌর্য্য-সম্পন্ন অভিমন্যু সেই শূর-গণে পরিবৃত হইয়াও ম্লান হইলেন না। ধনঞ্জয়, স্বীয় আত্মজ সুভদ্রা-পুত্রকে তাদৃশ রথিগণ সংযুক্ত দে-খিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পরিত্রাণ কামনায় সেই দিকে অভিদ্রুত হইলেন। তৎ পরে ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখ রাজগণ রথী, গজারোহী ও সাদীগণের সহিত, সহসা সব্যসাচীর প্রতি ধাবমান হইলেন। নাগ, অশ্ব, রথ ও সাদিগণের তীব্র পদধূলি সহসা উদ্ধূত হইয়া সূর্য্য-পথগত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র গজারোহী ও শত শত মহীপালেরা কোন প্রকারেই তাঁহার বাণ পথ নিরাকৃত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইতে পারিলেন না। সকল প্রাণীই নিনাদ করিতে লাগিল; দিক্ সকল তিমিরময় হইল; কুরুগণের নিদারুণ অনীতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিরীটীর শর সমূহে কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্, কি বিদিক্, কি ভূমি-তল, কি ভাস্কর, কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। অনেক হস্তীর ধ্বজ অবসাদিত, অনেক রথির অশ্ব হত এবং অনেক রথযূথপতির রথ সকল সাতিশয় ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন রথীদিগকে রথ বিহীন হইয়া বলয়-হস্তে আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্তত ধাব-মান হইতে দেখা গেল। অর্জ্জুনের ভয়ে গজারোহী গজ এবং হয়ারোহী হয় পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন বাণে রাজগণকে রথ হইতে, গজ হইতে ও অশ্ব হইতে পাতিত ও পাত্যমান দেখিতে লাগিলাম। অর্জ্জুন রৌদ্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক রণ স্থলে ইতস্তত যোধগণের গদা, খড়্গ প্রাস, তূণীর, শর, শরাসন, অঙ্কুশ ও পতাকার সহিত উদ্যত বাহু সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। পরিঘ, মুদ্গার, প্রাস, ভিন্দিপাল, নিস্ত্রিংশ, তীক্ষ্ণ পরশ্বধ, তোমর, চর্ম্ম, কবচ, ধ্বজ, সর্ব্বত্র নিক্ষিপ্ত অন্যান্য শস্ত্র, ছত্র, হেমদণ্ড, অঙ্কুশ, প্রতোদ, কশা ও যোত্রের রাশি রাশি বিদীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হইয়া রণ ভূমিতে ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। মহারাজ! আপনকার সৈন্য মধ্যে এতাদৃশ পুরুষ কেহ ছিল না, যে সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখ যুদ্ধে কোন প্রকারে অগ্রসর হয়। যে যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনের সম্মুখে যাইতে লাগিল, সেই সেই ব্যক্তিই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরে পরলোক প্রাপ্ত হইতে থাকিল। আপনকার যোধগণ সর্ব্ব প্রকারে পলায়িত হইলে বাসুদেব ও অর্জ্জুন মহা শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

আপনকার পিতা দেবব্রত সৈন্যগণকে ভগ্ন হইতে দেখিয়া সমর মধ্যে দ্রোণাচার্য্যকে হাস্যমুখে কহি-লেন, কৃষ্ণের সহিত এই পাণ্ডুপুত্র বলবান্ বীর অর্জ্জুন সৈন্যদিগের প্রতি যে প্রকার করিতে সমর্থ, তদ্রূপই করিতেছেন। ইহাঁর যে প্রকার কালান্তক যম সদৃশ মূর্ত্তি দেখিতেছি, ইহাতে আজি কোন প্রকারেই সমরে ইহাঁকে জয় করিতে পারা যাইবে না। দেখ, এই মহতী অনীকিনী পরস্পর ঈক্ষণ-পূর্ব্বক বিদ্রুত হইতেছে, এক্ষণে ইহাদিগকে প্রত্যা-বর্ত্তিত করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত করাও অসাধ্য। এবং ভানুমান্ও সমুদায় লোকের সর্ব্ব প্রকারে দৃষ্টি অপ-হরণ করত অস্তাচল অবলম্বন করিতেছেন। হে পুরুষ-প্রবর! যোধগণ ভীত ও শ্রান্ত হইয়াছে, ইহা-রাও কোন প্রকারে আর সংগ্রাম করিতে পারিবে না, অতএব সৈন্যগণের অবহার করাই বিবেচনা করিতেছি।

মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম, আচার্য্যসত্তম দ্রোণকে এই রূপ কহিয়া আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের অব-হার করিলেন। তদনন্তর সূর্য্য অস্তগত হইলে সায়ং সময়ে উভয় পক্ষেরই সৈন্যাবহার হইল

দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধ ও দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে শত্রুতাপন শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম, সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। কুরুপিতামহ

বৃদ্ধ আপনকার পুত্রদিগের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই দিন গারুড় নামক মহাব্যূহ করিলেন। সেই গারুড় ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা রহিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধান দেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার শিরঃস্থলে অবস্থিত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ, ইহাঁরা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবা প্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। অবন্তি দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক ও শূরসেন দেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছ দেশে অবস্থিত হইলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণ পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কারূষ, বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডীবৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বাম পক্ষ আশ্রয় করিলেন।

মহারাজ! পরন্তপ সব্যসাচী বিপক্ষগণের সেই রূপ ব্যূহ সজ্জিত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সমভিব্যাহারে ব্যূহ রচনা করিলেন। পাণ্ডবেরা ভবৎ পক্ষীয় গারুড় ব্যূহের প্রতিপক্ষে অর্দ্ধচন্দ্র নামে অতি দারুণ ব্যূহ রচনা করিলেন। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শস্ত্র সমূহ সম্পন্ন নানা দেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশি, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈনাদলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও গজ-বাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন। তাঁহার পরেই সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও অভিমন্যু রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই ইরাবান্, তৎ পরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কৈকেয়গণ ত্বরা সহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই বাম অগ্রভাগে, সকল জগতের রক্ষক জনার্দ্দন যাঁহার রক্ষক, সেই মানবেন্দ্র ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবেরা এবং তৎপক্ষীয় রাজগণ আপনকার পুত্রদিগের বধ নিমিত্ত মহাব্যূহ প্রতিব্যূহিত করিলেন।

মহারাজ! তদনন্তর উভয় পক্ষেরই রথী ও গজারোহীগণের সহিত পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তাঁহারা পরস্পর হতাহত করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে রথী ও গজারোহীদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর হনন করিতে দেখা গেল। সেই তুমুল যুদ্ধে আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষের যুদ্ধে-প্রবৃত্ত ধাবমান ও পৃথক্ পৃথক্ পরস্পর হননকারী রথী নরবীরদিগের তুমুল শব্দ, দুন্দুভি ধ্বনিতে বিমিশ্র হইয়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের ব্যূহিত অনীক মধ্যে অতিরথ ধনঞ্জয় বাণ সমূহ দ্বারা আপনার রথ যূথপ সকলকে নিপাতিত করত রথসৈন্য বধ করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র দল প্রলয় কালীন কাল সদৃশ ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও অতি যত্ন সহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহারা নির্ম্মল যশঃ প্রার্থী হইয়া মৃত্যুই যুদ্ধের নিবর্ত্তক মনে করিয়া একাগ্র মানসে বহু প্রকারে পাণ্ডব-বরূথিনী ভগ্ন করিতে লাগিলেন; তাহাতে পাণ্ডব পক্ষীয়েরা ভগ্ন হইতে লাগিল। তখন কি পাণ্ডব, কি কৌরব পক্ষীয়, সমুদায় সৈন্যই ভগ্ন, পলায়িত ও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। ধূলিপটলী রণভূমি হইতে উদ্ধূত হইয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, কোন প্রকারেই কেহ দিক্ বিদিক্ জ্ঞান করিতে পারিল না; রণ ক্ষেত্রে ইতস্তত সংজ্ঞা, নাম ও গোত্র

উল্লেখে অনুমান দ্বারাই তখন পরস্পর সংগ্রাম হইতে লাগিল। কৌরবদিগের ব্যূহ সত্যসন্ধ দ্রোণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে পাণ্ডবেরা ভেদ করিতে পারিলেন না; সেই রূপ পাণ্ডবদিগের মহাব্যূহও সব্যসাচী ও ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়াতে কৌরবেরা ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয় সেনারই রথী ও গজারোহী মানবেরা ব্যূহের অগ্রভাগ হইতে আপতিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীদিগকে বিমলাগ্রভাগ বিশিষ্ট ঋষ্টি ও প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিপাতিত করিতে থাকিল। সেই অতিভয়ঙ্কর রণে রথী রথীদিগের সন্নিহিত হইয়া কনক-ভূষিত বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিতে লাগিল। আপনার ও পাণ্ডব পক্ষীয় ভূরি ভূরি গজারোহী ভূরি ভূরি সংযুক্ত গজারোহীদিগকে নারাচ, শর ও তোমর দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। সমূহ সমূহ পদাতিগণ পরস্পর জাতক্রোধ ও উৎসাহ-সমন্বিত হইয়া ভিন্দিপাল ও পরশ্বধ সমূহে ভূরি ভূরি পত্তিগণকে বধ করিতে লাগিল। রথীগণ গজ-যোধাদিগকে সম্মুখে পাইয়া গজের সহিত তাহাদিগকে এবং গজ-যোধীগণও রথীদিগকে সম্মুখে পাইয়া তাহাদিগকে নিপাতিত করিতে লাগিল। অশ্বারোহীগণ রথীদিগকে, রথীগণও হয়ারোহীদিগকে প্রাসাস্ত্র দ্বারা নিহত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষের সেনা মধ্যে পদাতিগণ রথীদিগকে, রথীগণও পদাতিদিগকে শাণিত শস্ত্র দ্বারা পাতিত করিতে লাগিল। গজারোহীগণ হয়ারোহীদিগকে, হয়ারোহীগণও গজারোহীদিগকে পাতিত করিতে থাকিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। স্থানে স্থানে প্রধান প্রধান গজারোহীগণ কর্ত্তৃক পদাতিগণ, এবং পদাতিগণ কর্ত্তৃকও গজারোহীগণ নিপাতিত হইতে দেখা গেল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতিসঙ্ঘ সাদিগণ কর্ত্তৃক, এবং শত শত সহস্র সহস্র সাদিসঙ্ঘ পদাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিপাত্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! ধ্বজ, কার্ম্মুক, তোমর, প্রাস, গদা, পরিঘ, কম্পন, শক্তি, চিত্রিত কবচ, কুণপ, অঙ্কুশ, বিমল অসি, স্বর্ণপুঙ্খ শর, পরিস্তোম, কুথা, মহামূল্য কম্বল ও মাল্যদাম, এই সকল পতিত বস্তুতে রণভূমি চিত্রিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। পাতিত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য শরীরে এবং মাংস শোণিত কর্দ্দমে রণস্থল অগম্য হইল। তখন মনুষ্য রক্তে ক্ষিতিতল সিক্ত হওয়াতে ধূলি সকল শমতা পাইল, সুতরাং সমস্ত দিকই নির্ম্মল হইল। হে ভরত-প্রবর! জগৎ বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ রণস্থলে চতুর্দ্দিকে অগণ্য কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল।

মহারাজ! সেই সুদারুণ মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে রথীদিগকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দেখা গেল। তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, পুরুমিত্র, বিকর্ণ, সুবল-পুত্র শকুনি, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ সিংহ-তুল্য পরাক্রমশীল বীর পুরুষেরা সমরাসক্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্য ভগ্ন করিতে লাগিলেন। এবং সকল রাজগণের সহিত ভীমসেন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি, চেকিতান ও দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, সমরস্থ আপনার পুত্রগণ ও আপনার পক্ষের অন্যান্য যোধগণকে, দেবগণ কর্ত্তৃক দানবদিগকে বিদ্রাবিত করণের ন্যায়, বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সেই ক্ষত্রিয় প্রধানেরা সমরে পরস্পর হনন করত রক্ত-সিক্ত হইয়া দানবগণের ন্যায় ভীষণ রূপে বিরাজমান হইলেন। উভয় পক্ষেরই প্রধান বীরগণ বিপক্ষ বীরদিগকে জয় করিয়া নভস্তলে বৃহৎ গ্রহগণের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। তৎপরে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সহস্র রথির সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিলেন। সমস্ত পাণ্ডবেরাও মহতী সেনায় সমবেত হইয়া অরিন্দম ভীষ্ম ও দ্রোণকে আক্রম করিলেন। কিরীটীও সংক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃস্থিত প্রধান প্রধান পার্থিবগণের প্রতি যুদ্ধে সঙ্গত হইলেন। অর্জ্জুন-পুত্র ও সাত্যকি, সুবলরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর পরস্পর জিগীষু

আপনকার ও পর পক্ষীয়গণের পুনর্ব্বার লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তৎ পরে সেই সকল পার্থিবগণ রণে ফাল্গুনকে দেখিয়া ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে রথ নিচয়ে বেষ্টন করিয়া বহুল সহস্র শরে সমাকীর্ণ করিলেন। বিমল তীক্ষ্ণ শক্তি, গদা, পরিঘ, প্রাস, পরশ্বধ, মুদ্গর ও মুষল সকল ফাল্গুনের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পার্থও সর্ব্বদিগের পুঞ্জ পুঞ্জ শলভ দলের ন্যায় সেই বাণ বর্ষণ কনক-ভূষণ শর সমূহ দ্বারা অবরোধ করিলেন। সেই স্থলে বীভৎসুর অলৌকিক হস্তলাঘব দেখিয়া দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও অভিমন্যু মহতী সেনায় সমবেত হইয়া সৌবল ও তদীয় শৌর্য্য-সম্পন্ন সৈন্যগণকে রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সৌবল শূরগণ ক্রোধান্বিত হইয়া নানাবিধ শস্ত্র দ্বারা সাত্যকির উত্তম রথ তিল তিল করিয়া ছেদন করিল। শত্রুতাপন সাত্যকি রণ কালে ছিন্ন রথ পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক অভিমন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে এক রথে আরূঢ় হইয়া সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর সমূহ দ্বারা ত্বরা-সহকারে সৌবল সৈন্য হনন করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ রণে সংযত হইয়া কঙ্কপত্র-পরিচ্ছদ তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা ধর্ম্মরাজের বাহিনী বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতে দ্রোণ সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুরগণের সুদারুণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল অতি মহা সংগ্রাম হইতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে সংগ্রামে মহৎ কার্য্য করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উভয়কেই নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! সেই স্থলে আমরা হিড়িম্বা-পুত্রের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম, যে, সে পিতা ভীমসেনকেও অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে বিক্রম করিতে লাগিল। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে অমর্ষণ দুর্য্যোধনের হৃদয়ে এক শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই কঠিন শর প্রহারে বিমোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞা-শূন্য দেখিয়া সত্বর হইয়া রণস্থল হইতে তাঁহাকে অপনীত করিল. তাহাতে তাঁহার সৈন্য সকল ভগ্ন হইতে লাগিল।

তৎ পরে ভীমসেন সেই কৌরব সৈন্যকে ইতস্তত ভগ্ন হইয়া ধাবিত হইতে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণের সাক্ষাতেই তাঁহাদিগের সৈন্যকে শত্রু-সৈন্য-বিনাশক তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা নিহত করিতে লাগিলেন। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ আপনকার পুত্রের পলায়মান সৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সকল সৈন্য মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তৃক বার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহাদিগের উভয়ের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল। তদনন্তর সহস্র সহস্র রথ ইতস্তত ধাবমান হইলে এক-রথস্থ শিনিকুল-ভূষণ সাত্যকি ও সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যু সমরে চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌবলী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা দুই জন যেন নভস্তলে অমাবাস্যাগত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্যগণের উপর, মেঘমণ্ডলীর জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই কৌরব সৈন্য সকল পা-

র্থের শর বর্ষণে বধ্যমান হওয়াতে বিষাদ ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সমর স্থল হইতে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দুর্য্যোধন-হিতৈষী মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন চতুর্দ্দিকে দ্রবমাণ সেই সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। মহারথী ক্ষত্রিয়েরা যে যেখানে আপনকার পুত্রকে দেখিল, সে সেই স্থানেই নিবৃত্ত হইল। তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়াই ইতর ব্যক্তি সকল পরস্পর স্পর্দ্ধা দ্বারা এবং অনেকে লজ্জা প্রযুক্তও নিবৃত্ত হইল। সেই সকল সৈন্যদিগের পুনরাবর্ত্তন সময়ে চন্দ্রোদয়ে পূর্য্যমাণ সাগর বেগের ন্যায় বেগ হইয়া উঠিল।

রাজা সুযোধন তাহাদিগকে নিবৃত্ত দেখিয়া ত্বরাপূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমি যাহা আপনাকে বলি, তাহা শ্রবণ করুন। আপনি, পুত্র ও সুহৃদ্ জন সহিত অস্ত্রজ্ঞ প্রধান দ্রোণ এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃপাচার্য্য বর্ত্তমান থাকিতে যে, সৈন্য সকল পলায়মান হয়, ইহা আপনাদিগের যে অনুরূপ কার্য্য হইতেছে, তাহা বিবেচনায় হয় না। সংগ্রামে কোন প্রকারেই পাণ্ডবদিগকে কি আপনার, কি আচার্য্য দ্রোণের, কি অশ্বত্থামার, কি কৃপাচার্য্যের প্রতিযোগী মনে করি না। যখন সৈন্যদিগকে বধ্যমান দেখিয়াও আপনি ক্ষমা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনি পাণ্ডবদিগকে অনুগ্রহ করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বে সমাগম কালে আমাকে আপনার বলা কর্ত্তব্য ছিল যে, "আমি পাণ্ডবগণ, সাত্যকি বা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধ করিব না," তাহা হইলে আপনকার ও আচার্য্য মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া তখনই আমি কর্ণের সহিত কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিয়া একটা নিশ্চয় করিতাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি এই উপস্থিত সংযুগে আমি আপনকার ও আচার্য্য মহাশয়ের পরিত্যাজ্য না হই, তাহা হইলে আপনারা উভয়ে স্ব স্ব বিক্রমানুরূপ যুদ্ধ করুন।

সুযোধনের এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম, মুহুর্মুহু হাস্য করত ক্রোধে চক্ষু বিঘূর্ণিত করণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! আমি বহুবার আপনাকে এই হিতকর ও পথ্য বাক্য বলিয়াছিলাম যে পাণ্ডবেরা যুদ্ধে সবাসব দেবগণেরও অজেয়। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই সংগ্রামে এই বৃদ্ধের যত দূর সাধ্য, তাহা সামর্থ্যানুসারে করিতেছি, আপনি বান্ধবগণের সহিত দেখুন। আজি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে বান্ধব ও সৈন্য গণের সহিত বীর পাণ্ডব দিগকে নিবারণ করিব।

জনাধিপতি আপনকার পুত্র, ভীষ্মকর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া হর্ষ সহকারে শঙ্খধ্বনি ও ভেরী বাদ্য করিলেন। সেই মহৎ নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডবেরাও শঙ্খ, ভেরী, ও মুরজ বাদ্য করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সেই সুদারুণ যুদ্ধে আমার পুত্রের বাক্যে বিশেষ রূপে ক্রোধিত হইয়া ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি কি রূপ করিলেন, এবং পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরাই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ যুদ্ধ করিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিবসের পূর্ব্বাহ্ণের ভূয়িষ্ঠ কাল গতে, দিবাকর কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিগবলম্বী এবং মহাত্মা পাণ্ডবেরা জয় প্রাপ্ত ও হৃষ্ট হইলে, সর্ব্বধর্ম্ম বিশেষজ্ঞ আপনকার পিতা দেবব্রত আপনকার সমস্ত পুত্রগণ ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে বেগবান্ অশ্ব দ্বারা পাণ্ডব সৈন্যদিগের উপর ধাবমান হইলেন। হে ভারত! তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইল। এই সুদারুণ ঘটনা কেবল আপনকার অনীতি প্রযুক্তই হয়। সে যাহা হউক, তখন পর্ব্বত বিদারণধ্বনির ন্যায় ধনুষ্টঙ্কার ও তলাঘাতের তুমুল

শব্দ হইতে লাগিল, এবং তিষ্ঠ, আছি, ইহাকে জ্ঞাত হও, নিবৃত্ত হও, স্থির হও, রহিয়াছি, প্রহার কর, এই রূপ শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতে লাগিল। কাঞ্চন-তনুত্রাণ, কিরীট ও ধ্বজ সকলের পতন ধ্বনি, শৈলে শিলাপতনের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র মস্তক ও ভূষণ-শোভিত বাহু সকল ভূতলে পড়িয়া বিচেষ্টমান হইতে লাগিল। কোন কোন পুরুষ প্রবর গৃহীতাস্ত্র, কেহ কেহ বা উদ্যত-শরাসন হইয়াই ছিন্ন-মস্তক হইয়া তদবস্থ রহিল। রণ ক্ষেত্রে মনুষ্য, অশ্ব ও নাগ শরীর হইতে সমুৎপন্না, গৃধ্র ও গোমায়ুর হর্ষবর্দ্ধিনী রুধিরবাহিনী মহা স্রোতস্বতী ঘোরা নদী উৎপন্না হইল। মাতঙ্গের অঙ্গ সকল ঐ নদীর শিলা, মাংস শোণিত উহার কর্দ্দম, এবং উহা পরলোক রূপ সাগরাভিমুখে বহমানা হইতে লাগিল। মহারাজ! আপনকার পুত্র দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের যে রূপ যুদ্ধ দেখিলাম, এই প্রকার যুদ্ধ কখন দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। সেই রণ স্থলে নিপাতিত যোধগণের শরীরে রথ গমনের পথ থাকিল না, পতিত গজ শরীর দ্বারা সেই রণক্ষেত্র যেন নীলবর্ণ গিরি শৃঙ্গে সমাবৃত হইয়া উঠিল। পরিকীর্ণ বিচিত্র কবচ ও শিরস্ত্রাণ সমূহ দ্বারা রণ স্থল, শরৎ কালের নভস্তল সদৃশ শোভমান হইল। কোন কোন মনুষ্যেরা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অদীন ভাবে দর্প সহকারে দন্তাঘাতে পীড়ন দ্বারা প্রকর্ষণ করিতে সমরে শত্রু পক্ষের উপর ধাবমান হইতে লাগিল। অনেকে সমর ভূমিতে পতিত হইয়া, পিত! ভ্রাত! সখা! বন্ধু! বয়স্য! মাতুল! আমাকে পরিত্যাগ করিও না বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনেকে, আইস, নিকটে আইস, কি ভীত হইতেছ? কোথায় যাইবে? আমি সমরে আছি, তুমি ভয় করিও না বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। এতাদৃশ সংগ্রাম ক্ষেত্রে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম নিরন্তর মণ্ডলাকার ধনুক হস্তে আশীবিষ সর্প সদৃশ দীপ্তাগ্র বাণ সকল প্রহার করিতেছিলেন। মহারাজ! সংযতব্রত ভীষ্ম মহাশয়, শর দ্বারা সমস্ত দিক্ এক-পথ করত পাণ্ডব পক্ষীয় রথীদিগকে বলিয়া বলিয়া নিহত করিতেছিলেন। মহারাজ! তাঁহাকে সর্ব্ব স্থলেই হস্তলাঘব প্রদর্শন করত অলাত চক্র সদৃশ হইয়া যেন রথ বর্ত্মে নৃত্য করিতে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার লাঘব নৈপুণ্য হেতু পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমর স্থলে সেই এক বীরকে বহু শত সহস্র দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মাকে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া তত্রস্থ সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহাকে পূর্ব্ব দিকে দেখে আবার ক্ষণ মাত্রেই পশ্চিম দিকে দেখে; আবার ক্ষণ মাত্রেই উত্তর দিকে নিরীক্ষণ করে, এবং তৎক্ষণাৎ পশ্চিম দিকে অবলোকন করে। পাণ্ডবদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না; কেবল তাঁহার কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত বাণ সমূহই দেখিতে লাগিলেন। বীরগণ তাঁহাকে সমরে সৈন্য বিনাশ ও সুদারুণ কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বহুবিধ বহুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় গণ, অমানুষ রূপে বিচরণকারী আপনকার পিতা সেই সংক্রুদ্ধ ভীষ্মরূপ অগ্নিতে শলভের ন্যায় প্রমোহিত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ পতিত হইতে লাগিল। সেই লঘুহস্তে যুদ্ধশীল বীরের বহুত্ব হেতুও সমরে কোন একটী শর নর, নাগ বা অশ্ব শরীরে ব্যর্থ হইল না। একটী বিমুক্ত বাণেই বর্ম্ম-সংনদ্ধ হস্তীকে যেন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত ভেদের ন্যায় ভেদ করিয়া ফেলেন। সুতীক্ষ্ণ এক নারাচ দ্বারা একত্রিত বর্ম্মিত দুই তিন গজারোহী সংহার করেন। যুদ্ধে যে কেহ সেই নরব্যাঘ্রের সমীপস্থ হয়, সে মুহূর্ত্ত কাল মাত্র দৃষ্ট হইয়াই ভূতলে পতিত দৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাসৈন্য দল অতুল-বীর্য্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া সহস্রধা বিশীর্ণ হইল; মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থের সাক্ষাতেই শর বর্ষণে পীড়িত হইয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথগণ ভীষ্ম বাণে পীড়িত হইয়া পলায়ন পর হইতে লাগিল; সেনাপতি বীর-

গণ যত্নবান্ হইয়াও তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ! প্রধান সৈন্য সমস্তও মহেন্দ্র সম বীর্য্যবান্ ভীষ্ম কর্ত্তৃক আহত হইয়া রণ স্থল হইতে ভগ্ন হইতে লাগিল। দুই জন একত্রে ধাবিত হইল না অর্থাৎ ধাবিত হইতে কেহ কাহার অপেক্ষা করিল না। পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকল হাহাভূত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িল, এবং তাহাদিগের রথ, নাগ, অশ্ব, ধ্বজ ও কূবর পতিত হইতে লাগিল। এই রণে যেন দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে সংহার এবং সখা প্রিয় সখাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষীয় অনেক যোদ্ধাকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া ধাবিত হইতে দেখা গেল। পাণ্ডবী সেনাকে গো যূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ও তাহাদিগের রথ যূথপ সকলকে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখা গেল।

যদুবংশ-নন্দন কৃষ্ণ সৈন্যগণ ভগ্ন দেখিয়া রথবর নিবৃত্ত করণ পূর্ব্বক পার্থকে কহিতে লাগিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যে সময় প্রার্থনা করিয়াছিলে, সেই সময় এই উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে ঐ ভীষ্মের প্রতি প্রহার কর, নচেৎ মোহ প্রাপ্ত হইবে। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে রাজগণের সমাগম কালে বলিয়াছিলে যে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র সৈনিক মধ্যে যে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে অনুচরগণের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিব; এই ক্ষণে সেই বাক্য সত্য কর। ঐ দেখ, স্বপক্ষ সৈন্য সকল ইতস্তত ভগ্ন হইতেছে। ঐ দেখ, যুধিষ্ঠির পক্ষ রাজগণ রণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। উহাঁরা সমরে ভীষ্মকে কৃত-ব্যাদান-মুখ যম স্বরূপ বোধ করিয়া সিংহ দর্শনে ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় ভয়ার্ত্ত হইয়া প্রণষ্ট হইতেছেন।

অর্জ্জুন এই রূপে অভিহিত হইয়া বাসুদেবকে প্রত্যুত্তর করিলেন, যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেই স্থানে তুমি এই রণ সাগর অবগাহন করিয়া অশ্ব চালনা কর; আমি দুর্দ্ধর্ষ কুরুপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মকে নিপাতিত করিব।

মহারাজ! তদনন্তর যে স্থানে সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্মের রথ ছিল, কৃষ্ণ সেই স্থানে রজতপ্রভ অশ্ব চালনা করিলেন। অনন্তর যৌধিষ্ঠির মহা সৈন্য সকল, মহাবাহু অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। তৎ পরে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত সত্বর হইয়া শর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়ের রথ পরিব্যাপ্ত করিলেন। সেই রথ ক্ষণ কাল মধ্যে ভীষ্মের মহৎ শর বর্ষণে ধ্বজ ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইল। সত্ত্ববান্ কৃষ্ণ অসম্ভ্রান্ত চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ভীষ্ম বাণে ব্যথিত অশ্ব সকল চালনা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পার্থ মেঘ ধ্বনি বিশিষ্ট দিব্য ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া পাতিত করিলেন। ধনুক ছিন্ন হইলে আপনকার পিতা নিমিষ মাত্রে অন্য ধনুক্ জ্যা যুক্ত করিলেন। তৎ পরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় জলদ নিস্বন ধনুক দুই হস্তে বিকর্ষণ করিয়া ভীষ্মের ধনুক পুনর্ব্বার ছেদন করিলেন। শান্তনুনন্দন অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রতি প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহু পাণ্ডু-নন্দন! সাধু, সাধু! এই রূপ মহৎ কর্ম্ম তোমার উপযুক্তই বটে। বৎস! তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি আমার সহিত দৃঢ় যুদ্ধ কর। তিনি পার্থকে এই রূপে প্রশংসা করিয়া অন্য এক মহাধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক পার্থের রথের উপর শর সমূহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন বাসুদেব লাঘব ক্রমে মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ বিফল করত অশ্ব চালনায় পরম নৈপুণ্য প্রকাশ করিলেন। পরন্তু ভীষ্ম পুনর্ব্বার শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের সর্ব্ব গাত্র বিদ্ধ করিলেন। সেই উভয় নরসিংহ ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, শৃঙ্গাঘাতে অঙ্কিত গাত্র এবং নিনাদকারী গো বৃষের ন্যায়, শোভমান হইলেন। ভীষ্ম

অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনঃপুন শত শত সহস্র সহস্র শর দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ সমাবৃত করিলেন, এবং রোষ-পরবশ হইয়া সশব্দে হাস্য করত বিস্ময় উৎপাদন করত কৃষ্ণকে কম্পিত করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বীর শক্রহন্তা মহাবাহু অমেয়াত্মা ভগবান্ কেশব সমরে ভীষ্মের পরাক্রম ও অর্জ্জুনের মৃদু যুদ্ধ দেখিয়া, ভীষ্ম যে উভয় সেনার মধ্যে উত্তাপপ্রদ প্রভাকর সদৃশ হইয়া রণ স্থলে নিরন্তর শর বর্ষণ সৃষ্টি করিতেছেন, যৌধিষ্ঠির সৈন্যের পক্ষে প্রলয় কাল উপস্থিত করিতেছেন, সেই সকল সেনা মধ্যে প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, তাহা অসহমান হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির পক্ষ সেনা আর থাকে না। ভীষ্ম এক দিবসেই সমরে দৈত্য দানবদিগকে বিনাশ করিতে পারেন, ইহাতে সসৈন্য সপদানুগ পাণ্ডবদিগকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি আছে! মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সেনা পলায়ন পরায়ণ হইতেছে; ঐ সকল কৌরবেরাও সোমকদিগকে রণে ভগ্ন দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ভীষ্মের হর্ষোৎপাদন করত যুদ্ধাভিমুখে সত্বর অভিদ্রুত হইতেছে। অতএব আমি আজি মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিমিত্তে বদ্ধসন্নাহ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করি। আমি এই কার্য্য করিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের ভার অপনয়ন করি; কেন না অর্জ্জুন সংগ্রামে তীক্ষ্ন বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়াও পিতামহের গৌরবে বাধ্য হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য বুঝিতে পারিতেছেন না।

কৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, ও দিকে ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া অর্জ্জুন রথের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন। ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত শর সমূহের অত্যন্ত বাহুল্য হেতু সকল দিক্ই আচ্ছন্ন হইয়া গেল; কি অন্তরীক্ষ, কি দিক্ সমস্ত, কি ভূমিতল, কি রশ্মিমালী দিবাকর, কিছুই আর দৃষ্টিগম্য রহিল না। বায়ু সধূম হইয়া তুমুল রূপে বহমান ও দিক্ সমস্ত ক্ষুভিত হইতে লাগিল। দ্রোণ, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, শ্রুতায়ু, রাজা অম্বষ্ঠপতি, বিন্দ, অনুবিন্দ, সুদক্ষিণ, পূর্ব্ব দেশীয় গণ, সৌবীর গণ, সমস্ত বশাতি, ক্ষুদ্রক ও মালবগণ, ইহাঁরা ভীষ্মের নিদেশানুসারে ত্বরমাণ হইয়া অর্জ্জুনের সমীপে যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন। শিনি-পৌত্র সাত্যকি অর্জ্জুনকে শত শত সহস্র সহস্র গজ যূথপ, অশ্ব, পদাতি ও রথ জালে সম্যক্ প্রকারে সমাবৃত দেখিতে পাইলেন। তিনি, শস্ত্রধারি-প্রবর কৃষ্ণার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে রথ, অশ্ব, নাগ ও পদাতিগণে পরিসমাক্রান্ত দেখিয়া ত্বরা-পূর্ব্বক সমীপস্থ হইলেন। যে প্রকার বিষ্ণু বৃত্রাসুর নিসূদনে ইন্দ্রের সাহায্য করেন, সেই প্রকার ধনুর্দ্ধর প্রধান শিনি বীর সাত্যকি, সহসা সেই সকল অনীক মধ্য দিয়া গমনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিনিপ্রবীর, যুধিষ্ঠির পক্ষ অনীক মধ্যে নাগ, অশ্ব, রথ ও ধ্বজ সমূহ বিশীর্ণ, এবং সর্ব্ব যোধগণকে ভীষ্ম ভয়ে বিত্রাসিত হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ! তোমরা কোথায় যাইতেছ? প্রাচীন ঋষিগণ বলিয়াছেন রণ হইতে পলায়ন করা সাধুদিগের ধর্ম্ম নহে। হে বীরগণ! তোমরা স্ব স্ব প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিও না, আপনাদিগের বীর ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।

সমস্ত দশার্হগণের প্রভু যশস্বী মহাত্মা ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে মৃদু যুদ্ধ করিতে, চতুর্দ্দিকে প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণকে পলায়মান, ভীষ্মকে সংগ্রামে সমুদীর্য্যমাণ এবং কুরু যোধগণকে চতুর্দ্দিকে আপতিত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে শিনি-প্রবীর সাত্বত! যাহারা যাইতেছে যাউক, আর যাহারা আছে তাহারাও যাউক, তাহাদিগেরও থাকিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, আজি আমি ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁদিগের সমভিব্যাহারী গণের সহিত নিপাতিত করিতেছি। আজি কুরু সৈন্যদিগের মধ্যে কেহই আমার ক্রোধে রণ-মুক্ত হইতে পারিবে না; অতএব

আমি ভীষণ চক্র গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের প্রাণ সংহার করিব। মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণকে উহাঁর দিগের গণের সহিত যুদ্ধে নিহত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের প্রীতি সম্পাদন করিব। সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে ও যে সকল প্রধান নরেন্দ্রগণ তাহাদিগের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও আজি আমি সংহার করিয়া অজাতশত্রু রাজাকে হর্ষ সহকারে রাজ্যাধিপতি করিব।

বসুদেব-পুত্র মহাত্মা কৃষ্ণ এই রূপ বলিয়া অশ্ব রশ্মি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সহস্র বজ্রতুল্য ক্ষুরধারান্বিত সূর্য্যপ্রভ চক্র হস্তে উদ্‌ভ্রামণ ও বেগ সহকারে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পদ দ্বারা ভূতল কম্পমান করত ভীষ্ম সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যে প্রকার অতি দর্পিত মদান্ধ গজরাজকে হনন করিবার অভিলাষে সিংহ ধাবমান হয়, সেই প্রকার শত্রুপ্রমাথী ইন্দ্র-কনিষ্ঠ কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার সৈন্য মধ্যে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার আকাশে বিদ্যুৎপ্রভাপিনদ্ধ মেঘ প্রকাশ পায়, কৃষ্ণের পীতবণ বসন ব্যালম্বিত হইয়া পতিত হওয়াতে তিনি সেই রূপ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। যে প্রকার তরুণ সূর্য্যবণ আদি পদ্ম, নারায়ণের নাভি হইতে উৎপন্ন হইয়া দীপ্তি পাইয়াছিল, সেই রূপ কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র পদ্ম, তাঁহার মনোহর বিশাল ভুজ মৃনালে অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই চক্রপদ্মটি কৃষ্ণের ক্রোধ রূপ সূর্য্যোদয়ে প্রফুল্ল ও ক্ষুরান্ত সদৃশ তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ উহার দল স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকিল, এবং কৃষ্ণের বিশাল দেহ যেন সেই ভুজমৃনালের সরোবর রূপে বিরাজিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণকে ক্রুদ্ধ, চক্রধারী ও উচ্চৈঃস্বরে নিনাদকারী দেখিয়া সমস্ত প্রাণী, এই কুরু কুল ক্ষয় হইল মনে করিয়া সাতিশয় শব্দ করিতে লাগিল। যে প্রকার ধূমকেতু স্থাবর জঙ্গম দগ্ধ করত প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ লোকগুরু বসুদেব-পুত্র চক্র গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবলোকদহনকারী প্রলয় কালীন সম্বর্ত্ত অগ্নির ন্যায় ভীষ্মাভিমুখে গমন করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিলেন।

ধনুর্ব্বাণধারী রথস্থ শান্তনু-নন্দন মানবপ্রবর কৃষ্ণ দেবকে চক্রহস্তে আগত হইতে দেখিয়া অত্রস্ত চিত্তে বলিলেন, এস এস, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমাকে নমস্কার; হে শার্ঙ্গধর! হে গদাধর! হে অসিধর! হে লোকনাথ! হে প্রাণিগণের শরণ্য! তুমি রণে আমাকে রথ হইতে বল-পূর্ব্বক নিপাতিত কর। হে কৃষ্ণ! আজি তুমি আমাকে নিহত করিলে আমার ইহ পর লোকে শ্রেয় হইবে। হে অন্ধক বৃষ্ণিনাথ! আমি তোমা কর্ত্তৃক নিহত হইলে মঙ্গল-সম্পন্ন হইব, আমার প্রভাব ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে।

ভীষ্ম ঐ রূপ বলিতেছেন, কৃষ্ণও বেগ সহকারে যাইতেছেন দেখিয়া আয়ত-বিশাল-বাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া রথ হইতে অবরোহণ ও তদনন্তর যদুপ্রবীর কৃষ্ণের পশ্চাৎ দ্রুত গমন-পূর্ব্বক তাঁহার লম্বমান বিশাল উৎকৃষ্ট বাহু দ্বয় ধারণ করিলেন। পরন্তু আদিদেব যোগী কৃষ্ণ সাতিশয় রোষান্বিত ছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়াও, যে প্রকার প্রবল বায়ু একটি বৃক্ষকে বেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, সেই রূপ বেগে জিষ্ণুকে আকর্ষণ করিয়াই ভীষ্ম সমীপে দ্রুত বেগে নয় পদ গমন করিলেন; দশম পাদে মহাত্মা পার্থ তাঁহার চরণ দ্বয় বল পূর্ব্বক ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈ বল দ্বারা কোন প্রকারে গ্রহণ করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ অবস্থিত হইলে বিচিত্র কাঞ্চনমালী অর্জ্জুন প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করত কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবদিগের গতি, অতএব ক্রোধ প্রতিসংহার কর। হে ইন্দ্র কনিষ্ঠ! আমি পুত্র ও সহোদরগণের শপথ করিতেছি, প্রতিজ্ঞানুযায়ি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না, তোমার নিয়োগানুসারে কুরুদিগের বিনাশ সাধন যে প্রকারে হয়, করিব।

তৎপরে জনার্দ্দন, কৌরবসত্তম অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা ও শপথ শুনিয়া চক্রহস্তে প্রীত চিত্তে প্রিয় ভাবে ক্ষণ কাল অবস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন ; এবং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া তাহার শব্দে চতুর্দ্দিক্ ও নভোমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। কুরু বীরগণ চঞ্চল নিষ্ক, অঙ্গদ ও কুণ্ডল-ভূষিত, ধূলি দ্বারা বিকীর্ণ অঞ্চিত-পক্ষ্মযুক্ত নেত্র বিশিষ্ট ও বিশুদ্ধ দন্ত শোভিত কৃষ্ণকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে শঙ্খধারী দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহাদিগের সৈন্য মধ্যেও মৃদঙ্গ, ভেরী, পটহ, নেমি ও দুন্দুভির শব্দ উত্থিত হইল ; সেই শব্দে কুরুবীরগণের সিংহনাদ মিশ্রিত হইয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। তদনন্তর অর্জ্জুনের মেঘ নির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীব ধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ও নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইল এবং তাঁহার গাণ্ডিব-নির্ম্মুক্ত বিমল বাণ সকল সমস্ত দিকে গমন পূর্ব্বক বিকীর্ণ হইতে লাগিল। কৌরবাধিপতি দুর্য্যোধন উদ্যত বাণ হস্তে কক্ষদাহকারী ধূমকেতু সদৃশ হইয়া ভীষ্ম, ভূরিশ্রবা ও সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুনের উপর ভূরিশ্রবা সুবর্ণ পুঙ্খ সপ্ত ভল্ল, দুর্য্যোধন উগ্রবেগ তোমর, শল্য গদা ও ভীষ্ম শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহাত্মা কিরীটমালী বীর অর্জ্জুন ভূরিশ্রবা-প্রক্ষিপ্ত সপ্ত ভল্ল সপ্ত শর দ্বারা ও দুর্য্যোধন ভুজ বিমুক্ত তোমর শাণিত ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা উন্মথিত করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত আপতিতা বিদ্যুৎ প্রভা শক্তি এবং শল্যবাহু বিমুক্ত গদা দুই বাণ দ্বারা কর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অপ্রমেয় বলবৎ বিচিত্র গাণ্ডিব ধনুক ভুজ দ্বয়ে বিকর্ষণ করিয়া অতি ভীষণ মাহেন্দ্র অস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই প্রবল অস্ত্রের আবির্ভবে সমূহ সমূহ অগ্নি বর্ণ বিমল শর জাল দ্বারা সমস্ত সৈন্য নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাসন-বিমুক্ত বাণ সকল বিপক্ষের রথ, ধ্বজাগ্র, ধনুক ও বাহু সকল কর্ত্তন করিয়া নরেন্দ্র, নাগেন্দ্র ও তুরঙ্গগণের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের শাণিত সুধার শর সমূহ দ্বারা দিক্ বিদিক্ বিস্তৃত এবং গাণ্ডীব শব্দে বিপক্ষগণের অন্তঃকরণ ব্যথিত হইতে লাগিল। সেই ঘোরতম অস্ত্র যুদ্ধে গাণ্ডিব রবে শঙ্খ ধ্বনি, দুন্দুভি শব্দ ও উগ্র রথনিনাদ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেই গাণ্ডীব শব্দ শুনিতে পাইয়া বিরাটরাজ প্রভৃতি নরবীরগণ ও পাঞ্চালরাজ বীর দ্রুপদ অদীন সত্ত্ব ভাবে সেই স্থলে আগমন করিলেন। আপনকার পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে যে যে স্থানে গাণ্ডীবের শব্দ শুনিতে পাইল, সে সেই স্থানেই নতিভাবাপন্ন হইল, তাঁহার প্রতিকূল হইয়া কেহই অভিমুখীন হইতে পারিল না। সেই নৃপ-সংহারক সুঘোর যুদ্ধে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত বীরগণ ও উত্তম হেমকক্ষা যুক্ত মহাপতাকান্বিত গজগণ কিরীটি কর্ত্তৃক সহসা নারাচ দ্বারা হত, পীড়িত, বিভিন্নকায় ও গতসত্ত্ব হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেনামুখে নৃপগণের ধ্বজ সকল পার্থের উগ্রবেগ শাণিতাগ্রভাগ সুশাণিত ভল্ল সকলের দ্বারা দৃঢ় রূপে আহত হওয়াতে সেই সকল ধ্বজের যন্ত্র ও ইন্দ্রজাল সকল নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই মহারণে ধনঞ্জয়ের প্রবল ঐন্দ্রাস্ত্র প্রভাবে পদাতি, রথ, অশ্ব ও নাগ সমূহ শরাঘাতে সমাহত হওয়াতে ভেদি কবচ ও ভেদিত-দেহ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করত শস্ত্র হস্তেই রণ স্থলে শীঘ্র শীঘ্র পতিত হইতে লাগিল। তদনন্তর সেই রণাঙ্গনে অতি ঘোরা নদী উৎপন্না হইয়া অতীব বেগে বিপুল প্রবাহে বহিতে লাগিল। কিরীটীর সুশাণিত শস্ত্র সমূহে ক্ষত বিক্ষত নরদেহের রুধির উহার জল ; নরগণের মেদ উহার ফেনা ; মৃত নাগ ও অশ্বের শরীর সকল উহার তীর ; মনুষ্যগণের অন্ত্র, মজ্জা ও মাংস উহার পঙ্ক ; নর শির কপাল সমাকুল কেশ সকল উহার শাদ্বল ; দেহ সমূহ উহার সহস্র মালা ; বিস্তীর্ণ নানাবিধ কবচ

সকল উহার তরঙ্গ; নর, অশ্ব ও নাগগণের নিকৃষ্ট অস্থি সকল উহার শর্কর, এবং উহা প্রভূত রাক্ষসাদি ভূতগণের সেবিতা হইল। গোমায়ু, শালাবৃক, গৃধ্র ও তরক্ষু প্রভৃতি মাংসাশী জীব সকল উহার কূলে বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য সকল, অর্জ্জুন বাণ সঙ্ঘে প্রবর্ত্তিতা মেদ বসা রুধির প্রবাহশীলা অতি ভীষণা ঐ রূপ ক্রূরা নদীকে বৈতরণী সদৃশী অবলোকন করিতে লাগিল।

মহারাজ! চেদি, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য ও পাণ্ডব, এই সমস্ত বীরগণ কুরুসেনার বীরগণকে ফাল্গুন কর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া সহসা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই বীর পুরুষেরা কিরীটীকে শত্রু পক্ষের ভয়াবহ হইয়া বিপক্ষ সৈন্যের বীর সকলকে নিহত করিতে দেখিয়া জয় প্রতিভা-সমন্বিত হইয়া কুরু বীর যোধগণকে ত্রাসিত করিবার নিমিত্তেই আপনাদিগের জয়-সূচক শব্দ করিলেন। গাণ্ডীবধন্বা এবং জনার্দ্দনও অতি হর্ষ যুক্ত হইয়া, সিংহের মৃগযূথকে ত্রাসিত করণের ন্যায়, সেনাপতিদিগের সেনা সকলকে ত্রাসিত করত নিনাদ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন ও বাহ্লিক প্রভৃতি কৌরব পক্ষগণ দিবাকরকে কিরণজাল সংবৃত করিতে এবং অর্জ্জুনের বিস্তৃত যুগান্তকল্প ঘোর ঐন্দ্রাস্ত্র অসহ্য দেখিয়া সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। ধনঞ্জয়ও শত্রু বিমর্দ্দন পূর্ব্বক সমাপ্তকর্ম্মা হইয়া কীর্ত্তি ও যশ লাভ করত প্রভাকরের রক্তিম প্রভান্বিত সন্ধিগত নিশা দেখিয়া নরেন্দ্র ও সোদর গণের সহিত নিশামুখে শিবিরে গমন করিলেন। তদনন্তর সেই রজনীমুখ সময়ে কুরুদিগের ঘোরতম তুমুল শব্দ উঠিল যে, অদ্য অর্জ্জুন রণে অযুত রথ নিহত করিয়া সপ্ত শত গজ সংহার করিয়াছেন। এবং প্রাচ্য, সৌবীর ক্ষুদ্র ও মালব দেশীয়গণ সমুদায়কে নিপাতিত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় আজি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অপর কাহারো সাধ্য নহে। হে ভারত রাজ! অম্বষ্ঠপতি শ্রুতায়ু, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, দ্রোণ, কৃপ, সিন্ধুপতি, বাহ্লিক, ভূরিশ্রবা, শল্য, শল ও অন্যান্য শত শত যোধগণ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেও, উহাদিগকে মহারথী এক অর্জ্জুনই ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব বাহু বীর্য্য দ্বারা রণ মধ্যে পরাজিত করিয়াছেন, এই কথা বলাবলি করিতে করিতে আপনকার পক্ষ গণ স্ব স্ব শিবিরে গমন করিল। কুরু সৈন্যের সমুদায় যোধগণই ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়া সহস্র সহস্র উল্কা ও প্রজ্জলিত প্রদীপের আলোকে অবলোকন পূর্ব্বক শিবিরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় দিবস যুদ্ধ ও ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহাত্মা ভীষ্ম জাতক্রোধ ছিলেন; তিনি, রাত্রি প্রভাতা হইলে সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ ভারতী সেনা প্রমুখে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন। দ্রোণাচার্য্য, দুর্য্যোধন, বাহ্লিক, দুর্ম্মর্ষণ, চিত্রসেন, মহাবল জয়দ্রথ ও অন্যান্য নৃপগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার সহিত গমন করিলেন। যে প্রকার দেবরাজ দেবগণের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তিনি বীর্য্যবন্ত তেজস্বী মহৎ মহৎ প্রধান রাজগণ মধ্যে বিরাজমান হইলেন। সেই সমূহ সৈন্য মধ্যে মহাগজ সকলের স্কন্ধ-বিন্যস্ত রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও পাণ্ডুর বর্ণ মহাপতাকা সকল দোধূয়মান হইয়া দীপ্যমান হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্য মহারথ ভীষ্ম ও বারণ বাজি গণ দ্বারা প্রাবৃট্ কালীন মেঘ সংযুক্ত আকাশের ন্যায় ও বিদ্যুৎ সমন্বিত জলদপটলীর সমান প্রতিভাত হইতে থাকিল। তদনন্তর শান্তনুনন্দনের অভিরক্ষিতা কুরু সেনা সহসা অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিমুখী হইয়া ভীষণ নদী বেগের ন্যায় গমন করিতে লাগিল।

কপিরাজকেতু নর-প্রধান মহাবীর মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যাল অর্থাৎ গজ প্রভৃতি নানাবিধ গূঢ় সার বিশিষ্ট, গজ অশ্ব পদাতি রথ সমূহ স্বরূপ পক্ষ সংযুক্ত সেই

ব্যালব্যূহকে দূর হইতে মহামেঘ সদৃশ অবলোকন করিলেন। তিনি স্বপক্ষ সেনায় পরিবৃত হইয়া অগ্রে অগ্রে শ্বেত বাজি সংযোজিত কপিধ্বজ রথারোহণে সমস্ত শত্রু সেনার প্রতি অভিগমন করিলেন। আপনকার পুত্রগণের সহিত সমস্ত কৌরবেরা অর্জ্জুনের সোপকরণ ও উত্তম বন্ধুর ঈশা সম্পন্ন রথ এবং তাঁহার সারথি কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। পাণ্ডবদিগের যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল, তাহার উভয় কর্ণ প্রদেশে চারি সহস্র করিয়া গজ ছিল। এতাদৃশ ব্যালব্যূহ লোক বিখ্যাত মহারথ কিরীটী উদ্যতায়ুধ হইয়া সৈন্য প্রকর্ষণ করত রক্ষা করিতেছিলেন। ভবৎ পক্ষীয় সকলে সেই ব্যূহশ্রেষ্ঠ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিবসে যে প্রকার ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা যে প্রকার পূর্ব্বে কখন পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই, এই ব্যূহও সেই প্রকার মনুষ্য দিগের কখন দৃষ্টপূর্ব্ব বা শ্রুতপূর্ব্ব হয় নাই।

তদনন্তর রণ স্থলে সমুদায় সৈন্য মধ্যেই সহস্র সহস্র ভেরী মহাবেগে সমাহত হওয়াতে মহাশব্দ উৎপন্ন এবং শঙ্খ ধ্বনি, তূর্য্য রব ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। তৎপরে ক্ষণ কাল মধ্যে বীরগণের সশর শরাসনের বিস্ফারণে উৎপন্ন মহারব এবং শঙ্খ ধ্বনিতে ভেরী পণবাদির শব্দ অন্তর্হিত হইল। সেই শঙ্খ ধ্বনি বিশিষ্ট অন্তরীক্ষ, উদ্ধূত ধূলি জালে সমাবৃত হওয়াতে বীরগণ মহা চন্দ্রাতপ-বিস্তীর্ণ-প্রায় আকাশ মণ্ডল অবলোকন করিয়া সহসা আপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর সারথি, অশ্ব, রথ ও ধ্বজের সহিত রথী রথী দ্বারা, গজ গজ দ্বারা এবং পদাতি পদাতি দ্বারা সমাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। আবর্ত্তমান উত্তম উত্তম অশ্বারোহিবৃন্দ আবর্ত্তমান সদশ্বারোহিবৃন্দ কর্ত্তৃক প্রাস ও খড়্গ দ্বারা সমাহত হওয়াতে অদ্ভুত-দর্শন ভীষণমূর্ত্তি হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। সুবর্ণ-নক্ষত্রবৃন্দে বিভূষিত সূর্য্যপ্রভাব চর্ম্ম সকল পরশ্বধ, প্রাস ও খড়্গের আঘাতে বিদার্য্যমাণ হইয়া রণ ক্ষেত্রে নিপাতিত হইতে থাকিল। অনেক রথি সারথির সহিত, গজ গণ কর্ত্তৃক দন্ত ও শুণ্ড দ্বারা পীড়িত এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল রথি-প্রধান দিগের বাণ সমূহে নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অনেক সাদী ও পদাতি, গজ সমূহের বেগোদ্ধতিতে বিষণ্ণ ও গজগণের গাত্রের পূর্ব্ব ও অপর ভাগ ও দন্তের আঘাতে তাড়িত হইয়া বহুধা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; মনুষ্যেরা তাহা শুনিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এই প্রকারে যখন সাদী ও পদাতি গণ অত্যন্ত ক্ষয় পাইতেছিল এবং নাগ, অশ্ব ও রথী সকল ভয়জনিত ত্বরান্বিত হইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে মহারথী গণে পরিবার্য্যমাণ ভীষ্ম, কপিরাজ-কেতু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন। বিশাল তাল পরিমিত উচ্ছ্রিত তালকেতু শান্তনু-পুত্র, অর্জ্জুনের রথ উত্তম ঘোটকের বেগে অদ্ভুত বীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার মহাস্ত্র বেগে অশনি সম প্রভা প্রকাশ পাইতেছে, দেখিয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই ইন্দ্র-পুত্র ইন্দ্রকল্প অর্জ্জুনের সম্মুখে কৃপ, শল্য, বিবিংশতি, দুর্য্যোধন ও সোমদত্ত-তনয়, ইহাঁরা দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে করিয়া গমন করিলেন। তদনন্তর কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম পরিধায়ী শৌর্য্য-সম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্রে পারদর্শী অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু রথ সৈন্যমুখ হইতে অপগত হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সকলের সমীপে যুদ্ধার্থ সমাগত হইলেন। অসহ্যকর্ম্মা অভিমন্যু, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সেই সমুদায় মহাবলদিগের মহাস্ত্র সকল বিশেষ রূপে নিহত করিয়া মহামন্ত্রাহুত-শিখামালী বেদিগত ভগবান্ অগ্নির ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তৎ পরে অদীনসত্ত্ব ভীষ্ম, সমরে শত্রুদিগের রুধিরোদ ফেনা নদী সৃষ্টি করিয়া ত্বরা সহকারে অভিমন্যুকে অতিক্রম করত মহারথ পার্থের সমীপে গমন করত তাঁহার উপর শর জাল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসহ্য-

।। কপিরাজ-কেতন মহাত্মা কিরীটমালী, হাস্য-

পূর্ব্বক অদ্ভুত দর্শন গাণ্ডীব-মহানির্ঘোষ সহকারে শর জাল দ্বারা সর্ব্ব ধনুর্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্মের মহাস্ত্র জাল বিনাশ করিয়া ফেলিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার উপর সুতীক্ষ্ন বিমল ভল্ল শর পুঞ্জ বর্ষণ করিলেন। তাবকীন পক্ষীয় সকলে, যে প্রকার দিবাকর দ্বারা তম অভিভূত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুনের সেই মহাস্ত্র জাল অন্তরীক্ষে ভীষ্মাস্ত্র দ্বারা আহত ও বিশীর্ণ অবলোকন করিলেন। কৌরব, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য লোক সকল, প্রধান সৎপুরুষ ভীষ্ম ও ধনঞ্জয়ের ঐ প্রকার প্রবল কার্ম্মুক ভীম নিনাদ সহকারে দ্বৈরথ যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলেন

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শল্য, চিত্রসেন ও সাংযমনির পুত্র, অভিমন্যুর সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। জন সকল সেই এক তেজস্বী বালককে পঞ্চ মনুজ ব্যাঘ্রের নিকট যেন এক সিংহ শিশু দেখিতে লাগিল। কি লক্ষ্যবেধে, কি শৌর্য্যে, কি পরাক্রমে, কি অস্ত্রে, কি লাঘবে কিছুতেই কেহ অর্জ্জুন-পুত্রের সদৃশ হইল না। পার্থ, অরিন্দম আত্মজকে যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া যত্ন সহকারে সিংহনাদ করিলেন। তাবকীন পক্ষ গণ আপনকার পৌত্র অভিমন্যুকে সৈন্য পীড়ন করিতে দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই শত্রুপ্রভাব-বিনাশী অভিমন্যু অদীন ভাবে তেজ ও বল-সহকারে তাঁহাদিগের প্রতি প্রত্যুদ্গত হইলেন। তাঁহার শত্রু সহ যুদ্ধ কালীন মহৎ শরাসন আদিত্য সম প্রভা-সম্পন্ন ও লাঘব পথস্থ হইয়া কাহারও নয়ন গোচর হইল না। তিনি অশ্বত্থামাকে এক ও শল্যকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া সাংযমনির পুত্রের রথ ধ্বজ অষ্ট বাণে নিপাতিত করিলেন। সোমদত্তপুত্র, সুবর্ণ দণ্ড সংযুক্ত সর্প সদৃশী এক মহাশক্তি তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি এক শাণিত পত্রি দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শল্য শত শত মহাঘোর শর সকল তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তিনি নিবারণ করিয়া শল্যের চারি টি অশ্ব বিনষ্ট করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল্য, অশ্বত্থামা, সাংযমনির পুত্র ও শল, ইহাঁরা ভয়-জনিত ত্রস্ত হইয়া অভিমন্যুর বাহুবলে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না।

হে রাজেন্দ্র! তৎ পরে ধনুর্বেদপারদর্শী শত্রুযুদ্ধে অজেয় অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর ত্রিগর্ত্ত, মদ্র ও কেকয় দেশীয় পঞ্চ বিংশতি সহস্র যোদ্ধা আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের নিদেশানুসারে হননেচ্ছু সপুত্র অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিলেন। হে রাজন্! অমিত্রজিৎ সেনাপতি পাঞ্চাল্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেই মহারথ পিতা পুত্রকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া বহু সহস্র গজ ও রথবৃন্দ ও শত শত সহস্র সহস্র পদাতি ও সাদিগণে পরিবৃত হইয়া সেনাদিগকে আদেশ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত সেই মদ্র বাহিনী ও কেকয়গণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রথ, নাগ ও অশ্ব সঙ্কুল সেই সৈন্য, কীর্ত্তিমান্ দৃঢ়ধন্বা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রক্ষিত ও যুদ্ধার্থ চালিত হইয়া শোভমান হইল। কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন-সম্মুখে গমন করিতে দেখিয়া পাঞ্চাল কুল বর্দ্ধন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার জত্রুদেশে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি মদ্রকদিগকে শাণিত দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ত্বরা সহকারে কৃতবর্ম্মার পৃষ্ঠরক্ষককে ভল্ল দ্বারা নিহত করিলেন; তৎ পরেই মহাত্মা পৌরবের দায়াদ দমনকে বিশালাগ্রভাগ নারাচ দ্বারা হনন করিলেন। তদনন্তর সাংযমনির পুত্র যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া উহাঁর সারথিকেও দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন তদ্দ্বারা অতি বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে সৃক্কণী লেহন করত অতি তীক্ষ্ন এক ভল্লে তাঁহার ধনুক ছেদন করিলেন, এবং অতি শীঘ্র তাঁহার উপর পঞ্চবিংশতি বাণ প্রহার করিলেন; তৎ পরেই তাঁহার অশ্ব সকল ও পার্ষ্ণি রক্ষক এবং সারথিকে বধ করিলেন। হে ভারত! সাংযমনির পুত্র হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া

যশস্বী দ্রুপদের আত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সত্বর মহাভয়ানক লোহময় খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক রথস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে পদব্রজে ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে মত্ত হস্তি সদৃশ বিক্রমশীল, দীপ্যমান আদিত্য সদৃশ, কাল প্রেরিত অন্তক সমান ও শূন্য হইতে আপতিত মহা-সর্প তুল্য হইয়া খড়্গ উদ্‌ভ্রামণ করিতে করিতে মহা বেগে আসিতে দেখিতে লাগিলেন। শাণিত খড়্গ ও চর্ম্ম হস্তে ধাবমান প্রতিপক্ষ সেই সাংযমনি-পুত্র বাণ বেগের পথ অতিক্রম পূর্ব্বক রথ সমীপবর্ত্তী হই-বা মাত্র, সেনাপতি পাঞ্চাল-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া গদাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তিনি হত হইবা মাত্র তাঁহার সুপ্রভান্বিত চর্ম্ম ও খড়্গ হস্ত হইতে স্রস্ত হইল, এবং তাঁহার দেহও ভূতলে পড়িয়া গেল। ভীম-বিক্রম মহাত্মা পাঞ্চালরাজ-পুত্র তাঁহাকে গদাঘাতে বধ করিয়া পরম যশ লাভ করিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহারথ রাজ-পুত্র হত হইলে আপনকার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহা-কার হইয়া উঠিল। তদনন্তর সাংযমনি, পুত্রকে নিহত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্নের সমীপে বেগে অভিদ্রুত হইলেন, এবং কুরু ও পাণ্ডব পক্ষ সমস্ত রাজগণের সাক্ষাতে সেই রথিশ্রেষ্ঠ দুই বীর যুদ্ধে মিলিত হইলেন। প্রথমত বীর শত্রুহন্তা সাংয-মনি ক্রুদ্ধ হইয়া, তোত্র দ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন বাণে আঘাত করিলেন, এবং সভা-শোভন শল্যও ক্রুদ্ধ হইয়া শূর ধৃষ্টদ্যুম্নের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, পরে তাঁহাদিগের তুমুল হইতে লাগিল।

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেছি, কেন না পাণ্ডব সৈ-ন্যেরাই ক্রমাগত মৎপুত্রের সৈন্য বধ করিতেছে। হে বৎস! তুমি নিত্যই মদীয় পক্ষের বিনাশ ও পাণ্ডব পক্ষ দিগকে অত্যুগ্র ও হৃষ্ট বলিতেছ। তুমি এক্ষণে মৎপক্ষীয় দিগকেই পৌরুষ-হীন, পতিত, পাত্যমান ও হত বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছ। তাহারা জয় চেষ্টায় যুধ্যমান হইলেও পাণ্ডবেরা তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছে, এবং তাহারা হীন হইতেছে; অতএব হে বৎস! দুর্য্যোধন হইতে আমাকে অনবরতই দুঃসহ তীব্র বহু দুঃখের বিষয় শুনিতে হইল। সঞ্জয়! যে উপায়ে পাণ্ডবেরা হীন ও মৎপক্ষীয় গণ জয়ী হয়, তাহা দেখিতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহান্ অপনয় আপনা হইতেই হইতেছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে আপনি স্থির হইয়া গজ, বাজি, রথ ও মনুষ্য ক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মদ্রাধিপতি শল্যের বাণে ব্যথিত হইয়া ক্রুদ্ধ চিত্তে তাহাকে নয় শরে পীড়িত করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিতে লাগিলাম, তিনি ত্বরা সহকারে শল্যকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের এই যুদ্ধ মুহূর্ত্ত কাল মাত্র হইল। উভয়েই এতাদৃশ সংরব্ধ হইয়া সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে কেহ তাঁহাদিগের নিমেষ মাত্র অবকাশ দেখিতে পাইল না। হে মহারাজ! শল্য শাণিত সুপীত এক ভল্লাস্ত্রে ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনুক ছিন্ন করিলেন; তৎপরে বর্ষাকালে জলদগণের পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায় শরবর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাতে পীড়িত হইলে অমেয়াত্মা অভিমন্যু শল্যের রথ সমীপে বেগে আগমন করিলেন। পরে তিনি আর্ত্তা-য়নি শল্যের রথ সমীপে উপনীত ও কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহা দেখিয়া আপনকার পক্ষ যোধ গণ অভিমন্যুর প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া মদ্ররাজের রথ সত্বর পরিবেষ্টন করিয়া অব-স্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন, মহারথ বিকর্ণ, দুঃশা-সন, বিবিংশতি, দুর্ম্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, সত্যব্রত ও পুরুমিত্র, এই দশজন মদ্রাধিপতির রথ করিবার নিমিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরা-

ধিপ! ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, অভিমন্যু, নকুল ও সহদেব, এই দশ জন নানা বিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষের উক্ত দশ জনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনকার দুর্ম্মন্ত্রণা প্রযুক্তই উহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর বধাভিলাষে সংগ্রামে সমবেত হইলেন। আপনকার ও পর পক্ষের রথিগণ, পরস্পর বধাভিলাষী সেই দশ মহারথীর দর্শক হইলেন। তাঁহারা সিংহনাদ করত অনেক বিধ শস্ত্র বিমোচন করিয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। সকলেই জাতক্রোধ ও অমর্ষণ হইয়া পরস্পর জ্ঞাতি হনন কামনায় স্পর্দ্ধা ও সিংহনাদ সহকারে মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ত্বরা সহকারে চারি, দুর্ম্মর্ষণ বিংশতি, চিত্রসেন সপ্ত, দুর্ম্মুখ দশ, দুঃসহ সপ্ত, বিবিংশতি পঞ্চ ও দুঃশাসন তিন শাণিত বাণ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রহার করিলেন। হে রাজেন্দ্র! শত্রুতাপন পৃষতকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পঞ্চ বিংশতি বাণ প্রহার করিলেন। অভিমন্যু সত্যব্রত ও পুরুমিত্রকে দশ দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। জননীর আনন্দবর্দ্ধন নকুল ও সহদেব মাতুল শল্যকে তীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন; তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। তৎপরে শল্য রথিপ্রধান ভাগিনেয় দ্বয়ের উপর বহু বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে শল্যের শর সমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও তাহার প্রতীকার মানসে বিচলিত হইলেন না।

মহারাজ! মহাবল ভীমসেন দুর্য্যোধনকে দেখিয়া বিবাদের শেষ করিবার মানসে গদা গ্রহণ করিলেন। গদাহস্ত মহাবাহু ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় দেখিয়া আপনকার অন্যান্য পুত্র ভয়ে পলায়ন করিলেন। পরন্তু দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া মগধ দেশীয় দশ সহস্র গজ সৈন্যকে আদেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত মগধরাজকে অগ্রে করিয়া ভীমসেনের অভিমুখীন হইলেন। গদাহস্ত বৃকোদর সেই গজ সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া সিংহবৎ উচ্চ নিনাদ করত রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। তিনি কৃত-মুখ-ব্যাদান অন্তক্ সদৃশ হইয়া অদ্রিসারময়ী গুর্ব্বী মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। যে প্রকার বৃত্রহা ইন্দ্র দানবগণের রণে বিচরণ করেন, তদ্রূপ সেই বলী মহাবাহু গদা দ্বারা গজগণ হনন করত সমর স্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চিত্ত ও হৃৎকম্পকারী তাঁহার মহা তর্জ্জন গর্জ্জনে গজ সকল সংহত হইয়া অতিচেষ্টমান হইল। তদনন্তর দ্রৌপদী-পুত্রেরা, মহারথ সুভদ্রা-পুত্র, নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেনের পৃষ্ঠ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া মেঘ মণ্ডলীর গিরি নিচয়ের উপর জলধারা বর্ষণের ন্যায় গজ দলের উপর শর বর্ষণ করত ধাবিত হইলেন। অনন্তর শাণিত সুপীত ক্ষুর, ক্ষুরপ্র, ভল্ল ও অঞ্জলিকাস্ত্র দ্বারা গজযোধী দিগের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। গজযোধিগণের পতমান মস্তক, বিভূষিত বাহু ও অঙ্কুশ সহিত হস্ত সমূহে যেন প্রস্তর বর্ষণ হইতে থাকিল। গজযোধিগণ গজস্কন্ধেই ছিন্ন-মস্তক হইয়া যেন গিরিশিখরে ভগ্নশাখ তরু সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকেও বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ সকল নিপাতিত ও নিপাত্যমান করিতে দেখা গেল। মাগধ মহীপাল ঐরাবত সদৃশ এক মহা হস্তী অভিমন্যুর রথ সমীপে চালন করিলেন। বীর শত্রুহন্তা মহাবীর অভিমন্যু মগধরাজের মহাগজকে আসিতে দেখিয়া এক বাণে তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। মগধরাজ হস্তি-হীন হইলে তিনি রজতপুঙ্খ এক ভল্ল দ্বারা মগধ রাজের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। এ দিকে ভীমসেন গজ সৈন্য অবগাহন করিয়া গজ সকল মর্দ্দন করত ইন্দ্রের গিরি বিচরণের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এক এক প্রহারেই দন্তিগণ হনন করিতে লাগিলেন। রণক্ষেত্রে সেই সকল নিহত মাতঙ্গকে যেন বজ্র হত পর্ব্বতের ন্যায় অবলোকন করিতে

লাগিলাম। কোন কোন মাতঙ্গের দন্ত, কোন কোন গজের কট, কোন হস্তীর সক্থি, ও কাহার দিগের পৃষ্ঠত্রিক ভগ্ন হইল। পর্ব্বতোপম অনেক হস্তী ভয়েই বিষণ্ণ হইল। কোন দন্তিগণ সমর-বিমুখ হইয়া পলায়ন করিল। কোন কোন হস্তী ভয়োদ্বিগ্ন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ, ও কোন কোন নাগ পুরীষোৎসর্গ করিতে লাগিল। কোন কোন গিরি তুল্য গজ ভীমসেনের বিচরণ পথেই গতাসু হইল। কোন কোন নাগ চিৎকার শব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কোন কোন মহাগজ ভিন্নকুম্ভ হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পতিত শৈলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। ভীমসেন মেদ, রুধির, বসা ও মজ্জাতে সিক্তাঙ্গ হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় সমরভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি গজগণের রুধিরাক্ত গদা ধারণ করিয়া যেন পিনাকধারী রুদ্রের ন্যায় ঘোর রূপে ভয়াবহ হইলেন। গজগণ ক্রুদ্ধ ভীম কর্ত্তৃক নির্মথ্যমান ও ক্লিষ্ট হইয়া সহসা আপনকার সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে ধাবমান হইল। যেমন অমরগণ বজ্রধারী ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ অভিমন্যু প্রভৃতি, মহাধনুর্দ্ধর রথীগণ যুধ্যন্ত সেই বীরকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভীমাত্মা ভীমসেন গজ-শোণিতাক্ত গদাধারী হইয়া রণস্থলে ভ্রমণ করাতে কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সর্ব্ব দিকে গদা হস্তে ব্যায়াম করাতে তাঁহাকে নৃত্যন্ত শঙ্করের ন্যায়, এবং দারুণ ইন্দ্রের বজ্রাশনি সম রবকারী তাঁহার শত্রুঘাতিনী রৌদ্রী গুর্ব্বী গদাকে যমদণ্ড সদৃশ দেখিতে লাগিলাম। ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের পশু হনন কালে পিনাক যেমন দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কেশ মজ্জা মিশ্রিত রুধিরদিগ্ধ গদা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে প্রকার পশুপালক যষ্টি দ্বারা পশু সংঘাতকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় ভীমসেন গদা দ্বারা গজানীক তাড়িত করিতে লাগিলেন। ভবৎপক্ষীয় কুঞ্জর সকল ভীমসেনের গদা ও চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রক্ষিপ্ত বাণ সমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া স্ব পক্ষ অনীক দিগকেই মর্দ্দন করিতে করিতে প্রদ্রুত হইতে লাগিল। ভীমসেন, মহাবাত কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডলী নিরাকরণের ন্যায়, বারণ গণ নিরাকৃত করিয়া, শ্মশানস্থ শিবের ন্যায়, সমরে অবস্থিত রহিলেন।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! সেই সমস্ত গজ সৈন্য হত হইলে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, ভীমসেনকে বধ কর, বলিয়া সর্ব্ব সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন। সমর স্থলে ভৈরব রব কারী ভবৎ পক্ষ সমুদায় সৈন্য আপনকার পুত্রের শাসনানুসারে ভীমসেনের সমীপে ধাবিত হইল। ভীমসেন দেব গণেরও সুদুঃসহ, পর্ব্ব কালে সুদুষ্পার সমুদ্র সদৃশ, অনন্ত রথ পদাতি সঙ্কুল, রথ নাগ ঘোটক কলিল, শঙ্খ দুন্দুভি নিস্বন সংযুক্ত, সর্ব্বত্র ধূলি সমাকীর্ণ, অক্ষোভ্য দ্বিতীয় মহোদধির ন্যায় আপতন্ত সেই অপর্য্যন্ত সৈন্য সমূহ, বেলা ভূমির সাগর নিবারণের ন্যায়, নিবারিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ! পাণ্ডুপুত্র মহাত্মা ভীমসেনের সমরে অলৌকিক আশ্চর্য্য কর্ম্ম অবলোকন করিলাম। তিনি অশ্ব হস্তীর সহিত সেই সমস্ত সমুদীর্ণ পার্থিবগণকে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে গদা দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন। বলিপ্রবর বৃকোদর গদা দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্য নিবারিত করিয়া মেরু গিরির ন্যায় অচল রহিলেন। সেই পরম দারুণ তুমুল ভীষণ রণে ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীপুত্রগণ, অভিমন্যু ও অপরাজিত শিখণ্ডী মহাবল ভীমসেনকে ভয়প্রযুক্ত পরিত্যাগ করিয়া গেলেন না। বিভু ভীমসেন ঐ সকল বীরগণের রক্ষিত হইয়া শৈক্যায়সী মহতী গুর্ব্বী গদা লইয়া দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া আপনকার যোধগণকে বধ করিতে লাগিন; রথবৃন্দ ও বাজিবৃন্দ প্রোথিত করত যুগান্ত কালীন পাবকের ন্যায় সমরে পরিভ্রমণ করিতে

থাকিলেন ; প্রলয় কালের অন্তক তুল্য হইয়া উরুবেগে রথজাল প্রকর্ষণ করিয়া যোধগণকে হনন করিতে লাগিলেন ; যে প্রকার হস্তী নল বন ভগ্ন করে, তদ্রূপ সৈন্য মর্দ্দন করিতে থাকিলেন ; এবং আপনকার সৈন্য মধ্যে রথ সকল হইতে রথী সকল, গজ পৃষ্ঠ হইতে গজারোহী সকল, অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে সাদি সকল এবং ভূতলে পদাতি সকলকে, বায়ুবেগে রক্ষ হননের ন্যায়, গদা দ্বারা হনন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গদা তখন নাগ অশ্ব হনন করিয়া তাহাদিগের মজ্জা, বসা, মাংস ও শোণিতে প্রদিগ্ধা হইয়া মহাভয়ানক রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইতস্তত নিহত মনুষ্য, হস্তী ও সাদি সমূহে রণাঙ্গন, যমের আঘাতস্থল-সন্নিভ হইল। ভীমসেনের অরাতিঘাতিনী, ভীমা, যমদণ্ডোপমা ও ইন্দ্রের বজ্রসমপ্রভা সেই গদাকে লোক সকল, পশুঘাতী ক্রুদ্ধ রুদ্রের পিনাকের ন্যায় দেখিতে লাগিল। যে প্রকার প্রলয় কালে কৃতান্তের মহাঘোর রূপ হইয়া উঠে, সেই মহাত্মা কুন্তীপুত্রের গদা ভ্রামণ কালে তদ্রূপ মূর্ত্তি প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে মহতী সেনা পুনঃপুন বিদ্রাবিত করিতে করিতে আগত হইতে দেখিয়া সকলেই আগত যমের ন্যায় বোধ করত বিমনায়মান হইল। হে ভরত-কুলপ্রবর! তিনি গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে যখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন সেই দিকের সৈন্য সকল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

মহারাজ! কুরু পিতামহ ভীষ্ম ভীমকর্ম্মা অপরাজিত বৃকোদরকে সৈন্য সমূহ কর্ত্তৃক অপরাজিত এবং তাঁহাকে মহাগদা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করিতে ও ব্যাদিতাস্য কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে যেন গ্রাস করিতে দেখিয়া আদিত্য সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন মহৎ রথে মেঘ গম্ভীর শব্দে বর্ষণকারী পর্জ্জন্যের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেনও ভীষ্মকে ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আসিতে দেখিয়া অমর্ষ ভাবে তাঁহার প্রতি অভিমুখীন হইয়া গমন করিলেন। তখন সত্যসন্ধ শিনি বীর সাত্যকি আপনকার পুত্রের সেনাকে কম্পমানা করত দৃঢ় শরাসনে শত্রু হত্যা করিতে করিতে পিতামহ ভীষ্মের সমীপে আপতিত হইতে লাগিলেন। সুপুঙ্খ সুশাণিত শর সমূহ বপন করিতে করিতে রজত প্রভা-সম্পন্ন বাজি-যোজিত রথে সাত্যকির গমন কালে ভবৎ পক্ষ সমুদায় যোধগণ তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রাক্ষস অলম্বুষ দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ; পরন্তু তিনি অলম্বুষকে চারি বাণে বিদ্ধ করিয়া গমন করিলেন। ভবৎ পক্ষ যোধগণ, সেই বৃষ্ণিকুল বীর সাত্যকিকে কুরুপুঙ্গবদিগকে প্রাবর্ত্তিত করত অরাতিগণ মধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতে দেখিয়া, যে প্রকার মেঘ মণ্ডল পর্ব্বতে জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর শর বর্ষণ করিয়াও মধ্যাহ্ন কালীন আতপস্ত সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী সেই বরিষ্ঠ বীরকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই সকল যোধগণ মধ্যে সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা ব্যতীত কেহই অবিষণ্ণ হন নাই। তিনি স্ব পক্ষ রথিদিগকে সাত্যকি কর্ত্তৃক অপনীয়মান দেখিয়া উগ্রবেগ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সাত্যকির সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে প্রত্যুদ্‌গমন করিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬০।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তৎ পরে ভূরিশ্রবা সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, মহাগজের প্রতি তোত্র প্রহারের ন্যায়, সাত্যকিকে নয় বাণে প্রহার করিলেন। অমেয়াত্মা সাত্যকিও সকল লোকের সাক্ষাতে সন্নতপর্ব্ব বহুল শর দ্বারা কৌরব ভূরিশ্রবাকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া ভূরিশ্রবার রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। এবং মহাবল-সম্পন্ন পাণ্ডব পক্ষ সকলেও সাত্যকির রক্ষার্থে চতুর্দ্দিক্

পরিবারিত হইলেন। ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া গদা উদ্যত করত আপনকার সমুদায় পুত্ত্রদিগকে পরি-বেষ্টন-করিলেন। অনেক সহস্র রথি-সমবেত আ-পনকার পুত্ত্র নন্দক ক্রোধামর্ষ-সমন্বিত হইয়া শিলা-শাণিত কঙ্কপত্রযুক্ত তীক্ষ্ণ বিশিখ সমূহ দ্বারা মহা-বল ভীমসেনকে প্রহার করিলেন। তখন দুর্য্যো-ধনও সেই মহারণে ক্রুদ্ধ চিত্তে নয় বাণে ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অতিমহাবল মহাবাহু ভীম স্বকীয় রথবরে সমারোহণ করিয়া সারথি বিশোককে কহিলেন, সারথি! ঐ সকল মহারথ মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্ত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, আজি আমি উহাদিগকে তোমার সাক্ষাতে যমা-লয়ে প্রেরণ করিব, অতএব তুমি এই সংগ্রামে আ-মার অশ্বদিগকে সযত্ন হইয়া নিয়মিত কর। হে নরা-ধিপ! বৃকোদর, সারথিরে ইহা বলিয়া কনক ভূষিত তীক্ষ্ণ বহুল শর দ্বারা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন; তৎ পরেই নন্দকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে তিন বাণ প্রহার করিলেন। পরে দুর্য্যোধন মহাবল ভীমকে ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিয়া অন্য সুশাণিত তিন বাণে তাঁহার সারথি বিশোককে বিদ্ধ করিলেন, এবং যেন হাসিতে হাসিতে তীক্ষ্ণ তিন শরে ভীমের কার্ম্মুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ভীম তখন সারথি বিশোককে ধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধনের সু-তীক্ষ্ণ বাণে পীড়িত দেখিয়া অসহমান ও ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্ত্রের বধার্থ দিব্য ধনুক ও লোমবাহী ক্ষুরপ্র অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তিনি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া ত্বরা সহকারে ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ ও অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিয়া কালা-ন্তক সদৃশ এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ, সর্ব্বগাত্র-বিযোজিত, ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে কাতর দেখিয়া অভিমন্যু-প্রমুখ পাণ্ডব পক্ষ মহা-ভাগ মহারথগণের তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁ-হারা অব্যগ্র চিত্তে দুর্য্যোধনের মস্তকোপরি উগ্র-তেজ বাণ সকল তুমুল রূপে বর্ষণ করিতে লাগি-লেন। মহাবল ভীমসেনও ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমত তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া পরে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই শল্য-কে রুক্মপুঙ্খ পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য বাণ বিদ্ধ হইয়া রণ হইতে অপসৃত হইলেন।

মহারাজ! তৎ পরে সেনাপতি, সুষেণ, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্ম্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম, আপনকার এই চতুর্দ্দশ পুত্ত্র সমবেত ও ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া ভীমসেনের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক তাঁহার উপর বহুল বাণ বিসর্জ্জন করত তাঁহাকে দৃঢ় বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাবাহু মহাবল ভীমসেন আপনকার পুত্ত্রদিগকে তাদৃশ বাণ নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া, পশু মধ্যে বৃকের ন্যায়, সৃক্ক লেহন করত গরুড় তুল্য বেগে তাঁহাদিগের মধ্যে আপতিত হই-য়া ক্ষুরপ্র দ্বারা সেনাপতির শিরশ্ছেদ করিলেন; সহাস্য-মুখে তিন বাণে জলসন্ধকে সংহার করিয়া যমসাদনে উপনীত করিলেন; সুষেণকে বধ করিয়া মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন; উগ্রের শির স্ত্রাণের সহিত কুণ্ডল দ্বয় শোভিত চন্দ্রোপম মস্তক ভল্লাস্ত্রে ভূতলে পাতিত করিলেন; অশ্ব, কেতু ও সারথির সহিত বীরবাহুকে সপ্ততি বাণে পর লোকে প্রেরণ করিলেন; বেগশীল ভীমরথ ও ভীম, উভয় ভ্রাতা-কে যেন হাসিতে হাসিতে যম ভবনে উপস্থিত করি-লেন; এবং সুলোচনকে ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই মৃত্যু-মুখে নিঃসারিত করিলেন। তদ-ভিন্ন আপনকার যে সকল পুত্ত্র তথায় অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা তখন ভীমসেনের পরাক্রম দেখিয়া সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক আহত হইয়া দিগ্ দিগন্তর পলায়ন করিলেন।

তদনন্তর শান্তনুনন্দন সমস্ত মহারথদিগকে কহিলেন, হে মহারথগণ! উগ্রধন্বা ঐ ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহারথদিগের মধ্যে যিনি যেমন প্রধান, যেমন বীর, যেমন শূর হউন না কেন, তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে তোমরা প্রমথিত কর, বিলম্ব করিও না। ধার্ত্তরাষ্ট্র সমুদায় সৈন্য, ভীষ্ম কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া মহাবল ভীমসেনের অভিমুখে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধাবমান হইল। ভগদত্ত, গলিত-মদ কুঞ্জরারোহণে ভীমের সমীপে আপতিত হইলেন। তিনি তাঁহার সম্মুখে আপতিত হইয়াই তাঁহাকে বাণ সমূহ দ্বারা, মেঘ কর্ত্তৃক অদৃশ্য সূর্য্যের ন্যায়, অদৃশ্য করিলেন। স্ব স্ব বাহুবলের আশ্রিত অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ যুদ্ধে ভীমের শরাচ্ছাদিত হওয়া সহ্য করিতে না পারিয়া চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ দ্বারা ভগদত্ত ও তাঁহার হস্তীকে সমাবৃত করিলেন। সেই প্রাগ্জ্যোতিষ হস্তী, সেই সকল মহারথের নানাবিধ অতি তেজন শস্ত্র বর্ষণে অভিহত হইয়া রুধির-ক্লিন্ন কলেবর হওয়াতে, যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলী সূর্য্য কিরণে সংস্যূত হইয়া দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ দর্শনীয় হইল। সেই মদস্রাবী রুধিরাক্ত বারণ ভগদত্ত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্বিগুণ বেগাবলম্বনে পদভরে পৃথিবীকে কম্পমানা করত, কাল প্রেরিত কৃতান্তের ন্যায়, সেই সকল যোদ্ধাগণের প্রতি ধাবমান হইল। সমুদায় মহারথ সেই মহাগজের মহাভয়ানক রূপ দেখিয়া অসহ্য বিবেচনা করিয়া বিমনা হইলেন। রাজা ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব শর দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থলে আঘাত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ ভীমসেন রাজা ভগদত্ত কর্ত্তৃক অতিবিদ্ধ ও মূর্চ্ছিত হইয়া রথের ধ্বজ যষ্টি আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হইলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত সেই সকল যোধগণকে ভীত ও ভীমসেনকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বলবৎ নিনাদ করিয়া উঠিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর ভয়ানক রাক্ষস ঘটোৎকচ ভীমকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইল, এবং নিমেষার্দ্ধকাল পরেই ভীরুদিগের ভয়-বর্দ্ধিনী দারুণ মায়া সৃষ্টি করত স্বকৃত মায়াময় ঐরাবতে আরোহণ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক লোকের দৃষ্টি পথে আবির্ভূত হইল। তেজ, বীর্য্য, বল, মহাবেগ ও পরাক্রম বিশিষ্ট রাক্ষসগণে অধিষ্ঠিত, বহুল মদস্রাবকারী, মহাকায়, সুপ্রভান্বিত ও চতুর্দন্ত সম্পন্ন অঞ্জন, বামন ও মহাপদ্ম এই তিন দিগ্ হস্তী তাহার অনুগামী হইল। ঘটোৎকচ ভগদত্তকে তাঁহার গজের সহিত বিনাশ করিবার মানসে স্বীয় নাগ চালনা করিল। এবং অন্য তিন নাগও অতি মহাবলাক্রান্ত রাক্ষসদিগের চালিত ও অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভগদত্ত-হস্তীর চতুর্দ্দিগে ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে দন্ত দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। সেই নাগ একে অভিমন্যু প্রভৃতি মহারথগণ কর্ত্তৃক শরাহত, তাহাতে আবার দিগ্ হস্তী দিগের দন্তাহত হইয়া অতিশয় পীড্যমান হইল, সে ইন্দ্রের অশনি সম অতি মহা নিনাদ করিতে লাগিল।

হে ভারত রাজ! ভীষ্ম, সেই ভগদত্ত-গজের সুঘোর নিনাদশ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণকে কহিলেন, মহাধনুর্দ্ধর রাজা ভগদত্ত সংগ্রামে মহাকায় হিড়িম্বা-সুতের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; তিনি দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাকায়, রাজা ভগদত্তও অতি কোপন স্বভাব, ইহাঁরা দুই জন নিশ্চয়ই সমরে পরস্পরের মৃত্যু স্বরূপ। ঐ পাণ্ডবদিগের হর্ষ-সূচক মহাধ্বনি এবং ভয়ার্ত্ত ভগদত্ত নাগের অতি মহান্ আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতেছে; অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, চল আমরা রাজা ভগদত্তকে রক্ষা করিতে যাই; এক্ষণে তাঁহাকে রক্ষা না করিলে, তিনি শীঘ্রই সমরে প্রাণ ত্যাগ করিবেন। হে মহাবীর্য্য বিশুদ্ধাত্মা গণ! তোমরা ত্বরা কর, বিলম্ব করিও না; উহাদিগের নিদারুণ মহা রোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতেছে। হে

অক্ষয়সত্ত্ব গণ! রাজা ভগদত্ত সৎকুল-সন্তান, শূর এবং সেনাপতি; উহাঁকে পরিত্রাণ করা আমাদিগের নিতান্ত উচিত।

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া দ্রোণ-প্রমুখ সমুদায় রাজগণ ভগদত্তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ত্বরমাণ হইয়া অতিবেগে ভগদত্তের সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেই বিপক্ষদিগকে প্রযাত দেখিয়া তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। প্রতাপবান্ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সেই সকল সৈন্য অবলোকন করিয়া অতি মহা নিনাদ করত নভোমণ্ডল অনুনাদিত করিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার নিনাদ শুনিয়া এবং সেই দিগ্‌হস্তীদিগকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যকে পুনর্ব্বার বলিলেন, দুরাত্মা ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে আমার রুচি হয় না। ঐ দুরাত্মা সংপ্রতি উত্তম সহায় সম্পন্ন ও বল বীর্য্য সমন্বিত হইয়াছে। ও স্বভাবতই লব্ধ-লক্ষ এবং প্রহারে সমর্থ; এক্ষণে উহাকে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবেন না; বিশেষত আমাদিগের বাহন গণ এক্ষণে শ্রান্ত হইয়াছে; আমরাও পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অদ্য সমস্ত দিবস ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। এক্ষণে পাণ্ডবেরা জয়ী হইয়াছে, উহাদিগের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অতএব অদ্য সেনাগণের অবহার করিতে ঘোষণা কর, পর দিন বিপক্ষ সহ সংগ্রাম করা যাইবে।

ঘটোৎকচ ভয়ে পরিপীড়িত কৌরবগণ পিতামহের ঐ বাক্য শুনিয়া রাত্রি উপস্থিত এই এক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক হর্ষ প্রকাশ করত সৈন্যদিগকে অবহার করিতে ঘোষণা করিলেন। কৌরবগণ নিবৃত্ত হইলে লব্ধ-জয় পাণ্ডবেরা শঙ্খ-বেণু-স্বন সহকারে সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। হে ভারত-প্রবর! সেই দিবস কুরুদিগের সহিত ঘটোৎকচ-পুরোবর্ত্তী পাণ্ডবদিগের এই রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। কৌরবেরা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং লজ্জান্বিত চিত্তে সত্বর হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ মহারথ পাণ্ডবেরা ভীমসেন ও ঘটোৎকচকে প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদিগকে অগ্রে অগ্রে লইয়া সুস্থান্তঃকরণে শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরমাহ্লাদিত হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের মর্ম্ম-ভেদক তূর্য্য ও শঙ্খ স্বন মিশ্রিত বিবিধ নিনাদ সহকারে সিংহনাদ করত মেদিনী কম্পমানা করিয়া নিশা কালে শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবধ প্রযুক্ত দীন মনে বাস্প-শোক-সমাকুল হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিলেন। তদনন্তর শিবির-বিহিত যথাবিধি কার্য্য বিধানানন্তর ভ্রাতৃ শোকে কর্ষিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ দিবস যুদ্ধ ও একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাণ্ডু-কুমারদিগের দেব দুঃসাধ্য কর্ম্ম শুনিয়া আমার অতি মহাভয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে। হে সঞ্জয়! পুত্রদিগের সর্ব্ব প্রকারে পরাভব শুনিয়া ইহার পর কি রূপ হইবে এই মহতী চিন্তা আমার চিত্তকে ব্যাকুল করিতেছে। হে সঞ্জয়! যে সমস্ত ব্যাপার দৈবাধীন দেখিতেছি, ইহাতে নিশ্চয়ই বিদুরের বাক্য আমাকে অনুতাপিত করিবে; কেন না পাণ্ডব-সৈন্যের যোদ্ধাগণ, যোধসত্তম অস্ত্রজ্ঞ শূর ভীষ্ম প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতেছে। হে বৎস! মহাত্মা মহাবল পাণ্ডবেরা কি হেতু অবধ্য হইল? যখন তাহারা আকাশগত তারাগণের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে কেহ বর দিয়া থাকিবেক অথবা তাহারা কোন মন্ত্র অবগত থাকিবেক। পাণ্ডবেরা যে পুনঃ পুন সৈন্য বিনাশ করিতেছে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না। পরম দারুণ দণ্ড, দৈব কর্ত্তৃক আমার প্রতিই পতিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা যে কারণে অবধ্য

এবং আমার পুত্রেরা যে কারণে বধ্য, তাহা তুমি যথা তত্ত্বানুসারে আমাকে বল। আমি, মনুষ্যের ভুজ দ্বয়ে মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবার ন্যায়, কোন প্রকারে এই দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না। আমি নিশ্চয়ই পুত্রদিগের সুদারুণ ব্যসন উপস্থিত মনে করিতেছি। ভীম আমার সমুদায় পুত্রকেই সংহার করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। হে সঞ্জয়! আমি এমত বীর কাহা-কেও দেখিতেছি না, যে, সংগ্রামে আমার পুত্র-দিগকে রক্ষা করিতে পারে; অতএব আমার পুত্র-দিগের নিঃসংশয়ই বিনাশ হইবে। হে সঞ্জয়! আমি তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাণ্ডবদিগের জয় ও আমার পুত্রদিগের বিনাশ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত কারণ কি, তাহা তুমি আমার নিকট যথাতত্ত্ব ক্রমে বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর, এবং দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শকুনি, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ, এই সকল মহাবল মহাধনুর্ধরগণ, স্ব পক্ষেরা রণ-বিমুখ হইলে কি করিলেন? এবং আমার পুত্রেরা বিমুখ হইলে, তৎ কালে সেই মহাত্মাদিগের কি নিশ্চয় হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবধারণ কর। পাণ্ডবেরা কোন মন্ত্র-প্রয়োগও করেন না, তথাবিধ মায়া কার্য্যও কিছু জানেন না, এবং কোন বিভীষিকাও সৃষ্টি করেন না। তাঁহারা শক্তিমন্ত, যথা ন্যায়ে যুদ্ধই করিয়া থাকেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা সর্ব্বদাই মহৎ যশ কামনায় ধর্ম্ম দ্বারাই জীবিকাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সেই মহাবল শীল পরম শ্রীযুক্ত পাণ্ডু-নন্দনেরা স্ব ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়; এই হেতু তাঁহারা রণে অবধ্য ও জয়ী হইয়াছেন আর আপনকার পুত্রেরা দুরাত্মা, নিষ্ঠুর, হীনকর্ম্মা এবং সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে অভিরত, এই হেতু তাঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইতেছেন। তাঁহারা পাণ্ডবদিগের প্রতি নীচ লোকদিগের ন্যায় অনেক নৃশংস কর্ম্ম, আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাণ্ডবেরা আপনকার পুত্রদিগের অনুষ্ঠিত সেই সমস্ত নৃশংস কর্ম্ম উপেক্ষা করিতেন, এবং গোপন করিয়া রাখিতেন। হে নরা-ধিপ! আপনকার পুত্রেরা তাঁহাদিগকে যে অবমা-নিত করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই সতত কৃত পাপ কর্ম্মের মহাকাল ফল সদৃশ সুদারুণ ফল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি সুহৃদ্ ও পুত্রগণের সহিত ভোগ করুন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আপনাকে নিবারিত করিলেও আপনি বুঝিতে পা-রেন নাই। আমিও আপনাকে যথার্থ হিত বাক্য দ্বারা নিবারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু মন্দ ব্যক্তি যেমন পথ্য ও ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ আপনি আমার সেই হিত বাক্য গ্রহণ করেন নাই, পুত্রদিগের মতাবলম্বী হইয়াই পাণ্ডবদিগকে পরাজিত মনে করিয়াছিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে পাণ্ডবদিগের জয়ের প্রতি প্রকৃত কারণ যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা পুনর্ব্বার আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই বিষয় দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দুর্য্যোধনকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট বলিতেছি। হে জনাধিপ! নিশাকালে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অতিমহারথ সমুদায় ভ্রাতাকে রণে পরাস্ত দেখিয়া শোকাকুল চিত্তে মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ সমীপে গমন পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, পিতামহ! আপনি, বীর্য্যবান্ দ্রোণ, শল্য, কৃপ, অশ্বত্থামা, হার্দ্দিক্য কৃতবর্ম্মা, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, আপনারা সকলেই মহারথ ও সৎ-কুল সম্ভূত এবং যুদ্ধে তনুত্যাগে ও কৃতোৎসাহ বলিয়া বিখ্যাত; আমার মতে ত্রিলোক মধ্যে আপ-নাদিগের তুল্য যোদ্ধা কেহ নাই, সমস্ত পাণ্ডব পক্ষ যোদ্ধাও আপনাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না; ইহাতে আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে যে,

পাণ্ডবেরা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া পদে পদে জয়-যুক্ত হইতেছে; যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা জয় লাভ করিতেছে, তাহা আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কৌরব রাজ! আমি যাহা তোমাকে বলি, তাহা শ্রবণ কর; আমি বহুবার তোমাকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। এখনও বলিতেছি, তুমি পাণ্ডব-দিগের সহিত সন্ধি কর; আমার মতে সন্ধি করাই তোমার এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল জনক। তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ভ্রাতা-গণের সহিত সুখী হইয়া সকল সুহৃদ্ ও বান্ধব-গণকে আনন্দিত করত এই পৃথিবী উপভোগ কর। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিয়াছিলে; আমি তোমাকে মুক্তকণ্ঠে নিবারণ করিলেও যে তুমি তাহা শুন নাই, তাহারই ফল এক্ষণে লক্ষ হইতেছে। হে মহারাজ! সেই অক্লিষ্ট-কর্ম্মা পাণ্ডবেরা যে অবধ্য, তাহার কারণ কীর্ত্তন করি-তেছি শ্রবণ কর। কৃষ্ণ-রক্ষিত পাণ্ডবদিগকে যে কেহ রণে পরাজিত করে, এতাদৃশ প্রাণী লোক মধ্যে কেহ নাই, পূর্ব্বেও হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। হে বৎস ধর্ম্মজ্ঞ! ভাবিতাত্মা মুনিগণ পুরাণগীত যে কথা আমাকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক তোমার সকাশে কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে সমস্ত ঋষি ও দেবগণ গন্ধমা-দন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে সমুপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সমাসীন প্রজাপতি অন্তরীক্ষে দীপ্তি সম্পন্ন উজ্জ্বল এক উত্তম বিমান দেখিতে পাইলেন। তিনি চিন্তা করিয়া তত্রস্থ পর-মেশ্বরকে জানিতে পারিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গাত্রো-ত্থান পূর্ব্বক সংযত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি-লেন। ঋষি ও দেবগণ সকলেই সেই মহাদ্ভুত ব্যাঁ-পার ও ব্রহ্মাকে উত্থিত দেখিয়া প্রাঞ্জলি ও দণ্ডায়-মান হইলেন। জগদ্বিধাতা পরম ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর ব্রহ্মা সেই পর দেবকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেব! তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিশ্বেশ, বিশ্বক্‌সেন, বিশ্বকর্ম্মা, নিয়ন্তা, বিশ্বেশ্বর, বাসুদেব এবং যোগাত্মা, অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মহাদেব! তুমি জয় যুক্ত হও—তোমার স্বাভাবিক নিত্য উৎ-কর্ষ আবিষ্কার কর। হে লোক হিতরত! তুমি জয় যুক্ত হও। হে বিভু যোগীশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে যোগ পরাবর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে পদ্ম-নাভ! হে বিশালাক্ষ! হে লোকেশ্বরের ঈশ্বর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমানের নাথ! হে সৌম্য! হে আত্মজাত্মজ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে অসংখ্যেয় গুণাধার! হে সর্ব্ব পরায়ণ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে নারায়ণ! হে অসীম মহিম! হে শার্ঙ্গ ধনুর্দ্ধর! তুমি জয় যুক্ত হও। হে সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন! হে বিশ্বমূর্ত্তি! হে নিরাময়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে বিশ্বেশ্বর! হে মহাবাহু! হে লোক-হিতৈষিন্! তুমি জয় যুক্ত হও। হে মহানাগ! হে বরাহ মূর্ত্তি! হে আদি কারণ! হে পিঙ্গল কেশ! হে বিভু! হে পীতবাস! হে দিগীশ্বর! হে বিশ্ববাস! হে অমিত! হে অব্যয়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে ব্যক্ত! হে অব্যক্ত! হে অমিতাধার! হে নিয়তেন্দ্রিয়! হে সৎ-ক্রিয়! হে অসংখ্যেয়! হে আত্ম-ভাবজ্ঞ! হে গম্ভীর! হে কামদ! তুমি জয় যুক্ত হও। হে অনন্ত! হে বিদিত! হে ব্রহ্মন্! হে নিত্য! হে ভুতপ্রভাবন! হে কৃতকার্য্য! হে কৃতপ্রজ্ঞ! হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে জয়পরাজয় বিহীন! হে গুহ্যাত্মন্! হে সর্ব্বযোগাত্মন্! হে স্ফুট-সম্ভূত সম্ভব! হে ভূতাত্মতত্ত্ব! হে লোকেশ! হে ভূত-বিভাবন! তুমি জয় যুক্ত হও। হে আত্মযোনে! হে মহাভাগ! হে কল্প সংক্ষেপ তৎপর! হে মনো-ভাবোদ্ভাবন! হে ব্রাহ্মণ প্রিয়! তুমি জয় যুক্ত হও। হে নৈসর্গিক সৃষ্টি নিরত! হে কামেশ! হে পরমে-শ্বর! হে অমৃতোৎপাদক! হে সদ্ভাব! হে মুক্তা-ত্মন্! হে বিজয়প্রদ! হে প্রজাপতি পতি! হে দেব!

হে পদ্মনাভ! হে মহাবল! হে আত্মভূত! হে মহাভূত! হে কর্ম্মাত্মন্! হে সর্ব্বপ্রদ! তুমি জয় যুক্ত হও। ধরাদেবী তোমার চরণ দ্বয়, দিক্ সমস্ত তোমার বাহু, অন্তরীক্ষ তোমার মস্তক, আমি তোমার মূর্ত্তি, দেবতা সকল তোমার কায়, চন্দ্র সূর্য্য তোমার চক্ষু, সংকল্প ও ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মূল সত্য তোমার বল। অগ্নি তোমার তেজ, বায়ু তোমার শ্বাস, জল তোমার স্বেদ, অশ্বিনী-কুমার দ্বয় তোমার কর্ণ দ্বয়, সরস্বতী দেবী তোমার জিহ্বা, বেদ তোমার সংস্কারনিষ্ঠ এবং এই সমস্ত জগৎ তোমাতে আশ্রিত হইয়া আছে। হে যোগেশ! হে যোগীশ! আমরা তোমার সংখ্যা, কি পরিমাণ, কি তেজ, কি পরাক্রম, কি বল, কি আবির্ভাব, কিছুই জানিতে পারি না। হে বিষ্ণো! হে দেব! তুমি মহেশ্বর ও পরমেশ, তোমার প্রতি ভক্তি-নিরত ও তোমার আশ্রিত হইয়া আমরা সর্ব্বদা নিয়ম-পূর্ব্বক তোমার পূজা করিয়া থাকি। হে পদ্মনাভ! হে বিশালাক্ষ! হে কৃষ্ণ! হে দুঃখ-প্রণাশন! ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, পিশাচ, মানুষ, মৃগ, পক্ষী ও সরীসৃপগণকে তোমার প্রসাদে বিশ্ব মধ্যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি। হে দেবেশ! তুমি সকল প্রাণীর গতি, তুমি সকল প্রাণীর নেতা, তুমিই জগতের আদি; দেবতারা চিরকাল তোমারই প্রসাদে সুখী হইয়া থাকেন। পৃথিবী তোমার প্রসাদে সদা নির্ভীকা হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত, হে বিশালাক্ষ! তুমি যদুবংশবর্দ্ধন হও। হে বিভু! তুমি ধর্ম্ম সংস্থাপন, দৈত্য বধ ও বিশ্ব ধারণ নিমিত্ত আমার নিবেদিত এই কার্য্য সম্পন্ন কর। হে বাসুদেব! হে বিভু! তোমার প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য বিষয় যাথাতথ্যক্রমে উদ্গীত করিয়াছি যে তুমি স্বয়ং আত্মা দ্বারা আত্মাকে বলদেব রূপ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আত্মাকে কৃষ্ণ রূপ সৃষ্টি করিয়াছ, তৎ পরে আত্মা হইতে প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছ। যাঁহাকে লোকে অব্যয় বিষ্ণু বলিয়া জানে, সেই অনিরুদ্ধকে প্রদ্যুম্ন হইতে উৎপাদন করিয়াছ এবং প্রদ্যুম্ন আমাকে লোকধারী ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং বাসুদেবাত্মক আমি তোমা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছি, অতএব তুমি আপনাকে ভাগ ক্রমে বিভাগ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও। তুমি মর্ত্ত্য লোকে সর্ব্ব লোকের সুখ নিমিত্ত অসুর বধ নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করত লব্ধ-যশা হইয়া তত্ত্বানুসারে যোগ লাভ কর। হে অমিত বিক্রম! ভুবন মধ্যে ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ স্ব স্ব নামে বিভক্ত হইয়া তোমাকে পরমাত্মা রূপে গান করেন। হে সুবাহু! বিপ্রগণ ও যাবতীয় প্রাণী সমূহ তোমাতে অবস্থিত হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করত তোমাকে বরপ্রদ, আদিমধ্যান্ত-রহিত, অপার যোগ বিশিষ্ট ও অখিল জগতের সেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬২॥

ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস দুর্য্যোধন! তদনন্তর লোকেশ্বরের ঈশ্বর দেব দেব ভগবান্ স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে বৎস! তোমার এই অভিলষিত বিষয় আমি যোগ দ্বারা অবগত হইয়াছি, তাহা নিষ্পন্ন হইবে, ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে পরম বিস্ময়াপন্ন ও কৌতূহলপর হইয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিভো! আপনি যাঁহাকে প্রণাম করিয়া সবিনয় বরিষ্ঠ বাক্যে স্তুতি করিলেন, তিনি কে, আমাদিগের শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক ঐ রূপে অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেব-প্রবর গণ! যিনি তৎ পদ বাচ্য, যিনি উৎকৃষ্ট, যিনি এই ক্ষণে বর্ত্তমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, যিনি ভূতমাত্রের আত্মা ও প্রভু; যিনি পরম পদ ব্রহ্ম; তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিলেন, আমিও সেই জগৎপতির নিকট জগতের প্রতি অনুগ্রহ

নিমিত্ত এইরূপ প্রার্থনা করিলাম যে হে প্রভু! তুমি বসুদেবের আত্মজ রূপে মানব জন্ম গ্রহণ কর, অসুরগণের বধ নিমিত্ত মহীতলে অবতীর্ণ হও। যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসেরা সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল, সেই ঘোররূপ মহাবল গণ মর্ত্য লোকে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে ভগবন্! তাহাদিগের বধ নিমিত্ত তুমি বলবান্ রূপে নরের সহিত মানুষ জন্ম অবলম্বন করিয়া ভূতলে বিচরণ কর। ঋষিসত্তম পুরাণ পুরুষ নর ও নারায়ণকে সমস্ত অমরগণ যত্নপর হইলেও রণে জয় করিতে পারেন না। সেই অমিত দ্যুতি নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে মূঢ়েরা তাঁহাদিগকে জানিতে পারিবে না। আমি যাঁহার আত্মজ হইয়া সমস্ত জগতের পতি হইয়াছি, সেই সর্ব্ব লোক মহেশ্বর বাসুদেব তোমাদিগের সকলের অর্চ্চনীয়। হে সুরসত্তমগণ! সেই মহাবীর্য্য শঙ্খ চক্র গদাধারীকে মনুষ্য বলিয়া কদাচিৎ অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। তিনি পরম গুহ্য, পরম পদ, পরম ব্রহ্ম, পরম যশ, অব্যক্ত ও শাশ্বত; তাঁহাকেই পুরুষ বলিয়া সকলে জ্ঞান করে ও গান করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকেই পরম তেজ, পরম সুখ ও পরম সত্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই অমিত-বিক্রম প্রভু বাসুদেবকে ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণের, সমুদায় অসুরগণের বা অন্য কাহারো মানুষ বলিয়া অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি সেই হৃষীকেশকে মানুষ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা পুরুষাধম বলেন। যে, সেই মহাত্মা যোগীকে মানুষ শরীরে প্রবিষ্ট বলিয়া অবমানিত করে, লোকে তাহাকে পাপী বলিয়া থাকে। সেই চরাচরের আত্মা শ্রীবৎসাঙ্ক সুবর্চ্চা পদ্মনাভকে যে জানিতে না পারে, তাহাকে লোকে পাপী বলিয়া কীর্ত্তন করে। কেহ সেই কিরীট কৌস্তুভধারী, মিত্রগণের অভয়প্রদ মহাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে ঘোর পাপে মগ্ন হয়। হে সুরপ্রবরগণ! সমস্ত লোক সেই ত্রিলোক মহেশ্বর বাসুদেবকে এই রূপ জানিয়া নমস্কার করিবে। ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্ব কালে ঋষি ও দেবগণকে ইহা বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে স্বকীয়ালয়ে গমন করিলেন। তদনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মুনিগণ ব্রহ্মার সকাশে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হে বৎস দুর্য্যোধন! বাসুদেবের এই রূপ পুরাতন কথা আমি পূজিতাত্মা ঋষিগণ সকাশে শ্রবণ করিয়াছি। হে শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ! জামদগ্ন্য রাম, ধীমান্ মার্কণ্ডেয়, ব্যাস ও নারদের নিকটেও এই কথা শুনিয়াছি।

হে বৎস দুর্য্যোধন! সকল জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার আত্মজ, সেই বিভু লোকেশ্বর অব্যয় মহাত্মা বাসুদেবের এই বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিয়া শুনিয়া কোন্ মানবেরা তাঁহাকে যজনার্চ্চন না করিবে? পূর্ব্বে তোমাকে ভাবিতাত্মা মুনি গণ নিবারণ করিয়াছিলেন, অতএব তুমি ধনুর্দ্ধর বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে আর গমন করিও না। তুমি যে মোহ প্রযুক্ত প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেছ না, ইহাতে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছি এবং তোমার মন তমোবৃত বোধ করিতেছি; কেন না তুমি গোবিন্দ, পাণ্ডব ও ধনঞ্জয়ের দ্বেষ করিতেছ। অন্য কোন্ মনুষ্য নর নারায়ণ ঋষির প্রতি দ্বেষ করিতে পারে? তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত, অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, ধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া অবগত হইবে। উনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন, উনি চরাচরের গুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা, সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। হে রাজন্! উনি সত্ত্বগুণময়; তম ও রজগুণ উহাঁতে নাই। যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম; যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষেই জয়। উহাঁর আত্মময় যোগ মাহাত্ম্য যোগে পাণ্ডবদিগকে ধারণ করিয়া আছে, অতএব পাণ্ডবদিগেরই জয় হইবেক। যিনি পাণ্ডবদিগকে শ্রেয়সী বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রদান করেন, তিনি রণে তাঁহাদিগকে বল প্রদান ও ভয় হইতে রক্ষা করিয়াও

থাকেন। হে ভারত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার কারণ এই আমি কহিলাম। যিনি পাণ্ডবদিগের সহায় ও বসুদেবের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি সর্ব্ব ভূতময়, শাশ্বত দেব ও মঙ্গল সম্পন্ন। সুলক্ষণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা স্ব স্ব কর্ম্ম দ্বারা নিয়ত সমাহিত হইয়া তাঁহার সেবা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সঙ্কর্ষণ বলদেব দ্বাপর যুগ শেষে কলি যুগের প্রথমে শাত্বতবিধি অবলম্বন পূর্ব্বক যাঁহার গান করেন, সেই বিশ্বকর্ম্মা বাসুদেব যুগে যুগে দেব লোক, মর্ত্ত্য লোক, মর্ত্ত্যগণের আবাস স্থল এবং সমুদ্র কক্ষান্তরিত পুরী সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৩

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! সর্ব্ব লোক মধ্যে যে বাসুদেব মহাপ্রাণী বলিয়া কথিত হন, তাঁহার আবির্ভাব ও অবস্থিতি জানিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতপ্রবর! বাসুদেব মহৎ সত্ত্ব ও সমস্ত দেবতার দেবতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও দেখা যায় না। মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার অদ্ভুত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সমুদায় ভূতের আত্মা মহাত্মা সেই অব্যয় পুরুষ জল, বায়ু, তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গম, সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব লোকেশ্বর সেই মহাত্মা প্রভু পুরুষোত্তম দেব জলে শয়ন করিয়া পৃথিবী সৃষ্টি করেন। সেই সর্ব্ব তেজোময় দেব যোগাবলম্বনে জলশায়ী হইয়া থাকেন। সেই মহামনা বাসুদেব মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ু, বাণী ও বেদ সকল সৃষ্টি করেন। এই রূপে তিনি আদি কালে দেবগণ, ঋষিগণ, এবং প্রজাদিগের উৎপত্তি, মৃত্যু, মৃত্যুর উপায় ও মৃত্যুর প্রযোজক যম সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনিই ধর্ম্ম, ধর্ম্মাত্মা, বরপ্রদ ও সর্ব্ব কামদাতা; তিনিই কর্ত্তা ও কার্য্য; তিনিই স্বয়ং আদি দেব ও প্রভু। সেই জনার্দ্দনই পূর্ব্বে ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান এই তিন কাল, উভয় সন্ধ্যা, দিক্, আকাশ ও নিয়ম সৃষ্টি করেন। সেই অব্যয় বরদ প্রভু গোবিন্দ ঋষি গণ, তপস্যা ও বিধাতা প্রজাপতিকে সৃষ্টি করেন এবং সকল প্রাণীগণের অপরাজেয় বলদেবকে উৎপন্ন করেন। যাঁহাকে অনন্ত বলিয়া লোকে জানে, যিনি সমস্ত প্রাণী ও ধরাধর সহ এই ধরা ধারণ করিয়া থাকেন, সেই শেষ নাগকে প্রাদুর্ভূত করেন। মহাতেজা বিপ্রগণ সেই বাসুদেবকে ধ্যান যোগে জানিতে পারেন। সেই পুরুষোত্তম কর্ণ-সম্ভূত, মহাতেজস্বী, উগ্র, উগ্রকর্ম্মা, উগ্র ধীসম্পন্ন, বিরিঞ্চি-বধোদ্যত মধু নামক অসুরকে বিনাশ করেন। তিনি সেই মধু নামক অসুরের বধ সাধন করাতে দেব, দানব, মনুষ্য ও ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলিয়া থাকেন। তিনিই বরাহ, সিংহ, ত্রিবিক্রম-গতি ও সকলের প্রভু। সেই হরিই সকলের মাতা ও পিতা। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, আর কেহ হয় নাই ও হইবেক না। তিনি মুখ হইতে বিপ্র, বাহু দ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য ও পাদ দ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্টি করেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তপোনিরত হইয়া পরিচর্য্যা করিলে সর্ব্ব দেহীর বিধাতা সেই যোগাত্মা কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই কেশব পরম তেজ ও সমস্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের পতি। মুনি গণ তাঁহাকে হৃষীকেশ বলিয়া থাকেন। তাঁহাকেই আচার্য্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জানিবে। সেই কৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার অক্ষয় লোক সকল লব্ধ হয়। যে মানব ভয়াপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি মঙ্গল সম্পন্ন ও সুখী হন। যে মানবেরা কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন, তাঁহারা মোহ প্রাপ্ত হন না; সেই জনার্দ্দন মহাভয়-মগ্ন মনুষ্যদিগকে পরিত্রাণ করেন। হে রাজন্! যুধিষ্ঠির সেই মহাভাগ জগদীশ্বর যোগেশ্বর প্রভু কেশবকে এই রূপ জানিয়া

সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার শরণাপন্ন হই-য়াছেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ পূর্ব্ব কালে পৃথিবীতে বাসুদেবকে যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই বেদ স্বরূপ এই স্তব আমার নিকট তুমি শ্রবণ কর। নারদ ঋষি তোমাকে লোক-ভাবন ভাবজ্ঞ, সাধ্য ও দেবগণের প্রভু ও দেব দেবেশ্বর বলিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় তোমাকে যজ্ঞের যজ্ঞ, তপস্যার তপস্যা, এবং ভূত, ভবিষ্য ও বর্ত্তমান বলিয়াছেন। ভগবান্ ভৃগু তোমাকে দেবের দেব, এবং তোমার রূপকে বিষ্ণুর পুরাতন পরম রূপ বলিয়াছেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন তোমাকে ইন্দ্রের স্থাপয়িতা ও বসুগণের মধ্যে বাসুদেব এবং দেবগণের দেব দেব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অঙ্গিরা কহিয়াছেন, প্রাচীন গণ প্রজাপতিগণের সৃষ্টি কালে তোমাকে সমস্ত জগতের স্রষ্টা দক্ষ-প্রজাপতি বলিয়াছেন। অসিত দেবল বলিয়াছেন, অব্যক্ত তোমার শরীরে ও ব্যক্ত তোমার মনে অবস্থিতি করে, তুমি দেবগণের উৎপত্তি স্থান। তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধাত্মা যে সকল নরগণ, তাঁহারা তোমাকে এই রূপ জানেন যে তোমার মস্তকে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত, বাহু দ্বয়ে পৃথিবী ধৃত এবং তোমার জঠর ত্রিলোক হইয়াছে, তুমি সনাতন পুরুষ। সনৎকুমার প্রভৃতি যোগজ্ঞ ঋষিরা সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিকে চির কাল অর্চ্চন করিয়া থাকেন এবং এই বলিয়া স্তব করেন যে হে মধুসূদন! আত্ম দর্শনে পরিতৃপ্ত যে সকল ঋষি, এবং সংগ্রামে অনিবৃত্ত উদার-স্বভাব যে সকল রাজর্ষি, তাঁহাদিগের এবং সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞ প্রবরদিগের তুমিই গতি এবং তুমিই নিত্য। হে বৎস! তোমাকে কেশবের কথা সংক্ষেপ ও বিস্তার ক্রমে এই কহিলাম, তুমি সুপ্রীত হইয়া কেশবের শরণাপন্ন হও।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র এই পুণ্যাখ্যান শুনিয়া কেশব ও মহারথ পাণ্ডবদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। মহারাজ! শান্তনুপুত্র ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে বৎস! তুমি মহাত্মা কেশবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে, এবং যে নরের বিষয় তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যে নিমিত্তে নর ও নারায়ণ উভয় ঋষি মর্ত্ত্য লোকে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং যে কারণে সেই দুই বীর সংগ্রামে অপরাজিত ও পাণ্ডবেরা কাহারো কর্ত্তৃক বধ্য নহেন, তৎ সমুদায়ও তোমার শ্রুত হইল। হে রাজেন্দ্র! কৃষ্ণ সেই যশস্বী পাণ্ডবদিগের প্রতি গাঢ় প্রীতিমান্ আছেন, এই হেতু আমি বলিতেছি, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি কর। তুমি বলবান্ ভ্রাতাগণের সহিত প্রজাশাসন করত পৃথিবী উপভোগ কর। নর নারায়ণ দেবকে অবজ্ঞা করিলে ভ্রাতাগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। হে নরাধিপতে! আপনকার পিতা এই রূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, পরে তাঁহার নিকট হইতে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও মহাত্মাদিগকে প্রণাম করিয়া শিবিরে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দিব্য শয্যায় শয়ন করত সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাত্রি প্রভাতা ও দিবাকর উদিত হইলে উভয় পক্ষ সেনা যুদ্ধ যাত্রা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে একত্রিত ও পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক পরস্পর জিগীষা পরবশ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে যুদ্ধার্থ ধাবিত হইল। আপনকার দুর্মন্ত্রণা প্রযুক্তই পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পরস্পর স্ব স্ব ব্যূহ রচনা করিয়া বদ্ধ-সন্নাহ ও হৃষ্ট হইয়া প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্ম মকর ব্যূহ নির্ম্মিত করিয়া চতুর্দ্দিগে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও আপনাদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া রক্ষা

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পিতা দেবব্রত রথিপ্রবর ভীষ্ম রথি সমূহে সমাবৃত হইয়া মহৎ রথি সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ নিঃসৃত হইলেন। অন্যান্য রথী, সাদী, গজারোহী ও পদাতি গণ সকলেই যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহার অনুগামী হইল। যশস্বী পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে দেখিয়া শত্রুগণের অজেয় আপনাদিগের মহৎ শ্যেন ব্যূহে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। সেই শ্যেন ব্যূহের মুখে মহাবল ভীমসেন, নেত্রে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃ প্রদেশে সত্যবিক্রম বীর সাত্যকি থাকিলেন। পার্থ, গাণ্ডীব প্রকম্পন করত উহার গ্রীবা স্থলে রহিলেন। মহাত্মা পাঞ্চালরাজ শ্রীমান্ দ্রুপদ, পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনা সহ উহার বাম পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয়রাজ উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত রহিলেন। দ্রৌপদী-পুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু উহার পৃষ্ঠ রক্ষক হইলেন, এবং চারু বিক্রম বীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন। ভীমসেন তখন বিপক্ষের মকর ব্যূহ মুখে প্রবেশ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন পূর্ব্বক শায়ক সমূহে তাঁহাকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, পাণ্ডু-পুত্রদিগের ব্যূহিত সেনাকে বিমোহিত করত মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ ভীষ্ম শরে মোহ প্রাপ্ত হইলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া রণ মুখে ভীষ্মকে সহস্র শরে প্রহার করিলেন, এবং ভীষ্ম প্রমুক্ত অস্ত্র সকল নিবারিত করিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে হর্ষিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বলি-প্রধান মহারথ রাজা দুর্য্যোধন পূর্ব্বে কতিপয় ভ্রাতা ও সৈন্যদিগের ভয়ানক বিনাশ দেখিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তিনি ত্বরমাণ হইয়া ভরদ্বাজ-পুত্রকে কহিলেন, হে বিশুদ্ধচিত্ত আচার্য্য! আপনি সতত আমার হিত কামনা করিয়া থাকেন, আমরা আপনাকে ও পিতামহ ভীষ্মকে আশ্রয় করিয়া দেবগণকেও রণে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতে পারি, তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে যে হীন-বীর্য্য হীন-পরাক্রম পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব আপনার শুভ হউক, যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের বধ হয়, তাহা আপনি করুন। দ্রোণ রণ স্থলে আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সাত্যকির সাক্ষাতে পাণ্ডব সৈন্যদিগকে অস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ পরে সাত্যকিও দ্রোণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে দশ বাণে সাত্যকির জত্রু দেশ বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ভীমসেন ক্রোধাকুলিত চিত্তে শস্ত্রধারি-প্রবর দ্রোণ হইতে সাত্যকিকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে দ্রোণকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে দ্রোণ, ভীষ্ম ও শল্য ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। পরে অভিমন্যু ও দ্রৌপদী-পুত্রেরা সংক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতায়ুধ দ্রোণ প্রভৃতিকে শাণিত শরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শিখণ্ডীও দ্রোণ ও ভীষ্মকে সংক্রুদ্ধ ও আপতিত দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে প্রত্যুদ্গত হইলেন, এবং জলদ সম নিস্বন বলবৎ ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরা সহকারে শর বর্ষণ করিয়া দিবাকরকে আচ্ছন্ন করিলেন। ভরতকুল পিতামহ ভীষ্ম সংগ্রামে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন না। তদনন্তর আচার্য্য দ্রোণ আপনকার পুত্রের আদেশানুসারে ভীষ্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শিখণ্ডীর সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন উল্বণ অগ্নি সদৃশ শস্ত্রধারি প্রবর দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। তৎ পরে মহাযশঃপ্রার্থী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন মহৎ সৈন্যদলের সহিত সমীপে

গমন পূর্ব্বক ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে অগ্রে করিয়া বিজয়ার্থে দৃঢ়মতি হইয়া ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহা অদ্ভুত যশ ও বিজয় প্রার্থী সেই উভয় পক্ষ বীরদিগের, দানবগণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ আরব্ধ হইল।

ষট্ ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, আপনকার পুত্রদিগকে ভীমসেন হইতে পরিত্রাণ করিবার অভিলাষে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দিবসের পূর্ব্বাহ্ন কালে কুরু পাণ্ডবদিগের ও উভয় পক্ষীয় রাজগণের অতি দারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে প্রধান প্রধান শূরগণের প্রাণ সংহার হইল। সেই মহাভয়াবহ আকুল সংগ্রামে তুমুল মহৎ শব্দ গগণ স্পর্শ করিতে লাগিল। মহানাগ সকলের বৃংহিত ধ্বনি ও বাজিগণের হেষারব এবং ভেরী ও শঙ্খ নিনাদে তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল। যুদ্ধেচ্ছু মহাবল বিক্রান্ত বীরগণ বিজয়ার্থী হইয়া গোষ্ঠস্থ বৃষভ দলের ন্যায় পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। শাণিত বাণে যোধগণের মস্তক সকল সমর স্থলে পাত্যমান হওয়াতে যেন আকাশ হইতে শিলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। কুণ্ডল ও উষ্ণীশ শোভিত সুবর্ণোজ্জ্বল নর শির সকল রণক্ষেত্রে পতিত দেখিতে লাগিলাম। শর মথিত কুণ্ডল ভূষিত মস্তকে ও হস্তাভরণ ও অন্যান্যাভরণ যুক্ত শরীরে পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইল। কবচোপহিত দেহ, অলঙ্কৃত হস্ত, রক্তান্ত নয়ন সংযুক্ত চন্দ্র-সন্নিভ বদন ও গজ বাজি মনুষ্যের সমস্ত অবয়বে মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সমস্ত রণ স্থল সমাকীর্ণ হইল। বিপুল রজো রূপ মেঘ, শস্ত্র রূপ বিদ্যুৎ ও অস্ত্র শস্ত্রের নির্ঘোষে যেন মেঘ গর্জ্জন শব্দ বোধ হইতে লাগিল। হে ভারত! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই তুমুল কটু যুদ্ধে শোণিতের জলাশয় উৎপন্ন হইল। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ, সেই মহাভয়াবহ লোমহর্ষণ ঘোরতর তুমুল যুদ্ধে শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের কুঞ্জরগণ শর পীড়িত হইয়া চিৎকার শব্দ করিতে লাগিল, সেই শব্দে এবং অমিত তেজা সংরব্ধ বীরগণের ধনুর্গুণ বিস্ফারণ রব ও তল ধ্বনিতে কিছুই আর বোধগম্য রহিল না। সর্ব্বত্র রুধির জলাশয়ে কবন্ধ সকল উত্থিত হইতে লাগিল, এতাদৃশ রণ স্থলে নৃপগণ শত্রুবধে উদ্যত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। অমিত-তেজা পরিঘবাহু শূরগণ শর, শক্তি, গদা ও খড়্গ দ্বারা সমরে পরস্পরকে বধ করিতে লাগিলেন। কুঞ্জর ও অশ্বগণ শর বিদ্ধ ও আরোহি-বিহীন হইয়া দিগ্ বিদিগ্ ধাবিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদিগের মধ্যে অনেকে শরাঘাতে প্রপীড়িত ও উৎপতিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। এই ভীষ্ম ও ভীমের যুদ্ধে বাহু, মস্তক, কার্ম্মুক, গদা, পরিঘ, হস্ত, উরু, পদ ও কেয়ূর প্রভৃতি ভূষণের রাশি রাশি সর্ব্বত্র অবলোকিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অনিবৃত্ত অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ সকলের একত্র সংঘাত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়েরা কাল প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে গদা, অসি, প্রাস ও নতপর্ব্ব বাণ সমূহে হনন করিতে লাগিলেন। অনেক বাহু-যুদ্ধকুশল বীর লোহময় পরিঘ সদৃশ বাহু দ্বারা বহুধা যুদ্ধাসক্ত হইল। উভয় পক্ষের অনেক বীর মুষ্টি, জানু, করতল ও কফোনি দ্বারা পরস্পরকে হনন করিতে লাগিল। অনেক যোদ্ধা স্থানে স্থানে ভূতলে পতিত, পাত্যমান ও বিচেষ্টমান হইয়াও ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেক রথী রথ-বিহীন হইয়া উত্তম খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক পরস্পর বধৈষী হইয়া ধাবমান হইল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, বহু কলিঙ্গ দেশীয় যোধগণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি গমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া বৃকোদরকে

অগ্রে করিয়া বেগশীল বাহনে ভীষ্মের উপর আপতিত হইলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! ধনঞ্জয়, ভ্রাতা ও অন্যান্য রাজগণকে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে সংযুক্ত দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি ও ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ এবং রথ ধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া আমরা সকলে ভয়াবিষ্ট হইলাম। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের আকাশে জ্বলন্ত পর্ব্বত সদৃশ দিব্য চিত্রিত বানর-লাঞ্ছিত সিংহ-লাঙ্গুলাকৃতি বহু-বর্ণ ও উত্থিত ধূমরাশির ন্যায় বৃক্ষে অসংলগ্ন রথ-ধ্বজ অবলোকন করিলাম। সেই মহাসংগ্রামে যোধ গণ তাঁহার স্বর্ণ-পৃষ্ঠ গাণ্ডীবকে আকাশে প্রদীপ্ত মেঘ-মধ্যগত বিদ্যুতের ন্যায় অবলোকন করিতে লাগিল। আপনকার সৈন্য হনন করিবার সময়ে তিনি ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার তল দ্বয়ের অতি ঘোরতর শব্দ শুনিতে লাগিলাম। যে প্রকার প্রচণ্ড বায়ু সহকারে শব্দায়মান সবিদ্যুৎ মেঘ সর্ব্বত্র জল প্লাবন করে, তদ্রূপ তিনি শর বর্ষণে চতুর্দ্দিক্ সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি ভীষণাস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাঁহার বিক্ষিপ্ত অস্ত্রে মোহিত হইয়া আমরা কোন্ দিক্ পূর্ব্ব, কোন্ দিক্ পশ্চিম, তাহা বোধ করিতে পারিলাম না। হে ভারত প্রবর! সেই সকল যোধগণের মধ্যে কোন যোধগণের বাহন শ্রান্ত, কোন যোধগণের বাহন হত হইলে তাহারা ভগ্নচিত্ত, পরস্পর সংহত ও দিগ্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আপনকার সমুদায় পুত্রদিগের সহিত ভীষ্মের শরণাগত হইলেন। সেই রণে শান্তনুনন্দন ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। তখন ত্রাসান্বিত হইয়া রথিগণ রথ হইতে, সাদিগণ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ও পদাতিগণ ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। হে ভারত! অশনি নিস্বন সম গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া সমুদায় সৈন্য ভীত হইয়া কোন ব্যবহিত দেশের আশ্রয় লইল। হে নরপাল! তখন মদ্র, সৌবীর, গান্ধার, ত্রৈগর্ত্ত ও সর্ব্ব কালিঙ্গ দেশীয় প্রধান যোধগণের সহিত কাম্বোজ দেশীয় মহৎ শীঘ্রগামী অশ্বগণ এবং বহু সহস্র গোপ ও গোপায়ন সৈন্যে পরিবৃত কলিঙ্গাধিপতি, নানাবিধ নরগণ সমূহ সমেত সমস্ত রাজগণের সহিত দুঃশাসন প্রমুখ নৃপতি জয়দ্রথ, এবং চতুর্দ্দশ সহস্র প্রধান প্রধান অশ্বারোহী আপনকার পুত্রের আদিষ্ট হইয়া সুবল-পুত্র শকুনিকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন।

হে ভারত প্রবর! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে একত্রিত ও ভিন্ন ভিন্ন রথ ও অন্য বাহনে অধিরূঢ় হইয়া আপনকার পক্ষ যোধগণকে হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই রণ স্থলে রথী, বারণ, অশ্ব ও পদাতিগণ কর্ত্তৃক ধুলি সমূহ সমীরিত হইয়া ঘোরতর মহামেঘ সদৃশ হইয়া উঠিল। ভীষ্ম তোমর, প্রাস, নারাচ, গজ, অশ্ব ও রথ যোধীগণে সমাকুল মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে কিরীটীর সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন এবং অবন্তিরাজ কাশিরাজের সহিত, সিন্ধুনাথ ভীমসেনের সহিত, পুত্র ও অমাত্য সহিত অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতি যশস্বী শল্যের সহিত, বিকর্ণ সহদেবের সহিত এবং চিত্রসেন শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরপাল! মৎস্যগণ দুর্য্যোধন ও শকুনির প্রতি যুদ্ধাসক্ত হইলেন। দ্রুপদ, চেকিতান ও মহারথ সাত্যকি সপুত্র মহাত্মা দ্রোণের সহিত রণ-প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কৃপ ও কৃতবর্ম্মা উভয়ে ধৃষ্টকেতুর উপর অভিদ্রুত হইলেন। এই রূপ স্থানে স্থানে চতুর্দ্দিকে দল দল ভ্রমণশীল নাগ, রথ ও বেগশীল অশ্ব পরস্পর সংগ্রামাসক্ত হইল। হে মহারাজ! তখন বিনা মেঘে তীব্র বিদ্যুৎ ও নির্ঘাতের সহিত মহোল্কা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। দিক্ সকল ধুলি সমাবৃত হইল। মহা বাত্যা প্রাদুর্ভূত ও পাংশু বৃষ্টি পাত

হইতে লাগিল। সূর্য্য সৈন্যগণের ধূলিতে সমাবৃত হইয়া নভস্তলে অন্তর্হিত হইলেন। যোধগণের অস্ত্রজাল দ্বারা সমীরিত ধূলি পটলী, সমস্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের অতীব মোহ উৎপাদন করিল। বীরগণের বাহু বিমুক্ত সর্ব্বাবরণ-ভেদী শরজালের অতীব শব্দ হইতে লাগিল। নক্ষত্র সদৃশ বিমল প্রভা যুক্ত শস্ত্র সকল বীরগণের ভুজবর হইতে উচ্ছ্রিত হইয়া আকাশ মণ্ডল প্রকাশিত করিতে লাগিল। সুবর্ণ-জালাবৃত বিচিত্র আর্ষভ চর্ম্ম সকল রণ স্থলের সকল দিকে পতিত হইতে লাগিল। যোধগণের শরীর ও মস্তক সকল সূর্য্য-বর্ণ খড়্গ দ্বারা পাত্যমান হইয়া সর্ব্বত্র সমস্ত দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারথীদিগের রথের চক্র, অক্ষ ও নীড় সকল ভগ্ন, মহাধ্বজ সকল পতিত ও অশ্ব সকল নিহত হওয়াতে সেই সকল মহারথী স্থানে স্থানে ভূতল-গত হইলেন। অনেক রথ-যোধী হত হওয়াতে তাহাদিগের অশ্ব সকল শস্ত্র-ক্ষত-দেহ হইয়া রথ আকর্ষণ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে যোত্রবদ্ধ অনেক উত্তম অশ্ব শরাহত ও ভিন্ন-দেহ হইয়া রথযুগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই রণ স্থলে বলবান্ এক হস্তী কর্ত্তৃক সারথি, অশ্ব ও রথীর সহিত বহুল রথ নিহত নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ সমুদ্যত সৈন্য সমূহ মধ্যে বহুল হস্তী অন্য হস্তীর মদস্রাব গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন বায়ু গ্রহণ করিতে লাগিল। তোরণ ও মহামাত্রের সহিত অনেক হস্তী নারাচাস্ত্রে অভিহত হইয়া মৃত ও পতিত হওয়াতে তদ্দ্বারা রণ ক্ষেত্র সংছন্ন হইল। নিয়ন্তা কর্ত্তৃক চালিত উত্তম উত্তম অনেক হস্তী, যোদ্ধা ও ধ্বজের সহিত নিহত হইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! হস্তীগণ নাগরাজ সদৃশ শুণ্ড দ্বারা রথীদিগের রথ কুবর সকল আক্ষেপণ পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে লাগিল। অনেক হস্তী রথীদিগের রথ চূর্ণ করিয়া তাহাদিগের কেশ কলাপ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্ষেপণ করত পেষণ করিতে লাগিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল অন্যান্য রথে সংলগ্ন রথ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে নানাবিধ শব্দায়মান দিগ্ বিদিগ্ গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল হস্তীর রথাকর্ষণ পূর্ব্বক গমন কালে সরোবরাসক্ত নলিনী জাল বিকর্ষণ কারী গজের ন্যায় প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই রূপে সেই মহৎ রণস্থল সাদী, পদাতি, মহারথ ও রথ ধ্বজে সমাচ্ছন্ন হইল

অষ্ট ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! শিখণ্ডী মৎস্য-দেশাধিপতি বিরাটের সহিত, অতি দুর্জ্জেয় মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্মের সমীপে আশু গমন করিলেন; ধনঞ্জয় দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অমাত্য ও বান্ধব পরিবৃত মহাধনুর্দ্ধর সিন্ধুরাজ, পূর্ব্ব দেশীয় পশ্চিম দেশীয় ও দাক্ষিণাত্য ভূমিপ গণ এবং অন্যান্য বহুল মহাধনুর্দ্ধর মহাবলাক্রান্ত শূর, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ভীমসেন, আপনকার পুত্র মহাধনুর্দ্ধর অমর্ষণ-স্বভাব দুর্য্যোধন ও দুঃসহের প্রতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সহদেব, মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় মহারথ শকুনি ও তাঁহার পুত্র উলূকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। আপনকার পুত্র কর্ত্তৃক ছল নিগৃহীত মহারথ যুধিষ্ঠির গজ সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন। যুদ্ধে বিপক্ষের ক্রন্দন-জনক মাদ্রী-পুত্র নকুল ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহারথগণের সহিত সংসক্ত হইলেন। রণ-দুর্দ্ধর্ষ মহাবল সাত্যকি, চেকিতান্ ও অভিমন্যু, শাল্ব ও কেকয় যোধগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ধৃষ্টকেতু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রদিগের রথ বাহিনীর সহিত যুদ্ধার্থ প্রত্যুদ্গত হইলেন। সেনাপতি অমেয়াত্মা মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন উগ্রকর্ম্মা দ্রোণের সহিত সমর-সঙ্গত হইলেন। এই রূপে উভয় পক্ষ মহাধনুর্দ্ধর শূরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দিবা-

কর মধ্যাহ্নগত হওয়াতে অন্তরীক্ষ সূর্য্যকিরণে আবৃলিত হইল, ঐ সময় কুরু পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। ধ্বজ পতাকান্বিত হেমচিত্রাঙ্গ ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ সকল রণাঙ্গণে বিচরণ করত প্রদীপ্ত হইতে লাগিল এবং সিংহ সদৃশ গর্জ্জনশীল পরস্পর জিগীষু সমরাসক্ত শূরগণের তুমুল শব্দ সমুৎপন্ন হইতে থাকিল। কুরু ও সৃঞ্জয় বীরগণের সুদারুণ অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিলাম চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা না আকাশ, না সূর্য্য, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই আর অবলোকন করিতে পারিলাম না। বীরগণের নিক্ষিপ্ত বিমলাগ্র শক্তি, তোমর ও সুপীত নিস্ত্রিংশের নীলোৎপল সদৃশ প্রভা এবং বিচিত্র কবচ ও ভূষণের প্রভা সকল তেজ দ্বারা দিক্ বিদিক্ ও আকাশমণ্ডল উদ্ভাষিত করিতে লাগিল। তখন নরেন্দ্রগণের চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভ শরীর দ্বারা রণাঙ্গনের নানা স্থান দীপ্তি পাইতে লাগিল। নরব্যাঘ্র রথিসিংহদিগের আকৃতি সকল নভস্তলে গ্রহগণের ন্যায় প্রকাশিত হইল।

হে ভারত! রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মহাবল ভীমসেনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম বিনির্ম্মুক্ত রুক্মপুঙ্খ শিলা শাণিত তৈল-ধৌত বাণ সকল ভীমকে আহত করিতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ মহাবেগশীল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই রুক্মদণ্ড যুক্ত দুরাসদ শক্তি তাঁহার উপর আপতিত হইতেছে, এমন সময়ে তিনি সন্নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎপরেই শাণিত পাতিত অপর এক ভল্ল দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক দুই খণ্ড কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর সাত্যকি আপনকার পিতার সমীপে আশু গমন করিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট তীক্ষ্ণ শাণিত তীব্র তেজস্বী বহুল শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর তিনি পরম দারুণ তীক্ষ্ণ এক শর সন্ধান করিয়া সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। সাত্যকির সারথি হত হইলে মনোমারুত সদৃশ বেগশীল অশ্ব সকল দ্রুতবেগে ইতস্তত ধাবমান হইল। তাহা দেখিয়া মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য মধ্যে হাহাকার ও তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। এবং "ধাবন কর, গ্রহণ কর, অশ্বদিগকে নিয়মিত কর, অভিদ্রুত হও, এই রূপ শব্দ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, ইন্দ্র কর্ত্তৃক আসুরী সেনা হননের ন্যায়, পাণ্ডবী সেনা হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ়মতি স্থাপন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ আপনকার পুত্রের সেনা-জিঘাংসু হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনার পক্ষ ভীষ্ম ও দ্রোণপ্রমুখ বীরগণও পাণ্ডবগণের উপর বেগ পূর্ব্বক ধাবিত হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

ঊন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর মহারথ বিরাট ভীষ্মকে তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার তুরগদিগকেও তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর শান্তনুপুত্র লঘুহস্ততা সহকারে রুক্ম পুঙ্খ দশ শরে বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমধন্বা মহাবল দ্রোণ-পুত্র দৃঢ় হস্ত হইয়া গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে ছয় বাণ বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা শত্রুঘাতী ফাল্গুন সুতীক্ষ্ণ বাণ সকল দ্বারা অশ্বত্থামার ধনুক ছিন্ন ও তাঁহাকে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তিনি ফাল্গুন কৃত কার্ম্মুক-ছেদ সহ্য না করিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া বেগশীল অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত নবতি-শরে ফাল্গুনকে বিদ্ধ করত বাসুদেবকে সপ্ততি সংখ্য প্রবল বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শত্রুঘাতী অতি বলবান্ গাণ্ডীবধন্বা ফাল্গুন কৃষ্ণের সহিত ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মুহুর্মুহু

চিন্তা করিয়া বাম করে শরাসন নিপীড়ন করত জীবনান্তকর অতি ভয়ানক সংহত পর্ব্ব শর সকল সন্ধান পূর্ব্বক দ্রোণ-পুত্রকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন। সেই সকল শর অশ্বত্থামার কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিতে লাগিল। পরন্তু তিনি গাণ্ডীব-ধন্বার শরে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত মহাব্রত ভীষ্মকে পরিত্রাণ করবার অভিলাষে বিহ্বল না হইয়া সমরে অবস্থিতি করত পার্থের প্রতি সেই রূপ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে, রণ স্থলে কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত সমবেত হইয়া ঐ রূপে যুদ্ধপ্রবৃত্ত ছিলেন, কুরুসত্তমগণ তাঁহার তাদৃশ মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। তিনি পিতা দ্রোণের সমীপে সুদুর্লভ অস্ত্রগ্রাম প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত লাভ করিয়াছিলেন, এই হেতু সর্ব্বদাই নির্ভীত চিত্তে সৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিতেন। পরাক্রমশীল শ্বেতবাহন মহারথ মহাবীর শত্রুতাপন বীভৎসু মনে করিলেন, ইনি আমার আচার্য্য-সুত, আচার্য্য দ্রোণের প্রিয় পুত্র, বিশেষত আমার পূজনীয় ব্রাহ্মণ, ইহা বিবেচনা করিয়া ভারদ্বাজ-সুতের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরমাণ হইয়া গমন করত আপনকার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে শিলা শাণিত রুক্মপুঙ্খ গৃধ্রপত্র সংযুক্ত শর নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া অব্যগ্র চিত্তে শত্রু প্রাণ সংহারক দৃঢ় এক চিত্র কার্ম্মুক ও বেগবান্ তীক্ষ্ণ অজিহ্মগ সুশাণিত দশ সন্ধ্য শর গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কুরুরাজের প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থ কাঞ্চন সূত্র-গ্রথিত রত্ন সেই শর-সকলে পরিবৃত হইয়া আকাশে গ্রহগণ-সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সর্প যে প্রকার মনুষ্যকৃত তল শব্দ সহ্য করে না, তদ্রূপ তেজস্বী আপনকার পুত্র, ভীমসেনের আঘাত সহ্য করিলেন না; তিনি সংক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে ত্রাসিত করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শিলা শাণিত শর সমূহ দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। আপনার দেবতুল্য সেই মহাবল দুই পুত্র যুধ্যমান ও পরস্পর কর্ত্তৃক সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া রণ স্থলে শোভমান হইলেন।

বীর শত্রুহন্তা মহাবীর সুভদ্রা-পুত্র, নরব্যাঘ্র চিত্রসেন ও পুরুমিত্রকে সপ্ত শাণিত বাণে বিদ্ধ ও সত্যব্রতকে সপ্ততি শরে তাড়িত করিয়া রণে ইন্দ্র সম হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে আমাদিগের পীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। পরন্তু চিত্রসেন দশ, সত্যব্রত নয় ও পুরুমিত্র সপ্ত শরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। তাঁহার শর-বিদ্ধ শরীর হইতে রুধির ক্ষরিত হইতেছে, সেই অবস্থাতেই তিনি চিত্রসেনের শত্রু-নিবারণ বিচিত্র ধনুক ছেদন ও তনুত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে শর ঘাত করিলেন। তদনন্তর আপনকার পক্ষীয় মহারথ বীর রাজপুত্রগণ সংরব্ধ ও সমবেত হইয়া সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবিশারদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের সকলকে তীক্ষ্ণ শর সমূহে হনন করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্রগণ, তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার শিশির কালাত্যয়ে উদ্ধত জ্বলন্ত অগ্নি তৃণ কাষ্ঠ দহন করে, সেই প্রকার তিনি আপনকার যোধগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভবৎ পক্ষ সৈন্য সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া অতি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। হে নরপাল! সুভদ্রা-পুত্র অভিমন্যুর তাদৃশ কার্য্য দেখিয়া আপনকার পৌত্র লক্ষ্মণ সত্বর তাঁহার সমীপে যুদ্ধার্থ সমবেত হইলেন। অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া ছয় শর দ্বারা শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে এবং তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণও অভিমন্যুকে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। মহারথ অভিমন্যু

সুশাণিত শর নিকর দ্বারা লক্ষ্মণের অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিরে সংহার করিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অভিমন্যুর রথের উপর শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ ভুজগোপম শক্তি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া তীক্ষ্ণ শর নিচয় দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর কৃপাচার্য্য লক্ষ্মণকে স্ব রথে আরোহণ করাইয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই রণ স্থল হইতে অপসারিত করিলেন। সেই মহাভয়াবহ সঙ্কুল যুদ্ধে বীরগণ পরস্পর বধৈষী ও জিঘাংসা পরবশ হইয়া অভিদ্রুত হইতে লাগিলেন। প্রাণ প্রদানে সমুদ্যত আপনকার ও পাণ্ডবদিগের পক্ষীয় মহারথ মহাধনুর্দ্ধরগণ পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ মুক্তকেশ, কবচ বিহীন, রথ বিহীন ও ছিন্ন-কার্ম্মুক হইয়া কুরুগণের সহিত বাহু যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবল মহাবাহু ভীষ্ম সংক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র দ্বারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন মেদিনী নিপাতিত সাদী, রথী, অশ্ব, হত নিয়ন্তা গজ ও মনুষ্য দ্বারা সমাকীর্ণা হইল।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবাহু সাত্যকি, সেই সমর স্থলে ভারসাধন এক উত্তম ধনুক বিকর্ষণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য রূপে অদ্ভুত হস্তলাঘব প্রদর্শন করত পুঙ্খযুক্ত আশীবিষ সম শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রণে শত্রু হনন কালে তিনি এমন লঘুহস্ততা সহকারে ত্বরা পূর্ব্বক ধনুর্বিক্ষেপ ও পুঞ্জ পুঞ্জ শর গ্রহণ, সন্ধান, মোচন ও নিক্ষেপ করত বিপক্ষ হনন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মূর্ত্তি তৎকালে অতি বর্ষণশীল মেঘের সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে ভারত! তখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে তাদৃশ সমুদীর্ণ দেখিয়া অযুত রথ তাঁহার সমীপে প্রেরণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর বীর্য্যবান্ সত্যবিক্রম সাত্যকি দিব্যাস্ত্র দ্বারা সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর রথীদিগকে নিহত করিলেন। গৃহীত-শরাসন সেই বীর তাদৃশ নিদারুণ কর্ম্ম করিয়া ভূরিশ্রবার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন। কুরুকুলকীর্ত্তি-বর্দ্ধন দুর্য্যোধন সেনাদিগকে যুযুধানকর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া ধাবমান হইলেন, এবং ইন্দ্রায়ুধ-সবর্ণ মহৎ ধনুক বিস্ফারণ করিয়া পাণি লাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক বজ্র সন্নিভ আশীবিষ সদৃশ সহস্র সহস্র শর তাঁহার প্রতি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাত্যকির পদানুগগণ কাল সদৃশ সেই সকল শর সহ্য না করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকিরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইল। ভূরিশ্রবারে দেখিয়া যুযুধানের মহাবল, মহারথ, বিচিত্র বর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজ বিশিষ্ট, বিখ্যাত দশ পুত্র সংরব্ধ হইয়া যূপকেতু ভূরিশ্রবার সমীপে গমন পূর্ব্বক সকলেই কহিলেন, অহে কৌরব দায়াদ মহাবল! আইস, তুমি আমাদিগের সকলের অথবা প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ কর। তুমিই আমাদিগকে পরাজিত করিয়া যশ লাভ কর, কিম্বা আমরাই তোমাকে পরাজিত করিয়া পিতার প্রীতি সম্পাদন করি। বীর্য্যশ্লাঘী মহাবল নরশ্রেষ্ঠ যূপকেতু তখন সেই সকল শূর কর্ত্তৃক ঐ রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থ সমবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, বীরগণ! তোমরা উত্তম বলিয়াছ, যদি তোমাদিগের এরূপ মতি হইয়া থাকে, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাদিগের সকলকে যুদ্ধে সংহার করিব। সেই ক্ষিপ্রযোধী মহাধনুর্দ্ধর অরিন্দম বীরদিগকে এই রূপ কহিলে, তাঁহারা মহৎ শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! অপরাহ্ণ সময়ে এক ভূরিশ্রবার সহিত সমবেত উক্ত দশ জনের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা রথি প্রধান এক ভূরিশ্রবাকে, প্রাবৃট্ কালে মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে

সমাকীর্ণ করিলেন। মহারথ যূপকেতু তাঁহাদিগের বিমুক্ত যমদণ্ড ও বজ্র সন্নিভ শর সকল সমীপস্থ না হইতে হইতেই অবলীলাক্রমে আশু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সৌমদত্তির এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি একাকী নির্ভয় চিত্তে অনেকের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। উক্ত দশ মহারথী শর বৃষ্টি করিয়া সেই মহাবাহুকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে উপক্রম করিলেন। মহারথ সোমদত্তনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষ মধ্যে দশ বাণে তাঁহাদিগের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদিগের ধনুক ছিন্ন হইলে নতপর্ব্ব ভল্ল দ্বারা তাঁহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া নিপাতিত করিলেন। তাঁহারা বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় হত হইয়া ধরা পতিত হইলেন। বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি মহাবলাক্রান্ত বীর পুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক ভূরিশ্রবার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। উভয় মহারথ মহাবল পরস্পরের রথ রথ দ্বারা পীড়ন করিয়া রথবাজি বিনাশ পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম ধারণ ও লম্ফ প্রদান করত বিরথী ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইয়া শোভমান হইলেন। তখন ভীমসেন অসিধারী সাত্যকির সমীপে আসিয়া ত্বরা পূর্ব্বক তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। আপনকার পুত্রও সমুদায় ধন্বির সাক্ষাতে সত্বর ভূরিশ্রবাকে রথে উঠাইয়া লইলেন। সেই রণে পাণ্ডবেরা সংরব্ধ হইয়া মহারথ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। প্রভাকর লোহিত রূপ ধারণ করিলে ধনঞ্জয় ত্বরমাণ হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র মহারথী বিনাশ করিলেন। তাহারা পার্থকে বিনাশ করিতে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, যে রূপ শলভ দল বহ্নিকে প্রাপ্ত না হইয়াও নিকটস্থ হইবামাত্র বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ধনঞ্জয়কে যুদ্ধেপ্রাপ্ত না হইতে হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ধনুর্ব্বেদ বিশারদ মৎস্য ও কেকয়গণ সপুত্র মহারথ পার্থকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন আদিত্য, সমুত্থিত ধূলি জাত মেঘে আচ্ছাদিত হইলেন, তাহাতে সমুদায় সৈন্যদিগের মোহ সমুৎপন্ন হইল। তখন আপনার পিতা দেবব্রতের বাহনও শ্রান্ত হইয়াছিল, এবং সন্ধ্যা সময়ও সমুপস্থিত হইল, সুতরাং তিনি সৈন্যদিগের অবহার করিতে আদেশ করিলেন। পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর সমাগমে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া স্ব স্ব বিশ্রামালয়ে গমন করিল। অনন্তর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও কৌরবগণ স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক তথায় নিবিষ্ট ও যথাবিধি ক্লম-নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এক সপ্ততিতম অধ্যায় ও পঞ্চম দিবস-
যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে কুরু পাণ্ডবেরা নিশা সমুচিত কার্য্যে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উভয় পক্ষ যুদ্ধোদ্যত রথী ও সজ্জিত দন্তীগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল। পদাতি ও অশ্বগণের যুদ্ধ সজ্জা সময়ে তুমুল শঙ্খ দুন্দুভি শব্দ সর্ব্ব দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাবাহু! শত্রুতাপপ্রদ মকর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। রথি প্রধান ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশানুসারে সমস্ত রথীদিগকে মকর ব্যূহ নির্ম্মাণে অনুমতি করিলেন। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন তাহার তুণ্ড, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতী সেনা সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ, কৈকেয় দেশীয় ভূপতি পঞ্চ ভ্রাতা তাহার বাম পক্ষ, নরব্যাঘ্র ধৃষ্টকেতু ও বীর্য্যবান্ চেকিতান তাহার দক্ষিণ পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদ দ্বয় এবং সোমকগণ সংবৃত মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও রাজা ইরাবান্ তাহার পুচ্ছ প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! পাণ্ডবেরা

সূর্য্যোদয় সময়ে এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত হইয়া সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ, ছত্র, বিমল শাণিত শস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ ও পত্তিগণের সহিত কৌরবদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

আপনকার পিতা দেবব্রত সেই মকর ব্যূহ দেখিয়া সৈন্যগণের মহৎ ক্রৌঞ্চ ব্যূহ প্রতিসজ্জিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভরদ্বাজ-নন্দন উহার তুণ্ড, অশ্বত্থামা ও কৃপ উহার চক্ষু, সর্ব্ব ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য নরবর শ্রেষ্ঠ কৃতবর্ম্মা কাম্বোজ দেশীয় নৃপতি ও বাহ্লিকের সহিত উহার শিরঃস্থল, বহু রাজগণে পরিবৃত আপনকার পুত্র মহারাজ দুর্য্যোধন ও শূরসেন উহার গ্রীবা, মদ্র, সৌবীর ও কেকয়গণের সহিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাথ মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া উহার উরঃস্থল, প্রস্থলাধিপতি সুশর্ম্মা স্ব সেনায় পরিবৃত ও বর্ম্মিত হইয়া উহার বাম পক্ষ, তুখার, যবন, শক ও চূলিকগণ বদ্ধ সন্নাহ হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষ এবং শ্রুতায়ু, শতায়ু, সৌমদত্তি, ইহাঁরা পরস্পর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া উহার জঘন দেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় কালে উভয় পক্ষ যোধগণ এই রূপে ব্যূহ সজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত সমবেত হইলেন, তাহার পর মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রথীগণ নাগারোহীগণের, নাগারোহীগণ রথী গণের, অশ্বারোহী গণ অশ্বারোহী গণের, রথীগণও অশ্বারোহী গণের, অশ্বারোহীগণও রথি ও কুঞ্জর গণের এবং রথীগণ গজারোহী, রথী ও অশ্বারোহী গণের সহিত যুদ্ধে অভিদ্রুত হইলেন। এবং রথী গণ পদাতি গণের সহিত ও পদাতিগণ সাদী গণও পদাতি গণের সহিত সমবেত হইয়া অমর্ষ পূর্ব্বক পরস্পর ধাবমান হইল। যে প্রকার নক্ষত্র সমূহ দ্বারা শর্ব্বরী শোভা পায়, সেই রূপ পাণ্ডবী সেনা ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের রক্ষিতা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এবং আপনকার সেনাও, গ্রহগণ সংবৃত আকাশের ন্যায়, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ, শল্য ও দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া শোভমানা হইল। পরাক্রমী ভীমসেন দ্রোণকে দেখিয়া বেগবান্ অশ্ব দ্বারা তাঁহার সেনাভিমুখে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের মর্ম্ম ভেদ করিবার উদ্দেশে নয় লৌহশর দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন দ্রোণের শরে দৃঢ়াহত হইয়া তাঁহার সারথিরে অস্ত্রাঘাতে যম ভবনে প্রেরণ করিলেন। যে প্রকার অগ্নি তূল রাশি দহন করেন, সেই রূপ প্রতাপশালী ভরদ্বাজনন্দন স্বয়ং অশ্ব রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবী সেনা দাহ করিতে লাগিলেন। সৃঞ্জয়গণ কৈকেয়গণের সহিত, দ্রোণ ও ভীষ্ম কর্ত্তৃক সমাহত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। আপনকার পক্ষ সৈন্যও ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত হইয়া মদগর্ব্বিতা বরাঙ্গনার ন্যায় স্ব স্ব স্থানে বিমোহিত হইয়া পড়িল। সেই বীর ক্ষয় জনক সংগ্রামে আপনকার ও পাণ্ডব পক্ষীয়দিগের ঘোরতর বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হইল, উভয় পক্ষের ব্যূহই ভগ্ন হইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সকলেই যে একায়ন গত হইয়া বিপক্ষ সহ রণ করিতে লাগিল, তাহা অদ্ভুত অবলোকন করিলাম। কৌরব ও পাণ্ডব বীরগণ সেই মহাযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্র সকল প্রতি সন্ধান করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের বহুবিধ সৈনিক লোক সকল উৎকৃষ্ট ও বহুগুণান্বিত; তাহাদিগের ব্যূহও যথা শাস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া অমোঘ হইয়া থাকে। তাহারা আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট, অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রণত এবং ব্যসন বিহীন; পূর্ব্বে তাহাদিগকে বল বিক্রম পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা না অতি বৃদ্ধ, না বালক, না কৃশ, না স্থূল; এবং শীঘ্রচারী, আয়ত কলেবর, দৃঢ়কায়, অরোগী, গৃহীত সন্নাহ সম্পন্ন এবং বহু শস্ত্র যোধী; অসি যুদ্ধে, বাহু যুদ্ধে ও গদা যুদ্ধে

অভিজ্ঞ; প্রাস, ঋষ্টি, তোমর, লৌহময় পরিঘ, ভিন্দিপাল, শক্তি, ইষু, মুষল, লগুড়, শরাসন, কণপ লোষ্ট্রাদি এবং বিচিত্র মুষ্টি যুদ্ধে সমর্থ; ধনুর্ব্বেদে প্রত্যক্ষ প্রদর্শী; ব্যায়ামে কৃতশ্রম; সমুদায় শস্ত্র গ্রহণ বিদ্যায় পরিনিষ্ঠিত; হস্ত্যাদিতে আরোহণ ও অবতরণে, বহিঃসরণে, মধ্যে অপসরণে, অগ্রে গমনে, পশ্চাৎ অপসরণে ও সম্যক্ প্রহরণে নিপুণ; এবং নাগ, অশ্ব ও রথ যানে উত্তম রূপে পরীক্ষিত; তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া যথোচিত বেতন প্রদানে রক্ষা করা হইয়াছে। তাহাদিগকে কোন সামাজিক সম্বন্ধ বা সৌহার্দ্দ বশত, অথবা আভিজাত্য কি অন্য কোন সম্বন্ধ নিবন্ধন নিযুক্ত রাখা হয় নাই। তাহারা মানী, যশস্বী ও আর্য্য-ভাবাপন্ন; আমাদিগের দ্বারা তাহাদিগের স্বজনগণ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বান্ধবগণ সন্তুষ্ট ও সৎকৃত হইয়া থাকে; তাহাদিগের বহু প্রকার উপকার করা হইয়াছে। হে বৎস! ভুবন বিখ্যাত লোকপাল সদৃশ মুখ্যকর্ম্মা বলশালী প্রধান প্রধান লোকেরা তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ ও স্বেচ্ছাধীন আমাদিগের অনুরক্ত এবং ভুমণ্ডল মধ্যে লোকে যাঁহাদিগের সম্মান করিয়া থাকে, তাঁহারা অনেকে অনুগত জনগণের সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পক্ষ বিহীন অথচ পক্ষি সদৃশ দ্রুত গতি রথ ও নাগ সমুহ রূপ স্রোতস্বতী নদী সকলে পরিপূর্ণ, নানা যোধগণ রূপ জলে জলময়, বিপুল তরঙ্গ রূপ বাহনে ভয়ানক, গদা শক্তি শর ও প্রাসাদি অস্ত্র রূপ ক্ষেপণী সমুহে সমাকুল, ধ্বজ ও ভুষণের সংবাধ সমন্বিত, রত্নপট্টে সুনিচিত, বায়ুবেগ বিকম্পিত, ধাবমান বাজিগণে সুসম্পন্ন সেই সৈন্য সকল সমবেত হইয়া মহাসাগর সদৃশ হইয়াছে। অপার সাগরোপম গর্জ্জনশীল তাদৃশ মহৎ সৈন্য দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, দুঃশাসন, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, বিকর্ণ, অশ্বত্থামা, শকুনি ও বাহ্লিক, এই সকল সারবান্ লোকপ্রবীর মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও যে সংগ্রামে নিহত হইতে লাগিল, তাহার কারণ কেবল প্রাক্তন ভাগ্যই বলিতে হইবেক। হে সঞ্জয়! মহাভাগ প্রাচীন মানব বা ঋষিগণও এরূপ যুদ্ধ ব্যাপার কদাপি দর্শন করেন নাই। এতাদৃশ বল সমূহ শাস্ত্র বিধান, অর্থ ও সম্পত্তিতে সংযুক্ত হইলেও যে বিপক্ষের বধ্য হইল, ইহার কারণ ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই রূপ ঘোরতর সৈন্যও যে পাণ্ডবগণ হইতে অবতরণ করিতে পারিল না, ইহাতে আমার নিকট সকলই বিপরীত রূপে প্রকাশ পাইতেছে। সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, দেবগণ পাণ্ডবদিগের হিতনিমিত্ত রণ স্থলে সমাগত হইয়া, যে প্রকারে আমার সৈন্য সকল বিনষ্ট হয়, এতাদৃশ রূপে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে বিদুর হিতকর ও পথ্য বাক্য বারংবার কহিয়াছিলেন, আমার মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন তাহা গ্রহণ করিল না। এইক্ষণে যাহা সংঘটিত হইতেছে, ইহাতে আমি বোধ করি যে, সেই মহাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বিদুর ইহা পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ নিমিত্তই তাঁহার এই রূপ বিবেচনা হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! এই ভবিতব্য ব্যাপার পূর্ব্বে বিধাতাই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অবশ্যই হইবে, অন্যথা হইবার নহে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আপনার দোষেই এতাদৃশ ব্যসনে বিপন্ন হইলেন। হে ভারতপ্রবর! ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়-জনিত যে দোষ, তাহা দুর্য্যোধন দেখিতে পান নাই, পরন্তু আপনি তাহা জ্ঞাত ছিলেন। মহারাজ! আপনকার দোষেই পূর্ব্বে দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান হয় এবং আপনকার দোষেই এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছে, সুতরাং আপনিই এক্ষণে আত্মকৃত পাপের ফল ভোগ করুন। আত্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ আপনারই করিতে হয়, অতএব আপনিই ইহ বা পর লোকে

এই আত্মকৃত দোষের ফল লাভ করিবেন। সে যাহা হউক সংপ্রতি আমি যথাবৎ যুদ্ধ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করি, আপনি উপস্থিত ব্যসন জন্য শোকে অভিভূত হইয়াও স্থির চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। বীর ভীমসেন, সুশাণিত বাণ সমূহ দ্বারা মহাসৈন্য ভেদ করিয়া দুর্য্যোধনের সমুদায় অনুজদিগকে আক্রম করিলেন। মহাবল ভীমসেন দুঃশাসন, দুর্ব্বিষহ, দুর্ম্মদ, দুঃসহ, জয়, জয়সেন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুধর্ম্মা, দুষ্কর্ণ ও কর্ণ, এই সকল মহারথ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য বহুল মহারথীকে সংক্রুদ্ধ ও সমীপস্থ দেখিয়া ভীষ্ম-রক্ষিত মহৎ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভীমসেনকে চমূ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উক্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সকলে পরস্পর বলাবলি করিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আইস আমরা ঐ ভীমসেনের প্রাণ সংহার করি। সেই সমস্ত ভ্রাতাগণ এই রূপে কৃত নিশ্চয় হইয়া ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার সূর্য্য প্রজা সংহার কালে ক্রূর মহাগ্রহগণে পরিবেষ্টিত হন, সেই প্রকার ভীমসেন সেই সকল ভ্রাতাগণে পরিবেষ্টিত হইলেন। যে রূপ দেবাসুর যুদ্ধে দানবদিগের মধ্য স্থিত ইন্দ্রের চিত্তে ভয় সঞ্চার হয় নাই, তদ্রূপ বিপক্ষ ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট ভীমসেনের চিত্তে কিছু মাত্র ভয় সঞ্চার হইল না। শত শত সহস্র সহস্র সর্ব্ব শস্ত্রধারী রথী সমুদ্যত হইয়া শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের প্রধান যোদ্ধা হস্তী, অশ্ব ও রথারূঢ় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে কোন চিন্তা না করিয়াই হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিগ্রহ করণে সমুদ্যত সেই ভ্রাতাদিগের অভিপ্রেত জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে বধ করিতে মানস করিলেন। তদনন্তর তিনি গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের সৈন্য সাগরে প্রবেশ করত প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীমসেন বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সহসা দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে সুবল-পুত্র ছিলেন, তথায় গমন করিতে লাগিলেন। তিনি আপনকার মহতী সেনা নিবারণ পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে ভীমসেনের শূন্য রথের সমীপস্থ হইলেন। তিনি সেই সমর স্থলে ভীমের সারথি বিশোককে দেখিয়া দুঃখিত, হতচেতন, দুর্ম্মনা ও বাষ্প সংরুদ্ধ হইয়া নিশ্বাস সহকারে বাক্য প্রয়োগ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশোক! আমার প্রাণসম প্রিয়তম ভীমসেন কোথায়? বিশোক কৃতাঞ্জলি হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, মহাবল পাণ্ডব আমাকে এই স্থানে রাখিয়া একাকী ধার্ত্তরাষ্ট্র বল সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে এই প্রিয় বাক্য বলিয়াছেন, "সারথি! যাহারা আমার সংহারে উদ্যত হইয়াছে, আমি যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া না আসিব, তাবৎ কাল অর্থাৎ মুহূর্ত্ত মাত্র তুমি এই স্থানে অশ্বদিগকে নিয়মিত করিয়া আমার অপেক্ষা করিবে।" তদনন্তর সেই মহাবল ভীমসেনকে গদাহস্তে ধাবমান দেখিয়া সমুদায় সৈন্যদিগের হর্ষ জন্মিল। সেই মহাভয়াবহ তুমুল যুদ্ধে আপনকার সখা মহাবল বৃকোদর বিপক্ষদিগের মহাব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবলাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন রণ মধ্যে বিশোকের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, অদ্য রণে আমি পাণ্ডবদিগের স্নেহ উপেক্ষা পূর্ব্বক ভীমসেন বিহীন হইলে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? আমি রণ স্থলে অবস্থিত থাকিতে ভীমসেন একাকী সৈন্য ব্যূহ মধ্যে এক মাত্র পথ করিয়া গমন করাতে যদি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন? যে ব্যক্তি সহায়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া রণ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হয়, ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা তাহার অকল্যাণ করিয়া থাকেন। ভীমসেন আমার সখা, সম্বন্ধী এবং ভক্ত; আমিও সেই শত্রুনিসূদনের প্রতি ভক্তি করিয়া থাকি, অতএব যে স্থানে তিনি

গমন করিয়াছেন, আমিও তথায় যাই; আমার তথায় গমন কালে তুমি আমাকে, দেবরাজ কর্ত্তৃক দানবগণ হননের ন্যায়, শত্রু হনন করিতে দেখিতে পাইবে।

বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিশোককে ইহা বলিয়া ভীমসেনের গদা প্রমথিত গজগণে পরিচিহ্নিত পথে সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভীমসেন তখন রিপু বাহিনী দগ্ধ ও বহু ভূপালকে পবনভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত করিতেছেন। রথী, সাদী, দন্তী ও পদাতিগণ ভীমসেন কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতেছিল। বিচিত্র-যোধী কৃতী ভীমসেন কর্ত্তৃক আহত আপনকার পক্ষীয় সৈন্যগণের হাহাকার শব্দ সমুৎপন্ন হইতেছিল। তদনন্তর সেই অস্ত্রবিদ্যা বিশারদ যোদ্ধাগণ নির্ভীক চিত্তে বৃকোদরকে পরিবেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পৃষত-সন্তান বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন শস্ত্রধারি শ্রেষ্ঠ, লোক মধ্যে বীরাগ্রগণ্য, সুসংহত ঘোরতর সৈন্য কর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অন্ত কালে দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় গদাহস্ত, শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ, ক্রোধ রূপ বিষ বমনকারী ও পদচারে গমনশীল ভীমসেনকে দেখিয়া আশ্বাস প্রদান করত তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। সেই মহাত্মা শত্রুমণ্ডলী মধ্যে ভীমসেনকে আশ্বস্ত করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র আত্ম রথে আরোপিত ও তাঁহার শল্যাপনোদন করিলেন। আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনও সেই বিমর্দ্দ স্থলে সহসা ভ্রাতৃগণের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, ঐ দুরাত্মা দ্রুপদ-পুত্র ভীমসেনের সহিত সমাগত হইয়াছে, এক্ষণে ঐ রিপু আমাদিগের সৈন্যদিগকে যুদ্ধে আহ্বান না করিতে করিতেই আইস আমরা সকলে একত্র হইয়া উহাকে সংহার করিতে গমন করি। ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে উদ্বোধিত, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি অমৃষ্যমাণ ও উদ্যতায়ুধ হইয়া, যে প্রকার যুগ ক্ষয়ে ভয়ানক কেতু নিপতিত হয়, তদ্রূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের বধ নিমিত্ত আপতিত হইলেন। সেই বীর সকলে চিত্র ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক ধনুর্গুণ ও রথ নেমির শব্দে পৃথিবী বিকম্পিত করত, অম্বুদ মণ্ডলের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, দ্রুপদ পুত্রের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চিত্রযোধী মহারথ যুবা পুরুষ দ্রুপদ-সুত আপনকার পুত্রদিগকে সম্মুখ রণে অবস্থিত ও সমুদীর্ণ দেখিয়া তাঁহাদিগের সুতীক্ষ্ণ শর সমূহে আহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, দৈত্যগণের প্রতি দেবরাজ মহেন্দ্রের ন্যায়, আপনকার পুত্রদিগকে সংহার করিবার মানসে অত্যুগ্র প্রমোহনাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই বীর-গণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রমোহনাস্ত্রে চেতনাশক্তি বিহীন হইয়া মুগ্ধ হইলেন। তখন সমস্ত কুরুসৈন্য আপনকার মোহগ্রস্ত পুত্রদিগকে কাল প্রাপ্তের ন্যায় দেখিয়া বাজি, নাগ ও রথের সহিত চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে শস্ত্রধারি প্রধান দ্রোণ রণে দ্রুপদকে সুদারুণ তিন শরে বিদ্ধ করিলে, তিনি দ্রোণ শরে অতি বিদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করত রণ হইতে অবহৃত হইলেন। প্রতাপবান্ দ্রোণাচার্য্য, দ্রুপদকে পরাজিত করিয়া শঙ্খ বাদ্য করিলেন, তাহা শুনিয়া সোমকগণ ত্রাসান্বিত হইল। তদনন্তর রাজহিতৈষী অস্ত্রজ্ঞ প্রধান তেজস্বী মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য আপনকার পুত্রদিগকে প্রমোহনাস্ত্রে বিমোহিত শুনিয়া ত্বরা সহকারে রণ হইতে তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন বিচরণ করিতেছেন এবং আপনকার পুত্রেরা মোহাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর তিনি প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মোহনাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। পরে আপনকার মহারথ পুত্রেরা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধার্থ সংগত হইলেন।

তৎ পরে রাজা যুধিষ্ঠির স্ব সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিমিত্ত আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে. অতএব অভিমন্যু

প্রভৃতি দ্বাদশ মহারথী বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধ স্থলে যথা শক্তি পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন এবং তাঁহাদিগের সংবাদ অবগত হউন। পুরুষাভিমানী বিক্রমশীল যোদ্ধা অভিমন্যু, কৈকেয়-রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু এই দ্বাদশ বীর যে আজ্ঞা বলিয়া রাজার অনুজ্ঞানুসারে মহৎ সৈন্য দল সমভিব্যাহারে সেই মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় গমন করিলেন। তাঁহারা সূচীমুখ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া কুরুদিগের রথ সৈন্য ভেদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মদমূর্চ্ছিতা প্রমদা আপনাকে নিবারণ করিতে সমর্থা হয় না, তদ্রূপ ভীমসেন ভয়ে ভীতা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক বিমোহিতা কুরুসেনা অভিমন্যু প্রমুখ সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থা হইল না। সুবর্ণধ্বজ শোভিত মহাধনুর্দ্ধারী পাণ্ডব পক্ষ সেই বীরগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদর সমীপে গমনেচ্ছু হইয়া ধাবমান হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেন আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে করিতে অভিমন্যু প্রভৃতি সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরদিগকে দেখিয়া প্রমোদান্বিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার গুরু দ্রোণকে সহসা আসিতে দেখিয়া আপনকার পুত্রদিগকে নিহত করিতে আর মানস করিলেন না, এবং বৃকোদরকে কৈকেয় রাজের রথে আরোপিত করিয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্ব্বেদ পারগ দ্রোণের প্রতি ধাবিত হইলেন। শত্রুসূদন প্রতাপবান্ ভারদ্বাজ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আপতিত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং প্রভু দুর্য্যোধনের অন্ন স্মরণ করিয়া তাঁহার হিতার্থে অন্যান্য শত শত বাণ ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎ পরে বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া সপ্ততি সংখ্যা শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুকর্ষণ দ্রোণ পুনর্ব্বার তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া চারি শরে চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন এবং ভল্লাস্ত্রে তাঁহার সারথিকে মৃত্যু নিকটে প্রেরণ করিলেন। মহাবাহু মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া অভিমন্যুর মহারথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পাণ্ডব সৈন্য রথ, নাগ ও অশ্বগণের সহিত, ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত মহারথ, সৈন্যদিগকে অমিত তেজা দ্রোণ কর্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহারা দ্রোণের সুশানিত শর সমূহে সমাহত হইয়া ক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল। আপনার সমুদায় বল তাহাদিগকে তথাবিধ ও দ্রোণাচার্য্যকে বিপক্ষ সেনা দগ্ধ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল, এবং সমস্ত যোদ্ধা তাঁহারে সাধু সাধু বলিয়া চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল।

চতুঃ সপ্ততি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মোহ প্রমুক্ত হইয়া অক্ষয় বীর বৃকোদরকে পুনর্ব্বার শরবর্ষণ দ্বারা নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং আপনকার মহারথ পুত্রগণও পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমবেত ও সমুদ্যত হইয়া ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেনও পুনর্ব্বার সমরে স্বকীয় রথ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে সমারোহণ পূর্ব্বক আপনকার আত্মজের সমীপে গমন করিলেন এবং শত্রুর প্রাণ বিনাশক মহাবেগশীল দৃঢ় চিত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া আপনকার পুত্রকে শর বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনও মহাবল ভীমসেনের মর্ম্ম স্থানে দৃঢ় রূপে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাহাতে অতি বিদ্ধ ও ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া বেগে কার্ম্মুক আকর্ষণ পূর্ব্বক তিন বাণে দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, তিনি তাহাতে আহত হইয়াও গিরিরাজের ন্যায় বিচলিত হইলেন না। সেই ক্রুদ্ধ দুই বীরকে পরস্পর সমাহত হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধনের শূর অনুজগণ পূর্ব্ব মন্ত্রণা স্মরণ

করত জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমকর্ম্মা ভীমের নিগ্রহে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বধ সাধনে সযত্ন হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া, যেমন একটা হস্তী অনেক হস্তীর প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহাযশা তেজস্বী পুরুষ নারাচাস্ত্রে আপনকার পুত্র চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিয়া বহু বিধ সুবর্ণ পুঙ্খ অতি বেগবান্ শর সমূহে আপনকার অন্যান্য পুত্রকে তাড়িত করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ প্রেরিত, ভীমসেন পদানুগ অভিমন্যু প্রভৃতি সেই দ্বাদশ জন মহারথ আপনাদিগের বাহিনী সর্ব্ব প্রকারে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক আপনকার মহারথ পুত্রদিগের নিকট প্রত্যুদ্গত হইলেন। তখন আপনকার মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ রথস্থ, সূর্য্যাগ্নি সম তেজস্বী, মহাধনুর্দ্ধর, প্রদীপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, মহাসমরে দেদীপ্যমান, সুবর্ণ মুকুট দ্বারা সমুজ্জ্বল অভিমন্যু প্রভৃতি শূরদিগকে সমাগত অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। আপনকার সকল পুত্রেরা যে জীবিতাবস্থায় গমন করিলেন, ইহা কুন্তীনন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন গৃহীত শরাসন দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনকার মহারথ পুত্রগণ আপনকার সৈন্য মধ্যে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত অভিমন্যুকে দেখিয়া বেগশীল অশ্ব দ্বারা, যেখানে সেই অভিমন্যু প্রভৃতি রথীগণ ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। তদনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে আপনকার ও শত্রুপক্ষের মহারণ হইতে লাগিল।

হে ভারত! অভিমন্যু সেই মহাসংগ্রামে বিকর্ণের অশ্ব সকল নিহত করিয়া তাঁহার প্রতি পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ বিকর্ণ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া চিত্রসেনের ভাস্বর রথে আরোহণ করিলেন। বিকর্ণ ও চিত্রসেন দুই ভ্রাতা এক রথে আরূঢ় হইলে অভিমন্যু তাঁহাদিগকে শর বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্জ্জয় ও বিকর্ণ অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে তিনি বিচলিত না হইয়া মেরুগিরির ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন। দুঃশাসন কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরা প্রত্যেকে ক্রোধাকুল চিত্তে দুর্য্যোধনকে নিবারণ করত তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন। আপনকার দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সুশাণিত শর নিকরে আহত করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের শরবেধে রুধিরাক্ত-দেহ হইয়া গৈরিক ধাতু বিমিশ্রিত প্রস্রবণযুক্ত গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। বলবান্ ভীষ্ম তখন পশুপাল কর্ত্তৃক পশুযূথ তাড়নের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে শত্রু হনন করিতেছিলেন, দক্ষিণদিক্ হইতে তাঁহার গাণ্ডীব নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইল। সমর স্থলে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল; রণাঙ্গণে শোণিতের সাগর সমুৎপন্ন হইল; উহার শর সকল আবর্ত্ত, গজ সকল দ্বীপ এবং অশ্ব সকল তরঙ্গ হইল; নরব্যাঘ্রেরা রথ রূপ নৌকা সমূহ দ্বারা সেই সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র নর শ্রেষ্ঠ দিগকে ছিন্নহস্ত, বিগতকবচ, ও বিকল দেহ হইয়া পতিত হইতে দেখা গেল। শোণিত প্লুত নিহত মত্ত মাতঙ্গে ভূতল যেন পর্ব্বতাকীর্ণ হইল। তথায় এই আশ্চর্য্য দেখিলাম, কি আপনকার, কি তাঁহাদিগের, কোন পক্ষে এমন কোন পুরুষ ছিল না, যে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা করে নাই। এইরূপে আপনকার পক্ষীয় যোধগণ জয় ও মহৎ যশের আকাঙ্ক্ষী হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর দিবাকর লোহিত প্রভ হইলে সংগ্রামোৎসুক রাজা দুর্য্যোধন

ভীমকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন সেই দৃঢ়বৈরী নরবীর দুর্য্যোধনকে আগত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে কহিলেন, অহে গান্ধারী পুত্র! আমার বহু বৎসরের আকাঙ্ক্ষিত সময় আজি উপস্থিত হইল; যদি তুমি রণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে আজি নিপাতিত করিব। আজি আমি তোমাকে সংহার করিয়া জননী কুন্তীর ক্লেশ, আমাদিগের বনবাস জনিত সমস্ত কষ্ট এবং দ্রৌপদীর মনস্তাপ অপনোদন করিব। তুমি পূর্ব্বে মাৎসর্য্য প্রযুক্ত পাণ্ডবদিগকে যে অবমানিত করিয়াছিলে, সেই পাপের ফল এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। কর্ণ ও সৌবলের মন্ত্রণানুসারে পাণ্ডবদিগের প্রতি কিছু না ভাবিয়াই যে যথেষ্টাচার করিয়াছিলে, কৃষ্ণ সন্ধি-প্রার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট গমন করিলে তাঁহার যে অবমান করিয়াছিলে এবং তুমি হৃষ্ট হইয়া উলুকের দ্বারা আমাদিগের প্রতি যে সকল কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলে, আজি আমি তোমাকে তোমার বন্ধু বান্ধব ও অনুগত জনের সহিত বিনাশ করিয়া তোমার সেই পূর্ব্বকৃত পাপের শাস্তি করিব। বৃকোদর ইহা বলিয়া ক্রোধ সহকারে ঘোর ধনুক বিকর্ষণ ও বারংবার উদ্‌ভ্রামণ করিয়া মহাবজ্রসম নিস্বন যুক্ত ভয়ানক, বজ্র কল্প, জ্বলিত অগ্নিশিখাকার ষড়বিংশতি অজিহ্মগ শর তাঁহার প্রতি আশু পরিত্যাগ করিলেন। পরে দুই শরে তাঁহার কার্ম্মুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া চারি শরে তাঁহার বেগিত চারি অশ্বকে যমালয়ে পাঠাইলেন। তৎপরেই দুই শর সমাকৃষ্ট করিয়া তদ্বারা তাঁহার উৎকৃষ্ট রথ হইতে ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তিন শরে তাঁহার উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রথধ্বজ ছেদন করিয়া তাঁহার দৃষ্টিগোচরেই উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার মেঘ হইতে বিদ্যুৎ নিপতিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার রথ হইতে নানা রত্ন বিভূষিত শ্রীসম্পন্ন ধ্বজছিন্ন হইয়া পড়িল। সমস্ত পার্থিবেরা কুরুরাজের সূর্য্যসন্নিভ মণিময় শোভমান উজ্জ্বল সেই ছিন্ন নাগধ্বজ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ ভীমসেন যেন হাসিতে হাসিতে, তোত্রদ্বারা মহাগজ হননের ন্যায়, দশ বাণে কুরুরাজকে আহত করিলেন। পরে রথি-প্রধান মহাবল সিন্ধুদেশাধিপতি প্রধান বীরগণের সহিত, দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য অমিত তেজা অমর্ষণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে রথে আরোপিত করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে ভীমের শরে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ভীমের বিনাশ মানসে সহস্র সহস্র রথী যোদ্ধা দ্বারা তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহাকে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে ধৃষ্টকেতু, বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, কৈকেয় রাজেরা, এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র আপনকার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চিত্রসেন, সুচিত্র, চিত্রাঙ্গ, চিত্রদর্শন, সুচারু, চারুচিত্র, নন্দ ও উপনন্দ, এই আট জন যশস্বী সুকুমার আপনকার পুত্র, মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যুকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। অনন্তর মহামনা অভিমন্যু বিচিত্র-কার্ম্মুক বিনির্মুক্ত, বজ্র ও মৃত্যু সঙ্কাশ সন্নত-পর্ব্ব সুশানিত পাঁচ পাঁচ বাণে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা সকলে অসহিষ্ণু হইয়া, মেঘের পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণের ন্যায়, রথি সত্তম অভিমন্যুর উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র কুশল যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অভিমন্যু তাঁহাদিগের শরবর্ষণে পীড্যমান হইয়া, যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবরাজ মহা অসুর গণকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে কম্পিত করিতে লাগিগেন। রথি প্রধান বীর্য্যবান্ অভিমন্যু যেন নৃত্য করিতে করিতে বিকর্ণের প্রতি আশীবিষতুল্য ভয়ানক চতুর্দ্দশ ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রথ-ধ্বজ, সারথি ও অশ্বদিগকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরেই পুনর্ব্বার অকুণ্ঠিতাগ্র পীত সরল বাণ সকল তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন। সেই সকল কঙ্ক ও

ময়ূর পক্ষ সংযুক্ত বাণ বিকর্ণের দেহ ভেদ করিয়া প্রদীপ্ত সর্পের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। তৎকালে হেম পুঙ্খাগ্র সেই সকল বাণ বিকর্ণের রুধিরে লিপ্ত হইয়া মহীতলে রুধির বমন করিতে লাগিল। বিকর্ণের সহোদরগণ তাঁহাকে শস্ত্র-ক্ষত দেখিয়া অভিমন্যুপ্রমুখ রথী দিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহারা ত্বরা সহকারে সূর্য্যসম তেজস্বী অভিমন্যু প্রভৃতির সমীপস্থ হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয় পক্ষই সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে হনন করিতে লাগিলেন। দুর্মুখ সপ্ত শরে শ্রুতকর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন, এবং তাঁহার স্বর্ণজাল-প্রচ্ছন্ন বায়ু-বেগগামী অশ্ব সকল ছয় বাণে নিহত করিয়া সপ্ত শরে তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহাবল শ্রুতকর্ম্মা সংক্রুদ্ধ হইয়া হতাশ্ব রথ হইতেই প্রজ্জ্বলিত মহোল্কাতুল্য এক শক্তি দুর্ম্মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই তেজঃ-প্রদীপ্ত শক্তি যশস্বী দুর্ম্মুখের বিপুল বর্ম্ম ভেদ করিয়া ভূমি বিদারণ-পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইল। শ্রুতকর্ম্মাকে বিরথ দেখিয়া মহাবল সুতসোম সকল সৈন্যের সাক্ষাতেই তাঁহাকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিলেন। বীর শ্রুতকীর্ত্তি আপনকার পুত্র যশস্বী জয়ৎসেনকে বিনাশ করিবার মানসে তাঁহার উপর আপতিত হইলেন। হে ভারত! জয়ৎসেন মহাত্মা শ্রুতকীর্ত্তিকে ধনুর্ব্বিক্ষেপ করিতে দেখিয়া যেন হাসিতে হাসিতে সুতীক্ষ্ন ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তেজস্বী শতানীক স্বীয় সহোদর শ্রুতকীর্ত্তির ধনুক্ ছিন্ন দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে জয়ৎসেনের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং অতি শীঘ্র দৃঢ় কার্ম্মুক বিস্ফারণ করিয়া দশ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন; তৎপরেই সর্ব্বাবরণ ভেদী অন্য এক সুতীক্ষ্ন বাণ তাঁহার হৃদয়ে গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। তথাবিধ সংগ্রামে দুষ্কর্ণ ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া ভ্রাতা জয়ৎসেনের সমীপেই নকুল-পুত্র শতানীকের শরের সহিত ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল শতানীক অন্য এক ভারসাধন কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া বহুল ভীষণ শর সন্ধান করিলেন, এবং দুষ্কর্ণকে তাঁহার ভ্রাতার অগ্রে থাক্ থাক্ বলিয়া আমন্ত্রণ পূর্ব্বক পন্নগ সম প্রজ্জ্বলিত সেই সকল বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে এক শরে তাঁহার ধনুক ও দুই শরে তাঁহার সারথিকে ছেদন করিয়া তাঁহাকে সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহার মনোবেগগামী চিত্রবর্ণ পরিষ্কৃত অশ্ব সকল সুশাণিত দ্বাদশ শরে নিহত করিলেন; তদনন্তর ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অপর এক নরঘাতী পত্র-সংযুক্ত ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই তিনি বজ্রভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! দুষ্কর্ণকে নিহত দেখিয়া দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জয়, দুর্ম্মর্ষণ, শত্রুঞ্জয় ও শত্রুসহ, আপনকার মহারথ এই পঞ্চ পুত্র শতানীকের বিনাশ মানসে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ পঞ্চ সহোদর যশস্বী শতানীককে শরনিকরে আচ্ছাদ্যমান দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনকার মহারথ পুত্রেরা তাঁহাদিগকে আপতিত হইতে অবলোকন করিয়া, যে প্রকার গজ সকল মহাগজগণের উপর ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন করিলেন। প্রবল ধনুর্দ্ধারী বিচিত্র কবচ ও ধ্বজ বিশিষ্ট সেই দুর্ম্মুখ প্রভৃতি যশস্বী পঞ্চ ভ্রাতা নানাবর্ণ বিচিত্রিত পতাকায় অলঙ্কৃত ও মনোবেগগামী হয়গণ যোজিত নগর সদৃশ রথ দ্বারা কৈকেয়রাজ পঞ্চ ভ্রাতার অভিমুখে গমনার্থ, যে প্রকার সিংহ দল বন হইতে বনান্তর গমন করে, তদ্রূপ বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাদিগের যমরাষ্ট্র বর্দ্ধন মহাভয়ানক অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রথী ও গজারোহীগণ পরস্পর কৃতাপরাধ হইয়া পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্ত সময়ে মুহূর্ত্ত মাত্র সহস্র সহস্র রথী ও সাদীগণ অতি ভীষণ যুদ্ধ করিযা রণস্থলে বিকীর্ণ হইল। তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা মহাত্মা পাঞ্চালদিগের সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, এইরূপে পাণ্ডব সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সৈন্য দিগের অবহার করণে আদেশ পূর্ব্বক স্ব শিবিরে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বৃকোদরকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শিবিরে প্রস্থান করিলেন।

ষট্ সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! রক্তসিক্ত-কলেবর পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতাপকার উভয় পক্ষ শূর গণ স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা শিবিরে বিশ্রাম করিয়া যথান্যায়ে পরস্পর পরস্পরকে সৎকার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে বদ্ধ কবচ হইয়া দৃষ্ট হইলেন। তৎপরে ক্ষরিত-রুধিরাক্ত-কলেবর আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হইয়া পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্যসন্ধ পিতামহ! পাণ্ডবপক্ষ মহারথ শূরগণ বেগ পূর্ব্বক সকলকে বিমোহিত করিয়া আমাদিগের বহুলধ্বজ বিশিষ্ট সম্যক্ ব্যূহিত ঘোরতর ভয়ানক সৈন্য বিদীর্ণ, নিহত ও নিপীড়িত করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছে। ভীমসেন তাদৃশ বজ্রকল্প মকর ব্যূহে প্রবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক শর সমূহ দ্বারা আমাকে নিগৃহীত করিয়াছে। তাহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আমি ভয় মূর্চ্ছিত হইয়াছি, অদ্যাপি শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনকার প্রসাদে পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া জয় লাভ করিতে মানস করিতেছি। শস্ত্রধারি-বরিষ্ঠ মনস্বী মহাত্মা গঙ্গাপুত্র দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহাকে দুঃখিত বোধ করিয়া অবিচলিত চিত্তে হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজপুত্র! আমি পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের সেনা আলোড়ন করিয়া তোমারে বিজয় ও সুখ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তোমার নিমিত্তে আমি আপনার ক্ষমতা অপ্রকাশিত রাখি না। কিন্তু যাহারা পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়াছে, তাহারাও বহুসংখ্য, মহারথ, ভয়ানক যোদ্ধা, যশস্বী, অস্ত্রকুশল ও শূরতম; তাহারা যেন সমরে ক্রোধ বিষ বমন করিতে থাকে এবং সমরে শ্রান্ত হয় না। বিশেষত তাহারা বল বীর্য্যে উন্নত এবং তুমি তাহাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণও করিয়াছ, সুতরাং তাহারা সহসা পরাজিত হইবার নহে। সে যাহা হউক, আমি জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। হে মহানুভাব! আজি আমি তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেও উৎসাহ করিতেছি। আমি তোমার নিমিত্ত, তোমার শত্রুগণের কথা কি, দেব ও দানব গণের সহিত সমুদায় লোকও দগ্ধ করিতে পারি। আজি আমি পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার প্রিয়াচরণ করিব। দুর্য্যোধন পিতামহের এই কথা শুনিয়া শান্তচিত্ত ও পরম প্রীত হইলেন। তদনন্তর হৃষ্ট চিত্তে সমুদায় সৈন্য ও রাজাদিগকে কহিলেন, তোমরা যুদ্ধে গমন কর। সৈন্যগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্ত ও ত্বরাবান্ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি সংযুক্ত, নানাবিধ শস্ত্রবন্ত, মহৎ সৈন্য দল হর্ষযুক্ত ও সমর ভূমিতে অবস্থিত হইয়া বিরাজমান হইল। তাহাদিগের সৈন্য মধ্যে সমূহ সমূহ যোধগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত দন্তীগণ অবস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং বিশারদ অস্ত্র শস্ত্রজ্ঞ রাজগণ সৈন্য মধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বিধিবৎ ব্যবস্থিত রথ পদাতি গজ বাজির গমনে তরুণ সূর্য্যবর্ণ রজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্য রশ্মি আচ্ছাদিত করিয়া প্রতিভাত হইল। যে প্রকার আকাশে মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ শোভমান হয়, তদ্রূপ রথ ও হস্তীতে অবস্থিত

নানাবর্ণ পতাকা সকল পবনেরিত ও চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ হইয়া প্রতিভা বিশিষ্ট হইল। যেপ্রকার সত্যযুগে দেবাসুর কর্ত্তৃক মথ্যমান সমুদ্রের শব্দ হইয়াছিল, সেই প্রকার রাজগণের ধনুর্ব্বিস্ফারণের অতি ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। আপনকার আত্মজদিগের রিপু-সৈন্য-বিনাশক সমুদীর্ণ-বর্ণ উগ্র-নাদ বিশিষ্ট বহু-বর্ণরূপ-সমন্বিত সৈন্য সকল তখন যুগান্ত কালীন মেঘ সমূহের তুল্য হইল।

সপ্ত সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারতপ্রবর! গঙ্গাপুত্র আপনকার আত্মজকে চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার হর্ষজনক এই বাক্য কহিলেন, দ্রোণ, শল্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভগদত্ত, সৌবল, অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, সমস্ত বাহ্লীকগণের সহিত বাহ্লীকরাজ, বলী ত্রিগর্ত্তরাজ, সুদুর্জ্জয় মগধরাজ, কোশলাধিপতি বৃহদ্বল, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শোভমান বহু সহস্র মহাধ্বজ রথী, দেশজ হয়ারোহী, প্রভিন্ন করটামুখ মদোদ্ধত গজেন্দ্র-যোদ্ধা সকল, নানাদেশীয় নানা শস্ত্র বিশারদ শূর পদাতিগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইয়াছি, এবং অন্যান্য অনেকে তোমার নিমিত্তে জীবিত নিরপেক্ষ হইয়াছে, আমার মতে ইহারা রণে দেবগণকেও জয় করিতে সমর্থ। কিন্তু তোমাকে নিতান্ত হিতকর এই কথা আমার বক্তব্য যে মহেন্দ্র তুল্য বিক্রমশীল কৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবদিগকে দেবগণের সহিত ইন্দ্রও জয় করিতে সমর্থ নহেন। সে যাহা হউক, আমি সর্ব্ব প্রকারে তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব; হয় আমি পাণ্ডবদিগকে জয় করিব, না হয় পাণ্ডবেরা আমাকে জয় করিবে। শান্তনু-পুত্র আপনকার পুত্রকে এই কথা বলিয়া বীর্য্য সম্পন্ন উত্তম বিশল্যকরণী ঔষধ তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি সেই ঔষধ সেবন করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রক্ষত জন্য ব্যথা হইতে বিমুক্ত হইলেন।

হে ভারত প্রধান! প্রভাতে ব্যূহবিশারদ বীর্য্যবান্ বীর ভীষ্ম স্বয়ং প্রধান প্রধান যোধগণে পরিপূর্ণ, নানা শস্ত্র সমাকুল, প্রাস ও তোমরধারী বৃহৎ বৃহৎ সাদী, দন্তী, পদাতি ও সহস্র সহস্র রথী গণে চতুর্দ্দিকে পরিবারিত স্বকীয় সৈন্য দ্বারা মণ্ডল ব্যূহ সজ্জিত করিলেন। প্রতি নাগের নিকট সাত সাত রথী, প্রত্যেক রথীর নিকট সাত সাত সাদী, প্রত্যেক সাদীর নিকট সাত সাত চর্ম্মী এবং প্রত্যেক চর্ম্মীর নিকট সাত সাত ধানুষ্ক অবস্থিত হইল। মহারাজ! এই রূপে মহারথ গণের সহিত ভীষ্ম, মহৎ যুদ্ধার্থ আপনকার সৈন্য ব্যূহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দশ সহস্র সাদী, দশ সহস্র গজারোহী, দশ সহস্র রথী এবং আপনকার চিত্রসেনাদি শূর পুত্র গণ বর্ম্মিত হইয়া পিতামহকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন সেই বীরগণ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল মহাবল বদ্ধ-সন্নাহ বীর রাজগণও ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্রীজুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধার্থ বর্ম্মিত ও রথস্থ হইয়া স্বর্গস্থ দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর বিপুল রথ নির্ঘোষ, বাদিত্রধ্বনি ও আপনকার পুত্রদিগের সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। শত্রুঘাতীদিগের দুর্ভেদ্য ভীষ্ম-রচিত অতি মহান্ সেই মণ্ডল ব্যূহ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! শত্রু-দুরাসদ সেই মণ্ডল ব্যূহ গমন কালে সর্ব্বতোভাবে শোভা বিস্তার করিল।

স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির বিপক্ষদিগের পরম নিদারুণ মণ্ডল ব্যূহ দেখিয়া বজ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে রথী ও সাদীগণ সেই বজ্রানীকের যথাস্থানে অবস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সেনা-সমবেত প্রহার-পটু উভয় পক্ষ শূরগণ পরস্পর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরস্পরের ব্যূহ ভেদ করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ বিরাটের প্রতি, অশ্বত্থামা শিখণ্ডীর প্রতি, স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি, নকুল ও সহদেব

মদ্ররাজের প্রতি, অবন্তিদেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ যুধামন্যুর প্রতি, অন্যান্য রাজা ধনঞ্জয়ের প্রতি, ভীমসেন সংযত হইয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি এবং অভিমন্যু চিত্রসেন, বিকর্ণ ও দুর্ম্মর্ষণ আপনকার এই তিন পুত্রের প্রতি যুদ্ধার্থ অভিদ্রুত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ, যে প্রকার এক মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, তদ্রূপ প্রাগজ্যোতিষপতি ভগদত্তের প্রতি বেগে ধাবমান হইল। রাক্ষস অলম্বুষ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সসৈন্য সাত্যকির অভিমুখে ধাবিত হইল। ভূরিশ্রবা সযত্ন হইয়া ধৃষ্টকেতুর সমীপে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রুতায়ুর সমীপে এবং চেকিতান কৃপাচার্য্যের সম্মুখে যুদ্ধার্থ ধাবন করিলেন। অবশিষ্ট যোধগণ মহারথ ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন

তদনন্তর সহস্র সহস্র রাজা শক্তি, তোমর, নারাচ ও গদা হস্তে লইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেস্টন করিলে, তিনি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ, ব্যূহ রচনাভিজ্ঞ মহাত্মা গাঙ্গেয় ধৃতরাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছেন। শৌর্য্য সম্পন্ন রাজগণ বর্ম্মিত হইয়া আমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়াছেন; ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভ্রাতাদিগের সহিত সমবেত হইয়া আমার সহিত সংগ্রামাভিলাষে অবস্থিত হইয়াছেন হে জনার্দ্দন! এই রণভূমিতে আমার সহিত যুদ্ধকাম হইয়া যাঁহারা আগমন করিয়াছেন, আজি তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁহাদিগকে সংহার করিব। কুন্তীনন্দন এই কথা বলিয়া ধনুকের জ্যা অবমার্জ্জন পূর্ব্বক সেই সকল রাজাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার বর্ষাকালে মেঘ সকল বারি ধারা দ্বারা তড়াগ পরিপূর্ণ করে, তাহার ন্যায় সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর রাজগণও তাঁহাকে শর বর্ষণে পরিপূর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছাদিত দেখিয়া আপনকার সৈন্য মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও মহোরগগণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে তথাবিধ শরাচ্ছন্ন দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শত্রু নিক্ষিপ্ত তাদৃশ শর বর্ষণও শর সমূহ দ্বারা নিবারণ করিলেন এবং অশ্ব, হস্তী, সহস্র সহস্র রাজা এবং অন্যান্য যোদ্ধা দিগের প্রত্যেককে দুই তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারা ধনঞ্জয় শরে আহত হইয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সকাশে গমন করিলেন। তখন অগাধ জল-নিমগ্ন মনুষ্যগণের পরিত্রাণ কর্ত্তার ন্যায় ভীষ্মই তাঁহাদিগের পরিত্রাতা হইলেন। মহারাজ! যে প্রকার প্রবল পবনগতিতে মহাসাগর ক্ষুব্ধ হয়, তদ্রূপ আপনকার পক্ষ সেই সকল সৈন্য ভগ্ন হইয়া ভবৎপক্ষ ভীষ্ম সৈন্য মধ্যে আপতিত হওয়াতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল।

অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তাদৃশ সংগ্রাম সময়ে সুশর্ম্মা যুদ্ধে নিবৃত্ত, বীরগণ মহাত্মা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন, আপনকার সাগর প্রতিম বল ক্ষুব্ধ এবং ভীষ্ম অর্জ্জুনের অভিমুখে প্রত্যুদ্যাত হইলে, রাজা দুর্য্যোধন পার্থের বিক্রম দেখিয়া ত্বরা সহকারে সেই রাজগণের সকাশে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুদায় সৈন্য মধ্যে সকলকে হর্ষিত করত মহাবল সুশর্ম্মাকে কহিলেন, এই কুরু প্রধান শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আপনার জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্ব প্রযত্নে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছেন। তোমরা সকলে সর্ব্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে বিপক্ষ বীর গণের সহিত যুদ্ধার্থ গমনকারী পিতামহকে সম্যক্ প্রকারে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর। নরেন্দ্র গণের সৈন্য সকল যে আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অনুগামী হইল। যুদ্ধে প্রয়াত শান্তনব ভীষ্ম, সহসা অর্জ্জুনকে মহাশ্বেতাশ্বযুক্ত ভীষণ বানরধ্বজ শোভিত মহা মেঘ গম্ভীর সদৃশ শব্দায়মান প্রদীপ্ত রথে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। কিরীটধারী অর্জ্জুনকে

তাদৃশ ভাবে সমাগত দেখিয়া সমুদায় সৈন্য, ভয়ে তুমুল শব্দ করিতে লাগিল, মধ্যাহ্ন কালের দ্বিতীয় সূর্য্য তুল্য অশ্ব রশ্মিধারী কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। এবং পাণ্ডব পক্ষীয়েরাও শ্বেত কার্ম্মুকধারী শ্বেতাশ্ব যুক্ত রথারোহী ভীষ্মকে উদিত শ্বেত গ্রহের ন্যায় অবলোকন করিতে পারিল না। তিনি সমস্ত ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহাসত্ত্ব যোদ্ধা, আপনকার পুত্রগণ ও অন্যান্য মহারথগণে পরিবৃত ছিলেন।

এ দিকে ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ শর দ্বারা মৎস্যরাজ বিরাটকে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক এক শরে তাঁহার শরাসন ও রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বাহিনী-পতি বিরাট ছিন্ন ধনুক পরিত্যাগ করিয়া বেগ-পূর্ব্বক অন্য এক দৃঢ় ভারসহ ধনুক ও পন্নগ সদৃশ প্রজ্ব-লিত আশীবিষাকার কতক গুলি শর গ্রহণ পূর্ব্বক তিন শরে দ্রোণকে, চারি শরে তাঁহার চারি অশ্ব, এক শরে তাঁহার রথ ধ্বজ, পঞ্চ শরে তাঁহার সারথি ও এক শরে তাঁহার শরাসন বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে দ্বিজবর দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব অষ্ট শরে বিরা-টের অশ্ব সকল ও এক শরে তাঁহার সারথিকে সংহার করিলেন। রথিপ্রধান বিরাটের সারথি হত হইলে তিনি সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রের রথে আরোহণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা পিতা পুত্রে এক রথস্থ হইয়া বল পূর্ব্বক প্রচুর শর বর্ষণে ভারদ্বাজকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। তৎ পরে দ্রোণাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষোপম এক শর বিরাট-পুত্র শঙ্খের প্রতি শীঘ্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণ শঙ্খের হৃদয় ভেদ করিয়া শোণিত পান পূর্ব্বক লোহিতাদ্র হইয়া ধরণীগত হইল। শঙ্খ, পিতার নিকটেই ভারদ্বাজের শরে নিহত হইয়া আশু ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে নিপতিত হইলেন। বিরাট নৃপতি স্ব পুত্র শঙ্খকে নিহত দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত ব্যাদিত-মুখ যম তুল্য দ্রোণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করি-লেন। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সত্বর হইয়া পাণ্ডব পক্ষ শত শত সহস্র সহস্র সৈন্য নিবারণ করিতে লাগি-লেন।

মহারাজ! শিখণ্ডী রণে অশ্বত্থামার সমীপে গমন পূর্ব্বক আশুগ তিন নারাচে তাঁহার ভ্রূ দ্বয়ের মধ্য স্থল বিদ্ধ করিলেন। নরশার্দ্দূল অশ্বত্থামা ললাট-বিদ্ধ সেই তিন নারাচ দ্বারা কাঞ্চনময় উচ্ছ্রিত শিখর ত্রয় বিশিষ্ট মেরু গিরির ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হই-লেন। তৎ পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নিমেষার্দ্ধ মধ্যে শিখণ্ডীর সারথি, ধ্বজ, অশ্ব চতুষ্টয় ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন রথি প্রবর শিখণ্ডী, ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত বিমল খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে মহা-রাজ! খড়্গধারী শিখণ্ডীর রণ স্থলে বিচরণ সময়ে কেহ তাঁহার রন্ধ্র নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। দ্রোণ-পুত্র অতি ক্রো-ধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার উপর সহস্র সহস্র শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বলিপ্রধান শিখণ্ডীও সেই সুদা-রুণ শর বর্ষণ তীক্ষ্ণ খড়্গধারে ছেদন করিতে লাগি-লেন। তৎ পরে দ্রোণ-পুত্র বহু বাণে তাঁহার অতি নির্ম্মল মনোরম শত চন্দ্র শোভিত চর্ম্ম ও অসি ছেদন করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী, অশ্বত্থামার শায়ক সমূহে খণ্ডিত সেই অসির যে ভাগ তাঁহার হস্ত-ধৃত ছিল, তাহা ঘূর্ণায়মান করিয়া অশ্ব-ত্থামার প্রতি জ্বলন্ত সর্প নিক্ষেপের ন্যায় আশু নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা বজ্র সদৃশ প্রভা যুক্ত সেই খণ্ডিত অসি সহসা আপতিত হইতেছে দেখিয়া হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং শিখণ্ডীকেও লৌহময় বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী শাণিত শরে তাড্যমান হইয়া মধু-বংশ-বর্দ্ধন মহাত্মা সাত্যকির রথে সত্বর আরোহণ করিলেন

হে ভারত! বলশীলাগ্রগণ্য সাত্যকি সংক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুর রাক্ষস অলম্বুষকে শর সমূহে বিদ্ধ করিলেন।

রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিল, পরে রাক্ষসী মায়া সৃষ্টি করিয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। সেই যুদ্ধে শিনি-পৌত্রের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শাণিত বহু শরে সমাহত হইয়াও অস্থির হইলেন না, প্রত্যুত অর্জ্জুনের নিকট হইতে যে ঐন্দ্র অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শরাসনে যোজনা করিলেন। ঐ ঐন্দ্রাস্ত্র রাক্ষসী মায়াকে ভস্মসাৎ করিয়া, বর্ষাকালীন মেঘ যেমন বারিধারা দ্বারা ধরাধর সমাকীর্ণ করে, তাহার ন্যায় শর বর্ষণে অলম্বুষকে সর্ব্ব প্রকারে সমাকীর্ণ করিলেন। সেই রাক্ষস যশস্বী মাধব কর্ত্তৃক এই রূপে পীড়িত হইয়া ভয় প্রযুক্ত রণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। সত্যবিক্রম সাত্যকি সংগ্রামে ইন্দ্রেরও অজেয় সেই রাক্ষস প্রধানকে আপনকার পক্ষ যোধগণের সাক্ষাতে পরাজিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, এবং আপনকার পক্ষ যোধগণকে সুশাণিত বহু বাণে নিহত করিতে লাগিলেন; তাহারা ভয়ার্দ্দিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে দ্রুপদ-পুত্র বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র জনাধিপতি দুর্য্যোধনকে নতপর্ব্ব বাণ সমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের বাণ সমূহে আচ্ছাদ্যমান হইয়াও ব্যথিত না হইয়া নবতি সংখ্য শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সত্বর বিদ্ধ করিলেন, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। সেনাপতি মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদন পূর্ব্বক অতি শীঘ্র চারি অশ্ব নিহত করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে সুশাণিত সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু বলবান্ রাজা দুর্য্যোধন রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গ উদ্যত করিয়া পদব্রজে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট ধাবমান হইলে, রাজহিতৈষী মহাবল শকুনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্ব রথে আরোপিত করিলেন। বীর-শত্রুহন্তা পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজাকে এই রূপে পরাজয় করিয়া, বজ্রপাণি ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অসুর হননের ন্যায়, আপনকার সৈন্য হননে প্রবৃত্ত হইলেন।

কৃতবর্ম্মা মহারথ ভীমসেনকে মহামেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় শরাচ্ছাদিত করিলেন। শত্রুতাপন ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য পূর্ব্বক কৃতবর্ম্মার উপর বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শস্ত্রকোবিদ অতিরথ কৃতবর্ম্মা ভীমের শর সমূহে হন্যমান হইয়াও কম্পিত না হইয়া ভীমের উপর শাণিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভীমসেন তাঁহার চারি অশ্ব সংহার করিয়া সারথিকে বিনাশ পূর্ব্বক সুপরিষ্কৃত রথ ধ্বজ নিপাতিত করিলেন, এবং তাঁহাকে বহুবিধ বাণে বিদ্ধ করিলেন তিনি শর বেধে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া শজারুর ন্যায় দৃষ্ট হইলেন, অনন্তর সত্বর হইয়া হতাশ্ব রথ হইতে আপনকার শ্যালক বৃষকের রথে আপনকার পুত্রের সাক্ষাতেই আরোহণ করিলেন। ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্যের উপর ধাবমান হইয়া দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! আমাদিগের সহিত পাণ্ডবদিগের বহুল বিচিত্র দ্বৈরথ যুদ্ধ তোমার মুখে শুনিলাম; তুমি আমাদিগের পক্ষের কাহাকেও হৃষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ না; সর্ব্বদাই পাণ্ডব পক্ষীয় যোধগণকে হৃষ্ট ও অভগ্ন বলিয়া প্রশংসা ও আমাদিগের পক্ষীয় যোধগণকে হত-তেজা, বিমনা ও হীয়মান কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার কারণ দৈবই বলিতে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমাদিগের সমুদায় যোধগণই পুরুষ প্রধান, তাঁহারা শক্তি ও উৎসাহ অনুসারে যথা সাধ্য পরম পৌরুষ প্রদর্শন

করিয়া থাকেন, কিন্তু যে প্রকার সুরনদী-গঙ্গার সুস্বাদু জল সমুদ্রের সংসর্গে লবণাক্ত হয়, সেই প্রকার আপনকার পক্ষীয় মহাত্মাদিগের পৌরুষ বীর পাণ্ডবদিগের সকাশে নিষ্ফল হইয়া যায়। আপনকার পক্ষ যোধগণ যথা শক্তি চেষ্টমান হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। হে মহারাজ! আপনকার ও আপনকার পুত্রের দোষেই যমরাজ্য-বর্দ্ধন এই ঘোরতর অতি মহান্ লোক-ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে; ইহা আপনকার আত্মকৃত দোষে সমুৎপন্ন হওয়াতে এ জন্য শোক করা আপনকার উচিত নহে। ক্ষত্রিয়গণ সমুদায় অর্থ ও জীবন রক্ষায় উপেক্ষা করিয়া স্বর্গ পরায়ণ হইয়া যুদ্ধ দ্বারা পুণ্য লোক গমনের মানসে সৈন্যালোড়ন করত নিত্য নিত্য যুদ্ধ করিতেছেন।

হে মহারাজ! সেই দিবস পূর্ব্বাহ্ণে দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ জন-ক্ষয় জনক যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা আপনি এক চিত্ত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ করুন। রণ-দুঃসহ মহাধন্বী মহাদ্যুতি অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা ইরাবান্‌কে দেখিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে সমবেত হইলেন, তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ইরাবান্ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া নতপর্ব্ব সুশাণিত শর সকল দ্বারা দেব-রূপী উক্ত দুই ভ্রাতাকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বিচিত্র যোদ্ধা দুই ভ্রাতাও তাঁহাকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শত্রু নাশ নিমিত্ত পরস্পর কৃত প্রতীকারাভিলাষে যুদ্ধে যে রূপ যত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারো কাহ্ন অপেক্ষা বিশেষ দৃষ্ট হইল না। ইরাবান্ চারি বাণে অনুবিন্দের চারি অশ্ব যম ভবনে প্রেরণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই শরে তাঁহার ধনুক ও রথকেতু ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর অনুবিন্দ স্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া বিন্দের রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভারসহ এক উত্তম দৃঢ় ধনুক লইলেন। তখন বলিপ্রবর অবন্তিরাজেরা দুই ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা ইরাবানের প্রতি শীঘ্র শীঘ্র শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত কণক-ভূষিত মহা বেগশীল বাণ সকল সূর্য্য পথে গিয়া অম্বর মণ্ডল আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ইরাবান্‌ও ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই মহারথ দুই ভ্রাতার উপর শরজাল বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সারথিকে নিপাতিত করিলেন। সারথি গত প্রাণ হইয়া নিপতিত হইলে অশ্ব সকল উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া রথ লইয়া চতুর্দ্দিগে প্রদ্রুত হইল। নাগরাজ-দৌহিত্র মহারাজ ইরাবান্ অবন্তিরাজ দ্বয়কে এই রূপে পরাজিত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ করত সত্বর হইয়া আপনকার সৈন্য দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পক্ষীয় সৈন্য বধ্যমান হইয়া, মনুষ্য যেমন বিষ পান করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়, সেই রূপ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বেগ পূর্ব্বক উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ সূর্য্যবর্ণ ও ধ্বজ শোভিত রথে সমারূঢ় হইয়া ভগদত্তের প্রতি ধাবমান হইল। যেপ্রকার পূর্ব্ব কালে বজ্রধারী ইন্দ্র তারকাময় সংগ্রামে ঐরাবতে অবস্থিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত নাগরাজে আরোহণ করিয়া ঘটোৎকচের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। যুদ্ধদর্শী সমাগত দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ ঘটোৎকচের সহিত ভগদত্তের যুদ্ধে কাহারো কাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র বিশেষ দেখিতে পাইলেন না। যেপ্রকার দেবরাজ ইন্দ্র দানবদিগকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা ভগদত্ত পাণ্ডব পক্ষগণকে ত্রাসিত করিয়া বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পক্ষগণ সকল দিগে বিদ্রাবিত হইয়া স্বীয় অনীক মধ্যে কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তা দেখিতে পাইল না, আমরা কেবল মাত্র ঘটোৎকচকে দেখিতে পাইলাম, অবশিষ্ট মহারথেরা বিমনা হইয়া পলায়ন করিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্নিবৃত্ত হইলে সৈন্য মধ্যে মহান্

কোলাহল হইল। তদনন্তর ঘটোৎকচ, মেঘ কর্ত্তৃক মেরু পর্ব্বতোপরি জল বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে ভগদত্তকে সমাচ্ছন্ন করিল। রাজা ভগদত্ত রাক্ষস ঘটোৎকচের চাপ বিমুক্ত বাণ সকল ছেদন করিয়া সমস্ত মর্ম্ম স্থল বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার পর্ব্বত ভিদ্যমান হইয়াও বিচলিত হয় না, সেই রূপ রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচ নতপর্ব্ব বহু শরে তাড্যমান হইয়াও ব্যথিত হইল না। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলে, রাক্ষস ঘটোৎকচ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিল। সেই মহাবাহু সুশাণিত শর সকল-দ্বারা সেই তোমর সকল ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সপ্ততি শরে ভগদত্তকে বিদ্ধ করিল। পরে ভগদত্ত হাসিতে হাসিতে শর দ্বারা তাহার চারি অশ্ব নিপাতিত করিলেন। সে, হতাশ্ব রথেই অবস্থিত হইয়া ভগদত্তের হস্তীর উপর এক শক্তি বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ সেই বেগবিশিষ্ট সুবর্ণ দণ্ড শোভিত শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সেই শক্তি বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। হিড়িম্বা-তনয়, নিক্ষিপ্ত শক্তি বিফল দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত, পূর্ব্ব কালীন ইন্দ্রের যুদ্ধে দৈত্যসত্তম নমুচির ন্যায় পলায়ন করিল। ভগদত্তের হস্তী, যম ও বরুণ কর্ত্তৃকও অজেয় খ্যাত-পৌরুষ বিক্রমশীল শক্র ঘটোৎকচকে পরাজয় করিয়া, যে প্রকার বনহস্তী পদ্মবন মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করে, তাহার ন্যায় পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দন করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মদ্ররাজ শল্য ভাগিনেয় নকুল সহদেবের সহিত যুদ্ধে সংগত হইয়া তাঁহাদিগকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। সহদেব মাতুল মদ্ররাজকে সমর-সংগত দেখিয়া মেঘ কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় তাঁহাকে শর সমূহে সমাবৃত করিলেন। মদ্ররাজ ভাগিনেয়দিগের শরে আচ্ছাদিত হইয়া অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং নকুল সহদেবেরও মাতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন অতুল প্রীতি জন্মিল। পরে মহারথ শল্য হাস্য বদনে নকুলের চারি অশ্বকে চারি উত্তম বাণে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। মহারথ নকুল হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া যশস্বী ভ্রাতা সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। উভয় ভ্রাতা এক রথে অবস্থিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া স্ব স্ব দৃঢ় ধনুর্ব্বিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্ষণ কাল মধ্যে শর দ্বারা মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছাদিত করিলেন। নরব্যাঘ্র শল্য ভাগিনেয় দ্বয়ের নত পর্ব্ব বহু শরে সমাবৃত হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া হাসিতে হাসিতে সেই শর বর্ষণ নিবারিত করিলেন। তদনন্তর সহদেব ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে এক বীর্য্যবান্ শর গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজের প্রতি অভিসন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শর গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ হইয়া মদ্ররাজকে ভেদ করিয়া মহীতলে নিপতিত হইল। মহারথ মদ্ররাজ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে যমজ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পীড়িত, সংজ্ঞাশূন্য ও নিপতিত দেখিয়া রথ লইয়া রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। তখন ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলে মদ্রেশ্বরের রথকে রণ পরাঙ্মুখ দেখিয়া ইনি আর নাই ভাবিয়া বিমনা হইল। মহারথ মাদ্রীনন্দন দ্বয় মাতুলকে রণে পরাজয় করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে শঙ্খ বাদন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! যে প্রকার ইন্দ্র ও উপেন্দ্র দুই দেবতা দৈত্য সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নকুল সহদেব দুই ভ্রাতা হৃষ্ট হইয়া আপনকার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সেই মধ্যাহ্ন কালে সংগ্রামে শ্রুতায়ুকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অশ্ব চালিত করিলেন, অনন্তর নত পর্ব্ব তীক্ষ্ণ

নয় বাণ নিক্ষেপ করিয়া অরিন্দম শ্রুতায়ুকে হনন করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মপুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া তাঁহার প্রতি সপ্ত শর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল বাণ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের কবচ ভেদ করিয়া দেহ মধ্য হইতে যেন প্রাণ নিঃসারিত করত শোণিত পান করিতে লাগিল। রথিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডব, মহাত্মা মহীপাল শ্রুতায়ুর বাণে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া বরাহকর্ণ বাণে রাজা শ্রুতায়ুর হৃদয় প্রদেশ বিদ্ধ এবং এক ভল্ল দ্বারা সেই মহাত্মার ধ্বজ রথ হইতে শীঘ্র ভুতলে পাতিত করিলেন। রাজা শ্রুতায়ু স্বীয় রথ-ধ্বজ নিপাতিত দেখিয়া সপ্ত সঙ্খ্য তীক্ষ্ণ বাণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, যে প্রকার যুগান্ত কালে হুতাশন ভুত সকল দগ্ধ করিয়া প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ! দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ ধর্ম্মপুত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্যথিত এবং জগৎ ব্যাকুল হইল। তখন সমস্ত প্রাণী মনে করিল যে অদ্য এই রাজা ধর্ম্ম-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিলোক দগ্ধ করিবেন। ঋষি ও দেবগণ লোক-শান্তির নিমিত্তে মহৎ কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সৃক্ক লেহন করত প্রলয় কালের সূর্য্য সন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আপনকার পক্ষ সৈন্য সমুদায় স্ব স্ব জীবনে নিরাশ হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ ধৈর্য্য দ্বারা সেই ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শ্রুতায়ুর মহৎ ধনুকের মুষ্টি দেশ ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে কার্ম্মুক-হীন করিয়া সকল সৈন্যের সাক্ষাতে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে নারাচ বিদ্ধ করিলেন, এবং সত্বর হইয়া তাঁহার অশ্ব চতুষ্টয় ও সারথিকে বিনাশ করিলেন। তখন শ্রুতায়ু রাজা যুধিষ্ঠিরের পৌরুষ দেখিয়া হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমর হইতে বেগে পলায়ন করিলেন। সেই মহা ধনুর্দ্ধর শ্রুতায়ু ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য রণ পরাঙ্মুখ হইল। হে মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই মহৎ কার্য্য করিয়া ব্যাদিতানন কৃতান্তের ন্যায় আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন।

বৃষ্ণিবংশীয় চেকিতান রথিপ্রধান কৃপাচার্য্যকে সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে শরাচ্ছাদিত করিলেন। কৃপাচার্য্য ক্ষিপ্র-হস্ত হইয়া সেই সকল বাণ নিবারণ করিয়া শর সমূহ দ্বারা রণতৎপর চেকিতানকে বিদ্ধ করিলেন, পরে এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধনুক ছিন্ন ও অপর এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন; তৎপরেই তাঁহার অশ্ব সংহার করিয়া পার্ষ্ণি রক্ষকের দুই সারথিকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। তখন চেকিতান রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া গদা গ্রহণ করিলেন। পরে সেই বীর-ঘাতিনী গদা দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্ব চতুষ্টয় সংহার করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অশ্বত্থামা ভূমিতে অবস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ষোড়শ শর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল শর সাত্বত চেকিতানকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবেশ করিল। যে প্রকার দেবরাজ বৃত্রাসুরের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চেকিতান ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার বধ মানসে পুনর্ব্বার সেই গদা তাঁহার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। গোতম-নন্দন কৃপাচার্য্য প্রস্তরগর্ব্বা সেই বিপুলা মহাগদা আপতন্তী দেখিয়া তাহা বহু সহস্র শরে নিবারণ করিলেন। হে ভারত! তদনন্তর চেকিতান কোষ হইতে খড়্গ বহিষ্কৃত করিয়া অতি লাঘব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃপের নিকট ধাবমান হইলেন। কৃপও সুসংযত হইয়া ধনুক পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ পূর্ব্বক চেকিতানের অভিমুখে বেগে অভিদ্রুত হইলেন। বলসম্পন্ন ও খড়্গ ধারী উভয়ে অতি তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রাণির নিষেবিত-ধরণীতলে অবস্থিত পুরুষ-প্রবর সেই দুই জনই খড়্গবেগে অভিহত, ব্যায়ামে বিমোহিত ও মূর্চ্ছা দ্বারা বিকলাঙ্গ হইলেন। তদনন্তর করকর্ষ নামে এক ব্যক্তি সমর

ছিন্ন-চাপ ও পরাজিত হইয়া বন্ধুগণ ও সোদরদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাহারো অপেক্ষা না করিয়া কোথায় যাইতেছ? এইরূপ কার্য্য তোমার উপযুক্ত হইতেছে না। হে দ্রুপদনন্দন! তুমি ভীষ্মকে অপরিমিত বীর্য্যবান্ এবং সৈন্যদিগকে তৎকর্ত্তৃক ভগ্ন ও দ্রবমাণ দেখিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইয়াছ, কেননা তোমার মুখ বর্ণ ম্লান হইয়াছে! কিন্তু ঐ দেখ, ধনঞ্জয় ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। বিশেষত তুমি পৃথিবী বিখ্যাত বীর হইয়া কি জন্য আজি ভীষ্ম হইতে ভয় করিতেছ? হে নরপাল! মহাত্মা শিখণ্ডী ধর্ম্মরাজের ঐরূপ রুক্ষাক্ষর যুক্ত সার্থক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা উপদেশ জ্ঞান করিয়া ভীষ্ম বধে ত্বরাবান্ হইলেন। রাজা শল্য শিখণ্ডীকে ভীষ্মের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাধনুষ্মান্ মহেন্দ্রতুল্য প্রভাব সম্পন্ন শিখণ্ডী, যুগান্তকালীন বহ্নিতুল্য সেই নিক্ষিপ্ত প্রবল অস্ত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন না, প্রত্যুত শর সমূহ দ্বারা সেই প্রদীপ্তাস্ত্র প্রতিবাধিত করত সেই স্থানেই স্থির হইয়া রহিলেন; পরে তাহার প্রতিঘাতক উগ্র বারুণাস্ত্র সন্ধান করিয়া তাহা নিবারণ করিলেন। পৃথিবীস্থ নরগণ ও নভঃস্থ দেবগণ সেই আগ্নেয়াস্ত্রকে বারুণাস্ত্র দ্বারা নিবার্য্যমাণ অবলোকন করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাত্মা বীর ভীষ্ম পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠিরের অতি বিচিত্র রথ ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরকে ভয়াভিভূত দেখিয়া বৃকোদর ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া জয়দ্রথের অভিমুখে পদব্রজে ধাবমান হইলেন! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, ভীমসেনকে গদাহস্তে মহাবেগে আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে যমদণ্ড কল্প ভয়ানক সুশাণিত নয় শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। অতি বেগশীল বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া কিছু চিন্তা না করিয়াই সিন্ধুরাজের পারাবত সদৃশ অশ্ব সকল নিহত করিলেন। তৎপরে অনুপম প্রভাব সম্পন্ন সুররাজ সদৃশ আপনকার তনয় চিত্রসেন ভীমসেনকে দেখিয়া উদ্যতাস্ত্র ও ত্বরমাণ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত রথারোহণে তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভীমসেনও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রত্যুদ্যত হইয়া গদা নিক্ষেপ করিলেন। সেই মোহ জনক তুমুল বিমর্দ্দ সংগ্রামে ভীমের সমুদ্যত যমদণ্ডকল্প উগ্র গদা দেখিয়া সমস্ত কুরুগণ তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছায় তথা হইতে অপক্রান্ত হইলেন। কিন্তু চিত্রসেন আপতন্তী সেই মহাগদা দেখিয়া বিমুগ্ধচেতা না হইয়া বিপুল খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, যে প্রকার পর্ব্বতাগ্র হইতে সিংহ লম্ফ প্রদান করত গমন করে, তাহার ন্যায়, রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভূতলে গমন করিলেন। ওদিকে সেই নিক্ষিপ্ত গদা চিত্রসেনের অশ্ব ও সারথির সহিত সুচিত্র রথ নিহত করিয়া আকাশচ্যুত প্রজ্জ্বলিত মহোল্কার ন্যায় ভূতল-গত হইল। আপনকার পক্ষ সৈন্যগণ ও অন্যান্য সকলেই মিলিত হইয়া সেই মহৎ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে নিনাদ করিয়া উঠিল এবং আপনকার পুত্রের প্রশংসা করিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, আপনার পুত্র বিকর্ণ মনস্বী চিত্রসেনকে বিরথী দেখিয়া রথে আরোপিত করিলেন। তাদৃশ সঙ্কুল অতিশয় তুমুল যুদ্ধ সময়ে শান্তনুপুত্র সত্বর হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইলে রথী, গজী ও সাদিগণের সহিত সৃঞ্জয়গণ কম্পিত হইতে লাগিল; মনে করিল যুধিষ্ঠির কৃতান্তের আস্য মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। পরন্তু যমজ দুই ভ্রাতার সহিত যুধিষ্ঠিরও মহাধনুর্দ্ধর নরব্যাঘ্র শান্তনু পুত্রের অভিমুখে গমন করিলেন। যে প্রকার মেঘ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তিনি ভীষ্মকে

সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপ করত আচ্ছন্ন করিলেন গঙ্গাপুত্র যুধিষ্ঠির-নিক্ষিপ্ত শত শত সহস্র সহস্র শর জাল ভাগ ভাগ করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক শত শত সহস্র সহস্র শরে ভাগক্রমে অন্তমিত করিলেন। সেই সকল শরজাল আকাশে শলভ বৃন্দের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিল। তিনি অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে ভাগ ভাগ শর জালে যুধিষ্ঠিরকে সমরে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কুরুকুল ভূষণ মহাত্মা ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম তাঁহার চাপ নির্ম্মুক্ত সেই নারাচ নিকটস্থ না হইতে হইতেই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে তাঁহার কাঞ্চন ভূষিত অশ্ব সকল সংহার করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, তৎক্ষণাৎ হতাশ্ব রথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা নকুলের রথে আরোহণ করিলেন। তখন শত্রু পুরজয়ী ভীষ্ম অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যমজ নকুল ও সহদেবের সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শরজালে আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে ভীষ্মবাণে প্রপীড়িত দেখিয়া ভীষ্মের বধ নিমিত্ত পরম চিন্তান্বিত হইলেন; তদনন্তর অনুগত রাজা ও সুহৃদ্ গণকে কহিলেন, 'তোমরা যুদ্ধে ভীষ্মকে নিহত কর'। তৎপরে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের ঐ কথা শুনিয়া বহু সংখ্য রথ দ্বারা কুরু পিতামহকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনার পিতা দেবব্রত চতুর্দ্দিকে রথী সমূহে পরিবৃত হইয়া মহারথীদিগকে নিপাতিত করিতে করিতে শরাসন লইয়া যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা, মহারণ্যে মৃগযূথ মধ্যে প্রবিষ্ট সিংহের ন্যায় তাঁহাকে রণ মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণ, তাঁহাকে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক শায়ক সমূহ দ্বারা শূরদিগকে ত্রাসিত করিতে দেখিয়া, যে প্রকার সিংহকে দেখিয়া মৃগগণ ত্রাসিত হয়, সেই প্রকার ত্রাসান্বিত হইলেন, এবং তৃণ দহনেচ্ছু বায়ুসহায় অগ্নির ন্যায় সেই ভরত সিংহের তেজঃপ্রভাব দর্শন করিলেন। যে রূপ নিপুণ মনুষ্য তালবৃক্ষ হইতে পক্ক তাল ফল পাতিত করে, সেইরূপ তিনি রথীদিগের মস্তক পাতিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল ছিন্ন মস্তক ধরণী তলে পতিত প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় তুমুল শব্দ করিয়া পতিত হইতে লাগিল। সেই অতি তুমুল ভয়ানক যুদ্ধে সমুদায় সৈন্যের অতি অব্যবস্থা হইয়া উঠিল। ব্যূহ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর এক এক জনকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিখণ্ডী ভীষ্মের সমীপে গমন পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া বেগ সহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে রণে উপেক্ষা করত ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সৃঞ্জয়দিগের দিকে গমন করিলেন। সৃঞ্জয়গণও মহারথ ভীষ্মকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত বহুবিধ সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন সূর্য্য পশ্চিম দিক্ অবলম্বন করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে রথী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধারম্ভ হইল। পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ সাত্যকি শক্তি ও তোমর বর্ষণ এবং বহুবিধ শস্ত্র দ্বারা আপনকার পক্ষ সৈন্যদিগকে আহত করিতে লাগিলেন। হে পুরুষর্ষভ! আপনকার পক্ষ মহারথ গণ হন্যমান হইয়াও যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিলেন না; প্রত্যুত যথা উৎসাহ ক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার মহাবল সৈন্য সকলও মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

সেই ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আপনকার পক্ষ রাজগণের মধ্যে অবন্তি দেশীয় ভূপাল মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ উভয়েই ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট উপস্থিত হইয়া সত্বর তাঁহার অশ্ব সকল বিনাশ করিয়া শর বর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পাঞ্চাল নন্দন ঝটিতি রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া মহাত্মা সাত্যকির রথে শীঘ্র আরোহণ করিলেন। তদনন্তর

রাজা যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় সমাবৃত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শত্রুতাপন অবন্তিরাজ দ্বয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। আপনকার পুত্রও সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে বিন্দ অনুবিন্দকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন সংক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুর দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। আপনকার পুত্রের হিতৈষী দ্রোণ ক্রুদ্ধ হইয়া, যে প্রকার অগ্নি তুলরাশি দহন করে, তাহার ন্যায়, সমুদায় পাঞ্চালদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে নরপাল! দুর্য্যোধন-পুরোবর্ত্তী আপনকার পুত্র সকল ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ভাস্কর লোহিত বর্ণ হইলে রাজা দুর্য্যোধন আপনার পক্ষ সকলকে কহিলেন, 'তোমরা সকলেই সত্বর হও'। ভাস্কর অস্তগিরি আরোহণ করিয়া অপ্রকাশিত হইলে সেই প্রদোষ সময়ে রাজা দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সেই সকল যোধগণ যুদ্ধে অতি দুষ্কর কার্য্য করিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগের শোণিত সমূহের তরঙ্গ যুক্তা ও গোমায়ুগণে সমাকীর্ণা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। যুদ্ধস্থল ভূত সমূহে সমাকুল হইয়া ঘোররূপ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে শিবা সকল অশিব ভাবে রব করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসাশী অন্যান্য জন্তু সকল উহার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষিত হইতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অর্জ্জুন সৈন্য মধ্যে সুশর্ম্মাদি রাজগণকে তাঁহাদিগের অনুগামী যোধগণের সহিত পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কুরুকুল প্রদীপ যুধিষ্ঠির সেই নিশাকালে যমজ দুই ভ্রাতার সহিত, সেনাগণে সমাবৃত হইয়া স্ব শিবিরে যাত্রা করিলেন। ভীমসেন দুর্য্যোধন-প্রমুখ রথীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন শান্তনু-নন্দন ভীষ্মকে সত্বর মহারথগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া স্বকীয় শিবিরের প্রতি প্রয়াণ করিলেন। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য ও সাত্বত কৃতবর্ম্মা, ইহাঁরা সকলে সৈন্যগণে সমাবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। সাত্যকি ও পার্ষত-সুত ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাঁরাও উভয়ে যোধগণে পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রয়াণ করিলেন। মহারাজ! এইরূপ আপনকার পক্ষীয় ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে নিশাকালে রণ-নিরস্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষ শূরগণ স্ব স্ব শিবির সমীপে গমন করিয়া পরস্পরকে পূজা করত শিবির প্রবেশ করিলেন, এবং যথাবিধি স্ব স্ব সৈন্যদিগকে দর্শন পূর্ব্বক আত্ম-রক্ষার বিধান করিয়া শরীর হইতে শল্যাপনয়ন ও বিবিধ জলে স্নান করিলেন। সেই সমস্ত যশস্বী মহারথগণ ব্রাহ্মণ দ্বারা কৃতস্বস্ত্যয়ন ও বন্দিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া গীত বাদিত্র শব্দে মুহূর্ত্তকাল ক্রীড়া করিলেন। সেই মুহূর্ত্তকাল তাঁহাদিগের সকলই স্বর্গ তুল্য হইল, তখন তাঁহাদিগের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কথা বার্ত্তা হইল না। হে নৃপ! উভয় পক্ষীয় বহুল অশ্ব, হস্তী ও মনুষ্য সম্পন্ন সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত ছিল, উহারা নিদ্রিত হইয়া মনোহর দর্শনীয় হইল।

সপ্তম দিবস যুদ্ধ ও ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুরাজ! নরাধিপতি কুরু ও পাণ্ডবগণ সুখ-সুপ্ত হইয়া সেই নিশা অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধ নিমিত্ত নির্গত হইলেন। উভয় সেনার নির্গমন সময়ে তাহাদিগের সাগর শব্দ সদৃশ মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিবিংশতি, রথিশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও বিপ্র ভরদ্বাজনন্দন, এই সকল কৌরব মহারথ একত্রিত, যত্নপরায়ণ ও বর্ম্মিত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ ব্যূহ বিধান করিলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পিতা শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বাহন রূপ তরঙ্গ যুক্ত সাগর সদৃশ ঘোর ব্যূহ রচনা করিয়া সর্ব্ব সৈন্যময় সেই

ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্য গণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপশালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবলপ্রতাপ ভগদত্ত যত্নপরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচ গণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিলুকগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। বৃহদ্বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহু কাম্বোজ ও সহস্র সহস্র প্রবর গণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করত প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। এবং তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রযাত হইলেন। হে বিভো! সাগর সদৃশ সেই মহাব্যূহের গমন সময়ে শ্বেত ছত্র, পতাকা, মহার্হ বিচিত্র অঙ্গদ ও শরাসন সকল দীপ্তিমান্ হইল।

মহারথ যুধিষ্ঠির আপনকার পক্ষীয় তাদৃশ মহাব্যূহ দেখিয়া সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন! ঐ দেখ, বিপক্ষগণ সাগরোপম ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছে; তুমিও উহার প্রতিপক্ষে সত্বর ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। মহারাজ! তদনন্তর শূর ধৃষ্টদ্যুম্ন বিপক্ষ ব্যূহ-বিনাশন সুদারুণ শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিলেন। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী, সাদী ও পদাতি গণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয় শৃঙ্গ স্থলে রহিলেন। নর প্রধান শ্বেতবাহন কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উহার নাভি প্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীপুত্র দ্বয় উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন। ব্যূহ শাস্ত্র বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথ গণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথা স্থানে অবস্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয় গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবেরা এই রূপ মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া জয়াভিলাষে যোদ্ধুকাম হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্খধ্বনি মিশ্রিত তুমুল ভেরীশব্দ বীরগণের ক্ষ্বেড়িত, আস্ফোটিত ও উৎক্রুষ্ট শব্দের সহিত একত্রিত হইয়া অতি ভয়ানক রূপে সর্ব্বদিক্ পরিপূর্ণ করিল। শূরগণ পরস্পর সকাশে গমন পূর্ব্বক নিমেষ রহিত নেত্রে পরস্পরকে অবলোকন করিল। হে মানব প্রবর! যোধগণ প্রথমত পরস্পরকে নাম নির্দেশ পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর তাহাদিগের ঘোরতর ভয়ানক যুদ্ধ আরব্ধ হইল; উভয় পক্ষ যোধগণ পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল; সুশানিত নারাচ সকল ব্যাদিতমুখ ভয়ানক সর্পের ন্যায় রণস্থলে সর্ব্বত্র পতিত হইতে লাগিল; তৈল-ধৌত বিমল শক্তি সকল, যেমন মেঘ হইতে দীপ্যমান বিদ্যুৎ সকল পতিত হয়, তদ্রূপ রণ স্থলে চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিল; সুবর্ণ-যুক্ত বিমল পট্টে বিভূষিত গিরিশৃঙ্গ সদৃশ উত্তম গদা ও বিমলাম্বর সদৃশ নিস্ত্রিংশ সকল রণ ভূমিতে পতিত হইতে দেখা গেল, এবং শত চন্দ্র ভূষিত আর্ষভ চর্ম্ম সকল সমর ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র শোভমান হইয়া পতিত হইতে লাগিল। হে নরাধিপ! উভয় পক্ষীয় সেনা সমুদায় পরস্পর যুধ্যমান হইয়া দেব সেনা ও দৈত্য সেনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যোধগণ রণক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিদ্রুত হইল। সেই তুমুল সংগ্রামে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রথীগণ পরস্পর কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া রথ যুগ দ্বারা বিপক্ষ রথীর রথ-যুগ সংশ্লেষ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র যুধ্যমান দন্তিগণের দন্ত সংঘর্ষে সধূম অগ্নি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। কোন কোন গজযোধী প্রাসাস্ত্রে অভিহত হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে পতিত বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় পতিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর পদাতিগণ নখর ও প্রাস অস্ত্রে যুদ্ধ করিয়া পরস্পর নিহত ও বিচিত্র মূর্ত্তি-ধারী দৃষ্ট হইতে

লাগিল। কুরু পাণ্ডবদিগের সৈনিক পুরুষেরা পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক নানাবিধ ঘোরতর শস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে যমালয়ে উপনীত করিতে লাগিল। তদনন্তর শান্তনুপুত্র ভীষ্ম রথ ঘোষে পৃথিবীকে নিনাদিত এবং ধনুঃশব্দে সকলকে মোহিত করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অভি গমন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ রথীগণও সযত্ন হইয়া ভীষণ রব করিয়া তাঁহার অভিমুখে অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর আপনকার ও তাঁহাদিগের পক্ষ নর, অশ্ব, রথ ও নাগগণের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অষ্টম দিবস যুদ্ধারম্ভে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যখন ভীষ্ম সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন, তখন পাণ্ডবেরা ভাস্করের ন্যায় তপন্ত ভীষ্মকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর পাণ্ডবদিগের সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের শাসনানুসারে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা শৈন্য মর্দ্দন কারী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। রণ শ্লাঘী ভীষ্ম মহাধনুর্দ্ধর সোমক, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালদিগকে শায়ক সমূহ দ্বারা এক কালেই নিপাতিত করিতে লাগিলেন। সোমক গণের সহিত পাঞ্চালগণ ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মৃত্যু-ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিতে লাগিল। বীর্য্যবান্ শান্তনুপুত্র ভীষ্ম বহুল রথীর মস্তক ছেদন এবং রথীদিগকে বিরথী করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্মের অস্ত্র দ্বারা সাদী গণের মস্তক সকল অশ্ব হইতে পতিত এবং মাতঙ্গগণকে বৃক্ষ রহিত পর্ব্বতের ন্যায় মনুষ্য রহিত ও প্রমোহিত দেখিতে লাগিলাম। হে নরাধিপ! রথি শ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ব্যতীত পাণ্ডবদিগের পক্ষ এমন কোন পুরুষ ছিল না যে ভীষ্মকে নিবারণ করে; তিনিই ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম-ভীমসেনের সংগ্রাম দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে ঘোরতর ভয়ানক কোলাহল হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডবেরা হৃষ্ট হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই মহা হত্যাজনক সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন সহোদর গণে পরিবৃত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিলেন; রথিবর ভীমসেন ভীষ্মের সারথিকে সংহার করিলেন, তাহাতে ভীষ্মের রথ-ঘোটক চতুর্দ্দিকে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রদ্রুত হইলে ভীমসেন ক্ষুরপ্রাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া সুনাভের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সুনাভ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ সুনাভ নিহত হইলে আদিত্যকেতু, বহ্বাশী, কুণ্ডধার, মহোদর, অপরাজিত, পণ্ডিতক ও দুর্জ্জয় বিশালাক্ষ, বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারী শত্রুমর্দ্দন এই সাত ভ্রাতা অসহিষ্ণু হইয়া যুদ্ধাভিলাষে বিচিত্র কবচ ধারী ভীমসেনের অভিমুখে গমন করিলেন। হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র নমুচিকে প্রহার করেন, সেই প্রকার মহোদর, বজ্র সদৃশ নয় বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। এবং আদিত্যকেতু সপ্ততি, বহ্বাশী পঞ্চ, কুণ্ডধার নবতি, বিশালাক্ষ সপ্ত এব শত্রু-বিজয়ী মহারথ অপরাজিত বহু সংখ্য বাণে মহাবল ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে পণ্ডিতকও তিন বাণে ভীমসেনকে তাড়িত করিলেন। অমিত্রকর্ষণ ভীমসেন রণ মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক প্রহার আর সহ্য করিলেন না—তিনি বাম করে ধনুক অবনত করিয়া আনত-পর্ব্ব শর দ্বারা আপনকার পুত্র অপরাজিতের সুন্দর নাশিকা শোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অপরাজিত, ভীমের হস্তে পরাজিত হইলে, তাঁহার ছিন্ন মস্তক মহীতলে পতিত হইল। তৎপরে বৃকোদর সর্ব্ব সৈন্যের সাক্ষাতেই এক ভল্ল দ্বারা মহারথ কুণ্ডধারকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর অপরিমিত বলবান্ ভীম এক শর সন্ধান পূর্ব্বক পণ্ডিতকের উপর নিক্ষেপ করিলেন। যেপ্রকার কাল প্রেরিত ভুজঙ্গম

মনুষ্যকে নিহত করিয়া ধরণীতলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ভীম-নিক্ষিপ্ত সেই শর পণ্ডিতককে সংহার করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে অদীনাত্মা বৃকোদর পূর্ব্বতন ক্লেশ স্মরণ করত তিন বাণে বিশালাক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর তিনি মহাধনুর্দ্ধর মহোদরের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ বিদ্ধ করিলেন। তাহাতেই মহোদর নিহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে এক বাণে আদিত্যকেতুর ছত্র ছেদন করিয়া অতি তীক্ষ্ণ এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তদনন্তর সংক্রুদ্ধ হইয়া আনত পর্ব্ব এক শরে বহ্বাশীকে যম সদনে প্রেরণ করিলেন। হে নরপাল! আপনকার অন্যান্য পুত্রেরা, ভীমসেন পূর্ব্বে সভা মধ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য বিবেচনা করিয়া পলায়ন করিলেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃব্যসনে কর্ষিত হইয়া আপনকার সমুদায় সৈন্য দিগকে কহিলেন, তোমরা ঐ ভীমকে যুদ্ধে বিনাশ কর।

হে নরপাল! আপনকার মহাধনুর্দ্ধর পুত্রগণ এই রূপে ভ্রাতাদিগকে নিহত দেখিয়া, সত্যবাদী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর পূর্ব্বে অনাময় ও হিত বাক্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মরণ হইল। হে জনাধিপ! পূর্ব্বে বিদুরের সেই হিতকর ও তথ্য বাক্য যাহা আপনি পুত্র স্নেহ, লোভ ও মোহে সমাবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। মহাবাহু ভীমসেন যে প্রকার কৌরব দিগকে সংহার করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে ঐ বলবান্ মহাবাহু আপনকার পুত্রদিগের বধ নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাশোকাবিষ্ট ও অতি দুঃখিত হইয়া ভীষ্মের সকাশে গমন পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, পিতামহ! আমার শূর ভ্রাতারা ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য সমুদায় সৈনিক পুরুষেরা আমাদিগের জয় নিমিত্ত সযত্ন হইলেও ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতেছে। আপনি সর্ব্বদা যেন মধ্যস্থ ভাবে আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমার এই দুর্দৈব দেখুন, যে আমি সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কুপথে আরোহণ করিয়াছি।

মহারাজ! আপনকার পিতা দেবব্রত দুর্য্যোধনের ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া সাশ্রু নেত্রে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! দ্রোণ, বিদুর, যশস্বিনী গান্ধারী ও আমি, আমরা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য কর নাই। হে শত্রুসূদন! আমি তোমার নিমিত্তে পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, আমি কি দ্রোণাচার্য্য, আমরা কোন প্রকারেই যুদ্ধে মুক্ত হইতে পারিব না। আমি ইহা সত্য বলিতেছি যে, ভীম ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় দিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাকেই সংহার করিবে। অতএব তুমি স্বর্গের প্রতি নিষ্ঠা পূর্ব্বক যুদ্ধে দৃঢ় মতি করিয়া স্থৈর্য্যাবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ কর। দেবগণ ইন্দ্রের সহিত একত্র হইলেও পাণ্ডবদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন, অতএব তুমি যুদ্ধে স্থির বুদ্ধি করিয়া যুদ্ধ কর।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৫

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ, এক মাত্র ভীমসেন কর্ত্তৃক আমার বহু পুত্রকে নিহত দেখিয়া কি করিলেন? হে সূত! যখন আমার পুত্রেরা প্রতি দিনই যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তখন আমি সর্ব্ব প্রকারে বিবেচনা করিতেছি যে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈব কর্ত্তৃক উপহত হইয়াছে। যেস্থলে আমার পুত্রেরা সকলেই পরাজিত হইতেছে, কোন প্রকারেই জয়ী হইতেছে না, বিশেষত মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্তপুত্র, বীর ভগদত্ত ও অশ্বত্থামা এই সকল সুমহাত্মা শূর ও অন্যান্য শূরগণের মধ্যে থাকিয়াও নিহত হইতেছে, সে স্থলে ভাগ্য ব্যতীত আর

কি বলা যায়? বৎস! আমি, ভীষ্ম ও বিদুর মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনকে পূর্ব্বে নিবারণ করিলেও সে আমাদিগের বাক্য গ্রাহ্য করে নাই, এবং গান্ধারীও দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিত-কামনায় পূর্ব্বে নিরন্তর নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে মোহ প্রযুক্ত তাহাও বুঝিতে পারে নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে—ভীমসেন সংক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে আমার পুত্রদিগকেই প্রতি দিবস যমালয়ে উপনীত করিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে বিভো! আপনি যে তখন বিদুরের কথিত হিতকর যথার্থ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, তাহারই ফল এই উপস্থিত হইয়াছে, বিদুর তখন কহিয়াছিলেন "আপনকার পুত্রদিগকে দ্যূত হইতে নিবারণ করুন, পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চিন্তা করিবেন না"। হে নরনাথ! কাল প্রাপ্ত মনুষ্য যেমন পথ্য ঔষধ গ্রহণ করে না, সেইরূপ আপনি হিতৈষী সুহৃদ্ গণের তাদৃশ হিতকর বাক্য যে শ্রবণ করেন নাই, সেই সাধু বাক্যের বিষয় এক্ষণে আপনকার নিকট উপনীত হইয়াছে। বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অন্যান্য হিতৈষী ব্যক্তির হিতকর বাক্য না শুনিয়াই কৌরবেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছেন। মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে যখন সেই সুহৃদ্ বাক্য গ্রহণ করেন নাই, তখনই ইহা উপস্থিত হইয়াছে; সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমার নিকট আনুপূর্ব্বীক্রমে শ্রবণ করুন। মধ্যাহ্ন কালে যে প্রকার লোক-ক্ষয়কর মহা ভয়ানক সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, অবধান করুন।

তৎপরে সমুদায় সৈন্য ধর্ম্মপুত্রের আদেশানুসারে সংরব্ধ হইয়া ভীষ্মকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সৈন্যযুক্ত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বিরাট ও দ্রুপদ সমস্ত সোমকগণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। কৈকেয় রাজেরা, ধৃষ্টকেতু ও কুন্তিভোজ সৈন্যগণের সহিত বর্ম্মিত হইয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধার্থ নিঃসরণ করিলেন। অর্জ্জুন, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ চেকিতান দুর্য্যোধনের আদিষ্ট সমস্ত রাজাদিগের সমীপে গমন করিলেন। বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, মহারথ হিড়িম্বাপুত্র ও ভীমসেন, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া কৌরব গণের উপর আপতিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া কৌরবদিগকে হনন করিতে লাগিলেন, এবং কৌরবেরাও ত্রিধা বিভক্ত হইয়া পাণ্ডব পক্ষ দিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ দ্রোণ সংক্রুদ্ধ হইয়া সোমক ও সৃঞ্জয় গণকে যমালয়ে প্রেষণ করিবেন বলিয়া অভিদ্রুত হইলেন। মহাত্মা সৃঞ্জয়গণ ধনুর্দ্ধারী দ্রোণ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। দ্রোণ-নিহত বহু ক্ষত্রিয়কে রোগার্ত্ত মনুষ্যের ন্যায় বিচেষ্টমান হইতে দেখাগেল। ক্ষুধাক্লিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায় রণক্ষেত্রে অনেকের পক্ষি-ধ্বনি তুল্য কূজন, অনেকের রোদন এবং অনেকের মেঘনির্ঘোষ সদৃশ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মহাবল ভীমসেন ক্রুদ্ধ ও যেন দ্বিতীয় কৃতান্ত হইয়া কৌরব সৈন্যদিগকে দারুণ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। সমুদায় সৈন্য পরস্পর কর্ত্তৃক পরস্পর বধ্যমান হইলে, তাহাদিগের শোণিত তরঙ্গ বিশিষ্টা ঘোরা নদী সমুৎপন্না হইল। হে মহারাজ! কুরু পাণ্ডবদিগের সেই সংগ্রাম অতি তুমুল হইয়া যমরাষ্ট্র বৃদ্ধির কারণ হইয়া উঠিল। তদনন্তর ভীমসেন রণে ক্রুদ্ধ হইয়া বিশেষ রূপে বেগ সহকারে গজ সৈন্যের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গজ সকল ভীমের নারাচে অভিহত হইয়া কোন কোন টা বিষণ্ণ ও কোন কোন টা পতিত হইতে লাগিল, কোন কোন টা শব্দ করিতে লাগিল, এবং কোন কোন টা চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিল। বড় বড় নাগ সকল ছিন্ন-শুণ্ড ও ছিন্ন-গাত্র হইয়া ক্রৌঞ্চ পক্ষীর ন্যায় নিনাদ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

নকুল ও সহদেব অশ্ব সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। কাঞ্চন শিরোভূষণ ভূষিত ও সুবর্ণালঙ্কৃত-পরিচ্ছদ সমন্বিত শত শত সহস্র সহস্র অশ্বকে নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখা গেল। পতিত অশ্বে মেদিনীতল সমাকীর্ণ হইল। হে নর শ্রেষ্ঠ! কোন কোন অশ্বের জিহ্বা বিচ্ছিন্ন হইল, কোন কোন অশ্ব ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব পক্ষীদিগের শব্দের ন্যায় ধ্বনি করিতে লাগিল, কোন কোন অশ্ব প্রাণ পরিত্যাগ করিল, এবং অনেক অশ্ব নিহত হইয়া নানা বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিল; ধরাতল এতাদৃশ অশ্ব সমূহে প্রতিভাত হইতে লাগিল। হে ভারত! রণক্ষেত্রের নানা স্থান অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহত রাজগণে বিকীর্ণ হইয়া ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন বসন্ত কালে অরণ্য কুসুম নিচয়ে আচ্ছন্ন হয়, সেই রূপ পতিত ভগ্ন রথ, ছিন্ন ধ্বজ ও নিকৃত্ত মহাস্ত্র, চামর, ব্যজন, অতি মহাপ্রভা বিশিষ্ট ছত্র, হার, নিষ্ক, কেয়ূর, কুণ্ডল শোভিত শীর্ষ, উষ্ণীষ, পতাকা, রথ নিম্নস্থ শোভন কাষ্ঠ ও রশ্মি সহিত যোক্ত্র, এই সকল বস্তুতে বসুধাতল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। হে ভারত! শান্তনব ভীষ্ম, রথি প্রধান দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা, ক্রুদ্ধ হওয়াতে পাণ্ডব পক্ষীয় দিগের ঐ রূপে ক্ষয় হইতে লাগিল, এবং পাণ্ডব পক্ষ সকল ক্রুদ্ধ হওয়াতে আপনকার পক্ষেরাও ঐ রূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সেই বীর-ক্ষয়-জনক ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, শ্রীমান্ সুবল-নন্দন শকুনি পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্বতবংশ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মাও পাণ্ডবসৈন্যের উপর উপদ্রুত হইলেন। এবং ভবৎপক্ষ বহু যোদ্ধা কাম্বোজ দেশীয়, নদীজ, আরট্ট দেশীয়, স্থলজ, সিন্ধু দেশোদ্ভব, বানায়ু দেশোৎপন্ন, তিত্তিরি দেশীয় পবনবেগ ও পর্ব্বত বাসী শুভ্রবর্ণ বহু সংখ্য অশ্বে সমারূঢ় হইয়া চতুর্দ্দিক্ পরিবারিত করিল সুবর্ণালঙ্কৃত-গাত্র বর্ম্মবিশিষ্ট সুশিক্ষিত বাতবেগ-গামী মুখ্য মুখ্য অশ্বের সহিত শত্রুতাপন বীর্য্যবান্ শ্রীমান্ অর্জ্জুন-নন্দন ইরাবান্ হৃষ্টরূপ হইয়া সেই সকল সৈন্যের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! ইরাবান্ ধীমান্ অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের স্নুষার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পক্ষিরাজ গরুড়, মহাত্মা ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার পুত্রবধূকে সন্তান-হীনা দীন-চিত্তা ও দুঃখিতা দেখিয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনও অভিলাষ বিশেষ বশবর্ত্তিনী সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন। এইরূপে ইরাবান্ পরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ঔরসে সমুৎপন্ন হয়েন। উনি নাগলোকে জননীর পরিপালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। উহাঁর দুরাত্মা পিতৃব্য পার্থের প্রতি দ্বেষ বশত উহাঁকে পরিত্যাগ করেন। ইরাবান্ সত্য-বিক্রম, রূপবান্, বলসম্পন্ন এবং গুণবান্ হইয়া উঠিলেন। যখন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন; তখন ইরাবান্ তাহা শুনিয়া ইন্দ্রলোকে সত্বর গমন করিলেন। সত্যবিক্রম মহাবাহু ইরাবান্ পিতা অর্জ্জুনের নিকট গমন করিয়া অব্যগ্রচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় পূর্ব্বক এইরূপ আত্ম পরিচয় নিবেদন করিলেন, হে প্রভো! আপনকার মঙ্গল হউক, আমি ইরাবান্ নামে আপনকার পুত্র। এবং যে রূপে উহাঁর জননীরে অর্জ্জুনকে প্রদান করা হয়, সে সমস্তও ইরাবান্ ব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুনের তখন পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক স্মরণ হইল। পরে তিনি দেবরাজ ভবনে আত্ম সদৃশ গুণসম্পন্ন ইরাবান্ পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রীতিমান্ হইলেন। হে নৃপ! তিনি দেবলোকে তখন মহাবাহু ইরাবান্‌কে প্রীতি পূর্ব্বক, স্বকার্য্য নিমিত্ত আদেশ করিলেন, "তুমি যুদ্ধ কালে আমাদিগের সাহায্য করিবে"। ইরাবান্ যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার

করিলেন। হে মহারাজ! এক্ষণে যুদ্ধ সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি কমনীয় বর্ণ ও কমনীয় বেগশীল অশ্ব সমূহে সমাবৃত হইয়া সমাগত হইলেন। কাঞ্চন ভূষিত নানাবর্ণ বিশিষ্ট মনোবেগগামী তাঁহার অশ্ব সকল সহসা, সাগর মধ্যে হংস গণের ন্যায়, সংগ্রাম ভূমিতে উৎপতিত হইল। ঐ সকল অশ্ব আপনকার মহাবেগশীল অশ্ব বৃন্দ মধ্যে গমন করিয়া পরস্পরের নাসিকা দ্বারা নাসিকা ও ক্রোড় দ্বারা ক্রোড় প্রদেশ সমাহত করত স্বকীয় বেগে অভিহত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। যেমন গরুড় পক্ষীগণের পতনে দারুণ শব্দ হয়, সেইরূপ অশ্ব সমূহের পরস্পর পতনে সুদারুণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই সকল অশ্বের আরোহী ব্যক্তিরা পরস্পর আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোরতর হনন করিতে আরম্ভ করিল। সেই অতিশয় তুমুল সঙ্কুল মহাঘোর সংগ্রামে চতুর্দ্দিকে উভয় পক্ষেরই অশ্ব সমূহ ভয়জনিত ত্বরায় সমাকুল হইল। শূরগণ পরস্পরের শরে ছিদ্যমান, শ্রমার্ত্ত ও ভূতলে বিলীন হইতে লাগিল। তাহাদিগের অশ্ব সকলও নিহত হইয়া পড়িল।

তদনন্তর সেই অশ্ব সৈন্য ক্ষয় প্রাপ্ত ও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিলে শকুনির অনুজ শৌর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ ভীষণাকৃতি বদ্ধ-সন্নাহ গজ, গবাক্ষ, বৃষভ, চর্ম্মবান্, আর্জ্জব ও শুক নামে মহা বলবান্ এই ছয় ভ্রাতা শকুনির সহিত স্বকীয় মহাবল যোধ গণে পরিবার্য্যমাণ হইয়া বায়ুবেগ সমস্পর্শ বায়ুবেগসম বেগবান্ শীল-সম্পন্ন বয়ঃস্থ উত্তম উত্তম তুরগে আরোহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যমণ্ডলী হইতে নির্গমন করত রণ মুখে অভিদ্রুত হইলেন। হে মহাবাহু! যুদ্ধ দুর্ম্মদ গান্ধার দেশীয় উক্ত ছয় ভ্রাতা স্বর্গার্থ হৃষ্ট ও বিজয়ৈষী হইয়া মহৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে অতি দুর্জ্জেয় সেই সাদি সৈন্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিলেন। বীর্য্যবান্ ইরাবান্ তখন তাঁহাদিগকে স্বসৈন্য মধ্যে যুদ্ধে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিচিত্র আভরণ ও আয়ুধধারী স্বপক্ষ যোধগণকে বলিলেন, যোধগণ! ঐ সকল ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ যোদ্ধারা অনুগামী ও বাহন গণের সহিত যে নীতি ক্রমে নিহত হয়, তাহা তোমরা বিধান কর। ইরাবানের সমুদায় যোদ্ধা যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহাদিগের শত্রু দুর্জ্জেয় সেই সকল সৈন্য নিহত করিল। সুবল নন্দনেরা সকলে আপনাদিগের সৈন্যকে ইরাবানের সৈন্য কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া ক্রোধাকুল হইয়া ইরাবানের সমীপে ধাবন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন, এবং পরস্পর সকলেই সকলকে প্রহার করিতে আদেশ করত শাণিত প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাড়ন করিতে করিতে রণস্থল মহাকুলিত করিয়া ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ইরাবান্ তোত্র বিদ্ধ হস্তীর ন্যায় সেই মহাত্মাদিগের সুতীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্রে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া গলিত রুধিরধারায় সিক্ত-কলেবর হইলেন। একাকী ইরাবান্ তাঁহাদিগের বহু জনের অস্ত্র প্রহারে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দ্বয়ে সাতিশয় সমাহত হইয়াও নিরতিশয় ধৈর্য্যাবলম্বন হেতু ব্যথিত হইলেন না। প্রত্যুত শত্রু পুরঞ্জয় ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত শর নিকর দ্বারা তাঁহাদিগের সকলকে বিদ্ধ করিয়া মোহিত করিলেন এবং স্বশরীর-বিদ্ধ প্রাস সকল উৎকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিয়া তদ্দ্বারাই সুবলপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎপরে সুবল-পুত্রদিগকে বিনাশ করিবার মানসে কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কর্ষণ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ত্বরা সহকারে পদব্রজে প্রদ্রুত হইলেন। তদনন্তর সুবলসুত সমুদায়ের মোহ বিনষ্ট হইলে তাঁহারা পুনর্ব্বার ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইরাবান্‌কে লক্ষ করিয়া ধাবমান হইলেন। বল-দর্পিত ইরাবান্‌ও খড়্গ লইয়া হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত তাঁহাদিগের সকলের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুবলপুত্রেরা সকলেই দ্রুতগামী অশ্ব দ্বারা লঘু বিচরণ করিয়াও লঘু বিচরণকারী ইরাবানের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে ইরাবান্‌কে

ভূতলস্থ দেখিয়া সম্যক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সমীপাগত হইলে শত্রুকর্ষণ ইরাবান্ দুই হস্তেই খড়্গ দ্বারা তাঁহাদিগের দেহ, আয়ুধ ও অলঙ্কার-শোভিত বাহু কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বৃষভ ব্যতীত সকলেই নিকৃত্তাঙ্গ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমিতে পতিত হইলেন। বৃষভ বহুধা ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সেই মহাভীষণ বীর-কর্ত্তন সংগ্রাম হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইলেন।

মহারাজ! ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্র রাক্ষস অলম্বুষ মহাধনুর্দ্ধর, মায়াবী এবং পূর্ব্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক বক রাক্ষসের সংহার করণ হেতু তাঁহার প্রতি তাহার বৈরিতা ছিল; আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সুবল-পুত্রদিগকে মৃত ও পতিত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সেই ঘোর-দর্শন অরিন্দম রাক্ষস অলম্বুষকে কহিলেন, হে বীর! ঐ দেখ, ফাল্গুনের পুত্র মায়াবী বলবান্ ইরাবান্ আমার সৈন্য বিনাশ করিয়া দারুণ অপ্রিয় কার্য্য করিল। হে বৎস! তুমি স্বেচ্ছাগামী, মায়াস্ত্রে দক্ষ এবং ভীমসেনের সহিত তোমার বৈরিতা আছে, অতএব তুমি ঐ ইরাবান্কে বিনাশ কর। ভীষণাকৃতি রাক্ষস অলম্বুষ যে আজ্ঞা বলিয়া সিংহনাদ করত অর্জ্জুন-পুত্র ইরাবানের নিকট গমন করিল। অলম্বুষ স্ব স্ব বাহনে সমারূঢ় সমর-নিপুণ নির্ম্মল প্রাস যোধী প্রহারপটু বীরগণ-সম্পন্ন স্বকীয় অনীকে সমাবৃত হইয়া হতাবশিষ্ট দুই সহস্র অশ্বারোহীতে পরিবৃত মহাবল ইরাবান্কে সংহার করিবার মানসে অভিদ্রুত হইল। পরাক্রমশীল অমিত্র-হন্তা ইরাবান্ সংক্রুদ্ধ ও ত্বরমাণ হইয়া হন্তু-কাম রাক্ষসকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতিমহাবল রাক্ষসও তাঁহাকে আপতিত হইতে দেখিয়া সত্বর হইয়া মায়া বিস্তার করিতে উপক্রমী করিল। পরে সৈন্য সকল নিহত হইলে যুদ্ধ-দুর্ম্মদ উভয়ে বৃত্র বাসবের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থিত হইলেন। যুদ্ধ-দুর্ম্মদ মহাবল ইরাবান্ যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রাক্ষসকে সম্মুখে অভিদ্রুত দেখিয়া ক্রোধ-জনিত ত্বরাপর হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন; পরে রাক্ষস সমীপগত হইলে খড়্গ দ্বারা তাহার উজ্জ্বল ধনুক ও বাণ সকল পঞ্চধা করিয়া ছেদন করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ ধনুক ছিন্ন দেখিয়া বেগ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইল, এবং অতিক্রুদ্ধ ইরাবান্কে মায়া দ্বারা বিমোহিত করিল। সর্ব্ব মর্ম্মজ্ঞ দুর্জ্জেয় ইরাবান্ও মায়া বিদ্যা অবগত ছিলেন, এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। রাক্ষস অলম্বুষ অন্তরীক্ষে প্রবিষ্ট হইলে, তিনিও আকাশে উৎপতিত হইয়া মায়া দ্বারা রাক্ষসকে মুগ্ধ করিয়া তাহার দেহ কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-প্রধান অলম্বুষ পুনঃপুন ছেদিত হইয়াও যৌবন রূপ লাভ করিয়া সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাক্ষসদিগের মায়া ব্যাপার সহজ, এবং বয়ঃক্রম ও নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণও ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে, এই কারণেই তাহার দেহ বারংবার ছিন্ন হইয়া পূর্ব্ববৎ হইতে লাগিল। ইরাবান্ সেই মহাবল রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ পরশ্বধ অস্ত্রে পুনঃপুন ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষস বীর, বলশালী ইরাবান্ কর্ত্তৃক বৃক্ষের ন্যায় ছিদ্যমান হইয়া ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল, তাহার শব্দ অতি তুমুল হইয়া শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইল। বলশীল রাক্ষস পরশ্বধাস্ত্রে ক্ষত-কলেবর হইয়া বহু রুধির স্রাব করত ক্রোধ পূর্ব্বক বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং রণ মধ্যে সকলের সাক্ষাতে অর্জ্জুন-পুত্র বীর যশস্বী প্রতিপক্ষ ইরাবান্কে প্রবল দেখিয়া ভয়ানক রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। ইরাবান্ও দুরাত্মা রাক্ষসের তাদৃশী মায়া দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে মায়া সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ক্রোধাভিভূত হইলে তাঁহার মাতৃ-বংশীয় নাগ তাঁহার সমীপাগত হইয়া সমস্ত দিকে বহুল নাগে পরিবৃত ফণা-মণ্ডল-বিশিষ্ট অনন্ত সদৃশ রূপ ধা-

রণ করিলেন, এবং রাক্ষস অলম্বুষকে নানা প্রকার নাগে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস-পুঙ্গব অলম্বুষ বহু নাগে আচ্ছাদ্যমান হইয়া ক্ষণ কাল চিন্তা পূর্ব্বক গরুড় রূপ অবলম্বন করত সেই সকল সর্পদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার মাতৃবংশীয় নাগকে অলম্বুষ মায়া দ্বারা ভক্ষণ করিলে তিনি মোহিত হইলেন। অলম্বুষ ইরাবান্‌কে মোহিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার কুণ্ডল ও মুকুট-বিভূষিত পদ্মেন্দু সদৃশ মস্তক ভূতলে নিপাতিত করিল।

হে ভূপাল! অর্জ্জুনাত্মজ বীর ইরাবান্ রাক্ষস-কর্ত্তৃক সংহৃত হইলে ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ সৈন্য সকল রাজগণের সহিত শোক রহিত হইল। সেই ভীষণ মহা সংগ্রামে উভয় সেনারই ঘোরতর মহান্ সঙ্কুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই মহাসঙ্কুল রণে গজ, অশ্ব ও পদাতিগণ একত্রিত হইয়া গজগণ কর্ত্তৃক, রথ, অশ্ব ও গজগণ পদাতি সমূহ কর্ত্তৃক, এবং পত্তি, অশ্ব ও রথ সমূহ রথিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইতে লাগিল। অর্জ্জুন স্বকীয় ঔরস পুত্র ইরাবানের বিনাশ সংবাদ জ্ঞাত হন নাই; তিনি সমরে ভীষ্ম-রক্ষক শূর ক্ষত্রিয়-গণকে বিনাশ করিতে ছিলেন। হে নরপাল! সহস্র সহস্র সৃঞ্জয় ও আপনকার পক্ষীয় যোধগণ সমরানলে প্রাণাহুতি প্রদান করত পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল। অনেকে মুক্ত কেশ, কবচ-বিহীন, বিরথ, ছিন্ন-কার্ম্মুক ও সমবেত হইয়া বাহু দ্বারা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত্রু-তাপন ভীষ্ম পাণ্ডব সেনাকে কম্পিত করত মর্ম্মভেদী বাণ সমূহ দ্বারা মহারথদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি যুধিষ্ঠির-সৈন্যের বহুল মনুষ্য, দন্তী, সাদী, রথী ও অশ্ব বিনাশ করিলেন। হে ভারত! সমরে ইন্দ্রের পরাক্রমের ন্যায়, তাঁহার অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম। এবং ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ধনুর্দ্ধর সাত্যকিরও অতি ভীষণ পরাক্রম প্রকাশ পাইতে লাগিল। পরন্তু দ্রোণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডবেরা ভয়াবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দ্রোণাচার্য্য একাকীই আমাদিগকে সৈন্যের সহিত নিহত করিতে পারেন, তাহাতে আবার উনি পৃথিবী-খ্যাত শূর যোধগণে সংযুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে কি না করিতে পারেন?" তাদৃশ ভীষণ সংগ্রামে উভয় পক্ষ বীরগণই পরস্পর-কৃত প্রহার সহ্য করিল না; সকলেই সংরব্ধ হইয়া যেন রাক্ষস বা ভূতগণে আবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দৈত্য-সংগ্রাম সদৃশ সেই বীর-ক্ষয়-জনক সংগ্রামে কাহাকেও আপনার প্রাণ রক্ষায় যত্ন করিতে দেখিলাম না।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহারথ পাণ্ডবেরা ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপতে! ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ ইরাবান্‌কে সংগ্রামে নিহত দেখিয়া অতিভয়ানক নিনাদ করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার শব্দে পর্ব্বত ও কাননের সহিত সাগর-বসনা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ কম্পিত হইতে লাগিল। অতি মহান্ সেই শব্দ শুনিয়া আপনকার সৈন্যদিগের উরুস্তম্ভ, কম্পন ও স্বেদ নিঃসৃত হইল। হে রাজেন্দ্র! আপনকার পক্ষ সকলেই সিংহ-ভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্ত হইয়া সর্ব্ব দিকে বিচেষ্টমান হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ নির্ঘাত সদৃশ অতি মহাশব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলিত এক শূল উদ্যত করণানন্তর নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারী রাক্ষস-পুঙ্গবগণে পরিবৃত ও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় সমাগত হইল। রাজা দুর্য্যোধন ভীম-দর্শন সংক্রুদ্ধ ঘটোৎকচকে আপতিত এবং স্বকীয় সৈন্য সকলকে তাহার ভয়ে বিমুখীকৃত দেখিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া বিপুল ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। বঙ্গাধিপতি

স্বয়ং মদস্রাবী পর্ব্বতোপম দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্যের সহিত, দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রকে গজ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি কোপান্বিত হইল। তৎ পরে রাক্ষসগণের সহিত দুর্য্যোধন-সৈন্যের তুমুল লোম-হর্ষণ যুদ্ধ আরব্ধ হইল। শস্ত্র-হস্ত রাক্ষসগণ মেঘবৃন্দের ন্যায় সমুদ্যত গজসৈন্য দেখিয়া ক্রোধ-সহকারে সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় বিবিধ নিনাদ করিয়া শর, শক্তি, ঋষ্টি ও নারাচ দ্বারা গজ-যোধিগণকে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইল, এবং ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গার, পরশ্বধ, পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও বৃক্ষ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। হে মহারাজ! দেখিলাম, নিশাচরগণ হস্তীগণকে হনন করাতে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন হস্তীর কুম্ভ বিদীর্ণ, কোন কোন হস্তীর গাত্র হইতে রুধির নির্গত এবং কোন কোন হস্তীর গাত্র ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। এই রূপে গজযোধীগণ ক্ষয় প্রাপ্ত ও ভগ্ন হইলে দুর্য্যোধন রাক্ষসদিগের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শত্রুতাপন দুর্য্যোধন ক্রোধের বশতাপন্ন ও জীবন ত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাক্ষসদিগের প্রতি শাণিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর আপনকার পুত্র সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগের প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে হনন করিলেন। মহাবল দুর্য্যোধন বেগবান্, মহারৌদ্র, বিদ্যুজ্জিহ্ব ও প্রমাথী, এই চারি রাক্ষসকে [illegible] বাণে নিহত করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা ভরত-প্রবর দুর্য্যোধন রাক্ষস-সৈন্যের উপর পুনঃপুন দুঃসহ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল ভৈমসেনি আপনকার পুত্রের সেই মহৎ কর্ম্ম দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে অশনি-স্বন সদৃশ নিস্বনবান্ মহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া অরিন্দম দুর্য্যোধনের প্রতি বেগ পূর্ব্বক অভিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন তাহাকে কালসৃষ্ট অন্তকের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়াও ব্যথিত হইলেন না। পরে ক্রূরভাবাপন্ন ভৈমসেনি ঘটোৎকচ ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিল, রে দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়! আজি আমি আমার পিতা মাতার ঋণ পরিশোধ করিব, তুই অতি নৃশংস হইয়া আমার পিতা পিতৃব্য দিগকে যে ছল দ্যূতে পরাজিত করিয়া দীর্ঘ কাল প্রবাসিত করিয়াছিলি, রজস্বলা এক বস্ত্র-পরীধানা দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণাকে যে সভায় আনিয়া বহুধা ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলি, এবং আমার পিতা পিতৃব্যগণের অরণ্যে বাস কালে দ্রৌপদী যখন আশ্রমে অবস্থান করেন, তখন যে দুরাত্মা সিন্ধুরাজ তোর প্রিয় কার্য্য করিবার মানসে আমার পিতা পিতৃব্যদিগকে পরিভব করিয়া দ্রৌপদীকে দারুণ কষ্ট দিয়াছিল, যদি তুই রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করিস্, তাহা হইলে আজি আমি তোকে ঐ সকল অপমান ও তদ্ব্যতীত অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিব। হিড়িম্বা-সুত এই রূপ বলিয়া দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সৃক্ক লেহন করত মহাধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক, যে প্রকার প্রাবৃট্ কালে ধারাধর বারিধারা দ্বারা ধরাধর অবকীর্ণ করে, সেই রূপ মহৎ শর বর্ষণে দুর্য্যোধনকে অবকীর্ণ করিল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন সমরে দানবগণেরও দুঃসহ সেই বাণ বর্ষণ মহাহস্তীর [illegible] ন্যায় ধারণ করিলেন। তিনি ক্রোধাবি[illegible] হইয়া সর্পের ন্যায় দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরম সংশয়াপন্ন হইলেন, পরে পঞ্চ বিংশতি সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শাণিত নারাচ তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল নারাচ গন্ধমাদন পর্ব্বতোপরি ক্রুদ্ধ সর্প পতনের ন্যায় সহসা সেই রাক্ষসবরের উপর পতিত হইলে, রাক্ষস-প্রবর ঘটোৎকচ তাহাতে বিদ্ধ হইয়া গলিত-মদ কুঞ্জরের ন্যায় রক্তস্রাব করিতে করিতে রাজা

দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে মতি করিয়া, প্রস্তর-কেও বিদারণ করিতে পারে, এমত এক মহাশক্তি গ্রহণ করিল। মহাবাহু ঘটোৎকচ আপনকার পুত্রের বধ বাসনায় প্রজ্বলিত-অশনি সদৃশ মহোল্কাভা-সম্পন্ন সুপ্রদীপ্ত সেই মহাশক্তি সমুদ্যত করিলে, বলশালী বঙ্গাধিপতি সেই শক্তিকে সমুদ্যত দেখিয়া পর্ব্বত-সন্নিভ এক কুঞ্জর তাহার প্রতি চালিত করিলেন। তিনি শীঘ্রগামী সেই হস্তি-প্রবর চালিত করিয়া তদারোহণে দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখ মার্গে সত্বর উপনীত হইয়া হস্তী দ্বারা সেই রথ সমাবৃত করিলেন। হে মহারাজ! ক্রোধ-রক্তিম-লোচন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনের রথ-মার্গ ধীমান্ বঙ্গরাজ কর্ত্তৃক আবৃত দেখিয়া সেই উদ্যত মহাশক্তি বঙ্গরাজের সেই হস্তীর উপরেই নিক্ষেপ করিল। হস্তী সেই ঘটোৎকচ বাহু নিক্ষিপ্ত শক্তি দ্বারা অভিহত হইয়া রুধির বমন করত পতিত হইল ও প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই গজ পতিত হইবার সময়ে বলশালী বঙ্গেশ্বর বেগ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই প্রধান হস্তীকে পতিত এবং সৈন্য সকলকে প্রভগ্ন দেখিয়া পরম দুঃখিত হইয়া স্বপক্ষ সৈন্য পলায়নে পরাজয় ভাব লাভ করিয়াও আপনার অভিমানিতা ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক গিরির ন্যায় অচল হইয়া রহিলেন। পরে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া কালাগ্নি-সম তেজঃসম্পন্ন শাণিত এক বাণ সন্ধান পূর্ব্বক সেই ভীষণ নিশাচরের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহামায়াবী ঘটোৎকচ ইন্দ্রের অশনি সম প্রভা সম্পন্ন সেই বাণকে আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিয়া ফেলিল। এবং ক্রোধে রক্তিম-লোচন হইয়া সমুদায় সৈন্যকে ত্রাসিত করত যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় পুনর্ব্বার ঘোরতর নিনাদ করিল।

শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সেই ভীষণ রাক্ষসের সুদারুণ শব্দ শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ঐ হিড়িম্বা-নন্দন রাক্ষসের যেরূপ ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, যে সেই রাক্ষস রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কোন প্রাণীই তাহাকে সংগ্রামে জয় করিতে সমর্থ নহে। অতএব তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সেখানে গমন করিয়া রাজাকে রক্ষা কর। যখন মহাভাগ দুর্য্যোধনের প্রতি মহাসত্ত্ব রাক্ষস অভিদ্রুত হইয়াছে, তখন হে পরন্তপগণ! রাজাকে রক্ষা করাই আমাদিগের সকলের পরম কার্য্য হইতেছে।

মহারথগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্বরাপূর্ব্বক বেগ-সহকারে কুরুরাজের নিকটে প্রস্থান করিলেন। দ্রোণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, জয়দ্রথ, কৃপ, ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, আবন্ত্য, বৃহদ্বল, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, চিত্রসেন ও বিবিংশতি, এই সকল মহারথ এবং ইহাঁদিগের অনুগত বহু সহস্র রথী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনের নিকট গমনেচ্ছু হইয়া সত্বর হইলেন। শূল, মুদ্গার ও নানাবিধ শস্ত্র ধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত মহাবাহু রাক্ষস সত্তম ঘটোৎকচ সেই মহারথদিগের রক্ষিত অধর্ষণীয় সৈন্যকে আততায়ী হইয়া সমাগত হইতে দেখিয়া বিপুল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অচল রহিল। তৎপরে দুর্য্যোধনের সেই সকল সৈন্যের সহিত ঘটোৎকচের তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। রণ স্থলে সর্ব্বত্র তুমুল ধনুষ্টঙ্কার শব্দ, দহ্যমান বংশ-বনের শব্দের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। দেহীগণের কবচোপরি অস্ত্র সকলের পতন ধ্বনি, গিরি বিদারণ ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকিল। বীরগণের বাহু বিমুক্ত আকাশগত তোমর সকল গমনকারী সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহাবাহু রাক্ষসেন্দ্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ভৈরব রব করত মহাধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণে আচার্য্যের কার্ম্মুক ছেদন ও এক ভল্ল দ্বারা সোমদত্তের ধ্বজ উন্মথিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। পরে তিন বাণে

বাহ্লিকের স্তন দ্বয়ের মধ্য স্থল, এক বাণে ক্রপকে ও তিন বাণে চিত্রসেনকে বিদ্ধ করিল। পরে এক বাণ আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক সম্যক্ প্রয়োগ করিয়া বিকর্ণের জক্র দেশ তাড়িত করিল। বিকর্ণ তাহাতে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। হে ভরত-প্রবর! তদনন্তর প্রকাণ্ড কায় রাক্ষসবর সংক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চদশ নারাচ ভূরিশ্রবার প্রতি নিক্ষেপ করিল। সেই সকল নারাচ আশু ভূরিশ্রবার বর্ম্ম ভেদ করিয়া ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে সে, বিবিংশতি ও অশ্বত্থামা এই দুই জনের দুই সারথিকে শর দ্বারা তাড়িত করিলে, তাহারা উভয়েই অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ করিয়া রথোপস্থে নিপতিত হইল। অনন্তর অর্দ্ধচন্দ্র বাণে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্বর্ণ-ভূষিত বরাহ-চিহ্নিত ধ্বজ উন্মথিত করিয়া দ্বিতীয় বাণে তাঁহার ধনুক ছেদন করিল, এবং ক্রোধে সংরক্ত-লোচন হইয়া চারি নারাচে মহাত্মা অবন্তিরাজের চারি অশ্ব নিহত করিয়া পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত এক সুশানিত সুপীত বাণে রাজপুত্র বৃহদ্বলের দেহ ভেদ করিল। বৃহদ্বল তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন। পরে রথস্থ সেই রাক্ষসনাথ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আশীবিষ সদৃশ সুশানিত কতক গুলি বাণ যুদ্ধ-বিশারদ শল্যের উপর নিক্ষেপ করিলে, সেই সকল বাণ শল্যকে বিদ্ধ করিল।

একোন নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-কুল-তিলক! রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনকার পক্ষ সেই সকল মহারথদিগকে রণবিমুখ করিয়া দুর্য্যোধনের বিনাশ মানসে উপদ্রুত হইল। আপনকার পক্ষ সেই সকল যুদ্ধবিশারদ মহারথগণ হননেচ্ছু ঘটোৎকচকে বেগিত হইয়া রাজার প্রতি আপতিত হইতে দেখিয়া ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সিংহগণের ন্যায় নিনাদ করত তাল প্রমাণ চাপ সকল বিকর্ষণ করিতে করিতে সেই এক রাক্ষসের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার শরৎ কালে ধারাধর-মণ্ডল বারিধারা দ্বারা ধরাধরকে অবকীর্ণ করে, সেই রূপ তাঁহারা তাহাকে চতুর্দ্দিকে শর-নিকর বর্ষণে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাহাতে সে, তোত্রপীড়িত হস্তীর ন্যায় গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া বিনতানন্দনের ন্যায় আকাশে উৎপতিত হইল। ভীষণ নিস্বনোৎপাদনে সামর্থ্যবান্ রাক্ষস-প্রধান ঘটোৎকচ আকাশ ও দিগ্ বিদিগ্ নিনাদিত করত শারদীয় ঘনবৃন্দের ন্যায় অতি মহা নিনাদ করিল।

ভরত-বংশাবতংশ রাজা যুধিষ্ঠির তাহার সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া অরিন্দম ভীমসেনকে বলিলেন, হে মহাবাহো! রাক্ষস ঘটোৎকচের যে রূপ ভৈরব রব শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধৃতরাষ্ট্রীয় মহা সৈন্যের সহিত উহার যুদ্ধ হইতেছে। বোধ হয় ঐ যুদ্ধ রাক্ষসের পক্ষে অতি ভারাবহ হইয়াছে। আবার ওদিকে পিতামহ সংক্রুদ্ধ হইয়া পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, সেই সকল পাঞ্চালদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ফাল্গুন বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে এই দুই কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়াও পরম সংশয়াপন্ন হিড়িম্বা-নন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি গমন কর।

বৃকোদর জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ত্বরাবান্ হইয়া সিংহনাদে সমুদায় পার্থিব দিগকে ত্রাসিত করত পর্ব্বকালীন মহাসাগর-বেগের ন্যায় মহাবেগে প্রয়াণ করিলেন। সত্যধৃতি, যুদ্ধ-দুর্ম্মদ সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান, বিভু কাশিরাজ-পুত্র, মহারথ অভিমন্যু-প্রমুখ দ্রৌপদী-কুমারগণ, ক্ষত্রদেব, বিক্রমশীল ক্ষত্রধর্ম্মা ও স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারী অনূপ-দেশাধিপতি নীল, ইহাঁরা বৃকোদরের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা ষট্ সহস্র সদামত্ত কুঞ্জর-

যোধগণ ও মহৎ রথবংশে সমবেত হইয়া মহৎ সিংহনাদ, নেমি নির্ঘোষ ও অশ্বখুর শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত করত গমন পূর্ব্বক রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচকে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে অবস্থিত হইলেন। হে মহারাজ! আপনকার পক্ষ সৈন্য তাঁহাদিগের আপতন কালীন বিবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীমসেনের ভয়ে উদ্বিগ্ন ও বিবর্ণ-মুখ হইয়া ঘটোৎকচকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইল।

কোন পক্ষেরই যোদ্ধা সংগ্রামে নিবৃত্ত হইবার নহে, সুতরাং তৎপরে উভয় পক্ষেরই অতি তুমুল যুদ্ধ আরব্ধ হইল। মহারথগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইয়া নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। এই যুদ্ধে ভীরু ব্যক্তি সকলেও ভয়ানক হইয়া উঠিল। সাদীগণ গজারোহীগণের সহিত এবং পদাতিগণ রথীগণের সহিত পরস্পর সমরে আহ্বান করত যুদ্ধাবিষ্ট হইল। রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতির সন্নিপাতে তাহাদিগের পদ নিক্ষেপ ও নেমি দ্বারা ধূম্রারুণ বর্ণ তীব্র ধূলিপটলী উদ্ধৃত হইয়া রণভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। কাহারো স্ব পক্ষ বা পর পক্ষ জ্ঞান রহিল না। মহৎ হত্যাজনক লোমহর্ষণ তাদৃশ নির্ম্মর্য্যাদ সংগ্রামে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে জানিতে পারিল না। গর্জ্জনকারী মনুষ্য ও নিক্ষিপ্ত শস্ত্রের অতি মহান্ শব্দ যেন প্রেত লোকের শব্দ সদৃশ হইতে লাগিল। গজ-বাজি-মনুষ্য-শোণিত রূপ জলের তরঙ্গ-বিশিষ্টা এবং কেশ-কলাপ রূপ শৈবাল ও শাদ্বলে সমন্বিতা নদী সমুৎপন্না হইল। যে প্রকার প্রস্তর খণ্ড পতিত হইলে শব্দ হয়, সেই রূপ মনুষ্যদিগের দেহ হইতে মস্তক পতনের ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। মস্তক রহিত মনুষ্য, ছিন্নগাত্র বারণ ও ভিন্ন দেহ অশ্বে বসুন্ধরা সঙ্কীর্ণা হইল। মহারথগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি শস্ত্র মোচন করত প্রহার করিতে সমুদ্যত হইয়া ধাবমান হইলেন। অশ্ব সকল অশ্বারোহীদিগের কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অশ্বদিগের নিকট গমন পূর্ব্বক পরস্পর কর্ত্তৃক সমাহত ও গত-জীবিত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। মনুষ্যেরা ক্রোধে রক্ত-লোচন হইয়া মনুষ্যদিগের সমীপে গমন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল দ্বারা পরস্পরের বক্ষঃপ্রদেশ সমাশ্লিষ্ট করিয়া নিহত করিতে লাগিল। হস্তী গণ বিপক্ষ-নিবারক মহামাত্র গণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দন্তাগ্র-ভাগ দ্বারা হস্তীগণকে নিহত করিতে থাকিল। পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত সেই সকল সমাহত হস্তী রুধিরসিক্ত হইয়া সবিদ্যুৎ মেঘের ন্যায় পরস্পর সংসক্ত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কোন কোন হস্তী, বিষাণের অগ্রভাগে নির্ভিন্ন-কায় ও কোন কোন হস্তী তোমরাস্ত্রে ছিন্নকুম্ভ হইয়া গর্জ্জমান মেঘবৃন্দের ন্যায় নিনাদ করত ধাবমান হইল। কোন কোন হস্তীর শুণ্ড দ্বিধা ছিন্ন হইল, কোন কোন হস্তীর গাত্র ছিন্ন হইয়া গেল, তাহারা সেই তুমুল রণ স্থলে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকলের পার্শ্ব প্রদেশ অপরাপর হস্তী কর্ত্তৃক বিদারিত হওয়াতে, যে প্রকার পর্ব্বত হইতে গৈরিকাদি ধাতু বিগলিত হয়, সেই প্রকার তাহাদিগের গাত্র হইতে শোণিত বিগলিত হইতে লাগিল। কত কত হস্তী নারাচ-নিহত ও তোমর-বিদ্ধ এবং তাহাদিগের আরোহী নিহত হওয়াতে, তাহাদিগকে শৃঙ্গহীন পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। কত কত মদমত্ত হস্তী নিরঙ্কুশ হইয়া শত শত রথ, অশ্ব ও পদাতিদিগকে পরিমর্দ্দন করিতে লাগিল। অনেক অশ্ব যে যে অশ্বারোহী কর্ত্তৃক প্রাস ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইল, সেই সেই অশ্বারোহীর অভিমুখেই দিক্ সকল ব্যাকুলিত করিয়া অভিমুখীন হইতে লাগিল। বীর-কুলোদ্ভব রথী সকল তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া স্বকীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা অবলম্বন পূর্ব্বক রথিগণের সহিত নির্ভীকের ন্যায় সমর কার্য্য করিতে লাগিলেন। যোধ গণ সেই অবমর্দ্দ সংগ্রামে স্বয়ম্বর স্থলের ন্যায় যশ বা স্বর্গের প্রার্থী হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে

লাগিল। এতাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্য প্রায় বিমুখীকৃত হইল।

নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন স্বকীয় সৈন্যদিগকে নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট-চিত্তে অরিন্দম ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন, ইন্দ্রের অশনি সম নিস্বন বিশিষ্ট মহাশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় শর বর্ষণে ভীমসেনকে সমাকীর্ণ করিলেন, এবং ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া লোম-বাহী সুতীক্ষ্ণ এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমসেনের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! মহারথ দুর্য্যোধন ভীমসেনের মর্ম্ম স্থল দৃঢ় বিদ্ধ করিয়া ত্বরমাণ হইয়া গিরি বিদারণ ক্ষম এক সুশাণিত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তেজস্বী বৃকোদর তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সৃক্ক পরিলেহন করত সুবর্ণ-বিভূষিত রথ ধ্বজ অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ঘটোৎকচ ভীমসেনকে বিমনা দেখিয়া ক্রোধানলে, দহনেচ্ছু পাবকের ন্যায়, জ্বলিয়া উঠিল, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় অভিমন্যু প্রমুখ মহারথ গণ সম্ভ্রমান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। ভরদ্বাজ-পুত্র দ্রোণ অভিমন্যু প্রভৃতিকে সংক্রুদ্ধ ও সম্ভ্রমান্বিত হইয়া আসিতে দেখিয়া আপনকার পক্ষ মহারথ দিগকে বলিলেন, ঐ পাণ্ডব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ক্রোধাবিষ্ট ও জয়-নিষ্ঠ হইয়া ভীমকে অগ্রবর্ত্তী ও ভীম নিনাদ করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে ত্রাসিত করত নানাবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, রাজাও ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সংশয়াপন্ন হইয়াছেন; অতএব হে মহারথ গণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা ত্বরমাণ হইয়া গমন পূর্ব্বক রাজাকে রক্ষা কর। সোমদত্ত প্রভৃতি আপনকার পক্ষ রাজগণ আচার্য্যের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, ভূরিশ্রবা, শল্য, দ্রোণপুত্র, বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিকর্ণ, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল ও মহাধনুর্দ্ধর অবন্তিরাজেরা কুরুরাজকে পরিবারিত করিলেন। তাঁহারা বিংশতি পদ গমন করিয়াই প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে পরস্পর জিঘাংসু পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র উভয় পক্ষই প্রহার করিতে লাগিলেন। মহাবাহু দ্রোণাচার্য্যও কুরুপক্ষ সেই মহারথদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মহৎ কার্ম্মুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক ষড় বিংশতি বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার সত্বর হইয়া, শরৎ কালীন মেঘ কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি বারি ধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। মহাবল মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সত্বর হইয়া দশ বাণে আচার্য্যের বাম পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ আচার্য্য তাহাতে সহসা গাঢ় বিদ্ধ, ব্যথিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রথ ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইলেন।

স্বয়ং রাজা দুর্য্যোধন ও দ্রোণনন্দন, গুরুকে কাতর দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন তাঁহাদিগের দুইজনকে কালান্তক যমের ন্যায় আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে গদা লইয়া রথ হইতে সত্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই যমদণ্ড সদৃশ গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া অচল গিরির ন্যায় ভূতলে অবস্থিত হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও অশ্বত্থামা ভীমসেনকে শৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃকোদরও সেই বলি-প্রবর দুইজনকে ত্বরাবান্ ও একত্রিত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরমাণ হইয়া বেগ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত কৌরব মহারথ ভীমদর্শন ভীমসেনকে সংক্রুদ্ধ হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে ত্বরিত হইয়া তাঁহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং

সকলে একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ হইতে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নানাবিধ অস্ত্র পাতিত করত পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন।

অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ মহারথ ভীমসেনকে পীড়ামান ও সংশয় প্রাপ্ত দেখিয়া রক্ষা করিবার মানসে দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ধাবমান হইলেন। ভীমের প্রিয় সখা শৌর্য্য সম্পন্ন অনূপাধিপতি নীল-মেঘবর্ণাভ রাজা নীল সংক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বত্থামার উপর ধাবমান হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর নীল রাজা সর্ব্বদাই অশ্বত্থামার প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেন, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করিয়া এক শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! পূর্ব্ব কালে দেবগণেরও দুরাধর্ষ ভয়ঙ্কর বিপ্রচিত্তি নামক যে এক দানব ছিল, যে ক্রোধ-প্রযুক্ত স্বকীয় তেজে ত্রিভুবন ত্রাসিত করিয়াছিল, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে বাণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই রূপ নীল রাজা অশ্বত্থামার প্রতি এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সুমতিমান্ অশ্বত্থামা তাহাতে নির্ভিন্ন হইয়া রুধির পীড়িত ও ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া ইন্দ্রাশনি সদৃশ নিস্বনযুক্ত বিচিত্র ধনুক বিস্ফারণ পূর্ব্বক নীল রাজাকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর তিনি কর্ম্মার-মার্জ্জিত সপ্ত ভল্ল সন্ধান করিয়া চারি ভল্লে নীল রাজার চারি অশ্ব, এক ভল্লে তাঁহার সারথি, এক ভল্লে তাঁহার রথ ধ্বজ ও এক ভল্লে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে তিনি গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইলেন।

মেঘচয়োপম নীল রাজাকে মোহিত দেখিয়া রাক্ষস ঘটোৎকচ সংক্রুদ্ধ ও জ্ঞাতিগণে পরিবারিত হইয়া বেগ পূর্ব্বক সমর শোভন অশ্বত্থামার সমীপে অভিদ্রুত হইল, এবং যুদ্ধ-দুর্ম্মদ অন্য রাক্ষসেরাও ধাবমান হইল। তেজস্বী দ্রোণ-পুত্র ভীম-দর্শন রাক্ষস ঘটোৎকচকে আপতিত হইতে দেখিয়া ত্বরা সহকারে তাহার সমীপে ধাবিত হইলেন, এবং যে রাক্ষসেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ঘটোৎকচের পুরোগামী হইয়াছিল, সেই সকল ঘোর-মূর্ত্তি রাক্ষসদিগকে নিহত করিলেন। মহাকায় ভীম-নন্দন, সেই রাক্ষস দিগকে অশ্বত্থামার ধনুর্মুক্ত বাণ সকল দ্বারা পরাঙ্মুখ দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইল। রাক্ষসাধিপতি মায়াবী ঘটোৎকচ অশ্বত্থামাকে মোহিত করিবার নিমিত্তে ঘোররূপ সুদারুণ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল। তদনন্তর আপনকার পক্ষ সকলেই ঘটোৎকচের মায়া দ্বারা বিমুখীকৃত ও ছেদিত হইয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং দেখিল দ্রোণ, দুর্য্যোধন, শল্য, অশ্বত্থামা এবং অন্য অন্য কৌরব পক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধর রথী রাজগণ সকলেই রণ ক্ষেত্রে দীনভাবে বিচেষ্টমান, শোণিতসিক্ত ও নিপাতিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র অশ্ব ও অশ্বারোহী ছিন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে, ইহা দেখিয়া আপনকার পক্ষ সৈন্যেরা শিবির উদ্দেশে বিদ্রুত হইল। হে মহারাজ! তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া দেবব্রত ও আমি আমরা দুইজন তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, তোমরা যুদ্ধ কর, পলায়ন করিও না, তোমরা রণ ক্ষেত্রে যাহা দেখিয়া ভীত হইয়াছ, উহা প্রকৃত নহে, উহা রাক্ষসী মায়ার কার্য্য। তাহারা বিমোহিত হইয়া আমাদিগের উভয়ের এই রূপ বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করিতেই লাগিল, দাঁড়াইল না। ঘটোৎকচ ও পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে বিদ্রাবিত হইতে দেখিয়া জয়ী হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, এবং শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষে চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিলেন। মহারাজ! আপনকার সমুদায় সৈন্য দুরাত্মা হিড়িম্বা-নন্দন হইতে সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রভগ্ন হইয়া দিগ্‌দিগন্তর পলায়মান হইল।

এক নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই মহৎ সংগ্রামে রাজা দুর্য্যোধন পিতামহের নিকট গমন পূর্ব্বক

অভিবাদন করিয়া বিনয় সহকারে আনুপূর্ব্বীক্রমে আপনার পরাজয় ও ঘটোৎকচের বিজয় বৃত্তান্ত বলিতে উপক্রম করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ রাজা দুর্য্যোধন পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে প্রভু পিতামহ! যেমন বিপক্ষ পাণ্ডবেরা বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া বিগ্রহ আরব্ধ করিয়াছে, সেই রূপ আমিও আপনাকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছি। হে পরন্তপ! আমি এই বিখ্যাত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত আপনার নিদেশবর্ত্তী রহিয়াছি, তথাপি ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা ঘটোৎকচকে আশ্রয় করিয়া যে আমাকে পরাজিত করিল, ইহা, যেমন অগ্নি শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহার ন্যায় আমার গাত্র দগ্ধ করিতেছে, অতএব হে মহাভাগ পরন্তপ পিতামহ! যাহাতে আমি আপনকার প্রসাদে আপনাকে আশ্রয় করিয়া ঐ রাক্ষসাধমকে বধ করিতে পারি, তাহা আপনি করুন।

ভরতপ্রধান শান্তনু-পুত্র, রাজার ঐ রূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! এই রণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! সংগ্রামে তোমার সমুদায় অবস্থাতেই আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব, ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারো সহিত তোমার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, কেননা রাজারা রাজধর্ম্মের অনুগামী হইয়া রাজার সহিতই যুদ্ধ করিয়া থাকেন। বৎস! যদি সেই ভীষণ রাক্ষসাধিপতির নিমিত্তে তোমার অনুতাপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সাত্বত কৃতবর্ম্মা, শল্য, সোমদত্ত-পুত্র, মহারথ বিকর্ণ, তোমার দুঃশাসন প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভ্রাতাগণ এবং আমি, আমরা সকলে তোমার নিমিত্তে সেই মহাবল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা যুদ্ধে পুরন্দর সম ঐ রাজা ভগদত্ত দুর্ম্মতি রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করুন।

বাক্য-বিশারদ ভীষ্ম পার্থিবেন্দ্র দুর্য্যোধনকে ইহা বলিয়া তাঁহার সমক্ষে রাজা ভগদত্তকে বলিলেন, হে মহারাজ! আপনি যুদ্ধদুর্ম্মদ হিড়িম্বা-নন্দনের নিকট শীঘ্র গমন করুন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে ইন্দ্র তারকাসুরকে নিবারণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আপনি সমুদায় ধনুর্দ্ধরের সাক্ষাতে সযত্ন হইয়া ক্রূর-কর্ম্মা সেই রাক্ষসকে রণে নিবারিত করুন। হে শত্রু-তাপন! দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান আছে এবং পূর্ব্বে বহু দেবতার সহিত আপনকার যুদ্ধ হইয়াছিল, অতএব আপনিই সেই রাক্ষস-পুঙ্গবের মহাযুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা, আপনি স্বকীয় বলে সমুচ্ছ্রিত হইয়া তাহাকে সংহার করুন।

রাজা ভগদত্ত সেনাপতি ভীষ্মের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া পর পক্ষে অভিমুখ হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিলেন। পাণ্ডবদিগের মহারথ ভীমসেন, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, সত্যধৃতি, ক্ষত্রদেব, চেদিপতি, বসুদান ও দশার্ণাধিপতি, ইহাঁরা ভগদত্তকে গর্জ্জনকারী মেঘের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক সমাগত হইতে দেখিয়া সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। রাজা ভগদত্তও সুপ্রতীক নামক হস্তীর সহিত তাঁহাদিগের উপর উপদ্রুত হইলেন। তদনন্তর ভগদত্তের সহিত পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ভয়ানক যম-রাষ্ট্র-বর্দ্ধন সংগ্রাম হইতে লাগিল। হে মহারাজ! ভীষণ বেগ-বিশিষ্ট অতি তেজন বাণ সকল রথিগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া রথ ও হস্তী সকলের উপর নিপতিত হইতে লাগিল। গলিত-মদ মহা হস্তী সকল আরোহী কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্ভয়ে পরস্পরের নিকট গমন পূর্ব্বক যুদ্ধাসক্ত হইল। মদান্ধ হস্তী সকল রোষ সংরব্ধ হইয়া পরস্পরকে মুষল রূপ দন্ত দ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক দন্তের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। চামর-ভূষিত অশ্ব সকল প্রাসহস্ত সাদিগণ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া দ্রুতবেগে পরস্পর সমর কার্য্য করিতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র পদাতি, পদাতি

সমুহ কর্ত্তৃক শক্তি ও তোমর দ্বারা তাড়িত হইয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। রথী সকল রথারোহণে কর্ণি, নালীক ও শর দ্বারা বীরগণকে নিহত করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

তাদৃশ লোমহর্ষণ সংগ্রামে মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত গলিত মদ সুপ্রতীক গজে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার পর্ব্বতের নানা স্থান হইতে জলস্রাব হয়, সেই রূপ ভগদত্তের সুপ্রতীক হস্তীর দেহে গণ্ড দ্বয়, অক্ষি দ্বয়, কর্ণ দ্বয় ও মস্তক, এই সপ্ত স্থান হইতে মদস্রাব হইতেছিল। হে নিষ্পাপ মহীপাল! রাজা ভগদত্ত সুপ্রতীক শীর্ষে সমারোহী হইয়া ঐরাবতস্থ ইন্দ্রের বারিধারা বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ পূর্ব্বক গমন করত, মেঘ যেমন গ্রীষ্মান্তে বারিধারায় পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেনকে শর নিকর ধারায় তাড়ন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনও সংক্রুদ্ধ হইয়া ভগদত্তের শতাধিক পাদরক্ষক দিগকে শর বৃষ্টি দ্বারা নিহত করিলেন। প্রতাপবান্ ভগদত্ত তাহাদিগকে নিহত দেখিয়া সুপ্রতীক হস্তীকে ভীমের রথের প্রতি চালিত করিলেন। সেই নাগ ভগদত্তের প্রেষিত হইয়া ধনুর্গুণ বিমুক্ত বাণের ন্যায় বেগে অরিন্দম ভীমের উপর ধাবমান হইল। কৈকেয় রাজেরা, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ, দশার্ণাধিপতি শূর ক্ষত্রদেব, চেদিপতি ও চিত্রকেতু, এই সকল পাণ্ডব পক্ষ মহাবল মহারথ সেই হস্তীকে আপতিত হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সকলেই সংরব্ধ হইয়া দিব্য উত্তমাস্ত্র সকল প্রদর্শন করত সেই এক হস্তীকে চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই মহাহস্তী উল্লিখিত মহারথদিগের বহু বাণে বিদ্ধ ও রুধির পীড়িত হইয়া গৈরিকাদি ধাতুবিচিত্রিত হিমালয় গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। এবং দশার্ণাধিপতিও পর্ব্বতোপম এক গজে আরোহণ করিয়া ভগদত্তের গজ সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। যে প্রকার বেলা ভূমি সমুদ্রের বেগ ধারণ পূর্ব্বক নিবারিত করে, তদ্রূপ গজপতি সুপ্রতীক দশার্ণরাজের হস্তীর বেগ ধারণ করিয়া নিবারিত করিল, তাহা দেখিয়া পাণ্ডব সৈন্য সকলে সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিল। হে নৃপসত্তম! তদনন্তর প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই নাগের উপর চতুর্দ্দশ তোমর নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল তোমর নাগের সুবর্ণ-ভূষিত উত্তম তনুত্রাণ বিদারণ করিয়া সর্পের বল্মীক প্রবেশের ন্যায় দেহ মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। হে ভরতসত্তম! সেই নাগ তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া সত্বর মত্ততা-বিহীন হইল, এবং বায়ু যেমন বল দ্বারা বৃক্ষ মর্দ্দন করে, তাহার ন্যায় বেগ পূর্ব্বক ভৈরব রব করত স্ব পক্ষ সৈন্য মর্দ্দন করিতে করিতে প্রদ্রুত হইল।

এই রূপে সেই হস্তী পরাজিত হইলে পাণ্ডব পক্ষ মহারথ গণ ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া সিংহনাদ করত যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবিধ বাণ ও বিবিধ শস্ত্র বিকিরণ করিতে করিতে ভগদত্তের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে ভূপাল! মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত সেই সকল সংক্রুদ্ধ ও অমর্ষ-বিশিষ্ট মহারথ দিগের আপতন কালে তাহাদিগের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়া অমর্ষ প্রযুক্ত নির্ভীক চিত্তে স্বকীয় নাগ চালিত করিলেন। গজ-প্রবর সুপ্রতীক ভগদত্তের অঙ্কুশ ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চালিত হইয়া ক্ষণ মাত্রে প্রলয় কালীন সম্বর্ত্তক বহ্নির ন্যায় হইল, এমন কি, অতিশয় সংক্রুদ্ধ ও ইতস্তত ধাবমান হইয়া আরোহীর সহিত রথ, হস্তী ও অশ্ব সমূহকে এবং শত শত সহস্র সহস্র পদাতিদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! বিপুল পাণ্ডব সৈন্য সেই গজ কর্ত্তৃক মর্দ্দিত হইয়া অগ্নি-তপ্ত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। রাক্ষস ঘটোৎকচ আপনাদিগের সৈন্য ধীমান্ ভগদত্ত কর্ত্তৃক প্রভগ্ন দেখিয়া অতি ক্রোধাকুল হইয়া ভগদত্তের নিকট উপদ্রুত হইল। সেই মহাবল বিকটাকৃতি প্রদীপ্ত-বদন প্রদীপ্ত-লোচন পুরুষ অতি ভীষণ মূর্ত্তি

ধারণ পূর্ব্বক রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্ফুলিঙ্গ মালায় পরিবেষ্টিত গিরি বিদারণ ক্ষম এক বিমল শূল গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল। রাজা প্রাগজ্যোতিষ সহসা সেই শক্তি সমাগত দেখিয়া সুদারুণ তীক্ষ্ণ মনোহর এক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মোচন পূর্ব্বক সেই বেগ-বিশিষ্ট মহৎ শূল ছেদন করিলেন। যেমন ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত মহা অশনি আকাশে উৎপতিত হয়, সেই রূপ হেম-ভূষিত সেই শূল দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া উৎপতিত হইল। হে ভুপাল! রাজা ভগদত্ত রাক্ষস-নিক্ষিপ্ত শূল দ্বিধা ছিন্ন ও নিপতিত দেখিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া অগ্নি শিখা সদৃশ স্বর্ণদণ্ড যুক্ত এক মহা শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসের উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঘটোৎকচ আকাশস্থ অশনির ন্যায় সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া শীঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিল, এবং নিনাদ করিয়া উঠিল। হে ভারত! সে ঐ শক্তি সত্বর গ্রহণ করিয়া জানুতে আরোপণ পূর্ব্বক রাজেন্দ্র ভগদত্তের সাক্ষাতেই ভগ্ন করিয়া ফেলিল, তাহা অদ্ভুতের ন্যায় হইল। আকাশস্থ দেব, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ বলীয়ান্ রাক্ষসের তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবেরা তাহা দেখিয়া সাধু সাধু শব্দে পৃথিবী অনুনাদিত করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপবান্ ভগদত্ত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের হর্ষসূচক সেই মহাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। এবং তিনি ইন্দ্রের অশনি সম প্রভা সম্পন্ন মহৎ শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক পাণ্ডব পক্ষ মহারথদিগের প্রতি বিমল প্রভা-বিশিষ্ট বিমল তীক্ষ্ণ নারাচ সকল বেগ পূর্ব্বক বিমোচন করত তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি এক শরে ভীমকে, নয় শরে রাক্ষসকে, তিন শরে অভিমন্যুকে এবং পঞ্চ শরে কৈকেয়-রাজ পঞ্চ ভ্রাতাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে আনতপর্ব্ব এক শর পূর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রদেবের দক্ষিণ বাহু ভেদ করিলেন। তাহাতে ক্ষত্রদেবের শরের সহিত উত্তম ধনুক সহসা পতিত হইল। তদনন্তর ভগদত্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ বাণে তাড়িত করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে ভীমসেনের অশ্ব সকল নিহত করিলেন, পরে তিন শরে তাঁহার সিংহ ধ্বজ এবং অপর তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমের সারথি বিশোক ভগদত্তের যুদ্ধে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া রথোপস্থে উপবিষ্ট হইল। তদনন্তর রথিপ্রবর মহাবাহু ভীমসেন বেগ সহকারে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিয়া বিরথী হইলেন। হে ভারত! তাঁহাকে সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় উদ্যত-গদ দেখিয়া আপনকার পক্ষ দিগের ঘোরতর ভয় সমুৎপন্ন হইল।

হে মহারাজ! ঐ সময়ে কৃষ্ণ সারথি পাণ্ডব চতুর্দ্দিকে শত্রু হত্যা করিতে করিতে যে স্থানে মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষব্যাঘ্র পিতা পুত্র ভীমসেন ঘটোৎকচ ভগদত্তের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত ছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুন, মহারথ ভ্রাতাদিগকে আহত দেখিয়া সত্বর হইয়া শর নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারথ রাজা দুর্য্যোধন ত্বরমাণ হইয়া নর নাগ সমাকুল স্বকীয় সৈন্যদিগকে অর্জ্জুন সমীপে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন শ্বেতবাহন সহসা কুরুদিগের মহা সৈন্যকে আপতিত হইতে দেখিয়া বেগে তাহাদিগের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে ভারত! ভগদত্তও স্বকীয় নাগ দ্বারা পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করত যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও উদ্যতায়ুধ কেকয়গণের সহিত রাজা ভগদত্তের অতি মহান্ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ভীমসেন তখন সমর স্থলে কেশব ও অর্জ্জুনকে ইরাবানের সংগ্রাম-মৃত্যু বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বী শ্রবণ করাইলেন।

দ্বিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯২॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! ধনঞ্জয়, পুত্র ইরাবানকে নিহত শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে সমাবিষ্ট

হইয়া পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাসুদেবকে কহিলেন, হে মধুসূদন! পূর্ব্বে মহামতি মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর নিশ্চয়ই এই কুরু পাণ্ডবদিগের ঘোরতর ক্ষয় জানিতে পারিয়া জনপতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবারণ করিয়াছিলেন। কৌরবদিগের অবধ্য আমাদিগের পক্ষ বহু বীরকে কৌরবেরা নিহত করিতেছেন এবং আমাদিগের অবধ্য কৌরবদিগকেও আমরা নিহত করিতেছি। হে নরোত্তম! আমরা অর্থ নিমিত্তই এতাদৃশ কুৎসিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক অর্থ নিমিত্তই আমরা এতাদৃশ জ্ঞাতি ক্ষয় কার্য্য করিতেছি; অতএব অর্থে ধিক্! হে কৃষ্ণ! নির্ধন ব্যক্তির বরং মৃত্যুই শ্রেয়, তথাপি জ্ঞাতি বধ করিয়া ধন উপার্জ্জিত করা শ্রেয় নহে। হে মহাবাহু! আমরা সংগ্রামে জ্ঞাতি হত্যা করিয়াই বা কি লাভ করিব? সুবল-পুত্র শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণানুসারে দুর্য্যোধনের অপরাধেই ক্ষত্রিয়গণ নিধন প্রাপ্ত হইতেছেন। হে মধুসূদন! এক্ষণে আমি জানিতে পারিলাম যে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের নিকটে অর্দ্ধ রাজ্য বা পাঁচখানি গ্রাম যাচ্ঞা করিয়া উত্তম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্যোধন তাহা প্রদান করিল না! পরন্তু এক্ষণে শূর ক্ষত্রিয়দিগকে ধরণীতলে শয়ান দেখিয়া আমি আপনাকে নিন্দিত বোধ করিতেছি; ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্! হে মধুসূদন! এই সকল ক্ষত্রিয়েরা আমাকে রণে অশক্ত বোধ করিবে, এই নিমিত্তই আমার জ্ঞাতিগণের সহিত এই মহৎ যুদ্ধে অভিরুচি হইতেছে; অতএব হে মাধব! এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বদিগকে ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যের প্রতি চালনা কর, আমি ভুজ দ্বয়ের সাহায্যে এই দুস্তর সমর সাগরের পারে উত্তীর্ণ হইব, আর নিরর্থ সময় যাপন করা উচিত নয়।

বীর শত্রুহন্তা কেশব পার্থ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া পবন-বেগ পাণ্ডরবর্ণ অশ্বদিগকে চালিত করিলেন। হে ভারত! অনন্তর যে প্রকার পর্ব্ব কালে পবনোদ্ধত বেগ-বিশিষ্ট সাগরের মহা শব্দ হয়, সেই রূপ আপনকার পক্ষ সৈন্য মধ্যে মহান্ শব্দ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই দিবস অপরাহ্নে পাণ্ডবদিগের সহিত ভীষ্মের পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ শব্দ যুক্ত সংগ্রাম হইতে লাগিল। আপনকার পুত্রগণ, যে প্রকার বসুগণ বাসবকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ভীমসেনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তৎপরে রথি প্রধান ভীষ্ম, কৃপ, ভগদত্ত ও সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লিক সাত্যকির প্রতি ও রাজা অম্বষ্ঠ অভিমন্যুর প্রতি উপদ্রুত হইলেন। হে মহারাজ! অবশিষ্ট মহারথগণ অবশিষ্ট মহারথদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহার পর ঘোররূপ ভয়াবহ সংগ্রাম সমারব্ধ হইল।

হে জনেশ্বর! ভীমসেন সমরে আপনকার পুত্রদিগকে দেখিয়া, যে প্রকার হব্যবাহন হবির্দ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সেই রূপ ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। আপনকার পুত্রেরাও যে প্রকার বর্ষা কালে জলদগণ পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেই রূপ ভীমসেনের উপর শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। বীর ভীমসেন আপনকার পুত্রদিগের শরে বহুধা আচ্ছাদ্যমান হইয়া দর্পিত শার্দ্দূলের ন্যায় সৃক্কণী লেহন করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা ব্যূঢ়োরস্ককে নিহত করিলেন; তাহাতেই ব্যূঢ়োরস্কের প্রাণ ত্যাগ হইল। পরে সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে নিপাতিত করে, তাহার ন্যায় শাণিত পীত এক ভল্ল দ্বারা কুণ্ডলীকে নিপাত করিলেন। পরে তত্রস্থ আপনকার সমস্ত পুত্রকে রণে প্রাপ্ত হইয়া ত্বরাযুক্ত হইয়া কতক গুলি সুশাণিত পীত বাণ সন্ধান পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। দৃঢ়ধন্বী ভীমসেনের নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ অনাধৃষ্টি, কুণ্ডভেদী, বৈরাটি, দীর্ঘলোচন, দীর্ঘবাহু, সুবাহু ও কনক ধ্বজ, আপনকার এই সকল অতি মহারথ বীর পুত্রদিগকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। ইহাঁরা রথ হইতে পতন কালে বসন্ত কালীন পতিত পুষ্পশবল আম্র বৃক্ষের

ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। আপনকার অবশিষ্ট পুত্রেরা সেই মহাসংগ্রামে মহাবল ভীমসেনকে কাল· স্বরূপ মনে করিয়া পলায়ন করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ভীমসেনকে আপনকার পুত্রদিগকে দগ্ধ করিতে দেখিয়া, পর্ব্বতের প্রতি মেঘের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিলেন। কুন্তী-পুত্র ভীমের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে, তাঁহাকে দ্রোণাচার্য্য নিবারণ করিতে থাকিলেও তিনি আপনকার পুত্রদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোবৃষ আকাশে পতিত জল বর্ষণ ধারণ করে, তদ্রূপ বৃকোদর দ্রোণ-মুক্ত শর বর্ষণ ধারণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ! বৃকোদর সেই রণে এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিলেন যে, তিনি দ্রোণকেও নিবারিত করিলেন এবং আপনকার পুত্রদিগকেও সংহার করিলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করে, অর্জ্জুন-পূর্ব্বজ মহাবল ভীম, সেই রূপ, আপনকার বীর পুত্রদিগের মধ্যে বিচরণ করত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যে প্রকার এক বৃক মৃগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে, সেই রূপ বৃকোদর আপনকার পুত্রদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।

ভীষ্ম, ভগদত্ত ও মহারথ কৃপাচার্য্য, পাণ্ডু-নন্দন বেগ-শীল অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। পরন্তু অতিরথ অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য মধ্যে প্রধান প্রধান বীর দিগের অস্ত্র সকল অস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিলেন। এবং অভিমন্যু লোক বিখ্যাত রথিশ্রেষ্ঠ রাজা অম্বষ্ঠকে শর সমূহ দ্বারা বিরথি করিলেন। রাজা অম্বষ্ঠ যশস্বী মহাত্মা সুভদ্রা-পুত্রের হস্তে বধ্যমান ও বিরথী হইয়া লজ্জান্বিত চিত্তে রথ হইতে লম্ফ প্রদান করত তাঁহার উপর অসি নিক্ষেপ করিয়া মহাত্মা কৃতবর্ম্মার রথে আরোহণ করিলেন। রণ-পথ বিশারদ বীর-শত্রুহন্তা অভিমন্যু সেই নিক্ষিপ্ত খড়্গকে আপতিত হইতে দেখিয়া লঘুবিচরণে তাহা বিফল করিলেন। অভিমন্যু কর্ত্তৃক খড়্গ ব্যংসিত দেখিয়া সৈন্যেরা তাঁহাকে সাধু সাধু বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল।

হে নরাধিপ! এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যোধগণ আপনকার সৈন্যদিগের সহিত এবং আপনকার সমস্ত সৈন্যও পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তৎকালে উভয় পক্ষের দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর দুষ্কর কার্য্য করত হনন করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় মানী শূরগণ পরস্পর কেশাকর্ষণ করিয়া নখ, দন্ত, মুষ্টি, জানু, অসি, শোভমান বাহু ও তল দ্বারা প্রহার পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং বিপক্ষের রন্ধ্র প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদিগকে যম সাদনে প্রেরণ করিতে থাকিল। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে প্রহার করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাকুলিত করিয়া সমর কার্য্য নিস্পাদন করিতে লাগিল। হত ব্যক্তি দিগের হেমপৃষ্ঠ মনোহর ধনুক ও মহার্হ অলঙ্কার রণক্ষেত্রে পতিত হইয়া শোভমান হইল, এবং সুবর্ণ ও রজতময় পুঙ্খ-সংযুক্ত তৈল ধৌত সুশাণিত বাণ সকল নির্ম্মোক মুক্ত সর্পের ন্যায় রণ ক্ষেত্রে পতিত হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। গজদন্ত-নির্ম্মিত খড়্গ মুষ্টি, হেম-বিভূষিত খড়্গ, চর্ম্ম, প্রাস, পট্টিশ, ঋষ্টি ও শক্তি সকল, উত্তম কবচ, গুরুতর মুষল, পরিঘ, পট্টিশ, ভিন্দিপাল, বিচিত্র হেম-পরিষ্কৃত বিবিধ শরাসন, নানাবিধাকৃতি কুথা, চামর, ব্যজন ও অন্যান্য নানাবিধ শস্ত্র রণ-ভূমিতে পতিত হইল। মহারথ মনুষ্য সকল ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করিয়াই নিপতিত হইলেন। তাঁহারা মৃত হইয়াও জীবন্তের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। হে নৃপতে! অনেক যোধগণের গাত্র গদা দ্বারা বিমথিত, অনেক যোধগণের মস্তক মুষল দ্বারা ভগ্ন হওয়াতে তাহারা এবং অনেকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়া ভূতলে শয়ান হইতে লাগিল। রণ ক্ষেত্রের সর্ব্ব স্থান গজ, বাজি ও মনুষ্য-

শরীরে সংছন্ন হইয়া যেন পর্ব্বতাবৃত হইল। পতিত শক্তি, ঋষ্টি, শর, তোমর, খড়্গ, পট্টিশ, প্রাস, লৌহকুন্ত, পরশ্বধ, পরিঘ, ভিন্দিপাল ও শতঘ্নী, এই সকল অস্ত্র শস্ত্রে ও শস্ত্র-নির্ভিন্ন প্রাণি শরীরে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে শত্রুঘ্ন মহারাজ! শোণিত সিক্ত দেহে পতিত হইয়া অনেকে নিঃশব্দ হইল, এবং অনেকে মৃদু শব্দ করিতে লাগিল; এতাদৃশ মৃত দেহে ভুমিতল সমাবৃত হইল। হে ভারত! বলশীল যোধগণের নিপাতিত তলত্র ও কেয়ূর ভুষিত চন্দন-চর্চ্চিত বাহু, হস্তি শুণ্ড সদৃশ ঊরু সমূহ, এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডল ভূষিত বৃষভ নয়ন শোভিত মস্তকে পৃথিবী সমাকীর্ণা হইল। পৃথিবীতে অনলের শিখা শান্তি হইলে যে রূপ শোভা হয়, কাঞ্চনময় কবচ সকল শোণিত-সিক্ত ও পরিকীর্ণ হওয়াতে ভুমিতল সেই রূপ শোভমান হইল। ইতস্তত নিপতিত অলঙ্কার, শরাসন, চতুর্দ্দিকে পরিকীর্ণ স্বর্ণপুঙ্খ শর, সর্ব্বতোভাবে প্রভগ্ন কিঙ্কিণীজাল-বিভূষিত রথ, বাণ নিহত স্খলিত-জিহ্ব রক্তাক্ত-দেহ অশ্ব, রথ-নিম্নস্থ কাষ্ঠ, পতাকা, তূণীর, ধ্বজ, বীরগণের পরিকীর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ মহাশঙ্খ ও স্রস্তশুণ্ড শয়ান মাতঙ্গ দ্বারা পৃথিবী, নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। প্রাস-সংযুক্ত, গাঢ় বেদনাগ্রস্ত, শুণ্ড দ্বারা মুহুর্মুহু শীৎকার শব্দকারী ও স্যন্দমান পর্ব্বত সদৃশ বহুল হস্তী দ্বারা রণস্থল পরিকীর্ণ হইল। দন্তীগণের নানা বর্ণ কম্বল, পরিস্তোম, বৈদূর্য্য মণি দণ্ড সমন্বিত সুশোভিত অঙ্কুশ, ঘণ্টা, পরিচ্ছিন্ন বিচিত্র কুথা, অনলঙ্কৃত অঙ্কুশ, চিত্ররূপ কণ্ঠভূষণ, সুবর্ণ-কক্ষা, বহুধা ছিন্ন যন্ত্র, কাঞ্চনময় তোমর, ধুলি দ্বারা কপিল বর্ণ স্বর্ণাচ্ছাদিত অশ্ব দিগের উরশ্ছদ, সাদীগণের অঙ্গদ সংযুক্ত ছিন্ন ভুজ, বিমল তীক্ষ্ণ প্রাস, বিমল ঋষ্টি, চিত্রিত উষ্ণীষ, সুবর্ণ পরিষ্কৃত বিচিত্র বাণ সমূহ, রাঙ্কবময় মর্দ্দিত অশ্বাস্তর, পরিস্তোম, রাজগণের মহা মুল্য বিচিত্র চূড়ামণি, ছত্র, চামর, ব্যজন, বীরগণের মনোহর কুণ্ডল যুক্ত, পদ্ম ও চন্দ্র সদৃশ, শ্মশ্রু-বিশিষ্ট, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত, কান্তিমান্ বদন ও সুবর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল সকল রণ স্থলে ইতস্তত পতিত হওয়াতে পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্র-শবল আকাশ মণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষ সেনাই পরস্পর কর্ত্তৃক এই রূপে মর্দ্দিত হইল। হে ভারত! যোধগণ শ্রান্ত, ভগ্ন ও মর্দ্দিত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল; রণ ব্যাপার আর কিছুই দৃষ্টিগম্য রহিল না। মহাভয়-জনক সুদারুণ ঘোর নিশামুখে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই সৈন্যদিগের অবহার করিলেন। অবহারানন্তর সকলে মিলিত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে গমন পূর্ব্বক শিবির নিবেশ করিলেন

ত্রিনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন, সুবল-পুত্র শকুনি, আপনকার পুত্র দুঃশাসন, দুর্জ্জেয় সূতপুত্র কর্ণ, ইহাঁরা একত্র হইয়া, সগণ পাণ্ডব দিগকে কি রূপে জয় করা যায়, ইহার মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দুর্য্যোধন মহাবল কর্ণ ও শকুনিকে সম্বোধন করিয়া সেই সকল মন্ত্রী দিগকে বলিলেন, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, শল্য ও সোমদত্ত-পুত্র, ইহাঁরা পাণ্ডব দিগকে যে কি কারণে যুদ্ধে নিবারিত করেন না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাহারা ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক অবধ্যমান হইয়া আমার সৈন্য ক্ষয় করিতেছে, অতএব হে কর্ণ! যুদ্ধে আমার সৈন্যও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল এবং অস্ত্র শস্ত্রেরও ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্ণ! দেবগণেরও অবধ্য শূর পাণ্ডব দিগের কর্ত্তৃক আমি প্রবঞ্চিত হইলাম; তাহাদিগকে কি প্রকারে রণে প্রহার করিব,' তদ্বিষয়ে আমার সংশয় হইতেছে।

কর্ণ কহিলেন, হে মহারাজ ভরত-নন্দন! আপনি শোক করিবেন না, শান্তনুনন্দন এই মহা রণ হইতে শীঘ্র অবসৃত হউন, তাহা হইলেই আমি আপনকার প্রিয় কার্য্য করিব। আমি আপনকার সমীপে এই সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভীষ্ম ন্যস্ত-শস্ত্র

হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাতেই আমি সমুদায় সোমকগণের সহিত পাণ্ডব দিগকে সংহার করিব। ভীষ্ম সর্ব্বদা পাণ্ডব দিগের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি মহারথ পাণ্ডব দিগকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেন না। এবং তিনি রণ বিষয়ে অভিমানী, সর্ব্বদা রণ করিতে ভাল বাসেন, অতএব যুদ্ধ-সঙ্গত পাণ্ডব দিগকে কি জন্য পরাজিত করিয়া যুদ্ধ শেষ করিবেন? হে ভরত-কুলপাল! আপনি শীঘ্র ভীষ্ম শিবিরে গমন পূর্ব্বক বৃদ্ধ গুরু ভীষ্মকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন। তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমিই একাকী পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত নিহত করিয়াছি।

মহারাজ! কর্ণ আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে ঐ রূপ বলিলে, তিনি ভ্রাতা দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! তুমি আমার আনুযাত্রিক গণ যে রূপে সর্ব্ব প্রকারে সজ্জীভূত হয়, শীঘ্র তাহার বিধান কর। রাজা দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে ইহা বলিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে অরিন্দম! আমি ভীষ্মকে উক্ত বিষয়ে সম্মত করিয়া শীঘ্র তোমার নিকট আসিতেছি, ভীষ্ম যুদ্ধ হইতে অবস্থত হইলে তুমি যুদ্ধ করিবে। হে নরপাল! তদনন্তর আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সকল ভ্রাতাগণে সমভিব্যাহারিত হইয়া, দেবগণ সহ দেবরাজের ন্যায়, সত্বর প্রয়াণ করিলেন। তখন ভ্রাতা দুঃশাসন শার্দ্দূলসম বিক্রমশীল নৃপ-শার্দ্দূল দুর্য্যোধনকে ত্বরা পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করাইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অঙ্গদ, মুকুট ও হস্তাভরণে ভূষিত হইয়া পথি মধ্যে গমন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। মঞ্জিষ্ঠা পুষ্পসঙ্কাশ সুবর্ণ-সবর্ণ উত্তম সুগন্ধি চন্দনে অনুলিপ্ত, নির্ম্মলাম্বর পরীধান সিংহ খেলন গতির ন্যায় গমন শীল রাজা গমন কালে অম্বরস্থ নির্ম্মল কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইলেন। নরব্যাঘ্র রাজা দুর্য্যোধনকে ভীষ্মের শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে দেখিয়া সর্ব্ব লোক মধ্যে মহাধনুর্দ্ধর ধন্বিগণ এবং মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ, যে প্রকার দেবগণ ইন্দ্রের অনুগমন করেন, সেই রূপ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনেকে অশ্বে, অনেকে গজে, এবং অনেকে রথারোহণে রাজাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিলেন। যেমন স্বর্গে দেবগণ ইন্দ্রকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুগামী হন, সেই রূপ রাজার সুহৃদ্গণ গৃহীত-শস্ত্র হইয়া সৌহার্দ্দভাব প্রকাশ করত রাজার রক্ষার্থে অনুগামী হইলেন। কৌরবদিগের মহাবল রাজা দুর্য্যোধন কুরুগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যশস্বী গঙ্গা-নন্দনের সদনে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনুগামী সোদরগণে নিয়ত পরিবৃত হইয়া গমন করিতেছিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে নানা দেশবাসী মনুষ্যেরা অঞ্জলি উদ্যত করিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বিনয় করিতে লাগিল, তিনি অনুকূল ভাবে সর্ব্ব শত্রু-বিনাশন হস্তিশুণ্ডোপম অস্ত্র শিক্ষা সম্পন্ন স্বকীয় দক্ষিণ ভুজ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের উদ্যত অঞ্জলি গ্রহণ করিতে করিতে মধুর বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। সূত ও মাগধগণ মহাযশা রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা রাজ-পুরুষেরা সুগন্ধি তৈল-সেচিত কাঞ্চন-প্রদীপ সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন সেই সকল কাঞ্চন প্রদীপে পরিবৃত হইয়া প্রদীপ্ত মহাগ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন হইয়া শোভমান হইলেন। কাঞ্চনোষ্ণীষ ধারী বেত্র ও ঝর্ঝর হস্ত রাজ পুরুষেরা সমস্ত দিকে জন সকলকে শনৈঃ শনৈ উৎসারিত করিতে লাগিল। এই রূপে রাজা গমন করিয়া ভীষ্মের শোভন শিবির সমীপে গমনানন্তর অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর উত্তম আস্তরণ সংবৃত কাঞ্চনময় সর্ব্বতোভদ্র

পরমাসনে আসীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুলিত-কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভীষ্মকে কহিলেন, হে শত্রু-সূদন! আমরা সংগ্রামে আপনাকে আশ্রয় করিয়া সুরপতির সহিত সুরাসুরগণকেও পরাজয় করিতে উৎসাহ করি, তাহাতে যে সুহৃদ্ ও বান্ধবগণের সহিত বীর পাণ্ডব দিগকে জয় করিব, তাহার আর কথা কি? অতএব হে প্রভু গঙ্গানন্দন! আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, হে মহারাজ! যে প্রকার ইন্দ্র দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনি পাণ্ডব দিগকে নিহত করুন। হে ভরত-বংশভূষণ! আপনি বলিয়াছিলেন "আমি সমস্ত সোমক, পাঞ্চাল, কৈকয় ও করূষ দিগকে সংহার করিব" আপনার সেই বাক্য সত্য হউক; আপনি সমাগত পার্থ ও সোমক দিগকে নিহত করিয়া সত্য-বাদী হউন। হে প্রভো! যদি পাণ্ডব দিগের প্রতি আপনার দয়া বা আমার মন্দভাগ্য বশত আমার প্রতি আপনার দ্বেষ প্রযুক্ত আপনি পাণ্ডব দিগকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে যুদ্ধ-শোভী কর্ণকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি করুন, তিনিই পাণ্ডব দিগকে তাহাদিগের সুহৃদ্ বান্ধব গণের সহিত পরাজিত করিবেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সত্য-পরাক্রম ভীষ্মকে এই রূপ বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন।

চতুর্নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! লোক-স্বভাবজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য মহামনা ভীষ্ম আপনকার পুত্রের বাক্য রূপ শল্যে অতিবিদ্ধ ও তৎপ্রযুক্ত মহাদুঃখে সমাবিষ্ট হইয়া অণু মাত্রও অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না। তিনি দুর্য্যোধনের বচন শলাকায় ক্ষুণ্ণ ও তৎপ্রযুক্ত দুঃখ ও রোষে সমন্বিত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করত অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিলেন, পরে কোপানলে চক্ষুর্দ্বয় উত্তোলন করিয়া যেন দেবা-সুর গন্ধর্ব্ব লোক দগ্ধ করত আপনকার পুত্রকে এই রূপ সাম বাক্য বলিলেন, দুর্য্যোধন! আমি যথাশক্তি তোমার প্রিয় কার্য্যের চেষ্টা করিতেছি, এবং অনু-ষ্ঠানও করিতেছি, তোমার প্রিয় কামনায় সমরানলে প্রাণ আহুতি দিতে উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য আমাকে বাক্য শল্যে বিদ্ধ করিতেছ? অর্জ্জুন প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রেরা যে রণে অজেয়, তদ্-বিষয় আর অধিক কি বলিব! শৌর্য্য-সম্পন্ন অর্জ্জুন যখন খাণ্ডবে ইন্দ্রকে রণে পরাজয় করিয়া অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদ-র্শন। হে মহাবাহো! যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলে অর্জ্জুন তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে প্রভু! তখন তোমার শূর ভ্রাতাগণ ও সূতপুত্র কর্ণ যে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। বিরাট নগরে গো গৃহে আমরা সকলে মিলিত হইলেও আমাদিগকে যে এক মাত্র অর্জ্জুন আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। অর্জ্জুন তখন সংরব্ধ দ্রোণ ও আমাকে যুদ্ধে যে পরাজিত করিয়া বসন গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে মহাধনুর্দ্ধর অশ্ব-ত্থামা ও কৃপাচার্য্যকে অর্জ্জুন যে পরাজিত করিয়া-ছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। সেই যুদ্ধে অর্জ্জুন পুরুষাভিমানী কর্ণকে যে পরাজয় করিয়া বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক উত্তরাকে প্রদান করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন, এবং দেবরাজ ইন্দ্রও যাহা-দিগকে জয় করিতে পারেন নাই, সেই সকল নিবাত-কবচ দিগকে অর্জ্জুন যে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাই উহার যথেষ্ট নিদর্শন। হে নরপাল! যে অর্জ্জুনের রক্ষক শঙ্খ চক্র গদাধারী বিশ্ব-রক্ষক বাসুদেব, নার-দাদি মহর্ষি গণ যাঁহাকে মহাশক্তিমান্ সৃষ্টি সংহার-কারী সকলের ঈশ্বর দেব-দেব পরমাত্মা ও সনাতন বলিয়া বহু প্রকারে উক্ত করিয়া থাকেন, সেই বেগবান্ অর্জ্জুনকে রণে পরাজিত করিতে কে সমর্থ হইবে? দুর্য্যোধন! তুমি মোহ প্রযুক্ত কার্য্যাকার্য্য

বুঝিতে পার না। মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন সমুদায় বৃক্ষকে কাঞ্চন ময় দর্শন করে, তুমিও সেই প্রকার বিপরীত দর্শন করিতেছ। তুমি স্বয়ংই পূর্ব্বে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত মহৎ বৈর ভাব উৎপাদন করিয়াছ, এক্ষণে তুমি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর, আমরা অবলোকন করি। আমি শিখণ্ডী ব্যতীত সমস্ত সমাগত সোমক ও পাঞ্চালদিগকে নিহত করিব। হয় তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়া যমসাদনে গমন করিব, না হয় তাহাদিগকে সংহার করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব। পূর্ব্বে শিখণ্ডী রাজ-ভবনে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হয়, পরে বরপ্রভাবে পুরুষ হইয়াছে। বাস্তবিক সে স্ত্রীজাতি শিখণ্ডিনী। হে ভারত! প্রাণ ত্যাগ করিতে হইলেও আমি তাহাকে নিহত করিব না, কেননা বিধাতা তাহাকে পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরন্তু হে গান্ধারীনন্দন! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, আমি কল্য মহাসংগ্রাম করিব। যাবৎ কাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ কাল পৃথিবীতে আমার এই বিষয়ে খ্যাতি থাকিবে।

হে জনেশ্বর! ভীষ্ম আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে এই রূপ বলিলে, তিনি গুরু ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া স্বকীয় শিবিরে প্রস্থান করিলেন। শত্রুক্ষয়কারী রাজা দুর্য্যোধন স্ব নিবেশনে আগমন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারী আনুযাত্রিক লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমস্ত রাজাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সেনা যোজনা কর, আজি ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সোমক দিগকে রণে নিহত করিবেন। হে ভূপতে! শান্তনুপুত্র রাত্রিতে দুর্য্যোধনের সেই বিলাপ বাক্য শুনিয়া তাহাই আপনার প্রতি বহু আদেশ স্বরূপ মনে করিয়া স্বীয় অবমান বোধ করত পরাধীনতার প্রতি নিন্দা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া যে দীর্ঘ কাল চিন্তা করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার সেই চিন্তিত বিষয় ভাবগতিক্রমে বুঝিতে পারিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, দুঃশাসন! তুমি ভীষ্মের রক্ষার্থে রথী সকল ও অবশিষ্ট সমুদায় দ্বাবিংশতি শ্রেণীভুক্ত সেনা নিয়োগ করিবে। সসৈন্য পাণ্ডব দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হইব বলিয়া যে বহু বর্ষ হইতে চিন্তা করিয়া আসিতেছি, তাহার সময় এই সমুপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে এক্ষণে ভীষ্মকে রক্ষা করাই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য মনে করিতেছি, কেন না তিনিই আমার দিগের সহায়, তিনি রক্ষিত হইলে যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষ দিগকে বিনাশ করিবেন। সেই বিশুদ্ধাত্মা বলিয়াছেন, "আমি শিখণ্ডীকে প্রহার করিব না, সে প্রথমে স্ত্রীজাতি ছিল, এই নিমিত্তে সে রণে আমার ত্যাজ্য। হে মহাবাহো! আমি পূর্ব্বে পিতার প্রিয়চিকীর্ষা হেতু বিপুল রাজ্য ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা লোকের অবিদিত নাই। আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি, স্ত্রীজাতি বা পূর্ব্বে যে স্ত্রী ছিল তাহাকে কদাপি হনন করিব না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা শুনিয়াছ যে শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রী রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শিখণ্ডিনী নামে কথিত হইয়াছিল। সে প্রথমত কন্যা থাকিয়া পরে পুরুষ হইয়াছে, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে তাহার প্রতি আমি কোন প্রকারে বাণ পরিত্যাগ করিব না। শিখণ্ডী ব্যতীত যে সকল ক্ষত্রিয় পাণ্ডব দিগের জয়ৈষী, তাহাদিগকে বাণ গোচরে প্রাপ্ত হইলেই নিহত করিব।" হে ভারত! শাস্ত্রজ্ঞ গঙ্গানন্দন আমাকে এই রূপ বলিয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করাই শ্রেয় মনে করিতেছি। মহাবনে সিংহ যদি অরক্ষ্যমাণ হয়, তাহা হইলে বৃক ও তাহাকে সংহার করিতে পারে, অতএব সিংহ স্বরূপ ভীষ্মকে বৃক স্বরূপ শিখণ্ডী দ্বারা সংহার করান উচিত নহে। মাতুল শকুনি, শল্য, কৃপ, দ্রোণ ও বিবিংশতি, ইহাঁরা যত্নবন্ত হইয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে রক্ষা করিলেই আমাদিগের নিশ্চয় জয় হইবে।

শকুনি প্রভৃতি উক্ত কএক জন দুর্য্যোধনের ঐ রূপ বাক্য শুনিয়া রথ সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। আপনকার পুত্রেরাও হর্ষান্বিত হইয়া পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ কম্পিত ও পাণ্ডবদিগকে ক্ষোভিত করিয়া ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া গমন করিলেন। বদ্ধ-সন্নাহ মহারথগণ সুসংরব্ধ রথী ও দন্তী গণের সহিত ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। যে প্রকার দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করেন, সেই রূপ তাঁহারা সকলে মহারথ ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার দুঃশাসনকে বলিলেন, দুঃশাসন! যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, অর্জ্জুনের বাম ও দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিয়া থাকেন, অর্জ্জুন উক্ত দুই জনের রক্ষিত হইয়া শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন, আমরা আমাদিগের ভীষ্মকে রক্ষা না করিলে শিখণ্ডী অর্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবে, অতএব যে রূপে তাহা না করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভ্রাতা দুর্য্যোধনের ঐ কথা শুনিয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া সেনা সহিত সমরে গমন করিলেন।

রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ভীষ্মকে রথি সমূহে পরিবৃত দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে সেনানায়ক পাঞ্চালরাজ! নরব্যাঘ্র শিখণ্ডীকে ভীষ্মের অগ্রে অবস্থিত কর, আজি আমি তাঁহার রক্ষক হইব।

পঞ্চ নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম সৈন্য সহ নির্গত হইলেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক সর্ব্বতোভদ্র নামে মহৎ ব্যূহ রচিত করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, মহারথ শৈব্য, শকুনি, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ও কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ইহাঁরা সকলে ভীষ্ম ও আপনকার পুত্রের সহিত সমস্ত সৈন্যের অগ্রে সেই ব্যূহ-মুখে অবস্থিত হইলেন। দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, শল্য, ও ভগদত্ত, ইহাঁরা বর্ম্মিত হইয়া উহার দক্ষিণ পক্ষে অবস্থিত হইলেন। অশ্বত্থামা, সোমদত্ত ও মহারথ অবন্তিরাজ দুই ভ্রাতা, মহতী সেনায় সমন্বিত হইয়া উহার বাম পক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্ত দেশীয় সমস্ত যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া পাণ্ডব দিগের প্রতিপক্ষে উহার মধ্য স্থলে অবস্থান করিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ অলম্বুষ ও মহারথ শ্রুতায়ু, ইহাঁরা দুই জন বর্ম্মিত হইয়া সকল সৈন্যের সহিত ঐ ব্যূহের পৃষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিলেন। হে ভরতবংশাবতংস! আপনকার পক্ষীয় সকলে বদ্ধ-সন্নাহ হইয়া এই রূপে ব্যূহ রচনা করিয়া তপন্ত অগ্নির ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর পাণ্ডু-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব সমস্ত সৈন্যের সুদুর্জ্জয় ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রে অবস্থিত হইলেন। তৎ পরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট ও মহারথ সাত্যকি, পর-সৈন্য বিনাশক এই মহাত্মারা মহা সৈন্যের সহিত যুদ্ধার্থ অবস্থিত হইলেন। তৎ পরে শিখণ্ডী, অর্জ্জুন, রাক্ষস ঘটোৎকচ, মহাবাহু চেকিতান ও বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, ইহাঁরা মহতী সেনায় সংবৃত হইয়া যুদ্ধ নিমিত্ত অবস্থিত হইলেন। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধর অভিমন্যু, মহাবল দ্রুপদ ও কৈকেয়-রাজ পঞ্চ ভ্রাতা, ইহাঁরা বর্ম্মিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ বর্ম্মধারী হইয়া এই রূপ সুদুর্জ্জয় মহা ব্যূহ আপনকার ব্যূহের প্রতিপক্ষে রচনা করিয়া যুদ্ধোদ্যত হইলেন। হে নৃপ! আপনকার পক্ষ রাজগণ যত্নবান্ হইয়া ভীষ্মকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মহতী সেনার সহিত পাণ্ডব দিগের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরাও সকলে সংগ্রামে বিজয়ৈষী হইয়া ভীমসেনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইলেন। পাণ্ডবেরা সিংহনাদ ও কিল কিলা শব্দের সহিত ক্রকচ, গোবিষাণিকা, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পণবের বাদ্যধ্বনি ও ভীষণ রব এবং কুঞ্জরগণকে নিনাদিত করত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সহসা

অতি সংক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও দুন্দুভি শব্দ, উৎক্রুষ্ট সিংহনাদ ও পৃথক্ প্রকার অশ্ব দিগের বৃংহিত শব্দে তাহা প্রতিনাদিত করিয়া সমাগত হইলাম, তাহাতে তুমুল অতি মহৎ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর যোদ্ধাগণ পরস্পর ধাবমান হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। সেই মহৎ শব্দে বসুন্ধরা কম্পিত হইল। পক্ষীগণ মহাঘোর শব্দ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। সূর্য্য সপ্রভ হইয়া উদিত হইয়াছিলেন, ঐ সময়ে প্রভা-হীন হইলেন। বায়ু তুমুল হইয়া অতিভয়ানক রূপে বহিতে লাগিল। শিবাগণ মহৎ হত্যা-সূচক ঘোর-তর রূপে ভয়ানক শব্দ করিতে লাগিল। দিক্ সকল প্রজ্বলিত, ধূলি বর্ষণ ও রুধির মিশ্রিত অস্থি বৃষ্টি হইতে লাগিল। বাহন সকল রোদন করাতে তাহা দিগের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকিল। তাহারা চিন্তান্বিত হইয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। নর-ভক্ষক রাক্ষসদিগের ভৈরব রবে পূর্ব্বোক্ত অতি ভীষণ শব্দ অন্তর্হিত হইয়া গেল। গোমায়ু, শকুনি, বায়স ও কুক্কুরগণ নানাবিধ শব্দ করিয়া এবং প্রজ্ব-লিত মহোল্কা সকল সূর্য্যকে সমাহত করিয়া মহা-ভয় লক্ষণ প্রকাশ করত, সহসা ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। যে প্রকার বায়ু দ্বারা বন প্রকম্পিত হয়, সেই রূপ কুরু পাণ্ডব সেনা সেই মহা সমুচ্ছ্রয়ে শঙ্খ মৃদঙ্গাদি শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। অমঙ্গল-সূচক সেই মুহূর্ত্তে সংগ্রাম-প্রবৃত্ত নরেন্দ্র, হস্তী ও অশ্ব সমূহে সমাকুল সেই সৈন্যদিগের বাতোদ্ধত সাগরের ন্যায় তুমুল নির্ঘোষ শ্রুতি বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

ষণ্ণবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে কুরুনন্দন! উদার স্বভাব তেজস্বী অভিমন্যু পিঙ্গল বর্ণ অশ্ব যুক্ত রথে আ-রোহণ পূর্ব্বক, মেঘের জলধারা বর্ষণের ন্যায়, শর বর্ষণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের মহৎ সৈন্যের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ যোদ্ধা গণ আপনকার অক্ষয় সেনা সাগরে অবগাহমান শস্ত্র সমূহ বিশিষ্ট শত্রু সূদন সৌভদ্রের সহিত যুদ্ধ বা তাঁহাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি শত্রু-বিনাশক যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগি-লেন, তাহা শৌর্য্য সম্পন্ন ক্ষত্রিয় দিগকে প্রেতরাজ সদনে প্রেরণ করিতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যমদণ্ড সদৃশ ভয়ানক প্রজ্বলিত আশীবিষ তুল্য বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সকল নি-ক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা রথের সহিত রথী, অশ্বের সহিত অশ্বারোহী ও গজের সহিত গজারোহী দিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদারিত করিতে লাগিলেন। রাজগণ যুদ্ধে তাঁহার মহৎ অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া পূজা ও প্রশংসা করিলেন। বায়ু যেমন তুল রাশিকে আকাশে সর্ব্ব দিকে বিস্তারিত করে, তাহার ন্যায় সুভদ্রা-নন্দন সেই সকল সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আপনকার সৈন্য সকল বিদ্রাব্যমান হইয়া পঙ্ক-নিমগ্ন গজগণের ন্যায় কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। অভিমন্যু আপনকার পক্ষ সমুদায় সৈন্যকে বিদ্রা-বিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যেমন পতঙ্গগণ কাল প্রেরিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকে সহ্য করিতে পারে না তাহার ন্যায় আপনকার পক্ষীয় সকলে অরিঘাতী অভিমন্যুকে সহ্য করিতে পারিল না। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ অভিমন্যু পাণ্ডব দিগের সমস্ত শত্রুকে প্রহার করিয়া সবজ্র বাসবের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার হেম পৃষ্ঠ ধনুক এরূপে সকল দিকে বিচরণ করিল যে, তাহা মেঘ মধ্যে দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শাণিত সুপীত বাণ সকল, পুষ্পিত বৃক্ষের বন হইতে বিচরিত ভ্রমর শ্রেণীর ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল। মনুষ্যেরা সেই মহাত্মার কাঞ্চন-মণ্ডিত রথারো-হণে বিচরণ কালীন রন্ধ্র দেখিতে পাইল না। মহা

ধনুর্দ্ধর অভিমন্যু কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্‌বল ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে মোহিত করিয়া রণ স্থলে সুন্দর রূপে লঘু বিচরণ করিতে লাগিলেন। আপনকার সৈন্য দহন করিবার সময়ে তাঁহার ধনুক মণ্ডলী-কৃত হইয়া সূর্য্য মণ্ডল সদৃশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শূর ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে তাদৃশ বেগশীল হইয়া সমর কার্য্য করিতে দেখিয়া ইহ লোকে দুই অর্জ্জুনের অবস্থিতি মনে করিল। মহারাজ! সেই ভারতী মহা সেনা অভিমন্যু কর্ত্তৃক অর্দ্দিত হইয়া মদ-বিহ্বলা যোষিতের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। যেমন ইন্দ্র ময় দানবকে পরাজিত করিয়া দেবগণের আনন্দোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু তাদৃশ মহা সৈন্যকে উদ্‌ভ্রান্ত ও কম্পিত করিয়া সুহৃদ্‌গণকে আনন্দিত করিলেন। আপনকার সৈন্যেরা তাঁহা কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইয়া রণ স্থলে পর্জ্জন্য শব্দ সদৃশ ঘোর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধন তখন সৈন্যদিগের, পর্ব্ব কালীন পবনোদ্ধূত বেগবান্ সাগরের ন্যায়, ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ পুত্র অলম্বুষকে বলিলেন, হে মহাবাহু রাক্ষস শ্রেষ্ঠ অলম্বুষ! দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায়, ঐ অভিমন্যু ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, যে প্রকার বৃত্রাসুর দেব সেনা বিদ্রাবিত করিয়াছিল, সেই রূপ আমার সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। তুমি যুদ্ধ বিষয়ক সর্ব্ব বিদ্যায় পারগ, সংগ্রামে তোমা ব্যতীত উহার মহৌষধ আর দেখি না, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া বীর অভিমন্যুকে নিহত কর, আমরা ভীষ্ম দ্রোণকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অর্জ্জুনের বিনাশ করি। প্রতাপবান্ বলবান্ রাক্ষসেন্দ্র, রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার শাসনানুসারে বর্ষা কালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া সত্বর সমরে প্রয়াণ করিল। তাহার সেই মহা নিনাদ শুনিয়া পাণ্ডব দিগের মহৎ সৈন্য সকল বাতোদ্ধূত সমুদ্রের ন্যায় সর্ব্ব দিকে বিচলিত হইল। মহারাজ! বহু মনুষ্য তাহার শব্দে ভীত হইয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-পুত্র হর্ষান্বিত হইয়া সশর শরাসন গ্রহণ করিয়া রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে সেই রাক্ষসের উপর অভিদ্রুত হইলেন। তদনন্তর রাক্ষস অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধাকুল-চিত্তে তাঁহার অনতি দূরে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সৈন্যের প্রতি উপদ্রুত হইল। সেই সকল পাণ্ডবী মহা সেনা রাক্ষস অলম্বুষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও, যেমন দেব সেনা বলাসুরের প্রতি আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার ন্যায় তাহার প্রতি অভ্যুদ্‌গত হইল। সেই ভয়ানক রাক্ষস যখন সেই সকল সৈন্যের প্রতি উপদ্রব করিল, তখন তাহাদিগের অতি মহান্ বিমর্দ্দ হইল। সে স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সহস্র সহস্র শরে তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিল। পরিশেষে তাহারা ভয় প্রযুক্ত পলায়ন করিতে লাগিল।

হে ভূপাল! যে প্রকার হস্তী পদ্ম বন মর্দ্দন করে, সেই রূপ অলম্বুষ পাণ্ডবী সেনা মর্দ্দিত করিয়া পরে মহারথ দ্রৌপদী-পুত্র দিগকে আক্রমণ করিল। যেমন পঞ্চ গ্রহ এক সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে, সেই প্রকার প্রহারপটু মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় পঞ্চ ভ্রাতা এক অলম্বুষকে পরিবৃত করিয়া আক্রমণ করিলেন। যেমন সুদারুণ যুগ ক্ষয় কালে পঞ্চ গ্রহ এক চন্দ্রকে পীড়িত করে, সেই প্রকার তাঁহারা পঞ্চ জনে রাক্ষস প্রবরকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। মহাবল প্রতিবিন্ধ্য সর্ব্ব বিধ পরশু সদৃশ সুশাণিত শর-নিকরে রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। রাক্ষসবর তাহাতে নির্ভিন্ন-বর্ম্মা হইয়া সূর্য্যকিরণ সংস্যূত মহা-মেঘের ন্যায় শোভমান হইল, এবং সুবর্ণ পরিচ্ছদ সেই সকল বাণ তাহার গাত্রে বিদ্ধ হওয়াতে, সে, উজ্জ্বল শৃঙ্গ যুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। পরে তাঁহারা পাঁচ জনেই স্বর্ণ বিভূষিত শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। সে,

কোপিত ভুজগ সদৃশ ভয়ানক সেই সকল বাণে নির্ভিন্ন হইয়া সর্পরাজের ন্যায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। পরে মহারথ পঞ্চ ভ্রাতা কর্ত্তৃক মুহূর্ত্ত কাল অতি বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া বহু ক্ষণ মোহাবিষ্ট রহিল, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধে দ্বিগুণিত হইয়া শর সমূহে তাঁহাদিগের ধ্বজ ও ধনুক ছেদন করিল, এবং হাস্য মুখে রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিল, তৎ পরেই ক্রুদ্ধ, ত্বরাযুক্ত ও সংরব্ধ হইয়া সেই মহাত্মাদিগের অশ্ব ও সারথি দিগকে নিহত করিল এবং পুনর্ব্বার অতি শাণিত বহু বিধাকার শত শত সহস্র সহস্র শরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। নিশাচর অলম্বুষ সেই মহাধনুর্দ্ধর দিগকে বিরথী করিয়া বিনাশ করিবার মানসে বেগে অভিদ্রুত হইল। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু তাঁহাদিগকে দুরাত্মা রাক্ষস কর্ত্তৃক পীড়িত দেখিয়া তাহার প্রতি উপদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ ও পাণ্ডব পক্ষ সকলে বৃত্র বাসবের যুদ্ধ সদৃশ তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। মহাবল অভিমন্যু ও অলম্বুষ পরস্পর যুদ্ধে মিলিত, ক্রোধপ্রদীপ্ত ও ক্রোধরক্ত-লোচন হইয়া পরস্পরকে কালাগ্নি তুল্য দেখিতে লাগিলেন। যে প্রকার পূর্ব্ব কালে দেবাসুর যুদ্ধে ইন্দ্র ও সম্বরাসুরের উৎকট যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

সপ্তনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৭॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, সঞ্জয়! অলম্বুষ সমরে মহারথ দিগের নিহন্তা শূর অভিমন্যুর সহিত কি রূপ যুদ্ধ করিল, এবং বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যুই বা কি প্রকার অলম্বুষের সহিত সংগ্রাম কার্য্য করিল, তাহা আনুপূর্ব্বী ক্রমে আমার নিকট কীর্ত্তন কর, এবং আমার সৈন্যদিগের সহিত ধনঞ্জয়, বলিশ্রেষ্ঠ ভীম, রাক্ষস ঘটোৎকচ, নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, ইহারাই বা কি প্রকার যুদ্ধ করিল? সঞ্জয়! তুমি বাক্‌পটু, অতএব তাহা যাথার্থ্য ক্রমে আমার নিকট অভিধান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপাল! রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুযের সহিত অভিমন্যুর যে প্রকার লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব, এবং আপনকার পক্ষ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলে নির্ভীক হইয়া যে রূপ পরাক্রম প্রকাশ ও অদ্ভুত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তৎ সমস্ত আমি আপনকার সমীপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অলম্বুষ মুহুর্মুহু অতি মহাশব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বেগ পূর্ব্বক মহারথ অভিমন্যুকে আক্রমণ করিল, এবং অভিমন্যুও পুনঃপুন সিংহনাদ করিয়া পিতার অত্যন্ত বৈরি মহাধনুর্দ্ধর অলম্বুষকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর দেব দানব সদৃশ রথিশ্রেষ্ঠ নর রাক্ষস উভয়ে ত্বরিত হইয়া রথ দ্বারা সমবেত হইলেন। রাক্ষস প্রধান অলম্বুষ মায়াবী, অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুও দিব্যাস্ত্রবিৎ; প্রথমত অভিমন্যু শাণিত তিন শরে অলম্বুষকে বিদ্ধ করিয়া তৎ পরেই পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। অলম্বুষও সংক্রুদ্ধ হইয়া বেগ সহকারে, যে প্রকার তোত্র দ্বারা মহাগজকে বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় নয় শরে অভিমন্যুর হৃদয় বিদ্ধ করিল, তৎ পরেই ক্ষিপ্রহস্তে সহস্র শর দ্বারা অভিমন্যুকে পীড়িত করিল তদনন্তর অভিমন্যু ক্রুদ্ধ হইয়া সুশাণিত নতপর্ব্ব নয় বাণে অলম্বুষের বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, সেই সকল বাণ শীঘ্র তাহার শরীর ভেদ করিয়া মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিল; তাহাতে সে, নির্ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শোভান্বিত হইল, এবং হেম পুঙ্খ সমন্বিত সেই সকল বাণ ধারণ করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত গিরির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহারাজ! তৎপরে অলম্বুষ ক্রোধান্বিত হইয়া মহেন্দ্র তুল্য অভিমন্যুকে শর সমূহে সমাচ্ছাদিত করিল। রাক্ষস বিমুক্ত যম-

দণ্ডোপম সেই সকল শাণিত বাণ অভিমন্যুকে ভেদ করিয়া ধরাতলে প্রবিষ্ট হইল, এবং অভিমন্যু বিমুক্ত স্বর্ণ-মণ্ডিত বাণ সকলও অলম্বুষকে ভেদ করিয়া মহীতলে প্রবেশ করিল। তৎপরে, শক্র যেমন ময়দানবকে রণ বিমুখ করিয়াছিলেন, সেই রূপ অভিমন্যু সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে অলম্বুষকে বিমুখ করিলেন। শত্রুতাপন রাক্ষস, রণে শত্রু কর্ত্তৃক বধ্যমান ও বিমুখ হইয়া তামসী মহামায়া প্রাদুর্ভাব করিল। তৎ পরে সকলেই রণস্থলে অন্ধকারে আবৃত হইয়া না অভিমন্যু, না স্ব পক্ষ, না পর পক্ষ, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কুরুনন্দন অভিমন্যু সেই ঘোর রূপ মহা অন্ধকার দেখিয়া অত্যুগ্র ভাস্করাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। হে মহীপতে! তিনি সেই ভাস্করাস্ত্রের প্রভাবে দুরাত্মা রাক্ষসের মায়া বিনাশ করিলেন, সুতরাং সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইল। রথিপ্রধান মহাবীর্য্য অভিমন্যু সংক্রুদ্ধ হইয়া তখন সন্নতপর্ব্ব শর-নিকরে অলম্বুষকে আচ্ছাদিত করিলেন। রাক্ষস অলম্বুষ সেই প্রকার অন্যান্য বহুবিধ মায়ার প্রাদুর্ভাব করিল, সর্ব্বাস্ত্রবিৎ অমেয়াত্মা ফাল্গুন-পুত্র তাহা দিব্যাস্ত্র দ্বারা নিবারিত করিলেন। পরিশেষে রাক্ষসের মায়া সকল নিহত হইলে, সে, অভিমন্যুর বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়া মহাভয় প্রযুক্ত সেই স্থলে রথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অভিমন্যু সেই কূটযোধী রাক্ষসকে সত্বর পরাজিত করিয়া, যে প্রকার গন্ধবান্ মদান্ধ গজেন্দ্র পদ্ম-সমন্বিত সরোবর আলোড়ন করে, তাহার ন্যায়, আপনকার সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম আপনকার সৈন্যদিগকে অভিমন্যু কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া তাঁহাকে রথবংশ দ্বারা পরিবৃত করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রীয় বহুল মহারথ একত্র হইয়া সেই এক বীরকে পরিবেষ্টন করিয়া বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রথিগণের মধ্যে বীরাগ্রগণ্য সর্ব্ব শস্ত্র-ধারি-প্রবর পরাক্রমে পিতৃ তুল্য, বল বিক্রমে কৃষ্ণ তুল্য অভিমন্যু সংগ্রামে পিতা অর্জ্জুনের ও মাতুল কৃষ্ণের সদৃশ বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন।

তৎ পরে ধনঞ্জয় পুত্রের রক্ষা মানসে, ক্রোধান্বিত হইয়া সৈনিক বীর পুরুষ দিগকে নিহত করিতে করিতে ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন। আপনকার পিতা দেবব্রতও সূর্য্য সন্নিধানে রাহু গ্রহের ন্যায়, পার্থের প্রতি অভ্যুদ্যাত হইলেন। তদনন্তর, আপনকার পুত্রেরা রথ নাগ অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবৃত করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহারণে নিযুক্ত ও বর্ম্মিত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে কৃপাচার্য্য ভীষ্ম-সম্মুখস্থ অর্জ্জুনকে পঞ্চ বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। শার্দ্দূল যেমন হস্তীকে আক্রমণ করে, তাহার ন্যায়, পাণ্ডব-হিতৈষী সাত্যকি কৃপাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়া নিশিত শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। কৃপও ক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া সাত্যকির হৃদয়ে কঙ্কপত্র যুক্ত নয় শর বিদ্ধ করিলেন। তখন শিনি-নন্দন বেগবান্ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আনমন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের বিনাশ ক্ষম এক শিলীমুখ শীঘ্র সন্ধান করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা ইন্দ্রের অশনি তুল্য সেই শিলীমুখ বেগে আপতিত হইতেছে দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা দ্বি খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি তখন কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, যেমন আকাশে রাহু গ্রহ চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, তাহার ন্যায় অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা সাত্যকির ধনুক দ্বিখণ্ডে ছেদন করিয়া তাঁহাকে শর সমূহে তাড়িত করিলেন। সাত্যকি অন্য এক শত্রুঘাতী ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া ষষ্টি শরে অশ্বত্থামার বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা তাহাতে ব্যথিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধ্বজ যষ্টি অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্ত কাল রথোপস্থে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে সাত্যকিকে এক না-

রাচে বিদ্ধ করিলেন। সেই নারাচ সাত্যকিকে ভেদ করিয়া, বসন্ত কালে বলবান্ সর্প শিশুর বিল প্রবেশের ন্যায়, ধরণীতলে প্রবেশ করিল। অশ্বত্থামা অপর এক ভল্ল দ্বারা সাত্যকির উৎকৃষ্ট ধ্বজ ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিলেন, এবং নিদাঘান্তে মেঘ যেমন দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, তাহার ন্যায় পুনর্ব্বার সাত্যকিকে শর সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। হে মহারাজ! সাত্যকিও সেই শরজাল বিনাশ করিয়া অনেক বিধ শর জালে অশ্বত্থামাকে সত্বর সমাকীর্ণ করিলেন, এবং সূর্য্য যেমন মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া তাপ প্রদান করে, তাহার ন্যায় বীর শক্রহন্তা শিনি-নন্দন সাত্যকি অশ্বত্থামার শর জাল হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বত্থামাকে তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি সমুদ্যত হইয়া পুনর্ব্বার সহস্র সহস্র শর দ্বারা অশ্বত্থামাকে আচ্ছাদিত করিলেন।

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য্য, পুত্র অশ্বত্থামাকে রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায় দেখিয়া সাত্যকির প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং সাত্যকিপীড়িত অশ্বত্থামাকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুতীক্ষ্ণ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকি তখন রণে মহারথ গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া লৌহময় বিংশতি শরে দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর অমেয়াত্মা মহারথ শ্বেতবাহন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। মহারাজ! তদনন্তর দ্রোণ ও অর্জ্জুন উভয়ে, নভস্তলে বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের ন্যায়, সংগ্রামে সমবেত হইলেন।

অষ্টনবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও ধনঞ্জয় এই পুরুষ প্রধান দুই বীর রণে মিলিত হইয়া কি প্রকার যুদ্ধ করিলেন? পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুন ধীমান্ দ্রোণের সর্ব্বদা প্রিয়, আচার্য্য দ্রোণও পার্থের চির প্রিয়, উহাঁরা উভয়েই রথী ও সিংহের ন্যায় উৎকট বলশালী, উহাঁরা কি প্রকারে যত্নবান্ হইয়া সমর কার্য্য করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে যুদ্ধ স্থলে আপনার প্রিয় বলিয়া জানেন না; অর্জ্জুনও ক্ষত্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া গুরু দ্রোণকে প্রিয় জ্ঞান করেন না। সমস্ত ক্ষত্রিয়েরাই কেহ কাহাকে পরস্পর রণে পরিত্যাগ করেন না, ভ্রাতা ও পিতা পিতৃব্যাদির সহিতও নির্ম্মর্য্যাদ ভাবে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। হে ভারত! দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের তিন বাণে বিদ্ধ হইয়া তাহা অর্জ্জুন-চাপ-মুক্ত বাণ বলিয়া চিন্তা করিলেন না। অর্জ্জুন পুনর্ব্বার শর বর্ষণে দ্রোণকে সমাচ্ছাদিত করিলে, দ্রোণ, যে প্রকার বন-দহনকারী অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই প্রকার রোষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন। তদনন্তর অবিলম্বে সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে অর্জ্জুনকে সমাবৃত করিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন, দ্রোণের পার্ষ্ণি রক্ষার নিমিত্তে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন। সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আয়ত করিয়া লৌহমুখ বাণ সমূহে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের বিমুক্ত বাণ সকল, যেমন হংসশ্রেণী শরৎ কালে নভস্তলে গমন করত শোভা প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইল, এবং যে প্রকার পক্ষীগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ফলভারে অবনত স্বাদু ফল যুক্ত বৃক্ষে নিবিষ্ট হয়, সেই প্রকার চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া অর্জ্জুনের শরীরে নিবিষ্ট হইতে লাগিল। পরন্তু রথি প্রধান অর্জ্জুন নিনাদ পূর্ব্বক সপুত্র ত্রিগর্ত্তরাজকে শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও প্রলয় কালীন কাল স্বরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাঁহার অভিমুখেই প্রবৃত্ত থাকিয়া তাঁহার রথের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেমন পর্ব্বত জল বর্ষণ প্রতিগ্রহ করে, সেই প্রকার বীভৎসু চতুর্দ্দিকে শর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সেই শর বৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য হস্ত-

লাঘব দর্শন করিলাম, তিনি একাকী বহু যোদ্ধা কৃত দুঃসহ বাণ বৃষ্টি, পবন কর্ত্তৃক মেঘ মণ্ডল নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিলেন; তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া দেব দানব গণ সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ ভরত-নন্দন! তদনন্তর পার্থ ত্রিগর্ত্ত সৈন্য দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বায়ব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে বায়ু নভস্তল ক্ষোভিত, তরুগণ নিপাতিত ও সৈনিক দিগকে বিনিহত করত প্রাদুর্ভূত হইল। হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য সেই সুদারুণ বায়ব্যাস্ত্র অবলোকন করিয়া ভয়ানক শৈলাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। সেই শৈলাস্ত্র দ্রোণ কর্ত্তৃক রণে বিনির্ম্মুক্ত হইলে, বায়ু প্রশান্ত ও দশ দিক্ প্রসন্ন হইল। তদনন্তর পাণ্ডু-সুত বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্তরাজের রথী সমূহকে নিরুৎসাহ, পরাক্রমহীন ও বিমুখ করিলেন।

পরে দুর্য্যোধন, রথিপ্রবর কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ ও বাহ্লিকগণের সহিত বাহ্লিকরাজ, মহৎ রথবংশে পার্থের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভগদত্ত ও মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতায়ু, ইহাঁরা দুই জন গজ সৈন্য দ্বারা ভীমসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলেন। ভূরিশ্রবা, শল ও সুবল পুত্র বিমল তীক্ষ্ণ শর নিকর দ্বারা মাদ্রী-পুত্র দ্বয়কে পরিবারিত করিলেন ভীষ্ম সসৈনিক ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দিগের সহিত সমবেত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিলেন। হে নরনাথ! মহাবলপরাক্রান্ত পৃথা-নন্দন বৃকোদর গজ সৈন্য আপতিত দেখিয়া, কাননে মৃগরাজের ন্যায় সৃক্ক লেহন করত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আপনকার সৈন্যদিগকে ভয়ার্ত্ত করিলেন। গজারোহী যোদ্ধা গণ তাঁহাকে গদা হস্ত দেখিয়া সযত্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। যে প্রকার মহামেঘ মণ্ডলের মধ্যে রবি বিরাজিত হন, সেই প্রকার পাণ্ডু-পুত্র ভীম গজ সৈন্যের মধ্যে বিরাজিত হইলেন। তিনি পবন সদৃশ হইয়া অনুপম বিস্তৃত মেঘ জাল তুল্য সেই গজ সৈন্যকে গদা দ্বারা বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। দন্তি সকল বলবান্ ভীমসেন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ভীমসেনও রণ মধ্যে দন্তীগণের দন্তে বহুধা বিদারিত হইয়া প্রফুল্ল পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন, এবং দণ্ডহস্ত অন্তক সদৃশ হইয়া কোন কোন হস্তীর দন্ত উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে দন্তহীন করিলেন, এবং সেই দন্ত লইয়াই তদ্দ্বারা তাহাদিগের কুম্ভ প্রদেশ সমাহত করিয়া তাহাদিগকে সমরে পাতিত করিতে লাগিলেন। তিনি হস্তীগণের মেদ ও মজ্জায় নিষিক্ত হইয়া রুধিরাক্ত দেহে শোণিত সিক্তা গদা ধারণ করিয়া রুদ্রের ন্যায় অবলোকিত হইতে লাগিলেন। হে ভূপাল! হস্তী সকল এই রূপে নিহত হইতে লাগিল, এবং হতাবশিষ্ট বৃহৎ বৃহৎ হস্তী সকল আহত হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকেই বিমর্দ্দন করিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য চতুর্দ্দিকে পলায়মান সেই সকল বৃহৎ হস্তীর বিমর্দ্দন শঙ্কায় পুনরায় পরাঙ্মুখ হইল।

নব নবতি তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ঐ দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে সোমকগণের সহিত ভীষ্মের ভয়ানক লোক-ক্ষয়কর সংগ্রাম হইল। রথিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা-নন্দন শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডব সৈন্য দিগকে শাণিত বাণ নিচয়ে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার গোগণ ছিন্ন ধান্য রাশি মর্দ্দন করে, সেই প্রকার আপনকার পিতা দেবব্রত পাণ্ডব সৈন্য মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, বিরাট ও দ্রুপদ, মহারথ ভীষ্মের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শর নিকরে নিহত করিতে লাগিলেন। শত্রুকর্ষণ ভীষ্মও তিন তিন বাণে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটকে বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদের

প্রতি এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে নরপাল! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা ভীষ্মাস্ত্রে বিদ্ধ হইয়া পাদস্পৃষ্ট সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। শিখণ্ডী ভারত পিতামহ ভীষ্মকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অক্ষয় বীর ভীষ্ম তাঁহার স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহাকে অস্ত্র প্রহার করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধে প্রজ্বলিত অগ্নি সমান হইয়া তিন বাণে ভীষ্মের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। দ্রুপদ পঞ্চ বিংশতি, বিরাট দশ এবং শিখণ্ডীও পঞ্চ বিংশতি বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ভীষ্ম তাহাতে অতি বিদ্ধ ও রুধির সমূহে পরিপ্লুত হইয়া বসন্ত কালীন পুষ্পসবর্ণ রক্তাশোক বৃক্ষের ন্যায় প্রভান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের শিখণ্ডী ব্যতীত প্রত্যেককে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা দ্রুপদের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা দ্রুপদ অন্য ধনুক লইয়া শাণিত পঞ্চ বাণে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন।

যুধিষ্ঠির-হিতৈষী ভীমসেন, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, কৈকেয়রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্বত সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রক্ষা করিবার অভিলাষে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। হে নরাধিপ! আপনকার পক্ষ সকলেই সৈন্যদিগের সহিত, ভীষ্মকে রক্ষা করিতে সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডব সেনার প্রতি উপদ্রুত হইলেন। তখন উভয় পক্ষের মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও রথির যমরাজ্যবর্দ্ধন অতি মহৎ সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রথী রথিকে আক্রম করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে লাগিল। মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদী অন্যান্য মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও সাদীকে আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নত পর্ব্ব শর নিচয় দ্বারা পর লোকে উপনীত করিতে লাগিল। হে নরপতে! স্থানে স্থানে রথ সকল নানা বিধ সুদারুণ বাণে হতসারথি ও রথি বিহীন হইয়া রণ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়া গমন করিতে লাগিল। দেখিলাম, ঐ সকল রথ বায়ু সদৃশ ও গন্ধর্ব্ব নগরোপম হইয়া বহুল মনুষ্য অশ্ব মর্দ্দন করিয়া বায়ু বেগে ধাবমান হইতে লাগিল। হে নরপাল! নীতিতে বৃহস্পতিকে ও সম্পত্তিতে কুবেরকে অতিক্রম করিয়াছেন, এবং শৌর্য্যে ইন্দ্রের উপমা ধারণ করেন, এতাদৃশ দেবপুত্র সম বর্ম্ম, কুণ্ডল ও উষ্ণীষধারী তেজস্বী কাঞ্চনাঙ্গদ-বিভূষিত সমুদয় শূর রথী রাজ গণ রথ-বিহীন হইয়া প্রাকৃত মানব গণের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইলেন। সমুদয় দন্তীগণ আরোহি বিহীন হইয়া স্ব পক্ষ সেনাদিগকে মর্দ্দন করিয়া শব্দ পূর্ব্বক পতিত হইতে লাগিল। নব মেঘ সদৃশ হস্তী গণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়া ধাবমান হইল। তাহাদিগের বিচিত্র বর্ম্ম, চামর, পতাকা, হেমদণ্ড ছত্র ও শাণিত তোমর সকল ইতস্তত বিশীর্ণ হইয়া গেল। তাহাদিগের আরোহীগণও গজ বিহীন হইয়া সেই উভয় পক্ষের সঙ্কুল রণ ক্ষেত্রে ধাবমান হইল। নানা দেশীয় শত শত সহস্র সহস্র হেম বিভূষিত অশ্বগণকে বায়ুবেগে প্রদ্রুত হইতে দেখাগেল। অশ্ব সকল হত হইলে তাহাদিগের আরোহীগণ অসি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং দ্রবমাণ ও অনেকে অন্য কর্ত্তৃক বিদ্রাব্যমাণ হইল। এক একটা হস্তী ধাবমান পদাতি সকল ও অশ্ব সকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া অন্য হস্তীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিল, এবং অনেক রথও মর্দ্দন করিতে লাগিল। রথ সকল ভূ-পতিত অশ্বদিগকে এবং অনেক অশ্বও মনুষ্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এই রূপ বহু প্রকারে পরস্পর মর্দ্দিত হইতে লাগিল। তাদৃশ ভয়াবহ সুদারুণ সংগ্রামে শোণিত ও অন্ত্র সমূহের তরঙ্গ-বিশিষ্টা ঘোরা দুর্গম্যা নদী সমুৎপন্না হইল। অস্থি রাশি উহার সংবাধ, কেশ কলাপ উহার শৈবাল, ভগ্ন রথ সকল উহার হ্রদ, বাণ সকল উহার আবর্ত্ত, অশ্ব সকল উহাতে মীন, মস্তক সকল উহাতে উপল খণ্ড, হস্তী সকল উহাতে গ্রাহ, কবচ ও উষ্ণীষ সকল উহার ফেণ, ধনুক উহার বেলা ভূমি, অসি সকল উহার কচ্ছপ, এবং পতাকা ও ধ্বজ সকল উহার তীরস্থ বৃক্ষ স্বরূপ হইল। ঐ নদী

মনুষ্য রূপ তীর ক্ষয় করিতে লাগিল, মাংসাশী প্রাণীগণ উহার হংস শ্রেণী হইল। জলের নদী সকল সাগর বর্দ্ধিনী হইয়া থাকে, ঐ নদী যমরাজ্য বর্দ্ধিনী হইয়া উঠিল।' শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ বহু ক্ষত্রিয়গণ ভয় পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব, হস্তী ও রথ স্বরূপ ভেলা দ্বারা ঐ নদী হইতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। যেমন বৈতরণী নদী মৃত ব্যক্তিকে যম রাজ্যে লইয়া যায়, সেই রূপ ঐ শোণিত নদী মূর্চ্ছান্বিত ভীরু ব্যক্তি দিগকে অপবাহিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ মহা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া চিৎকার শব্দে বলিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের দোষেই ক্ষত্রিয় গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রই বা কি হেতু লোভে মোহিত ও পাপমতি হইয়া গুণ-বান্ পাণ্ডু-পুত্র দিগের প্রতি দ্বেষ করিলেন? তাঁহা-দিগের পরস্পর কথিত, পাণ্ডবদিগের প্রশংসা ও আপনকার পুত্রদিগের নিন্দা সূচক এই রূপ বহু-বিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। সমস্ত লোকের নিকট অপরাধী আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত যোদ্ধাদিগের কথিত ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও শল্যকে কহিলেন, তোমরা নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, কি জন্য বিলম্ব করিতেছ? হে মহী-নাথ! তদনন্তর, কুরু পাণ্ডবদিগের সেই অক্ষ ক্রীড়া হেতু অতি ভয়ানক মহৎ হত্যাজনক যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে বিচিত্রবীর্য্য-নন্দন! অনেক মহাত্মা পূর্ব্বে আপনাকে নিবারণ করাতেও যে আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, তাহার সুদারুণ এই ফল এক্ষণে আপনি প্রত্যক্ষ করুন। সমরে কি পাণ্ডবেরা কি কৌরবেরা কি তাঁহাদিগের সৈন্যেরা বা অনুগত ব্যক্তিরা, কেহই প্রাণ রক্ষায় চেষ্টা করিতেছেন না। আপনি যে পূর্ব্বে কাহারো নিবারণ বাক্য শ্রবণ করেন নাই, সেই কারণেই হউক, কি দৈব প্রযুক্তই হউক কিম্বা আপনকারই অনীতি প্রযুক্তই হউক, এই ভয়ানক স্বজন ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে

শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০০॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! নরব্যাঘ্র অর্জ্জুন সু-শর্ম্মার অনুচর ক্ষত্রিয়দিগকে শাণিত বাণে প্রেত রা-জের আলয়ে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও অর্জ্জুনকে শর সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্ততি বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিয়া নয় বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ ইন্দ্র-তনয় সুশর্ম্মাকে শর নিকরে নিবারিত করিয়া তাঁহার যোধগণকে যম ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মার অবশিষ্ট মহারথ যোধগণ প্রলয় কালীন কাল সদৃশ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। কেহ কেহ অশ্ব, কেহ কেহ রথ, কেহ কেহ গজ পরিত্যাগ করিয়া দিগ্ বিদিগ্ পলায়ন করিল। অনেকে অশ্ব, হস্তী ও রথ লইয়াই অতি ত্বরান্বিত হইয়া ধাবমান হইল। অনেক পদাতি সেই মহা রণে শস্ত্র পরি-ত্যাগ করিয়া কাহারো অপেক্ষা না করিয়া ইতস্তত পলায়ন করিল। তাহাদিগকে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও অন্যান্য প্রধান রাজা বহু বার নিবারণ করিলেও তাহারা পলায়নে নিবৃত্ত হইল না।

হে নরনাথ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সেই সমস্ত সৈন্যকে পলায়মান দেখিয়া সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী হইয়া ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার জীবিতার্থে সর্ব্ব প্রকার মহা উদ্যোগ সহ-কারে অর্জ্জুনের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। একাকী দুর্য্যোধন সমস্ত ভ্রাতার সহিত বহুবিধ বাণ বিকি-রণ করত সেই অর্জ্জুনের সমরে অবস্থিত হইলেন, অন্যান্য মনুষ্যেরা পলায়ন করিল। পাণ্ডবেরাও সর্ব্ব প্রকার উদ্যোগে যুদ্ধোদ্যত হইয়া ফাল্গুনের রক্ষার্থে ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা গাণ্ডীবধন্বার ভয়ানক বল বিক্রম জানিয়াও উৎসাহ সহকারে হাহাকার শব্দে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরি-বেষ্টন করিয়া ভীষ্মের সমীপে গমন করিলেন। তদ-নন্তর তালধ্বজ শূর ভীষ্ম সন্নত পর্ব্ব শর নিকরে পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে মহা-রাজ! তদনন্তর দিবাকর আকাশের মধ্যগত হইলে,

কৌরবেরা সকলে একত্রীভূত হইয়া পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাত্যকি পঞ্চ বাণে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া সহস্র সহস্র বাণ বিকীর্ণ করত সমরে অবস্থিত হইলেন। রাজা দ্রুপদ দ্রোণাচার্য্যকে প্রথমত শাণিত বহু শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্তাতি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সারথিকে পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। ভীমসেন প্রপিতামহ রাজা বাহ্লিককে বাণ বিদ্ধ করিয়া কাননস্থ শার্দ্দূলের ন্যায় মহা নিনাদ করিয়া উঠিলেন। অর্জ্জুন-পুত্র, চিত্রসেন কর্ত্তৃক বহু বাণে বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে চিত্রসেনের হৃদয় প্রদেশ গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার আকাশে বুধ ও শনি গ্রহ দীপ্তি পায়, সেই প্রকার তাঁহারা উভয় মহাসত্ত্ব মিলিত হইয়া মহাভীষণ রূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বীর শত্রুহন্তা অভিমন্যু নয় শরে চিত্রসেনের অশ্ব চতুষ্টয় ও তাঁহার সারথিকে নিহত করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন। হে নরপাল! মহারথ চিত্রসেন হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া দুর্ম্মুখের রথে সত্বর আরোহণ করিলেন। পরাক্রমী দ্রোণ নত পর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা দ্রুপদকে বিদ্ধ করিয়া সত্বর তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দ্রুপদ সৈন্যদিগের সাক্ষাতে দ্রোণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া পূর্ব্ব বৈরিতা মনে করিয়া বেগবান্ অশ্বে রণ হইতে অপসৃত হইলেন। ভীমসেন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাহ্লিককে অশ্ব, সারথি ও রথ বিহীন করিলেন। হে মহারাজ! পুরুষ-প্রবর বাহ্লিক মহা সংশয়াপন্ন, ভয়-জনিত ত্বরান্বিত ও সত্বর হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মহাত্মা লক্ষ্মণের রথে আরোহণ করিলেন। সাত্যকি বহুবিধ শরে কৃতবর্ম্মাকে নিবারিত করিয়া ভীষ্মের নিকটস্থ হইলেন, এবং ষষ্টিসংখ্য সুশাণিত লোমবাহী বাণে ভরতকুলপাবন ভীষ্মকে বিদ্ধ করিয়া মহাধনুক কম্পমান করত রথোপস্থে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পিতামহ ভীষ্ম হেমচিত্র মহাবেগশীল নাগকন্যা তুল্য উত্তম লৌহময় মহাশক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় মহাযশা সাত্যকি মৃত্যুকল্প অতি দুর্জ্জয় সেই মহাশক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া লাঘব বিচরণে তাহা বিফল করিলেন। মহাপ্রভা-সম্পন্ন মহাভয়ানক সেই শক্তি সাত্যকিকে প্রাপ্ত না হইয়া মহোল্কার ন্যায় ধরণী পৃষ্ঠে নিপতিত হইল। তৎ পরে বৃষ্ণি-নন্দন, কনক প্রভা-সম্পন্ন বেগশীল স্বীয় শক্তি গ্রহণ করিয়া পিতামহের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকির ভুজ বেগ নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি, মনুষ্যের প্রতি ধাবমান কালরাত্রির ন্যায়, বেগে ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। গঙ্গা-নন্দন, সেই শক্তিকে সহসা পতিত হইতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ দুই ক্ষুরপ্র অস্ত্র দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন, তাহাতে সেই শক্তি ভূতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। শত্রুকর্ষণ ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শক্তি ছেদন করিয়াই হাস্য পূর্ব্বক নয় শরে সাত্যকির বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ মহারাজ! তৎ পরে পাণ্ডবেরা ভীষ্ম হইতে সাত্যকির পরিত্রাণ নিমিত্ত রথ, হস্তী ও অশ্বের সহিত, ভীষ্মকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর বিজয়ৈষী কৌরব পাণ্ডব দিগের লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ সমারব্ধ হইল।

একাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে ক্রুদ্ধ ও গ্রীষ্মকালান্তে আকাশে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় পাণ্ডবগণে আবৃত দেখিয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে ভারত প্রধান! শত্রুনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর বীর ঐ ভীষ্ম শূর পাণ্ডবগণে সমাবৃত হইয়াছেন, হে বীর! তোমার এই ক্ষণে অতি মহাত্মা ঐ ভীষ্মের রক্ষা করা কর্ত্তব্য। আমরা পিতামহকে রক্ষা করিলে উনি পাণ্ডবদিগের সহিত সযত্ন পাঞ্চালদিগকে নিহত করিতে পারিবেন। অতএব উহাঁকে রক্ষা করাই মহৎ কার্য্য মনে করিতেছি। ঐ মহাব্রত

মহাধনুর্দ্ধর সমরে দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং উনি আমাদিগের রক্ষক, অতএব তুমি উহাঁকে সর্ব্ব সৈন্যে পরিবৃত হইয়া রক্ষা কর।

আপনকার পুত্র দুঃশাসন সমর স্থলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট ও মহা সৈন্যে সমাবৃত হইয়া ভীষ্মকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর রথিপ্রধান সুবল-নন্দন শকুনি সুশিক্ষিত, যুদ্ধ কুশল, প্রধান প্রধান মনুষ্যে সমন্বিত, সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, অতি বেগশীল, দর্পিত, পতাকা-শোভিত, নির্ম্মল প্রাস, ঋষ্টি ও তোমর ধারী বহু শত সহস্র সাদী গণের সহিত একত্রিত হইয়া পাণ্ডু-পুত্র ধর্ম্মরাজ, নকুল ও সহদেবকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। তৎ পরে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্তে শৌর্য্য-সম্পন্ন অযুত অশ্বারোহী প্রেরণ করিলেন। তাহারা গরুড় পক্ষীর ন্যায় মহাবেগে যুদ্ধে প্রবিষ্ট হওয়াতে, পৃথিবী তাহাদিগের খুরাহতা হইয়া কম্পিতা ও নিনাদিতা হইল। যে প্রকার পর্ব্বতস্থ দহ্যমান বংশ বনের শব্দ হয়, সেই প্রকার তখন অশ্বগণের অতি মহান্ খুর শব্দ শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সকল অশ্বের উৎপতন কালে ধূলিপটলী সমুদ্ভূত হইয়া সূর্য্য পথে গমন পূর্ব্বক সূর্য্যকে সমাবৃত করিল। বৃহৎ সরোবরে হংসাবলীর পতনের ন্যায়, বেগবন্ত সেই সকল অশ্বের মহাবেগে পতন কালে পাণ্ডবী সেনা ক্ষোভ প্রাপ্তা হইল। তাহাদিগের হ্রেষা রবে আর কিছুই শ্রুতিগম্য রহিল না। মহারাজ! যেমন বর্ষা কালীন পরিপূর্ণ মহাসাগর পৌর্ণমাসীতে উচ্ছলিত হইলে, বেলাভূমি তাহার অম্বু বেগ প্রতিহত করে, সেই প্রকার রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব বল পূর্ব্বক সেই সকল অশ্বারোহীর বেগ প্রতিহত করিলেন। তদনন্তর সেই তিন জন রথাই নতপর্ব্ব শর নিকরে সেই সকল অশ্বারোহীর মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! যেমন মহানাগ সকল নাগ গণ কর্ত্তৃক গিরি গহ্বরে পতিত হয়, সেই রূপ সেই সকল অশ্বারোহী, দৃঢ়ধন্বা যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক রণ ক্ষেত্রে যথোচিত নিপাতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা দশ দিকে বিচরণ করিয়া সুশাণিত নত পর্ব্ব প্রাসাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অশ্বারোহী গণ ঋষ্টি অস্ত্রেও অভিহত হইয়া মহা বৃক্ষের ফল পরিত্যাগের ন্যায়, মস্তক পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্ব্বত্র স্থানে স্থানে আরোহীর সহিত অশ্ব সকল নিসূদিত হইয়া পতিত ও পাত্যমান দৃষ্ট হইল। পরিশেষে অবশিষ্ট সাদীগণ আহত হইয়া, যেরূপ মৃগগণ সিংহকে দেখিয়া প্রাণ-পরায়ণ হইয়া পলায়ন করে, সেই রূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডবেরা সেই মহা রণে শত্রু জয় করিয়া শঙ্খ ধ্বনি ও ভেরী বাদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সাদী সৈন্যকে পরাজিত দেখিয়া দীন ভাবে মদ্ররাজ শল্যকে ইহা বলিলেন, হে প্রভু! ঐ দেখ, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যমজ অনুজ দ্বয়ের সহিত, আমাদিগের সাক্ষাতেই আমাদিগের সৈন্য বিদ্রাবণ করিতেছে। হে মহাবাহু! আপনার অসহ্য বল বিক্রম লোকে বিশ্রুত আছে, অতএব যেপ্রকার বেলাভূমি সমুদ্রকে প্রতিহত করে, তদ্রূপ আপনি জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে নিবারণ করুন।

প্রতাপবান্ শল্য আপনকার পুত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথ সমূহ লইয়া, রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন শল্যের অতি মহান্ সৈন্যকে মহাবেগে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ নিবারণ করিতে লাগিলেন, অতি শীঘ্র দশ বাণে মদ্ররাজের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন, এবং নকুল ও সহদেব মদ্ররাজকে সরলগামী সপ্ত শরে বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজও তাঁহাদিগের তিন জনকে তিন তিন বাণে আহত করিয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে শাণিত ষষ্টি শরে এবং নকুল সহদেবকে দুই দুই শরে আহত করিলেন। তদনন্তর অমিত্রজিৎ মহাবাহু

ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুমুখ প্রবিষ্টের ন্যায় মদ্ররাজের বশবর্ত্তী দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন দিবাকর পশ্চিম দিগবলম্বী হইয়া উত্তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে তাঁহাদিগের ঘোরতর অতি সুদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দ্ব্যধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তৎ পরে অতি মহাবলাক্রান্ত আপনকার পিতৃব্য ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সুশাণিত শর নিকরে সৈন্য সহিত পাণ্ডব দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। ভীমকে দ্বাদশ, সাত্যকিকে নয়, নকুলকে তিন ও সহদেবকে সাত বাণে বিদ্ধ করিয়া দ্বাদশ বাণে যুধিষ্ঠিরের বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, পরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বাণবিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে নকুল দ্বাদশ, সাত্যকি তিন, সহদেব সপ্ততি, অর্জ্জুন নয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ততি, ভীমসেন সপ্ত ও যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বাণে পিতামহকে বিদ্ধ করিলেন। দ্রোণাচার্য্য সাত্যকিকে যমদণ্ডোপম পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া ভীমসেনকেও তাদৃশ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। যেমন মহাগজকে তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, তাহার ন্যায় তাঁহারা দুই জন প্রত্যেকে তিন তিন বাণে ব্রাহ্মণ-পুঙ্গব দ্রোণকে বিদ্ধ করিলেন। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি ও বশাতি দেশীয় যোদ্ধা সকল ভীষ্মের শাণিত শরে বধ্যমান হইয়াও ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল না। সেই রূপ নানা দেশীয় সমাগত মহীপালগণও বিবিধ শস্ত্র হস্তে পাণ্ডবদিগের অভিমুখীন হইলেন। পাণ্ডবেরা পিতামহকে চতুর্দ্দিগে পরিবেষ্টন করিলে, অপরাজিত ভীষ্ম, রথি মণ্ডলীতে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে প্রদত্ত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়, পর পক্ষ দহন করত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগার, রথ; শিখা, ধনুক; ইন্ধন, অসি শক্তি ও গদা এবং স্ফুলিঙ্গ, শর হইল। এতাদৃশ ভীষ্ম স্বরূপ অগ্নি, ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি গৃদ্ধপত্র সংযুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ অতিতেজন বাণ, কর্ণি, নালীক ও নারাচ সমূহে পাণ্ডব সৈন্য সমাচ্ছাদিত করিলেন। তিনি রথী দিগের রথ ধ্বজ সকল শাণিত শরে ছেদন করিয়া সমুদায় রথকে মুণ্ডতাল বনের ন্যায় করিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি-প্রধান মহাবাহু ভীষ্ম রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য-বিহীন করিলেন। হে ভরত কুল দীপ! তাঁহার অশনি ধ্বনির ন্যায় জ্যানির্ঘোষ ও তল ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সমুদায় প্রাণী প্রকম্পিত হইল। মহারাজ! আপনকার পিতৃব্যনিক্ষিপ্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতে লাগিল, কেবল বিপক্ষের বর্ম্ম মাত্রে সংলগ্ন হইয়া থাকিল না। দেখিলাম, বেগবান্ ঘোটক সংযুক্ত রথ সকল হত বীর হইয়া রণাঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। চেদি, কাশি ও করূষ দেশীয় মহাবংশসম্ভূত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিখ্যাত চতুর্দ্দশ সহস্র মহারথ, সুবর্ণ নির্ম্মিত ধ্বজে শোভমান ও তনুত্যাগে কৃত নিশ্চয় হইয়া ব্যাদিতাস্য অন্তক সদৃশ ভীষ্মকে রণে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। হে মহারাজ! দেখিলাম, শত শত সহস্র সহস্র রথের চক্র ও অন্যান্য অবয়ব এবং উপকরণ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। বরূথের সহিত ভগ্ন রথ, নিপাতিত রথী, শর, বিচিত্র কবচ, পট্টিশ, গদা, ভিন্দিপাল, শাণিত শিলীমুখ, রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ, তূণ, ভগ্ন চক্র, বাহু, কার্ম্মুক, খড়্গ, সকুণ্ডল মস্তক, তলত্র, অঙ্গুলিত্র, ধ্বজ ও বহুধা ছিন্ন চাপে মেদিনী সমাকীর্ণা হইল। হে নরপাল! শত শত সহস্র সহস্র গজ ও ঘোটক আরোহি-বিহীন ও গত-প্রাণ হইয়া পতিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সকলে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন; বীর পাণ্ডবেরা যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। সৈন্য সকল মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যবান্ ভীষ্ম বাণে বধ্যমান হইয়া এরূপ সত্বর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, যে, দুই জনে একত্র

ধাবমান হইল না। পাণ্ডবী সেনার নাগ, অশ্ব ও ধ্বজ সকল পতিত হইয়া গেল, তাহারা অচেতন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। দৈব প্রেরিত হইয়া পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে ও প্রিয় সখা প্রিয় সখাকে বধ করিতে লাগিল। দেখিলাম, পাণ্ডব সৈন্যদিগের অনেকে কবচ পরিত্যাগ ও কেশ আলুলায়িত করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তাহাদিগের রথ-কূবর উদ্‌ভ্রান্ত হইল, তাহারা গো যূথের ন্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

হে মহারাজ! যদুকুল-নন্দন কৃষ্ণ পাণ্ডব সৈন্য প্রভগ্ন দেখিয়া রথ প্রবর স্থগিত করিয়া পৃথানন্দন বীভৎসুকে বলিলেন, হে নরসিংহ পার্থ! তুমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে, তাহার সময় এই উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে ভীষ্মকে বিনাশ কর, নচেৎ তোমাকে মোহ প্রাপ্ত হইতে হইবে। হে বীর! তুমি বিরাট নগরে রাজাদিগের সমাগম কালে সঞ্জয়ের সমীপে বলিয়াছিলে, যে, "দুর্য্যোধনের ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সৈনিক বর্গ ও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি তাহার নিমিত্তে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগকে অনুচর বর্গের সহিত আমি নিহত করিব" হে অরিন্দম কুন্তী-নন্দন! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া চিন্তা রহিত হইয়া তোমার সেই বাক্য সত্য কর।

বীভৎসু, বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া অধোমুখে কৃষ্ণের প্রতি তির্য্যক্ ভাবে অবলোকন করিয়া যেন অনিচ্ছু হইয়া এই কথা কহিলেন, অবধ্য দিগের বধ করিয়া নরক জনক রাজ্য লাভ করা, আর বনবাস জনিত দুঃখ ভোগ করা, এ দুই কল্পই সমান; এক্ষণে কোন্ কল্প কর্ত্তব্য? সে যাহা হউক, আমি তোমার বাক্য পালন করিব; যেখানে ভীষ্ম আছেন, সেখানে অশ্ব চালনা কর; দুর্দ্ধর্ষ কুরু পিতামহকে নিপাতিত করিব।

হে নৃপ! তদনন্তর মাধব, সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য ভীষ্ম সমীপে রজতবর্ণ রথ-ঘোটক চালিত করিলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির পক্ষ মহৎ সৈন্য মহাবাহু পার্থকে ভীষ্মের প্রতি রণোদ্যত দেখিয়া পুনরাবৃত্ত হইল। পরে কুরু প্রধান ভীষ্ম সত্বর হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ সহকারে শর বর্ষণে ধনঞ্জয়ের রথ সমাকীর্ণ করিলেন। তাঁহার অধিক শর বর্ষণে ক্ষণ কাল মধ্যে অশ্ব ও সারথির সহিত সেই রথ দৃষ্টি পথের অতীত হইল। বসুদেব-নন্দন তখন ভীষ্ম বাণে ক্ষত বিক্ষত অশ্বদিগকে অব্যগ্র চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চালনা করিলেন। তৎ পরে পার্থ জলদ তুল্য শব্দকারী ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহে ভীষ্মের ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুপ্রবর আপনকার পিতার ধনুক ছিন্ন হইলে তিনি পুনর্ব্বার অন্য এক জলদ তুল্য শব্দকারী মহৎ চাপ নিমেষ মধ্যে জ্যা যুক্ত করিয়া দুই হস্তে প্রকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাও ছেদন করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনু-সুত, "হে মহাবাহু! সাধু! সাধু! হে কুন্তীসুত! সাধু!" এই রূপ বাক্যে অর্জ্জুনের হস্ত লাঘবের প্রশংসা করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে ঐরূপে সম্ভাষণ করিয়া অপর এক মনোহর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের রথোপরি শর সমূহ মোচন করিলেন। বাসুদেব মণ্ডলাকারে রথ চালনা করিয়া ভীষ্ম নিক্ষিপ্ত সেই শর সমূহ ব্যর্থ করত অশ্ব যানে পরম ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। তখন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে ভীষ্ম শরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শৃঙ্গোল্লিখিত, অঙ্কিত ও ভয় জনিত ত্বরান্বিত গোবৃষ দ্বয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন।

মহারাজ! অর্জ্জুন মৃদু যুদ্ধ করিতেছেন, আর ভীষ্ম সংগ্রামে নিরন্তর শর বর্ষণ করিতেছেন। তিনি উভয় সেনার মধ্যে তপন্ত আদিত্য তুল্য হইয়া পাণ্ডব সৈন্যের প্রধান প্রধান বীরদিগকে নিহত করিতেছেন, এমন কি, যুধিষ্ঠির সৈনিক দিগের প্রতি যেন যুগ প্রলয় করিতেছেন দেখিয়া মধুকুল-তিলক বীর-শত্রুহন্তা সর্ব্ব-কার্য্যক্ষম মহাবাহু বাসুদেব আর সহ্য করিতে পারিলেন না; রজত সবর্ণ ঘোটক পরিত্যাগ করিয়া

রথোত্তম হইতে অবতরণ করিলেন। অপরিমিত-দ্যুতিমান্ জগৎ প্রভু তেজস্বী বল-সম্পন্ন কৃষ্ণ ক্রোধে তাম্রবর্ণ-লোচন ও হননেচ্ছু হইয়া পদভরে যেন পৃথিবী বিদারণ করত মুহুর্মুহু সিংহনাদ করিয়া ভুজ রূপ আয়ুধের অবলম্বনে প্রতোদ হস্তে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! সমরে মাধবকে ভীষ্মের সমীপে সমুদ্যত দেখিয়া আপনকার পক্ষীয় মনুষ্য দিগের চিত্ত একেবারে স্রস্ত হইয়া গেল। তৎ কালে বাসুদেবের ভয়ে মনুষ্য গণের কথিত "ভীষ্ম হত হইলেন, ভীষ্ম হত হইলেন" এই রূপ উচ্চ বাক্য স্থানে স্থানে শ্রুত হইতে লাগিল। যেমন মেঘ বিদ্যুৎ মালায় শোভমান হয়, সেই রূপ শ্যামল মণি বর্ণ জনার্দ্দন পীত কৌশেয় বসন পরিধানে ধাবমান হইয়া শোভিত হইলেন। যেরূপ যূথপতি সিংহ নিনাদ সহকারে শ্রেষ্ঠ মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেই রূপ যদু-কুলপতি বাসুদেব নিনাদ করিতে করিতে কুরুপ্রধান ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন।

শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দকে অসম্ভ্রান্ত হইয়া আপতিত হইতে দেখিয়া বিপুল ধনুক বিকর্ষণ করত অসম্ভ্রান্ত চিত্তে তাঁহাকে কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, আইস; হে দেবদেব! তোমাকে আমার নমস্কার। হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ! আমাকে তুমি এই মহারণে নিপাতিত কর। হে বিশুদ্ধাত্মন্! হে কৃষ্ণ! হে গোবিন্দ! তুমি আমাকে সংগ্রামে নিহত করিলে, লোকে আমার সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয় হইবে, আমি আজি ত্রৈলোক্যে সম্মানিত হইব। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি তোমার দাস, আমাকে তুমি স্বেচ্ছানুসারে প্রহার কর।

তৎ পরেই মহাবাহু অর্জ্জুন সত্বর হইয়া কেশবের পশ্চাৎ দ্রুত বেগে গমন পূর্ব্বক বাহু দ্বয়ে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। রাজীব-লোচন পুরুষোত্তম কৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াও অর্জ্জুনকে লইয়াই বেগ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। পরন্তু কৃষ্ণের নবম পদ গমনের পর দশম পদ গমন সময়ে বীর-শক্রহন্তা পার্থ বল পূর্ব্বক তাঁহার চরণ দ্বয় গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিলেন। অনন্তর সখা অর্জ্জুন কাতর হইয়া ক্রোধাকুল-লোচন ও সর্প সদৃশ নিশ্বসন্ত কৃষ্ণকে প্রণয় পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহু কেশব! নিবৃত্ত হও। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে 'আমি যুদ্ধ করিব না' সেই বাক্য মিথ্যা করিও না। তুমি যুদ্ধ করিলে লোকে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। হে মাধব! আমার প্রতি সমস্ত ভার আছে, আমিই পিতামহকে নিপাতিত করিব। হে শক্রকর্ষণ! আমি শস্ত্র, সত্য ও সুকৃত দ্বারা তোমার নিকট শপথ করিতেছি যে, শক্রপক্ষ যে প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমি করিব। তোমার, অদ্যই মহারথ দুর্জ্জেয় ভীষ্মকে প্রলয় কালে অপূর্ণ তারাপতির ন্যায় আমা কর্ত্তৃক যদৃচ্ছা ক্রমে পাত্যমান দেখিবার সম্ভাবনা।

ক্রোধাবিষ্ট মাধব মহাত্মা অর্জ্জুনের ঐ বাক্য শুনিয়া কিছু মাত্র না বলিয়া পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে রথস্থ হইলে, শান্তনুপুত্র, যেমন মেঘ দুই পর্ব্বতে জল বর্ষণ করে, তাহার ন্যায়, তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার শিশির কালান্তে সূর্য্য, কিরণ দ্বারা যাবতীয় পদার্থের তেজ গ্রহণ করেন, সেইরূপ আপনকার পিতা দেবব্রত, শর দ্বারা যোধগণের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা যে প্রকার কুরু সৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, আপনকার পিতাও সেই প্রকার পাণ্ডব সৈন্য প্রভগ্ন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব দিগের সৈন্য হত ও পলায়মান হইলে তাঁহারা নিরুৎসাহ ও বিকৃত চিত্ত হইয়া অতুল্যবীর ভীষ্মকে রণে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না, ভীষ্ম কর্ত্তৃক শত শত সহস্র সহস্র বার বধ্যমান ও ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহাকে মধ্যাহ্ন কালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃ-প্রতপ্ত দেখিতে লাগিলেন। হে ভারত! পাণ্ডব সৈন্য সকল ভীষ্ম কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, পঙ্কনিমগ্ন

গোযূথের ন্যায় ও বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণ দুর্ব্বল পি-পীলিকার ন্যায়, কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা পাইল না। শর সমূহ সংযুক্ত দুষ্কম্পনীয় মহারথ ভীষ্ম রূপ অগ্নি, শর শিখা দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় আতপপ্রদ হইয়া নরেন্দ্র দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। এই রূপে যখন তিনি পাণ্ডব সেনা মর্দ্দন করিতে-ছিলেন, তখন সহস্র রশ্মি আদিত্য অস্তগত হই-লেন, অনন্তর শ্রমার্ত্ত সৈন্যগণের চিত্ত অবহারের প্রতি প্রবৃত্ত হইল।

ত্র্যধিক শত তম অধ্যায় ও নবম দিবস যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাঁহারা যুদ্ধ করিতে করিতে ভাস্কর অস্তগত হইলে নিদারুণ সন্ধ্যা কাল উপস্থিত হইল, আর যুদ্ধ ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইল না। রাজা যুধিষ্ঠির, সন্ধ্যা কালে স্ব পক্ষ সৈন্যদিগকে ভীষ্ম কর্ত্তৃক বধ্যমান, ভয়-বিহ্বল ও রণ পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে ও মহারথ ভীষ্মকে সংরব্ধ হইয়া সৈন্য পীড়ন করিতে এবং মহারথ সোমক দিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ দেখিয়া চিন্তা পূর্ব্বক সৈন্য দিগের অব-হার করিতে আদেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অবহার করিলে, আপনকার পক্ষ সৈন্যদিগেরও অবহার হইল। হে কুরুপ্রবর! মহারথগণ সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সৈন্যদিগের অবহার করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবেরা সমরে ভীষ্ম বাণে প্রপীড়িত হইয়া ভীষ্মের রণ কার্য্য চিন্তা করিয়া তখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে ভরত-নন্দন! ভীষ্মও সমরে সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়া আপনকার পুত্রগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান ও পূজ্যমান হইয়া চতুর্দ্দিকে হৃষ্ট রূপ কুরুগণের সহিত শিবির নিবেশ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্ব-প্রাণি-মোহকরী রাত্রি উপস্থিত হইল।

সেই ঘোর রজনী-মুখ সময়ে দুরাধর্ষ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ বৃষ্ণিবংশীয় দিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রণাভিজ্ঞ সেই সকল মহাবল গণ অব্যগ্র চিত্ত হইয়া আপনাদিগের সময়োচিত শ্রেয় নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির অনেক ক্ষণ মন্ত্রণা করিয়া বাসুদেবের প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক এই বাক্য বলিলেন, কৃষ্ণ! দেখিলে, ভীম পরাক্রম ভীষ্ম হস্তীর নল বন মর্দ্দনের ন্যায় আমার সৈন্য মর্দ্দন করিতেছেন। উনি প্রবৃদ্ধ পাবকের ন্যায় আমার সৈন্য লেহন করিতেছেন, ঐ মহাত্মাকে নিরীক্ষণ করিতেও আমরা উৎসাহ করিতে পারি না। রণ স্থলে প্রতাপবান্ তীক্ষ্ণ শস্ত্র-ধারী ভীষ্ম, ক্রুদ্ধ ও বিষপূর্ণ ভয়ানক মহানাগ তক্ষক সদৃশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শাণিত শর সমূহ মোচন করিতে থাকেন। ক্রুদ্ধ যম, বজ্রহস্ত ইন্দ্র, পাশধারী বরুণ ও গদাপাণি কুবেরকেও জয় করিতে পারা যায়, কিন্তু মহারণে ক্রুদ্ধ ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারা যায় না, অতএব হে কৃষ্ণ! আমি আত্ম বুদ্ধি দৌর্ব্বল্য হেতু সংগ্রামে ভীষ্ম নিমিত্ত শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমা-দিগকে হনন করিতেছেন, অতএব আমার আর যুদ্ধে অভিরুচি হয় না, আমি বনে গমন করি, আ-মার অরণ্যে গমনই শ্রেয়। যেমন পতঙ্গ প্রজ্বলিত বহ্নিতে ধাবমান হইয়া কেবল মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আমি ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বৃষ্ণিকুল-পাবন! আমি রাজ্য হেতু পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। আমার শূর ভ্রাতৃগণও শর নিকরে নিতান্ত পীড়িত হইয়া-ছেন। উহাঁরা ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ প্রযুক্ত আমার নিমি-ত্তেই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন। হে মধুসূদন! কৃষ্ণাও আমারই নিমিত্তে ক্লেশ পাইতে-ছেন। সংপ্রতি জীবনকে বহু ও দুর্ল্লভ বলিয়া মানি-তেছি; এক্ষণে অবশিষ্ট জীবিত কালে অনুত্তম ধর্ম্মাচারণ করিব। হে মাধব! আমার ভ্রাতারা ও

আমি যদি তোমার অনুগ্রাহ্য হই, তাহা হইলে যাহাতে স্বধর্ম্মের বিরোধ না হয়, এমন হিত কর কর্ম্ম বল, যে তাহার অনুষ্ঠান করি।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের এই প্রকার বহু বাক্য বিস্তার ক্রমে শ্রবণ করিয়া কারুণ্য প্রযুক্ত তাঁহাকে সান্ত্বনা করত প্রত্যুত্তর করিলেন, হে সত্য-প্রতিজ্ঞ ধর্ম্ম-নন্দন! আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আপনকার ভ্রাতৃ গণ শৌর্য্য-সম্পন্ন, শত্রুসূদন ও দুর্জ্জেয়; অর্জ্জুন ও ভীমসেন বায়ু ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী, মাদ্রী-পুত্র নকুল ও সহদেব এতাদৃশ বল বিক্রান্ত, যে, উহাঁরা প্রায় দেবগণের উপরও প্রভুত্ব করিতে পারেন। হে পাণ্ডুসুত! আমার সহিত আপনকার যে সৌহার্দ্দ আছে, তৎপ্রযুক্ত আপনি আমাকে যুদ্ধে নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিব। মহারাজ! আপনি আমাকে নিযুক্ত করিলে আমি তুমুল সংগ্রামে কি না করিতে পারি? যদি অর্জ্জুন ভীষ্মকে বধ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে আমি ধৃতরাষ্ট্রীয় পক্ষদিগের সাক্ষাতে পুরুষপ্রধান ভীষ্মকে আহ্বান করিয়া নিপাতিত করিব। হে পাণ্ডু-পুত্র! যদি বীর ভীষ্ম নিহত হইলেই আপনি জয় লাভ করেন, তাহা হইলে আজি আমি কুরু বৃদ্ধ ভীষ্মকে এক রথেই নিহত করিব। হে নরনাথ! যুদ্ধে আমার মহেন্দ্র সম বিক্রম দেখিবে—আমি মহাস্ত্র সকল মোচন কারী ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। যে ব্যক্তি পাণ্ডব দিগের শত্রু, সে আমারও শত্রু; যাহারা আমার শত্রু, তাহারা আপনারও শত্রু। হে মহীপতে! আপনকার ভ্রাতা অর্জ্জুনের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে, বিশেষত উনি আমার সখা ও শিষ্য, আমি উহাঁর নিমিত্ত আমার দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া দিতে পারি; ঐ নরসিংহও আমার নিমিত্তে জীবন ত্যাগ করিতে পারেন। আমাদিগের পরস্পর এই রূপ প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমরা উভয়ে পরস্পরের পরিত্রাণ করিব। অতএব, হে রাজেন্দ্র! যে প্রকারে আমি যুদ্ধ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে নিযুক্ত করুন। কিন্তু পার্থ উপপ্লব্য নগরে লোকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'আমি ভীষ্মকে নিহত করিব' ধীমান্ পার্থের ঐ বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্যহেতু উনি আমাকে অনুজ্ঞা করিলে আমি তাহা অবশ্যই করিব, সন্দেহ নাই। অথবা পার্থই শত্রু-পুরঞ্জয় ভীষ্মকে সংগ্রামে নিহত করুন, উহাঁর পক্ষে এই ভার অপরিমিত নহে, যেহেতু উনি রণে সমুদ্যত হইলে অন্যের অসাধ্য কর্ম্মও করিতে পারেন। উনি দৈত্য দানবগণের সহিত সমুদ্যুক্ত দেবগণকেও রণে বিনষ্ট করিতে পারেন, ইহাতে ভীষ্মকে যে বিনাশ করিবেন, তাহার আর কথা কি? মহাবীর্য্য ভীষ্ম যে আপনকার অনিষ্টাচরণ করিতেছেন, তিনি বিপরীত-ভাবাপন্ন, গতসত্ত্ব ও অল্পবুদ্ধি হইয়াছেন, এই নিমিত্ত তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! হে মাধব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থই বটে, ইহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমার বল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। তুমি পুরুষ-সিংহ, তুমি যখন আমার পক্ষে আছ, তখন সমস্ত যথাভিলষিত বিষয় নিয়তই আমার লাভ হইবে। হে জয়শীল-প্রবর গোবিন্দ! আমি যখন তোমাকে সহায় পাইয়াছি, তখন ইন্দ্রের সহিত দেবগণকেও জয় করিতে পারি, তাহাতে মহারথ ভীষ্ম কোন্ তুচ্ছ? কিন্তু, হে মাধব! তুমি বলিয়াছিলে, 'যুদ্ধ করিব না,' এক্ষণে আমি স্বার্থ গৌরব-নিবন্ধন তোমারে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া মিথ্যাবাদী করিতে উৎসাহ করি না; অতএব তুমি যুদ্ধ না করিয়া আমাদিগকে উচিত মত সাহায্য কর। ভীষ্ম আমার সকাশে যুদ্ধ বিষয়ক এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছেন যে "তোমার হিত নিমিত্তে আমি সুমন্ত্রণা প্রদান করিব, কোন প্রকারেই যুদ্ধ করিব না; অপিচ, দুর্য্যোধন নিমিত্ত যুদ্ধ করিব, ইহা সত্য জানিবে," অতএব হে প্রভু মাধব! তিনি

আমাকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন। হে মধুসূদন! তাঁহার বধের উপায় নিমত্ত চল আমরা সকলে তোমার সহিত তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার গমন করি। হে সর্ব্বময়! হে বৃষ্ণিনন্দন! আমরা সকলে মিলিত হইয়া অবিলম্বে নরোত্তম কুরুবর ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাদিগকে হিতকর ও তথ্য বাক্য বলিবেন, তিনি যেরূপ বলিবেন, সেই রূপ করিব। হে মাধব! আমরা বাল্য কালে পিতৃহীন হইলে তিনিই আমাদিগকে লালন পালন করিয়া সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন, সেই দৃঢ়ব্রত দেবব্রত পিতামহ অবশ্যই আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয় প্রদান করিবেন। যখন পিতার পিতা বর্ষিষ্ঠ প্রিয়তম সেই পিতামহকে নিপাতিত করিতে ইচ্ছা করিলাম, তখন আমাদিগের ক্ষত্রিয় জীবিকায় ধিক্ থাকুক।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ কুরুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, ইহা আমারও মনোগত। গঙ্গাসুত কৃতী দেবব্রত বিপক্ষকে রণে অবলোকন করিয়াই দগ্ধ করিতে পারেন, অতএব তাঁহার বধোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আপনি গমন করুন। আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যথার্থই বিশেষ রূপে বলিবেন, অতএব চলুন, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে গমন করি। আমরাও সেই শান্তনু-সুত বৃদ্ধের সমীপে গিয়া মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিব। তাহাতে তিনি আমাদিগকে যে মন্ত্রণা দিবেন, তদনুসারেই আমরা বিপক্ষ সহ যুদ্ধ করিব। হে পাণ্ডুপূর্ব্বজ! বীর পাণ্ডবগণ ও বীর্য্যবান্ বাসুদেব ঐ রূপ পরামর্শ করিয়া আয়ুধ ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্রিত হইয়া ভীষ্ম-শিবিরের প্রতি গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক মস্তকাবনতি দ্বারা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে মস্তক দ্বারা প্রণতি করিয়া পূজা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কুরুপিতামহ মহাবাহু ভীষ্ম তাঁহাদিগের প্রত্যেককে স্বাগত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কহিলেন, তোমারদিগের প্রীতিবর্দ্ধন কি কার্য্য আমাকে করিতে হইবেক, তাহা বল, সেই কার্য্য যদি অতি দুষ্করও হয়, তথাপি সর্ব্ব প্রযত্নে আমি করিব।

গঙ্গা-নন্দন পুনঃপুন ঐ রূপ প্রীতিযুক্ত বাক্য কহিলে, রাজা যুধিষ্ঠির দীনচিত্তে প্রীতি পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ প্রভু পিতামহ! আমরা কি প্রকারে যুদ্ধে জয় লাভ করি? কি প্রকারেই বা রাজ্য প্রাপ্ত হই? এবং কি রূপেই বা প্রজা ক্ষয় না হয়, আপনি ইহার উপায় বলুন। হে বীর! আমরা আপনাকে সমরে কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারি না, অতএব আপনি স্বয়ংই আপনার বধোপায় ব্যক্ত করুন। পিতামহ! সংগ্রামে আপনকার শরাসন সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, রণ স্থলে আপনার অণু প্রমাণও রন্ধ্র দেখিতে পাওয়া যায় না। হে মহাবাহো! আপনি সূর্য্যের ন্যায় রথে অবস্থিত হইয়া যে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শরসন্ধান এবং কখন্ই বা শরাসন বিকর্ষণ করেন, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। হে ভরত-প্রধান! হে পরবীরহন্! আপনি যখন রথ অশ্ব নর নাগ হনন করিতে থাকেন, তখন আপনাকে জয় করিতে কোন্ পুরুষ উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনি সমরে শর বর্ষণ করিয়া অনেক প্রাণি হত্যা করিয়াছেন, আমার মহতী সেনা ক্ষয় প্রাপ্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে যে প্রকারে আপনাকে আমরা রণে পরাজিত করিতে পারি, যে প্রকারে আমার রাজ্য লাভ হয়, এবং যে রূপে আমার সৈন্যদিগের মঙ্গল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

হে পাণ্ডু-পূর্ব্বজ! তদনন্তর শান্তনু-পুত্র ভীষ্ম, পাণ্ডবদিগকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ কুন্তী-সুত! সংগ্রামে আমি জীবিত থাকিতে তোমার কোন প্রকারে জয় হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা আমি সত্য বলি-

লাম। আমি যুদ্ধে পরাজিত হইলে তোমরা জয়ী হইতে পারিবে। অতএব যদি তোমরা রণে জয় লাভের ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমারে শীঘ্র প্রহার করিবে। হে পার্থগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি অনুমতি করিতেছি, তোমরা যথা সুখে আমাকে প্রহার করিবে। আমি যে এই রূপে তোমাদিগের বিদিত হইলাম, ইহা সুকৃত বলিয়া মানিলাম। আমি নিহত হইলেই কুরু পক্ষ সমস্ত নিহত হইবে, অতএব আমি যেরূপ বলিলাম, তোমরা সেই রূপ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সমরে আপনি দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় হয়েন, আপনাকে কি প্রকারে যুদ্ধে পরাজিত করিব, তাহার উপায় বলুন। ইন্দ্র, বরুণ ও যমকেও যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু আপনাকে সমরে পরাজিত করিতে পারা যায় না। অপিচ ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আপনাকে রণে জয় করিতে সমর্থ নহেন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ, আমি রণে সযত্ন হইয়া কার্ম্মুকবর গ্রহণ পূর্ব্বক শস্ত্রধারী হইলে, ইন্দ্রের সহিত সুরাসুরও আমাকে জয় করিতে সমর্থ হন না। আমি ন্যস্ত শস্ত্র হইলে, এই মহারথেরাই আমাকে নিহত করিতে পারেন। শস্ত্র ত্যাগী, পতিত, বিমুক্ত কবচ, বিমুক্ত ধ্বজ, পলায়মান, ভীত, তোমারই আমি এই রূপ বলিয়া শরণাপন্ন, স্ত্রীজাতি, স্ত্রীজাতীয় নাম ধারী, বিকল, একপুত্রক, নিঃসন্তান ও পাপী ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে আমার অভিরুচি হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমার পূর্ব্ব-কৃত সংকল্প শ্রবণ কর, কাহারো অমঙ্গল্য ধ্বজ দেখিলে, আমি কোন প্রকারে তাহার সহিত যুদ্ধ করিব না। দ্রুপদরাজার পুত্র যুদ্ধ-জয়ী, শূর, সমর ক্রোধী, মহারথ শিখণ্ডী, যিনি তোমার সৈন্য মধ্যে অবস্থিত, তিনি পূর্ব্বে স্ত্রী ছিলেন, পশ্চাৎ পুরুষ হইয়াছেন, ইহার বিবরণ তোমরাও সমুদায় আনুপূর্ব্বিক অবগত আছ। অর্জ্জুন বর্ম্মিত হইয়া সেই শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা আমাকে নিহত করিবেন। সেই শিখণ্ডীর রথ ধ্বজ অমঙ্গল্য, বিশেষত উনি পূর্ব্বে স্ত্রী রূপ ছিলেন, সুতরাং আমি শস্ত্রধারী হইয়া উহাঁকে কোন প্রকারে প্রহার করিতে অভিলাষ করি না। হে ভরত-প্রবর! পাণ্ডু-পুত্র ধনঞ্জয় ঐ শিখণ্ডীর অন্তরালে থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শর নিকরে সত্বর আমাকে আঘাত করিবেন। আমি রণে সমুদ্যত হইলে, মহাভাগ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় ব্যতীত যে কেহ আমাকে নিহত করে, জগতে এমন কাহাকেও আমি দেখিতে পাই না। অতএব ঐ ধনঞ্জয় আত্ত-শস্ত্র গৃহীত-গাণ্ডীব ও যত্নবান্ হইয়া সেই পাঞ্চাল-রাজ-পুত্র শিখণ্ডীকে আমার সম্মুখস্থ করিয়া আমাকে নিপাতিত করিবেন, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে। হে কুন্তী-নন্দন! আমি যেরূপ বলিলাম, তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সংগ্রামে সমাগত ধার্ত্তরাষ্ট্র দিগকে পরাজিত করিতে পারিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, তদনন্তর পৃথা-নন্দনেরা কুরু পিতামহ মহাত্মা ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব শিবিরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা-পুত্র পর লোক গমনে দীক্ষিত হইয়া সেই রূপ বলাতে অর্জ্জুন দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া লজ্জা সহকারে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন, হে মাধব! কুরু-বৃদ্ধ প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ধীমান্ গুরু পিতামহের সহিত সংগ্রামে আমি কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? হে বাসুদেব! আমি বাল্য কালে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি-ধূষরিত-গাত্র হইয়া ঐ মহামনা মহাত্মার ক্রোড়ে উঠিয়া ধূলি দ্বারা উহাঁর অঙ্গ মলিন করিয়াছি। হে গদাগ্রজ! উনি আমার পিতা পাণ্ডুর পিতা; আমি বাল্যাবস্থায় উহাঁর অঙ্কে অধিরোহণ করিয়া উহাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম, তাহাতে উনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি

তোমার পিতা নহি, আমি তোমার পিতার পিতা' এমত স্থলে আমি উহাঁকে কি রূপে বধ করিব? আমার সৈন্য সকল ইচ্ছাক্রমে উহাঁকে প্রহার করুক, আমি ঐ মহাত্মার সহিত সংগ্রাম করিব না; ইহাতে আমার জয়ই হউক, বা বিনাশই হউক। কৃষ্ণ! আমি এই বিবেচনা করি, ইহাতে তোমার মত কি?

বাসুদেব কহিলেন, হে জিষ্ণো! তুমি ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া 'ভীষ্মকে সমরে বধ করিব' বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে কি রূপে উহাঁকে বধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পার? হে পার্থ! তুমি যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় গঙ্গানন্দনকে যুদ্ধে রথ হইতে পাতিত কর; উহাঁকে বধ না করিলে তোমার যুদ্ধে জয় হইবে না। উহাঁর এই রূপ মৃত্যু হইবার বিষয় পূর্ব্বে দেবতারা নিশ্চয় করিয়াছেন; পূর্ব্ব কালে যে প্রকার নিশ্চয় হইয়াছে, অবশ্যই সেই প্রকার হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না। যুদ্ধে ব্যাদিতানন যম সদৃশ দুরাধর্ষ ঐ ভীষ্মকে নিহত করিতে তোমা ব্যতীত অন্য কেহই সমর্থ হইবে না, অপিচ স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্রও উহাঁকে বধ করিতে পারিবেন না। তুমি ভীষ্মকে নিপাতিত কর, ইহাতে অন্তঃকরণে দ্বৈধ ভাব করিও না, এই বিষয়ে মহাবুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি পূর্ব্ব কালে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই আমার নিকট শ্রবণ কর, "নানা সদ্গুণান্বিত শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ ব্যক্তিও আততায়ী হইলে অথবা অন্য কেহ প্রাণের হন্তা হইলে তাহাকে নিহত করা বিধেয়।" হে ধনঞ্জয়! ক্ষত্রিয়দিগের এই সনাতন ধর্ম্ম নিশ্চিত আছে যে, অসূয়া-রহিত ক্ষত্রিয়েরা শত্রু সহ যুদ্ধ করিবে, প্রজা রক্ষা করিবে এবং যজ্ঞ করিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! শিখণ্ডীই ভীষ্মের নিশ্চয় নিহন্তা হইবেন, কেন না ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়াই সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রহার করিতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব আমি এই বিবেচনা করি যে, আমরা ভীষ্মের সম্মুখে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিব, এই উপায়েই তাঁহাকে নিপাতিত করিব। আমি অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর দিগকে শর নিকরে নিবারণ করিব, আর শিখণ্ডী যোধপ্রধান ভীষ্মকেই প্রহার করিবেন। কুরুপ্রধান ভীষ্মের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কহিয়াছেন "শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা হইয়া পরে পুরুষ হইয়াছেন, এই হেতু আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না।"

মাধব সহ পাণ্ডবগণ মহাত্মা ভীষ্মের অনুমতি ক্রমে ঐ রূপ নিশ্চয় করিয়া আনন্দিত চিত্তে শিবিরে গমন করিলেন।

চতুরধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শিখণ্ডী সমরে গঙ্গাপুত্রের প্রতি কি প্রকারে অভিমুখীন হইলেন, এবং ভীষ্মই বা কি রূপে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! তদনন্তর পাণ্ডবেরা সকলে সূর্য্যোদয় কালে ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক ও দধিবর্ণ শঙ্খ চতুর্দ্দিকে বাদিত হইতে থাকিলে, সর্ব্ব শত্রুনিবর্হণ ব্যূহ সজ্জিত করিয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া সমর যাত্রা করিলেন। হে নরপাল! শিখণ্ডী সেই সর্ব্ব সৈন্য সজ্জিত ব্যূহের অগ্রে রহিলেন। ভীমসেন ও ধনঞ্জয় তাহার চক্র রক্ষক, দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ সুভদ্রা-নন্দন তাহার পৃষ্ঠ রক্ষক এবং মহারথ সাত্যকি ও চেকিতান তাঁহাদিগের রক্ষক হইলেন। পাঞ্চাল্যগণে অভিরক্ষিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, তৎ পশ্চাৎ অবস্থিত হইলেন। হে ভরতপ্রবর! তৎ পশ্চাৎ প্রভু রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল সহদেবের সহিত একত্রিত হইয়া সিংহনাদ করত গমন করিতে লাগিলেন। তৎ পশ্চাৎ বিরাট্ নৃপতি স্ব সৈন্যে সমাবৃত হইয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দ্রুপদ অভিদ্রুত হইলেন। কৈকেয় রাজেরা পঞ্চ ভ্রাতা ও বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু সেই পাণ্ডব সৈন্য ব্যূহের জঘন প্রদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! পাণ্ডবেরা এই রূপ

মহাব্যূহ সজ্জিত করিয়া স্ব স্ব জীবন ত্যাগে কৃত-নিশ্চয় হইয়া সংগ্রামে আপনকার সৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে নরপাল! কৌরবেরাও মহারথ ভীষ্মকে সর্ব্ব সৈন্যের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডব দিগের অভিমুখে গমন করিলেন। আপনকার অতি মহাবল দুর্জ্জেয় পুত্রেরা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎ-পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ ও তাঁহার মহাবল পুত্র অশ্বত্থামা এবং তৎ পশ্চাৎ গজ সৈন্যে পরিবৃত ভগদত্ত গমন করিলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ভগদত্তের অনুগামী হইলেন। তৎ পশ্চাৎ বলবান্ কাম্বোজ-রাজ সুদক্ষিণ প্রয়াণ করিলেন। মগধরাজ জয়ৎসেন, সুবলপুত্র, বৃহদ্বল ও সুশর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য মহা-ধনুর্দ্ধর নৃপগণ আপনকার সৈন্যের জঘন স্থান রক্ষা করত গমন করিলেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম আসুর, পৈশাচ ও রাক্ষস ব্যূহের মধ্যে অন্যতর ব্যূহ এক এক দিবসে সজ্জিত করিতেন।

হে ভারত! তদনন্তর উভয় পক্ষ যোদ্ধার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পরকে নিহত করিয়া যম রাজ্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। অর্জ্জুন-প্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া বিবিধ শর বিকিরণ করিতে করিতে ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন। ভীমসেন আপনকার সৈন্যদিগকে শর নিকরে তাড়িত করিলে, তাহারা রুধিরৌঘে পরিক্লিন্ন হইয়া পর লোকে গমন করিতে লাগিল। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি, আপনকার সৈন্য সমীপে গমন করিয়া তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক পীড়ন করিতে লাগিলেন। আপনকার পক্ষীয় গণ পাণ্ডব পক্ষ কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া পাণ্ডবদিগের মহা সৈন্যকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা মহারথ গণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বধ্যমান ও তাড্যমান হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্ত্তৃক শাণিত বাণ সমূহে বধ্যমান হইয়া কাহাকেও আপনাদিগের পরিত্রাতা প্রাপ্ত হইল না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পরাক্রমশীল ভীষ্ম, সৈন্যদিগকে পার্থগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান দেখিয়া রণে ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে বিশুদ্ধ-চরিত! শক্রতাপন বীর ভীষ্ম কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের প্রতি অভিমুখীন হইয়া সোমক দিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট অভিধান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্রের সৈন্য পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে আপনকার পিতা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আপনার সকাশে কীর্ত্তন করিতেছি। শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবেরা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনকার পুত্রের সৈন্য নিহত করিতে করিতে অভিমুখীন হইলেন। হে নরনাথ! ভীষ্ম তখন নর বারণ বাজি সঙ্কুল স্ব সৈন্যদিগের বিপক্ষ কর্ত্তৃক সংহার আর সহ্য করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর দুর্জ্জেয় ভীষ্ম, আপনার জীবন পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও অঞ্জলিক অস্ত্র সকল পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচ জন গৃহীতাস্ত্র যত্ন-পরায়ণ প্রধান মহারথকে রণে নিবারিত করিয়া বীর্য্য ও অমর্ষ দ্বারা প্রেরিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে ও অপরিমিত বহু হস্তী ও অশ্ব নিহত করিলেন। পর পক্ষীয় জয়াকাঙ্ক্ষী রথিদিগকে রথ হইতে, সাদীদিগকে অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে, গজারোহী দিগকে গজ পৃষ্ঠ হইতে এবং সমাগত পদাতি-দিগকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন। যে প্রকার অসুরগণ বজ্রহস্ত ইন্দ্রের সম্মুখীন হইয়াছিল, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা ত্বরমাণ মহারথ ভীষ্মের সমরে সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মকে ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্রের অশনি সম স্পর্শ শাণিত শর সকল সর্ব্ব দিকেই মোচন করিতে দেখা গেল। তাঁহার যুদ্ধ কালে ইন্দ্র ধনুকের তুল্য মহৎ ধনুক সর্ব্বদাই মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে নরাধিপ!

আপনকার পুত্রেরা সমরে তাঁহার তাদৃশ কর্ম্ম দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিলেন। যেমন অমরগণ বিপ্রচিত্তি অসুরকে সমর স্থলে অবলোকন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার পাণ্ডবেরা উন্মনা হইয়া সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন যুধ্যমান আপনকার পিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে ব্যাদিত-মুখ অন্তকের ন্যায় দেখিয়া নিবারণ করিতে পারিলেন না। যে প্রকার অগ্নি কানন দগ্ধ করে, সেই প্রকার তিনি দশম দিবসের যুদ্ধে শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর রথ সৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ ও কাল বিহিত অন্তক তুল্য ভীষ্মের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে তিন বাণ বিদ্ধ করিলেন। ভীষ্ম তাহাতে গাঢ় বিদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করত শিখণ্ডীকে এই বাক্য বলিলেন, তুমি ইচ্ছা ক্রমে আমার প্রতি শর ক্ষেপ কর, কিম্বা না কর, আমি কোন প্রকারে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না, বিধাতা তোমাকে যে স্ত্রী রূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তুমি সেই শিখণ্ডিনী।

শিখণ্ডী তখন তাঁহার ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া সৃক্ক লেহন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয় কারী, ইহা আমি জ্ঞাত হইয়াছি, জমদগ্নি-নন্দনের সহিত তোমার যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমার অলৌকিক প্রভাব ও বহুশঃ শ্রুত হইয়াছে; তোমার এতাদৃশ প্রভাব জ্ঞাত হইয়াও আজি আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। হে সৎপুরুষ-প্রবর! তোমার সাক্ষাতে সত্য দ্বারা শপথ করিতেছি যে আমি আপনার ও পাণ্ডবদিগের প্রিয় কার্য্য নিমিত্তে আজি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে নিহত করিব, আমার এই কথা শুনিয়া তুমি স্বকীয় ক্ষমতানুযায়ী কার্য্য কর। হে রণজয়ী ভীষ্ম! তুমি ইচ্ছানুসারে আমার প্রতি শর ক্ষেপ কর বা না কর, আমার নিকট হইতে জীবিত থাকিয়া মুক্ত হইতে পারিবে না, অতএব এক্ষণে তুমি এই লোক সমুদায় দৃষ্টি করিয়া লও, আর দেখিতে পাইবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! শিখণ্ডী ভীষ্মকে এই রূপ বাক্য বাণে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ সব্যসাচী শিখণ্ডীর ঐ কথা শুনিয়া ' এই ভীষ্ম বধের সময় ' ভাবিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি শত্রু পক্ষ বিদ্রাবিত করিয়া তোমার অনুগামী হইব, তুমি সংরব্ধ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীষ্মকে আক্রমণ কর। মহাবল ভীষ্ম তোমাকে পীড়া প্রদান করিতে পারিবেন না, অতএব আজি তুমি যত্ন পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও। যদি তুমি ভীষ্মকে বিনষ্ট না করিয়া গমন কর, তাহা হইলে লোকে তোমাকে ও আমাকে উপহাস করিবে। হে বীর! যাহাতে আমরা উভয়ে এই মহারণে লোকের হাস্যাস্পদ না হই, এমত যত্ন কর,—পিতামহকে রণে নিপাতিত কর। হে মহাবল! আমি সংগ্রামে সমুদায় রথীকে নিবারণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিব, তুমি ভীষ্মের বধসাধন কর। দ্রোণ, তাঁহার পুত্র, কৃপ, দুর্য্যোধন, চিত্রসেন, বিকর্ণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, শৌর্য্য-সম্পন্ন ভগদত্ত, মহাবল পরাক্রান্ত মগধরাজ, সোমদত্তপুত্র, রাক্ষস শূর ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র, এবং ত্রিগর্ত্তরাজ, এই সকল বীর ও অন্যান্য সমুদায় মহারথদিগকে আমি বেলা ভূমি কর্ত্তৃক সাগর নিবারণের ন্যায় নিবারণ করিব, এবং মহাবলবান্ যুধ্যমান সমস্ত কৌরব দিগকেও এক কালে নিবারিত করিব, অতএব তুমি পিতামহকে রণে নিপাতিত কর।

পঞ্চাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! পাঞ্চালরাজ-নন্দন শিখণ্ডী সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যতব্রত ধর্ম্মাত্মা গঙ্গা-পুত্র পিতামহকে কি প্রকারে আক্রমণ করিয়াছিলেন?

পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে কোন্ কোন্ মহারথ ত্বরমাণ ও জিগীষা পরবশ হইয়া উদ্যতায়ুধ শিখণ্ডীকে রক্ষা করিয়াছিলেন? শান্তনুপুত্র মহাবীর্য্য ভীষ্মই বা সেই দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় দিগের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন? শিখণ্ডী যে অভিমুখীন হইয়া ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না, শিখণ্ডী যখন ভীষ্মের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন ভীষ্মের রথ তো ভগ্ন হয় নাই? কিম্বা শরাসন তো বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই?

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যুধ্যমান ভীষ্মের রথ ভগ্ন বা ধনুক বিশীর্ণ হয় নাই, তিনি সন্নতপর্ব্ব শর নিকরে শত্রু পক্ষ বিনাশ করিতেছিলেন। আপনকার পক্ষীয় অনেক শত সহস্র মহারথ, গজযোধী ও সাদী সুসজ্জিত হইয়া পিতামহকে অগ্রে করিয়া যুদ্ধার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হে কৌরব্য! সমর-বিজয়ী ভীষ্ম, স্বকীয় প্রতিজ্ঞানুসারে সমরে নিরন্তর সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর দশম দিবসের যুদ্ধে যখন শর নিকরে পর পক্ষ নিহত করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডব বা পাঞ্চাল গণ সকলে তাঁহার বিক্রম বেগ ধারণ করিতে পারিলেন না, সেই সকল বিপক্ষ সেনার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র সুশাণিত শর বিকিরণ করিয়াও তাহাদিগের বিক্রমও ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন, যেহেতু পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সেই মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ভীষ্মকে রণে পরাজিত করিতে তাঁহাদিগের সামর্থ্য হইল না।

হে মহারাজ! তদনন্তর অপরাজিত সব্যসাচী ধনঞ্জয় সমুদায় রথীকে ত্রাসিত করত তথায় গমন করিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও পুনঃপুন ধনুর্বিক্ষেপ করত শর নিকর নিক্ষেপ করিয়া কালের ন্যায় বিচরণ করিতেছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সেই শব্দে আপনকার সৈন্য সকল ত্রাসান্বিত হইয়া, যেমন সিংহ শব্দে মৃগগণ ভয়ান্বিত হইয়া পলায়ন করে, তাহার ন্যায় পলায়ন করিতে লাগিল।

রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে জয় যুক্ত ও আপনার সৈন্যদিগকে অতি পীড়িত দেখিয়া নিতান্ত পীড়িত হইয়া ভীষ্মকে বলিলেন, পিতামহ! ঐ কৃষ্ণ সারথি শ্বেতবাহন অর্জ্জুন, অগ্নি কর্ত্তৃক কানন দহনের ন্যায়, আমার সমস্ত সৈন্য দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখুন, আমার সৈন্য সকল সমরে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে। হে শত্রুতাপন! যেমন পশুপাল কাননে পশুগণকে তাড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন আমার ঐ সকল সৈন্যকে তাড়িত করিতেছে। আমার সৈন্যগণ স্থানে স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইলে, আবার দুর্জ্জেয় ভীমও উহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতেছে, এবং সাত্যকি, চেকিতান, নকুল, সহদেব ও বিক্রমশীল অভিমন্যুও আমার সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছে। শৌর্য্য-সম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও রাক্ষস ঘটোৎকচ, ইহারাও উভয়ে এই মহারণে আমার সৈন্যদিগকে সহসা প্রভগ্ন করিতেছে। হে ভারত! আপনি দেবতুল্য-পরাক্রম, আপনা ব্যতিরেকে ঐ সকল মহারথ কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্যদিগের যুদ্ধে অবস্থান করিবার এবং ঐ মহারথ দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপায় আর দেখিতে পাই না, অতএব আপনি সত্বর হইয়া ঐ মহারথ দিগকে নিবারণ করুন, আমার সৈন্য দিগের গতি হউন।

মহারাজ! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র দেবব্রত এই রূপ অভিহিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা পূর্ব্বক আত্ম কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করত কহিলেন, হে নরপাল মহাবল দুর্য্যোধন! তুমি স্থির হইয়া শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার সকাশে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, প্রতি দিন দশ সহস্র মহাত্মা ক্ষত্রিয় দিগকে বিনাশ করিয়া সংগ্রাম হইতে অবসৃত হইব। যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পাদনও করিয়াছি, কিন্তু আজিও সংগ্রামে মহৎ কর্ম্ম করিব। আজি

আমি হয় পাণ্ডবদিগকে নিহত করিব, না হয়, আমিই রণে নিহত হইয়া শয়ন করিব। আজি আমি তোমার সাক্ষাতে সৈন্য প্রমুখে নিহত হইয়া ভর্তৃদত্ত অন্নের মহৎ ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব।

দুর্জ্জেয় ভীষ্ম ইহা বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের প্রতি শায়ক সমূহ বপন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্য আক্রমণ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবেরা সৈন্য মধ্যে অবস্থিত ক্রুদ্ধ সর্প সদৃশ গঙ্গা-পুত্রকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। হে কুরুনন্দন! ভীষ্ম দশম দিবসে আপনার শক্তি অনুসারে শত সহস্র সৈন্য বিনাশ করিলেন। যেমন সূর্য্য, কিরণ মালা দ্বারা জলাকর্ষণ করেন, তাহার ন্যায় ভীষ্ম পাঞ্চাল দেশীয় মহারথ রাজপুত্র দিগের তেজ আকর্ষণ করিয়া লইলেন। হে মহারাজ! তিনি আরোহীর সহিত অযুত অশ্ব ও অযুত বেগবান্ হস্তী এবং পূর্ণ দুই লক্ষ পদাতি নিহত করিয়া সংগ্রামে ধুম রহিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিত হইতে লাগিলেন। পাণ্ডব দিগের মধ্যে কাহারাও তাঁহাকে উত্তরায়ণস্থ তপন্ত ভাস্করের ন্যায়, নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথ গণ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার বধের নিমিত্তে অভিদ্রুত হইলেন। যুধ্যমান শান্তনু-পুত্র, তখন কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাবৃত মহা শৈল সুমেরুর ন্যায়, বহু যোধগণে অবকীর্ণ হইলেন। আপনকার পুত্রেরাও মহতী সেনার সহিত একত্রিত হইয়া গঙ্গানন্দনকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন।

ষড়ধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১০৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! অর্জ্জুন সংগ্রামে ভীষ্মের বিক্রম দেখিয়া শিখণ্ডীকে কহিলেন, তুমি পিতামহের সহিত যুদ্ধে সমবেত হও। তুমি অদ্য কোন প্রকারে উহাঁকে ভয় করিও না, আমি তীক্ষ্ণ শায়ক সমূহে উহাঁকে রথোত্তম হইতে নিপাতিত করিব। হে ভরত-প্রধান! পার্থ শিখণ্ডীকে এই রূপ কহিলে, শিখণ্ডী তাঁহার বচন শ্রবণ করিয়া গঙ্গা-নন্দনের নিকট অভিদ্রুত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা বিরাট, দ্রুপদ ও কুন্তিভোজ বর্ম্মিত হইয়া আপনকার পুত্রের সাক্ষাতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। নকুল, সহদেব, বীর্য্যবান্ ধর্ম্মরাজ ও অন্যান্য সমুদায় সৈন্য ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। আপনকার পক্ষীয় যে যে যোদ্ধা ঐ সকল সমাগত মহারথ-দিগের মধ্যে যাহার যাহার প্রতি যথা শক্তি ও যথা উৎসাহ ক্রমে প্রত্যুদ্গত হইলেন, তদ্বিবরণ বিস্তার ক্রমে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! যে প্রকার ব্যাঘ্র-শিশু বৃষকে আক্রমণ করে, সেই প্রকার চিত্রসেন ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত চেকিতানকে আক্রমণ করিলেন। কৃতবর্ম্মা ভীষ্ম সমীপাগত ত্বরমাণ ও যত্ন পরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমদত্ত-পুত্র ত্বরমাণ হইয়া ভীষ্ম-বধৈষী অতি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে নিবারণ করিতে তৎপর হইলেন। বিকর্ণ ভীষ্মের জীবন রক্ষা করিবার মানসে বহু শায়ক বিকিরণ-কারী শৌর্য্য-সম্পন্ন নকুলকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত সযত্ন হইলেন। শারদ্বত কৃপ সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীষ্মের রথ সমীপগামী সহদেবকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। বলবান্ দুর্ম্মুখ ভীষ্ম বধাভিলাষী মহাবল ক্রূরকর্ম্মা ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-পুত্র অলম্বুষ সাত্যকিকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের রথ-সমীপাগত অভিমন্যুকে নিবারণ করিতে যত্ন-বান্ হইলেন। অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া একত্র সমাগত অরিমর্দ্দন বৃদ্ধ বিরাট ও দ্রুপদকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ সযত্ন হইয়া ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ধর্ম্মপুত্রকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শরানলে দশ দিক্ দগ্ধ করত ভীষ্ম সমীপে বেগে গমনোদ্যত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন তাঁহাকে নিবারণ করিতে যত্ন পরায়ণ হইলেন। আপনকার

পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ ভীষ্মাভিমুখে প্রযাত পাণ্ডব পক্ষ অন্যান্য মহারথ দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন সংরব্ধ হইয়া সৈন্য সহ, একমাত্র মহারথ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুন কহিতে লাগিলেন, ঐ কুরুনন্দন অর্জ্জুন সমরে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিতেছেন, তোমরা ভীত হইও না, ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হও, ভীষ্ম তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবেন না। হে বীরগণ! সমরে ইন্দ্রও অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহ করিতে পারেন না, ইহাতে ক্ষীণ-বল অল্প-প্রাণ ভীষ্ম উহাঁর কি করিবেন? পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণ সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নের ঐ কথা শুনিয়া সংহৃষ্ট হইয়া গঙ্গা-নন্দনের রথ সমীপে অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ গণও প্রবল তেজোরাশির ন্যায় সেই সকল প্রবল মহারথ দিগকে আপতিত হইতে দেখিয়া হর্ষিত চিত্তে নিবারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! মহারথ দুঃশাসন ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষা হইয়া ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি উপদ্রুত হইলেন। শৌর্য্য-সমন্বিত পাণ্ডবেরা গঙ্গা-নন্দনের রথ সমীপে আপনকার মহারথ পুত্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে নরপাল! এই স্থলে এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম, যে, অর্জ্জুন দুঃশাসনের রথ-সমীপস্থ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। যে প্রকার বেলাভূমি ক্ষুব্ধ মহাসাগর নিবারণ করে, সেই রূপ আপনকার পুত্র দুঃশাসন ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকে নিবারণ করিলেন। উহাঁরা উভয়েই রথি প্রধান, উভয়েই দুর্জ্জেয় এবং উভয়েই কান্তি ও দীপ্তিতে চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ। উভয়েই জাতক্রোধ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া, পূর্ব্ব কালে ময়াসুর ও ইন্দ্র যে প্রকার যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই প্রকার মহাযুদ্ধে সমবেত হইলেন। মহারাজ! দুঃশাসন অর্জ্জুনকে তিন ও বাসুদেবকে বিংশতি বাণে প্রহার করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন বাসুদেবকে পীড়িত দেখিয়া দুঃশাসনকে শত শঙ্খ্য নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলে, সেই সকল নারাচ দুঃশাসনের কবচ ভেদ করিয়া শোণিত পান করিল। তৎ পরে দুঃশাসন ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নত-পর্ব্ব পাঁচ শরে পার্থের ললাট বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! যে প্রকার মেরু গিরি অত্যুচ্ছ্রিত শৃঙ্গ দ্বারা শোভিত হয়, সেই রূপ অর্জ্জুন ললাটস্থ ঐ সকল বাণ দ্বারা সমর মধ্যে শোভিত হইলেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর পার্থ আপনকার সেই ধনুর্দ্ধর পুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণে অতিবিদ্ধ হইয়া পুষ্পবান্ কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় রণ মধ্যে প্রকাশ পাইলেন। পরে যেমন পৌর্ণমাসীতে রাহু অতি ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ণ চন্দ্রকে পীড়িত করে, তাহার ন্যায় অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দুঃশাসনকে পীড়া প্রদান করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! আপনকার পুত্র, বলবান্ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া শিলা শাণিত কঙ্কপত্র শোভিত শর সমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর পার্থ তিন শরে দুঃশাসনের শরাসন ও রথ ছেদন করিয়া তৎ পরে নয় শরে আপনকার পুত্রকে সমাহত করিলেন। তখন দুঃশাসন অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া ভীষ্মের সম্মুখস্থ অর্জ্জুনের বাহু দ্বয় ও বক্ষস্থলে পঞ্চ বিংশতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎ পরে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া যম দণ্ড তুল্য ভয়ানক বহুল বাণ দুঃশাসনের উপর নিক্ষেপ করিলেন। আপনকার পুত্র দুঃশাসন পার্থের যত্ন সহকারে নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ সমাগত না হইতে হইতেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে শাণিত বাণ সমূহ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন, তাহা যেন আশ্চর্য্যকর হইল। তদনন্তর পার্থ সংক্রুদ্ধ হইয়া কার্ম্মুকে শিলা শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ বহু শর সন্ধান করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! যেমন হংসগণ তড়াগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হয়, সেই রূপ

অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ মহাত্মা দুঃশাসনের দেহে নিমগ্ন হইল। তখন আপনকার পুত্র, মহাত্মা পার্থ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া রণে পার্থকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরা সহকারে ভীষ্মের রথে গমন করিলেন, তখন বিপদ্ রূপ 'অগাধ জল-নিমগ্ন দুঃশাসনের পক্ষে ভীষ্মই দ্বীপ স্বরূপ হইলেন। তদনন্তর পরাক্রমশীল শূর আপনকার পুত্র সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার পুরন্দর বৃত্রাস্থরকে নিবারিত করিয়াছিলেন, সেই রূপ মহাকায় আপনকার পুত্র সুশাণিত শর নিকরে অর্জ্জুনকে ভেদ করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাহাতে অর্জ্জুন ব্যথিত হইলেন না।

"সপ্তাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে নৃপতে! মহাধনুর্দ্ধর ঋষ্যশৃঙ্গপুত্র অলম্বুষ ভীষ্ম বধে সমুদ্যত বর্ম্মিত সাত্যকিকে রণে নিবারণ করিতে লাগিল। মধুকুল-নন্দন সাত্যকি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে নয় শরে রাক্ষসকে আহত করিলেন। সেই রূপ রাক্ষসও অতি ক্রুদ্ধ হইয়া শিনি-প্রবর সাত্যকিকে নয় শরে পীড়িত করিল। পরে বীর শত্রুহন্তা মধুকুল-নন্দন শিনি-পৌত্র অতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাক্ষসের প্রতি শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর অলম্বুষ সত্যবিক্রম মহাবাহু সাত্যকিকে তীক্ষ্ণ বাণ সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিল। তেজস্বী সাত্যকি তখন রাক্ষস কর্ত্তৃক রণে অতি বিদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত হাস্য পূর্ব্বক নিনাদ করিলেন।

তদনন্তর, যেমন বৃহৎ কুঞ্জরকে তোত্র দ্বারা বিদ্ধ করে, সেই রূপ ভগদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত শর নিকরে সাত্যকিকে তাড়ন করিলেন। রথিপ্রবর সাত্যকি রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ ভগদত্তের প্রতি সন্নত পর্ব্ব শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। রাজা প্রাগ্জ্যোতিষ লঘু হস্তে শাণিতধার ভল্ল দ্বারা সাত্যকির মহৎ ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বীর শত্রুহন্তা সাত্যকি অন্য এক বেগ বিশিষ্ট ধনুক গ্রহণ করিয়া শাণিত শর সমূহ দ্বারা ক্রুদ্ধ ভগদত্তকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভগদত্ত তাহাতে অতি বিদ্ধ হইয়া সৃক্ক লেহন করত কনক-বৈদূর্য্য-বিভূষিত লৌহময় যমদণ্ডোপম ভয়ানক দৃঢ় এক শক্তি সাত্যকির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি ভগদত্তের বাহু বলে নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে সেই শক্তি মহোল্কার ন্যায় সহসা হতপ্রভা হইয়া পতিতা হইল। হে নরাধিপ! আপনকার পুত্র, ভগদত্তের শক্তি নিহত দেখিয়া মহৎ রথি সমূহ দ্বারা সাত্যকিকে পরিবেষ্টন করিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় দিগের মহারথ সাত্যকিকে রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভ্রাতাকে বলিলেন, হে কুরুনন্দনগণ! সাত্যকি যাহাতে তোমাদিগের নিকট এই মহৎ রথি সমূহ হইতে জীবিত থাকিয়া নির্গত হইতে না পারে, এমত যত্ন কর। আমার বিবেচনায়, সাত্যকি নিহত হইলে পাণ্ডব দিগের মহৎ সৈন্য হত হইবে। আপনকার মহারথ পুত্রেরা যে আজ্ঞা বলিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ভীষ্মের সম্মুখস্থ সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে ভারত! বলবান্ কাম্বোজাধিপতি, অভিমন্যুকে ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত হইয়া আসিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ভীষ্মের জীবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অভিমন্যুকে কতক গুলি সন্নত পর্ব্ব শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার চতুঃষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সমাগমে এই যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল, যেহেতু শত্রু-কর্ষণ শিখণ্ডী ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রাজা মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ যুদ্ধে সংরব্ধ

হইয়া মহতী সেনা নিবারণ করিতে করিতে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। রথি সত্তম অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হইয়া বিরাট ও দ্রুপদের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। তৎ পরে তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ হইতে লাগিল। শত্রুতাপন বিরাট মহাধনুর্দ্ধর যত্নবান্ যুদ্ধ-শোভী দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে দশ ভল্লে আহত করিলেন। দ্রুপদও শাণিত তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই মহাবলবান্ দুই জনই গুরু পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামাও ভীষ্মের প্রতি সমুদ্যত বিরাট ও দ্রুপদ উভয় বীরকে বহু শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই বৃদ্ধ দ্বয়ের এই অদ্ভুত মহৎ কার্য্য দেখিলাম, যে, তাঁহারা অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ভয়ানক বাণ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন।

তৎ পরে, শারদ্বত কৃপ সহদেবকে ভীষ্মের প্রতি সমাগত দেখিয়া, যে প্রকার অরণ্যে মত্ত হস্তী অন্য মত্ত হস্তীকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শূর কৃপ মহারথ মাদ্রী-পুত্র সহদেবকে সুবর্ণ-ভুষণ সপ্ততি শরে ত্বরা সহকারে সমাহত করিলেন। সহদেব শর সমূহে কৃপাচার্য্যের ধনুক দুই খণ্ডে ছেদন করিলেন। অনন্তর কৃপ ছিন্নধন্বা হইলে সহদেব তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কৃপ ভীষ্মের জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট চিত্তে অন্য এক ভার-সাধন ধনুক লইয়া সুশাণিত দশ বাণে মাদ্রী-পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেবও ভীষ্মের বধাভিলাষে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রুদ্ধ কৃপের বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন। তাঁহাদিগের দুই জনের ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভীষ্ম-রক্ষক মহাবল শত্রুতাপন বিকর্ণ রণে ক্রুদ্ধ হইয়া ষষ্টি বাণে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। নকুলও আপনকার পুত্র ধীমান্ বিকর্ণ কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সপ্ততি সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুতাপন নরশার্দ্দূল এই দুই বীর ভীষ্ম নিমিত্ত, গোষ্ঠস্থ গো-বৃষ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশীল দুর্ম্মুখ, ভীষ্ম হেতু ঘটোৎকচকে সৈন্য বিনাশ করিতে সমাগত দেখিয়া তাহার প্রতি প্রযাত হইলেন। হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হইয়া সন্নত পর্ব্ব বাণে শত্রুতাপন দুর্ম্মুখের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। বীর দুর্ম্মুখ ষষ্টি সংখ্য সুমুখ শর দ্বারা রণ মধ্যে হর্ষ সহকারে শব্দ করিয়া ভীমসেন-পুত্রকে বিদ্ধ করিলেন

মহারথ হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মা ভীষ্মের বধাকাঙ্ক্ষী সমাগত ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে লৌহময় পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিয়া থাক্ থাক্ বলিয়া পুনর্ব্বার সত্বর পঞ্চাশৎ বাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু কৃতবর্ম্মাও মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আহত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন কঙ্কপত্র যুক্ত অজিহ্মগ সুশাণিত তীক্ষ্ণ নয় শরে কৃতবর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। যে প্রকার বৃত্রাসুরের সহিত মহেন্দ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ ভীষ্ম নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পর অতিশয় প্রবল যুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা সত্বর হইয়া সমাগত মহারথ ভীমসেনকে থাক্ থাক্ বলিয়া আক্রমণ করিলেন, অনন্তর রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ভীমসেনের স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তরে আঘাত করিলেন। হে নৃপতিসত্তম! পূর্ব্ব কালে ক্রৌঞ্চ অসুর কার্ত্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যেমন শোভা পাইয়াছিল, প্রতাপবান্ ভীমসেন বক্ষঃস্থ সেই নারাচ দ্বারা সেই রূপ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তাহারা উভয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত সূর্য্য সদৃশ দীপ্তিমান্ বাণ সকল পরস্পরের প্রতি মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ভীম ভীষ্ম বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া মহারথ সোমদত্ত-পুত্রের প্রতি এবং সোমদত্ত-পুত্র ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া ভীমসেনের প্রতি পরস্পর কৃত প্রতীকারে সযত্ন হইয়া সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হে কৌরব্য! যুধিষ্ঠির মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া ভীষ্মের অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ তাঁ-

হাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। প্রভদ্রকসেনা গণ দ্রোণের মেঘ গর্জ্জন সম রথ নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডু-পুত্রের সেই মহতী সেনা দ্রোণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া যত্ন পরায়ণ হইয়াও এক পদ হইতে পদান্তর চলিতে পারিল না।

হে জনেশ্বর! আপনকার পুত্র চিত্রসেন ক্রুদ্ধ ভীষ্মের প্রতি ক্রুদ্ধ রূপ চেকিতানকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাক্রমশীল মহারথ চিত্রসেন ভীষ্মের নিমিত্তে বিপক্ষ চেকিতানের সহিত যথা শক্তি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। চেকিতানও চিত্রসেনকে যথা শক্তি নিবারণ করিতে লাগিলেন, সেই সংগ্রামে তাঁহাদিগের উভয়ের অতি মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ভারত! অর্জ্জুন বহু প্রকারে নিবার্য্যমাণ হইলেও আপনকার পুত্র দুঃশাসনকে বিমুখ করিয়া আপনকার সেনা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃশাসন, 'পার্থ আমাদিগের ভীষ্মকে কোন প্রকারে নিহত করিতে না পারে' এই রূপ নিশ্চয় করিয়া পরম শক্তি অনুসারে পার্থকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! প্রধান প্রধান রথী সকল স্থানে স্থানে আপনকার পুত্রের সেনাদিগকে নিহত ও আলোড়িত করিতে লাগিল।

অষ্টাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাবল মহাধনুর্দ্ধর মত্ত বারণ বিক্রমশীল রথিশ্রেষ্ঠ বীর্য্যবান্ বীর দ্রোণ মত্তবারণ নিবারণ মহৎ শরাসন কম্পিত করত পাণ্ডবী সেনায় গাহমান হইয়া মহারথ দিগকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রও পাণ্ডবী সেনা দগ্ধ করিতেছিলেন, নিমিত্ত লক্ষণ সকল দ্রোণের অবিদিত ছিল না, তিনি তখন সর্ব্বত্র দুর্লক্ষণ নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! মহাবল পার্থ যে দিবসে সমরে ভীষ্মের জিঘাংসু হইয়া পরম যত্ন করিবেন, আজ সেই দিবস সমুপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু আমার বাণ সকল আপনা হইতে উৎপতিত হইতেছে; ধনুক স্ফুরিত হইতেছে; অস্ত্র সকল প্রয়োগে অনিচ্ছু হইতেছে; আমার মনেরও প্রাশস্ত্য হইতেছে না; মৃগ পক্ষী সকল নানা দিকে ভয়ানক প্রতিকূল রব করিতেছে; গৃধ্র পক্ষী ভারতী সেনার নীচ প্রদেশে বিলীন হইতেছে; আদিত্য যেন নষ্টপ্রভ হইয়াছেন; দিক্ সকল লোহিত বর্ণ হইয়াছে; পৃথিবী যেন সর্ব্ব প্রকারে শব্দায়মানা, ব্যথিতা ও কম্পিত হইতেছে; কঙ্ক, গৃধ্র ও বক পক্ষী সকল মুহুর্মুহু রব করিতেছে; শিবা সকল ঘোর অশিব রব করিয়া মহাভয় প্রদর্শন করিতেছে; সূর্য্যমণ্ডলের মধ্য হইতে মহোল্কা পতিতা হইতেছে; কবন্ধের সহিত পরিঘ, সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; চন্দ্র সূর্য্যের পরিবেশ, ভীষণ রূপ হইয়া ক্ষত্রিয়গণের দেহাবকর্ত্তন রূপ ঘোরতর ভয় প্রদর্শন করিতেছে; কৌরব প্রধান ধৃতরাষ্ট্রের দেবালয়স্থ দেবতা সকল কম্পন, হাস্য, নৃত্য ও রোদন করিতেছেন; গ্রহগণ দুর্লক্ষণ দিবাকরকে দক্ষিণ দিক্‌স্থ করিয়া গমন করিতেছেন; ভগবান্ চন্দ্রমা কোটি দ্বয়কে অধোমুখ করিয়া উদিত হইয়াছেন; ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য মধ্যে নরেন্দ্র দিগের শরীরের আভা মলিন লক্ষিত হইতেছে; তাঁহারা বর্ম্মিত হইয়া দীপ্তি-বিহীন হইয়াছেন, এবং উভয় সেনারই মধ্যে চতুর্দ্দিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি ও গাণ্ডীবের মহান্ নির্ঘোষ শ্রুত হইতেছে, অতএব অর্জ্জুন নিশ্চয়ই রণে উত্তমাস্ত্র সকল আশ্রয় করিয়া অন্যান্য যোদ্ধা দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতামহের প্রতি অভ্যুদ্‌গত হইবেন। হে মহাবাহো! ভীষ্মার্জ্জুনের সমাগম চিন্তা করিয়া আমার মন অবসন্ন ও লোমাঞ্চ হইতেছে। অর্জ্জুন অদ্য রণে ধূর্ত্তবুদ্ধি পাপাত্মা শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে গমন করিতেছেন। ভীষ্ম পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'আমি শিখণ্ডীকে হনন করিব না, কেন না বিধাতা উহাঁকে স্ত্রীরূপ উৎপাদন করিয়াছিলেন,

উনি দৈব প্রযুক্ত পুরুষ হইয়াছেন।' এবং মহাবল যাজ্ঞসেনি শিখণ্ডীর অমঙ্গল্য ধ্বজ, এই নিমিত্তও গঙ্গা-পুত্র শিখণ্ডীকে প্রহার করিবেন না। অর্জ্জুন যে, রণে অভ্যুদ্যত হইয়া কুরুবৃদ্ধের প্রতি উপদ্রুত হইতেছেন, ইহা ভাবিয়া আমার মজ্জা নিতান্ত অবসন্ন হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ, ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং আমার অস্ত্র প্রয়োগ, এ সকল নিশ্চয়ই প্রজাদিগের অমঙ্গল জনক। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন মনস্বী, বলবান্, শূর, অস্ত্রনিপুণ, লঘুবিক্রম, দূরপাতী, দৃঢ়শর, নিমিত্তজ্ঞ, সমরে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণেরও অজেয়, বুদ্ধিমান্, জিতক্লম, যোধপ্রধান, রণে নিত্যজয়ী এবং ভীষণাস্ত্র, তুমি উহাঁর পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের নিকট সত্বর গমন কর। বৎস! আজি তুমি রণে মহা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইবে, কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা শূরগণের স্বর্ণচিত্রিত উত্তম শোভন কবচ সকল বিদারণ করিব এবং ধ্বজাগ্রভাগ, তোমর, ধনুক, বিমল প্রাস, কনকোজ্জ্বল তীক্ষ্ণ শক্তি ও নাগ সকলের পতাকা নির্ভিন্ন করিবেন।

হে পুত্র! উপজীবী ব্যক্তিদিগের প্রাণ রক্ষা করিবার এ সময় নয়, স্বর্গ উদ্দেশ করিয়া যশ ও জয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে গমন কর। ঐ কপিধ্বজ অর্জ্জুন নিহত নাগ ও রথের আবর্ত্তময়ী সুদুর্গমা মহা ঘোরা সংগ্রাম নদী হইতে রথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইতেছেন। যে যুধিষ্ঠিরের ব্রহ্মণ্য, দম, দান, তপস্যা, ও মহৎচরিত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার সখা ভ্রাতা ধনঞ্জয়, বলবান্ ভীমসেন ও মাদ্রীপুত্র দ্বয়, যাঁহার সহায় বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেব এবং যাঁহার শরীর তপস্যা দ্বারা তাপিত হইয়াছে, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রতি তাঁহার মন্যুজন্য কোপেই, ভারতী সেনা দগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখিতেছ, অর্জ্জুন বাসুদেবকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষে সমুদায় সৈন্য বিদারণ করিতেছেন; যেমন তিমি মহাসাগর ক্ষোভিত করে, তাহার ন্যায় কিরীটী ঐ সকল সৈন্য ক্ষোভিত করিতেছেন; ঐ শুন, সৈন্য মধ্যে হাহা ও কিল কিলা শব্দ হইতেছে। অতএব বৎস! তুমি শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করি। অমিত তেজা রাজা যুধিষ্ঠিরের সমুদ্র কুক্ষি সদৃশ ব্যূহের মধ্যে গমন করাই দুঃসাধ্য, কেন না উহা সর্ব্বত্র অবস্থিত অতিরথ গণে সংযুক্ত রহিয়াছে। সাত্যকি, অভিমন্যু, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতেছেন। উপেন্দ্র-তুল্য শ্যামবর্ণ ও মহাশাল বৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত ঐ অভিমন্যু দ্বিতীয় অর্জ্জুনের ন্যায় সৈন্যাগ্রে গমন করিতেছেন। অতএব তুমি অন্য মহৎধনুক ও উত্তম উত্তম অস্ত্র সকল লইয়া শিখণ্ডীর সমীপে গমন কর, বৃকোদরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। কোন্ ব্যক্তি প্রিয় পুত্রকে বহু সম্বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা না করে,—সকলেই করে, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তোমাকে এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছি। হে বৎস! ঐ ভীষ্মও যম ও বরুণের তুল্য পরাক্রম প্রকাশ করত মহাসৈন্য দগ্ধ করিতেছেন।

নবাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! ভগদত্ত, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, ও দুর্মর্ষণ, আপনকার পক্ষীয় এই দশ জন যুবা যোদ্ধা মহৎযশের অভিলাষে নানা দেশীয় মহতী সেনায় সমবেত হইয়া ভীষ্মের সমরে ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শল্য নয়, কৃতবর্ম্মা তিন, ও কৃপ নয় বাণে ভীম সেনকে তাড়না করিলেন। চিত্রসেন, বিকর্ণ ও ভগদত্ত, ইহাঁরা প্রত্যেকে দশ দশ ভল্ল ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সিন্ধুরাজ তিন বাণে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ বাণে এবং দুর্ম্মর্ষণ

বিংশতি সংখ্য সুশাণিত শরে ভীমসেনকে আহত করিলেন। মহারাজ! মহাবল ভীমসেন সর্ব্বলোক মধ্যে মহাবীর ধৃতরাষ্ট্র পক্ষীয় সেই সকল দেদীপ্যমান মহারথ দিগের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ শাণিত বাণ সমূহে বিদ্ধ করিলেন। তিনি শল্যকে পঞ্চাশৎ ও কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপের সশর শরাসনের মধ্যস্থল ছেদন করিলেন; তৎপরেই ছিন্নধন্বা কৃপকে পুনর্ব্বার সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। পরে বিন্দ ও অনুবিন্দকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া দুর্ম্মর্ষণকে বিংশতি, চিত্রসেনকে পাঁচ, বিকর্ণকে দশ এবং জয়দ্রথকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে তিন শরে সমাহত করত হর্ষ সহকারে নিনাদ করিয়া উঠিলেন। রথি প্রবর কৃপ অন্য কার্ম্মুক লইয়া সংরব্ধ হইয়া শাণিত দশ বাণে ভীমকে বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ মহাবাহু ভীমসেন বহুতোত্র-বিদ্ধ মহাহস্তীর ন্যায় দশ বাণে বিদ্ধ হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহু শরে কৃপকে তাড়িত করিলেন। কালান্তক সদৃশ মূর্ত্তিমান্ ভীমসেন তৎপরে সিন্ধুরাজের অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে তিন শরে যমলোকে প্রেরণ করিলেন। মহারথ জয়দ্রথ হতাশ্ব রথ হইতে শীঘ্র লম্ফ প্রদান করিয়া ভীমসেনের প্রতি বহু শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু ভীমসেন দুই ভল্ল দ্বারা মহাত্মা জয়দ্রথের ধনুকের মধ্যভাগ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সিন্ধুনাথ তখন ছিন্নধন্বা, বিরথ, হতাশ্ব ও হত সারথি হইয়া ত্বরা পূর্ব্বক চিত্রসেনের রথে আরোহণ করিলেন। হে নরপাল! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সেই সংগ্রামে সেই সকল মহারথ দিগকে শর বেধ পূর্ব্বক নিবারণ করত অতি অদ্ভুত কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজা শল্য ভীমসেনকে সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে সিন্ধুপতিকে রথ বিহীন করিতে দেখিয়া ভীমসেনের বিক্রম সহ্য করিলেন না। তিনি থাক্ থাক্ বলিয়া কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত তীক্ষ্ণ শর সমূহ সন্ধান পূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, চিত্রসেন, দুর্ম্মর্ষণ, বিকর্ণ ও বীর্য্যবান্ সিন্ধুপতি, এই সকল অরিন্দম গণ সেই সংগ্রামে মদ্ররাজ শল্য নিমিত্ত সত্বর হইয়া ভীমকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ শরে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শল্যকে সপ্ততি বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার দশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। শল্য তাঁহাকে নয় বাণে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন, এবং এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থল গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। প্রতাপবান্ ভীমসেন সারথি বিশোককে শর-নির্ভিন্ন দেখিয়া তিন বাণে মদ্ররাজের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল সমাহত করিলেন, এবং অন্যান্য সেই সকল মহাধনুর্দ্ধর দিগকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন। তৎপরে সেই মহাধনুর্দ্ধরেরা প্রত্যেকে যত্ন পরায়ণ হইয়া অকুণ্ঠিতাগ্রভাগ তিন তিন বাণে যুদ্ধ বিশারদ ভীমসেনের মর্ম্ম স্থান সকল গাঢ় রূপে তাড়িত করিলেন। যেমন পর্ব্বত বর্ষমাণ মেঘের বারিধারা সমূহে ব্যথিত হয় না, সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন তাঁহাদিগের বাণ সমূহে অতি বিদ্ধ হইয়াও ব্যথিত হইলেন না। অপিচ, মহাযশা মহাবল ভীমসেন ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তিন বাণে মদ্রেশ্বরকে ও নয় বাণে কৃপকে গাঢ় বিদ্ধ করিয়া প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজকে শত শায়কে বিদ্ধ করিলেন। তৎ পরেই লঘুহস্তে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা মহাত্মা কৃতবর্ম্মার শরের সহিত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন কৃতবর্ম্মা অন্য ধনুক গ্রহণ করিয়া বৃকোদরের ভ্রূ দ্বয়ের অভ্যন্তরে এক নারাচ আঘাত করিলেন। বৃকোদর তখন শল্যকে নয়, ভগদত্তকে তিন, কৃতবর্ম্মাকে অষ্ট বাণে বিদ্ধ করিয়া কৃপ প্রভৃতি মহারথদিগকে দুই দুই বাণে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহারাও সকলে তাঁহাকে সুশানিত শর নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি তখন সেই

সমস্ত মহারথ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়াও ব্যথারহিত হইয়া তাঁহাদিগকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া রণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সকল রথিপ্রধান অব্যগ্র হইয়া তাঁহার প্রতি শত শত সহস্র সহস্র নিশিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহীপতে! বীরাগ্রগণ্য মহারথ ভগদত্ত স্বর্ণদণ্ডান্বিত এক শক্তি মহাবেগে তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাভুজ সিন্ধুরাজ তোমর ও পট্টিশ, কৃপ শতঘ্নী, বীর্য্যবান্ শল্য শর এবং অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণ প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ শিলীমুখ তাঁহার প্রতি বেগ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। পবন নন্দন, বিপক্ষগণ নিক্ষিপ্ত সেই সকল অস্ত্র বিফল করিয়া ফেলিলেন—ক্ষুরপ্র দ্বারা তোমরাস্ত্র দ্বিধা করিয়া ছেদন করিলেন, তিন বাণে পট্টিশাস্ত্রকে তিল কাণ্ডের ন্যায় ছেদন করিলেন এবং কঙ্কপত্র যুক্ত নয় বাণে শতঘ্নী অস্ত্র ভেদ করিলেন। মহারথ বৃকোদর মদ্ররাজ নিক্ষিপ্ত শর ছেদন করিয়া ভগদত্ত প্রেরিত শক্তি সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং অন্যান্য ভয়ানক বাণ সকল সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা ছেদন করিলেন; রণশ্লাঘী ভীমসেন এক এক বাণ তিন তিন খণ্ড করিয়া ছিন্ন করিলেন, তৎপরেই সেই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধরদিগকে তিন তিন বাণে তাড়িত করিলেন।

তদনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহারণে মহারথ ভীমসেনকে শায়ক সমূহ দ্বারা শত্রুগণ সহ যুদ্ধ ও তাহাদিগকে নিহত করিতে দেখিয়া রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। মহারাজ! আপনকার পক্ষ পুরুষ প্রবরেরা সেই দুই মহাত্মাকে তথায় সমেত দেখিয়া জয়ের প্রতি হতাশ হইলেন। হে ভারত! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি গমনকালে ভীমসেনকে আপনকার পক্ষীয় দশ মহারথ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন, সুতরাং যাঁহারা ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন, বীভৎসু ভীমের প্রিয়কার্য্য করিবার অভিলাষে তাঁহাদিগকে বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অর্জ্জুন ও ভীমসেনের বধ নিমিত্তে সুশর্ম্মাকে আদেশ করিলেন, হে সুশর্ম্মন্! তুমি শীঘ্র সৈন্য সমূহে পরিবারিত হইয়া ধনঞ্জয় ও বৃকোদর উভয় পাণ্ডবকে বিনাশ কর। প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা তাঁহার বাক্য শুনিয়া সহস্র সহস্র রথীর সহিত ধাবমান হইয়া ধনুর্দ্ধর ভীমার্জ্জুনকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিলেন। তদনন্তর সেই সকল বিপক্ষদিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অর্জ্জুন সংগ্রামে যত্নপরায়ণ মহারথ শল্যকে সন্নতপর্ব্ব শর নিচয়ে সমাচ্ছাদিত করিলেন, সুশর্ম্মা ও কৃপকে তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিলেন; এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভগদত্ত, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ, চিত্রসেন, বিকর্ণ, কৃতবর্ম্মা, দুর্ম্মর্ষণ ও অবন্তিরাজ মহারথ বিন্দ ও অনুবিন্দ, ইহাঁদিগের এক এক জনকে কঙ্ক ও ময়ূর পক্ষযুক্ত তিন তিন বাণে বিদ্ধ ও আপনার অন্যান্য সেনাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ চিত্রসেনের রথস্থ হইয়া পার্থকে শায়ক নিকরে বিদ্ধ করিয়া বেগপূর্ব্বক ভীমসেনকে শর বিদ্ধ করিলেন। রথি প্রবর শল্য ও কৃপ মর্ম্মভেদী নানাবিধ বাণে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ প্রত্যেকে সুশাণিত পাঁচ পাঁচ শরে অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে সত্বর সমাহত করিলেন। ভরত কুল প্রধান রথিশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র দ্বয় সমরে ত্রিগর্ত্ত দেশীয় মহৎ সৈন্যদিগকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাও নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া বলবৎ নিনাদ করত মহৎসৈন্য দিগের ত্রাসোৎপাদন করিলেন। শৌর্য্যসম্পন্ন অন্যান্য বহু যোদ্ধা সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত শর নিকরে ভীমসেন ও ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ

করিতে লাগিল। রথি প্রবর উদার স্বভাব ভীমার্জ্জুন উভয়ে, গোযূথ মধ্যে আমিষেপ্সু মদোৎকট সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, সেই সকল রথিদিগের মধ্যে ক্রীড়মান হইয়া বিচিত্ররূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই দুই বীর রণমধ্যে শত শত শৌর্য্যশালী যোদ্ধা দিগের ধনুক ও বাণ সকল বহুধা ছেদন করিয়া মস্তক নিপাতিত করিলেন। বহুল রথ ভগ্ন হইয়া এবং শত শত অশ্ব ও গজ আরোহীর সহিত উর্ব্বীতলে মহারণে পতিত হইল। বহুল রথী ও অশ্বারোহী দিগকে চতুর্দ্দিগে স্থানে স্থানে নিহত হইয়া চেষ্টমান হইতে দেখা গেল। নিহত গজ, বাজি ও পদাতি সমূহে এবং বহুধা প্রভগ্ন বহুলরথে মেদিনী বিস্তীর্ণা হইল। বহুধা ছিন্ন, মর্দ্দিত ও নিপাতিত ছত্র, ধ্বজ, অঙ্কুশ, পরিস্তোম, কেয়ূর, অঙ্গদ, হার, রাঙ্কব, উষ্ণীষ, ঋষ্টি, চামর, ব্যজন ও ইতস্তত পতিত নরেন্দ্রগণের চন্দন চর্চ্চিত বাহু ও ঊরু দ্বারা রণস্থল সমাকীর্ণ হইল। রণে অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম যে তিনি শর নিকরে সেই সকল বীরদিগকে নিবারণ করিয়া আপনকার সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র মহাবল দুর্য্যোধন ভীমার্জ্জুনের পরাক্রম দেখিয়া গঙ্গানন্দনের রথ সমীপে গমন করিলেন। কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুনাথ জয়দ্রথ ও অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, তখন সমর পরিত্যাগ করেন নাই। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ও মহারথ ফাল্গুন ভীষণ কৌরব সৈন্য অত্যন্তবিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ শীঘ্র শীঘ্র ধনঞ্জয়ের রথে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। পার্থ সেই সকল বাণ শর জালে নিবারণ করিয়া মহারথ ক্ষত্রিয়দিগকে মৃত্যু সমীপে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শল্য ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল সন্নতপর্ব্ব বহু ভল্লদ্বারা সমাহত করিলেন। অর্জ্জুন পঞ্চ বাণে তাঁহার ধনুক ও হস্তাবাপ ছিন্ন করিয়া তীক্ষ্ণ শায়ক নিচয়ে তাঁহার মর্ম্ম স্থান গাঢ় বিদ্ধ করিলেন। মদ্ররাজ রোষ-পরবশ হইয়া অন্য এক ভারসাধন ধনুক গ্রহণ করিয়া তিন শরে অর্জ্জুনকে তাড়িত করিলেন, এবং পঞ্চ শরে বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে ভীমসেনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! তদনন্তর মহারথ মগধরাজ ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের আদিষ্ট হইয়া যে স্থানে অতি মহারথ পার্থ ও ভীমসেন মহতী কৌরবী সেনা নিহত করিতেছিলেন, সেই স্থলে আগমন করিলেন। হে ভরত প্রবর! মগধরাজ জয়ৎসেন ভীমায়ুধধারী ভীমকে সুশাণিত অষ্ট সংখ্য শরে বিদ্ধ করিলেন। ভীম দশবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বারপঞ্চবাণে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরেই এক ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথনীড় হইতে নিপাতিত করিলেন। তখন মগধরাজের রথ-ঘোটক উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চতুর্দ্দিগে ধাবমান হইল, তাহাতে তিনি সমস্ত সৈন্যের সাক্ষাতে রণ হইতে অপহৃত হইলেন। তখন দ্রোণ রন্ধ্র পাইয়া ভীমসেনকে সুশাণিত লৌহময় পঞ্চ.ষষ্টি বাণে বিদ্ধ করিলেন। সমরশ্লাঘী ভীম রণে পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণকে নয় ভল্লে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি ভল্লে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া, যে প্রকার বায়ু মহা মেঘ বৃন্দ অপসারিত করে, সেই প্রকার তাঁহার সৈন্য বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, রাজা কৌশল্য ও বৃহদ্‌বল, ইহাঁরা সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের অভিমুখীন হইলেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ব্যাদিতানন যম সদৃশ ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। শিখণ্ডী ভরত পিতামহ ভীষ্মকে দেখিয়া মহারথ ভীষ্ম হইতে ভয় পরিত্যাগ করিয়া সংহৃষ্টচিত্তে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবেরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সমস্ত সৃঞ্জয়গণের সহিত, ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আপনকার পক্ষীয় সকলেই যতব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী

প্রভৃতি পার্থ দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভীষ্ম নিমিত্তে পাণ্ডব দিগের সহিত কৌরবদিগের ভয়াবহ যুদ্ধ হইতে লাগিল; হে নরপাল! আপনকার পক্ষীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের পরস্পর জয় বা পরাজয় নিমিত্ত সংগ্রামরূপ দ্যূত ক্রীড়া আরব্ধ হইল, তাহাতে আপনকার দিগের জয় বিষয়ে ভীষ্ম পণ-স্বরূপ হইলেন। হে রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্ন সমুদায় সৈন্য দিগকে বলিলেন, হে রথি সত্তমগণ! তোমরা ভয় করিও না, ভীষ্মের সমীপে অভিদ্রুত হও। পাণ্ডবী সেনা সেনাপতির বাক্য শুনিয়া ত্বরাসহকারে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভ্যুদ্গত হইল। যে প্রকার মহোদধি বেলা ভূমিকে গ্রহণ করে, সেই প্রকার রথি প্রধান ভীষ্মও সেই সকল সমাগত সৈন্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

একাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শান্তনুনন্দন মহাবীর্য্য ভীষ্ম দশম দিবসে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় গণের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং কৌরবেরাই বা কি প্রকারে পাণ্ডবদিগকে নিবারণ করিয়াছিলেন, এবং রণশোভী ভীষ্ম যে সেই দিবসে মহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! কৌরবেরা পাণ্ডবদিগের সহিত যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অশেষ রূপে আপনকার নিকট সংপ্রতি বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রতি দিনই কিরীটী আপনকার পক্ষীয় সংরব্ধ রথী সমূহকে পরমাস্ত্র দ্বারা পরলোকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং কুরুপ্রবর রণজয়ী ভীষ্মও প্রতিজ্ঞানুসারে অনবরত পাণ্ডবদিগের সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! এ পক্ষের যুধ্যমান কুরুগণের সহিত ভীষ্ম এবং ও পক্ষের যুধ্যমান পাঞ্চাল্যগণের সহিত অর্জ্জুনকে দেখিয়া জয় বিষয়ে সংশয় হইয়াছিল। পরন্তু দশম দিবসে ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের সমাগমে অনবরত মহাভয়ানক সৈন্য ক্ষয় হইল। পরমাস্ত্রবিৎ পরন্তপ ভীষ্ম সেই দিবসে অযুত অযুত যোদ্ধাদিগকে ভূয়োভূয় নিহত করিলেন। যাহাদিগের নাম গোত্র অজ্ঞাত প্রায় এবং যাহারা শৌর্য্যশালী ও সমরে অনিবর্ত্তী ছিল, তাহারা সকলেই ভীষ্ম কর্ত্তৃক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

শত্রুতাপন ধর্ম্মাত্মা মহাবাহু আপনার পিতৃব্য ভীষ্ম দশ দিবসে পাণ্ডব সেনা সন্তাপিত করিয়া আপনার জীবনে নির্ব্বিণ্ণ হইলেন, তিনি সংগ্রামে সত্বর আত্মমরণে অভিলাষী হইয়া 'আর বহুতর মানব শ্রেষ্ঠদিগকে বিনাশ করিব না' এইরূপ চিন্তা করিয়া সমীপস্থ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে বৎস সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! আমি তোমার নিকট স্বর্গজনক ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি রণে বহুল প্রাণীকে নিহত করিয়া বহু সময় অতিবাহিত করিলাম; এক্ষণে আমার এই দেহ রক্ষণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আমাকে সংহার করিতে যত্ন কর।

হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হও, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত কর। শত্রুজয়ী অর্জ্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং এই সেনাপতি মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ভীমসেনও তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে সৃঞ্জয়গণ! তোমরা ভীষ্ম হইতে কিছু মাত্র ভয় করিও না, আমরা শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে জয় করিব, তাহাতে সংশয় নাই। দশম দিবসে পাণ্ডবেরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রহ্মলোক গমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া ক্রোধাকুলিত চিত্তে শিখণ্ডী ও অর্জ্জুনকে পুরোবর্ত্তী করত ভীষ্ম নিপাতনে পরম যত্ন সহকারে গমন করিলেন।

তদনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত নানা দেশীয় রাজগণ ও সপুত্রদ্রোণ স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে এবং বল-

শালী দুঃশাসন সমস্ত সহোদরের সহিত একত্রিত হইয়া সমরমধ্যে অবস্থিত ভীষ্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে আপনার পক্ষ শূরগণ মহাব্রত ভীষ্মকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শিখণ্ডী প্রভৃতি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বানর-ধ্বজ অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে লইয়া চেদী ও পাঞ্চাল গণ সমভিব্যাহারে ভীষ্মের অভিমুখে গমন করিলেন। শিনিপৌত্র সাত্যকি অশ্বত্থামার সহিত, ধৃষ্টকেতু পৌরবের সহিত এবং অভিমন্যু অমাত্য সমবেত দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা বিরাট স্ব সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া সসৈন্য জয়-দ্রথের সহিত এবং বার্দ্ধক্ষেমির দায়াদ, বিচিত্র শর-কার্ম্মুক ধারী আপনার পুত্র চিত্রসেনের সহিত যুদ্ধে সংগত হইলেন। যুধিষ্ঠির সসৈন্য মহাধনুর্দ্ধর মদ্র-রাজের সহিত এবং ভীমসেন, অভিরক্ষিত গজসৈন্যের সহিত যুদ্ধাসক্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সোদরগণের সহিত সযত্ন হইয়া অনিবার্য্য দুর্জ্জেয় সর্ব্বশস্ত্র ধারী দ্রোণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অরিন্দম সিংহধ্বজ রাজপুত্র বৃহদ্বল কর্ণিকার-ধ্বজ সুভদ্রানন্দ-নের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন। আপনকার পুত্রগণ রাজগণের সহিত সমবেত হইয়া শিখণ্ডী ও ধনঞ্জ-য়ের বধ কামনায় তাঁহাদিগের দুই জনের প্রতি আপতিত হইলেন।

হে ভারত! উভয় পক্ষীয় সেনা অতি ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধাবমান হইলে মেদিনী প্রকম্পিতা হইতে লাগিল। রণে ভীষ্মকে দেখিয়া উভয় পক্ষীয় সমস্ত সেনা পরস্পরের প্রতি সমাসক্ত হইলে, পরস্পর যত্ন পূর্ব্বক ধাবমান সেই সমুদায় সৈন্যের মহাশব্দ সর্ব্বদিগে প্রাদুর্ভূত হইল। শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ, গজগণের বৃংহিতধ্বনি ও সৈন্যগণের সুদারুণ সিংহনাদ হইতে লাগিল। সমস্ত রাজা-দিগের উত্তম অঙ্গদ ও কিরীটের চন্দ্র সূর্য্য তুল্য প্রভা দীপ্তিহীনা হইল। সমুত্থিত ধূলি পটলীতে মেঘ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া শস্ত্র বিদ্যুতে সমাবৃত হইতে লাগিল; উভয় সেনার শরাসন, বাণ, শঙ্খ, ভেরী ও রথ নিচয়ের সুদারুণ শব্দ তাহার গর্জ্জন ধ্বনি হইল। আকাশ মণ্ডল উভয় সেনার প্রাস, শক্তি, , ও বাণ সমূহে সমাকুল হইয়া যেন অপ্রকাশিত হইল। রথীগণ রথীদিগকে ও সাদীগণ সাদীদিগকে পরস্পর নিহত করিয়া পতিত হইতে লাগিল। কুঞ্জর সকল কুঞ্জরদিগকে ও পদাতি সকল পদাতিদিগকে নিহত করিতে লাগিল। হে নর প্রবর! যে প্রকার আমিষ নিমিত্ত দুই শ্যেন পক্ষীর যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভীষ্ম নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের সহিত কৌরবদিগের অতি তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা পর-স্পরের বধার্থী ও জিগীষু হইয়া ঘোররূপে যুদ্ধে সম-বেত হইলেন।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পরাক্রমশালী অভিমন্যু ভীষ্ম নিমিত্তে মহতী সেনায় সংযুক্ত আপন-কার পুত্র দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন নতপর্ব্ব নয় শরে অর্জ্জুনপুত্রকে রণে সমা-হত করিলেন, এবং পুনর্ব্বার ক্রুদ্ধ হইয়া তিন শর অভিমন্যুর বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। অর্জ্জুন-নন্দন সংক্রুদ্ধ হইয়া যমের ভগ্নীতুল্য ভয়ানক এক শক্তি দুর্য্যোধনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে নরনাথ! আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন সেই ঘোররূপ শক্তিকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা তাহা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। অর্জ্জুননন্দন সেই শক্তিকে পতিত দেখিয়া পরম কোপাবিষ্ট হইয়া তিন বাণ দুর্য্যোধনের বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলেন। ভরত বংশের মহারথ অভিমন্যু পুনর্ব্বার ঘোরতর দশ সংখ্য শর দ্বারা দুর্য্যোধনের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থল সমাহত করি-লেন। হে ভারত! সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও কুরু-পুঙ্গব দুর্য্যোধন এই উভয় বীরের, ভীষ্মের নিধন ও অর্জ্জুনের পরাজয় নিমিত্তে যে ভীষণ যুদ্ধ হইতে

লাগিল, তাহা বিচিত্র ও সকল লোকের ইন্দ্রিয় প্রীতিকর হইল, সমুদায় পার্থিবগণ তাহার প্রসংশা করিতে লাগিলেন।

শক্রতাপন ব্রাহ্মণপুঙ্গব দ্রোণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে বেগশীল সাত্যকির বক্ষঃস্থল এক নারাচ দ্বারা সমাহত করিলেন। হে ভারত! অমেয়াত্মা শিনিপৌত্র গুরুপুত্র অশ্বত্থামার সমুদায় মর্ম্মস্থলে কঙ্কপত্র-যুক্ত নয় বাণে তাড়না করিলেন। অশ্বত্থামাও সাত্যকির প্রতি নয় শর নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার ঝটিতি সাত্যকির বাহু দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ বাণ সমর্পণ করিলেন। সাত্বত বংশীয় মহাযশা মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকি দ্রোণপুত্র কর্ত্তৃক অতি বিদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রকে সমাহত করিলেন। মহারথ পৌরব, ধৃষ্টকেতুর ধনুক ছিন্ন করিয়া বলবৎ নিনাদ করিলেন এবং সুশাণিত শর নিকরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! ধৃষ্টকেতু অন্য ধনুক লইয়া ত্রিসপ্ততি শাণিত শরে পৌরবকে সমাহত করিলেন। সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর মহাকায় দুই বীর পরস্পরকে মহাশর বর্ষণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জন পরস্পরের ধনুক ও রথঘোটক ছেদন করিয়া বিরথী ও ক্রোধ পরবশ হইয়া অসি যুদ্ধে সমবেত হইলেন। উভয়ে বিচিত্র শত চন্দ্র বিভূষিত শত তারকা শোভিত ঋষভ চর্ম্ম দ্বয় ও অতি মহা প্রভান্বিত বিমল খড়্গ গ্রহণ করিয়া, মহাবনে ঋতুমতী সিংহী সঙ্গমে যত্ন পরায়ণ সিংহ দ্বয়ের ন্যায়, পরস্পর অভিদ্রুত হইলেন। তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবার মানসে বিচিত্র মণ্ডলাকারে প্রত্যাগতি প্রদর্শন করত বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং পৌরব সংক্রুদ্ধ হইয়া থাক্ থাক্ বলিয়া বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ধৃষ্টকেতুর ললাটে তাড়না করিলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও পুরুষ প্রধান পৌরবের জত্রুদেশে শিতধার বৃহৎ খড়্গের আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! সেই দুই অরিন্দম পরস্পরের বেগে অভিহত হইয়া সেই মহারণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। তদনন্তর আপনকার পুত্র জয়ৎসেন পৌরবকে স্বকীয় রথে আরোপিত করিয়া সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিলেন। পরাক্রমশালী প্রতাপবান্ মাদ্রীপুত্র সহদেবও ধৃষ্টকেতুকে রণক্ষেত্র হইতে অপনীত করিলেন।

চিত্রসেন বহু শায়কে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিলেন, এবং তৎপরেই পুনর্ব্বার নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। সুশর্ম্মাও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্র চিত্রসেনকে দশ দশ শাণিত শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে চিত্রসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নতপর্ব্ব ত্রিংশৎ শরে সুশর্ম্মাকে সমাহত করিলেন। ভীষ্ম নিমিত্তক সেই সমরে যশ ও মান বর্দ্ধন নিমিত্ত সুশর্ম্মাও তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! পরাক্রমশালী সুভদ্রাপুত্র সেই ভীষ্ম নিমিত্তক সমরে পার্থের সাহায্য জন্য রাজপুত্র বৃহদ্বলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোশলরাজ বৃহদ্বল অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে পঞ্চ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অভিমন্যু কোশলেন্দ্রকে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিয়া প্রকম্পিত করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শর নিকরে বিদ্ধ করিলেন, এবং পুনর্ব্বার কোশলনাথের ধনুক ছেদন করিয়া কঙ্কপত্র সংযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। রাজপুত্র বৃহদ্বল অন্য ধনুক লইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে বহুল বাণে ফাল্গুনপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। হে পরন্তপ! যেমন দেবাসুর যুদ্ধে বলি বাসবের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রকার ভীষ্ম নিমিত্ত বিচিত্রযোধী সংরব্ধ সেই দুই বীরের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

যে প্রকার বজ্রহস্ত ইন্দ্র বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত বিদারণ করত শোভমান হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গজ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করত বহুল রূপে শোভিত হইলেন। গিরি সন্নিভ মাতঙ্গ সকল ভীম কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বসুন্ধরা নিনাদিত করত ভূপতিত

হইতে লাগিল। অঞ্জন রাশি সদৃশ গিরি পরিমাণ সেই সকল নাগ ভূতলগত হইয়া বিকীর্ণ পর্ব্বত সমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।

মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির মহতী সেনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত যুদ্ধোদ্যত মদ্ররাজ শল্যকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। পরাক্রমশালী শল্যও ভীষ্ম নিমিত্ত সংরব্ধ হইয়া মহারথ ধর্ম্মপুত্রকে প্রপীড়িত করিতে থাকিলেন। রাজা সিন্ধুপতি মৎস্যরাজ বিরাটকে সন্নতপর্ব্ব তীক্ষ্ণ নয় শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন। বিরাট, সেনাপতি সিন্ধুনাথের স্তন দ্বয়ের মধ্যস্থলে সুশাণিত ত্রিংশৎ বাণ আঘাত করিলেন। মৎস্যরাজ ও সিন্ধুরাজ উভয়েরই বিচিত্র কার্ম্মুক, বিচিত্র অসি, বিচিত্র বর্ম্ম, বিচিত্র আয়ুধ ও বিচিত্র ধ্বজ ছিল, সুতরাং উভয়েই বিচিত্ররূপ হইয়া যুদ্ধে বিরাজমান হইলেন।

হে মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মহা সমরে সমবেত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর নিকর দ্বারা মহা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দ্রোণ পঞ্চাশৎ বাণে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রকাণ্ড ধনুক ছেদন করিয়া পরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। বীর শত্রুহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন অন্য ধনুক লইয়া যুধ্যমান দ্রোণের প্রতি শায়ক সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। মহারথ দ্রোণ শরাঘাতে সেই সকল নিক্ষিপ্ত বাণ ছেদন করিয়া দ্রুপদের প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে বীরশত্রুহন্তা পার্ষত যমদণ্ড তুল্য এক গদা দ্রোণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন। দ্রোণ হেমপট্ট বিভূষিত সেই গদাকে সহসা আপতিত হইতে দেখিয়া পঞ্চাশৎ পরিমিত বাণে তাহা নিবারণ করিলেন। পরে সেই গদা দ্রোণের ধনুর্ম্মুক্ত শর বাহুল্যে বহুধা ছিন্ন, বিশীর্ণ ও চূর্ণীকৃত হইয়া বসুধাতলে পতিত হইল। শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্ন গদা নিহত দেখিয়া সর্ব্ব লৌহময় উত্তম শক্তি দ্রোণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! দ্রোণ নয় বাণে সেই শক্তি ছেদন করিয়া মহাধনুর্দ্ধর পার্ষতকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভীষ্ম নিমিত্ত দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের এইরূপ ঘোরতর ভয়ানক মহৎ যুদ্ধ হইতে লাগিল।

অর্জ্জুন গঙ্গানন্দনকে দেখিয়া শানিত শর নিচয়ে পীড়িত করত, বন মধ্যে এক মত্তহস্তী যেমন অন্য মত্তহস্তীর প্রতি অভিদ্রুত হয়, সেইরূপ অভিদ্রুত হইলেন। প্রতাপবান্ মহাবল ভগদত্ত মদান্ধ এক হস্তী আরোহণে অর্জ্জুনের প্রতি অভ্যুদ্যাত হইলেন। সেই হস্তীর শরীরের তিন স্থানে মদস্রাব হইতেছিল। বীভৎসু মহেন্দ্রের গজ তুল্য সেই গজকে আপতিত হইতে দেখিয়া পরম যত্ন সহকারে তাহার প্রতি অভিমুখীন হইলেন। তদনন্তর প্রতাপশালী গজারোহী রাজা ভগদত্ত শরবর্ষণে অর্জ্জুনকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। সেই নাগ যখন অর্জ্জুনের নিকট আসিতেছিল, তখন অর্জ্জুন নির্ম্মল তীক্ষ্ণ রজত সন্নিভ উত্তম লৌহময় শর নিকরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন, শিখণ্ডীকে যাও যাও, ভীষ্মের নিকট যাও, উহাঁকে হনন কর, এই কথা বলিলেন। রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষ ভগদত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরিত হইয়া দ্রুপদের রথ সমীপে প্রয়াণ করিলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে করিয়া দ্রুত বেগে ভীষ্ম সমীপে অভিদ্রুত হইলেন, তাহার পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তদনন্তর আপনকার পক্ষ শূরগণ যুদ্ধে বেগশীল অর্জ্জুনের সমীপে চীৎকার শব্দ সহকারে ধাবমান হইলেন, তাহা যেন অদ্ভুত হইয়া উঠিল। হে জনাধিপ! যে প্রকার বায়ু আকাশে মেঘ বৃন্দকে অপনীত করে, সেই প্রকার অর্জ্জুন উপযুক্ত সময় পাইয়া আপনকার পুত্র দিগের নানাবিধ সৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিলেন।

শিখণ্ডী ভরত পিতামহকে দেখিয়া অব্যগ্রচিত্তে সত্বর হইয়া বহু বাণে তাঁহাকে সমাকীর্ণ করিলেন। ভীষ্ম তখন রথ স্বরূপ অগ্নিগৃহে অবস্থিত, ধনুঃস্বরূপ শিখা সংযুক্ত, অসি, শক্তি ও গদা স্বরূপ ইন্ধন

সমন্বিত ও শর সমূহরূপ মহাজ্বালা বিশিষ্ট অগ্নিরূপ হইয়া ক্ষত্রিয়দিগকে দগ্ধ করিতেছিলেন। যেমন অগ্নি বায়ুর সহিত একত্রিত হইয়া তৃণ রাশিতে বিচরণ করত অতিশয় জ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ ভীষ্ম দিব্যাস্ত্র সকল উদীরণ করত প্রজ্বলিত হইলেন। মহারথ ভীষ্ম সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শাণিত শর নিচয়ে পাণ্ডব পদানুগ সোমকদিগকে নিহত ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সৈন্যদিগকেও নিবারণ করিতেছিলেন। তিনি দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়া রথীগণকে রথ হইতে ও অশ্ব সকল আরোহীর সহিত নিপাতিত করিতেছিলেন। তিনি রথ সকল মুণ্ড তাল বনের ন্যায় করিতেছিলেন। সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রবর ভীষ্ম সেই রণে রথ, গজ ও অশ্ব সকল মনুষ্য হীন করিতেছিলেন। সমুদায় সৈন্যই তাঁহার অশনিস্বন সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া প্রকম্পিত হইতেছিল। হে মনুজেশ্বর! আপনকার পিতার কার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত বাণ সকল অমোঘ হইয়া পতিত হইতেছিল, তাহা যোদ্ধাদিগের কেবল শরীর মাত্রে সংসক্ত হইয়াছিল না, ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতেছিল। হে নরনাথ! দেখিলাম, বেগবন্ত ঘোটক সংযুক্ত বহুল রথ নির্ম্মনুষ্য হইলে, তাহার অশ্ব সকল নিয়ন্তা বিরহে বায়ুবেগে ইতস্তত রথ সকল আকর্ষণ করিতে লাগিল। চোদ, কাশী ও করূষ দেশীয় চতুর্দ্দশ সহস্র সদ্বংশজ বিখ্যাত শূর মহারথ, যাহাদিগের সকলেরই রথে সুবর্ণ ধ্বজ শোভিত ছিল, যাহারা সমরে অনিবর্ত্তী, তাহারা তনুত্যাগে কৃত-নিশ্চয় ও সংগ্রামে ব্যাদিতানন অন্তক তুল্য ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া রথ বাজি কুঞ্জরের সহিত পরলোকে গমন করিল। সোমক দিগের মধ্যে এমত কেহ মহারথ ছিল না, যে রণে ভীষ্মকে পাইয়া জীবিত থাকিতে প্রত্যাশা করে। জন সকল ভীষ্মের পরাক্রম দেখিয়া তত্রস্থ সমস্ত যোধ গণকেই প্রেতরাজ পুরে উপনীত মনে করিল। সেই সমরে শ্বেত-বাহন কৃষ্ণ-সারথি বীর-পদবাচ্য অর্জ্জুন ও অমিততেজা পাঞ্চালরাজ-পুত্র শিখণ্ডী ব্যতিরেকে অন্য কোন মহারথ উহাঁর প্রতি অভিমুখীন হইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! শিখণ্ডী রণে পুরুষপ্রবর ভীষ্মকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত দশ ভল্লে তাঁহার স্তন দ্বয়ের অভ্যন্তর সমাহত করিলেন। গঙ্গানন্দন ক্রোধ-প্রদীপ্ত চক্ষুর্দ্বারা কটাক্ষপাত করিয়া শিখণ্ডীকে যেন দগ্ধ করিয়াই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে যে শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সমাহত করিলেন না, তাহা শিখণ্ডী বুঝিতে পারিলেন না। হে মহারাজ! অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে বলিলেন, সত্বর অভিদ্রুত হও, পিতামহকে বধ কর। হে বীর! তোমার আর কথা কি আছে, তুমি মহারথ ভীষ্মকে সংহার কর। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার নিকট ইহা সত্য বলিতেছি যে, যুধিষ্ঠির পক্ষ সৈন্য মধ্যে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও এমত দেখিতে পাই না যে, এই সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

শিখণ্ডী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ত্বরা সহকারে নানাবিধ শর নিচয়ে পিতামহকে পরিকীর্ণ করিলেন। আপনার পিতা মহারথ দেবব্রত শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ গণ্য না করিয়া ক্রুদ্ধ অর্জ্জুনকেই সমরে সায়ক সমূহে নিবারিত করিতে লাগিলেন, এবং পাণ্ডব পক্ষীয় সমস্ত সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পর লোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও মহৎ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া, যেমন মেঘ সমূহ দিবাকরকে আচ্ছাদিত করে, সেই রূপ, ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তিনি ভারতগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া, অরণ্যে জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় শূরগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই স্থলে আপনকার পুত্র দুঃশাসনের এই আশ্চর্য্য পৌরুষ অবলোকন করিলাম, যে তিনি অর্জ্জুনের সহিত

যুদ্ধও করিলেন, এবং পিতামহকেও রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক আপনকার পুত্র মহাত্মা দুঃশাসনের সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি অতি তেজস্বী রূপে যে অর্জ্জুন সহ পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পাণ্ডবেরা নিবারণ করিতেও পারিলেন না। তিনি মহাধনুর্দ্ধর রথী দিগকে রথ হীন, মহাধনুর্দ্ধর সাদী দিগকে অশ্ব হীন ও মহাধনুর্দ্ধর মহাবল গজারোহী দিগকে গজ বিহীন করিলেন। উহারা তীক্ষ্ণ শর নিকরে নির্ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অন্যান্য দন্তিগণ শর পীড়িত হইয়া নানা দিগে বিদ্রুত হইতে লাগিল। যেমন অগ্নি ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রদীপ্ত শিখ ও উল্বণ হইয়া প্রজ্বলিত হয়, সেই প্রকার আপনকার পুত্র দুঃশাসন পাণ্ডব সেনা দগ্ধ করত জ্বলিতে লাগিলেন। হে ভরত-নন্দন! সেই মহা প্রমাণ দুঃশাসনকে পাণ্ডবদিগের মধ্যে কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতবাহন মহেন্দ্র-তনয় ব্যতি-রেকে কোন মহারথ জয় করিতে কি তাঁহার প্রতি অভ্যুদ্গত হইতে কোন প্রকারে উৎসাহ করিতে সমর্থ হইলেন না। হে রাজন্! সেই বিজয় নামে প্রসিদ্ধ অর্জ্জুন সকল সৈন্যের সাক্ষাতে সমরে তাঁ-হাকে পরাজিত করিয়া ভীষ্মের সম্মুখে অভিদ্রুত হইলেন। আপনকার পুত্র দুঃশাসন পরাজিত হই-য়াও ভীষ্মের বাহুবল আশ্রয় করিয়া স্বপক্ষদিগকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করিয়া মদোৎকট হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করত সমরে প্রদীপ্ত হইলেন। আর শিখণ্ডী সর্প বিষ তুল্য ও অশনি সম স্পর্শ শর নিচয়ে পিতামহকেই বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। কিন্তু শিখণ্ডি-নিক্ষিপ্ত সেই সকল বাণ আপনকার পিতার পীড়াকর হইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যে প্রকার উষ্ণার্ত্ত মনুষ্য জলধারা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ন্যায় গঙ্গানন্দন ভীষ্ম শিখণ্ডীর বাণ গ্রহণ করিতে থাকিলেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয় সকল সমরে ভীষ্মকে ভীম রূপ হইয়া মহাত্মা পাণ্ডব দিগের সৈন্য দগ্ধ করিতেই দেখিতে লাগিলেন।

তদনন্তর আপনকার পুত্র সমুদায় সৈন্যদিগকে বলিলেন, তোমরা সংগ্রামে অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ কর। ধর্ম্মজ্ঞ ভীষ্ম সমরে তোমাদিগের সকলকে রক্ষা করিবেন। অতএব তোমরা মৃত্যু ভয় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। পিতামহ ভীষ্ম সমরে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের শর্ম্ম বর্ম্ম রক্ষা করত মহাহেম তালধ্বজে শোভমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অমরগণ মিলিত হইয়াও মহাত্মা ভীষ্মকে রণে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন না, ইহাতে মহাবল পাণ্ডবেরা মনুষ্য হইয়া উহাঁর কি করিতে পারিবে? হে যোধগণ! তোমরা সংযুগে অর্জ্জুনকে দেখিয়া কি হেতু পলায়ন করি-তেছ? তোমরা সকলেই ক্ষত্রিয়, অতএব সর্ব্ব প্রকারে যত্নবান্ হও, আমি আজ রণে যত্নপর ও তোমাদিগের সহিত একত্রিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব।

হে ভূপতে! তোমার ধনুর্দ্ধর পুত্রের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদেহ, কলিঙ্গ, দাসেরক, নিষাদ, সৌ-বীর, বাহ্লিক, দরদ, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভী-ষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্ব, শক, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কেকয় দেশীয় বীর্য্যশালী মহাবলাক্রান্ত সমুদায় যোধগণ, যেমন পতঙ্গগণ অগ্নিতে পতিত হয়, তাহার ন্যায় অর্জ্জুনের নিকটে আপতিত হইল। হে মহারাজ! মহাবল ধনঞ্জয় সেই সকল মহারথ দিগকে সমস্ত সৈন্যের সহিত সমাগত দেখিয়া দি-ব্যাস্ত্র সকল চিন্তা পূর্ব্বক সন্ধান করিয়া, সেই সকল মহাবেগশীল অস্ত্র সমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত শর নিকর প্রতাপে, যেমন অগ্নি পতঙ্গ সমূহকে দগ্ধ করে, সেই প্রকার আশু তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সেই দৃঢ়ধন্বা যখন সহস্র সহস্র বাণ দিব্যাস্ত্র দ্বারা সৃজন করিতে লাগিলেন, তখন আকাশে তাঁহার গাণ্ডীব দীপ্যমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। হে মহারাজ!

সেই সকল ক্ষত্রিয়গণ শর পীড়িত হইলে তাঁহাদিগের মহাধ্বজ সকল ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়াও কপিধ্বজ অর্জ্জুনের অভিমুখীন হইতে পারিলেন না। রথী গণ রথ ধ্বজের সহিত, অশ্বারোহী অশ্বের সহিত এবং গজারোহী গজের সহিত, কিরীটির শরে তাড়িত হইয়া পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন-কর নির্ম্মুক্ত শরে চতুর্দ্দিকে রাজগণের বহুধা পলায়মান সৈন্য দ্বারা পৃথিবী সমাবৃতা হইল।

হে মহারাজ! অর্জ্জুন সেই সকল সৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া দুঃশাসনের প্রতি বহুল শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই সকল বাণ আপনকার পুত্র দুঃশাসনকে ভেদ করিয়া অধোমুখ হইয়া, যেমন পন্নগগণ বল্মীকে প্রবেশ করে, তাহার ন্যায় ধরণীতে প্রবেশ করিল। তৎপরে তিনি দুঃশাসনের অশ্ব সকল নিহত করিয়া সারথিকে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে বিবিংশতিকে বিংশতি বাণে রথ হীন করিয়া নতপর্ব্ব পঞ্চ বাণে তাঁহাকে সমাহত করিলেন। তদনন্তর কুন্তীনন্দন শ্বেতবাহন কৃপ, শল্য ও বিকর্ণকে বহু শায়কে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে রথ বিহীন করিলেন। কৃপ, শল্য, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও বিবিংশতি, এই পাঁচ জন সব্যসাচী কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত ও রথ বিহীন হইয়া পলায়ন করিলেন। হে ভরতপ্রবর! পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে অর্জ্জুন সেই মহারথ দিগকে পরাজিত করিয়া ধূম রহিত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, এবং রশ্মিবান্ ভাস্কর যেমন সর্ব্বত্র রশ্মি বিকিরণ করেন, তাহার ন্যায় তিনি শর বর্ষণ করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় দিগকেও নিপাতিত করিলেন। তিনি মহারথ দিগ্‌কে শর বর্ষণে পরাঙ্মুখ করিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে কুরু পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে শোণিত রূপ জলের নদী প্রবর্ত্তিত করিলেন। গজ, অশ্ব ও রথ সমূহ রথীগণ কর্ত্তৃক বহুধা নিহত, রথ সকল নাগগণ কর্ত্তৃক এবং অনেক অশ্বও পদাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। অনেক গজ, অশ্ব ও রথযোধীদিগের শরীর ও মস্তক মধ্য স্থলে ছেদিত হইয়া সমস্ত দিকেই পতিত হইল। হে নৃপতে! রুধিরপঙ্কে পোথিত অনেক হস্তী এবং রথনেমিতে কর্ত্তিত; পতিত ও পাত্যমান কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহারথ রাজপুত্রগণে রণ ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন হইল। পদাতি ও অশ্ব সহিত সাদী সকল চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনেক গজযোধী ও রথযোধী সকল চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইল এবং রথ সকলের চক্র, যুগ ও ধ্বজ ভগ্ন হইল; ঐ সকল রথ ভূমিতলে ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যে প্রকার শরৎ কালে রক্তবর্ণ মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়, সেই প্রকার রণ স্থল গজ, অশ্ব ও রথি সমূহের রুধিরে সংসিক্ত ও সমাচ্ছন্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। কুক্কুর, কাক, গৃধ্র, বৃক, গোমায়ু ও অন্যান্য পশু পক্ষী গণ আপনাদিগের ভক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতভাবে শব্দ করিতে লাগিল। রাক্ষস গণ ও অন্যান্য প্রাণী সকলকে নিনাদ করিতে দেখা গেল। বায়ু, সকল দিকেই বহু প্রকারে বহিতে লাগিল। কাঞ্চনময় দাম ও মহামূল্য পতাকা সকল সহসা বায়ু প্রেরিত হইয়া উড্ডীয়মান দৃষ্ট হইতে লাগিল। শত শত সহস্র সহস্র শ্বেত ছত্র ও ধ্বজ বিশিষ্ট মহৎ রথ ইতস্তত বিকীর্ণ দৃষ্ট হইল। পতাকার সহিত অনেক মাতঙ্গ শর পীড়িত হইয়া দিগ্‌ দিগন্তর গমন করিতে লাগিল। হে মনুষ্যেন্দ্র! অনেক ক্ষত্রিয়কে গদা, শক্তি ও ধনুক ধারণ করিয়াই ধরণীতলে পতিত থাকিতে দেখা গেল।

হে মহারাজ! তদনন্তর ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া সর্ব্ব ধন্বির সাক্ষাতে অর্জ্জুনের নিকট ধাবমান হইলেন। বদ্ধসন্নাহ শিখণ্ডী তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইলেন ভীষ্ম শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত অগ্নি তুল্য বাণ সকল প্রতিগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন পিতামহকে মোহিত করিয়া আপনকার সৈন্য দিগকে নিহত করিতে থাকিলেন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! ভূয়িষ্ঠ সৈন্য সমান রূপে বূহিত হইলেও সকলেই সমরে অনিবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মলোক গমনেই তৎপর হইল। সঙ্কুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল, সৈন্যেরা সমযোগ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইল না। রথির সহিত রথির, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর, গজারোহীর সহিত গজারোহী এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইল না। সকলেই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সেনার অতি ভয়ানক বিপর্য্যয় সংগ্রাম হইতে লাগিল। সেই প্রাণিক্ষয় জনক সংগ্রামে মনুষ্য ও হস্তী সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে নর নাগে বিশেষ রহিল না, সকলেই সকলকে হতাহত করিতে লাগিল।

এদিকে শল্য, কৃপ, চিত্রসেন, দুঃশাসন, ও বিকর্ণ, এই পাঁচ জন যোদ্ধা স্ব স্ব ভাস্বর রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডবী সেনা প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। তাহারা ঐ পাঁচ মহাত্মা কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া, যেমন জলোপরি নৌকা বায়ু কর্ত্তৃক ভ্রাম্যমাণা হয়, সেই প্রকার বহুধা উদ্ভ্রামিত হইতে লাগিল। যে প্রকার শিশির কাল গো গণের মর্ম্ম ছেদ করে, সেই প্রকার ভীষ্মও পাণ্ডব পক্ষ সৈন্যদিগের মর্ম্ম কৃন্তন করিতে লাগিলেন। ওদিগে মহাত্মা অর্জ্জুনও আপনকার সৈন্যের নব মেঘ সদৃশ গজ সকল নিপাতিত এবং রথ যূথপতি সকলকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। বহুল মহাহস্তী স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র নারাচ ও শর দ্বারা তাড্যমান হইয়া আর্ত্তনাদ করত ধরাশায়ী হইল। অনেক মহাত্মা নিহত হইলেন; তাঁহাদিগের আভরণ ভূষিত দেহ ও কুণ্ডল শোভিত মস্তকে রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইল। সেই বীরক্ষয় জনক মহা সংগ্রামে ভীষ্ম ও ধনঞ্জয় উভয়েই বিক্রম প্রকাশ করিতে থাকিলে, আপনকার সেই সকল পুত্রেরা সমস্ত সৈন্যকে পুরোবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইলেন, এবং স্বর্গকে পরমাশ্রয় জ্ঞান করিয়া মরণে মনোনিবেশ করত পাণ্ডবদিগের প্রতি অভ্যুদ্যত হইলেন। হে নরাধিপ! শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরাও আপনকার পুত্রের পূর্ব্বদত্ত বিবিধ বহু ক্লেশ স্মরণ করত ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক গমনে কৃত নিশ্চয় ও ক্রোধের বশতাপন্ন হইয়া হর্ষ সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন রণস্থলে সেনাগণকে কহিলেন, হে সোমক গণ! তোমরা সৃঞ্জয়গণের সহিত, গঙ্গানন্দনকে আক্রমণ কর। সোমক ও সৃঞ্জয় গণ সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শস্ত্র বর্ষণ করিতে করিতে ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইল। হে রাজন্! আপনার পিতা শান্তনুপুত্র তাহাদিগের কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই কীর্ত্তিমান্ ভীষ্মকে পূর্ব্বে ধীমান্ পরশুরাম যে পর সৈন্যবিনাশিনী অস্ত্র-শিক্ষা করাইয়াছিলেন, তিনি সেই অস্ত্র-শিক্ষা বলে প্রতিদিন পাণ্ডব দিগের দশ সহস্র করিয়া সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দশম দিবসে সেই বীর শত্রুহন্তা ভীষ্ম একাকী মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশীয় অসংখ্য গজ ও অশ্ব নিহত করিয়া সাত জন মহারথকে নিহত করিলেন। এবং পুনর্ব্বার পঞ্চ সহস্র রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মনুষ্য, ষট্ সহস্র দন্তী ও অযুত অশ্ব নিহত করিলেন। তদনন্তর সমস্ত রাজাদিগের বাহিনী ক্ষোভিতা করিয়া বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীককে নিপাতিত করিলেন। প্রতাপবান্ ভীষ্ম সমরে শতানীককে নিহত করিয়া ভল্ল সমূহ দ্বারা সহস্র রাজাকে তাড়না করিলেন। পাণ্ডব পক্ষ যে সকল ক্ষত্রিয়েরা ধনঞ্জয়ের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মকে সমরে প্রাপ্ত হইয়া যমসাদনে গমন করিলেন। ভীষ্ম এই রূপে দশ দিক্ হইতে শরজালে পাণ্ডব সৈন্য দিগকে সমাহত করিয়া সৈন্যের অগ্রভাগে অবস্থিত হইলেন। তিনি দশম বাসরে অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়া শরাসন হস্তে উভয় সেনার মধ্য ভাগে যখন অবস্থিত হইলেন, তখন, যেমন গ্রীষ্ম কালে মধ্যাহ্ন কালীন অম্বরস্থ তপস্ত ভাস্করকে নিরীক্ষণ করিতে

পারা যায় না, সেই রূপ কোন ক্ষত্রিয়েরাই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। হে ভরত-নন্দন! যে প্রকার দেবরাজ ইন্দ্র সমরে দৈত্য সেনাদিগকে তাপিত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার তিনি পাণ্ডবীয় সৈন্য দিগকে তাপিত করিতে লাগিলেন।

দেবকী-পুত্র মধুসূদন তাঁহাকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রীত চিত্তে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ ভীষ্ম উভয় সেনার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, বল-পূর্ব্বক উহাঁকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ কর। যে-খানে উনি ঐ সকল সৈন্য দিগকে নির্ভিন্ন করিতে-ছেন, সেই স্থলে বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া উহাঁকে সংস্তম্ভিত কর। হে বিভো! তোমা ব্যতিরেকে অন্য কেহ ভীষ্মের বাণ সকল সহ্য করিতে উৎসাহ করে না।

হে নরপাল! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় বাসুদেব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ শর সমূহ দ্বারা ভীষ্মকে ধ্বজ, রথ ও অশ্বের সহিত সমাবৃত করিলেন। কুরু-প্রবর দিগের প্রধান ভীষ্ম, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর সমূহ শর সমূহ দ্বারাই বহুধা বিদারণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাঞ্চালরাজ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতু, পাণ্ডু-পুত্র ভীমসেন, পৃষত-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, চেকিতান, কৈকেয়াধিপতি পঞ্চ ভ্রাতা, মহাবাহু সাত্যকি, অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, দ্রৌপদী-নন্দনেরা পঞ্চ ভ্রাতা, শিখণ্ডী, বীর্য্যবান্ কুন্তিভোজ, সুশর্ম্মা, বিরাট এবং পাণ্ডব পক্ষীয় মহাবলপরাক্রান্ত যোধ গণ ও অন্যান্য অনেকে ভীষ্মের বাণে পীড়িত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর শিখণ্ডী কিরীটী কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পরমায়ুধ গ্রহণ-পূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি বেগে অভিদ্রুত হইলেন। রণ বিভাগবেত্তা অপরাজিত অর্জ্জুন ভীষ্মের অনুগামী দিগকে নিহত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। সাত্যকি, চেকিতান্, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, নকুল ও সহদেব, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। অভি-মন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মহাস্ত্র সকল সমুদ্যত করিয়া ভীষ্মের প্রতি অভিদ্রুত হইলেন। যুদ্ধে অনিবর্ত্তী ও দৃঢ়ধন্বা এই সকল মহারথ, ভীষ্মের প্রতি কৃতলক্ষ শর সমূহ বহু প্রকারে নিক্ষেপ করিলেন। অদীনাত্মা ভীষ্ম সেই সকল পার্থিব শ্রেষ্ঠ গণের নি-ক্ষিপ্ত বাণ নিবারিত করিয়া পাণ্ডব সৈন্য বিলোড়ন করিতে লাগিলেন, এবং যেন ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাদিগের নিক্ষিপ্ত শর সকল নিহত করিতে লাগি-লেন। তিনি মুহুর্মুহু হাস্য-পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্ত্রীত্ব মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বাণ সন্ধান করিলেন না। সেই মহারথ দ্রুপদ সৈন্যের সপ্ত রথীকে নিহত করাতে, ক্ষণ কাল মধ্যে মৎস্য, পাঞ্চাল ও চেদি দেশীয় যোদ্ধাগণ কিল কিলা শব্দে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। হে পরন্তপ! তাহারা নর, অশ্ব, বারণ ও রথ সমূহ দ্বারা, যে প্রকার মেঘমণ্ডলী দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করে, তাহার ন্যায়, রিপুতাপ-প্রদ এক মাত্র ভীষ্মকে সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর তাহাদিগের সহিত ভীষ্মের দেবাসুর সদৃশ সেই যুদ্ধ সময়ে কিরীটী শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া ভীষ্মকে শর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চ দশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত॥১১৫॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা এই রূপে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ভীষ্মকে পরি-বেষ্টন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। তাঁহারা সৃঞ্জয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া সুঘোরা শতঘ্নী, পট্টিশ, পরশ্বধ, মুদ্গর, মুষল, প্রাস, ক্ষেপণীয়, কনকপুঙ্খ শর, শক্তি, তোমর, কম্পন, নারাচ, বৎসদন্ত ও ভুষুণ্ডী, এই সকল অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকারে তাড়িত করিতে লাগি-লেন। ঐ সকল অস্ত্রাঘাতে তাঁহার তনুত্রাণ বিশীর্ণ ও মর্ম্ম স্থান সকল নির্ভিন্ন হইতে লাগিল। তিনি তাহাতে সমাহত হইয়াও ব্যথিত হইলেন না।

প্রত্যুত তখন প্রলয় কালীন অগ্নি স্বরূপ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শর, কার্ম্মুক ও অন্যান্য মহাস্ত্র সকলের দীপ্তি উহার প্রকাশ, অস্ত্র সকলের প্রসরণ উহার সখা বায়ু, রথের নেমি শব্দ উহার উত্তাপ, বিচিত্র ধনুষ্ক উহার মহাশিখা এবং বীর-দেহ উহার ইন্ধন হইল। বিপক্ষের প্রতি এতাদৃশ অগ্নি স্বরূপ ভীষ্ম কখন বা সেই সকল নরেন্দ্র দিগের রথ সমূহের মধ্য হইতে নিঃসরণ, কখন বা মধ্য ভাগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পাঞ্চালরাজ ও চেদিরাজকে গণ্য না করিয়া পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সাত্যকি, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ, বিরাট ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভীষণ শব্দ ও মহাবেগ-সম্পন্ন মর্ম্ম ও আবরণ ভেদী শাণিত উত্তম শর নিচয়ে প্রবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই ছয় জন মহারথ তাঁহার শাণিত বাণ সকল নিবারিত করিয়া বল-পূর্ব্বক দশ দশ বাণে তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা শাণিত স্বর্ণ-পুঙ্খ বাণ তাঁহার প্রতি মোচন করিলেন, তাহা তাঁহার শরীর মধ্যে আশু প্রবেশ করিল। শিখণ্ডি-পুরোবর্ত্তী কিরীটী সংরব্ধ ও ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, শল্য ও ভগদত্ত, এই সাত জন মহারথ ভীষ্মের ধনুশ্ছেদ সহ্য না করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তম দিব্যাস্ত্র সকল প্রকাশিত করত কিরীটীর প্রতি দ্রুত বেগে আপতিত হইলেন, এবং কিরীটীকে অস্ত্র সমূহে সমাচ্ছাদিত করিলেন। যেমন প্রলয় কালে উচ্ছলিত সমুদ্রের শব্দ শ্রুত হয়, তাঁহাদিগের অর্জ্জুন সমীপে আপতন কালে সেই রূপ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের রথ সমীপে 'নিহত কর, আনীত কর, বিদ্ধ কর, ছেদন কর' এই রূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। হে ভরত-প্রবর! সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব পক্ষ মহারথ সাত্যকি, ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, দ্রুপদ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও অভিমন্যু ক্রোধান্ধ ও ত্বরিত হইয়া বিচিত্র কার্ম্মুক ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। যে রূপ দেবগণের সহিত দানবগণের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই রূপ তাঁহাদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল।

এ দিকে কিরীটী কর্ত্তৃক রক্ষিত রথি-প্রবর শিখণ্ডী ছিন্নধন্বা ভীষ্ম ও তাঁহার সারথিকে দশ দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া এক বাণে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গা-নন্দন অন্য এক বেগবত্তর ধনুক গ্রহণ করিলেন, অর্জ্জুন তাহাও শাণিত তিন বাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ভীষ্ম যত বার ধনুক গ্রহণ করিলেন, তত বারই শত্রুতাপন সব্যসাচী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে তিনি বারম্বার ছিন্নধন্বা হইলে, আর ধনুক গ্রহণ না করিয়া সৃক্ক লেহন করত গিরি বিদারণ ক্ষম এক শক্তি বল-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ক্রোধ সহকারে অর্জ্জুনের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাণ্ড-নন্দন জ্বলন্ত বজ্র তুল্য সেই শক্তিকে আপতিত হইতে দেখিয়া পাঁচ টি শাণিত ভল্ল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই পাঁচ ভল্ল দ্বারা তাঁহার বাহু নিক্ষিপ্ত সেই শক্তিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন। যে প্রকার বিদ্যুৎ মেঘবৃন্দ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন হয়, সেই প্রকার সেই শক্তি, সংক্রুদ্ধ কিরীটী কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া পতিত হইল।

পরপুরঞ্জয় ভীষ্ম শক্তি অস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া ক্রোধসমন্বিত হইয়া চিন্তা করিলেন, যদি মহাবল জনার্দ্দন পাণ্ডব দিগের রক্ষাকর্ত্তা না হইতেন, তাহা হইলে আমি এক ধনুক লইয়াই উহাদিগের সকলকে নিহত করিতে পারিতাম। অপিচ পাণ্ডবদিগের অবধ্যতা এবং শিখণ্ডীর স্ত্রীভাব, এই দুই কারণে আমি পাণ্ডব দিগের সহিত যুদ্ধ করিব না। পূর্ব্ব কালে আমার পিতা কালীকে বিবাহ করিবার সময়ে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে ইচ্ছামরণ বর

দিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা না করিলে রণে আমার মরণ সম্ভাবনা নাই, অতএব এই সময়ে আমার মৃত্যু ইচ্ছা করাই কর্ত্তব্য এই আমার মৃত্যুর উপযুক্ত সময়। অমিত-তেজা ভীষ্মের এই অভিপ্রায় আকাশস্থ ঋষিগণ ও বসুগণ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা স্থির করিলে, তাহা আমাদিগেরও প্রিয়, হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমি তাহাই কর,—যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। তাঁহাদিগের ঐ বাক্যের সমাপ্তি হইলে জলকণা-সমন্বিত শিব-জনক সুগন্ধি বায়ু অনুলোম ক্রমে প্রাদুর্ভূত, দেবগণের মহা দুন্দুভি ধ্বনি এবং ভীষ্মের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। হে নৃপ! তাঁহাদিগের সেই বাক্য মহাবাহু ভীষ্ম ব্যতিরেকে অন্য কেহ শুনিতে পাইল না; কিন্তু আমি মুনি-প্রদত্ত বর প্রভাব হেতু শুনিতে পাইলাম। হে নরনাথ! সর্ব্ব লোক-প্রিয় ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইবেন বলিয়া দেবগণের অন্তঃকরণে মহা দুঃখ সঞ্চার হইল।

মহাযশা শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম দেবগণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাবরণ ভেদী শাণিত শর সমূহে নির্ভিন্ন হইয়াও অর্জ্জুনের প্রতি আক্রমণ করিলেন না। শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্ট চিত্ত হইয়া ভীষ্মের বক্ষঃস্থলে শাণিত নয় শর আহত করিলেন। যে প্রকার ভূকম্প হইলে অচল অচল-ভাবেই থাকে, সেই রূপ ভীষ্ম শিখণ্ডী কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া অচল রহিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন হাস্য-পূর্ব্বক গাণ্ডীব বিক্ষেপ করত গঙ্গানন্দনের প্রতি পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রক বাণ অর্পণ করিলেন। পুনর্ব্বার তিনি সংক্রুদ্ধ ও সত্বর হইয়া ভীষ্মের সর্ব্ব গাত্রে সর্ব্ব মর্ম্ম স্থানে বাণ বেধ করিলেন। সত্যপরাক্রম মহারথ ভীষ্ম এই রূপ অন্যান্য কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র বার গাঢ় বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশু বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং তাহাদিগের বিমুক্ত শর সকল সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা সমান রূপে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহারথ শিখণ্ডী যে সকল শিলা শাণিত স্বর্ণ-পুঙ্খ যুক্ত বাণ তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা তাঁহার পীড়াকর হইল না। অনন্তর কিরীটী সংক্রুদ্ধ হইয়া শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মের অভিমুখীন হইলেন, এবং তাঁহার ধনুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার রথ ধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক দশ শরে তাঁহার সারথিকে প্রকম্পিত করিলেন। গঙ্গানন্দন বলবত্তর অন্য এক ধনুক গ্রহণ করিলে, তাহাও অর্জ্জুন তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে নিমেষার্দ্ধ মধ্যে ভীষ্ম যত ধনুক গ্রহণ করেন, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ ছেদন করেন, এই রূপে তাঁহার বহু ধনুক ছেদন করিলেন। তদনন্তর শান্তনুপুত্র, অর্জ্জুনের প্রতি যুদ্ধোদ্যত হইলেন না, পরন্তু অর্জ্জুন পঞ্চ বিংশতি ক্ষুদ্রকাস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।

তখন সেই মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম শর নিকরে অতি বিদ্ধ হইয়া দুঃশাসনকে বলিলেন, হে বীর! পাণ্ডব দিগের মহারথ ঐ অর্জ্জুন সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহু সহস্র বাণে আমাকে সমাহত করিতেছেন। বজ্রধারী ইন্দ্রও সমরে উহাঁকে পরাজয় করিতে পারেন না, এবং দেব, দানব ও রাক্ষস সমস্ত একত্রিত হইয়া আমাকেও সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হন না, অতএব মনুষ্যেরা মহারথ হইলেও আমার কি করিবে? এই রূপে ভীষ্ম দুঃশাসনের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ঐ সময়ে অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে রাখিয়া শাণিত শর সমূহে ভীষ্মকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্ম গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের শাণিত শরে গাঢ় বিদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার হাস্যমুখে দুঃশাসনকে বলিলেন, এই সকল বাণ ধারাবাহী রূপে সমাগত হইয়া বজ্রাশনির ন্যায় আমার গাত্রে লগ্ন হইতেছে, ইহা অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ আমার দৃঢ়াবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্ম ছেদ করিতেছে, এবং মুষলের ন্যায় আমাকে সমাহত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। এই সকল বাণ ব্রহ্মদণ্ড

সম স্পর্শ ও বজ্র বেগের ন্যায় দুঃসহ্য হইয়া আমার প্রাণ অর্দ্দিত করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। গদা ও পরিঘ সম সংস্পর্শ এই সকল বাণ যমদূতগণের ন্যায় আমার গাত্রে নিহিত হইয়া যেন আমার প্রাণ বিনাশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। এই সকল বাণ লেলিহান বিষোল্বণ ভুজগের ন্যায় আমার মর্ম্ম স্থান সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা শিখণ্ডীর বাণ নহে। যে প্রকার মাঘ মাসে গো সকলের মর্ম্ম কৃন্তন হয়, সেই প্রকার এই সকল বাণ আমার শরীর কর্ত্তন করিতেছে, অতএব এই সকল বাণ অর্জ্জুনই নিক্ষেপ করিতেছেন, শিখণ্ডীর নিক্ষিপ্ত নহে। কপিধ্বজ গাণ্ডীবধন্বা বীর জিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় ক্ষাত্রিয়গণ একত্রিত হইয়াও যুদ্ধে আমার দুঃখোৎপাদন করিতে পারে না। হে ভারত! শান্তনুপুত্র এই রূপ কথা বলিতে বলিতে যেন অর্জ্জুনকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছু হইয়া তাঁহার প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সমস্ত কুরুবীর দিগের সাক্ষাতে তাঁহার নিক্ষিপ্ত সেই শক্তি তিন বাণে তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করত নিপাতিত করিলেন। তৎপরে গঙ্গা-পুত্র মৃত্যুমুখে গমন বা বিজয় লাভ, এই দুইয়ের অন্যতরাভিলাষে স্বর্ণ-বিভূষিত চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবরোহণ না করিতে করিতেই অর্জ্জুন শায়ক সমূহ দ্বারা সেই খড়্গ চর্ম্ম শতধা করিয়া ছিন্ন করিলেন, তাহা আশ্চর্য্যকর হইল।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্য দিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা গঙ্গা-পুত্রের সমীপে যুদ্ধে অভিদ্রুত হও, তোমার দিগের অণু মাত্রও ভয় সম্ভাবনা নাই। তাহারা রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তোমর, প্রাস, বাণ, পট্টিশ, উত্তম নিস্ত্রিংশ, শাণিত নারাচ, বৎসদন্ত ও ভল্ল সমূহ লইয়া ঘোর সিংহনাদ সহকারে এক ভীষ্মের উপর অভিদ্রুত হইল। হে রাজন্! আপনকার পুত্রগণও ভীষ্মের জয়াভিলাষী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে সিংহনাদ সহকারে তাঁহার সমীপে ধাবমান হইলেন। সেই দশম দিবসে ভীষ্মার্জ্জুন সমাগম হইলে আপনকার পক্ষীয় যোধগণের বিপক্ষ গণ সহ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর হতাহত হইতে থাকিল। যে প্রকার সমুদ্রে গঙ্গা সঙ্গম হইলে মুহূর্ত্ত কাল আবর্ত্ত হয়, সেই প্রকার উভয় সৈন্য আন্দোলিত হইল। তখন রণভূমি শোণিতাক্ত হইয়া ভয়ানক রূপে প্রকাশ পাইল, সম বিষম স্থান বোধগম্য রহিল না। সেই দশম দিবসের যুদ্ধে ভীষ্মের সমুদায় মর্ম্ম স্থান নির্ভিন্ন হইলেও, তিনি অযুত যোদ্ধা নিহত করিয়া যুদ্ধে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেনার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন কৌরব সেনার মধ্য ভাগ বিদ্রাবণ করিতে লাগিলেন। আমরা তখন কুন্তীপুত্র শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় হইতে শাণিত শরনিকরে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলাম। সৌবীর, কিতব, প্রাচ্য, প্রতীচ্য, উদীচ্য, মালব, অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বশাতি, শাল্বাশ্রিত ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ ও কৈকেয়, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাত্মা গণ শরার্ত্ত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া অর্জ্জুন সহ যুধ্যমান ভীষ্মকে রণে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বহু যোদ্ধা, সমস্ত কৌরব দিগকে তাড়িত করিয়া চতুর্দ্দিকে এক ভীষ্মকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক শর বর্ষণে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। শত শত সহস্র সহস্র শরে ভীষ্মকে হনন করিয়া যোদ্ধাগণের 'নিপাতিত কর, গ্রহণ কর, বেধ কর, ছেদন কর,' এই রূপ তুমুল শব্দ তাঁহার রথ সমীপে হইতে লাগিল'। এই রূপে আপনকার পিতা অপরাহ্ণ সময়ে আপনকার পুত্র দিগের সাক্ষাতে অর্জ্জুন কর্তৃক শাণিতাগ্রভাগ শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত দেহে পূর্ব্ব শিরা হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন। রথ হইতে ভীষ্মের পতন কালে পার্থিবগণ ও আকাশস্থ দেবগণের মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল।

মহাত্মা পিতামহকে রথ হইতে পড়িতে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সকলের চিত্তও পতিত হইল। সর্ব্ব ধনুষ্মানের ধ্বজ স্বরূপ সেই মহাবাহু, পরিভ্রষ্ট ইন্দ্র-ধ্বজের ন্যায় বসুধা অনুকম্পিত করত পতিত হইলেন। সেই মহাত্মা শর সঙ্ঘে সমাবৃত হইয়াছিলেন, সুতরাং পতিত হইয়া ধরণী স্পর্শ করিলেন না। মহাধনুর্দ্ধর পুরুষশ্রেষ্ঠ রথ হইতে নিপতিত হইয়া শর শয্যায় শয়ান হইলে তাঁহাতে দিব্য ভাব সমাবিষ্ট হইল, তখন মেঘ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং মেদিনী কম্পিতা হইল। তিনি পতন সময়ে দিবাকরকে দক্ষিণ দিগবলম্বী দেখিয়া তৎকালে দক্ষিণায়ন চিন্তা করত জ্ঞানাবলম্বন করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক্ হইতে এই রূপ দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, "নরসিংহ মহাত্মা গঙ্গানন্দন দক্ষিণায়নে কি হেতু প্রাণ ত্যাগ করিবেন?" তাহা শ্রবণ করিয়া গঙ্গানন্দন কহিলেন, আমি জীবিত আছি। কুরু পিতামহ ভীষ্ম মহীতলে পতিত হইয়াও উত্তরায়ণ কাল প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হিমালয়সুতা গঙ্গা ভীষ্মের অভিপ্রায় জানিয়া মহর্ষিদিগকে হংস রূপে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। যে স্থানে নরসিংহ পিতামহ শরতল্পে শয়ান ছিলেন, মানসনিবাসী হংস-রূপী ঋষিগণ ত্বরিত ও মিলিত হইয়া উৎপতন পূর্ব্বক সেই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে আগমন করিলেন। হংসরূপী ঋষিগণ কুরু-কুল-তিলক ভীষ্মের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে শরতল্পে শয়ান দেখিতে পাইলেন। সেই সকল মনীষী মহর্ষিগণ সেই মহাত্মাকে প্রদক্ষিণ করত তৎকালে ভাস্করকে দক্ষিণায়নগামী ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণা-পূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম মহাত্মা হইয়া দক্ষিণায়নে কেন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন? হংসেরা এই কথা বলিয়া দক্ষিণ দিগভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। হে ভারত! মহাবুদ্ধিমান্ শান্তনুনন্দন তাঁহাদিগের কথোপকথন জ্ঞাত হইয়া চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমি দক্ষিণায়ন-সত্ত্বে কোন প্রকারে পর লোকে গমন করিব না, ইহা মানস করিয়াছি। হে হংসগণ! আমি তোমাদিগের সমীপে সত্য বলিতেছি, আদিত্য উত্তর দিকে আবর্ত্তন করিলে, আমার পূর্ব্বতন স্বকীয় স্থানে গমন করিব, এক্ষণে উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। সমুচিত সময়ে প্রাণ ত্যাগ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য আমার আয়ত্ত আছে, এই হেতু আমি উত্তরায়ণে মরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিব। আমার মহাত্মা পিতা যে আমাকে ইচ্ছা মরণ বর দিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হউক। সেই বর প্রভাবে আমার মরণের প্রতি আমার কর্ত্তৃত্ব আছে, আমি তাহা ধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। শরশয্যাগত ভীষ্ম এই কথা কহিয়া শয়ন করিলেন

কুরুকুলের শৃঙ্গ স্বরূপ মহাতেজস্বী ভীষ্ম এই রূপে পতিত হইলে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভরত-কুল-প্রবর! ভরত পিতামহ সেই মহাসত্ত্ব হত হইলে আপনার পুত্রেরা ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইলেন, সমস্ত কৌরব দিগেরই তৎকালে মোহ উপস্থিত হইল। কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধন প্রভৃতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বিষাদ প্রযুক্ত শিথিলেন্দ্রিয় ও দীর্ঘকাল স্থির হইয়া চিন্তাসক্ত হইলেন, যুদ্ধে আর মনঃ সমাধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাদিগের ঊরু যেন গ্রাহ-কুম্ভীর-মকরাদি স্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া রাখিল, পাণ্ডবদিগের প্রতি যুদ্ধে অভিমুখীন হইতেও সমর্থ হইলেন না। হে মহারাজ! শান্তনুপুত্র মহাতেজা ভীষ্ম লোকের অবধ্য হইয়াও যখন হত হইলেন, তখন আমাদিগের এই বিতর্ক উপস্থিত হইল যে, কুরুরাজ আর জীবিত থাকেন না। আমরা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত, শাণিত শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত ও হতবীর হইয়া ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলাম। হে জনেশ্বর! পরিঘবাহু শৌর্য্যশালী পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া এবং ন্যায় যুদ্ধে জয় প্রযুক্ত পরকালেও

পরম গতি লাভ হইবেক মনে করিয়া সকলেই হর্ষ সহকারে মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সোমক ও পাঞ্চালগণও সাতিশয় হর্ষান্বিত হইলেন। সহস্র সহস্র তূর্য্যের বাদ্য ধ্বনি হইতে লাগিল, অতি মহাবল ভীমসেন সাতিশয় বাহ্বাস্ফোটন ও নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে বিভো! গঙ্গানন্দন নিপতিত হইলে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বীরগণ ইতস্তত অস্ত্র শস্ত্র রাখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য অনেকে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ও অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে মোহ-সমন্বিত হইল, এবং অনেকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া ভীষ্মকে প্রশংসা করিল। ঋষি গণ, পিতৃ গণ এবং ভরতকুলের পূর্ব্ব পুরুষ গণও মহাব্রত ভীষ্মকে প্রশংসা করিলেন। শান্তনুপুত্র ধীমান্ ভীষ্ম উত্তরায়ণ কালের আকাঙ্ক্ষী হইয়া মহোপনিষৎ প্রতিপাদ্য যোগাবলম্বন করিয়া সময় যাপন করিতে থাকিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! যিনি পিতা নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইয়াছিলেন, যোধগণ সেই দেবতুল্য বলশালী ভীষ্ম বিহীন হইয়া তখন কি রূপ হইয়াছিলেন? যখন ভীষ্ম দ্রুপদ-পুত্র শিখণ্ডীর প্রতি ঘৃণা করিয়া অস্ত্র প্রহার করেন নাই, তখনই আমি কৌরব ও তৎপক্ষীয় অন্যান্য যোদ্ধাদিগকে পাণ্ডব গণ কর্ত্তৃক নিহত মনে করিয়াছি। আমি অতি দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত অদ্য পিতাকে নিহত শ্রবণ করিয়া যে দুঃখ লাভ করিলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? সঞ্জয়! নিশ্চয়ই, আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, নচেৎ ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় শতধা হইয়া বিদীর্ণ না হইল কেন? হে সুব্রত সঞ্জয়! জয়াকাঙ্ক্ষী কুরুসিংহ ভীষ্ম যুদ্ধে আহত হইয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।. সমরে ভীষ্ম যে নিহত হইলেন, ইহা আমার পুনঃপুন অসহ্য হইতেছে। পূর্ব্বকালে জামদগ্ন্য রাম দিব্যাস্ত্র সমূহ দ্বারা যাঁহাকে নিহত করিতে পারেন নাই, তিনি দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী কর্ত্তৃক নিহত হইলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, কুরুপিতামহ সায়ন্থ কালে আহত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিষাদিত ও পাঞ্চালগণকে আহ্লাদিত করিয়া ভূমি স্পর্শ না করিয়াই শরতল্পে শয়ন করিলেন। তিনি রথ হইতে প্রচ্যুত হইয়া পতিত হইলে প্রাণি সকল তুমুল হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। কৌরবদিগের সীমাবৃক্ষ স্বরূপ সমর বিজয়ী ভীষ্ম নিপতিত হইলে উভয় সেনারই ক্ষত্রিয়দিগের চিত্তে ভয় উপস্থিত হইল। ভীষ্মকে বিশীর্ণ-কবচ ও বিশীর্ণ-ধ্বজ দেখিয়া পাণ্ডব কৌরব উভয় পক্ষই বিপরীত ভাবাপন্ন হইলেন। অম্বর মণ্ডল তমোবৃত, ভানু মণ্ডল প্রভা-বিহীন এবং পৃথিবী শব্দায়মানা হইল। সমস্ত প্রাণী শরতল্পশয়ান পুরুষ প্রধান ভীষ্মকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, ইনি ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞদিগের গতি। ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ ভরতকুল-মহত্তম ভীষ্মের প্রতি এই রূপ কথা কহিতে লাগিলেন, "ইনি পিতা শান্তনুকে কামার্ত্ত জানিয়া আপনি ঊর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন।" ভরত পিতামহ ভীষ্ম নিহত হইলে আপনার পুত্রেরা কি করিবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না; তাঁহাদিগের মুখ বিবর্ণ হইল, তাঁহারা হত-শ্রী ও লজ্জিত হইয়া অধোমুখে রহিলেন। পাণ্ডবেরা সকলে জয় লাভ করিয়া রণ মস্তকে থাকিয়া সুবর্ণজাল বিভূষিত মহাশঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তূর্য্যবাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল। হে মহারাজ! কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেনকে মহাবল সমন্বিত শত্রুপক্ষ দিগকে বলপূর্ব্বক নিহত করত ক্রীড়া করিতে দেখিলাম। কৌরবেরা সংজ্ঞাহীন হইলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কৌরব পিতামহ সেইরূপে নিপতিত হইলে সমুদায় সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

আপনার পুত্র দুঃশাসন ভীষ্মকে পতিত দেখিয়া অতিবেগে দ্রোণ সৈন্য মধ্যে ধাবমান হইলেন। দুর্য্যোধনের আদেশে ভীষ্ম রক্ষার্থ সসৈন্যে নিযুক্ত বদ্ধসন্নাহ পুরুষসিংহ সেই বীর স্বসৈন্য দিগকে বিষাদিত না করিয়া প্রয়াণ করিলেন। হে মহারাজ! কুরুপক্ষীয় সকলে দুঃশাসনকে আসিতে দেখিয়া 'ইনি কি বলেন' শুনিবার নিমিত্তে তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। তদনন্তর তিনি দ্রোণের নিকট ভীষ্মের পতন সংবাদ ব্যক্ত করিলে, দ্রোণ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া মোহাবিষ্ট হইলেন। প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-নন্দন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বকীয় সৈন্য দিগকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগকে যুদ্ধে নিবৃত্ত দেখিয়া দ্রুতগতি অশ্বারোহী দূতগণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় সৈন্যদিগকে নিবারিত করিলেন। সৈন্য সমুদায় পরম্পরাক্রমে শ্রুত হইয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইলে, রাজগণ কবচ পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্ম সমীপে গমন করিলেন। তদনন্তর শত শত সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয় যোধগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, যে প্রকার অমর গণ মহাত্মা প্রজাপতির সমীপস্থ হয়েন, সেই রূপ ভীষ্মের সমীপস্থ হইলেন।

পাণ্ডব ও কৌরবেরা সকলে কৃতশয়ন পুরুষপ্রবর ভীষ্মের সকাশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, ধর্ম্মাত্মা শান্তনুপুত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ করিলেন, হে মহাভাগ গণ! তোমাদিগের স্বাগত! হে মহারথগণ! তোমারদিগের স্বাগত! হে দেবোপমগণ! তোমাদিগের দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি লম্বমান মস্তকে শরশয্যায় শয়নে থাকিয়া তাঁহাদিগকে এই রূপে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বে আপনকার পুত্রদিগকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, আমার মস্তক অত্যন্ত লম্বমান হইতেছে, তোমরা আমার মস্তকে উপধান প্রদান কর। তৎপরে তাঁহারা সূক্ষ্ম ও কোমল অতি উত্তম উপধান সকল আহরণ করিয়া দিলেন। কিন্তু নরসিংহ পিতামহ সে সকল উপধান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে পার্থিব গণ! এই সকল উপধান এবম্বিধ বীর শয্যার উপযুক্ত নহে। তদনন্তর সর্ব্বলোক মধ্যে মহারথ নরপ্রধান দীর্ঘবাহু পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস মহাবাহু ধনঞ্জয়! আমার মস্তক উপধান ব্যতিরেকে লম্বমান হইতেছে, অতএব তোমার বিবেচনায় যে প্রকার উপধান উপযুক্ত বোধ হয়, তাহা আমাকে প্রদান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় পিতামহকে অভিবাদন করিয়া মহৎ শরাসনে জ্যারোপণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে এই বাক্য বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ! হে সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-প্রবর রণ-দুর্দ্ধর্ষ! আমি আপনকার দাস এই বর্ত্তমান আছি, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া শান্তনুপুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, হে বৎস কুরুশ্রেষ্ঠ! উপধান ব্যতিরেকে আমার মস্তক লম্বমান হইয়া পড়িতেছে, অতএব হে ফাল্গুন! তুমি আমার মস্তকে উপযুক্ত উপধান প্রদান কর। হে বীর পার্থ! তুমি সমর্থ, তুমিই সমস্ত ধনুষ্মানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান শীঘ্র প্রদান কর।

ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবেত্তা বুদ্ধি ও সত্ত্বগুণান্বিত ফাল্গুন যে-আজ্ঞা বলিয়া ভীষ্মের অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলেন। তিনি মহাত্মা ভরত পিতামহের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধনুক ও সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ তিন টি শর গ্রহণ ও অভিমন্ত্রিত করত বেগ সহকারে নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তক ধারণ করিলেন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য করিলে ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ কুরু-প্রবর ভীষ্ম আনন্দিত হইলেন। তিনি ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক উপযুক্ত উপধান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন, এবং সমুদায় ভরত সন্তানদিগের প্রতি

নেত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে কুন্তী-পুত্র যোদ্ধৃপ্রবর! হে সুহৃদ্গণের প্রীতি বর্দ্ধন পাণ্ডু-নন্দন! তুমি আমার শয়নের অনুরূপ উপধান প্রদান করিয়াছ, যদি ইহার অন্যথা করিতে, তাহা হইলে আমি রুষ্ট হইয়া তোমাকে অভিশাপ দিতাম। হে মহাবাহু! ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়দিগকে যুদ্ধে এইরূপ শর শয্যাগত হইয়াই শয়ন করিতে হয়।

পিতামহ, অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিয়া সমীপবর্ত্তী সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা সকলে দেখ, অর্জ্জুন আমাকে কেমন উপধান প্রদান করিলেন, যে পর্য্যন্ত রবির উত্তরায়ণ গমন না হয়, তাবৎকাল আমি এই শয্যায় শয়ন করিব। যখন দিবাকর প্রখর-তেজস্বী ও উত্তর-পথাবলম্বী হইয়া সপ্তাশ্ব-যোজিত রথারোহণে গমন করিবেন, তখন, যেমন সুহৃদ্ ব্যক্তি প্রিয় সুহৃদ্‌দিগকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ আমি প্রিয়তম প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা তৎকালে আমার নিকট আসিবেন, তাঁহারা আমাকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিতে পাইবেন। হে নৃপগণ! আমার এই স্থানে পরিখা খনন করিয়া দাও, আমি এইখানে এইরূপ বহু-শরে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াই দিবাকরের উপাসনা করিব। হে পার্থিবগণ! এক্ষণে তোমরা পরস্পর শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর ক্ষত-রোগ-প্রতীকার কোবিদ উত্তম শিক্ষিত চিকিৎসা-নিপুণ কতিপয় বৈদ্য সমস্ত উপকরণ সামগ্রী লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। জাহ্নবীপুত্র তাঁহা দিগকে দেখিয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধনকে বলিলেন, দুর্য্যোধন! তুমি চিকিৎসক দিগকে সম্মানিত করিয়া ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় কর। এক্ষণে আমার এইরূপ অবস্থায় বৈদ্যের প্রয়োজন নাই, যে হেতু আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম-বিহিত পরম প্রশস্ত গতি লাভ করিয়াছি। হে মহীপাল গণ! আমি শর শয্যাগত, আমার পক্ষে উহা বিহিত নয়, হে নরাধিপগণ! এক্ষণে আমি এই সকল প্রবিদ্ধ শরে যে দগ্ধ হইব, তাহাই আমার পক্ষে পরম ধর্ম্ম।

আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন তাঁহার ঐরূপ বাক্য শুনিয়া বৈদ্যদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া সম্মান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। অনন্তর নানাদেশীয় পার্থিবগণ অমিত-তেজা ভীষ্মের ধর্ম্ম বিষয়ে পরম নিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মানব প্রবর মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবেরা আপনার পিতাকে ঐরূপ উপধান প্রদান করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শুভ শরতল্পে শয়ান সেই মহাত্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিলেন। রুধিরাক্ত দেহ সেই সকল বীরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সাতিশয় কাতর চিত্ত ও চিন্তান্বিত হইয়া বিশ্রামার্থে সায়ং কালে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন।

মহাবলশালী মাধব ভীষ্মের পতনে প্রীতিযুক্ত মহারথ পাণ্ডব সকলকে শিবির নিবিষ্ট ও উপযুক্ত সময় দেখিয়া তাঁহাদিগের সমীপে আগমন পূর্ব্বক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে কুরুপ্রবর! আপনি সৌভাগ্য প্রযুক্তই জয়ী হইয়াছেন, সত্যসন্ধ মহারথ ভীষ্ম মানবগণের অবধ্য; আপনি সৌভাগ্যপ্রযুক্তই উহাঁকে নিপাতিত করিয়াছেন। অথবা আপনি কোপ দৃষ্টিতে যাহাকে অবলোকন করেন, সে কখনই জীবিত থাকে না, অতএব ভীষ্ম সর্ব্বশস্ত্র-পারদর্শী হইয়াও দৈব প্রযুক্ত আপনকাকে রণে প্রাপ্ত হইয়া আপনকার ভীষণ কোপ দৃষ্টি দ্বারাই দগ্ধ হইয়া থাকিবেন। জনার্দ্দন ধর্ম্মরাজকে এইরূপ বলিলে, তিনি জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাক, তাহা-দিগেরই জয় লাভ এবং তুমি যাহাদিগের প্রতি ক্রোধ কর, তাহাদিগের পরাজয় হইয়া থাকে। হে কেশব! যাহারা তোমার ভক্ত ও শরণাপন্ন, তাহা-দিগের কোন ভয় থাকে না। আমরা তোমারই শরণাপন্ন। তুমি সমরে সর্ব্বদা যাহাদিগকে রক্ষা

করিয়া থাক এবং সর্ব্বদা যাহাদিগের হিতৈষী, তাহাদিগের বিজয় হওয়া আশ্চর্য্যকর নহে। আমার মতে, আমরা যখন তোমাকে সর্ব্ব প্রকারে সহায় পাইয়াছি, তখন যে আমরা যুদ্ধে বিজয় লাভ করিব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ধর্ম্মরাজ জনার্দ্দনকে এই প্রকার বলিলে, জনার্দ্দন সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে পার্থিবোত্তম! আপনি যেরূপ কথা বলিলেন, ইহা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১১৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বরী প্রভাতা হইলে সমুদায় রাজ গণ, পাণ্ডব গণ ও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র গণ পিতামহের উপাসনার্থে গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় গণ বীরশয্যায় কৃত-শয়ন ক্ষত্রিয়-প্রবর বীর ভীষ্মকে অভিবাদন করিয়া সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। সহস্র সহস্র কন্যা তথায় গিয়া শান্তনু-পুত্রের প্রতি চন্দন চূর্ণ, লাজ ও মাল্য বিকিরণ করিল। স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, আপামর সাধারণ সকলেই দর্শক হইয়া, যে প্রকার প্রাণী গণ তমোহন্তা সূর্য্যের অনুগামী হয়, সেই রূপ, ভীষ্মের সমীপবর্ত্তী হইল। বহু সংখ্য বাদ্যকর, নট, নর্ত্তক ও শিল্পি গণ শরতল্পশায়ী ভীষ্মের নিকট আগমন করিল। কুরু পাণ্ডব পক্ষীয় যোধ গণ কবচ ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া দুরাধর্ষ অরিন্দম দেবব্রতের সমীপস্থ হইলেন। উহাঁরা সকলেই পূর্ব্ব মত পরস্পর যথা বয়ঃক্রম প্রীতিমন্ত হইয়া একত্রে উপনীত হইলেন। যে প্রকার আকাশে আদিত্য মণ্ডলের শোভা হয়, সেই প্রকার শত শত পার্থিবে সমাকীর্ণা সেই সভা ভীষ্ম কর্ত্তৃক শোভিতা এবং ভারতবংশীয়গণে প্রদীপ্তা হইয়া শোভমানা হইল। যেমন দেবেশ্বর-ব্রহ্মার উপাসনাকারী দেবগণের সভা শোভমানা হয়, সেই প্রকার গঙ্গাসুত দেবব্রতের উপাসনাকারী সেই সকল নৃপগণের সভা শোভমানা হইল। হে ভরত শ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম শর সমূহে অভিসন্তপ্ত হইয়া সর্পের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধৈর্য্য পূর্ব্বক শরযাতনা সহ্য করিতেছিলেন। তাঁহার শরীর শরাঘাতে দগ্ধ হইতেছিল, তিনি শস্ত্র-সন্তাপে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া রাজগণকে সমীপে দেখিয়া পানীয় পানে ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্তম উত্তম ভক্ষণীয় সামগ্রী ও সুশীতল কতিপয় বারি-কুম্ভ আহরণ করিলেন, তাহা দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম কহিলেন, হে বৎস গণ! এক্ষণে আমি কোন প্রকার মানুষ-যোগ্য ভোগ উপভোগ করিতে পারিব না। আমি এক্ষণে শরশয্যা গত হইয়া মনুষ্য ভোগ্য হইতে অপক্রান্ত হইয়াছি, কেবল চন্দ্র সূর্য্যের অয়ন পথ পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিয়া জীবিত আছি।

হে ভারত! শান্তনুপুত্র এই প্রকার বলিয়া ক্ষত্রিয় গণকে নিন্দা করত কহিলেন, আমি অর্জ্জুনকে দেখিতে ইচ্ছা করি। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন সমীপে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রণত ও প্রাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিবেদন করিলেন, আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবেক? ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম পাণ্ডুপুত্র ধনঞ্জয়কে কৃতাভিবাদন ও সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার বাণে আমি গ্রথিত হইয়াছি, আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ, মর্ম্মস্থান সকল ব্যথিত এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে; আমার শরীর বেদনায় অতি পীড়িত হইয়াছে। হে মহাধনুর্দ্ধর! তুমিই আমার এ অবস্থায় যথাবিধি পানীয় প্রদানে সমর্থ হইবে, অতএব তুমি আমাকে পানীয় জল প্রদান কর। বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন যে আজ্ঞা বলিয়া রথারোহণ করিয়া জ্যা-রোপণ পূর্ব্বক বলবৎ গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিলেন। সমুদায় পার্থিব ও অন্যান্য প্রাণিগণ অশনি ধ্বনির ন্যায় তাঁহার জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ত্রাসান্বিত হইলেন। পাণ্ডুনন্দন রথিপ্রবর পার্থ সর্ব্ব লোকের সাক্ষাতে সর্ব্ব শস্ত্রধারি প্রধান ভরতশ্রেষ্ঠ শয়ান পিতামহকে রথা-

রোহণে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে প্রদীপ্ত এক বাণ অভিমন্ত্রিত ও সন্ধান পূর্ব্বক পার্জ্জন্য অস্ত্রে সংযোজিত করিয়া ভীষ্মের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথিবী বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দিব্য গন্ধ ও রস-যুক্ত অমৃত তুল্য শীতল বারি ধারা পৃথিবী হইতে উত্থিত হইল। পার্থ সেই শীতল বারি ধারা দ্বারা দিব্যকর্ম্মা দিব্য-পরাক্রম কুরুপ্রবর ভীষ্মকে পরিতৃপ্ত করিলেন। তদনন্তর ক্ষত্রিয় গণ অর্জ্জুনের ইন্দ্র তুল্য সেই কার্য্য দেখিয়া পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কৌরব গণ অর্জ্জুনের অলৌকিক কর্ম্ম দেখিয়া শীতার্দ্দিত গো গণের ন্যায় কম্পিত হইলেন। সমুদায় রাজা অর্জ্জুনের ঐ কার্য্য দেখিয়া বিস্ময় প্রযুক্ত স্ব স্ব উত্তরীয় প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন, সর্ব্বত্র তুমুল শঙ্খ দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল।

শান্তনুপুত্র পরিতৃপ্ত হইয়া সমুদায় ক্ষত্রিয় বীর দিগের সমীপে অর্জ্জুনের প্রশংসা করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুবংশের আনন্দ-বর্দ্ধন অমিত প্রভাব মহাবাহু অর্জ্জুন! এই কর্ম্ম তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়, তুমি যে পুরাতন ঋষি, তাহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন। সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্রও যে মহৎ কর্ম্ম করিতে উৎসাহ করেন না, তুমি কৃষ্ণকে সহায় করিয়া তাহা সম্পাদন করিবে। জ্ঞানী মনুষ্যেরা তোমাকে সর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের নিধন বলিয়া জানেন। তুমি পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান এবং নরগণের শ্রেষ্ঠ। এই জগতে যেমন জীবগণের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, পক্ষি মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ ও সরিৎ মধ্যে সাগর শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধরের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। যেমন তেজস্বি মধ্যে আদিত্য শ্রেষ্ঠ, গিরি মধ্যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ এবং জাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ ধনুর্দ্ধর মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। আমি, বিদুর, দ্রোণ, জামদগ্ন্য রাম, জনার্দ্দন এবং সঞ্জয়, আমরা সকলে পৃথক্ রূপে দুর্য্যোধনকে বারম্বার যুদ্ধে নিবারণ করিয়াছিলাম, হতবুদ্ধি দুর্য্যোধন অজ্ঞান তুল্য হইয়া তাহাতে শ্রদ্ধা করিল না, সে চির কালই শাসনের বহির্ভূত, সুতরাং ভীম বলে অভিভূত হইয়া শয়ন করিবে। অনন্তর তাহা শুনিয়া কৌরবরাজ দুর্য্যোধন দীন-চিত্ত হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া ভীষ্ম বলিলেন, হে রাজন্! দীন-ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ধীমান্ পার্থ যে অমৃত গন্ধ জলধারা উৎপন্ন করিলেন, ইহা তুমি স্বচক্ষে দেখিলে, এই রূপ কর্ম্ম করিতে পারে, এমন আর অন্য কেহ এ জগতে নাই। আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব্য, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য, এই সকল অস্ত্র এবং ধাতা, ত্বষ্টা ও সবিতার অস্ত্র সকল, সমস্ত মর্ত্য লোক মধ্যে এক ধনঞ্জয় আর দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ অবগত আছেন, অন্য কেহ অবগত নহেন। দুর্য্যোধন! যে মহাত্মার এতাদৃশ অলৌকিক কর্ম্ম দেখিলে, তাঁহাকে তুমি যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধ-শোভী কার্য্য-সম্পন্ন কৃতী এই সত্ত্ববান্ অর্জ্জুনের সহিত তোমার অচির কাল মধ্যে সন্ধি হউক। হে কুরুসত্তম! যে পর্য্যন্ত মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রোধাধীন না হন, ইহার মধ্যে তুমি শূর পার্থের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুন সন্নত পর্ব্ব শর নিকরে তোমার সমুদায় সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি পাণ্ডব দিগের সহিত সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত তোমার অবশিষ্ট সহোদরেরা এবং অন্যান্য বহুল রাজ গণ সমর নিমিত্ত জীবিত বর্ত্তমান আছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির ক্রোধ-প্রদীপ্ত নয়নে তোমার সৈন্য দগ্ধ না করিতেছেন, ইহার মধ্যে তুমি সন্ধি কর। যে পর্য্যন্ত নকুল, সহদেব ও ভীমসেন তোমার সমস্ত সৈন্য বিনাশ না করিতেছেন, ইহার মধ্যেই বীর পাণ্ডব দিগের সহিত তোমার সৌহার্দ্দ হয়, ইহাই আমার অভিরুচি হইতেছে; হে বৎস! তুমি পাণ্ডব দিগের সহিত শান্তি ভাব অবলম্বন কর; আমার বিনাশ পর্য্যন্তই যুদ্ধের অবসান হউক। হে বিশুদ্ধাত্মন্! আমি যাহা তোমাকে

বলিলাম, তাহাতে তুমি সম্মত হও, তাহাই তোমার এবং এই বংশের মঙ্গলকর বিবেচনা করিতেছি। বৎস! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডব দিগের সহিত শমভাবাপন্ন হও, অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ সমাপন হউক; ভীষ্ম নিপাতের পর তোমাদিগের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হউক, অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় গণ নির্ব্বিঘ্নে জীবিত থাকুন, তুমি প্রসন্ন চিত্ত হও। পাণ্ডব দিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান কর, ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করুন। হে কৌরব রাজ! তাহা হইলে তোমাকে ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে জঘন্য ও মিত্রদ্রোহী হইয়া পাপ কীর্ত্তি লাভ করিতে হইবেক না। আমার মরণ পর্য্যন্তই প্রজাদিগের শান্তি হউক, রাজগণ প্রীতি যুক্ত হইয়া গমন করুন; পিতা পুত্রকে, ভাগিনেয় মাতুলকে এবং ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুক। আমার এই সময়োচিত বাক্য যদি তুমি দুর্ম্মতি প্রযুক্ত মোহাবিষ্ট হইয়া শ্রবণ না কর, তাহা হইলে শেষে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে, আমি ইহা সত্যই বলিলাম, অতএব তোমরা সকলে এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হও।

সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন ক্ষত্রিয় গণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে স্নেহ প্রযুক্ত ঐ রূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন, তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল শল্য ক্ষত হইয়া সন্তপ্ত হইতেছিল, তাহার বেদনা সংযমন করত আত্মাকে সমাহিত করিলেন। তাঁহার কথিত হিতকর ধর্ম্মার্থ যুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে প্রকার মুমুর্ষু ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের তাহাতে অভিরুচি হইল না।

অষ্টাদশাধিক শত তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মৌনী হইলে সমুদায় ক্ষত্রিয় গণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব শিবিরে গমন করিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাধা-নন্দন ভীষ্মকে নিহত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ ত্রাসান্বিত হইয়া তাঁহার সমীপে সত্বর গমন করিলেন। মহাতেজস্বী কর্ণ উপনীত হইয়া মহাত্মা বীর প্রভু ভীষ্মকে শর শয্যাগত শরজন্মা কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শর শয্যাশায়ী ও নিমীলিত-লোচন দেখিয়া বাষ্পাকুল কণ্ঠে সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ যুগলে নিপতিত হইলেন, এবং বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি সেই রাধানন্দন, আপনি সকল স্থলে সর্ব্বদা যাহাকে দ্বেষ্য ভাবে দৃষ্টি করিতেন।

কুরুবৃদ্ধ গঙ্গা-পুত্রের চক্ষু জরাশ্লথ চর্ম্মে সংবৃত ছিল, তিনি কর্ণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, পরে তত্রস্থ রক্ষিগণকে তথা হইতে অপসারিত করাইয়া নির্জ্জন দেখিয়া, যেমন পিতা পুত্রকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ এক বাহুতে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ সহকারে এই কথা বলিলেন, কর্ণ! আইস, আইস। তুমি অমিত্রভাবাপন্ন হইয়া আমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, কিন্তু যদি এক্ষণে আমার নিকট না আসিতে, তাহা হইলে তোমার কোন প্রকারে শ্রেয় হইত না। হে মহাবাহু! তুমি রাধার পুত্র নও, তুমি কুন্তীর পুত্র; ইহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন, আমি ইহা তাঁহার নিকট এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটেও শ্রুত হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই। হে বৎস! তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি, তোমার প্রতি আমার দ্বেষ নাই, তোমার তেজোবিনাশের নিমিত্তই আমি তোমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছি। হে সুব্রত! তুমি বিনা কারণে পাণ্ডব দিগকে নিন্দা করিয়া থাক, এই নিমিত্তে কুরু সভায় আমি তোমাকে বহু রূক্ষ কথা শ্রবণ করাইয়াছি। আমি তোমার ব্রহ্মণ্যতা, শৌর্য্য ও দানে পরম নিষ্ঠা এবং সমরে শত্রু দুঃসহ বীর্য্য অবগত আছি। হে অমরোপম! পুরুষ মধ্যে তোমার সদৃশ কেহ নাই, আমি কেবল কুলভেদ ভয়েই সর্ব্বদা তোমাকে পরুষ বাক্য বলিয়াছিলাম। শরাস্ত্র, অস্ত্র সন্ধান, লাঘব ও অস্ত্র বলে তুমি মহাত্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সদৃশ। হে কর্ণ! একমাত্র ধনুর্দ্ধর তুমিই কুরুরাজের বিবাহ নিমিত্তে কাশিপুরে গমন করিয়া

সমরে রাজগণকে মর্দ্দন করিয়াছিলে। সমর-শ্লাঘী দুরাসদ বলবান্ রাজা জরাসন্ধ তোমার সদৃশ হন নাই। তুমি ব্রহ্মণ্য ও সত্যবাদী, সংগ্রাম কার্য্যে তেজ ও বলে দেব-পুত্র তুল্য, এবং যুদ্ধে অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাক। তোমার প্রতি আমার যে ক্রোধ ছিল, তাহা অদ্য অপনীত হইল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, পুরুষকার দ্বারা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না। হে অরিসূদন মহাবাহু! বীর পাণ্ডবেরা তোমার সোদর ভ্রাতা, অতএব তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তাঁহা-দিগের সহিত মিলিত হও। হে আদিত্য-নন্দন! আমারে দিয়াই পাণ্ডব দিগের সহিত শত্রুতা শেষ হউক; আজ পৃথিবীতে সমুদায় রাজ গণ নিরাময় হউন।

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ মহাবাহু! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি জানি; আমি সূতপুত্র নহি, কুন্তীর পুত্রই বটি, তাহাতে সংশয় নাই। পরন্তু আমাকে কুন্তী পরিত্যাগ করাতে অধিরথ সূত প্রতিপালন করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং আমি দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতেছি, তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপভোগ করত তাঁহার নিকট যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে উৎসাহ করিতে পারি না। হে ভূরিদক্ষিণ দেবব্রত! বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণ যেমন পাণ্ডব দিগের নিমিত্ত দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছেন, আমিও সেই রূপ দুর্য্যোধন নিমিত্তে ধন, শরীর, পুত্র, দারা, যশ, এ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। যেহেতু ক্ষত্রিয় দিগের ব্যাধি দ্বারা যে মরণ, তাহা ইষ্ট ও উপকারক নহে। বিশেষত আমি দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডব দিগকে কোপিত করিয়াছি। অবশ্যম্ভাবী যে অর্থ, তাহা নিবারণ করিবার সাধ্য নাই, কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিবারণ করিতে উৎসাহ করিতে পারে? হে পিতামহ! আপনিও পৃথিবী ক্ষয়-জনক নিমিত্ত সকল পূর্ব্বে উপলব্ধি করিয়া সভা মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা ও বাসুদেব যে কোন প্রকারে অন্য কাহারো পরাজেয় নহেন, তাহা আমি জানিয়াও তাঁহাদিগের প্রতি উৎসাহ করিতেছি যে, তাঁহাদিগকে পরাজিত করিব, ইহা আমার নিশ্চিত মানস হইয়াছে। আমার এই সুদারুণ বৈর ভাব পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই। হে তাত! আমি প্রীতিযুক্ত চিত্তে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব, আমি যুদ্ধ নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়াছি, আপনি আমাকে অনুমতি করুন। আমি আপনকার অনুজ্ঞা লইয়া যুদ্ধ করি, এই আমার মানস। আমি ক্রোধ বা চাপল্য হেতু আপনার প্রতি যে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, তাহাতে আপনি ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, কর্ণ! তুমি যদি এই সুদারুণ বৈর ভাব পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হও, তবে আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া যুদ্ধ কর। অক্রোধ, বীতসংরম্ভ এবং সাধুগণের ন্যায় সচ্চরিত্র হইয়া যথা শক্তি ও উৎসাহ ক্রমে নৃপ কার্য্য কর। আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, তাহা লাভ করিবে, তুমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম দ্বারা পরাজিত লোক সকল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। ক্ষত্রিয় দিগের ধর্ম্ম্য যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য আর কিছুতেই শ্রেয় নাই, অতএব বল বীর্য্যের সমাশ্রিত ও নিরহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর। হে কর্ণ! আমি এই বৈর ভাব শমতা নিমিত্তে দীর্ঘ কাল বিশেষ যত্ন করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না।

সঞ্জয় কহিলেন, গঙ্গানন্দন এই রূপ বলিলে রাধা নন্দন গঙ্গানন্দনকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে রথারোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সমীপে প্রস্থান করিলেন।

একোন বিংশতি তম অধ্যায় ও ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥